শ্রীমদ্ভাগবতম্

সপ্তম

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ)
ঈশোদ্যান
পোঃ-শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস-সংহিতাখ্যং সাত্বতসংহিতেত্যপরনামধেয়ম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সপ্তমস্কন্ধমাত্রম্

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যচিদ্বিলাস-
প্রভুপাদ-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী-ঠক্কুরেণ বিরচিতেন
বিবিধসূচীপত্র-কথাসার-সংস্কৃতান্বয়-গৌড়ীয়ভাষ্যানুবাদ-তথ্য-
বিবৃত্যাত্মক-গৌড়ীয়-ভাষ্যেণ, শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকৃত-
তাৎপর্য্যেণ, শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃত-
সারার্থদর্শিন্যাখ্য-টীকয়া

তথা

শ্রীবৃন্দাবন-বাস্তব্যস্য শ্রীল বিনোদ-বিহারী-গোস্বামিনঃ কনিষ্ঠাত্মজেন শিষ্যেণ
শ্রীবিজন-বিহারী-গোস্বামি-এম্-এ-কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ-
ভাগবত-শাস্ত্রিণা কৃতেন সারার্থদর্শিনী-টীকায়াঃ বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িতমাধব-গোস্বামি-মহারাজ-
বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্ত্তমানাচার্য্যেণ
ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতম্

প্রথম-সংস্করণম্

৫১২ শ্রীগৌরাব্দে

নদীয়া, শ্রীধামমায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থিত "শ্রীচৈতন্যবাণী"-ইত্যাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামি-
শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি-পরিব্রাজক-মহারাজেন মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী

৭ হৃষীকেশ,	৫১২ শ্রীগৌরাব্দ
২৯ শ্রাবণ,	১৪০৫ বঙ্গাব্দ
১৫ আগষ্ট	১৯৯৮ খৃষ্টাব্দ

—প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩
জেলা—নদীয়া
(পশ্চিমবঙ্গ)

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১
জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (অসম)

৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (অসম)

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা)

বিজ্ঞপ্তি

'শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং ।
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে ।
তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥'

—ভাগবত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমদ্ভাগবতের অভিনব সংস্করণের প্রথম স্কন্ধ, দ্বিতীয় স্কন্ধ, তৃতীয় স্কন্ধ, চতুর্থ স্কন্ধ, পঞ্চম স্কন্ধ, ষষ্ঠ স্কন্ধ বিভিন্ন শুভতিথিকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। ভক্তগণ জানিয়া উল্লসিত হইবেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজের নিষ্কপট সেবা-প্রচেষ্টায় পুনঃ স্বল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী শুভবাসরে প্রকটিত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধের পূর্ণানুকূল্য সংগ্রহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আশা করি শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধসমূহও ক্রমশঃ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী

৭ হৃষীকেশ, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ
২৯ শ্রাবণ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
১৫ আগষ্ট, ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দ

বৈষ্ণবদাসানুদাস
ভক্তিবল্লভ তীর্থ

সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয়॥
চারি বেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত'।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ২১।১৫, ১৬

প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ॥
ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যা'র ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময়॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৩।৫১৬, ৫৩০-৫৩১

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২৫।১৪৩

সপ্তম-স্কন্ধের অধ্যায়-বিবরণ

সপ্তম-স্কন্ধের কথাসার

পূর্ব্বস্কন্ধে হিরণ্যাক্ষ-বধ-শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্ব্বভূতে সমদর্শী ভগবানের এরূপ পক্ষপাতিত্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শুকদেব বলিলেন, "নির্গুণ শ্রীহরির কাহারও প্রতি রাগ-দ্বেষ নাই। ত্রিগুণবদ্ধ জীবে ত্রিগুণের কার্য্য রাগদ্বেষাদি লক্ষিত হয়।" পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের এবংবিধ প্রশ্নে দেবর্ষি নারদ শিশুপালের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অনুকূলভাবের কথা কি, প্রতিকূলভাবে অনুশীলন-কারীরও অনায়াসে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

শ্রীবরাহদেব হিরণ্যাক্ষকে নিহত করিলে হিরণ্য-কশিপু তৎপ্রতিশোধকল্পে ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করিতে স্বীয় অনুচরগণকে আদেশ করিল, কারণ তাহার ধারণা যে, বিপ্রাদির বিনাশ হইলে যজ্ঞক্রিয়ার লোপ-প্রাপ্তিতে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুরও মূলোৎপাটন হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া হিরণ্যকশিপু ভ্রাতৃশোকে কাতরা মাতা এবং ভ্রাতৃবধূকে উশীনর দেশের রাজার মৃত্যুতে রাজমহিষীগণকে যমরাজের বালকবেশে তত্ত্বোপদেশ এবং ব্যাধবাণে নিহত পক্ষিণীর জন্য শোকপ্রকাশ করিয়া ব্যাধের হস্তে এক পক্ষীর—মৃত্যু এই দ্বিবিধ উপাখ্যান বর্ণন দ্বারা তত্ত্বোপদেশ করিয়া শোকমুক্ত করিল।

অজেয় ও অমর হইবার বাসনায় হিরণ্যকশিপু কঠোর তপস্যা দ্বারা চতুর্দ্দশ লোককে সন্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুকে বর দিলেন যে, জগতে সৃষ্ট কোন প্রাণী দ্বারা, কোনও অস্ত্রের দ্বারা, ভূমণ্ডলে অথবা নভোমণ্ডলে, দিবসে অথবা রাত্রিতে—কিছু-তেই তাহার বিনাশ হইবে না।

বর লাভ করিয়া হিরণ্যকশিপু লোকপালগণকে স্ববশে আনয়নপূর্ব্বক মহেন্দ্রভবনে দিব্যসুখে বিহার করিতে লাগিল। তাহার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া দেবগণ শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলে তিনি দেবগণকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, ঐ দুরন্ত অসুর যখন নিজ পুত্র প্রহলাদের বিদ্বেষ করিবে, তখনই ভক্তবৎসল ভগবান্ হিরণ্যকশিপুর নিধন সাধন করিবেন।

হিরণ্যকশিপু তাহার পুত্রগণ এবং অপর অসুর বালকগণকে গুরুপুত্র ষণ্ডামর্কের নিকট অধ্যয়নার্থ সমর্পণ করিলেন। গুরুদ্বয়ের প্রদত্ত রাজনীতি বিষয়ক শিক্ষা প্রহলাদের মনঃপূত হয় নাই। একদিন হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে ক্রোড়ে করিয়া 'তাঁহার মতে উত্তম শ্রেয়ঃ কি'—জিজ্ঞাসা করিলে প্রহলাদ "দেহা-দিতে অহং-মমাভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন করিয়া শ্রীহরিকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করাই উত্তম শ্রেয়ঃ" —এইরূপ বলায় হিরণ্যকশিপু ষণ্ডামর্ককে যাহাতে প্রহলাদের এইপ্রকার সুরজনোচিত বুদ্ধি না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখিতে বলিলেন। ষণ্ডামর্ক প্রহলাদকে নানাপ্রকার শাসন করিয়া ত্রিবর্গ-প্রতিপাদক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে প্রহলাদের সকল শাস্ত্রেই অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে,—জ্ঞান করিয়া গুরুব্রুবগণ রাজসমীপে নিবেদন করিল। হিরণ্যকশিপু প্রহলাদের উৎকৃষ্ট অধ্যয়নের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে প্রহলাদ বলিলেন, ভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নববিধ ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান উত্তম অধ্যয়নের ফল। তচ্ছ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যরাজ গুরুপুত্রগণকে তিরস্কার করিলে তাঁহারা বলিলেন, প্রহলাদের মতি স্বভাবতঃই বিপ-র্য্যস্ত। প্রহলাদকে তাঁহার বিষ্ণুভক্তিলাভের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "গৃহব্রতগণের মতি আপনা হইতে বা অন্যের দ্বারা কোন প্রকারেই ভগ-বানে নিযুক্ত হয় না। তাহারা ক্লেশময় সংসারে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিয়া চর্ব্বিত চর্ব্বণ করে। তাহারা বিষয়মোহান্ধ গুরুব্রুবগণের হস্তে পড়িয়া, এক অন্ধের দ্বারা অন্য অন্ধ চালিত হওয়ার ন্যায় কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদশাস্ত্রের কাম্যকর্ম্মে মুগ্ধ হইয়া আরও আবদ্ধ হয়। নিষ্কিঞ্চন মহদ্‌গণের পদরজে অভিষিক্ত না হইলে ভগবানে মতি জন্মে না।" প্রহলাদের এইরূপ স্বজনবাক্য অবহেলা করিয়া স্বীয় পিতৃব্যহন্তা বিষ্ণুর দাসত্ব বরণ করার অপরাধের শাস্তির জন্য তাঁহাকে বিবিধ উপায়ে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু যখন কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না, তখন শুক্রাচার্য্যের আগমনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা

করিয়া তাঁহাকে বরুণ-পাশে বদ্ধ রাখিয়া রাজনীতি উপদেশ করিতে লাগিল ; কিন্তু প্রহলাদের নিকট সাধু বলিয়া বোধ হইল না।

একদিন গুরুপুত্রগণের অবর্ত্তমানে প্রহলাদ অসুর-বালকগণকে সম্বোধন করিয়া জীবমাত্রেরই কৌমারকাল হইতে ভগবদ্ভজনের কর্ত্তব্যতা মূঢ় অজিতেন্দ্রিয়গণের কুটুম্ব-পোষণার্থ বৃথা আয়ুর্হরণ-চেষ্টা, আয়ুষ্কালের অল্পতা, ত্রিবর্গের নিকৃষ্টতা, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টি-সম্পাদন-চেষ্টা এবং দেবর্ষি নারদের কৃপায় ভগবজ্-জ্ঞান-লাভ ইত্যাদি কীর্ত্তন করিলেন। 'অন্তঃপুর-নিবদ্ধ প্রহলাদের কিরূপে দেবর্ষির সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল' ইহা অসুরবালকগণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রহলাদ তাঁহার পিতার তপস্যায় গমনানন্তর ইন্দ্রের অসুর-পুরী আক্রমণ, প্রহলাদের মাতাকে লইয়া ইন্দ্রের প্রস্থান, পথিমধ্যে নারদের কৃপায় মাতার রক্ষা, নারদের আশ্রমে তাঁহার অবস্থিতি ও নারদের কৃপায় স্বেচ্ছাপ্রসব-বরলাভ এবং প্রহলাদকে উদ্দেশ্য করিয়া নারদের তত্ত্বোপদেশ প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

প্রহলাদোপদেশে অসুর বালকগণের ভগবন্নিষ্ঠা দেখিয়া গুরুপুত্রগণ রাজসমীপে সম্যক্ নিবেদন করিল। হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে সংহার করিবার মনস্থ করিলেও তাঁহাকে নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, কাহার বলে বলীয়ান হইয়া প্রহলাদ ত্রিভুবনবিজয়ী হিরণ্যকশিপুর সমক্ষে নির্ভীক অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন। প্রহলাদ তদুত্তরে বলিলেন যিনি ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত স্বীয়বলে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন এবং যিনি সর্ব্বত্র অবস্থিত, তিনিই প্রহলাদ, দৈত্যরাজ এবং অন্যান্য বলবান্‌দিগের বল। প্রহলাদ দৈত্যরাজকে আরও বলিলেন যে, সেই অসুররাজ স্বীয় শরীরস্থ কামাদি শত্রুগণকে জয় না করিয়াই ত্রিভুবন-বিজয়ী অভিমান করিতেছে মাত্র। যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া আসুরিক স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহরির উপাসনা করেন, তিনিই প্রকৃত জয়ী। 'শ্রীহরি সর্ব্বব্যাপক' —প্রহলাদের মুখে এই কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে নিকটস্থ স্তম্ভে শ্রীহরি বর্ত্তমান আছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিলে প্রহলাদ ঐ স্তম্ভেও শ্রীহরির অস্তিত্ব বিজ্ঞাপন করিলেন। হিরণ্যকশিপু তাচ্ছিল্য-ভরে সবেগে সেই স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত করিলে এক ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুত হইল। পরক্ষণেই ভক্তবাক্য সত্য-করণার্থ শ্রীহরি নৃসিংহ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ করিলেন। হিরণ্যকশিপুর প্রাণরক্ষার্থ বিবিধ চেষ্টাকে প্রতিহত করিয়া নৃসিংহ-দেব তাহাকে স্বীয় জঘনোপরি স্থাপন করিলেন এবং দিবারাত্রির সন্ধিস্থলে অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলায় নখর দ্বারা তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন। সেই সঙ্গে আরও অনেক দৈত্যকে বধ করিলেন। সমগ্র বিশ্ব দৈত্য-উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সানন্দে শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিল।

হিরণ্যকশিপুর বধান্তে কোপাবিষ্ট নৃসিংহদেবের কোপশান্তির জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ, এমন কি, লক্ষ্মী-দেবীও সাহসী হইলেন না, তখন প্রহলাদ নির্ভয়ে ভগবৎপদান্তিকে গমন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন,—"প্রাকৃত অভিমানের দ্বারা ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করা যায় না। অভক্ত দ্বাদশগুণ-যুক্ত বিপ্র অপেক্ষা চণ্ডালকুলে অবতীর্ণ ভক্ত শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ নিজলাভপূর্ণ, ক্ষুদ্রব্যক্তি-গণের নিকট হইতে তাঁহার পূজাদি গ্রহণ জীবেরই মঙ্গলার্থ। সংসার-দুঃখই জীবের ভীতি-কারণ, নিষ্কপটে ভগবদ্দাস্যই নিস্তারের উপায়। ভগবানে ভক্তি সদ্ বা অসদ্ বংশে জন্মগ্রহণের অপেক্ষা করে না। সুরাসুর, উত্তমাধম-নির্ব্বিশেষে ভগবৎ-কৃপা বর্ষিত হয়। ভগবানের গুণকীর্ত্তনরত ভক্তই সংসার-ভয়শূন্য। ভগবদ্ভক্তের কৃপা ব্যতীত ভগবানের কৃপা পাওয়া যায় না। ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া শিষ্টপালন ও দুষ্টদমন পূর্ব্বক ধর্ম্মসংস্থাপন করেন। তিনি বলিতে প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ বলিয়া তাঁহার নাম ত্রিযুগ"—ইত্যাদি সারগর্ভ রহস্য-পূর্ণ তত্ত্বকথা দ্বারা স্তব করিলে শ্রীনৃসিংহদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদান করিতে ইচ্ছুক হইলে প্রহলাদ তাহা অস্বীকার পূর্ব্বক বলিলেন—ভগবানের নিকট হইতে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিকামনা বণিগ্‌বৃত্তি মাত্র, উহা কখনও সেবা নয়। কাম অতিশয় অনিষ্টকর কাম-শূন্য না হইলে ভগবানের সেবায় যোগ্যতা লাভ হয়

না। প্রহ্লাদের ঐকান্তিকতায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রী-নৃসিংহদেব প্রহলাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে এক মন্বন্তর-কাল রাজ্যভোগ এবং সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ পূর্ব্বক নিষ্কাম ভক্তিযোগ অবলম্বন করিতে আদেশ করিলেন। প্রহলাদ হিরণ্যকশিপুর ভগবান্ ও ভক্তসকাশে অপরাধের মোচনজন্য প্রার্থনা করিলে নৃসিংহদেব বৈষ্ণবের কুল ও দেশপাবনত্বের কথা কীর্ত্তন করিয়া প্রহলাদের বৈষ্ণবতাগুণে হিরণ্যকশি-পুর পবিত্রত্ব জ্ঞাপন করিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রহলাদের চরিত্র শ্রবণে আনন্দিত হইয়া মনুষ্যমাত্রের ধর্ম্ম শ্রবণেচ্ছু হইলে—"ধর্ম্মের মূল কারণ বিষ্ণু, সত্য-দয়াদি ত্রিংশৎলক্ষণ ধর্ম্মই মনুষ্যমাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম"—ইত্যাদি বলিয়া নারদ চতুর্বর্ণের লক্ষণ বর্ণনপূর্ব্বক লক্ষণানুসারে বর্ণনির্ণয় করাই শাস্ত্রীয় বিধি অর্থাৎ জন্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণনিরূপণ মুখ্যবিধি নহে—প্রভৃতি কীর্ত্তন করিলেন।

অতঃপর দেবর্ষি আশ্রম-ধর্ম্মপ্রসঙ্গে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারিটী আশ্রম ও প্রত্যেক আশ্রমের কৃত্য স্বতন্ত্রভাবে বর্ণন করিলেন।

দেবর্ষি নারদ মোক্ষধর্ম্মপ্রসঙ্গে—"ব্রাহ্মণগণ কেহ কর্ম্মনিষ্ঠ, কেহ জ্ঞান, যোগ বা তপোনিষ্ঠ, মোক্ষার্থী কর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থের দেব-পিত্রাদির উদ্দেশে দেয় হব্য-কব্যাদি সুষ্ঠু নির্ব্বাহ-জন্য ব্রাহ্মণ-বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া একমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ বিপ্রগণকেই দান করা প্রশস্ত—শ্রীহরিকে নিবেদিত অন্ন পিত্রাদিকে শ্রদ্ধাসহকারে অর্পণের নাম শ্রাদ্ধ,—ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির ছলধর্ম্মাদি পঞ্চ-বিধ অধর্ম্ম অবশ্যই পরিত্যাজ্য, স্বভাব-বিহিত ধর্ম্মা-চরণই শ্রেয়ঃ; কাম-ক্রোধাদি রিপু, ত্রিতাপ ও ত্রিগুণাদি জয় করিবার উপায় একমাত্র শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে আত্মসমর্পণ, কৃষ্ণাভিন্ন গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি অধঃ-পতনের হেতু, কুটুম্বাদির সঙ্গদোষে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হই-লেই গৃহত্যাগই কর্ত্তব্য, গৃহস্থের ক্রিয়াত্যাগ, তপস্বীর গ্রামে বাস ও সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য—আশ্রমবিড়ম্বনা মাত্র, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—দুইটী মার্গ, প্রবৃত্তিমার্গে সংসার-বন্ধন ও নিবৃত্তি-মার্গে সংসার-মোচন" ইত্যাদি বিষয় সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তন করিলেন।

সপ্তম-স্কন্ধের অধ্যায়-সূচী

সপ্তম-স্কন্ধের বিষয়-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

সপ্তম-স্কন্ধের শ্লোক-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

খ

গ

ঘ

চ

ছ

সপ্তম-স্কন্ধের পাত্র-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

সপ্তম-স্কন্ধের স্থান-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সপ্তমঃ স্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ—

সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্‌ব্রহ্মন্ ভূতানাং ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রস্যার্থে কথং দৈত্যানবধীদ্বিষমো যথা ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নে শ্রীশুকদেব, ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ ও সমভাবে সকলের রক্ষাকর্ত্তা হইয়াও কেন দেবতাদের হিতার্থ দৈত্যবধ করিয়াছিলেন, তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। ইহাতে অজ্ঞলোকেরা শ্রীভগবানের এইরূপ দৈত্যবধাদি কার্য্যে যে পক্ষপাতিতা-দোষ আরোপ করে তাহা অপনোদিত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব দেখাইয়াছেন যে, জীবগণের দেহে প্রাকৃতসত্ত্বাদি ত্রিগুণের কার্য্য হইতেই রাগ ও দ্বেষ জন্মে; শ্রীভগবানের কাহারও প্রতি রাগ-দ্বেষ নাই। কালও তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে না। কাল তাঁহারই সৃষ্ট ও তদধীন। সুতরাং শ্রীভগবান্—এ সকল প্রাকৃত দোষগুণের অতীত। তদীয়া বহিরঙ্গা মায়ার ত্রিগুণ হইতেই এই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্য। আর এইরূপে নিহত দৈত্যগণেরও সদ্‌গতি লাভই হইয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রশ্নে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি নারদ-বাক্য হইতে শিশুপাল কেন আশৈশব কৃষ্ণদ্বেষী ও কৃষ্ণনিন্দুক হইয়াও তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি বর্ণন করিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের জয়-বিজয়-নামক বৈকুণ্ঠস্থিত দ্বারপালদ্বয় ভক্তাপরাধে স্থানচ্যুত হইয়া প্রথমে (সত্যযুগে) হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, পরে (ত্রেতাযুগে) রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং শেষে (দ্বাপরযুগে) শিশুপাল-দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কর্ম্মবশে শ্রীভগবানে বৈরভাব পোষণ করিলেও, তদ্ভাবেই সতত তচ্চিন্তারত থাকিয়া তাঁহাদ্বারাই নিহত হইয়া শেষে সাযুজ্যমুক্তি লাভ করেন। অনুকূলভাবে ভগবদ্‌ভজনে ত' কথাই নাই, দ্বেষাদি প্রতিকূলভাবেও তদ্ধ্যানরত এবং তাঁহাতে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে লাভ করেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ—(হে) ব্রহ্মন্ ভগবান্ (বিষ্ণুঃ) স্বয়ং ভূতানাং (সর্ব্বভূতেষু) সমঃ (সমদৃষ্টিঃ) প্রিয়ঃ সুহৃৎ (চ ভবতি তাদৃশঃ সন্) বিষমঃ যথা (বিষমদৃষ্টিরিব) ইন্দ্রস্য অর্থে দৈত্যান্ কথম্ অবধীৎ (হতবান্)? (সমস্য কথম্ অসুরেষু বৈষম্যং প্রিয়স্য কথং প্রীত্যভাবঃ, সুহৃদঃ কথং তেষু অসৌহৃদং ভেদদর্শী জীবস্তু পুত্রাদিপক্ষপাতেন তৎ শত্রূন্ হন্তি, ন হি সমস্য সুহৃদশ্চ বৈষম্যং ভবতি, ন চ প্রিয়স্য প্রীতিকর্ত্তৃষু বৈষম্যং যুক্তম্ ইত্যর্থঃ)। ॥ ১ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্, সর্ব্বভূতে সমদর্শী এবং সকলের প্রিয় ও সুহৃৎ ভগবান্ বিষ্ণু দেবরাজ ইন্দ্রের নিমিত্ত অসমদর্শীর ন্যায় কি জন্য দৈত্যদিগকে বধ করিয়াছিলেন? সমদর্শী ব্যক্তির পক্ষপাতিত্ব যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে ॥
গোপরামাজনপ্রাণপ্রেয়সেতি প্রভূষ্ণবে।
তদীয়প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে ॥

উতিঃ স্যাদ্বাসনা সাত্র সপ্তমে কথ্যতে দ্বিধা।
অশুভা চ শুভা চাপি কোপতোঽনুগ্রহাৎ সতাম্ ॥
সন্তশ্চ ত্রিবিধাঃ শুদ্ধভক্তা জ্ঞানাদিমিশ্রিতাম্।
ভক্তিং দধানাস্তন্মিশ্রজ্ঞানবন্তশ্চ কীর্তিতাঃ ॥
হিরণ্যকশিপোঃ স্বাভাবিকী যা বাসনাঽশুভা।
তত্র হেতুঃ সনন্দাদিকোপঃ প্রাচীন এব সঃ ॥
তস্যাপি পুত্রো যস্তস্য প্রহলাদস্য শুভোত্তমা।
শুদ্ধভক্তৌ বাসনা শ্রীনারদাঙ্ঘ্রিকৃপাভরাৎ ॥
তৎ সংরক্ষ্য সতামাগঃ কুঞ্জরাৎ সৎপ্রসাদজা।
দীনতা-মানদত্বাদি-শিলাক্লিপ্তমহাবৃতিঃ ॥
ভক্তিবল্লী নৃভিঃ পাল্যা শ্রবণাদ্যম্বুসেচনৈঃ।
এবং কথা দশাধ্যায্যাং ভক্তেঃ কৈবল্যমীক্ষয়েৎ ॥
পঞ্চাধ্যায্যাং কথা ভক্তেঃ প্রাধান্যং গুণভূততাম্।
তাদৃগ্‌ভক্তগুরোর্লভ্যং দর্শয়ে তাদৃগাস্পদে ॥
স্যুস্ত্রিষু ক্রমতঃ প্রেমশান্তভক্তত্বমুক্ততাঃ।
এবং পঞ্চদশাধ্যায়ঃ সপ্তমঃ সাধু সেব্যতে ॥
তত্র তু প্রথমে বিষ্ণোর্বৈষম্যং বারয়ন্মুনিঃ।
তস্য পার্ষদয়োরাহ সংক্ষেপাৎত্রিজনোঃ কথাম্ ॥

পূর্ব্বস্কন্ধান্তে "হতপুত্রা দিতিঃ শক্রপার্ষ্ণিগ্রাহেণ বিষ্ণুনা। মন্যুনা শোকদীপ্তেন জ্বলন্তি পর্য্যচিন্তয়ৎ।" ইতীন্দ্রপক্ষপাতলক্ষণং বিষ্ণোর্বৈষম্যমসহমান ইব স্বয়মবগতসিদ্ধান্তোঽপি মহামুনেস্তস্য মুখাদপি সমাধানামৃতমাস্বাদয়িতুমাহ—সম ইতি ত্রিভিঃ। সমস্য কথং বৈষম্যং প্রিয়স্য কথমসুরেষু প্রীত্যভাবঃ। সুহৃদশ্চ কথং তেষ্বসৌহার্দ্দম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনঃ পুনঃ গুরুদেবকে অথবা শ্রীগুরুরূপী করুণাসিন্ধু লোকপালক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক জগতের চক্ষুঃস্বরূপ সেই প্রসিদ্ধ শ্রীশুকদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

গোপরামাজনের প্রাণকোটি প্রিয়তম, অতিশয় প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার প্রিয়জনের দাস্যে আমি আমাকে এবং আমার আমিত্বকে সমর্পণ করিতেছি।

পুরাণের দশটি লক্ষণের অন্যতম 'উতি'। উতি বলিতে বাসনা, তাহা এই সপ্তম স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। শুভ ও অশুভ-ভেদে জীবের বাসনা দুই প্রকার। মহতের অনুগ্রহে শুভ বাসনা এবং তাঁহাদের কোপে অশুভ বাসনার উদয় হয়। সাধু ব্যক্তিও তিন প্রকার—শুদ্ধভক্ত, জ্ঞানাদি-মিশ্র ভক্তি-সম্পন্ন এবং ভক্তিমিশ্র জ্ঞানিগণ। হিরণ্যকশিপুর স্বাভাবিক যে অশুভ বাসনা, তাহার কারণ সনন্দাদি চতুঃসনের প্রাক্তন কোপ। তাঁহার যে পুত্র, সেই প্রহলাদের দেবর্ষি নারদের কৃপাজনিত শুদ্ধভক্তিতে শুভ উত্তমা বাসনা। অতএব মহতের নিকট অপরাধরূপ হস্তীর হস্ত হইতে মহৎকৃপালব্ধ ভক্তি-লতাকে দীনতা, মান-দানাদি শিলারূপ আবরণের দ্বারা সংরক্ষণ করতঃ শ্রবণাদি জল-সিঞ্চনে পালন করিতে হইবে ॥

এখানে দশটি অধ্যায়ে ভক্তির কৈবল্য এবং পাঁচটি অধ্যায়ে গুণীভূত ভক্তির প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে। তাদৃশ ভক্ত গুরুর নিকট হইতে তাদৃশ পাত্রে ক্রমশঃ তিনটি অধ্যায়ে প্রেম ও শান্তভক্তত্ব উক্ত হইয়াছে। এই প্রকার সপ্তম স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায় সুষ্ঠুভাবে নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব বিষ্ণুর বৈষম্য নিরাকরণের নিমিত্ত তাঁহার পার্ষদদ্বয়ের সংক্ষেপে তিন জন্মের কথা বলেন ॥০॥

পূর্ব্ব-স্কন্ধান্তে বিষ্ণুর পরোক্ষ সাহায্যে ইন্দ্র কর্ত্তৃক পুত্র বিনষ্ট হওয়ায় দিতি ক্রোধ ও শোকে উদ্দীপ্ত হইয়া পরিতাপ করিয়াছিলেন—ইহা শ্রবণ করতঃ রাজা পরীক্ষিৎ বিষ্ণুর ইন্দ্র-পক্ষপাতরূপ বৈষম্য সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন, স্বয়ং সিদ্ধান্ত অবগত হইলেও সেই মহামুনি শ্রীশুকদেবের মুখ হইতেও তাহার সমাধানরূপ অমৃত আস্বাদনের অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'সমঃ' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। যিনি সর্ব্বভূতে সমান, তাঁহার বৈষম্য কিরূপে সম্ভব, আর যিনি সকলের প্রিয়, তাঁহার কিপ্রকারে অসুরগণে প্রীতির অভাব, এবং যিনি সুহৃৎস্বভাব ভগবান্, তাঁহার কি প্রকারে অন্যের প্রতি অসৌহার্দ্দ হইতে পারে? ১ ॥

ন হ্যস্যার্থঃ সুরগণৈঃ সাক্ষান্নিঃশ্রেয়সাত্মনঃ।
নৈবাসুরেভ্যো বিদ্বেষো নোদ্বেগশ্চাগুণস্য হি ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সাক্ষাৎ নিঃশ্রেয়সাত্মনঃ নিঃশ্রেয়সং পরমানন্দঃ আত্মা স্বরূপং যস্য তস্য আত্মকামস্য) অস্য (ভগবতঃ) সুরগণৈঃ (সাধ্যঃ) অর্থঃ (কিঞ্চিৎ

প্রয়োজনং) ন হি (নাস্তি এব, অতঃ কথং তৎপক্ষ-পাতী ভবতি), অগুণস্য (মায়িকগুণরহিতস্য অস্য) অসুরেভ্যঃ বিদ্বেষঃ উদ্বেগঃ চ ন এব হি (নিশ্চিতমেব নাস্তি, অতঃ কথং তান্ দ্বেষ্টি ইতি ভাবঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ বিষ্ণু—সাক্ষাৎ পরমানন্দ আত্মস্বরূপ, সুতরাং দেবতাদিগের প্রতি পক্ষপাত করিয়া তাঁহার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ? আর, যিনি স্বয়ংই নির্গুণ, তাঁহার অসুরগণের নিকট হইতে ভয়ের বিষয় কি আছে ? অতএব অসুরসমূহকে কি জন্য তিনি দ্বেষ করিলেন ? ২ ॥

বিশ্বনাথ—ন চেন্দ্রাদিভিস্তস্য সুখং সিদ্ধ্যতীত্য-তস্তৎপক্ষপাত ইতি বাচ্যমিত্যাহ,—নেতি। নিঃশ্রেয়-সং পরমানন্দ এব আত্মা স্বরূপং যস্য তস্য কশ্চি-দন্যঃ সুখং সাধয়েদিতি ভাবঃ। ন চাসুরাদিভিরু-দ্বেজকৈস্তস্য দুঃখং ভবেদ্যতস্তেষু বিদ্বেষঃ ইত্যাহ—নৈবেতি। অসুরেভ্য উদ্বেগো নাস্ত্যতো ন বিদ্বেষস্তত্র হেতুঃ—অগুণস্যেতি ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের দ্বারা তাঁহার কোন সুখ সাধিত হইবে—এই নিমিত্ত পক্ষ-পাত, ইহাও বলিতে পারেন না, ইহাই বলিতেছেন—'ন হ্যস্যার্থঃ' ইত্যাদি। 'নিঃশ্রেয়সাত্মনঃ'—নিঃশ্রেয়ঃ বলিতে পরমানন্দ, তাহাই স্বরূপ যাঁহার, সেই ভগ-বানের অপর কেহ সুখ বিধান করিতে পারে না—এই ভাব। আর উদ্বেগ প্রদায়ক অসুরগণের দ্বারাও তাঁহার কোন দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে না যে তাহা-দের প্রতি বিদ্বেষ হইবে ? ইহা বলিতেছেন—'নৈব' ইত্যাদি, অসুরগণ হইতে তাঁহার কোন উদ্বেগ নাই, অতএব বিদ্বেষও থাকিতে পারে না, তদ্বিষয়ে কারণ—তিনি গুণাতীত ॥ ২ ॥

———

ইতি নঃ সুমহাভাগ নারায়ণগুণান্ প্রতি।
সংশয়ঃ সুমহান্ জাতস্তদ্ভবাংশ্ছেত্তুমর্হতি ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুমহাভাগ, নারায়ণগুণান্ (নারা-য়ণস্য গুণান্ অনুগ্রহ-নিগ্রহাদীন্) প্রতি নঃ (অস্মাকং সর্ব্বেষাং শ্রোতৃণাম্) ইতি (এবং) সুমহান্ সংশয়ঃ জাতঃ ভবান্ তৎ (তং সংশয়ং) ছেত্তুম্ (উপপত্ত্যা নিবারয়িতুম্) অর্হতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগ, ভগবান্ নারায়ণের অনু-গ্রহনিগ্রহাদি গুণের প্রতি আমাদের সকলেরই অত্যন্ত সংশয় জন্মিতেছে ; আপনি প্রমাণাদি দ্বারা সম্যগ্-ভাবে এই সংশয় ছেদন করুন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—গুণান্ অনুগ্রহনিগ্রহাদীন্ প্রতি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নারায়ণগুণান্'—শ্রীনারা-য়ণের অনুগ্রহ ও নিগ্রহাদি গুণের প্রতি (আমাদের এই সন্দেহ আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক অপনোদন করুন।) ॥ ৩ ॥

———

শ্রীঋষিরুবাচ—

সাধু পৃষ্টং মহারাজ হরেশ্চরিতমদ্ভুতম্।
যদ্ভাগবতমাহাত্ম্যং ভগবদ্ভক্তিবর্দ্ধনম্ ॥ ৪ ॥
গীয়তে পরমং পুণ্যমৃষিভির্নারদাদিভিঃ।
নত্বা কৃষ্ণায় মুনয়ে কথয়িষ্যে হরেঃ কথাম্ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ উবাচ,—(হে) মহারাজ, (ত্বয়া) সাধু (সম্যক্) পৃষ্টং (জিজ্ঞাসিতং) যৎ (যতঃ) হরেঃ চরিতং ভাগবতমাহাত্ম্যং ভাগবতস্য প্রহলাদস্য, ভাগবতানাং ভক্তশ্রেষ্ঠানাং বা, মাহাত্ম্যং যত্র তাদৃশং তথা) অদ্ভুতং (সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদত্বেনাশ্চর্য্যভূতং তথা) ভগবদ্ভক্তিবর্দ্ধনং (চ ভবতি অতঃ) নারদাদিভিঃ ঋষিভিঃ (তৎ) পরমং পুণ্যং (সর্ব্বপাপনাশনং চরিতং) গীয়তে (যতস্ত্বৎপ্রশ্নঃ সাধুঃ, অতঃ) কৃষ্ণায় মুনয়ে নত্বা (ব্যাসং প্রণম্য) হরেঃ কথাং কথয়িষ্যে ॥ ৪-৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুক ঋষি কহিলেন,—মহারাজ, তুমি অতিশয় উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ ; শ্রোতৃ-বর্গের আহলাদকর এবং সংসার-দুঃখের নিবর্ত্তক ভগবান্ হরির চরিত্র কথা অতি অদ্ভুত ; এই কারণে নারদাদি মহর্ষিগণ পরম পবিত্র ভগবদ্ভক্তিবর্দ্ধক এই ভাগবত মাহাত্ম্য গান করিয়া থাকেন। আমি মহর্ষি বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া শ্রীহরির চরিত্র-কথা বলিব ॥ ৪-৫ ॥

বিশ্বনাথ—যৎ যতঃ প্রশ্নাৎ হরেশ্চরিতং তদুত্তর-ত্বেনাবশ্যবাচ্যং গীয়তে। কৃষ্ণায় ব্যাসায় ॥ ৪-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎ'—যে প্রশ্ন হইতে শ্রীহরির চরিতকথা আলোচিত হয়, তাহার উত্তরদান আবশ্যক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'কৃষ্ণায়'—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

ব্যাসকে (প্রণাম করিয়া সেই হরিকথা বর্ণনা করিব।) ॥ ৪-৫ ॥

নির্গুণোঽপি হ্যজোঽব্যক্তো ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স্বমায়া-গুণমাবিশ্য বাধ্যবাধকতাং গতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ— ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ (অতীতঃ অতএব) নির্গুণঃ (প্রাকৃতগুণরহিতঃ অতএব) অজঃ (জন্মরহিতঃ অতএব) অব্যক্তঃ (রাগদ্বেষাদিনিমিত্তভূতদেহেন্দ্রিয়াদিশূন্যঃ) অপি হি (ইত্যেবংভূতঃ অপি) স্বমায়া-গুণম্ আবিশ্য (স্বাংশভূতাং গুণবিশিষ্টাং প্রকৃতিম্ আবিশ্য, আবেশশ্চাত্র প্রেরণপর্য্যন্তঃ "অন্তঃ-প্রবিষ্টঃ শাস্তা-জনানাম্" ইতি শ্রুতেঃ) বাধ্য-বাধকতাং (বাধ্যান্ প্রতিবাধকতাং) গতঃ (প্রাপ্তঃ গুণানাং পরস্পর বাধ্যত্বলক্ষণং বৈষম্যং গুণাধিষ্ঠাতরি ভগবতি আরোপিতম্ ইত্যর্থঃ, যদ্বা, দেবাসুরাদীনাং যা পরস্পরং বাধ্যবাধকতা তাং গতঃ, ন তু দ্বেষস্নেহাদ্যৈঃ; অতস্তস্য দোষঃ নাস্তি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ বিষ্ণু—প্রকৃতির অতীত সুতরাং নির্গুণ এবং জন্মরহিত ও রাগ-দ্বেষাদির নিমিত্তভূত দেহেন্দ্রিয়াদি-রহিত। এরূপ হইয়াও তিনি স্বরূপশক্তিপ্রভাবে দেহিদিগের ন্যায় বাধ্য-বাধকতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্বমায়াগুণং সত্ত্বাদিং প্রবিশ্য অধিষ্ঠায় বাধ্যত্বং বাধকত্বঞ্চ গতঃ প্রাপ্তঃ গুণানাং পরস্পর-বাধ্যত্ব-বাধকত্ব-লক্ষণং বৈষম্যগুণাধিষ্ঠাতরি ভগবত্যারোপিতমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বমায়াগুণম্'—শ্রীভগবান্ গুণাতীত হইয়াও স্বীয় মায়ার গুণ যে সত্ত্বাদি, তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া বাধ্য-বাধকতা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ গুণসকলের পরস্পর বাধ্যত্ব ও বাধকত্ব-রূপ বৈষম্য গুণাধিষ্ঠাতা ভগবানে আরোপিত হয়—এই অর্থ ॥৬॥

শ্রীমধ্ব—

শ্রীগুরুভ্যো নমঃ—

বাধ্যাদিস্থো হরির্নিত্যং বাধ্যতাদি-গতেত্যপি।
গীয়তে ন তু বাধ্যত্বাদ্‌যদদোষযুতত্বতঃ ॥
ইতি ভবিষ্যৎপর্ব্বণি ॥ ৬ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ।
ন তেষাং যুগপদ্‌রাজন্ হ্রাস উল্লাস এব বা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, সত্ত্বং, রজঃ, তমঃ ইতি প্রকৃতেঃ (এব) গুণাঃ; আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ) ন (ন তু পরমাত্মস্বরূপগতাঃ)। তেষাং (গুণানাং) হ্রাসঃ (অভিভবঃ) উল্লাসঃ এব বা (উদ্ভবশ্চ) যুগপৎ ন (ভবতি), কিন্তু তত্তৎকর্ম্মপরিপাককালানুগুণং কদাচিৎ কস্যচিৎ হ্রাসঃ কদাচিদুল্লাসশ্চ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ, এই তিনটি গুণ—প্রকৃতির, কিন্তু পরমাত্মার নহে; এই-সকল গুণ একই সময়ে হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না ॥৭

বিশ্বনাথ—স্বরূপতস্তু ভগবান্ সর্ব্বত্র সম এবেত্যাহ,—সত্ত্বমিতি। প্রকৃতেরেব গুণা ন ত্বাত্মনো ভগবতঃ। প্রকৃতেঃ স্বশক্তিত্বেঽপি স্বরূপভূতত্বাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বরূপতঃ কিন্তু ভগবান্ সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, ইহা বলিতেছেন—'সত্ত্বম্' ইত্যাদি, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণগুলি প্রকৃতিরই, কিন্তু আত্মার অর্থাৎ ভগবানের নহে। প্রকৃতি তাঁহার শক্তি হইলেও, শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা শক্তি নহে—এই ভাব ॥ ৭ ॥

জয়কালে তু সত্ত্বস্য দেবর্ষীন্ রজসোঽসুরান্।
তমসো যক্ষরক্ষাংসি তৎকালানুগুণোঽভজৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) তৎকালানুগুণঃ তত্তৎকালস্য অনুগুণঃ অনুরূপঃ সন্) সত্ত্বস্য জয়কালে তু (উৎকর্ষ-কালে তু) দেবর্ষীন্ (সাত্ত্বিকান্ দেবান্ ঋষীন্ চ) রজসঃ (জয়কালে) অসুরান্ তমসঃ (জয়কালে) যক্ষ-রক্ষাংসি অভজৎ (তত্তদ্‌দেহান্ প্রবিশ্য বর্দ্ধয়তীত্যর্থঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সত্ত্ব-গুণ স্বীয় বৃদ্ধির সময়ে সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট দেবতা ও ঋষিদিগকে ভজনা করে, রজোগুণ স্বীয় বৃদ্ধির সময়ে রজোগুণবিশিষ্ট অসুরদিগকে এবং তমোগুণও স্বীয় বৃদ্ধির সময়ে তৎকালানুরূপ হইয়া তমোগুণান্বিত যক্ষ-রাক্ষস প্রভৃতিকে ভজনা করিয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহাদিগের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বর্ধিত করে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ সর্ব্বত্র দৃশ্যমানং ভগবতো বৈষম্যং গুণবৈষম্যমূলকমেব ; তচ্চ গুণানাং হ্রাসাধিক্যরূপং ; তচ্চ হ্রাসাধিক্যং ন যৌগপদ্যেন ভবতি, কিন্তু ক্রমেণৈবেত্যাহ—ন তেষামিতি। হ্রাসো বাধ্যত্বহেতুঃ উল্লাস আধিক্যং বাধকত্বহেতুঃ। তে চ সত্ত্বাদীনাং হ্রাসাধিক্যে তদুদ্ভবানাং দেবাসুররক্ষসাং হ্রাসাধিক্যাভ্যামনুমেয়ে। তত্র গুণানাং স্বতো জাড্যাদেব হ্রাসাধিক্যয়োরপ্যকিঞ্চিৎকরত্বাত্তত্র তত্রাধিষ্ঠাতৃত্বেন ভগবৎপ্রবেশমাহ—জয়েতি। সত্ত্বস্য জয়কালে আধিক্যসময়ে দেবান্ ঋষীংশ্চাভজৎ। তদা সত্ত্বং যথা অধিকমভূত্তথা তত্রাধিষ্ঠানমপি তস্যাধিকমভূদিতি স তত্তদ্দেহং প্রবিশ্য তত্তদ্বলমধিকয়ন্ অসুররাক্ষসাদীন্ বাধত ইত্যর্থঃ। এবং রজসো জয়কালে অসুরান্ তমসো জয়কালে যক্ষরক্ষাংসি তস্য কালস্য অনুগণঃ অনুরূপঃ সন্নিতি গুণাধিক্যস্যাপি কারণং কাল এব ন তু স ইত্যর্থঃ॥ ৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব সর্ব্বত্র দৃশ্যমান ভগবানের যে বৈষম্য, উহা মায়ার গুণসমূহের বৈষম্যবশতঃই হইয়া থাকে। আর ঐ গুণসকলের এক-সঙ্গে হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু ক্রমান্বয়ে হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'ন তেষাম্' ইত্যাদি। হ্রাস (ন্যূনতা) বাধ্যত্বহেতু, এবং উল্লাস অর্থাৎ আধিক্য বাধকতার কারণ। সত্ত্বাদির হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে দেবতা, অসুর ও রাক্ষসদিগের হ্রাস ও বৃদ্ধির দ্বারা অনুমান করা যায়। গুণসকল স্বাভাবিক জড় বলিয়া তাহাদের হ্রাস বা আধিক্যও অকিঞ্চিৎকর, এইজন্য সেই সেই গুণসকলে তাহাদের অধিষ্ঠাতৃরূপে ভগবানের প্রবেশ বলিতেছেন—'জয়কালে' ইত্যাদি। সত্ত্বগুণের জয়কালে অর্থাৎ বৃদ্ধিসময়ে দেবতা ও ঋষিগণকে ভজনা (সমৃদ্ধ) করেন। তৎকালে সত্ত্বগুণ যেরূপ অধিক হয়, তদ্রূপ তাহাতে অধিষ্ঠানও তাঁহার অধিক হয়, অর্থাৎ তিনি তত্তদ্দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের বল বৃদ্ধি করিয়া অসুর ও রাক্ষসদিগকে বাধা প্রদান করেন। এই প্রকার রজোগুণের জয়কালে অসুরদিগকে এবং তমোগুণের জয়কালে যক্ষ-রক্ষকগণকে সমৃদ্ধ করেন। 'তৎকালানুগুণঃ'—সেই কালের অনুগুণ বলিতে অনুরূপ হইয়া (যক্ষরাক্ষস প্রভৃতিকে অবলম্বন করেন)। এখানে গুণাধিক্যের কারণও কালই, কিন্তু তিনি (ভগবান্) নহেন॥ ৮॥

জ্যোতিরাদিরিবাভাতি সংঘাতান্ন বিবিচ্যতে।
বিদন্ত্যাত্মানমাত্মস্থং মথিত্বা কবয়োঽন্ততঃ॥ ৯॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) জ্যোতিরাদিঃ ইব (অগ্ন্যাদিরিব) আভাতি (নানারূপেণ প্রকাশতে, অগ্নিঃ যথা কাষ্ঠাদিষু, জলং যথা পাত্রাদিষু, আকাশো যথা ঘটাদিষু অধিকেষু অধিকরূপং ন্যূনেষু ন্যূনরূপং তিষ্ঠৎ অপি ন বিষমম্ উচ্যতে। ননু তর্হি তদ্বদেব বিবেকেন কিং ন প্রতীয়তে ? তত্রাহ,—) সংঘাতাৎ (সুরাদি-দেহাৎ) ন বিবিচ্যতে (তর্হি তান্ ভজতীতি কুতঃ জ্ঞায়তে ? তত্রাহ,—) কবয়ঃ (নিপুণাঃ, তত্ত্বত্রয়বিদঃ ইত্যর্থঃ) মথিত্বা (বিবেকপূর্ব্বকং তদ্ভক্তিযোগমভ্যস্য) অন্ততঃ (অনেকজন্মাবসানে) আত্মস্থং (জীবাত্মনি স্থিতং "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ) আত্মানং (পরমাত্মানং) বিদন্তি (জানন্তি)॥ ৯॥

অনুবাদ—সর্ব্বভূতে সমদর্শী ভগবান্ বিভিন্ন বস্তুতে বিভিন্ন প্রকারে ন্যূনাধিকরূপে প্রকাশিত হয়েন; যেমন কাষ্ঠ প্রভৃতিতে অগ্নি, পাত্রাদিতে জল এবং ঘট-পটাদিতে আকাশ নানারূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ সুরাসুর প্রভৃতিতে তিনি সমভাবে ব্যাপ্ত আছেন। বিবেকী ব্যক্তিগণ আত্মস্থ পরমাত্মাকে মন্থন করিয়া কার্য্য-দর্শন-লিঙ্গ দ্বারা বিচার করিয়া ইহা অবগত হইয়া থাকেন॥ ৯॥

বিশ্বনাথ—সত্ত্বাদীনামাধিক্য-ন্যূনতাভ্যামেব তদধিষ্ঠানস্যাপ্যাধিক্যন্যূনতে ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ,—জ্যোতির্যথা কাষ্ঠেষু, জলং যথা পাত্রেষু, আকাশং যথা ঘটেষু অধিকেষ্বধিকরূপং ন্যূনেষু ন্যূনরূপং তিষ্ঠদপি ন বিষমমুচ্যতে। তথৈব দেবনিষ্ঠে সত্ত্বেঽধিকে সতি সোঽপি দেবেষ্বধিকরূপঃ তদৈবাসুরনিষ্ঠে রজসি ন্যূনে তত্র ন্যূনরূপ ইত্যসুরাণাং দেববাধ্যত্বে দেবানামসুরবাধকত্বে সতি সোঽপি দেবপক্ষপাতী অসুরবাধক ইত্যুচ্যতে। এবমসুরনিষ্ঠরজস্যধিকে সোঽপ্যসুরপক্ষপাতী দেববাধক ইতি লোকপ্রতীত্যা বিষমোঽপ্যবিষম এবেত্যর্থঃ। জয়কালে তু সত্ত্বস্য দেবর্ষীনভজদিত্যধিকভজনমেব তত্র বিবক্ষিতং, তদেব দেবপক্ষ-

পাতিত্বব্যঞ্জকং ; ন ত্বজয়কালে কেবলমভজনমেবেতি জ্ঞেয়ম্ ; ননু কাষ্ঠাদিষু জোতিরাদির্যথাঽস্মিন্ কাষ্ঠে-ঽয়ং বহ্নিরিত্যেবং বিবেকেন প্রতীয়তে তথা দেবাদি-দেহেঽপি ভগবান্ কিং ন প্রতীয়তে ? তত্রাহ—সং-ঘাতাৎ দেবাদি-দেহাৎ ন বিবিচ্যতে ; স ত্বন্য ইব ন পৃথক্ প্রতীয়তে ভবতীত্যর্থঃ। তর্হি স তান্ ভজ-তীতি কুতো জ্ঞায়তে ? তত্রাহ,—বিদন্তীতি আত্মস্থং পরমাত্মানং কবয়ো নিপুণা মথিত্বা কার্য্যদর্শন-লিঙ্গেনানুমানাজ্জানন্তি। অন্ততঃ স্বভাবকর্ম্মাদি-বাদ-নিষেধেন বিন্দন্তীতি পাঠেঽপি লভন্তে জানন্তীত্যে-বার্থঃ। নন্বিন্দ্রাদিপক্ষপাতী ভগবান্ কদাচিৎ সর্ব্বৈঃ প্রত্যক্ষীভূত এবাসুরান্ হন্তি। তথৈব রজস্তমসোরপি বৃদ্ধৌ সত্যাং কদাচিদসুরাদীনামপি পক্ষপাতী ভবন্ দেবাদীন্ হিনস্ত, তদৈবোক্তযুক্ত্যা তস্য সাম্যং সিদ্ধ্যে-দিত্যত আহ—জ্যোতিরাদিরিবেতি। তমেব শ্লোকং তন্ত্রেণার্থান্তরাভিধায়কং জ্যোতিরাদিরিব জ্যোতিরা-দিগতং রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শং যথা সংঘাতে তদ্বতি বস্তুনি আভাতি স্পষ্টতয়া ভাসতে কিঞ্চিত্তথা কিঞ্চিৎ সংঘাতাত্তস্মান্ন বিবিচ্যতে ন পৃথক্ স্পষ্টমাভাতি চ, কিন্তু তদন্তর্গততয়ৈব ভাতি, এবমেব জগত্যস্মিন্ দেবাসুরাদিষু মধ্যে ভগবান্ ক্বচিৎ স্পষ্টং ভাসতে, ক্বচিৎ তদন্তর্গতশ্চ তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তত্র জ্যোতিষঃ সত্ত্বপ্রাধান্যাদনাবরকত্বাৎ তদ্গতং রূপং যথা কিঞ্চিদ্দূরেঽপি শুক্লমিদং ক্ষীরমিতি সুদূরে লক্ষদ্বয়ে-ঽপি চন্দ্রোঽয়ং শুক্ল ইতি, তত্র তত্র নয়নেন্দ্রিয়েণ গৃহী-তং স্পষ্টমাভাতি, তথৈব দেবাদেঃ সত্ত্বপ্রাধান্যাৎ সত্ত্বেনানাবরণাত্তদ্গতো ভগবাংস্তৎপক্ষপাতী স্পষ্ট-মেবোপেন্দ্রাদিরূপ আভাতি। যথা চ জলাদেস্তমো-রজঃপ্রাধান্যাত্তেনাবরণাত্তদ্গতং শব্দ-রস-গন্ধ-স্পর্শং ন স্পষ্টমাভাতি কিন্তু তদ্বতঃ পদার্থস্য যোগ এবেন্দ্রিয়-গোলকেষু তমো-রজসোরপি কিঞ্চিৎ সত্ত্বসত্ত্বাৎ সর্ব্বথা আবরণাভাবাদেব ; তথাহি রসনায়াং রসবতো যোগে এব রসঃ। শ্রোত্রে শব্দবৎ আকাশস্য যোগে সত্যেব শব্দঃ। ত্বচি শৈত্যাদিমদ্বস্তু-যোগ এব স্পর্শঃ। নাসা-য়াং গন্ধবতো বায়োর্যোগ এব গন্ধ ইতি। তথৈবা-সুররাক্ষসাদে রজস্তমঃপ্রাধান্যাত্তেনাবরণাত্তদ্গতো ভগ-বাংস্তৎপক্ষপাতী ন স্পষ্টমাভাতি, অত্র মেঘাত-পাভ্যামাবরণানাবরণে সূর্য্যস্য যথা, তথৈব তমঃসত্ত্বা-ভ্যাং ভগবতো জ্ঞেয়ে। ননু তর্হি স্পষ্টভানাভাবে অসুরাদি-পক্ষপাতিত্বং তস্য কথং প্রতীমস্তত্রাহ,—বিদন্তীতি দেবপরাভবাদিকার্য্যদর্শনলিঙ্গেন জানন্তী-ত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সত্ত্বাদির আধিক্য ও ন্যূনতা-বশতঃই তাঁহার অধিষ্ঠানের আধিক্য ও ন্যূনতা হইয়া থাকে (অর্থাৎ ভগবান্ সকলের প্রতি সমভাব হইলেও আশ্রয়ভেদে বৈষম্য হয়), এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'জ্যোতিঃ', অর্থাৎ কাষ্ঠে অগ্নি, পাত্রভেদে জল, ঘট বা পটে আকাশ যেরূপ নানারূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ অধিকে অধিকরূপে এবং ন্যূনতায় ন্যূনরূপে ভগবান্ প্রকাশিত হইলেও তাঁহার বৈষম্য বলা যায় না। দেবনিষ্ঠ সত্ত্বগুণের আধিক্য হইলে তিনিও দেবগণে অধিকরূপে প্রকাশিত হন, তৎকালে অসুরনিষ্ঠ রজোগুণের ন্যূনতায় সেখানে ন্যূনরূপ। এইরূপে অসুরগণের দেব-বাধ্যত্ব হইলে এবং দেবগণের অসুরবাধকত্ব হইলে তিনিও দেবপক্ষপাতী অসুর-বাধক বলিয়া উক্ত হন। এই প্রকার অসুরনিষ্ঠ রজোগুণের আধিক্যে তিনিও অসুর-পক্ষপাতী দেব-গণের বাধকরূপে প্রকাশিত হন, এইরূপ লোক-প্রতীতিবশতঃ বিষম হইলেও তিনি অবিষমই (সম-ভাবই)—এই অর্থ। 'সত্ত্ব-গুণের জয়কালে (বৃদ্ধি-সময়ে) দেবতা ও ঋষিগণকে ভজনা (সমৃদ্ধ) করেন' (৮ম শ্লোক)—এই স্থলে তাঁহার অধিক ভজনই সেখানে বিবক্ষিত, তাহাই দেবপক্ষপাতিত্বের প্রকাশক, কিন্তু অজয়কালে (বৃদ্ধিসময় ভিন্ন কালে) কেবল অভজনই নহে (অর্থাৎ তৎকালে তদ্রূপেও তিনি ভজন করেন)—ইহা জানিতে হইবে। যদি বলেন —দেখুন, কাষ্ঠাদিতে জ্যোতি প্রভৃতি যেমন এই কাষ্ঠে এই অগ্নি বিদ্যমান, এইরূপ বিবেকের দ্বারা প্রতীত হয়, তদ্রূপ দেবাদিদেহেও কি ভগবান্ প্রতীত হন না ? তাহাতে বলিতেছেন—'সংঘাতাৎ', দেবাদি দেহ হইতে তাঁহাকে অন্যের ন্যায় পৃথক্রূপে জানা যায় না, এই অর্থ। তাহা হইলে তিনি যে তাহা-দিগকে ভজনা (সমৃদ্ধ) করেন—ইহা কিরূপে জানা যাইবে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'বিদন্তি', বিচারবান্ নিপুণ পুরুষ আত্মস্থ ভগবান্কে 'মথিত্বা' —মনন করিয়া কার্য্যদর্শন লক্ষণের সাহায্যে জানিতে

পারেন। 'অন্ততঃ'—স্বভাব ও কর্ম্মাদিবাদ নিষেধের দ্বারা। 'বিদন্তি'—এই স্থলে 'বিন্দন্তি' পাঠে লাভ করেন, অর্থাৎ জানেন—এই অর্থ।

যদি বলেন—দেখুন, ইন্দ্রাদির পক্ষপাতী হইয়া ভগবান্ কখনও সকলের সমক্ষেই যেমন অসুরগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ রজঃ ও তমোগুণের বৃদ্ধি হইলেও কখন অসুরাদিরও পক্ষপাতী হইয়া দেবগণকে বিনাশ করুন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে ভগবানের সাম্য সিদ্ধ হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন — 'জ্যোতিরাদিরিব', অগ্ন্যাদির ন্যায়। এই শ্লোকই সংক্ষেপে অর্থান্তরে ব্যাখ্যা করিতেছেন—জ্যোতিরাদির ন্যায়, অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতি পদার্থের অন্তর্গত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ যেমন সম্মিলিত হইলে, সেই মিলিত বস্তুতে কিছু স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, আবার তাহা হইতে পৃথক্‌রূপে স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায় না, কিন্তু তাহার অন্তর্গতরূপেই প্রকাশ পায়, এইপ্রকার এই জগতে দেবতা, অসুর প্রভৃতির মধ্যে ভগবান্ কখনও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হন, কোথাও বা তদন্তর্গতরূপে থাকেন—এই অর্থ। সেই স্থলে জ্যোতির সত্ত্ব-প্রাধান্যহেতু আবরণহীন বলিয়া তদ্‌গত রূপ যেমন কিছু দূরেও 'ইহা শুক্ল ক্ষীর', এইরূপ, আবার অতিদূরে লক্ষদ্বয় ব্যবধানেও 'এই শুক্ল চন্দ্র'—এইরূপে তত্তৎস্থলে নয়নেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইয়া স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ দেবাদিতে সত্ত্বপ্রাধান্যহেতু সত্ত্বের দ্বারা আবরণের অভাববশতঃই তদ্‌গত ভগবান্ তাহাদের পক্ষপাতী —ইহা স্পষ্টতঃই উপেন্দ্রাদিরূপে প্রকাশ পান। আবার যেমন জলাদির তমঃ ও রজোগুণের প্রাধান্যহেতু তাহার দ্বারা আবৃত হওয়ায় তদ্‌গত শব্দ, রস. গন্ধ, স্পর্শ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না, কিন্তু তদ্বিশিষ্ট পদার্থের যোগেই ইন্দ্রিয়গোলকে তম ও রজোগুণের মধ্যেও কিছু সত্ত্বগুণের বিদ্যমানতায় সর্ব্বপ্রকারে আবরণের অভাবেই, যেমন জিহ্বায় রসযুক্ত বস্তুর যোগে ইহা রস, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে শব্দযুক্ত আকাশের যোগ হইলেই শব্দ, ত্বগিন্দ্রিয়ে শৈত্যময় বস্তুর যোগে স্পর্শ, নাসিকায় গন্ধযুক্ত বায়ুর যোগেই গন্ধ প্রকাশ পায়। তদ্রূপই অসুর, রাক্ষস প্রভৃতিতে রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্যহেতু তাহার দ্বারা আবরণ-বশতঃই তদন্তর্গত ভগবান্ তাহাদের পক্ষপাতিরূপে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পান না। এই স্থলে মেঘ ও আতপের দ্বারা আবরণ ও অনাবরণে যেমন সূর্য্যের অদর্শন ও দর্শন হয়, সেইরূপ তমঃ ও সত্ত্বগুণের দ্বারা আবরণ ও অনাবরণে ভগবানের অপ্রকাশ ও প্রকাশ বুঝিতে হইবে। যদি বলেন—দেখুন, স্পষ্টতঃ প্রকাশের অভাবে তাঁহার অসুর-পক্ষপাতিত্ব কিরূপে জানিব? তাহাতে বলিতেছেন—'বিদন্তি', দেবতাদিগের পরাভবরূপ কার্য্যদর্শন চিহ্নের দ্বারা উহা জানা যায়, এই অর্থ॥৯

মধ্ব—দধিস্থঘৃতবৎকোষ্ঠে বহ্নিবচ্চ জনার্দ্দনঃ।
দেহেন্দ্রিয়াসু জীবেভ্যো বিবিচ্য জ্ঞায়তে ন তু॥
ইতি চ॥ ৯॥

যদা সিসৃক্ষুঃ পুরঃ আত্মনঃ পরো
রজঃ সৃজত্যেষ পৃথক্ স্বমায়য়া।
সত্ত্বং বিচিত্রাসু রিরংসুরীশ্বরঃ
শয়িষ্যমাণস্তম ঈরয়ত্যসৌ॥ ১০॥

অন্বয়ঃ—যদা (যস্মিন্‌কালে) এষঃ পরঃ (পরমেশ্বরঃ) আত্মনঃ (জীবস্য ভোগায়) পুরঃ (শরীরাণি সিসৃক্ষুঃ (স্রষ্টুমিচ্ছুঃ ভবতি তদা) স্বমায়য়া (প্রলয়-কালীনসাম্যভাবস্থং) রজঃ পৃথক্ সৃজতি (আধিক্যেন প্রকাশয়তি, যদা) বিচিত্রাসু (তাসু পূর্ষু) রিরংসুঃ (ক্রীড়িতুমিচ্ছুভবতি তদা) সত্ত্বং (পৃথক্ সৃজতি, আধিক্যেন প্রকটয়তীত্যর্থঃ যদা) অসৌ ঈশ্বরঃ শয়িষ্যমাণঃ (ভবতি সংহারেচ্ছুঃ ভবতি তদা) তমং ঈরয়তি (আধিক্যেন প্রেরয়তীত্যর্থঃ)॥ ১০॥

অনুবাদ—সেই ভগবান্ যখন স্বকীয়া মায়াদ্বারা জীবের ভোগের নিমিত্ত দেহ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন সাম্যাবস্থায় স্থিত রজোগুণকে পৃথক্‌রূপে সৃষ্টি করেন এবং ঐ বিচিত্র দেহাদিতে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক হইয়া সত্ত্বগুণকে পৃথক্‌রূপে সৃষ্টি করেন, পরে তাহা সংহার করিতে হইবে বলিয়া তমোগুণকে প্রেরণ করেন॥ ১০॥

বিশ্বনাথ—ন চৈবং গুণতারতম্যেন তস্যাধিষ্ঠাতৃত্ব-তারতম্য-লক্ষণ-যন্ত্রেণ গুণাধীনত্বমাশঙ্ক্যং, কিন্তু গুণানামপি স্রষ্টুস্তস্য তত্তৎ সর্ব্বং স্বৈরলীলাময়মেবেত্যাহ, —যদা আত্মনো জীবস্য ভোগায় পুরঃ শরীরাণি

পরঃ পরমেশ্বরঃ সিসৃক্ষুর্ভবতি, তদা সাম্যেন স্থিতং রজঃ পৃথক্ সৃজতি। বিচিত্রাসু তাসু পূর্ষু রিরংসুঃ শিষ্টপালন-লক্ষণং রমণং চিকীর্ষুঃ সত্ত্বং পৃথক্ সৃজতি, শয়িষ্যমাণঃ সংহরিষ্যন্ তমঃ পৃথগীরয়তি প্রেরয়তি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গুণসমূহের তারতম্যহেতু তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্বের তারতম্যরূপ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ভগবানের গুণাধীনত্ব আশঙ্কা করা যায় না, কিন্তু তিনি গুণসকলেরও স্রষ্টা, তাঁহার সমস্ত কিছুই লীলাময়ই (ক্রীড়ারূপই), ইহা বলিতেছেন—'যদা সিসৃক্ষুঃ' ইত্যাদি। যখন 'আত্মনঃ'—বলিতে জীবের ভোগের নিমিত্ত 'পুরঃ'—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক শরীর-সমূহ, 'পরঃ'—পরমেশ্বর সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন নিজ মায়ার দ্বারা সাম্যবস্থায় স্থিত রজোগুণকে পৃথক্ করিয়া সৃষ্টি করেন। রজোগুণ-সৃষ্ট বিচিত্র ঐ দেহপুরীতে 'রিরংসুঃ'—শিষ্টপালনরূপ ক্রীড়া করিতে ইচ্ছু্ক হইয়া সত্ত্বগুণকে পৃথক্ সৃষ্টি করেন, তারপর যখন 'শয়িষ্যমাণঃ'—শয়ন, অর্থাৎ সংহার করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তমোগুণকে পৃথক্‌ভাবে প্রেরণা দান করেন। (কিন্তু মায়াগুণবশ্যতাহেতু তিনি পরতন্ত্র হন না। ভগবান্ নিজ মায়ায় সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন।) ॥ ১০ ॥

কালং চরন্তং সৃজতীশ আশ্রয়ং
প্রধানপুম্ভ্যাং নরদেব সত্যকৃৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নরদেব, ঈশঃ (পরমাত্মা) চরন্তং (প্রবর্ত্তমানম্) আশ্রয়ং (স্বব্যাপ্যতয়া শরীরভূতং) কালং সৃজতি (নিমেষকাষ্ঠাদ্যবস্থং করোতি, এবং কালং সৃষ্ট্বা) প্রধানপুম্ভ্যাং (চিদচিৎসমষ্টিভ্যাং) সত্যকৃৎ (সৎচিদ্ব্যষ্টিঃ তৎ অচিদ্ব্যষ্টিঃ, তদুভয়ং করোতীতি তথা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে নরপতে, সেই ভগবান্ চিদ-চিদীশ্বর ও অমোঘ জগৎকর্ত্তা তিনি নিমিত্তভূত প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দুইয়ের সহায়তায় বর্ত্তমান কালকে আপনিই সৃষ্টি করেন, অতএব কাল তাঁহার চেষ্টা-স্বরূপ হওয়ায় তিনি কালের পরতন্ত্র নহেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—যদা সিসৃক্ষুরিত্যাদি-নির্দ্দেশাৎ প্রতীতং কাল-পারতন্ত্র্যমপি বারয়তি,—কালমিতি। হে নরদেব, সহকারিত্বেনাশ্রয়ভূতং চরন্তং বর্ত্তমানং স্বয়মেব সৃজতি কালস্য তচ্চেষ্টারূপত্বাৎ। অয়মর্থঃ—জগৎসৃষ্টাদিকং হি তস্য লীলয়ৈব সা চ স্বেচ্ছাধীনৈব তত্র যদা সিসৃক্ষা ভবতি, তদা রজোবৃদ্ধি-সৃষ্টিকালো জায়তে, যদা পিপালয়িষা তদা সত্ত্ববৃদ্ধিপালনকালঃ, যদা সংজিহীর্ষা তদা তমোবৃদ্ধি-নাশকাল ইতি কাল-বিশেষস্তেনৈব সৃজ্যতে ; তত্র যদা সৃষ্ট্যাদিকালস্তদৈব সিসৃক্ষাদিকং স্যাদিতি যদা শব্দবাচ্যঃ কালবিশেষ এব, স তু সৃজ্যএব ইতি জয়কালে তু সত্ত্বস্যেত্যাদি-নাপি প্রতীতং কালপারতন্ত্র্যং বারিতমিতি প্রধানেন মায়াশক্ত্যা পুরুষেণ স্বাংশেন চ সহ বর্ত্তমানঃ। এবং স সর্ব্বকারণত্বাৎ তস্যৈব স্বাতন্ত্র্যং তৎকার্য্যত্বাজ্জগতস্তদধীনত্বম্। ননু তৎকার্য্যং জগদবস্তুেব ; অবস্তুনঃ কিমধীনত্বানধীত্ববিচারেণেতি কেচিদাহুস্তত্রাহ,—সত্যকৃৎ ভগবচ্ছক্তিকার্য্যস্য বিশ্বস্য মিথ্যাত্বানর্হত্বাৎ। কার্য্যমাত্রস্যৈব মিথ্যাত্বে তদনুমেয়ে ভগবত্যপি প্রামাণ্যাভাবঃ প্রসজ্জেদিতি ভাবঃ। সত্যং হ্যেবেদং বিশ্বমসৃজতেতি মাধ্বভাষ্য-প্রমাণিতা শ্রুতিশ্চ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যখন সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছু্ক হন, ইত্যাদির উল্লেখে প্রতীত তাঁহার কাল-পরতন্ত্রতা নিষেধ করিতেছেন—'কালম্' ইত্যাদি। হে নরদেব ! 'আশ্রয়ং'—প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের সহকারিত্বরূপে আশ্রয়ভূত কালকে ভগবান্ স্বয়ংই সৃষ্টি করেন, যেহেতু কাল তাঁহার চেষ্টারূপ। এইরূপ অর্থ—জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য তাঁহার লীলাতেই (ক্রীড়াবশতঃই) হইয়া থাকে এবং সেই লীলাও তাঁহার ইচ্ছাধীনাই, তন্মধ্যে যখন সৃষ্টির ইচ্ছা হয়, তখন রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টির কাল উৎপন্ন হয়, যখন তাঁহার পালন করিবার ইচ্ছা, তখন সত্ত্ব-বৃদ্ধিতে পালন কাল, এবং যখন সংহার করিবার ইচ্ছা, তখন তমোগুণের বৃদ্ধিতে নাশকাল উপস্থিত হয়, এইরূপে কালবিশেষ তিনিই সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে যখন সৃষ্ট্যাদি কাল, তখনই সৃষ্টি প্রভৃতি করিবার ইচ্ছা জাগরুক হয়, এখানে 'যদা'—যখন-শব্দ কাল-বিশেষই, তাহা কিন্তু তাঁহার দ্বারা সৃষ্টই ; ইহা বলায় 'সত্ত্বগুণের জয়কালে' (৮ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে প্রতীত তাঁহার কাল-পারতন্ত্র্য নিষিদ্ধ হইল।

'প্রধান-পুম্ভ্যাম্'—প্রধান অর্থাৎ ভগবানের মায়াশক্তি প্রকৃতি এবং স্বীয় অংশ পুরুষের সহিত বর্ত্তমান হইয়া (তিনি কালকেও সৃষ্টি করেন)। এইপ্রকারে ভগবান্ সকলের কারণ বলিয়া, তাঁহারই স্বাতন্ত্র্য এবং তাঁহার কার্য্য জগতের তদধীনত্ব। যদি বলেন —দেখুন, তাঁহার কার্য্য জগৎ অবস্তুই (মিথ্যাভূতই), অবস্তুর আবার অধীনত্ব ও অনধীনত্ব বিচারের কি প্রয়োজন ? ইহা কেহ কেহ (মায়াবাদিগণ) বলিয়া থাকেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'সত্যকৃৎ', শ্রী-ভগবান্ সত্যস্বরূপ, তাঁহার শক্তির কার্য্য এই বিশ্বের মিথ্যাত্ব হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। ('জগৎ মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয়'—শ্রীচৈঃ চঃ)। কার্য্যমাত্রই মিথ্যা হইলে তাহার দ্বারা অনুমিত ভগবানেরও প্রমাণের অভাবই প্রসক্ত হয়—এই ভাব। মাধ্বভাষ্য প্রমা-ণিত শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—'সত্যস্বরূপ ভগবান্ এই সত্য বিশ্বই সৃষ্টি করিয়াছেন' ইত্যাদি ॥ ১১॥

মধ্ব—প্রধানপুংভ্যাং সহ ॥ ১১ ॥

———

য এষ রাজন্নপি কাল ঈশিতা
সত্ত্বং সুরানীকমিবৈধয়ত্যতঃ।
তৎপ্রত্যনীকানসুরান্ সুরপ্রিয়ো
রজস্তমস্কান্ প্রমিণোত্যুরুশ্রবাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—এবমীশ্বরস্য তত্তজ্জীবকর্ম্মপরিপাকানু-গুণকালপ্রেরকত্বমুক্তং, তচ্চাত্মত্বেন তদনুপ্রবেশপূর্ব্বক-মিতি চ, ঈশ্বরাধীনঃ কালো দেবাদীনাং তত্তৎকর্ম্ম-পাকানুগুণ সত্ত্বাদিগুণবৃদ্ধিহেতুরিতি বদন্ সর্ব্বান্তরাত্ম-তয়া দেবাদিকর্ম্মানুগুণং গুণান্ প্রেরয়তো নেশ্বরস্য বৈষম্যমিত্যুপসংহরতি—য ইতি। (হে) রাজন্, (ততঃ কর্ম্মানুগুণ্যেন ঈশ্বরস্য গুণকালপ্রেরকত্বাৎ) যঃ এষঃ (গুণপ্রেরকঃ) কালঃ (কালশরীরকঃ তৎপ্রের-কশ্চ) ঈশিতা (ঈশ্বরঃ) সত্ত্বং (কর্ম্মপরিপাকায়ত্তকাল-কৃতগুণোন্মেষ-সত্ত্বগুণপ্রচুরং) সুরানীকম্ ইব (সুরানী-কম্ এব "ইব শব্দোঽবধারণে") এধয়তি (বর্দ্ধয়তি তস্যৈব জয়মাবহতীত্যর্থঃ) অতঃ (তদবৃদ্ধেঃ তৎপ্রতি-পক্ষ-ক্ষপণ-পূর্ব্বকত্বাৎ) সুরপ্রিয়ঃ (সুরাণাং প্রিয়ঃ সন্) তৎ প্রত্যনীকান্ (সুরানীক প্রতিপক্ষরূপান্) রজস্তমস্কান্ (রজস্তমঃপ্রচুরান্) অসুরান্ প্রমিণোতি (বিনাশয়তি, অসুরানীক-বিনাশনেন বৈষম্যাদিসম্ভা-বনয়া নাপকীর্ত্তিমান্ ঈশ্বরঃ, কিন্তু বিপুলতর-কীর্ত্তি-মান্ ইত্যাহ,—) উরুশ্রবাঃ (তৎকার্য্যেন স বিপুল-কীর্ত্তিশ্চ ভবতীতি শেষঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, এই কাল সত্ত্বগুণকে বর্ধিত করে বলিয়া তাহা ঈশ্বর হইয়াও সত্ত্বগুণবিশিষ্ট দেবতাদিগকে বর্দ্ধন ও তমোগুণবিশিষ্ট প্রতিপক্ষ অসুরদিগকে হিংসা করিয়া থাকে ; এবম্বিধ কাল-প্রেরক ভগবান্ নিশ্চয়ই বিপুলকীর্ত্তি ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অতঃ কালস্য তৎকার্য্যত্বাৎ কার্য্যধর্ম্মঃ কারণেঽপ্যুপচরিত ইত্যাহ,—য এষ ইতি। অতএব ঈশঃ পরমেশ্বরোঽপি সত্ত্বং সত্ত্বপ্রধানং সুরানীকমেধয়-তীবেত্যর্থঃ। তৎপ্রত্যনীকান্ সুরপ্রতিপক্ষান্ প্রমি-ণোতি হিনস্তীবেত্যর্থঃ। তদেবং বৈষম্যং গুণস্যৈব নান্যস্য, তত্র কাল এব নিমিত্তং যথা পুরুষসৃজ্যত্বা-ধীনত্বাধিষ্ঠেয়ত্বেঽপি গৃহাণামুষ্ণত্বশৈত্যাদিকং গৃহাণা-মেব, ন পুরুষস্য তথা। কিঞ্চ, সুরপ্রিয় ইতি অথবা সুরাণাং ভক্তত্বাদ্বৈষম্যমপি ভূষণমেব ন তু দূষণ-মেবেতি পৃথগেব সিদ্ধান্তঃ। যদুক্তং,—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু" ইতি। কদাচিৎ সুরাণামসুরপরাভূতত্বন্তু হিতৈষিণা ভগবতৈব তন্মত্ততানিবারণার্থং ক্রিয়ত ইতি জ্ঞেয়ম্। ননু তস্য সর্ব্বপ্রিয়ত্বং সর্ব্বসুহৃত্ত্বঞ্চ কথ-মিত্যত আহ—উরুশ্রবাঃ—"অহো বকী যং স্তনকাল-কূটম্" ইত্যাদিবাক্যপ্রকাশিতানি মহাদুশ্চেষ্টিত-পূতনাদিগতিপ্রদত্বলক্ষণযশাংস্যেব সর্ব্বপ্রিয়ত্বং সর্ব্ব-সুহৃত্ত্বঞ্চ বিখ্যাপয়ন্তীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব কাল তাঁহার কার্য্য বলিয়া কার্য্যের ধর্ম্ম কারণেও উপচারিত হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'য এষঃ' ইত্যাদি। অতএব 'ঈশঃ' —পরমেশ্বরও সত্ত্বপ্রধান দেবসৈন্যকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন, এই অর্থ। 'তৎপ্রত্যনীকান্'—দেবতাগণের প্রতিপক্ষ অসুরসৈন্যদিগকে হিংসা করেন, এই অর্থ। এই প্রকারে বৈষম্যও সত্ত্বাদি গুণেরই, অন্যের নহে, তাহাতে কালই নিমিত্ত, যেরূপ কোন ব্যক্তি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেও গৃহের উষ্ণত্ব, শৈত্যত্ব প্রভৃতি গুণ গৃহেরই, উহা পুরুষের নহে, তদ্রূপ। আরও, 'সুরপ্রিয়ঃ'—তিনি দেবগণের প্রিয়, অথবা—দেবগণ ভক্ত বলিয়া ভগবানের

বৈষম্যও ভূষণই, কিন্তু দূষণ নহে, ইহা পৃথক্ সিদ্ধান্ত। যেমন শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু" (৯।২৯), অর্থাৎ আমি সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি তুল্য, আমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, তথাপি যে ব্যক্তি আমাকে ভক্তিভাবে ভজনা করে ও আসক্ত হয়, আমিও তাহাতে আসক্ত থাকি। কখনও যে দেবতাদিগের অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাভব দেখা যায়, উহা পরম হিতৈষী ভগবান্‌ই তাঁহাদের মত্ততা নিবারণের নিমিত্ত করিয়া থাকেন, ইহা বুঝিতে হইবে। যদি বলেন—দেখুন, ইহাতে তাঁহার সর্ব্বপ্রিয়ত্ব এবং সর্ব্বসুহৃত্ত্ব কি প্রকারে সম্ভবপর? তাহাতে বলিতেছেন—'উরুশ্রবাঃ', অর্থাৎ পরম যশস্বী ভগবানে বৈষম্য স্ফূর্ত্তি হয় না। যেমন—'অহো বকী যং স্তনকালকূটম্' (৩।২।২৩), অর্থাৎ উদ্ধব বলিলেন অহো কি আশ্চর্য্য ভগবানের দয়ালুতা! দুষ্টা পূতনা হত্যা করিবার নিমিত্ত স্তনে লিপ্ত কালকূট বিষ যাঁহাকে প্রদান করিয়াও ধাত্রীর উচিত গতি লাভ করিল, সেই দয়ালু ব্যতীত আর কাহার শরণ গ্রহণ করিব? ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশিত মহা দুশ্চেষ্টিত পূতনাদির গতিপ্রদত্বরূপ যশঃই তাঁহার সর্ব্বপ্রিয়ত্ব ও সর্ব্বসুহৃত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে—এই ভাব ॥ ১২ ॥

মধ্ব—কালে কালবিষয়েঽপীশিতা। দেহাদিকারণত্বাৎ সুরানীকমিব স্থিতং সত্ত্বম্।

স্বভাবতঃ প্রিয়ত্বাত্তু সদা দেবপ্রিয়ো হরিঃ।
অপ্রিয়শ্চাসুরাণং সস্বভাবাত্তূভয়ং নৃণাম্ ॥
দেশকালো গুণাংশ্চৈব ভক্ত্যাদীনক্ষয়েঽপ্যতু।
যোগ্যতাং চ তথা কর্ম্ম সম ইত্যভিধীয়তে ॥
স্বতঃ প্রিয়োঽপি দেবানামুৎপাদ্যেব গুণানিমান্।
ইতরেষাং তথা দোষান্ সুখদুঃখে দদাত্যজঃ ॥
উভয়স্ত মনুষ্যাণামতঃ সম ইতীরিতঃ।
অনাদিনিয়তাশ্চৈব গুণদোষাঃ সুরাদিষু ॥
যথাক্রমং পুনশ্চৈব নিয়মাদ্বদ্ধিতাস্তথা।
বিষ্ণুনৈব ততো নিত্যং বিষমশ্চ জনার্দ্দনঃ ॥

ইতি ব্রহ্মতর্কে।

ন বিষ্ণোর্বিষমত্বং তু যোগ্যতাপেক্ষয়া ক্বচিৎ।
যোগ্যতায়াস্তন্নিয়ত্যা বিষমত্বং ভবেত্তব ॥

ইতি স্কান্দে।

বিষমত্বং তু দোষায় শুভাশুভবিপর্য্যয়ে।
অতস্তাদৃশবৈষম্যং ব্রহ্মসূত্রে নিরাকৃতম্ ॥
শুভাশুভনিয়ন্তৃত্বং ন দোষো গুণ এব সঃ।
অতস্তদিষ্টং কৃষ্ণস্য ব্রহ্মসূত্রকৃতো বিভোঃ ॥

ইতি তন্ত্রনির্ণয়ে ॥ ১২ ॥

অত্রৈবোদাহৃতঃ পূর্ব্বমিতিহাসঃ সুরর্ষিণা।
প্রীত্যা মহাক্রতৌ রাজন্ পৃচ্ছতেঽজাতশত্রবে ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, অত্র (দ্বেষাদিরাহিত্যেন সমস্যাপি দৈত্যবধে) পূর্ব্বং (পুরা) মহাক্রতৌ (রাজসূয়ে) পৃচ্ছতে (প্রশ্নকারিণে) অজাতশত্রবে (যুধিষ্ঠিরায়) সুরর্ষিণা (নারদেন) প্রীত্যা ইতিহাসঃ (পুরাবৃত্তম্) উদাহৃতঃ (বর্ণিতঃ) (অস্তি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন, পূর্ব্বে রাজসূয়-মহাযজ্ঞে অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা-ক্রমে, দেবর্ষি নারদ এই বিষয়েই দ্বেষাদি-বিহীন ও সমদর্শী ভগবানের দৈত্যবধ-প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ইতিহাস কহিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তমেবার্থং স্পষ্টমেব বোধয়িতুমিতিহাসমুপক্ষিপতি,—অত্রৈব সাম্যসৌহার্দ্দপ্রিয়ত্বেষ্বর্থেষু ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত কথাই স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য একটি ইতিহাসের অবতারণা করিতেছেন—'অত্রৈব', এই বিষয়ে অর্থাৎ সাম্য, সৌহার্দ্দ্য ও প্রিয়ত্ব বিষয়ে ॥ ১৩ ॥

দৃষ্ট্বা মহাদ্ভুতং রাজন্ রাজসূয়ে মহাক্রতৌ।
বাসুদেবে ভগবতি সাযুজ্যং চেদিভূভুজঃ ॥ ১৪ ॥
তত্রাসীনং সুরঋষিং রাজা পাণ্ডুসুতঃ ক্রতৌ।
পপ্রচ্ছ বিস্মিতমনা মুনীনাং শৃণ্বতামিদম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, পাণ্ডুসুতঃ রাজা (যুধিষ্ঠিরঃ) মহাক্রতৌ রাজসূয়ে চেদিভূভুজঃ (শিশুপালস্য) ভগবতি বাসুদেবে মহাদ্ভুতং (যোগিজনাতিদুর্লভং) সাযুজ্যং দৃষ্ট্বা ক্রতৌ বিস্মিতমনাঃ (সন্) মুনীনাং শৃণ্বতাং (সতাম্) তত্র আসীনং সুরঋষিং (নারদম্) ইদং (বক্ষ্যমাণং) পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্) ॥ ১৪-১৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয়-মহাযজ্ঞে চেদি-দেশাধিপতি শিশুপালকে ভগবান্ বাসুদেবের সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করিতে দেখিয়া বিস্ময়াপন্নচিত্তে অন্যান্য ঋষিগণের সমক্ষে যজ্ঞ-সভায় উপবিষ্ট দেবর্ষি নারদকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ১৪-১৫ ॥

———

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—

অহো অত্যদ্ভুতং হ্যেতদ্দুর্ল্লভৈকান্তিনামপি ।
বাসুদেবে পরে তত্ত্বে প্রাপ্তিশ্চৈদ্যস্য বিদ্বিষঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ— শ্রীযুধিষ্ঠিরঃ উবাচ,— একান্তিনাম্ (একস্মিন্ ভগবতি এব অন্তঃ পর্য্যবসানং বিদ্যতে যেষাং তেষাং ভক্তানাম্) অপি দুর্ল্লভা পরে তত্ত্বে বাসুদেবে (শ্রীকৃষ্ণে) প্রাপ্তিঃ বিদ্বিষঃ (শত্রোঃ) চৈদ্যস্য (শিশুপালস্য জাতা) এতৎ হি অহো অত্যদ্ভুতম্ (অত্যাশ্চর্য্যং জাতম্ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন,—অনন্য-চিত্ত ভক্তদিগের পক্ষেও যে পরমতত্ত্বরূপ বাসুদেবের প্রাপ্তি একান্ত দুর্ল্লভ, তাহা এই বাসুদেব দ্বেষী শিশুপাল পাল কিরূপে প্রাপ্ত হইল ? ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যই বটে ! ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—একান্তিনাং নিষ্পরিগ্রহাণামপি ॥ ১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'একান্তিনাং' — ঐকান্তিক অর্থাৎ নিষ্পরিগ্রহ ভক্তগণের পক্ষেও (যাহা দুর্ল্লভ, তাহা হিংসাপরায়ণ চেদিরাজ শিশুপাল কিরূপে লাভ করিল ?) ॥ ১৬ ॥

———

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ সর্ব্ব এব বয়ং মুনে ।
ভগবন্নিন্দয়া বেণো দ্বিজৈস্তমসি পাতিতঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মুনে বয়ং সর্ব্বে এব এতৎ (বিদ্বিষঃ অপি তৎপ্রাপ্তিকারণং) বেদিতুং (জ্ঞাতুম্) ইচ্ছামঃ ; (যতঃ) ভগবৎ নিন্দয়া (হেতুনা) বেণঃ পৃথোঃ পিতা দ্বিজৈঃ (ঋষিভিঃ) তমসি (নরকে) পাতিতঃ (অতঃ চৈদ্যস্যাপি নরকপাতঃ এব যোগ্যঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে মুনে, এই শিশুপাল বাসুদেবদ্বেষী হইয়াও কিরূপে তাঁহাকে পাইতে সমর্থ হইল,— আমরা সকলেই ইহার কারণ জানিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বকালে বেণ-রাজা ভগবানের নিন্দা করায় ব্রাহ্মণ-গণ তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ; সুতরাং ঐ শিশুপালেরও নরক-পাত হওয়াই যোগ্য ॥ ১৭ ॥

———

দমঘোষসুতঃ পাপ আরভ্য কলভাষণাৎ ।
সম্প্রত্যমর্ষী গোবিন্দে দন্তবক্রশ্চ দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—পাপঃ (পাপাত্মা) দমঘোষসুতঃ (শিশুপালঃ) কলভাষণাৎ (বাল্যে কোমলভাষণমারভ্য) সম্প্রতি (অধুনাপি) গোবিন্দে (শ্রীকৃষ্ণে) অমর্ষী (মৎসরী তথৈব) দুর্ম্মতিঃ দন্তবক্রঃ চ (দন্তবক্রঃ অপি গোবিন্দে অমর্ষী ভবতি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—দমঘোষের পুত্র পাপী শিশুপাল বাল্য-কালের সেই অস্ফুট ভাষণ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্বেষ করিয়া আসিতেছে এবং দুর্ম্মতি দন্তবক্রও চিরকাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ দ্বেষ প্রকাশ করিয়া আসিতেছে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কলভাষণাৎ বাল্যকোমলভাষণমারভ্য ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কলভাষণাৎ'—বাল্যকালের কোমল ভাষণ হইতে আরম্ভ করিয়া ॥ ১৮ ॥

———

শপতোরসকৃদ্বিষ্ণুং যদ্ব্রহ্ম পরমব্যয়ম্ ।
শ্বিত্রো ন জাতো জিহ্বায়াং নান্ধং বিবিশতুস্তমঃ ॥১৯

অন্বয়ঃ—যৎ অব্যয়ম্ (অপক্ষয়শূন্যং) পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুম্ অসকৃৎ (বারং বারং) শপতোঃ দ্বয়োঃ (নিন্দতোঃ শিশুপাল-দন্তবক্রয়োঃ) জিহ্বায়াং শ্বিত্রঃ (শ্বেতকুষ্ঠং) ন জাতঃ ? অন্ধং তমঃ (তন্নামকং নরকং চ তৌ) ন বিবিশতুঃ (ন প্রবিষ্টবন্তৌ—এতদেবাশ্চর্য্যম্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অব্যয় পরমব্রহ্ম বিষ্ণুর প্রতি বারম্বার কটূক্তি করিয়াও কি ঐ দুই ব্যক্তির জিহ্বায় শ্বেত-কুষ্ঠরোগ হইল না এবং এখনও কি উহারা ঘোর অন্ধকারময় নরকে প্রবেশ করিল না ? ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বটে ! ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—যৎ পরং ব্রহ্ম তং বিষ্ণুং কৃষ্ণম্ ।।১৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্ ব্রহ্ম'—যিনি পরম ব্রহ্ম, সেই বিষ্ণু কৃষ্ণকে (বারবার কটূক্তি করিয়াও সেই দুই ব্যক্তির জিহ্বায় কুষ্ঠব্যাধি হইল না ; কিম্বা তাহারা অন্ধকারময় নরকেও প্রবেশ করিল না ?) ।। ১৯ ।।

কথং তস্মিন্ ভগবতি দুরবগ্রাহ্য-ধামনি ।
পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং লয়মীয়তুরঞ্জসা ।। ২০ ।।

অন্বয়ঃ—দুরবগ্রাহ্যধামনি (দুরবগ্রাহ্যং দুর্ল্লভং ধামস্বরূপং স্থানং বা যস্য তস্মিন্) তস্মিন্ ভগবতি অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) সর্ব্বলোকানাং পশ্যতাং (সর্ব্বেষু লোকেষু পশ্যৎসু সৎসু এব) কথং লয়ম্ ঈয়তুঃ (সাযুজ্যং প্রাপতুঃ) ।। ২০ ।।

অনুবাদ—দুর্ল্লভস্বরূপ সেই ভগবান্ বাসুদেবে দর্শনকারী সকলের সমক্ষে কিরূপে উহার লয়প্রাপ্ত হইল ? ২০ ।।

বিশ্বনাথ—প্রত্যুত লয়ং তাৎকালিকলোকপ্রতীত্যা সাযুজ্যং কঞ্চিৎকালমেব সহযোগং সহ যুজ্যত ইতি সযুক্ তস্য ভাবঃ সাযুজ্যং ততঃ পরং সারূপ্যমীয়তুঃ, ভাবিনমপি দন্তবক্রলয়ং নারদমুখাদেব শ্রুত্বা তস্য জাতপ্রায়ত্বমননাৎ ভূতনির্দ্দেশঃ। পশ্যতামিত্যসম্ভবে বস্তুনি প্রামাণ্যসিদ্ধ্যর্থমিত্যর্থঃ ।। ২০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লয়ম্'—'লয়' বলিতে তাৎকালিক লোকের প্রতীতি অনুসারে সাযুজ্য মুক্তি, প্রকৃতপক্ষে কিছুকাল একসঙ্গে যুক্ত হওয়া সযুক্, তাহার ভাব সাযুজ্য, তারপর ঐ দুইজন সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখানে দেবর্ষি নারদের মুখ হইতে ভাবি দন্তবক্রের লয়প্রাপ্তি শ্রবণ করিয়া, তাহা জাতপ্রায় মনে করতঃ অতীতকালের প্রয়োগ হইয়াছে। 'পশ্যতাম্'—সকলের দৃষ্টির সমক্ষে, ইহা অসম্ভব বস্তুবিষয়ে প্রামাণ্য সিদ্ধির নিমিত্ত—এই অর্থ ।।২০।।

এতদ্ভ্রাম্যতি মে বুদ্ধির্দীপার্চ্চিরিব বায়ুনা ।
শ্রূহ্যেতদদ্ভুততমং ভগবান্ হ্যত্র কারণম্ ।। ২১ ।।

অন্বয়ঃ—(যতঃ) এতৎ (ভগবতি লয়াত্মকং ফলম্) অদ্ভুততমম্ (অসম্ভাবিতং জাতম্ অতঃ) এতৎ (প্রতি) মে বুদ্ধিঃ বায়ুনা দীপার্চ্চিঃ ইব (দীপস্য অর্চ্চিঃ জ্বালা ইব) ভ্রাম্যতি, অত্র ভগবান্ (সর্ব্বজ্ঞত্বাদিশক্তিশালিত্বং) কারণং (প্রমাণং) হি (তদ্) ব্রূহি (কথয়) ।। ২১ ।।

অনুবাদ—ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই ; সুতরাং বায়ুদ্বারা যেমন দীপ-শিখা অস্থির হয়, তদ্রূপ আমার বুদ্ধিও ব্যাকুল হইতেছে। আপনি —সর্ব্বজ্ঞ, এই আশ্চর্য্য বিষয়ের কারণ কি, তাহা বলুন ।। ২১ ।

বিশ্বনাথ—এতৎফলং প্রতি ভ্রাম্যতি। অত এতদদ্ভুততমং ব্রূহি, যতো ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ। নন্বেতৎপদবাচ্যমেব কিম্ ? তত্রাহ,—তত্র লয়ে কারণম্ ।। ২১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতদ্ভ্রাম্যতি' — ভগবানে এই সাযুজ্যরূপ ফলবিষয়ে আমার বুদ্ধি ভ্রমণ করিতেছে (চঞ্চল হইয়াছে)। অতএব এই অসম্ভাবিত বিষয় বলুন, যেহেতু আপনি ভগবান্, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। দেখুন—'এতৎ', এই পদের দ্বারা কি বলিতে চাহিতেছেন ? তাহাতে বলিতেছেন—সেই লয়-বিষয়ে যে কারণ, (তাহা আপনি বলুন) ।। ২১ ।।

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

রাজ্ঞস্তদ্বচ আকর্ণ্য নারদো ভগবানৃষিঃ ।
তুষ্টঃ প্রাহ তমাভাষ্য শৃণ্বত্যাস্তৎসদঃ কথাঃ ।।২২।।

অন্বয়ঃ —শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,—ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যশালী) নারদঃ ঋষিঃ (যুধিষ্ঠিরস্য) তদ্‌বচঃ (বাক্যম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) তুষ্টঃ (সন্) তং (রাজানম্) আভাষ্য (সম্বোধ্য) তৎসদঃ (সীদন্তি নিষীদন্ত্যস্যাম্ ইতি সৎ সভা তস্যাঃ) শৃণ্বত্যাঃ (সত্যাঃ) কথাঃ প্রাহ (কথয়ামাস) ।। ২২ ।।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ নারদ-ঋষি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ঐসকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, সভাস্থ ব্যক্তিগণও তাহা শুনিতে লাগিলেন ।। ২২ ।।

বিশ্বনাথ—সীদন্তি নিষীদন্ত্যপবিশন্ত্যস্যামিতি সৎ

সভা তস্যাঃ শৃণ্বন্ত্যাঃ তস্যাং কথাঃ শৃণ্বন্ত্যামিত্যর্থঃ। আভাষ্য হে রাজন্নবধেহীতি সংবোধ্য ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎসদঃ'—যেখানে সকলে উপবেশন করেন, তাহা সভা, সভার সকলকে শুনাইয়া দেবর্ষি নারদ, 'আভাষ্য'—হে রাজন্! শ্রবণ কর, এইরূপ সম্বোধনপূর্ব্বক মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

নিন্দন-স্তব-সৎকার-ন্যক্কারার্থং কলেবরম্।
প্রধানপরয়ো রাজন্নবিবেকেন কল্পিতম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—(হে) রাজন্! নিন্দনস্তবসৎকারন্যক্কারার্থং (নিন্দনং দোষকীর্ত্তনং, স্তবঃ প্রশংসা, স্তুতিঃ; ন্যক্কারঃ তিরস্কারঃ, তত্র নিন্দনন্যক্কারাভ্যাং দুঃখং স্তবসৎকারাভ্যাং সুখং তথা চ নিন্দনস্তবাদ্যর্থং নিন্দাস্তুত্যাদিনা সুখদুঃখসাক্ষাৎকারার্থং) প্রধানপরয়োঃ (প্রকৃতিপুরুষয়োঃ) অবিবেকেন (পরস্পরাধ্যাসেন জীবনানাং) কলেবরং (দেহঃ) কল্পিতং (রচিতম্ ইতি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—হে রাজন্ নিন্দা, স্তব, সৎকার এবং তিরস্কার অনুভব করিবার জন্যই প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকহীনতা-প্রযুক্ত এই শরীর কল্পিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—শিশুপালকৃতনিন্দাদিকং ন ভগবৎপীড়াকরমিতি বক্তুং প্রথমং নিন্দাস্তুত্যাদিকং জ্ঞানিনাং ন দুঃখসুখদং, কিন্তু দেহাভিমানিনামেবেত্যাহ,—নিন্দনস্তবৌ বাচিকৌ দোষগুণৌ সৎকার-ন্যক্কারৌ কায়িকৌ মানসৌ চ সংমাননাসংমাননে। তদর্থং তৎসিদ্ধ্যর্থং প্রকৃতি-পুরুষয়োরবিবেকেন আত্মানাত্মবিবেকাভাবেন কল্পিতং বিরচিতম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শিশুপাল কর্ত্তৃক উক্ত নিন্দাদি বাক্য ভগবানের পীড়াজনক নহে, ইহা বলিবার জন্য প্রথমতঃ নিন্দা, স্তুতি প্রভৃতি জ্ঞানিগণের দুঃখ ও সুখপ্রদ নহে, কিন্তু উহা দেহাভিমানিগণের, ইহা বলিতেছেন—'নিন্দন-স্তব' ইত্যাদি। নিন্দা ও স্তুতি —ইহা বাচিক দোষ ও গুণ, সৎকার ও তিরস্কার—কায়িক গুণ ও দোষ, এবং সম্মাননা ও অসম্মাননা—মানসিক গুণ ও দোষ, তাহা সিদ্ধির নিমিত্ত 'প্রধান-পরয়োঃ'—প্রকৃতি ও পুরুষের রচিত এই দেহে অবিবেক অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার বিবেকের অভাবে কল্পিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

মধ্ব—নিয়মাত্তুজ্যতে পুংভির্ধর্ম্মাধর্ম্মফলং মৃতৌ।
　　কৈশ্চিদত্রাপি ভুজ্যেত তস্মান্নাধর্ম্মমাচরেৎ ॥
ইতি ভারতে ॥ ২৩ ॥

হিংসা তদভিমানেন দণ্ডপারুষ্যয়োর্যথা।
বৈষম্যমিহ ভূতানাং মমাহমিতি পার্থিব ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পার্থিব, যথা তদভিমানেন (প্রকৃতিপুরুষয়োরৈক্যাধ্যাসেন) ভূতানাম ইহ (দেহাদৌ মম অহম্ ইতি বৈষম্যং (ভ্রমঃ ভবতি যথা চ তেন বৈষম্যেন) দণ্ডপারুষ্যয়োঃ (দণ্ডঃ তাড়নং পারুষ্যং নিন্দা তয়োঃ সতোঃ) হিংসা (পীড়া চ ভবতি) ॥২৪॥

অনুবাদ—হে রাজন্, এই শরীরের অভিমান থাকায় প্রাণিবর্গের "আমি" ও "আমার" এইরূপ বৈষম্য হয় এবং এই প্রকার বৈষম্য-বশতঃই পীড়ন, তাড়ন, হিংসা ও নিন্দা হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদভিমানেন দেহাভিমানেন মাময়ং নিন্দতি স্তৌতীত্যাদিভির্যথা দুঃখ-সুখে ভবতস্তথৈব মাময়ং হিনস্তীতি হিংসাপি ভবতি কস্মিন্ সতি দণ্ডস্তাড়নং পারুষ্যং ত্বামহং ঘাতয়িষ্যামীতি তর্জ্জনং তয়োঃ সতোঃ। এবঞ্চ ভূতানামিহ সংসারে বৈষম্যং সিদ্ধং মমৈতে শত্রবো মমৈতে বন্ধবশ্চ অহমেতান্ হন্মি এতান্ পালয়ামি চেতি প্রকারকম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদভিমানেন'—সেই অজ্ঞান-কল্পিত দেহে অভিমানবশতঃই এই ব্যক্তি আমাকে নিন্দা করিতেছে, স্তুতি করিতেছে ইত্যাদির দ্বারা দুঃখ ও সুখ উৎপন্ন হয়। সেইরূপ এই ব্যক্তি আমাকে হিংসা করিতেছে, ইহাতে হিংসাও হয়। কখনও কাহারও প্রতি দণ্ড (তাড়ন) এবং পারুষ্য (নিষ্ঠুর ব্যবহার) অর্থাৎ তাহাকে আমি হত্যা করাইব, এইরূপ তর্জ্জনও হয়। এইপ্রকারে প্রাণিবর্গের মধ্যে এই সংসারে এইসকল ব্যক্তি আমার শত্রু, ইহারা বন্ধু, আমি ইহাদিগকে বধ করিতেছি, ইহাদিগকে পালন করিতেছি, এই প্রকার বৈষম্য হইয়া থাকে ॥২৪

যন্নিবদ্ধোঽভিমানোঽয়ং তদ্বধাৎ প্রাণিনাং বধঃ।
তথা ন যস্য কৈবল্যাদভিমানোঽখিলাত্মনঃ।
পরস্য দমকর্ত্তুর্হি হিংসা কেনাস্য কল্প্যতে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ম্ অভিমানঃ (অহং-মমেত্যাদি-রূপঃ) যন্নিবদ্ধঃ (যস্মিন্ দেহে নিবদ্ধঃ) তদ্বধাৎ (তস্য দেহস্য বধাৎ) প্রাণিনাং বধঃ (ইতি চ ব্যবহ্রিয়তে), কৈবল্যাৎ (অদ্বিতীয়ত্বেনাভিমন্তব্যাভাবাৎ) অখিলাত্মনঃ পরস্য (পরমেশ্বরস্য যস্য তথা অভিমানঃ ন (নাস্তি)। দমকর্ত্তুঃ (ধর্ম্মাদি-মর্য্যাদাম্ অনুসৃত্য হিতার্থং দৈত্যাদিষু দণ্ডং বিধাতুঃ) অস্য (ভগবতঃ) হিংসা কেন (হেতুনা) কল্প্যতে (বিরচ্যতে) ? ২৫ ॥

অনুবাদ—যে দেহের জন্য অভিমান, সে দেহের নাশ হইলে প্রাণিগণেরও নাশ হয়। ভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বভূতের আত্মা এবং অদ্বিতীয় বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহার "আমি" "আমার" ইত্যাকার অভিমান নাই, অতএব তাঁহাতে 'হিংসা' ও পীড়াদির কল্পনা কিরূপে সম্ভব ? তাঁহার দ্বেষ্য বা দ্বেষ্টা কেহই নাই। তবে যে তিনি অসুরগণের দণ্ড বিধান করেন সে কেবল তাহাদের হিতের নিমিত্তই ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মিন্নিবদ্ধোঽয়মভিমানস্তস্য দেহস্য বধাদ্বধশ্চ যথা অজ্ঞানিনাম্, তথা যস্য কৃষ্ণস্যাভিমানঃ প্রাকৃতো নাস্তি অস্য পরমেশ্বরস্য হিংসা কেন কল্প্যতে ন কেনাপীত্যর্থঃ। অভিমানাভাবে হেতুঃ—কৈবল্যাৎ কেবলং পরমাত্মত্বাৎ। অয়ং ভাবঃ—যথা সর্ব্বজীবানাং অনাত্মা দেহ আত্মা জীবশ্চেত্যুভয়ং বর্ত্ততে, তথা যদি কৃষ্ণস্যাপ্যস্যাৎ তদা কৃষ্ণস্যাপি জীবানামিব আবিদ্যকোঽভিমানোঽভবিষ্যদেব। কৃষ্ণস্য তু দেহস্তদভিন্ন পরমাত্মৈব, তস্মিন্ স্বরূপভূতে কৃষ্ণোঽহমিত্যভিমানোঽপি তন্ময় এব। অখিলাত্মনঃ ইতি তদংশস্যান্তর্য্যামিনোঽপ্যস্বরূপভূতে জীবে জীবদেহে বাভিমানো নাস্তীতি ভাবঃ। অতএব পরস্য মায়া-মায়িকবস্তু-জীবেভ্যো ভিন্নস্যাতস্তেষ্বস্বরূপভূতেষ্বভিমানাভাবাৎ কস্তস্য দ্বেষ্যঃ কো বা দ্বেষ্টা ? পরমাত্মভূতে দেহে যস্তস্যাভিমানঃ পরমাত্মৈবাহমিত্যাত্মকস্তেন স কং বা দ্বেষ্টু, পরমাত্মানং জানন্ তং বা কো দ্বেষ্টা। তর্হি কিমিতি স্বদ্বেষিণঃ শিশুপালাদীন্ হিনস্তি ? তত্রাহ,—দমকর্ত্তুস্তেষাং হিতার্থমেব দণ্ডং কুর্ব্বতঃ তস্য সর্ব্বসুহৃত্ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যন্নিবদ্ধঃ'—যে দেহে নিবদ্ধ এই অভিমান, সেই দেহের বধেই বধ বলিয়া অজ্ঞানিগণের নিকট স্বীকৃত, সেইরূপ যে কৃষ্ণের প্রাকৃত অভিমানমাত্র নাই, সেই পরমেশ্বরের হিংসা কে কল্পনা করিতে পারে ? কেহই নহে, এই অর্থ। তাঁহার অভিমানের অভাবের কারণ—'কৈবল্যাৎ', তিনি পরমাত্মা বলিয়া অদ্বিতীয় (অর্থাৎ বৈষম্যের অভাব-হেতু অখিলাত্মা ভগবানের হিংসা নাই)। এই স্থলে এই ভাবার্থ—যেরূপ সমস্ত জীবের অনাত্মা দেহ এবং আত্মা জীব, এই উভয় ভেদ রহিয়াছে, তদ্রূপ যদি কৃষ্ণেরও (দেহ ও আত্মার ভেদ) থাকিত, তাহা হইলে কৃষ্ণেরও জীবগণের ন্যায় অবিদ্যাজনিত অভিমান হইত। কিন্তু কৃষ্ণের দেহ তাঁহা হইতে অভিন্নই, তিনি পরমাত্মাই, সেই স্বরূপভূতে (নিজ স্বরূপে) 'আমি কৃষ্ণ'—এইরূপ অভিমানও তন্ময়ই (অর্থাৎ শ্রীভগবানে দেহ-দেহি কোন ভেদ নাই)। 'অখিলাত্মনঃ'—তাঁহার অংশরূপ অন্তর্য্যামী পুরুষেরও অস্বরূপভূত জীবে বা জীবদেহে অভিমান নাই—এই ভাব। অতএব 'পরস্য'—মায়া, মায়িক বস্তু এবং জীব হইতে ভিন্ন পরমেশ্বরের সেইসকল অস্বরূপভূত বস্তুতে অভিমানের অভাবে তাঁহার কে দ্বেষ্য বা কে দ্বেষ্টা থাকিতে পারে ? পরমাত্মভূত দেহে তাঁহার যে অভিমান, তাহা 'আমি পরমাত্মাই' এইরূপ, অতএব তিনি কাহাকে দ্বেষ করিবেন, অথবা পরমাত্মা জানিয়া তাঁহাকে কে বা বিদ্বেষ করিবে ? যদি বলেন —দেখুন, তাহা হইলে স্ববিদ্বেষী শিশুপাল প্রভৃতিকে তিনি কিজন্য হিংসা করেন ? তাহাতে বলিতেছেন —'দমকর্ত্তুঃ', তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্তই তিনি দণ্ড-দান করিয়া থাকেন (উহা হিংসা নহে)—এই ভাব ॥ ২৫ ॥

মধ্ব—কৈবল্যাদ্দেহাদ্যভাবাদেব। অকর্ত্তুস্তস্যান্যঃ কর্ত্তা ন বিদ্যতে ; ইদং হিংসা-ব্যত্যয়োঽতিশয়কৃৎ-সনভেদেঽপিবতি সূত্রাৎ ॥ ২৫ ॥

তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্ব্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্ ॥২৬

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (যস্মাদ্ ভগবতঃ নিন্দাদি

কৃতং বৈষম্যং নাস্তি তস্মাৎ) বৈরানুবন্ধেন নির্ব্বৈরেণ (নাস্তি বৈরং কেনাপি যস্মিন্ তেন ভক্তিযোগেন) ভয়েন স্নেহাৎ কামেন (তত্তদ্‌ভোগেচ্ছয়া) বা (তস্মিন্ মনঃ) যুঞ্জ্যাৎ (নিবেশয়েৎ) (পুনঃ) কথঞ্চিৎ (অপি ততঃ) পৃথক্ (অন্যদ্‌বস্তু) ন ঈক্ষতে (নৈব পশ্যতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অতএব কি বৈরভাব, কি ভক্তিযোগ, কি ভয়, কি স্নেহ অথবা কি কাম,—ইহার যে কোন একটী উপায় (অভিধেয়) দ্বারা তাঁহাতে মনঃসংযোগ করিতে হইবে ; তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে কখনও দেখিবেন না ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু নাস্তু নিন্দাদের্ভগবৎপীড়াকরত্বং নিন্দকস্য দুরদৃষ্টজনকত্বন্তু স্যাদেব। যদুক্তং কৈমুত্যেনাপি,—"নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥" ইতি সত্যং, নিন্দা হি দ্বিবিধা— আনুকূল্যময়ী প্রাতিকূল্যময়ী চ। তত্র 'প্রথমা' প্রেম-বিলাসরূপৈব। "মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা স্ত্রিয়মকৃতবিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কাময়ানাম্ ; বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ যস্তদলমসিতসখ্যৈ-র্দুস্ত্য-জস্তৎকথার্থ ইতি যা সা তু পুরুষার্থচূড়ামণিমরীচি-মঞ্জরীব ব্রজদেবীভির্বিনা ন কৈরপি লভ্যা। 'দ্বিতীয়া' দ্বিবিধা—ভগবদভিনিবেশোত্থা চ ভগবদনভিনিবে-শোত্থা চ। তত্র প্রথময়া শিশুপালাদিকৃতনিন্দয়া জন্য-মানমেব দুরদৃষ্টং তৎকারণেনৈব ভগবত্যভিনিবেশেন সদ্য এব বিনষ্টীকৃত্য ভক্তিযোগেনাপি সমকক্ষতাং প্রাপ্য বিধিযোগ্যত্বমপি প্রাপ্যতে ইত্যাহ,—তস্মাদিতি সপ্তভিঃ। যস্মান্নিন্দায়া ভগবৎপীড়াকরত্বং নাস্তি নিন্দকস্য চ পাপক্ষয়ঃ সম্ভবেৎ তস্মাৎ অভিনিবেশাৎ বৈরানুবন্ধাদিনা যুঞ্জ্যাৎ ভগবতি মন ইতি শেষঃ। নির্ব্বৈরেণ নাস্তি বৈরং কেনাপি যস্মিন্ তেন ভক্তি-যোগেনেত্যর্থঃ ; যদ্বা, বৈরঃ প্রতিপক্ষত্বনির্ব্বৈরং তৎ-প্রতিযোগি স্বপক্ষত্বং পুত্রাদিভাবো যঃ খল্বগ্রিমশ্লোকে সম্বন্ধশব্দবাচ্যত্বেন স্পষ্টীভবিষ্যতি তেন স্নেহাদ্‌যঃ কামস্তেন প্রীতিজন্যেন কামেনেত্যেব ব্যাখ্যেয়ম্, ন তু স্নেহস্য পৃথক্‌সাধনত্বং তৃতীয়ান্তত্বপ্রক্রমভঙ্গাপত্তেঃ। ফলমাহ—কথঞ্চিদপি তং ভগবন্তং পৃথক্ নেক্ষতে, কিন্তু স্বীয়ভাবানুরূপমেব তং সাক্ষাৎ পশ্যতীত্যর্থঃ। ভয়বৈরভাববন্তাবধিকারিণৌ প্রতি তু পৃথক্ নেক্ষতে, কিন্তু সাযুজ্যপ্রাপ্ত্যা তং স্বাভিন্নমেবেক্ষতে ইত্যেবার্থঃ। একস্যাপি বাক্যস্য পাত্রভেদাদর্থভেদঃ শ্বেতো ধাব-তীতি বদিতি ন্যায়াৎ। অত্র যুঞ্জ্যাদিতি লিঙা বৈরানু-বন্ধাদিনা ভগবতি মনোঽভিনিবেশং কুর্য্যাদিতি বিধি-রবগম্যতে ; স চ শিশুপালাদিষু ন সম্ভবতি, তেষাং রাগপ্রাপ্তত্বাৎ। শিশুপালাদিদৃষ্ট্যান্যেঽপ্যেবৈষ বিধি-রিত্যপি ন শক্যতে ব্যাখ্যাতুং ভগবৎপ্রাতিকূল্যস্য বিধানানর্হত্বাৎ ; যদুক্তং,—"আনুকূল্যস্য গ্রহণং প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্" ইতি। ন চ শিশুপালাদিভ্যোঽ-ন্যেষু জনেষু বিহিতোঽপি বৈরানুবন্ধো ভগবদভিনি-বেশং জনয়তি,—"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥" ইত্যাদি পর-সহস্রবচনবিরোধাৎ। ন চ রাগপ্রাপ্ত এব বৈরানুবন্ধো নরকং জনয়েন্ন তু বিহিত ইতি বাচ্যম্। শিশুপালাদিষু ব্যভিচারাৎ, ন চ শিশুপালাদিভিন্নেষ্বে-বেয়ং ব্যবস্থেতি বাচ্যং, বিধিদৃষ্ট্যা বৈরানুবন্ধস্য শিষ্টানুষ্ঠানাদর্শনাৎ, তস্যৈব বৈরানুবন্ধো ভগবদভিনি-বেশং জনয়তি যস্য হন্তৃত্বেনাভিজ্ঞাতঃ শ্রুতো দৃষ্টো বা ভগবান্ সম্ভাবিতো ভবতি, যথা লোকে স্বহন্তৃত্বেন নির্দ্ধারিতেষ্বেব বৈরিব্যাঘ্রসর্পাদিষু ভীতস্য চিত্তাভিনি-বেশো নান্যেষ্বিতি। তস্মাদেতৎ পদ্যমেবং কেচি-দ্ব্যাচক্ষতে—যস্মাৎ স বৈরভাববতামপি হিতং করোতি তস্মাত্তত্র বৈরস্যানৌচিত্যাদ্বৈরভাবব্যতি-রিক্তেনৈব ভাবেন মনোঽভিনিবেশয়েদিত্যাহ,—তস্মা-দিতি, নিঃশব্দস্য নঞর্থত্বান্নির্বৈরেণ বৈরভাবভিন্নেন বন্ধুমিত্রপুত্রাদিভাবেন মনো যুঞ্জ্যাৎ। কীদৃশেন বৈরানুবন্ধেন, বৈর ইব অনুবন্ধশ্চিত্তাভিনিবেশো যত্র তেন, যো যস্মিন্ননুবদ্ধঃ স তস্মিন্নভিনিবিষ্ট এবেতি তাটস্থ্যভাবো বারিতঃ ; তথা স্নেহাৎ কামেন স্নেহৈক-হেতুকো যঃ কামস্তেন, কীদৃশেন ? ভয়েন স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগোত্থ-ভয়বতা ব্রজযুবতিকানুগামিনা কামেনে-ত্যর্থঃ। ভয়েন বেতি বা শব্দাৎ নির্ভয়েন কামেন চ রুক্মিণ্যাদিকামানুগামিনা কামেনেত্যর্থঃ। ঔপপত্য-দাম্পত্যয়োর্দ্বয়োরপ্যস্তি প্রমাণম্। তথা হি—"জার-ভাবেন সুস্নেহং সুদৃঢ়ং সর্ব্বতোঽধিকম্" ইতি বৃহদ্বা-মনম্। "অগ্নিপুত্রা মহাত্মানস্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে।

ভর্ত্তারঞ্চ জগদ্‌যোনিং বাসুদেবমজং বিভুম্ "ইতি কূর্ম্মপুরাণঞ্চ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, নিন্দাদি ভগবানের পীড়াজনক না হউক, কিন্তু নিন্দাকারীর দুরদৃষ্টজনকত্ব নিশ্চয়ই হইবে, যেমন কৈমুত্যিক-ভাবেও উক্ত হইয়াছে—"নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্" (১০।৭৪।৪০), অর্থাৎ ভগবানের বা তদীয় ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি সে স্থান ত্যাগ না করে, সেও সর্ব্বসুকৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়া অধঃপতিত হয়। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, কিন্তু নিন্দা দুই প্রকার — আনুকূল্যময়ী ও প্রাতিকূল্যময়ী। তন্মধ্যে প্রথমা (আনুকূল্যময়ী), প্রেমের বিলাসরূপাই, যেমন—"মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং" (১০।৪৭।১৭) অর্থাৎ হে মধুকর! এই শ্রীকৃষ্ণ রামচন্দ্ররূপে ব্যাধের ন্যায় ছল করিয়া নিরপরাধ বানররাজ বালীকে বধ করিয়াছিলেন, এবং তিনি ঐ রামচন্দ্ররূপেই স্ত্রীর বশীভূত (কাময়ানঃ) হইয়া কামাতুরা শূর্পণখার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করতঃ তাহাকে বিরূপ করিয়াছিলেন। আর লোক যেমন ছলে কাককে বন্ধন করে, সেইরূপ তিনি বামনরূপে দৈত্যরাজ বলিকেও তৎপ্রদত্ত বলি ভোজন করিয়া ছলে তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক নাগপাশের দ্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন। অতএব এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সখ্যে আমাদের প্রয়োজন নাই। যদি বল—তাহা হইলে কেন তোমরা সতত তাঁহার গুণগান করিতেছ? তদুত্তরে বলিতেছি—তাঁহার কথা পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য। এই প্রকার যে আনুকূল্যময়ী নিন্দা (ব্যাজস্তুতি), তাহা কিন্তু পুরুষার্থ-চূড়ামণি মরীচি-মঞ্জরীর (পরম পুরুষার্থ গোপীপ্রেমের প্রকাশময় মুকুলের) ন্যায়, উহা ব্রজদেবীগণ ব্যতীত কেহই লাভ করিতে পারে না। আর দ্বিতীয়া প্রাতি-কূল্যময়ী নিন্দাও দুই প্রকার—ভগবানের প্রতি অভি-নিবেশজনিত এবং তাঁহাতে অনভিনিবেশবশতঃ যে নিন্দা। তন্মধ্যে প্রথম শিশুপালাদি-কৃত নিন্দার দ্বারা জন্যমান (উৎপন্ন) যে দুরদৃষ্ট, তাহা সেই ভগবানের প্রতি অভিনিবেশের প্রভাবে সদ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং ভক্তিযোগের সমকক্ষতা প্রাপ্ত হইয়া বিধি-যোগ্যত্বও লাভ করে, ইহা বলিতেছেন—'তস্মাৎ' ইত্যাদি সাতটি শ্লোকে। যে নিন্দার দ্বারা ভগবানের পীড়াকরত্ব নাই এবং নিন্দাকারীর পাপক্ষয় সম্ভব, তাদৃশ অভিনিবেশহেতু বৈরানুবন্ধ প্রভৃতির দ্বারা 'যুঞ্জ্যাৎ'—যুক্ত করিবে, অর্থাৎ শ্রীভগবানে মন অভি-নিবিষ্ট করিবে। 'নির্ব্বৈরেণ'—যেখানে কাহার সহিত বৈরভাব নাই, তাদৃশ ভক্তিযোগের দ্বারা এই অর্থ। অথবা—'বৈর' বলিতে প্রতিপক্ষত্ব এবং 'নির্ব্বৈর' হইতেছে তাহার প্রতিযোগী (বিরোধী) স্বপক্ষত্ব পুত্রাদিভাব, যাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে সম্বন্ধশব্দের বাচ্যত্বরূপে স্পষ্টভাবে বলা হইবে। সুতরাং 'স্নেহাৎ' —স্নেহোত্থ যে কাম, সেই প্রীতিজন্য কামের দ্বারা, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, কিন্তু স্নেহের পৃথক্ সাধনত্ব নহে, তাহা হইলে সর্ব্বত্র তৃতীয়ান্ত পদ ব্যব-হৃত হওয়ায়, এখানে 'স্নেহাৎ' এই পঞ্চমী প্রয়োগে প্রক্রমভঙ্গের আপত্তি হইবে। ইহার ফল বলিতে-ছেন—'কথঞ্চিৎ নেক্ষতে পৃথক্', কোন প্রকারেই সেই ভগবান্‌কে পৃথক্‌রূপে দেখেন না, কিন্তু নিজ নিজ ভাবানুরূপেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখেন, এই অর্থ। ভয় ও বৈর ভাবযুক্ত অধিকারীর প্রতি কিন্তু পৃথক্ দেখেন না বলিতে সাযুজ্যপ্রাপ্তিহেতু তাঁহাকে নিজ হইতে অভিন্নই দেখিয়া থাকেন—এই অর্থ। একই বাক্যের পাত্রভেদে অর্থভেদ হয়, যেমন 'শ্বেতো ধাবতি'—বলিলে শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি যাইতেছে, এরূপ বুঝায়।

এই স্থলে 'যুঞ্জ্যাৎ'—যুক্ত করা উচিত, এই বিধিলিঙ্ প্রয়োগে বৈরানুবন্ধ প্রভৃতির দ্বারা ভগবানে মন অভিনিবিষ্ট করা উচিত—এইরূপ বিধি বুঝাই-তেছে, তাহা কিন্তু শিশুপালাদিতে সম্ভব নহে, যেহেতু তাহাদের ঐ অভিনিবেশ রাগপ্রাপ্তই। শিশুপাল প্রভৃতির দৃষ্টান্তে অন্যেরও এই প্রকার বিধি হউক, ইহাও বলা চলে না, কারণ ভগবানের প্রাতিকূল্য কখনই বিধান হইতে পারে না। যেমন উক্ত হই-য়াছে—"আনুকূল্যস্য গ্রহণং প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্" (শ্রীহরিভক্তি-বিলাস, ১১ বিঃ ৪১৭ অঙ্কধৃত বৈষ্ণব-তন্ত্র), অর্থাৎ ভগবানের আনুকূল্যের সঙ্কল্প অর্থাৎ কর্ত্তব্যরূপে নিয়ম এবং তদ্ভজন-বিরোধীর বর্জ্জন ইত্যাদি (ছয় প্রকার শরণাগতি)। আর শিশুপালাদি ভিন্ন অপর ব্যক্তিতে বৈরানুবন্ধ বিহিত হইলেও কখ-নই ভগবদভিনিবেশ জন্মায় না, যেহেতু শ্রীগীতায়

উক্ত হইয়াছে—"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্" (১৬।১৯), অর্থাৎ সেই সাধুবিদ্বেষী, ক্রূর, নরাধম, অশুভকর্ম্ম-কারী ব্যক্তিদিগকে আমি এই সংসারমধ্যে আসুরী (হিংস্র সর্প, ব্যাঘ্রাদি) যোনিতে সর্ব্বদা নিক্ষেপ করি, ইত্যাদি সহস্র বচনের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। আর, রাগপ্রাপ্ত বৈরানুবন্ধ নরক উৎপন্ন করে, কিন্তু বিহিত বৈরানুবন্ধ নহে, এরূপও বলিতে পারেন না, কারণ শিশুপালাদিতে উহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। শিশুপালাদি ভিন্ন অপরের পক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা, ইহাও বলা চলে না, যেহেতু বিধিদৃষ্টিতে বৈরানুবন্ধের কোন শিষ্টজনের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় না (অর্থাৎ বিদ্বেষভাব কখনই বিধি হইতে পারে না)। আরও, তাহারই বৈরানুবন্ধ ভগবানের প্রতি অভি-নিবেশ জন্মাইতে পারে, যাহার হন্তারূপে ভগবান্ অভিজ্ঞাত (পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট), শ্রুত বা দৃষ্ট হইয়া থাকেন, যেমন লোকে নিজের হন্তারূপে নির্দ্ধারিত শত্রু, ব্যাঘ্র ও সর্পাদিতে ভীত জনের চিন্তাভিনিবেশ দৃষ্ট হয়, কিন্তু অন্যের নহে।

অতএব এই পদ্যই কোন কোন অভিজ্ঞজন এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন—যেহেতু তিনি (শ্রীভগবান্) বৈরভাবযুক্তদিগেরও হিতসাধন করেন, সুতরাং তাঁহাতে বৈরভাবের অনৌচিত্যহেতু বৈরভাব ব্যতি-রিক্ত অন্যভাবে (তাঁহাতে) মনোনিবেশ করিতে হইবে, ইহা বলিতেছেন—'তস্মাৎ' ইত্যাদি। 'নির্ব্বৈরেণ' —নি-শব্দ নঞর্থক বলিয়া বৈরভাব ভিন্ন বন্ধু, মিত্র, পুত্রাদিভাবে মন অভিনিবিষ্ট করিতে হইবে—এই অর্থ। কি প্রকার বৈরানুবন্ধ? তাহাতে বলিতেছেন —বৈরের ন্যায় অনুবন্ধ, অর্থাৎ চিন্তাভিনিবেশ যেখানে, তাদৃশ ভাবে। যে ব্যক্তি যাহাতে অনুবন্ধ (আসক্ত) থাকে, সে তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হয়, ইহার দ্বারা তাটস্থ্য ভাব নিবারিত হইল। সেইরূপ 'স্নেহাৎ কামেন'—স্নেহনিমিত্তই যে কাম, তাহার দ্বারা। তাহা কিরূপ? তাহাতে বলিতেছেন— 'ভয়েন', স্বজন ও আর্য্যপথ ত্যাগ হইতে উত্থিত ভয়-যুক্ত ব্রজযুবতীগণের অনুগামী কামের দ্বারা—এই অর্থ। 'ভয়েন বা'—এই স্থলে 'বা'-শব্দের প্রয়োগের দ্বারা নির্ভয় কামের দ্বারাও, যেমন (দাম্পত্যপ্রেমে) রুক্মিণী প্রভৃতির কামানুগামী কামের দ্বারা, এই অর্থ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ঔপপত্য ও দাম্পত্য উভয় ভাবেরই প্রমাণ রহিয়াছে। যেমন বৃহদ্বামনে উক্ত হইয়াছে—"জারভাবের দ্বারা সর্ব্বাধিক সুদৃঢ় সুস্নেহ হয়"। আবার কূর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে—"মহাত্মা অগ্নিপুত্রগণ তপস্যার দ্বারা স্ত্রী-দেহ প্রাপ্ত হইয়া জগ-তের কারণ অজ বিভু বাসুদেবকে নিজ পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন।" ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্। তথৈব মনসোহভি-নিবেশেন তদন্যং নেক্ষতে। বৈরাদীনামেকতমেনাপি যো যুঞ্জ্যাৎ। স নেক্ষত ইতি স্বভাবকথনং ন বিধিঃ।

কর্ম্মণা মনসা বাচা যো দ্বিষ্যাদ্বিষ্ণুমব্যয়ম্।
মজ্জন্তি পিতরস্তস্য নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥
যদনিন্দৎ পিতা মে ত্বামবিদ্বাংস্তেজ ঐশ্বরম্।
তস্মাৎ পিতা মে পূয়েত দুরন্তাদ্দুস্তরাদধাৎ ॥
হিরণ্যকশিপুশ্চাপি ভগবন্নিন্দয়া তমঃ।
বিবক্ষুরত্যগাৎ সূনোঃ প্রহলাদস্যানুভাবতঃ ॥
বরতোহপি ন মুচ্যন্তে দ্বেষিণঃ শাপতোহপি তু।
ভক্ত্যা নৈব নিপাত্যন্তে ধর্ম্মা ধর্ম্মৈস্তথোত্তরে ॥
অন্যাবেশকৃতং যত্তু তদ্বরাদ্যৈরপোহ্যতে।
তদ্বিরুদ্ধস্বভাবানামন্যথা ন কথঞ্চন ॥

ইত্যাদেঃ। যস্মাদেব কোহপ্যপদ্রবো নাস্তি ভগবত-স্তস্মাদেব দ্বেষাদিনাপি মনো যোক্তুং শক্যতে তৎপ্রের-ণয়া। তাদৃশানাং তদেব চিন্তয়ন্তি চ; অন্যথা আত্মনো দুঃখকারণদ্বেষাদিকং কথম্? সর্ব্বনিয়ামকো হরিরুৎ-পাদয়েৎ ॥ ২৬ ॥

———

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—যথা বৈরানুবন্ধেন (ভগবন্তং চিন্তয়ন্)

মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মা দৈত্য-মনুষ্যাদিঃ প্রাণী শীঘ্রং তথা-নায়াসং) তন্ময়তাং (তদ্ধর্ম্মপ্রাচুর্য্যম্) ইয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) ভক্তিযোগেন (চিন্তয়ন্) তথা (তদ্বৎ শীঘ্রমনায়াসঞ্চ) ন (প্রাপ্নুয়াৎ) ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ (বুদ্ধিঃ ভবতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—যথা শত্রুতা করিয়া ভগবানে যে-প্রকার তন্ময় হইতে পারে, ভক্তিযোগ অর্থাৎ প্রেম-বিলাস দ্বারা সেরূপ তন্ময় হইতে পারে না,—ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—পরমনিন্দ্যস্যাপি বৈরভাবস্য চিত্তাভি-নিবেশাংশত্বাংশেনৈব মহিমা অপার এবেত্যাহ,—যথেতি। বৈরে বৈরভাবে যোহনুবন্ধঃ সাতত্যং তেন মর্ত্ত্যঃ পূর্ব্বোক্তযুক্তে স্বস্য ভগবদ্বধ্যত্বজ্ঞানবিশিষ্ট এব নান্যঃ তন্ময়তাং স্ত্রীময়ঃ কামুক ইতিবত্তদেকাভিনি-বেশবত্ত্বম্। ন তথেতি সদ্য ইতি শেষঃ। নিশ্চিতা মতিরিতি মমায়ং নিশ্চয় এব কৃত ইত্যতোহত্র প্রমাণং ন প্রষ্টব্যম্। যদি ভক্তিযোগাদপি বৈরভাবো মনোহ-ভিনিবেশকত্বাংশেনাধিকস্তদা কিমুত বক্তব্যং তাদৃশা-ভিনিবেশবান্ স ভক্তিযোগ ইতি ভাবঃ। তেন "শ্বিত্রো ন জাতো জিহ্বায়াং নান্ধং বিবিশতুস্তম" ইতি ত্বয়া শিশুপালাদীনামনিষ্টসাধনত্ববুদ্ধ্যা বৈরানুবন্ধো নিন্দ্যতে, ময়া ত্বিষ্টসাধনশিরোমণের্ভক্তিযোগাদপি স্তূয়তে ইতি; কুতঃ শিশুপালাদীনাং দুর্গতিসম্ভাবনাপীতি ধ্বনিঃ। তেন ভাবমার্গেঽবতিনিন্দ্যোঽপি বৈরভাবো ভগবদ-ভিনিবেশ-শীঘ্রসম্পাদকত্বাংশেনৈব ভক্তিযোগাৎ শুদ্ধাৎ যদি স্তূয়তে, তদা ভাবমার্গেঽবতিবন্দ্যো বসুদেবা-দীনাং বাৎসল্যসখ্যাদিঃ কিমুততরাং নন্দাদীনা-মাত্যন্তিকতদভিনিবেশং প্রতীক্ষণাতিভ্রমসম্পাদকঃ স স ইত্যনুধ্বনিঃ। তেনার্বাচীনানামপি শ্রীনন্দাদি-ভাবানুসারেণ বাৎসল্যাদিভাবেপ্সূনাং রাগানুগা ভক্তি-র্বৈধভক্তেঃ সকাশাদুৎকর্ষবতীতি পর্য্যনুধ্বনিঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অত্যন্ত নিন্দনীয় হইলেও বৈরভাবের চিত্তের অভিনিবেশ অংশেই অপার মহিমা, ইহা বলিতেছেন—'যদা' ইত্যাদি (অর্থাৎ শত্রুতা-নিবন্ধন মর্ত্ত্যজীব যেভাবে শীঘ্রই তন্ময়তা লাভ করিতে পারে, ভক্তিযোগের দ্বারা সেরূপ দ্রুত হয় না—ইহা আমার নিশ্চিত ধারণা)। 'বৈরানুবন্ধেন'—বৈর-ভাবে যে অনুবন্ধ অর্থাৎ নৈরন্তর্য্য, তাহার দ্বারা, মর্ত্ত্য-জীব বলিতে যুক্তি অনুসারে নিজের ভগবান্ কর্ত্তৃক বধ্যত্ব জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিই তন্ময়তা লাভ করে, কিন্তু অপরে নহে। 'তন্ময়তা'—বলিতে যেমন কামুক জন স্ত্রীময় (স্ত্রীলোকের ভাবনাতৎপর) হয়, সেইরূপ তদেকনিষ্ঠ অভিনিবেশযুক্তত্ব। 'ন তথা'—সেরূপ নহে বলিতে বৈরভাবে যেমন শীঘ্র তন্ময়তা আসে, ভক্তি যোগের দ্বারা সেরূপ শীঘ্র অভিনিবিষ্ট হওয়া যায় না। 'নিশ্চিতা মতিঃ'—আমার এইরূপ নিশ্চয়, ইহাতে কোন প্রমাণ অন্বেষণ করিতে হইবে না। যদি ভক্তিযোগ হইতেও বৈরভাব মনের অভি-নিবিষ্টতা অংশে অধিক হয়, তাহা হইলে তাদৃশ অভিনিবেশযুক্ত ভক্তিযোগের কথা অধিক কি বক্তব্য —এই ভাব। ইহাতে 'শ্বিত্রো ন জাতঃ' (১৯ শ্লোক) —ঐ দুই ব্যক্তির জিহ্বায় শ্বেত কুষ্ঠরোগ হইল না, এমন কি ঘোর অন্ধকারময় নরকেও প্রবেশ করিল না—এইরূপ বলিয়া তুমি শিশুপালাদির অনিষ্টসাধন বুদ্ধিতে বৈরানুবন্ধের নিন্দা করিতেছ, আর আমি কিন্তু ইষ্টসাধনশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগ হইতেও স্তুতি করি-তেছি, কিপ্রকারে শিশুপালাদির দুর্গতিলাভের সম্ভা-বনাও হইতে পারে ?—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। অত-এব ভাবমার্গে অতিশয় নিন্দনীয় হইলেও বৈরভাব ভগবানে অভিনিবেশের শীঘ্র সম্পাদকত্ব অংশেই শুদ্ধ ভক্তিযোগ হইতে যদি প্রশংসনীয় হয়, তাহা হইলে ভাবমার্গে অতিবন্দ্যনীয় বসুদেবাদির বাৎসল্য, সখ্যাদি ভাবের কথা কি বক্তব্য, আর তদপেক্ষাও নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসিজনের আত্যন্তিক অভিনিবেশ, যাহা চমৎকারাতিশয্যপ্রাপক, তাহার কথা অধিক কি বক্তব্য ?—ইহা অনুধ্বনিত হইতেছে। সুতরাং শ্রীনন্দাদি ব্রজজনের ভাব অনুসারে বাৎসল্যাদি ভাব লাভের ইচ্ছুক আধুনিক ভক্তজনেরও রাগানুগা ভক্তি বৈধীভক্তি হইতে উৎকৃষ্টা—ইহা সর্ব্বানুধ্বনি ॥২৭॥

মধ্ব—তত্রৈব হেতুঃ—যথা বৈরানুবন্ধেনেতি। যথা বৈরাভিনিবেশিনস্তথাভক্ত্যাভিনিবেশিনো ন সন্তি তৎকথমন্যথা ভক্তানেব বহূন্ হরিঃ কুর্য্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥ ২৮ ॥
এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে।
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(যথা) কীটঃ পেশস্কৃতা (ভ্রমরেণ) কুড্যায়াং (ভিত্তিচ্ছেদে) রুদ্ধঃ সংরম্ভভয়যোগেন (সংরম্ভঃ দ্বেষঃ ভয়ং চ স এব যোগঃ হেতুঃ তেন) তং (ভ্রমরম্) অনুস্মরন্ (ধ্যায়ন্) তৎস্বরূপতাং (তস্য স্বরূপতাং) বিন্দতে (লভতে) এবং ভগবতি মায়া-মনুজে (স্বরূপশক্ত্যা নিত্য-নররূপেণ অবতীর্ণে) ঈশ্বরে কৃষ্ণে বৈরেণ অনুচিন্তয়া (বৈরেণ যা অনুচিন্তা ধ্যানং তয়া এব) পূতপাপ্মানঃ (পূতঃ নিবৃত্তঃ পাপ্মা যেষাং তে) তম্ আপুঃ (প্রাপুঃ) ॥ ২৮-২৯ ॥

অনুবাদ—ভ্রমর (কাঁচপোকা) কর্ত্তৃক ভিত্তিগর্ত্তে অবরুদ্ধ হইয়া তৈলপায়ী কীট ভয় ও দ্বেষ বশতঃ যেমন ভ্রমরেরই কেবল স্মরণ করিতে করিতে তাহার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ভ্রমর হইয়া যায়, তদ্রূপ স্বরূপশক্তিপ্রভাবে নিত্যনরস্বরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কেও শত্রু ভাবে চিন্তা করিলে মনের ঐ চিন্তা-প্রভাবে নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকে লাভ করে ॥ ২৮-২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র বৈরভাববতাং মধ্যে কেচিৎ শিশুপালাদয়ঃ সারূপ্যমাপুরিতি সদৃষ্টান্তমাহ,—কীট ইতি দ্বাভ্যাম্। পেশস্কৃতা ভ্রমরবিশেষেণ সংরম্ভো দ্বেষঃ ভয়ঞ্চ তয়োর্যোগেন। মায়াকৃপা সদ্গতিপ্রাপণী মনুজেষু স্ব-দ্বেষ্টৃষ্বপি যস্য তস্মিন্; যদ্বা, মায়য়া স্বরূপেণৈব মনুজেষু। স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুত ইতি শ্রুতেঃ। বৈরজনিত-ধ্যানাবেশেন পূতো নষ্টপাপ্মা তন্নিন্দনতিরস্কারাদির্যেষাং তে ॥ ২৮-২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৈরভাবযুক্তগণের মধ্যে শিশুপালাদি কেহ কেহ সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'কীটঃ' ইত্যাদি। 'পেশস্কৃতা'—ভ্রমরবিশেষের দ্বারা। 'সংরম্ভ-ভয়-যোগেন'—সংরম্ভ বলিতে দ্বেষ এবং ভয়ের যোগে। 'মায়া-মনুজে'—মায়া বলিতে নিজ বিদ্বেষী মনুষ্যগণের প্রতিও সদ্গতি প্রদায়িকা কৃপা যাঁহার, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে। অথবা—যিনি স্বস্বরূপেই নরাকৃতি, সেই শ্রীকৃষ্ণে। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—শ্রীভগবান্ মায়া (যোগমায়া) নামক নিজ স্বরূপভূতা নিত্যশক্তির দ্বারা যুক্ত। 'পূত-পাপ্মানঃ'—বৈরজনিত ধ্যানাবেশের দ্বারা পূত বলিতে নষ্ট হইয়াছে ভগবানের নিন্দা, তিরস্কারাদি-রূপ পাপ যাহাদের, তাহারা (তাঁহাকেই লাভ করিয়াছে।) ॥ ২৮-২৯ ॥

মধ্ব—কীটঃ পেশস্কৃতেত্যাদি চৈদ্যাদীনাং ভক্তিযুক্তত্বপ্রতিপাদনম্। স্নেহাদ্যায়তননাশাদিনাপ্যপদ্রবোঽস্য নাস্তীতি নির্ব্বৈরেণেত্যাদ্যুক্তম্। ততঃ কনীয়াংস এব দেবা জ্যায়াংস অসুরাঃ ইতি শ্রুতিঃ। তন্ময়তাং মনসস্তত্রাভিনিবেশনম্।

মাগধাদ্যা যথা নিত্যং দ্বেষাদাগ্রহিণো হরৌ।
ন তথা গ্রাহিণো ভক্তা ঋতে ব্রহ্মাণমব্যয়ম্ ॥

ইতি হরিবংশেষু।

যোগঃ স্নেহঃ সংরম্ভভয়যুক্তস্নেহেন। প্রীতিঃ স্নেহস্তথা যোগঃ প্রেমবন্ধ ইতীর্য্যতে। ইতি শব্দনির্ণয়ে বৈরযুক্তয়াপ্যনুচিন্তয়া তমাপুঃ। অনুচিন্তেতি তমাহৃর্ভক্তিপূর্ব্বা তু যা স্মৃতিঃ ইতি চ ॥ ২৮-২৯ ॥

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যদ্বৎ) ভক্ত্যা ঈশ্বরে মনঃ আবেশ্য (বহবঃ) তদ্গতিং, (জগ্মুঃ তথা) কামাৎ, দ্বেষাৎ, ভয়াৎ, স্নেহাৎ (অপি তস্মিন্ মনঃ আবেশ্য) বহবঃ তদঘং (দ্বেষাদিজনিতং পাপং) হিত্বা তদ্গতিং (তদীয়াং শুদ্ধাং গতিং) গতাঃ (তথা শৃণু ইতি শেষঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ভক্তিপূর্ব্বক অনেকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিয়া যেরূপ মোক্ষলাভ করিয়াছেন, তদ্রূপ কাম হইতে হউক, দ্বেষ হইতে হউক, ভয় হইতে হউক, স্নেহ হইতে হউক, শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ-পূর্ব্বক পাপ পরিত্যাগ করিয়া অনেকে যে-ভাবে তাঁহার সাক্ষাৎকাররূপা মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ভদ্রাভদ্রভাববন্তঃ সর্ব্ব এব তং প্রাপ্নুবন্তি সাধনতারতম্যাৎ ফলতারতম্যন্তু যুক্ত্যা স্বয়ং বিবেচনীয়মিত্যাহ,—কামাদিতি। তদেবং দ্বেষজন্যমঘং

হিত্বা দ্বেষজন্যেনৈবাবেশেন বিনষ্টীকৃত্যেত্যর্থঃ। ন চাত্র কামেঽপ্যঘং ব্যাখ্যেয়ম্। "দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়া" ইতি তদ্বতীনাং প্রিয়াত্বেনাখ্যাসমানত্বাৎ। তদ্‌গতিং তদীয়াং গতিং প্রেমাণং মোক্ষঞ্চ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শুভ ও অশুভ ভাবযুক্ত সকলেই তাঁহাকে লাভ করেন, কিন্তু তাঁহাদের সাধনের তারতম্যে ফলের পার্থক্য যুক্তির দ্বারা স্বয়ং বিবেচনা করিতে হইবে, ইহা বলিতেছেন—'কামাৎ' ইত্যাদি। 'তদঘং হিত্বা'—এইপ্রকারে বিদ্বেষজনিত পাপ পরিত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ ভগবানে আবেশের প্রভাবেই দ্বেষ-ভয়-নিমিত্ত কালুষ্য বিনাশ করিয়া (অনেকে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)। এখানে কামেতেও কলুষাশঙ্কা হইতে পারে না, যেহেতু 'দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং' (১০।২৯।১০), অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দ্বেষ করিয়াও চৈদ্য (শিশুপাল) সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়াগণের কথা কি আর বলিতে হইবে ? এই বাক্যে দ্বেষাদিমধ্যে পঠিত কামেরও দ্বেষাদি হইতে বিলক্ষণ ফল বলিয়া স্তুতি দেখা যায়। (অর্থাৎ ঔপপত্যভাবময়ী ব্রজাঙ্গনাগণ অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রেয়সীরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন)। 'তদ্‌গতিং'—তদীয়া গতি বলিতে যথাযথ প্রেম ও মোক্ষ বুঝিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—

স্নেহাদন্নং দদাতীতি স্বাকর্ষণ-ভয়েঽপি চ।
বিদ্যমানেঽপ্যল্পকোপে সঙ্গতি স্নেহতস্তথা ॥
পেশস্কৃদ্রূপতাং কীটো যথা যাতি তথৈব তু।
চৈদ্যাদয়োঽসুরাবেশাদ্ধরৌ দ্বেষযুতা অপি ॥
নিজস্বভাবয়া ভক্ত্যা নীতা হরিস্বরূপতাম্।
তথা হি করুণো বিষ্ণুরন্যাবেশাদ্‌যদি দ্বিষন্ ॥
হীয়তে কিং সমানেন নিত্যানন্দ-স্বরূপিণঃ।
দেহবন্ধযুতানাং হি দ্বেষিণা যৎ কৃতং ভবেৎ ॥
মম কোঽপরাধ্যেত নির্দ্দোষ সুখরূপিণঃ।
অতো ময্যপরাধস্তু স্বস্মিন্নেব ন মে ভবেৎ ॥
অতো যচ্চাসুরাবেশাৎ কৃতমেতেন দুষ্কৃতম্।
অনাদিভক্তো যস্মান্মে মোচয়িষ্যে ততস্ত্বহম্।
ইতি মত্বা মোচয়তি চৈদ্যাদীনপি কেশবঃ ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে। কামাদিভিরপি যথাবদ্ভক্ত্যা সহৈব মন আবেশ্য তদঘং যত্তু দ্বেষাদিকৃতমঘং যথা-ভূতয়া ভক্ত্যা হিত্বা ॥ ৩০ ॥

———

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্‌বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্‌যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, (রাজন্), গোপ্যঃ কামাৎ (ঈশ্বরে মনঃ আবেশ্য তদ্‌গতিং গতাঃ) কংসঃ ভয়াৎ চৈদ্যাদয়ঃ নৃপাঃ দ্বেষাৎ হি বৃষ্ণয়ঃ (যাদবাঃ) সম্বন্ধাৎ যূয়ং স্নেহাৎ বয়ং ভক্ত্যা (তদ্‌গতিং গতাঃ ইতি শেষঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, গোপীগণ কাম-বশতঃ, কংস ভয়বশতঃ, শিশুপাল প্রভৃতি নৃপগণ শত্রুতাবশতঃ, বৃষ্ণিবংশীয়গণ সম্বন্ধবশতঃ, তোমরা স্নেহপ্রযুক্ত এবং আমরা ভক্তিবশতঃ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ভাবানামাস্পদানি নামগ্রাহমাহ,—গোপ্যঃ কামাৎ পূর্ব্বব্যাখ্যা-যুক্তৈব স্নেহোত্থাদেব, ন তু সামান্যতঃ, তাদৃগভিপ্রায়ত্বে কুব্জাদ্যা ইতি প্রযুজ্যেৎ। ভয়াৎ স্বস্য কৃষ্ণবধ্যত্ব-জ্ঞানত উদ্ভূতাৎ, বৃষ্ণয়ো যাদবাঃ যূয়ং পাণ্ডবাশ্চ সম্বন্ধাৎ পুত্রভ্রাত্রাদিভাবাৎ মাতুলেয়ভ্রাতৃস্বস্রেয়াদিভাবাচ্চ কীদৃশাৎ স্নেহাৎ স্নেহময়াদিতি সত্রাজিৎ-প্রসেন-শতধন্ব-কর্ণ-দুর্য্যোধনাদয়ো ব্যাবৃত্তাঃ। ন চাত্র স্নেহস্য পৃথক্ তৎপ্রাপ্তিসাধনত্বং ব্যাখ্যেয়ং, উত্তরবাক্যে পঞ্চসংখ্যত্বেনৈব ভাবানাং নিরূপণাদ্। বয়ং নারদাদয়ো ভক্ত্যা তদ্‌গতিং গতা ইতি পূর্ব্বস্যৈবানুষঙ্গঃ। তত্র গোপ্যঃ প্রেমবৎ প্রেয়সীভাবং, কংসঃ সাযুজ্যং, চৈদ্য-দন্তবক্রপৌণ্ড্রকাঃ সারূপ্যং, অন্যে চারয়ো যথাযোগ্যং সাযুজ্যং সালোক্যাদিকং, বৃষ্ণয়ঃ পাণ্ডবাশ্চ সখ্যাদিভাববৎপার্ষদত্বং, নারদাদয়ঃ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবৎপার্ষদত্বমিত্যেবং যথাসাধনং তত্তৎপ্রাকরণিকবাক্যদৃষ্ট্যা নির্দ্ধারিতাং গতিং তদীয়াং গতাঃ। অত্র "যাদবানাং হিতার্থায় ধৃতো গিরিবরো ময়া" ইতি হরিবংশবাক্যাৎ নন্দাদিগোপানামপি বৃষ্ণিবংশত্বাদৈশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যত্বেন স্নেহবত্ত্বাধিক্যাৎ পুত্রাদিসম্বন্ধস্যাতিদার্ঢ্যমেষামেব প্রাধান্যদ্যোতকং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নাম উল্লেখপূর্ব্বক কামাদি ভাবসমূহের পাত্রের কথা বলিতেছেন—'গোপ্যঃ

কামাৎ', ব্রজগোপীগণ পূর্ব্বব্যাখ্যা অনুযায়ী স্নেহোত্থ কাম-বশতঃই তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ (স্বসুখ-বাসনাময়) কাম নহে, সেইরূপ অভি-প্রায় থাকিলে কুব্জা প্রভৃতি, এইরূপ প্রয়োগ হইত। 'ভয়াৎ'—নিজের কৃষ্ণ হইতে বধ্যত্বজ্ঞান হইতে উদ্ভূত ভয়হেতু। 'বৃষ্ণয়ঃ'—যাদবগণ এবং তোমরা পাণ্ডব-গণ সম্বন্ধ-বশতঃ, অর্থাৎ পুত্র, ভ্রাত্রাদি ভাব এবং মাতুলেয়, মাতৃ-স্বস্রেয় প্রভৃতি ভাব হইতে। কিরূপ সম্বন্ধ? তাহাতে বলিতেছেন—'স্নেহাৎ', স্নেহময় সম্বন্ধ, ইহা বলায় সত্রাজিৎ, প্রসেন, শতধন্বা, কর্ণ ও দুর্য্যোধনাদি ব্যাবৃত্ত হইল। এখানে স্নেহের পৃথক্-রূপে তাঁহার প্রাপ্তিসাধনত্ব ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না, যেহেতু পরবর্ত্তী বাক্যে ভাবসমূহের পঞ্চবিধত্ব নিরূপিত হইয়াছে। 'বয়ম্ ভক্ত্যা'—আমরা নার-দাদি, ভক্তিতে 'তাঁহার গতি লাভ করিয়াছি', ইহা পূর্ব্ব বাক্যের সহিত সম্বন্ধ। তন্মধ্যে গোপীগণ প্রেম-যুক্ত প্রেয়সীভাব, কংস সাযুজ্য, শিশুপাল, দন্তবক্র, পৌণ্ড্রক সারূপ্য এবং অপর অরিগণ যথাযোগ্য সাযুজ্য, সালোক্যাদি লাভ করিয়াছিলেন। বৃষ্ণিগণ ও পাণ্ডবগণ সখ্যাদি ভাবযুক্ত পার্ষদত্ব, নারদ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত পার্ষদত্ব—এইরূপ সাধনানুযায়ী সেই সেই প্রাকরণিক বাক্য দৃষ্টিতে নির্দ্ধারিত ভগবদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখানে "যাদবানাং হিতার্থায়" অর্থাৎ যাদবগণের হিতের নিমিত্ত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গোব-র্দ্ধন আমি ধারণ করিয়াছিলাম, এই হরিবংশের উক্তি অনুসারে নন্দাদি গোপ-বৃন্দেরও বৃষ্ণিবংশত্ব হইলেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যত্বরূপে স্নেহযুক্ত আধিক্যবশতঃ পুত্রাদি সম্বন্ধের অতিশয় দৃঢ়তা এই ব্রজবাসিগণেরই প্রাধান্য-দ্যোতক বুঝিতে হইবে॥ ৩১॥

মধ্ব—

গোপ্যঃ কামযুতা ভক্তাঃ কংসাবিষ্টঃ স্বয়ং ভৃগুঃ।
জ্ঞেয়ো ভয়যুতো ভক্তশ্চৈদ্যাদিস্থা জয়াদয়ঃ॥
বিদ্বেষসংযুতা ভক্তা বৃষ্ণয়ো বন্ধুসংযুতাঃ।
বহুমান-স্নেহ-সাম্যাদ্দেবা ভক্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
স্নেহোপসর্জ্জনাদেব বহুমানন্ মুনীশ্বরাঃ।
বহুমানোঽপি দেবানামৃষিভ্যোঽপ্যধিকো মতঃ।
ব্রহ্মবীন্দ্রেন্দ্র-কামাদেরিতরেষাং যথাক্রমম্॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে॥ ৩১॥

**কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি।
তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ॥৩২॥**

অন্বয়ঃ—পঞ্চানাং (পূর্ব্বোক্ত-স্নেহাদিমতাং মধ্যে) পুরুষং (ভগবন্তং) প্রতি বেণঃ কতমঃ অপি (একতমঃ অপি) ন স্যাৎ তস্মাৎ যেন কেন অপি উপায়েন কৃষ্ণে (ভগবতি বাসুদেবে) মনঃ নিবেশয়েৎ, (স্থাপয়েৎ, নাস্ত্যপায়ঃ ইত্যর্থঃ)॥ ৩২॥

অনুবাদ—এই পঞ্চবিধ চিন্তা-দ্বারা তাঁহার স্বারূপ্যলাভ হইতে পারে; কিন্তু নাস্তিক বেণ-রাজা, এই পঞ্চবিধ চিন্তার মধ্যে কোন উপায়-দ্বারাও শ্রী-কৃষ্ণের চিন্তা করেন নাই, সুতরাং তাহার মোক্ষগতি হয় নাই, অতএব যে কোন উপায়েই হউক, শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবে॥ ৩২॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি শিশুপালবদ্ভগবন্নিন্দা-ন্যক্কা-রাদিকর্ত্তা বেণঃ কিমিতি নরকে পাতিতস্তত্রাহ,—পুরু-ষং ভগবন্তং প্রতি পঞ্চানাং পূর্ব্বশ্লোকোক্তানাং ভাবানাং মধ্যে কস্যাপ্যনাস্পদত্বাৎ কতমোঽপি ন ভবতি, ন তাবদ্‌গোপীব স্নেহবৎ কামবান্, ন চ কংসবদ্ভীতঃ, ন চ মাং হনিষ্যতীতি বুদ্ধ্যা ভগবদত্যন্তাবেশময্যা শিশু-পালবৎ দ্বেষ্টা, নাপি বৃষ্ণ্যাদিরিব তত্র কমপি সম্বন্ধং দধানো, নাপি নারদাদিরিব ভক্ত ইত্যর্থঃ। তেন শিশুপালাদিভিন্নঃ প্রতিকূলভাবং দিধীষুর্বেণ ইব নর-কং যাতীতি ভাবঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ কেনাপ্য-প্রতিকূলেনৈব উপায়েন কৃষ্ণে মনো নিবেশয়েদিতি বিধেস্তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেনেতি শ্লোকোক্তবিধিনা সহৈ-কার্থ্যং জ্ঞেয়ম্॥ ৩২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, শিশু-পাল প্রভৃতির ন্যায় ভগবানের নিন্দা, তিরস্কারাদি করিয়া কিজন্য বেণ নরকে পতিত হইলেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'পুরুষং প্রতি', ভগবানের প্রতি পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত কামাদি পঞ্চভাবের মধ্যে বেণ কোন ভাবই প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ গোপীগণের ন্যায় স্নেহ-যুক্ত কামবান্ নহে, কংসের মত ভীতও নহে, 'ভগ-বান্ আমাকে বধ করিবেন'—এরূপ বুদ্ধিতে ভগবানে অত্যন্ত আবেশময় শিশুপালের ন্যায় দ্বেষ্টাও নহে, বৃষ্ণি প্রভৃতির ন্যায় কোনও সম্বন্ধযুক্ত নহে, অথবা নারদাদির মত ভক্তও নহে—এই অর্থ। অতএব শিশুপালাদি ভিন্ন ভগবানে প্রতিকূলভাব পোষণকারী

ব্যক্তি বেণের ন্যায় নরকেই গমন করে—এই ভাব। 'তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন'—যেহেতু এইপ্রকার, অতএব কোনও অপ্রতিকূল (অনুকূল) উপায়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবে—এই বিধি-বশতঃ 'তস্মাৎ বৈরানুবন্ধেন' (২৬ শ্লোক), অতএব কি বৈরভাব, কি ভক্তিযোগ ইত্যাদি পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত বিধির সহিত একার্থতা জানিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

মধ্ব—কতমোঽপি ভক্তিযোগো ন বেণস্য; তস্মাৎ কেনাপি প্রকারেণোপায়েনৈব মনো নিবেশয়েৎ নানুপায়েন। উপায়ো ভক্তিরুদ্দিষ্টো দ্বেষাদ্যা অনুপায়কাঃ ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ৩২ ॥

———

মাতৃষ্বস্রেয়ো বশ্চৈদ্যো দন্তবক্রশ্চ পাণ্ডব।
পার্ষদপ্রবরৌ বিষ্ণোর্বিপ্রশাপাৎ পদচ্যুতৌ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পাণ্ডবঃ, বঃ (যুষ্মাকং) মাতৃষ্বস্রেয়ঃ (চৈদ্যঃ শিশুপালঃ) দন্তবক্রঃ চ (এতৌ) বিষ্ণোঃ পার্ষদপ্রবরৌ (অপি) বিপ্রশাপাৎ (হেতোঃ) পদচ্যুতৌ (পদাৎ বৈকুণ্ঠাৎ চ্যুতৌ ভ্রষ্টৌ বভূবতুঃ) ॥৩৩॥

অনুবাদ—হে পাণ্ডব, তোমাদের মাতৃষ্বসার পুত্রদ্বয় শিশুপাল ও দন্তবক্র,—ইহারা দুইজনেই ভগবান্ বিষ্ণুর প্রধান পার্ষদ ছিল, ব্রহ্মশাপে ইহারা বৈকুণ্ঠ হইতে ভ্রষ্ট হয় ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং শিশুপালপ্রস্তাবাদয়ং ভাবমার্গসিদ্ধান্তঃ, তং সমাপ্য শ্রীকৃষ্ণে শিশুপালস্য বৈরানুবন্ধে কো হেতুরিত্যপেক্ষায়ামাহ—মাতৃষ্বস্রেয় ইতি, পদাদ্বৈকুণ্ঠাৎ চ্যুতৌ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে শিশুপালের কথা-প্রসঙ্গে সেই ভাব-মার্গের সিদ্ধান্ত সমাপনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে শিশুপালের বৈরানুবন্ধের কি কারণ, ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'মাতৃষ্বস্রেয়ঃ' ইত্যাদি। 'পদচ্যুতৌ'—বৈকুণ্ঠ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—স্বতো ভক্ত্যাশ্চৈদ্যাদয়োঽপি পরাবেশাদ্দ্বেষিণঃ ইত্যত্র হেতুমাতৃষ্বস্রেয় ইত্যাদি ॥ ৩৩ ॥

———

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—

কীদৃশঃ কস্য বা শাপো হরিদাসাভিমর্শনঃ।
অশ্রদ্ধেয় ইবাভাতি হরেরেকান্তিনাং ভবঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীযুধিষ্ঠিরঃ উবাচ,—হরিদাসাভিদর্শনঃ (হরিদাসৌ অভিমৃশতি অভিভবতি ইতি তথাভূতঃ) শাপঃ কীদৃশঃ কস্য বা, হরেঃ একান্তিনাং (পার্ষদপ্রবরাণাং) ভবঃ (জন্ম) অশ্রদ্ধেয়ঃ (মিথ্যা) ইব আভাতি ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—যুধিষ্ঠির কহিলেন,—যে শাপ বিষ্ণুভৃত্যকেও অভিভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কে সে শাপ দিয়াছিল, এবং তাহা কি প্রকার? যাঁহারা—ভগবান্ হরির একান্ত ভক্ত, তাঁহারা আবার জন্মগ্রহণ করেন,—এই অসম্ভব কথা আমার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—হরিদাসাবপ্যভিমৃশতি, অশ্রদ্ধেয়ঃ, শাপবাক্যে বিশ্বাসো নোৎপদ্যতে অসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরিদাসাভিমর্শনঃ'—বিষ্ণুভক্তকেও অভিভূত করিতে পারে, এরূপ শাপ কাহার? 'অশ্রদ্ধেয়ঃ'—শাপবাক্যে বিশ্বাস উৎপন্ন হইতেছে না, যেহেতু উহা অসম্ভব (অর্থাৎ একান্ত হরিভক্তের সংসারবন্ধন যেন বিশ্বাসের বিষয় হইতেছে না)—এই ভাব ॥ ৩৪ ॥

———

দেহেন্দ্রিয়াসু-হীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্।
দেহসম্বন্ধসম্বন্ধমেতদাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—দেহেন্দ্রিয়াসু-হীনানাং (প্রাকৃত-দেহেন্দ্রিয়াদিঃ হীনানাং শুদ্ধসত্ত্বময়দেহানাম্ ইত্যর্থঃ) বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্ এতৎ দেহসম্বন্ধসম্বন্ধং (প্রাকৃতদেহসম্বন্ধেন সম্বন্ধম্ এতৎ আখ্যানম্) আখ্যাতুং (বর্ণয়িতুম্) অর্হসি ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ— শুদ্ধসত্ত্বময়-দেহধারী বৈকুণ্ঠবাসী পার্ষদগণের প্রাকৃত দেহ ও প্রাণের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই; সুতরাং তাঁহারা কিরূপে প্রাকৃত-জনগণের ন্যায় প্রাকৃত দেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহা আপনার বলা কর্ত্তব্য ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—অসম্ভবমেবাহ,—দেহ ইতি। জন্মহেতুভূতৈঃ প্রাকৃতৈর্দেহেন্দ্রিয়াসুভির্হীনানাং শুদ্ধসত্ত্বময়দেহানামিত্যর্থঃ। প্রাকৃতদেহসম্বন্ধেন সম্বন্ধমেতদাখ্যানমাখ্যাতুমর্হসীতি শ্রীস্বামিচরণানাং ব্যাখ্যা ॥৩৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অসম্ভবতা বলিতেছেন—'দেহেন্দ্রিয়-' ইত্যাদি। জন্মলাভের কারণরূপ প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ-রহিত শুদ্ধসত্ত্বময় দেহধারী বৈকুণ্ঠপুরবাসিগণের (কি প্রকারে প্রাকৃত দেহ-সম্বন্ধ হইতে পারে ?)—এই অর্থ। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের ব্যাখ্যা—প্রাকৃত দেহসম্বন্ধের সহিত তাহাদের যে সম্বন্ধ—এই বৃত্তান্ত কৃপাপূর্ব্বক আপনি বর্ণনা করুন ॥ ৩৫ ॥

———

শ্রীনারদ উবাচ—

একদা ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ বিষ্ণুলোকং যদৃচ্ছয়া।
সনন্দনাদয়ো জগ্মুশ্চরন্তো ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ—ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সনন্দনাদয়ঃ ভুবনত্রয়ং চরন্তঃ (সন্তঃ) যদৃচ্ছয়া (ভগবদিচ্ছয়া) একদা বিষ্ণুলোকং (বৈকুণ্ঠং) জগ্মুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—দেবর্ষি শ্রীনারদ কহিলেন,—একদা ব্রহ্মতনয় সনন্দন প্রভৃতি মহর্ষিগণ ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

———

পঞ্চষড়্‌ঢায়নার্ভাভাঃ পূর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজাঃ।
দিগ্বাসসঃ শিশূন্ মত্বা দ্বাঃস্থৌ তান্ প্রত্যষেধতাম্ ॥

অন্বয়ঃ—(তে যদ্যপি) পূর্ব্বেষাং (মরীচ্যাদীনাম্) অপি পূর্ব্বজাঃ (তেভ্যঃ প্রথমজাতাঃ তথাপি) পঞ্চষড়্‌ঢায়নার্ভাভাঃ (পঞ্চ বা ষট্ বা হায়নাঃ সংবৎসরাঃ যেষাং তে চ অর্ভাঃ বালাঃ তদ্‌বৎ আভা যেষাং তে তথা) দিগ্বাসসঃ (নগ্নাশ্চ ইতি হেতোঃ) তান্ শিশূন্ মত্বা দ্বাঃস্থৌ (দ্বারপালৌ জয়বিজয়ৌ) প্রত্যষেধতাম্ (অন্তঃপুর-প্রবেশনাৎ নিবারিতবন্তৌ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—সেই মহর্ষিগণ যদিও পূর্ব্বজাত মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণেরও পূর্ব্বজ, তথাপি তাঁহারা উলঙ্গও দেখিতে যেন পঞ্চবর্ষীয় বা ষড়্‌বর্ষীয় বালকের মত। 'জয়' ও 'বিজয়' নামক দ্বাররক্ষকদ্বয় তাঁহাদিগকে বালক মনে করিয়া প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল ॥৩৭

বিশ্বনাথ—পঞ্চ বা ষট্ বা হায়নানি যেষাং তে অর্ভা বালাস্তদ্বদাভা যেষাং তে চ পূর্ব্বেষাং মরীচ্যাদীনামপি, দিগ্বাসসঃ শিশূন্ মত্বা পুংবদ্ভাব আর্ষঃ ॥৩৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পঞ্চ-ষড়্‌ঢায়নার্ভাভাঃ'—পাঁচ বা ছয় বৎসর যাহাদের, সেরূপ বালকের মত আভা (কান্তি) যাঁহাদের। 'পূর্ব্বজাঃ'—মরীচি প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণেরও তাঁহারা পূর্ব্বজাত। 'দিগ্বাসসঃ'—বস্ত্রাবরণহীন (উলঙ্গ) শিশু মনে করিয়া (দ্বাররক্ষকদ্বয় তাঁহাদের প্রবেশ পথে বাধা দিলেন)। এখানে পুংবদ্ ভাব আর্ষপ্রয়োগ (বাসস্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ) ॥ ৩৭ ॥

মধ্ব—

দ্বাঃস্থাবিত্যনেনাধিকারস্থত্বমুক্তম্।
অধিকারস্থিতাশ্চৈব বিমুক্তাশ্চ দ্বিধা জনাঃ।
বিষ্ণুলোকস্থিতাস্তেষাং বরশাপাদি-যোগিনঃ ॥
অধিকারস্থিতাং মুক্তিং নিয়তং প্রাপ্নুবন্তি চ।
বিমুক্তানন্তরং তেষাং বরশাপাদয়ো ননু ॥
দেহেন্দ্রিয়াসু যুক্তশ্চ পূর্ব্বং পশ্চান্ন তৈর্যুতাঃ।
অপ্যভিমানিভিস্তেষাং দেবৈঃ স্বাত্মোত্তমৈর্যুতাঃ ॥
ইতি তন্ত্রসারে ॥ ৩৭ ॥

———

অশপন্ কুপিতা এবং যুবাং বাসং ন চার্হথঃ।
রজস্তমোভ্যাং রহিতে পাদমূলে মধুদ্বিষঃ।
পাপিষ্ঠামাসুরীং যোনিং বালিশৌ যাতমাশ্বতঃ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ—এবং (প্রতিষেধেন তে) কুপিতাঃ (সন্তঃ) (তৌ) অপশন্ (শাপং দত্তবন্তঃ,—হে), বালিশৌ (মূর্খৌ), রজস্তমোভ্যাং রহিতে মধুদ্বিষঃ (ভগবতঃ) পাদমূলে (চরণসমীপে) যুবাং বাসং চ ন অর্হথঃ; অতঃ (হেতোঃ) আশু (শীঘ্রম্ এব) পাপিষ্ঠাম্ আসুরীং যোনিং যাতং (গচ্ছতম্ ইতি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—সেই মহর্ষিগণের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করায় তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন,—অরে মূর্খদ্বয়, তোরা দুইজন রজস্তমোরহিত ভগবান্ মধুসূদনের পাদমূলে বাস করিবার যোগ্য নহিস্; তোরা শীঘ্র এস্থান হইতে পাপিষ্ঠা আসুরী যোনিতে জন্মগ্রহণ কর্ ॥ ৩৮ ॥

———

এবং শপ্তৌ স্বভবনাৎ পতন্তৌ তৌ কৃপালুভিঃ।
প্রোক্তৌ পুনর্জন্মভির্বাং ত্রিভির্লোকায় কল্পতাম্ ॥৩৯

অন্বয়ঃ—এবং শপ্তৌ (অতঃ) স্বভবনাৎ (বৈকুণ্ঠাৎ) পতন্তৌ তৌ (জয়বিজয়ৌ) কৃপালুভিঃ তৈঃ (সনন্দনাদিভিঃ) বাং (যুবয়োঃ) ত্রিভিঃ জন্মভিঃ লোকায় (স্বস্থানপ্রাপ্তয়ে শাপঃ) কল্পতাং (তাবতা অয়ং শাপঃ সমাপ্যতাম্ ইতি) পুনঃ প্রোক্তৌ (কথিতৌ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া সেই জয় ও বিজয়নামক দ্বাররক্ষকদ্বয় বৈকুণ্ঠ হইতে চ্যুত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে দয়ালু ঋষিগণ পুনর্বার বলিতে লাগিলেন,—'তিন জন্মের পর আবার তোরা স্বস্থান প্রাপ্ত হইবি, অর্থাৎ তিন জন্মেই তোদের শাপকালের অবসান হইবে' ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—বাং যুবয়োস্ত্রিভিজন্মভির্বাং যুবাং লোকায় বৈকুণ্ঠং প্রাপয়িতুং কল্পতাং সমর্থো ভবতু শাপ ইতি শেষঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাং'—তোমাদের তিন জন্মের পর আবার তোমরা 'লোকায় কল্পতাম্'—বৈকুণ্ঠ-লোক প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে, অর্থাৎ তাবৎ কালে এই শাপের অবসান হইবে ॥ ৩৯ ॥

জজ্ঞাতে তৌ দিতেঃ পুত্রৌ দৈত্যদানব-বন্দিতৌ।
হিরণ্যকশিপুর্জ্যেষ্ঠো হিরণ্যাক্ষোঽনুজস্ততঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—দৈত্যদানব-বন্দিতৌ তৌ দিতেঃ পুত্রৌ, জ্যেষ্ঠঃ হিরণ্যকশিপুঃ ততঃ অনুজঃ (কনিষ্ঠঃ) হিরণ্যাক্ষঃ জজ্ঞাতে সঞ্জাতৌ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—উহারাই দিতির পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল ; তন্মধ্যে হিরণ্যকশিপু—জ্যেষ্ঠ ও হিরণ্যাক্ষ—কনিষ্ঠ ; উহারা দৈত্য ও দানবদিগের দ্বারা পূজিত ছিল ॥ ৪০ ॥

হতো হিরণ্যকশিপুর্হরিণা সিংহরূপিণা।
হিরণ্যাক্ষো ধরোদ্ধারে বিভ্রতা শৌকরং বপুঃ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—সিংহরূপিণা (নরসিংহরূপেণ) হরিণা (বিষ্ণুনা) হিরণ্যকশিপুঃ হতঃ ; ধরোদ্ধারে (নিমিত্তে সতি) শৌকরং বপুঃ বিভ্রতা (শূকর-শরীরং ধারয়তা হরিণা তৎপ্রতিঘাতী) হিরণ্যাক্ষঃ (হতঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীহরি নরসিংহ-মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে এবং পৃথিবী-উদ্ধারের সময় প্রতিকূল আচরণ করায় তিনি বরাহ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—ধরোদ্ধারে কর্ত্তব্যে সতি ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধরোদ্ধারে'—হিরণ্যাক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ধরাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত (শ্রীহরি বরাহমূর্ত্তি প্রকাশ করেন) ॥ ৪১ ॥

হিরণ্যকশিপুঃ পুত্রং প্রহলাদং কেশবপ্রিয়ম্।
জিঘাংসুরকরোন্নানা যাতনা মৃত্যুহেতবে ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—হিরণ্যকশিপুঃ কেশবপ্রিয়ং পুত্রং প্রহলাদং জিঘাংসুঃ (হন্তুম্ ইচ্ছুঃ সন্ তস্য) মৃত্যু-হেতবে নানা যাতনাঃ অকরোৎ (কৃতবান্) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপু স্বীয় পুত্র বিষ্ণুভক্ত প্রহলাদকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে মৃত্যু-জনক বহুবিধ যাতনা দিয়াছিল ॥ ৪২ ॥

তং সর্ব্বভূতাত্মভূতং প্রশান্তং সমদর্শনম্।
ভগবত্তেজসা স্পৃষ্টং নাশক্নোদ্ধন্তুমুদ্যমৈঃ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বভূতাত্মভূতং (সর্ব্বভূতানাম্ আত্মভূতং) প্রশান্তং (দ্বেষাদিরহিতং) সমদর্শনং (ব্রহ্মদৃষ্টি-পরং) ভগবৎতেজসা স্পৃষ্টং (ব্যাপ্তং) তং (প্রহলাদম্) উদ্যমৈঃ (শস্ত্রাস্ত্রাদিভিঃ) হন্তুঃ ন অশক্নোৎ (ন সমর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ, প্রশান্ত ও সমদর্শী প্রহলাদ ভগবানের তেজে আবৃত থাকায়, বিবিধ উপায়ে চেষ্টা করিয়াও (হিরণ্যকশিপু) তাঁহাকে বধ করিতে সমর্থ হইল না ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূতম্ আত্মবৎ-প্রেষ্ঠং তদ্দ্বেষ্টর্য্যপি পিতরি দ্বেষাভাবাৎ প্রশান্তং স্বপর-সুখ-দুঃখাদীনাং তুল্যদর্শনাৎ সমদর্শনম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বভূতাত্মভূতং'— সকল প্রাণিগণের আত্মার ন্যায় প্রেষ্ঠ, নিজেকে বিদ্বেষ করি-

লেও পিতার প্রতি দ্বেষাভাব-হেতু প্রশান্ত এবং তুল্য-দর্শনহেতু সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন (প্রহলাদকে বধ করিতে হিরণ্যকশিপু সমর্থ হইলেন না।) ॥ ৪৩ ॥

মধ্ব—

সর্ব্বভূতাত্মনি ভূতম্ ।
হিরণ্যকশিপুর্ভূতমমন্যত মৃতৌ হরিম্ ।
অতো ভয়ানকো জাতস্তত্র রাজানমেব চ ॥
মত্বা রাজেব সঞ্জাতঃ কৃষ্ণং চক্রাদিলক্ষণৈঃ ।
মৃতিকালে হরিং চৈব মত্বা ভক্ত্যৈব কেবলম্ ॥
দ্বাঃস্থত্বং হরিমাবিশ্য প্রাপ্যৈব মনুজোঽপি তু ।

ইতি গারুড়ে ।

বিষ্ণুভক্তেশ্চ তজ্জ্ঞানাদন্যতো মুক্তিবাচকাঃ ।
বিষ্ণোর্গুণহ্রাসবাচঃ শ্রীব্রহ্মাদেস্তথা ক্রমাৎ ॥
বিষ্ণ্বাদিদ্বেষতশ্চৈব সুখবাচস্তথাখিলাঃ ।
মোহনার্থাঃ সমুদ্দিষ্টা যথার্থদ্যোতকাস্তথা ॥

ইতি প্রকাশসংহিতায়াম্ ॥ ৪৩ ॥

ততস্তৌ রাক্ষসৌ জাতৌ কেশিন্যাং বিশ্রবঃসুতৌ ।
রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ সর্ব্বলোকোপতাপনৌ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ তৌ (দ্বারপালৌ জয়বিজয়ৌ) কেশিন্যাং বিশ্রবসঃ সুতৌ সর্ব্বলোকোপতাপনৌ (সর্ব্বেষাং দুঃখদৌ) রাবণঃ কুম্ভকর্ণঃ চ (ইতি) রাক্ষসৌ জাতৌ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর সেই জয় ও বিজয় নামক দ্বাররক্ষকদ্বয় (দ্বিতীয় জন্মে) বিশ্রবার ঔরসে কেশিনীর গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ-নামে রাক্ষস হইয়াছিল। তাহারা সকললোকের সন্তাপকারক ছিল ॥ ৪৪ ॥

তত্রাপি রাঘবো ভূত্বা ন্যহনচ্ছাপমুক্তয়ে ।
রামবীর্য্যং শ্রোষ্যসি ত্বং মার্কণ্ডেয়মুখাৎ প্রভো ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, তত্র অপি (ভগবান্ শ্রীহরিঃ) রাঘবঃ (রামচন্দ্রঃ) ভূত্বা শাপমুক্তয়ে (তয়োঃ শাপং মোচয়িতুং) ন্যহনৎ (হতবান্) ;—ত্বং মার্কণ্ডেয়-মুখাৎ রামবীর্য্যং শ্রোষ্যসি (অধুনা নাস্তি তৎকথনে মমাবসরঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, তাহাদিগের শাপ মুক্তির জন্য ভগবান্ শ্রীহরি রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে নিহত করেন। তুমি মার্কণ্ডেয়ের মুখ হইতে শ্রীরামচন্দ্রের বলবীর্য্য সবিশেষ অবগত হইবে ॥ ৪৫ ॥

তাবত্র ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ মাতৃষ্বস্রাত্মজৌ তব ।
অধুনা শাপনির্ম্মুক্তৌ কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—তৌ অত্র (তৃতীয় জন্মনি) তব মাতৃ-ষ্বস্রাত্মজৌ ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ, অধুনা কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ কৃষ্ণচক্রেণ হতম্ অংহঃ যয়োঃ তৌ তয়োঃ পাপমেব হতং, ন তু তৌ ইত্যর্থঃ) শাপ নির্ম্মুক্তৌ (জাতৌ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—সেই জয় ও বিজয়-নামক দ্বাররক্ষক-দ্বয়ই (তৃতীয় জন্মে) ক্ষত্রিয়কুলে তোমার মাতৃষ্বসার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ; এখন ভগবান্ কৃষ্ণের চক্রাঘাতে তাহাদের পাপ-নাশ হওয়ায়, তাহারা শাপ-মুক্ত হইল ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিষ্ণুচক্রেণ হতমংহো যয়োস্তৌ । তয়োরপরাধ এব বহিঃ শিশুপালদন্তবক্রাকারতয়া পরিণতো, ন তু তাবিত্যর্থ ইতি স্বামিচরণাঃ । যথা বহ্নিনা কনকস্য মালিন্যমেব হন্যতে ন তু কনকং, তথৈব জয়বিজয়য়োর্বাহ্যমালিন্যাবরণয়োর্নষ্টয়োঃ সতোঃ জয়বিজয়াবেব তেজঃপুঞ্জাকারৌ শ্রীকৃষ্ণং প্রবিষ্টৌ জনৈর্দৃষ্টাবিতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃষ্ণচক্র-হতাংহসৌ'—বিষ্ণু-চক্রের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে পাপ যাহাদের, তাহারা (তোমার মাসীমার পুত্র শিশুপাল ও দন্তবক্র অধুনা শাপ-নির্ম্মুক্ত হইল)। এইস্থলে শ্রীল শ্রীধর স্বামি-পাদ বলেন—সেই জয় ও বিজয়ের অপরাধই বাহিরে শিশুপাল ও দন্তবক্র আকারে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা নহেন। যেমন বহ্নির দ্বারা সুবর্ণের মালিন্যই অপসারিত করা হয়, কিন্তু সুবর্ণ নহে, সেইরূপই জয় ও বিজয়ের বাহ্য মালিন্যের আবরণ বিনষ্ট হওয়ায়, সেই জয়-বিজয়ই সকলের দৃষ্টির সমক্ষে তেজঃপুঞ্জ আকারে শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন—এই ভাব ॥ ৪৬ ॥

বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্ ।
নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেন (বৈরানুবন্ধেন তীব্রং ধ্যানং তেন প্রথমম্) অচ্যুতসাত্মতাং (অচ্যুতস্য বিষ্ণোঃ সাত্মতাং সমানতাং লয়ং) নীতৌ (প্রাপ্তৌ অপি) পুনঃ (ততঃ নিঃসৃত্য) বিষ্ণুপার্ষদৌ (সন্তৌ) হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুঃ (স্বাধিকারে স্থিতৌ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—সেই বিষ্ণুপার্ষদদ্বয় অনেকদিন যাবৎ ভগবান্‌কে যে বৈরভাবে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতেছিল, তজ্জন্যই তাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় তৎসন্নিধানে গমন করিল ॥৪৭॥

বিশ্বনাথ—অচ্যুতেন সহ স্থিতৌ আত্মনৌ আকারৌ যয়োস্তস্য ভাবস্তত্তা তাং ধ্যানেনৈব নীতৌ পুনর্মৌষললীলান্তে হরের্নারায়ণস্য পার্শ্বং জগ্মতুরিতি মৌষললীলাতঃ পূর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণশরীর এব নারায়ণস্যাপি প্রবিষ্টত্বাত্তৎপার্ষদৌ জয়বিজয়াবপি তত্রৈব প্রবিশ্য স্থিতাবিতি তত্ত্বম্ । শিশুপালদন্তবক্রৌ কৃষ্ণে সাযুজ্যং প্রাপতুরিতি তু লোকপ্রতীতিঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অচ্যুত-সাত্মতাম্'—অচ্যুতের সহিত একত্র অবস্থিত আত্মা বলিতে আকার যাহাদের, তাহার ভাব, তাহা 'ধ্যানেন নীতৌ'—ধ্যানের দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুনরায় মৌষললীলার অবসানে শ্রীনারায়ণের পার্শ্বে গমন করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা মৌষললীলার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণশরীরে শ্রীনারায়ণেরও প্রবেশহেতু তাঁহার পার্ষদদ্বয় জয়-বিজয়ও সেখানেই (শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহেই) প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন—এই তত্ত্ব। শিশুপাল ও দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ইহা কিন্তু লোক-প্রতীতি ॥ ৪৭ ॥

মধ্ব—বৈরানুবন্ধঃ বৈরযুক্তা ভক্তিঃ। অনুবন্ধস্তু ভক্তিঃ স্যাদ্দন্ধঃ স্নেহ উদাহৃতঃ ইতি প্রকাশসংহিতায়াম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—
বিদ্বেষো দয়িতে পুত্রে কথমাসীন্মহাত্মনি ।
ব্রূহি মে ভগবন্ যেন প্রহলাদস্যাচ্যুতাত্মতা ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে যুধিষ্ঠির-নারদ-সংবাদে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ,—(হে) ভগবন্ দয়িতে (স্বভাবাৎ প্রীতিবিষয়ে) মহাত্মনি পুত্রে (প্রহলাদে পিতুঃ) বিদ্বেষঃ কথম্ আসীৎ ? তদ্ ব্রূহি (কথয় তথা) সমদর্শনাদেরুক্তত্বাৎ যেন (কারণেন) প্রহলাদস্য অচ্যুতাত্মতা (ভগবদেকচিত্তত্বং, তদপি ব্রূহি কথয়) ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—শ্রীযুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে ভগবন্ প্রিয়পুত্র মহাত্মা প্রহলাদের প্রতি হিরণ্যকশিপুর কেন বিদ্বেষ ছিল ? এবং প্রহলাদই বা কি কারণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে একাগ্রচিত্ত হইয়াছিলেন ? আপনি তাহা আমার নিকটে বলুন ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—অচ্যুতাত্মতা অচ্যুতে অচ্যুতৈকচিত্তত্বং যেন তদপি ব্রূহীতি শেষঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
সপ্তমে প্রথমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-সপ্তমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অচ্যুতাত্মতা'—যে কারণে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণে প্রহলাদের একচিত্তত্ব, তাহাও আপনি কৃপাপূর্ব্বক বলুন ॥ ৪৮ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার সপ্তম স্কন্ধে সজ্জন-সম্মত প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭।১ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-সপ্তমস্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ—

ভ্রাতর্য্যেবং বিনিহতে হরিণা ক্রোড়মূর্ত্তিনা ।
হিরণ্যকশিপু র্রাজন্ পর্য্যতপ্যদ্রুষা শুচা ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভ্রাতৃবিয়োগজন্য বিষ্ণুর প্রতি ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপুর লোকসমূহের ধর্ম্মনাশার্থ দানবগণকে নিয়োগ এবং ইতিহাসচ্ছলে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশদ্বারা ভ্রাতুপুত্রগণের 'শোকাপনোদন বর্ণিত হইয়াছে ।

ভগবান্ শ্রীহরি বরাহমূর্ত্তিতে দেবপক্ষ অবলম্বন করিয়া হিরণ্যাক্ষের বধসাধন করিলে হিরণ্যকশিপু শোকে ও ক্রোধে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইল এবং নিরপেক্ষ ভগবানের ভক্তপাতিত্বহেতু তদীয় বরাহমূর্ত্তিধারণ-বিষয়ে দোষারোপ করিয়া তাঁহার বধসাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইল ও দানববৃন্দকে উত্তেজিত করিয়া যজ্ঞ-বিঘ্ন উৎপাদন করিবার নিমিত্ত ধরাতলে প্রেরণ করিল। দানবগণের অত্যাচারে যজ্ঞভাগের অভাবে দেবগণ অলক্ষিতভাবে মর্ত্ত্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর হিরণ্যকশিপু ভ্রাতার ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্ম সমাধানপূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত স্বজনবর্গকে নানা তত্ত্ব-জ্ঞানোপদেশদ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিতে লাগিল, —"বীরপুরুষদিগের রিপুর অভিমুখে মৃত্যুই শ্লাঘ্য। প্রাণিগণ স্ব-স্বকর্ম্মবশতঃ এই সংসারে একত্র সংযোজিত ও পুনরায় নিয়োজিত হয়। দেহ হইতে ভিন্ন তত্ত্ব আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, সর্ব্বগ ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অবিদ্যাদ্বারা উচ্চাবচ-যোনি ও সুখদুঃখাদি বিশেষরূপে স্বীকারপূর্ব্বক লিঙ্গদেহ ধারণ করেন। তাহাতে অভিমানই তাঁহার সংসার, প্রিয়াপ্রিয়ের যোগ-বিয়োগ প্রভৃতিই বিপর্য্যাস ; সুতরাং শোকের কারণা-ভাবে শোক পরিহার্য্য।" এতৎপ্রসঙ্গে উশীনর-দেশীয় সুযজ্ঞ-নামক নৃপতির বিষয় উত্থাপন করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ঐ নৃপতির মৃত্যুতে তাঁহার মহিষীগণ শোকা-কুলা হইলে যমরাজ বালকরূপে আসিয়া যেরূপে তাঁহাদিগের শোকাপনোদন-মানসে আত্মার অবিনাশিত্ব সম্বন্ধে যে-সকল তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন এবং তৎপ্রসঙ্গে কুলিঙ্গ-নামক পক্ষী ব্যাধ-বাণে নিহত তাহার পত্নীর জন্য শোক-কালে সেও ব্যাধবাণে যেরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই উপাখ্যান বলিয়া তাহাদিগকে যেরূপ আত্মবিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া-ছিলেন, সেইসকল কথা বলিয়া স্বজনবর্গকে হির-ণ্যাক্ষ-বিয়োগজনিত শোক হইতে মুক্ত করিল। অতঃ-পর স্নুষার সহিত দিতি প্রভৃতি মাতৃবর্গ শোক বিস-র্জ্জনপূর্ব্বক পরমাত্মতত্ত্বে চিত্ত স্থির করিলেন ।

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—(হে) রাজন্ ক্রোড়-মূর্ত্তিনা হরিণা (বরাহরূপিণা বিষ্ণুনা) এবং (এবম্প্রকা-রেণ) ভ্রাতরি (হিরণ্যাক্ষ) বিনিহতে (সতি) হিরণ্য-কশিপুঃ রুষা (ক্রোধেন) শুচা (ভ্রাতৃশোকেন চ) পর্য্য তপ্যৎ (পরিতাপং চকার) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—হে রাজন্ ভগ-বান্ বিষ্ণু বরাহ মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক হিরণ্যাক্ষকে বধ করায় হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইলেন ও ভ্রাতৃবিনাশ-জন্য শোকে সন্তপ্ত হইয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বিতীয়ে ভ্রাতৃশোকেন ধর্ম্মনাশায় দানবান্ ।
নিযোজ্য জ্ঞানেতিহাসৈর্মিত্রাদীন্ স হ্যসান্ত্বয়ৎ ॥০॥

ভগবদ্দ্বেষ এব প্রহলাদদ্বেষে কারণমভূদিতি বক্তুং প্রথমতো ভগবদ্দ্বেষমেব সহেতুকমাহ,—ভ্রাতর্য্যেব-মিত্যাদিনা ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে হিরণ্য-কশিপু ভ্রাতৃশোকে দানবদিগকে ধর্ম্মনাশের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিয়া জ্ঞান ও ইতিহাসের দ্বারা আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনাদান করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে॥০

ভগবদ্বিদ্বেষই প্রহলাদের প্রতি দ্বেষের কারণ হইয়াছিল, ইহা বলিবার জন্য প্রথমতঃ ভগবানের প্রতি দ্বেষই সহেতুক বলিতেছেন—'ভ্রাতরি এবম্' ইত্যাদি (ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ এইপ্রকারে বরাহমূর্ত্তি শ্রীহরির বিক্রমে নিহত হইলে, হিরণ্যকশিপু শোকে ক্রুদ্ধ ও সন্তপ্ত হইলেন।) ॥ ১ ॥

———

আহ চেদং রুষা পূর্ণঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদঃ।
কোপোজ্জ্বলদ্ভ্যাং চক্ষুর্ভ্যাং নিরীক্ষন্ ধূম্রমম্বরম্ ॥২॥

অন্বয়ঃ—রুষা (ক্রোধেন) পূর্ণঃ (অতএব) সন্দষ্ট-দশনচ্ছদঃ (সংদষ্টঃ দশনচ্ছদঃ ওষ্ঠঃ যেন সঃ) কোপোজ্জ্বলদ্ভ্যাং (কোপেন উৎ অতিশয়েন জলদ্ভ্যাং) চক্ষুর্ভ্যাং (কোপাগ্নিধূমেনৈব) ধূম্রম্ অম্বরম্ (আকাশং) নিরীক্ষন্ (নিরীক্ষমাণঃ) ইদং চ আহ (উবাচ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ঐ হিরণ্যকশিপু তখন ক্রোধে ওষ্ঠাধর দংশন ও কোপোদ্দীপ্ত চক্ষুদ্বয়ের দ্বারা রোষাগ্নির ধূমে ধূম্রবর্ণ আকাশমণ্ডল অবলোকন করিতে করিতে বলিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—অম্বরং নিরীক্ষন্নিতি হরের্নিবাসং বৈকুণ্ঠং হরিঞ্চ স্বহস্তেনৈব ধ্বংসয়ামীতি ভাবঃ। ধূম্রমিতি চক্ষুরগ্ন্যোর্ধূমব্যাপ্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অম্বরং নিরীক্ষন্'—আকাশের দিকে তাকাইয়া, অর্থাৎ হরির নিবাসস্থল বৈকুণ্ঠ ও হরিকেও আমি স্বহস্তেই বিনাশ করিব—এই ভাব। 'ধূম্রম্'—ধূমায়িত আকাশ, ক্রোধোদ্দীপ্ত চক্ষুর অগ্নিতেই যেন আকাশ ধূমব্যাপ্ত, এই ভাবার্থ ॥ ২ ॥

করালদংষ্ট্রোগ্রদৃষ্ট্যা দুষ্প্রেক্ষ্যভ্রুকুটীমুখঃ।
শূলমুদ্যম্য সদসি দানবানিদমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ— করালদংষ্ট্রোগ্রদৃষ্ট্যা (করালাভিঃ দংষ্ট্রাভিঃ যুক্তয়া উগ্রয়া দৃষ্ট্যা) দুষ্প্রেক্ষভ্রূকুটিমুখঃ (দুষ্প্রেক্ষ্যঃ ভ্রূকুটীযুক্তং মুখং যস্য সঃ) সদসি (সভায়াং) শূলম্ উদ্যম্য (উত্তোল্য) দানবান্ ইদম্ অব্রবীৎ (উক্তবান্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—করালদন্তবিশিষ্ট উগ্র দৃষ্টি ও দুর্দ্দর্শনীয় ভ্রূকুটীযুক্তমুখে সভামধ্যে শূল উত্তোলনপূর্ব্বক দানবদিগকে কহিলেন ॥ ৩ ॥

ভো ভো দানবদৈতেয়া দ্বিমূর্দ্ধংস্ত্র্যক্ষ শম্বর।
শতবাহো হয়গ্রীব নমুচে পাক ইল্বল ॥ ৪ ॥
বিপ্রচিত্তে মম বচঃ পুলোমন্ শকুনাদয়ঃ।
শৃণুতানন্তরং সর্ব্বে ক্রিয়তামাশু মা চিরম্ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—ভোঃ ভোঃ দ্বিমূর্দ্ধন্! স্ত্র্যক্ষ! শম্বর! শতবাহো! হয়গ্রীব! নমুচে! পাক! ইল্বল! বিপ্রচিত্তে! পুলোমন্! শকুনাদয়ঃ! দানব-দৈতেয়োঃ! (যূয়ং) সর্ব্বে মম বচঃ শৃণুত; অনন্তরং (শ্রবণাৎ পরমেব) আশু (শীঘ্রং) ক্রিয়তাং (মদুক্তং যুষ্মাভিরনুষ্ঠীয়তাং) চিরং (বিলম্বং) মা (ইতি) ॥ ৪-৫ ॥

অনুবাদ—হে দৈত্যদানবসকল! দ্বিমূর্দ্ধ! স্ত্র্যক্ষ। শম্বর! শতবাহো! হয়গ্রীব! নমুচে! পাক! ইল্বল! বিপ্রচিত্তে! পুলোমন্! হে শকুনাদি দানবগণ! তোমরা সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর এবং তদনুরূপ কার্য্য কর, বিলম্ব করিও না ॥ ৪-৫ ॥

সপত্নৈর্ঘাতিতঃ ক্ষুদ্রৈর্ভ্রাতা মে দয়িতঃ সুহৃৎ।
পাষ্ণিগ্রাহেণ হরিণা সমেনাপ্যুপধাবনৈঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সমেন অপি (দেবাসুরবর্গয়োস্তুল্যেনাপি) ক্ষুদ্রৈঃ (তুচ্ছৈঃ) সপত্নৈঃ (শত্রুভিঃ দেবৈরিত্যর্থঃ) উপধাবনৈঃ (ভজনৈঃ নিমিত্তভূতৈঃ) পাষ্ণিগ্রাহেণ (পৃষ্ঠোপোদ্বলকেন তৎসহায়ীভূতেন) হরিণা (প্রযোজ্যকর্ত্রা) দয়িতঃ (প্রিয়ঃ) সুহৃৎ (আজ্ঞানুসারী) মে (মম) ভ্রাতা (হিরণ্যাক্ষঃ ঘাতিতঃ (বিনাশিতঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ক্ষুদ্র শত্রুগণ আমার প্রিয় ও পরমসুহৃৎ সহোদর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছে। ভগবান্ শ্রীহরি দেবতা ও অসুরাদির প্রতি সম-ভাবাপন্ন হইলেও তিনি দেবতাদের উপাসনাকে নিমিত্ত করিয়া আমাদের ঐ সকল দেবশত্রুর সহায়তা করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—সমেনাপীতি। যদ্যপি স হরিঃ সর্ব্বত্র সমস্তদপি উপধাবনৈরুপাসনৈর্নিমিত্তভূতৈঃ পাষ্ণিগ্রাহেণ লোভবশাদ্দেবপক্ষপাতী বৃত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমেনাপি'—যদিও সেই হরি সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন, তথাপি 'উপধাবনৈঃ'—দেবতাদের উপসনাকে নিমিত্ত করিয়া 'পাষ্ণিগ্রাহেণ'—পরোক্ষভাবে, লোভবশতঃই দেবগণের পক্ষপাতী হইয়াছেন—এই অর্থ ॥ ৬ ॥

তস্য ত্যক্তস্বভাবস্য ঘৃণের্মায়া-বনৌকসঃ ।
ভজন্তং ভজমানস্য বালস্যেবাস্থিরাত্মনঃ ॥ ৭ ॥
মচ্ছূলভিন্নগ্রীবস্য ভূরিণা রুধিরেণ বৈ ।
অসৃক্প্রিয়ং তর্পয়িষ্যে ভ্রাতরং মে গতব্যথঃ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—ত্যক্তস্বভাবস্য (ত্যক্তঃ স্বভাবঃ সমত্বং যেন তস্য) ঘৃণেঃ (শোচ্যস্য) মায়া-বনৌকসঃ (মায়য়া বনৌকসঃ পশুরূপস্য) ভজন্তং ভজমানস্য (স্বম্ অনুবর্ত্তমানম্ অনুবর্ত্তমানস্য অতএব) বালস্য ইব অস্থিরাত্মনঃ (অব্যবস্থিতচিত্তস্য) মচ্ছূলভিন্নগ্রীবস্য (মম শূলেন ভিন্না গ্রীবা যস্য তস্য বিষ্ণোঃ) ভূরিণা রুধিরেন অসৃক্প্রিয়ং (রুধিরপ্রিয়ং) মে ভ্রাতরং তর্পয়িষ্যে (তর্পয়িষ্যামি, তেন চ) গতব্যথঃ (গতা ব্যথা ভ্রাতৃশোকরূপা যস্য সঃ তাদৃশঃ সুস্থচিত্তঃ ভবিষ্যামি ॥৭-৮

অনুবাদ—দেবাসুরে সমদর্শনবিশিষ্ট ভগবান্ হরির এখন আর সে স্বভাব নাই। শুদ্ধ ও তেজোময় হইলেও মায়াবশে বরাহ-মূর্ত্তি গ্রহণ করায় সেবা-প্রলোভনমুগ্ধ বালকের ন্যায় অব্যবহিতচিত্ত, আমি স্বীয় শূলদ্বারা বিষ্ণুর গ্রীবাদেশ নির্ভিন্ন করিয়া তাহার রুধিরেই আমার রুধিরপ্রিয় ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের তর্পণ করিব ; তাহা হইলে আমার মনোবেদনা দূর হইবে ॥ ৭-৮ ॥

বিশ্বনাথ—বয়মপ্যপধাবাম ইতি চেন্মৈবং ব্রূধ্বং য়ূয়ং তাবন্মন্নিযুক্তে কর্ম্মণি তিষ্ঠত অহমেকএব তং হনিষ্যামীত্যাহ,—তস্যেতি দ্বাভ্যাম্। ননু হরির্হি পরমাত্মোচ্যতে শাস্ত্রেরতস্তং কথং হনিষ্যসি তত্রাহ, —ত্যক্তস্বভাবস্য সর্ব্বত্রৌদাসীন্যরূপঃ স্বভাবো হি পরমাত্মনঃ প্রসিদ্ধঃ। স যদি তেন ত্যক্তস্তদা কুতস্তস্য সম্প্রতি পরমাত্মত্বমিতি ভাবঃ। প্রত্যুতঃ স পরমাত্মত্বং ত্যক্ত্বা পশুরভূদিত্যাহ,—ঘৃণেঃ পূর্ব্বং শুদ্ধতেজোময়স্যাপি সম্প্রতি মায়াপারতন্ত্র্যাদ্বনৌকসঃ মৎস্যকচ্ছপাদিরূপস্য চ। কিঞ্চ, ভজন্তং জনমাত্রমেব ভজমানস্য বালস্যেব একেনৈব খণ্ডলড্ডুকেন বশীকৃতস্যেত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু তস্য ভক্তবাৎসল্যাদেব ত্যক্তেত্যাদি-বিশেষণপঞ্চকং ভবতি। তচ্চ তস্য ভূষণমেব, ন তু দূষণমিতি ভাবঃ। ঘৃণেঃ শুদ্ধতেজোময়স্যাপি মায়য়া কৃপয়া ইত্যাদি যোজ্যম্। মচ্ছূলাদ্ভিন্না পৃথগ্ভূতা গ্রীবা যস্যেতি প্রাকৃতস্য মচ্ছূলস্য তত্র প্রবেশোঽপি ন সম্ভবেদিতি ভাবঃ। 'কুঙ্কুমং রুধিরং প্রোক্তমি'ত্যভিধানাৎ রুধিরেণ তদঙ্গরাগকুঙ্কুমেন রুধিরপ্রিয়ং তন্নির্মাল্যকুঙ্কুমপ্রিয়মদ্ভ্রাতুর্ভক্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৭-৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি দৈত্যগণ বলেন—তাহা হইলে আমরাও তাঁহার উপাসনা করিব, ইহাতে বলিতেছেন—কখনই এরূপ বলিও না, তোমরা আমার নিযুক্ত কর্ম্মে অবস্থান কর, আমি একাকীই তাঁহাকে বধ করিব, ইহা বলিতেছেন—'তস্য' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। দেখুন—হরি পরমাত্মা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত, তাহা হইলে তাঁহাকে কিরূপে বধ করিবেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ত্যক্ত-স্বভাবস্য'—এখন তিনি তাঁহার স্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন, পরমাত্মার সর্ব্বত্র ঔদাসীন্যরূপ (সমভাবত্ব) স্বভাব প্রসিদ্ধ। তিনি যদি সেই স্বভাব ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সম্প্রতি তাঁহার পরমাত্মত্বই বা কোথায় ?—এই ভাব। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক্ষণে পরমাত্মত্ব পরিত্যাগ করিয়া পশু হইয়াছেন, ইহা বলিতেছেন, 'ঘৃণেঃ'—শুদ্ধ সত্ত্বময় তাঁহার পূর্ব্বে, তিনি শুদ্ধ তেজোময় হইলেও সম্প্রতি মায়ার বশীভূত-হেতু 'বনৌকসঃ'—জলস্থ মৎস্য, কচ্ছপাদিরূপ হইয়াছেন। আরও, 'ভজন্তং ভজনমানস্য'—যে কেহ ভজন করিলেই তিনি তাহাকে ভজন করেন, সেবা-প্রলোভনমুগ্ধ অস্থিরচিত্ত বালকের ন্যায়, যেমন একটি লড্ডুক-খণ্ডের লোভে বালক বশীভূত হয়, তদ্রূপ—এই অর্থ। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু তাঁহার ভক্তবাৎসল্য-বশতঃই ত্যক্ত-স্বভাব ইত্যাদি পাঁচটি বিশেষণ, এবং তাহা তাঁহার ভূষণই, দূষণ নহে—এই ভাব। 'ঘৃণেঃ'—শুদ্ধ তেজোময় হইলেও মায়া, অর্থাৎ কৃপার দ্বারা ইত্যাদি অর্থ বুঝিতে হইবে। 'মচ্ছূল-ভিন্নগ্রীবস্য'—আমার শূল হইতে ভিন্ন বলিতে পৃথকরূপ গ্রীবা যাঁহার, ইহাতে প্রাকৃত আমার শূলের সেখানে প্রবেশও সম্ভব নহে—এই ভাব। 'রুধিরেণ'—অভিধানে উক্ত আছে—রুধির শব্দ কুঙ্কুম অর্থ, অতএব রুধির বলিতে তাহার অঙ্গরাগ-কুঙ্কুমের দ্বারা রুধির-প্রিয়, অর্থাৎ তাঁহার নির্ম্মাল্যরূপ কুঙ্কুমে প্রীতিমান্ আমার ভ্রাতার তর্পণ করিব, যেহেতু তিনি ভক্ত ছিলেন—এই ভাব ॥ ৭-৮ ॥

———

তস্মিন্ কূটেহিতে নষ্টে কৃত্তমূলে বনস্পতৌ।
বিটপা ইব শুষ্যন্তি বিষ্ণুপ্রাণা দিবৌকসঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—কূটে (কপটে) ঈহিতে (চেষ্টান্বিতে প্রতিপক্ষে) তস্মিন্ (হরৌ) নষ্টে (মৃতে সতি) কৃত্তমূলে (ছিন্নমূলে) বনস্পতৌ (বৃক্ষে) বিটপাঃ ইব (যথা বৃক্ষমূলে ছিন্নে সতি বিটপাঃ শাখাঃ শুষ্যন্তি, তথা) বিষ্ণুপ্রাণাঃ দিবৌকসঃ (বিষ্ণুরেব প্রাণাঃ যেষাং তে দেবাঃ) শুষ্যন্তি (নাশং যাস্যন্তি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—বৃক্ষের মূলদেশ ছিন্ন হইলে শাখাদি যেমন আপনিই শুষ্ক হয়, তদ্রূপ আমার প্রতিপক্ষ সেই কপটস্বভাব হরি বিনষ্ট হইলে বিষ্ণুপ্রাণ দেবগণও নষ্ট হইবে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—কূটেহিতে কপটচেষ্টিতে বস্তুতস্তু কূটেষু কপটিষ্বপি মদ্বিধেষু ঈহিতং যুদ্ধচেষ্টা যস্য তস্মিন্নিত্যহো মম ভাগ্যমিতি ভাবঃ। দেবানান্তু সৌভাগ্যং কিয়দ্বর্ণনীয়ং ; তে তু তদেকপ্রাণা এবেত্যাহ,—তস্মিন্নষ্টে দৈবাৎ কদাচিদদৃষ্টে সতি নশেরদর্শনার্থত্বাৎ ছিন্নমূলে বনস্পতৌ যথা বিটপাঃ শুষ্যন্তি তথা শুষ্যন্তি তে বিষ্ণুরেব প্রাণং যেষাং তে কিম্বা বিষ্ণোরপি প্রাণতুল্যাস্তে পরমধন্যা এবেতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কূটেহিতে'—কপট চেষ্টাযুক্ত হরি বিনষ্ট হইলে, বস্তুতঃ কিন্তু কূট বলিতে আমার ন্যায় কপটী ব্যক্তিতেও যাঁহার যুদ্ধচেষ্টা, তাহাতে, অহো ! আমার কি ভাগ্য—এই ভাব। কিন্তু দেবগণের সৌভাগ্যের কথা কত বর্ণনা করিব ? তাঁহারা ত তাঁহার একপ্রাণই, তাহা বলিতেছেন—'তস্মিন্ নষ্টে', দৈবাৎ কখনও তাঁহার অদর্শন হইলে, নশ্ ধাতুর এখানে অদর্শন অর্থ। বৃক্ষের মূলদেশ ছিন্ন হইলে যেরূপ শাখা-প্রশাখা শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ (তাঁহার অদর্শনে) দেবগণও ম্লান হইয়া পড়েন। 'বিষ্ণুপ্রাণাঃ'—বিষ্ণুই প্রাণ যাঁহাদের, সেই দেবগণ, অথবা—সেই বিষ্ণুরও প্রাণতুল্য তাঁহারা পরমধন্যই—এই ভাব ॥ ৯ ॥

তাবদ্যাত ভুবং যূয়ং ব্রহ্মক্ষত্র-সমেধিতাম্।
সূদয়ধ্বং তপোযজ্ঞ-স্বাধ্যায়ব্রতদানিনঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(যাবদহম্ এতৎ কুর্য্যাম্) তাবদ্ যূয়ং ব্রহ্মক্ষত্র সমেধিতাং (ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-সমৃদ্ধাং) ভুবং যাত (গচ্ছত তত্র চ) তপোযজ্ঞস্বাধ্যায়ব্রতদানিনঃ (তপোযজ্ঞাদি-যুক্তান্ জনান্) সূদয়ধ্বম্ (ঘাতয়ধ্বম্) ॥১০॥

অনুবাদ—যে-কালে আমি বিষ্ণুবিনাশকার্য্য সম্পন্ন করি, সে-কালে তোমরা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-সমৃদ্ধ পৃথিবীতে গিয়া তপস্যা, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, ব্রত ও দানাদিযুক্ত মানবদিগকে সংহার কর ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্ম-ক্ষত্রাভ্যাং তপোবল-প্রভাবাভ্যাং সম্যগেধিতাং বর্দ্ধিতাং ভুবং যাত, কিমর্থং ? সূদয়ধ্বং ঘাতয়ধ্বম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'ব্রহ্মক্ষত্র-সমেধিতাম্'—ব্রাহ্মণের তপোবল এবং ক্ষত্রিয়ের প্রভাবে (সামর্থ্যে) সম্যক্‌রূপে বর্দ্ধিত পৃথিবীতে গমন কর। কিজন্য ? তাহাতে বলিতেছেন—'সূদয়ধ্বম্', ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে সংহার কর ॥ ১০ ॥

বিষ্ণুর্দ্বিজক্রিয়ামূলো যজ্ঞো ধর্ম্মময়ঃ পুমান্।
দেবর্ষিপিতৃভূতানাং ধর্ম্মস্য চ পরায়ণম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু তেষাং কোঽপরাধ ইত্যাহ—) দ্বিজক্রিয়ামূলঃ (দ্বিজানাং ক্রিয়া অনুষ্ঠানং মূলং যস্য সঃ) যজ্ঞঃ (যজ্ঞরূপঃ) ধর্ম্মময়ঃ (চ) পুমান্ বিষ্ণুঃ (যস্মাৎ) দেবর্ষি-পিতৃভূতানাং ধর্ম্মস্য চ পরায়ণং (পরমঃ আশ্রয়ঃ ভবতি অতঃ যজ্ঞরূপস্য বিষ্ণোর্মূলত্বাৎ মামনাদৃত্য তদাশ্রয়ণাচ্চ তে বধ্যাঃ ইতি ভাবঃ) ॥১১॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞক্রিয়ার মূলই বিষ্ণু। তিনিই যজ্ঞরূপী ধর্ম্মময় পুরুষ, তিনিই দেব, ঋষি পিতৃ ও ভূতগণের এবং ধর্ম্মের পরম আশ্রয়। বিপ্রাদির বধে যজ্ঞক্রিয়ার লোপ হইলে বিষ্ণুর মূলও উৎখাত হইবে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—যতস্তেষাং নাশে সতি বিষ্ণুঃ স্বয়মেব নঙ্‌ক্ষ্যতীত্যাহ,—বিষ্ণুরিতি। দ্বিজানাং নাশে সতি তৎক্রিয়ালোপাৎ বিষ্ণোর্মূলোৎখাতঃ যজ্ঞস্য ধর্ম্মস্য চ নাশাত্তৎস্বরূপস্য নাশো ভাবী ; কিঞ্চ, দেবর্ষ্যাদীনাং পরায়ণং পরম আশ্রয় ইতি দেবর্ষ্যাদীনাং বধে তচ্ছোকাদপি মরিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু সেই ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি-

গণের নাশ হইলে বিষ্ণু নিজেই বিনষ্ট হইবেন, ইহা বলিতেছেন—'বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ যজ্ঞক্রিয়াই বিষ্ণুর মূল, আর বিষ্ণু স্বয়ং যজ্ঞমূর্ত্তি এবং ধর্ম্মময়)। ব্রাহ্মণগণের বিনাশ হইলে তাঁহাদের যজ্ঞাদি ক্রিয়া লোপ হওয়ায় বিষ্ণুর মূলোৎখাত হইবে, আর যজ্ঞ ও ধর্ম্মের নাশে তাঁহার স্বরূপের নাশ হইবে। অধিকন্তু দেবতা ও ঋষিগণের তিনি 'পরায়ণং'—পরম আশ্রয়, অতএব দেবতা ও ঋষিবৃন্দের বধে তাঁহাদের শোকেও তিনি মৃত হইবেন—এই ভাব ॥ ১১ ॥

মধ্ব—

বিপ্রযজ্ঞাদিমূলং তু হরিরিত্যাসুরং মতম্।
হরিরেব হি সর্ব্বস্য মূলং সম্যঙ্‌মতো নৃপ ॥

ইতি ব্রাহ্মে ॥ ১১ ॥

———

যত্র যত্র দ্বিজা গাবো বেদা বর্ণাশ্রমক্রিয়াঃ।
তং তং জনপদং যাত সন্দীপয়ত বৃশ্চত ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র যত্র দ্বিজাঃ (ব্রাহ্মণাঃ) গাবঃ বেদাঃ বর্ণাশ্রমক্রিয়াঃ (বর্ণাঃ ব্রাহ্মণাদয়ঃ আশ্রমাঃ ব্রহ্মচর্য্যাদয়ঃ তেষু বিহিতাঃ ক্রিয়াঃ ধর্ম্মাঃ সন্তি) তং তং জনপদং (দেশং) যাত (গচ্ছত ; তং তং) সন্দীপয়ত (দহত) বৃশ্চত (জীবিকাভূতবৃক্ষাণাং ছেদনং কুরুত) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যেখানে যেখানে গো, ব্রাহ্মণ, বেদ ও বেদবিহিত বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়া দেখিবে, সেই সেই জনপদে গমনপূর্ব্বক তাহা জ্বালাইয়া দাও এবং উপজীব্য বৃক্ষসমূহ ছেদন করিয়া ফেল ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—সন্দীপয়ত দহতেতি জনপদস্য দাহে তদ্‌বাসিনাং তেষাং স্বতএব দাহসিদ্ধেঃ ; বৃশ্চত তদুপজীব্য-বৃক্ষাণাং ছেদং কুরুত ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সন্দীপয়ত'—জ্বালাইয়া দাও, নগর ও গ্রামসমূহ দগ্ধীভূত হইলে তদ্বাসিগণের স্বাভাবিকভাবেই দাহ হইবে। 'বৃশ্চত'—তাহাদের উপজীব্য বৃক্ষসমূহ ছেদন কর ॥ ১২ ॥

———

ইতি তে ভর্ত্তৃনির্দ্দেশমাদায় শিরসাদৃতাঃ।
তথা প্রজানাং কদনং বিদধুঃ কদনপ্রিয়াঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—(অথ) কদনপ্রিয়াঃ (হিংসাবিহারাঃ) তে (দানবাঃ) আদৃতাঃ (স্বামিনা সম্মানিতাঃ সন্তঃ) ইতি (এবম্ভূতং ভর্ত্তৃনির্দ্দেশং) (স্বাম্যাজ্ঞাং) শিরসা (মস্তকেন) আদায় (অঙ্গীকৃত্য) তথা (তদাজ্ঞানুসারেণৈব) প্রজানাং কদনং (হিংসনং) বিদধুঃ (চক্রুঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—সংহারপ্রিয় হিরণ্যকশিপুর আদৃত দানবগণ প্রভুর এই প্রকার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাহার আজ্ঞানুসারেই প্রজাদিগের হিংসায় প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—কদনং কষ্টম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কদনং'—কষ্ট (অত্যাচার করিতে অভ্যস্ত দানবগণ তাহাদের প্রভুর এই নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া উৎসাহের সহিত প্রজাদিগকে কষ্ট দিতে আরম্ভ করিল।) ॥ ১৩ ॥

———

পুরগ্রামব্রজোদ্যানক্ষেত্রারামাশ্রমাকরান্।
খেটখর্ব্বটঘোষাংশ্চ দদহুঃ পত্তনানি চ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তে) পুরগ্রামব্রজোদ্যানক্ষেত্রারামাশ্রমাকরান্ (পুরং হট্টাদিমৎ, গ্রামঃ তৎরহিতঃ, ব্রজঃ গবাং বাসঃ, উদ্যানং কৃত্রিমং বনং, ক্ষেত্রং ব্রীহ্যাদেঃ উৎপত্তিস্থানম্, আরামঃ অকৃত্রিমং বনম্, আশ্রমঃ ঋষীনাং স্থানম্, আকরঃ রত্নাদিস্থানম্ এবম্ভূতান্) খেটখর্ব্বটঘোষান্ চ (খেটঃ কৃষীবলানাং বাসঃ, খর্ব্বটঃ গিরিদ্রোণ্যাশ্রয়ঃ গ্রামঃ, ঘোষঃ আভীরাণাং বাসঃ ইত্যেতাংশ্চ) পত্তনানি চ (পত্তনং রাজধানী, এতানি চ) দদহুঃ (দাহাদিভির্নাশয়াঞ্চক্রুঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—তাহারা নগর, গ্রাম, গোচরক্ষেত্র গোগৃহ, উদ্যান, ধান্যাদি ক্ষেত্র, স্বভাবজাত বিপিন, ঋষিদিগের আশ্রম, রত্নাদির আকর, কৃষকাবাস, উপত্যকাস্থ গ্রাম, গোপ-পল্লী এবং রাজধানীসমূহ দগ্ধ করিল ॥১৪

বিশ্বনাথ—পুরং হট্টাদিমৎ, গ্রামস্তদ্রহিতঃ, ব্রজো গবাং বাসঃ, উদ্যানং পুষ্পপ্রধানং বনং, ক্ষেত্রং ব্রীহ্যাদেঃ, আরামঃ ফলপ্রধানং বনং, আশ্রমঃ ঋষীণাং স্থানং, আকরো রত্নাদীনাং, খেটঃ কৃষীবলানাং বাসঃ, খর্ব্বটো গিরিদ্রোণ্যাশ্রয়ো গ্রামঃ, ঘোষ আভীরাণাং বাসঃ, পত্তনং রাজধানী ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরং'—হাট, বাজার সহিত নগর, 'গ্রাম'—তদ্‌রহিত, অর্থাৎ যেখানে হাট, বাজার নাই। 'ব্রজ'—গাভীগণের বাসস্থান, গোশালা। উদ্যান—পুষ্প-প্রধান বন। 'ক্ষেত্রং'—ধান, ব্রীহি (গম) প্রভৃতির খেত। আরাম—ফল-প্রধান বন। আশ্রম—ঋষিগণের স্থান। 'আকরঃ'—রত্নাদির খনি। খেট—কৃষকদের বাসস্থান। খর্ব্বট—গিরি, দ্রোণ প্রভৃতির সন্নিকটস্থ গ্রাম। ঘোষ—গোপগণের পল্লী। পত্তন—বলিতে রাজধানী—এই সকল স্থানে তাহারা অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ করিল ॥ ১৪ ॥

———

কেচিৎ খনিত্রৈর্বিভিদুঃ সেতুপ্রাকার-গোপুরান্।
আজীব্যাংশ্চিচ্ছিদুর্বৃক্ষান্ কেচিৎ পরশুপাণয়ঃ।
প্রাদহন্ শরণান্যেকে প্রজানাং জ্বলিতোল্মুকৈঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—কেচিৎ খনিত্রৈঃ (খননসাধনৈঃ অস্ত্রৈঃ) সেতুপ্রাকারগোপুরান্ (সেতুঃ জলবন্ধনার্থং নির্ম্মিতঃ তটাকাদিঃ, প্রাকারঃ প্রাচীরং, গোপুরং পুরদ্বারং তান্) প্রাকারগোপুরান্ বিভিদুঃ; কেচিৎ পরশুপাণয়ঃ (কুঠার-হস্তাঃ সন্তঃ) আজীব্যান্ (উপজীব্যান্) বৃক্ষান্ (আম্রপনসাদীন্ বৃক্ষান্) চিচ্ছিদুঃ (ছেদনং কৃতবন্তঃ); একে (কেচিৎ) জ্বলিতোল্মুকৈঃ (প্রজ্বলিত-কাষ্ঠৈঃ) প্রজানাং শরণানি (গৃহান্) প্রাদহন্ (ভস্মীচক্রুঃ) ॥১৫॥

অনুবাদ—কোন কোন দানব খনিত্রদ্বারা সেতু, প্রাচীর, পুরদ্বারসকল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল, কেহ কেহ বা কুঠার-হস্তে আম-কাঠাল প্রভৃতি উপজীব্য বৃক্ষসকল ছেদন করিতে লাগিল। কোন কোন দানব প্রজ্বলিত কাষ্ঠ লইয়া প্রজাদিগের গৃহসকল দগ্ধ করিল ॥ ১৫ ॥

———

এবং বিপ্রকৃতে লোকে দৈত্যেন্দ্রানুচরৈর্মুহুঃ।
দিবং দেবাঃ পরিত্যজ্য ভুবি চেরুরলক্ষিতাঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—দৈত্যেন্দ্রানুচরৈঃ (দৈত্যেন্দ্রস্য হিরণ্যকশিপোঃ অনুচরৈঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) মুহুঃ (বারম্বারং) লোকে বিপ্রকৃতে (উপদ্রুতে সতি) দেবাঃ দিবং (স্বর্গং) পরিত্যজ্য অলক্ষিতাঃ (অন্যৈরদৃশ্যাঃ সন্তঃ) ভুবি চেরুঃ (পৃথিব্যা বিচরন্তি স্ম) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপুর অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক বারংবার লোকসকল উপদ্রুত হওয়ায় যজ্ঞভাগের অভাব-হেতু দেবতাগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া অলক্ষিতভাবে ভূতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিপ্রকৃতে উপদ্রুতে যজ্ঞভাগানামভাবাৎ দিবং পরিত্যজ্য ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপ্রকৃতে'—উপদ্রুত হইতে থাকিলে, যজ্ঞভাগের অভাবে দেবতাবৃন্দ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া (আত্মগোপনপূর্ব্বক ধরাতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।) ॥ ১৬ ॥

———

হিরণ্যকশিপুর্ভ্রাতুঃ সম্পরেতস্য দুঃখিতঃ।
কৃত্বা কটোদকাদীনি ভ্রাতুপুত্রানসান্ত্বয়ৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—দুঃখিতঃ হিরণ্যকশিপুঃ সম্পরেতস্য (মৃতস্য) ভ্রাতুঃ কটোদকাদীনি (কটোদকং প্রেতায় প্রদেয়ম্ উদকম্ আদি শব্দাৎ প্রেতশ্রাদ্ধাদিকঞ্চ) কৃত্বা ভ্রাতৃপুত্রান্ অসান্ত্বয়ৎ (তান্ সান্ত্বয়ামাস) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—এদিকে ভ্রাতৃশোকে দুঃখিতচিত্ত হিরণ্যকশিপু মৃতভ্রাতার শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে সান্ত্বনা করিল ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—কটোদকং প্রেতায় প্রদেয়মুদকম্; আদিশব্দাৎ প্রেতশ্রাদ্ধঞ্চ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কটোদকাদীনি'—কটোদক বলিতে প্রেতের উদ্দেশ্যে প্রদেয় উদক, আদি পদের দ্বারা প্রেতশ্রাদ্ধ (অর্থাৎ হিরণ্যকশিপু ভ্রাতার মৃত্যুর পর তর্পণ শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন।) ॥ ১৭ ॥

———

শকুনিং শম্বরং ধৃষ্টিং ভূতসন্তাপনং বৃকম্।
কালনাভং মহানাভং হরিশ্মশ্রুমথোৎকচম্ ॥১৮॥
তন্মাতরং রুষাভানুং দিতিঞ্চ জননীং গিরা।
শ্লক্ষয়া দেশকালজ্ঞ ইদমাহ জনেশ্বর ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) জনেশ্বর, (রাজন্,) দেশকালজ্ঞঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) শ্লক্ষয়া (মধুরয়া) গিরা (বাক্যেন) শকুনিং শম্বরং ধৃষ্টিং ভূতসন্তাপনং বৃকং কালনাভং মহানাভং হরিশ্মশ্রুম্ অথ উৎকচম্ (ইত্যাদীন্ ভ্রাতৃ-

পুত্রান্) তন্মাতরং স্নুষাং ভানুং (তন্নাম্নীং তেষাং মাতরং নিজভ্রাতৃবধূং) জননীং দিতিং চ ইদম্ আহ ॥ ১৮-১৯ ॥

অনুবাদ—হে জননাথ, কোপযুক্ত, দেশকালজ্ঞ হিরণ্যকশিপু মধুরবাক্যদ্বারা ভ্রাতুষ্পুত্র শকুনি, শম্বর, ধৃষ্টি, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু ও উৎকচ, তাহাদের জননী, ভ্রাতৃবধূ ভানু এবং জননী দিতিকে বলিতে লাগিল ॥ ১৮-১৯ ॥

———

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ—

অম্বাম্ব হে বধূঃ পুত্রা বীরং মার্হথ শোচিতুম্ ।
রিপোরভিমুখে শ্লাঘ্যঃ শূরাণাং বধ ঈপ্সিতঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—শ্রীহিরণ্যকশিপুঃ উবাচ—(হে) অম্ব অম্ব ! (হে মাতঃ,) হে বধূঃ (ভ্রাতৃভার্য্যে,) (হে) পুত্রাঃ বীরং (হিরণ্যাক্ষং) শোচিতুং মা অর্হথ, (যতঃ) (রিপোঃ শত্রোঃ) অভিমুখে (সম্মুখে এব) শূরাণাং (বীরাণাং যঃ) বধঃ (সঃ) শ্লাঘ্যঃ (প্রশংসনীয়ঃ, অতঃ) ঈপ্সিতঃ (ইষ্টঃ এব) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপু কহিল, হে মাতঃ ! হে ভ্রাতৃজায়ে ! হে পুত্রগণ ! আমার বীর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের জন্য তোমরা শোক করিও না। বীর পুরুষদিগের শত্রুসম্মুখে দেহত্যাগই শ্লাঘ্য এবং প্রার্থনীয় ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—হে বধূরিতি ভ্রাতুর্ভার্য্যাং সম্বোধয়তি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে বধূঃ'—ইহা ভ্রাতার ভার্য্যাকে সম্বোধন করিতেছেন ॥ ২০ ॥

———

ভূতানামিহ সংবাসঃ প্রপায়ামিব সুব্রতে ।
দৈবেনৈকত্র নীতানামুন্নীতানাং স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুব্রতে ! (মাতঃ) ! ইহ (সংসারে) স্বকর্ম্মভিঃ দৈবেন (প্রাচীন কর্ম্মণা) একত্র নীতানাং (সংযোজিতানাং পুনশ্চ) উন্নীতানাং (বিয়োজিতানাং মাতৃপুত্রাদীনাম্) ভূতানাং (প্রাণিনাং) সংবাসঃ (একত্রাবস্থিতিঃ) প্রপায়াম্ ইব (পানীয়শালায়াম্ একত্র ক্ষণিকাবস্থানবদনিত্য ইত্যর্থঃ। যথা পিপাসার্ত্তাঃ নানাস্থানাৎ প্রপায়ামেকত্র মিলন্তি, তথাচ নির্ব্বৃত্তায়াং তস্যাং স্বস্বস্থানং গচ্ছন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে সুব্রতে ! পানীয় শালায় যেমন পথিকগণ একত্র মিলিত হয় ও যে যার গন্তব্য পথে চলিয়া যায় তদ্রূপ এই সংসারে প্রাণিসকলের সম্বন্ধও সেই প্রকার। তাহারা প্রাক্তন কর্ম্ম দ্বারা কখন সংযুক্ত, কখন বা বিযুক্ত হয় ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—বন্ধুবিচ্ছেদদুঃখঞ্চৈবং ভাবনয়া নির্ব্বাপ্যতামিত্যাহ,—ভূতানামিতি, প্রপায়াং পানীয়শালায়াম্ উন্নীতানাং পুনর্ব্বিযোজিতানাম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বন্ধুবিচ্ছেদ-জনিত দুঃখ এই-প্রকার ভাবনার দ্বারা নির্ব্বাপিত কর, ইহা বলিতেছেন—'ভূতানাম্' ইত্যাদি। 'প্রপায়াং' — বলিতে পানীয়শালাতে আগত, 'উন্নীতানাং'—পুনরায় বিযুক্ত জনগণের (ন্যায় স্ব-স্ব কর্ম্ম অনুসারে দৈবকর্ত্তৃক চালিত হইয়া প্রাণিগণ একত্র মিলিত ও বিয়োজিত হয়) ॥ ২১ ॥

———

নিত্য আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্ববিৎ পরঃ ।
ধত্তেঽসাবাত্মনো লিঙ্গং মায়য়া বিসৃজন্ গুণান্ ॥২২

অন্বয়ঃ—আত্মা নিত্যঃ (মৃত্যুশূন্যঃ) অব্যয়ঃ (অপক্ষয়শূন্যঃ) শুদ্ধঃ (নির্ম্মলঃ) সর্ব্বগঃ (সর্ব্বগতঃ) সর্ব্ববিৎ (সর্ব্বজ্ঞঃ) পরঃ (দেহাদি-ব্যতিরিক্তঃ ভবতি অতো মৃত ইতি কৃশ ইতি মলিন ইতি বিযুক্ত ইতি অজ্ঞ ইতি চ মত্বা শোকো ন কার্য্য ইত্যর্থঃ)। অসৌ আত্মনঃ মায়য়া (স্বাবিদ্যয়া) গুণান্ (উচ্চাবচান্ দেহান্ সুখাদীন্ বা) বিসৃজন্ বিশেষেণ সৃজন্ স্বীকুর্ব্বন্) লিঙ্গং (মূর্ত্তিং) ধত্তে (ধারয়তি, লিঙ্গশরীরোপাধিহি তস্য সংসার-ভাব ইত্যর্থঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আত্মার মৃত্যু নাই, উহা নিত্য, অপক্ষয়শূন্য, নির্ম্মল, সর্ব্বগত, সর্ব্বজ্ঞ এবং দেহাদি হইতে ভিন্ন, আত্মা স্বীয় অবিদ্যা-দ্বারা সূক্ষ্ম-শরীরে সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করে ; সুতরাং আত্মাকে মৃত, কৃশ ইত্যাদি মনে করিয়া শোক করা উচিত নহে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—যুষ্মৎপ্রবোধার্থমুক্তমিদং লোকদৃষ্ট্যা, তত্ত্বদৃষ্ট্যা তু হিরণ্যাক্ষঃ খল্বাত্মৈব, ন তু দেহঃ তস্যাত্ম-

নশ্চ স্বরূপং শৃণুতেত্যাহ,—নিত্যঃ মৃত্যুরহিতঃ অব্যয়ঃ অপক্ষয়শূন্যঃ শুদ্ধঃ নির্ম্মলঃ সর্ব্বগতঃ ইতীশ্বর-ধর্ম্মোক্তির্জীবেঽপ্যসুরস্বভাবাৎ বস্তুতস্তু সর্ব্বং লোকং গচ্ছতীতি সঃ, সর্ব্বং সুখদুঃখাদিকং বিন্দতীতি সঃ। পরো দেহাদিব্যতিরিক্তঃ; অসাবাত্মা আত্মনঃ স্বস্য লিঙ্গং দেহং মায়য়া স্বাবিদ্যয়া ধত্তে। কিমর্থং ? গুণান্ উচ্চাবচান্ স্থূলদেহান্ বিশেষেণ সৃজন্ স্বীকুর্ব্বন্ তথা তৎপদাবৃত্ত্যা বিসৃজন্ স্থূলদেহান্ স্বীকর্ত্তুং ত্যক্তুঞ্চেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—লোকদৃষ্টিতে তোমাদের প্রবোধ প্রদানের নিমিত্ত এইরূপ বলিয়াছিলাম, কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে হিরণ্যাক্ষ আত্মাই, দেহ নহে, তাহার স্বরূপ শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'নিত্যঃ' ইত্যাদি। নিত্য বলিতে মৃত্যুরহিত, 'অব্যয়ঃ'—অপক্ষয়শূন্য, যাহার কোন ক্ষয় নাই। শুদ্ধ-নির্ম্মল, 'সর্ব্বগঃ'—সর্ব্বব্যাপী, এইরূপ ঈশ্বরের ধর্ম্ম অসুরস্বভাবহেতু হিরণ্যকশিপু জীবে আরোপণ করিলেন, বস্তুতঃ 'সর্ব্বগ' বলিতে যে সমস্ত লোকে গমন করে এবং সকল সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে, সেই জীব। 'পরঃ'—দেহাদি ব্যতিরিক্ত। 'অসৌ আত্মা'—সেই আত্মা নিজের লিঙ্গ দেহ, 'মায়য়া'—নিজ অবিদ্যার দ্বারা ধারণ করে। কিজন্য ? তাহাতে বলিতেছেন—'গুণান্ বিসৃজন্'—উচ্চাবচ (উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট) স্থূলদেহ বিশেষরূপে স্বীকার (গ্রহণ) করিতে, সেইরূপ তৎপদের আবৃত্তির দ্বারা স্থূলদেহ ত্যাগ করিতে এই অর্থ (অর্থাৎ মায়ার প্রভাবে জীব লিঙ্গশরীর ধারণ করিয়া কখনও জন্ম, কখনও মৃত্যুর বশীভূত হয়।) ॥ ২২ ॥

মধ্ব—ধত্তেঽসাবাত্মনো লিঙ্গং জীব মনআদি নামাধারং ব্রহ্ম ॥ ২৫ ॥

যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে চলতীব ভূঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যথা প্রচলতা অম্ভসা (হেতুভূতেন তত্র প্রতিবিম্বিতাঃ) তরবঃ অপি চলাঃ ইব (লক্ষ্যন্তে; বস্তুতঃ তরুণাং তীরস্থত্বেনাধ্যাসমন্তরেণ জলসম্বন্ধাভাবাৎ যথা চ গ্রাহকধর্ম্মা গ্রাহ্যে ভবন্তীতি রীত্যা) ভ্রাম্যমাণেন চক্ষুষা (হেতুনা) ভূঃ চলতি ইব (ভ্রমতীব ইতি) দৃশ্যতে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যেমন জল চঞ্চল হইলে তীরস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষসকলও চঞ্চল বলিয়া প্রতীত হয় এবং চক্ষু ঘূর্ণিত করিলে, ভূমিও যেমন ঘুরিতেছে বলিয়া দৃষ্ট হয় ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবং যল্লিঙ্গং ধত্তে তস্মাৎ সূক্ষ্মদেহাদপ্যাত্মা ভিন্ন এবেতি দৃষ্টান্তাভ্যামাহ,—যথা অম্ভসা প্রচলতা হেতুনা অম্ভস্সু প্রতিবিম্বিতাস্তরবোঽপি চলা ইবেক্ষন্তে, ন তু চলা অম্ভোভ্যস্তেষাং ভিন্নত্বাৎ। এবমেব লিঙ্গধর্ম্মাঃ শোকমোহাদয়স্তদুপহিতে আত্মন্যপি প্রতীয়ন্তে, ন ত্বাত্মা শোকমোহাদিমান্ তস্মাল্লিঙ্গাদ্ভিন্নত্বাদিত্যর্থঃ। এবমুপাধিধর্ম্মা উপহিতে ভবন্তীতি দৃষ্টান্তমুক্ত্বা গ্রাহকধর্ম্মা গ্রাহ্যে ভবন্তীতি দৃষ্টান্তমাহ,—চক্ষুষেতি। ভ্রাম্যমাণেন ভ্রমিদোষাক্রম্যমাণেন চলতী ভ্রমতীব যথা ভূতাবিষ্টঃ পুরুষো ভূতগ্রাহ্য উচ্যতে ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে জীব যে লিঙ্গশরীর ধারণ করে, সেই সূক্ষ্মদেহ হইতেও আত্মা পৃথক্ই, ইহা দুইটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন—'যথা অম্ভসা প্রচলতা', অর্থাৎ যেমন প্রতিবিম্বের আশ্রয় জল চঞ্চল হইলে, জলে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষগুলিকেও যেন চঞ্চল দেখা যায়, বস্তুতঃ কিন্তু বৃক্ষগুলি চঞ্চল নহে, যেহেতু উহারা জল হইতে পৃথক্। এইপ্রকারই লিঙ্গধর্ম্ম শোক, মোহাদি তদুপহিত আত্মাতেও প্রতীত হয়, কিন্তু আত্মা শোক, মোহাদিযুক্ত নহে, যেহেতু ঐ লিঙ্গশরীর হইতে আত্মা ভিন্ন—এই অর্থ। এইরূপে উপাধির ধর্ম্ম উপহিতে আরোপণের দৃষ্টান্ত বলিয়া, গ্রাহকধর্ম্মসকল গ্রাহ্যে আরোপণের দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—'চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন', অর্থাৎ ভ্রমিদোষের দ্বারা চক্ষুর দৃষ্টি ভ্রমণশীল হইলে, পৃথিবীও যেন ঘূর্ণিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। যেমন ভূতাবিষ্ট পুরুষ ভূতগ্রাহ্য বলিয়া উক্ত হয় ॥ ২৩ ॥

এবং গুণৈর্ভ্রাম্যমাণে মনস্যবিকলঃ পুমান্।
যাতি তৎসাম্যতাং ভদ্রে হ্যলিঙ্গো লিঙ্গবানিব ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভদ্রে, গুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) এবং

মনসি ভ্রাম্যমাণে (সতি বস্তুতঃ) অবিকলঃ (শোকাদি-বিকাররহিতঃ) অলিঙ্গঃ (উপাধিরহিতঃ) পুমান্ (জীবঃ অপি) লিঙ্গবান্ ইব (দেহাদিমান্ ইব) তৎসাম্যতাং (সমানতাং বিকারশোকাদিবশতাং) যাতি হি (নিশ্চিতম্ ইতি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে ভদ্রে, সেইরূপ মন গুণ-দ্বারা ভ্রাম্যমাণ হইলে, জীব-পুরুষ শোকাদি-বিকার-রহিত ও সূক্ষ্মদেহবর্জ্জিত হইয়াও আপনাকে বিকারী ও মনোধর্ম্মী বলিয়া মনে করে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবং দেহাবিষ্ট আত্মা দেহ-গ্রাহ্যো দেহধর্ম্মাক্রান্ত উচ্যত ইত্যর্থঃ। এবং অবিকলঃ শুদ্ধ এবাত্মা তৎসাম্যতাং মনঃসমতাং মনোধর্ম্মগ্রাহিত্বম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে দেহাবিষ্ট আত্মা দেহগ্রাহ্য, অর্থাৎ দেহধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া কথিত হয়—এই অর্থ। এইরূপ গুণপ্রভাবে ভ্রাম্যমান্ চঞ্চল মনে, 'অবিকলঃ'—শুদ্ধ আত্মাও 'তৎসাম্যতাং'—মনঃ-সমতা, মনোধর্ম্ম-গ্রাহিত্ব, অর্থাৎ মনের সহিত লিঙ্গ-শরীরধারী বলিয়া সমতা বোধ করে ॥ ২৪ ॥

মধ্ব—লিঙ্গবানিব জীব ইব।

অসমং সমতামেতি ভ্রান্তি-দৃষ্ট্যৈব কেবলম্।
জীবে ন ব্রহ্ম ন সমং তত্ত্ব-দৃষ্ট্যা কথঞ্চন ॥

ইতি ষাড়্গুণ্যে।

যথোদচলনাদ্বৃক্ষপ্রতিবিম্ব-প্রচালনাৎ।
তটস্থবৃক্ষচলনং কল্পয়েদবুধো নরঃ ॥
তথা মনসিজৈর্দ্দোষৈরাভাসে দূষিতে নরঃ।
আভাসিনো ব্রহ্মণশ্চ দোষমজ্ঞঃ প্রকল্পয়েৎ ॥
আত্মনশ্চক্ষুষো ভ্রান্ত্যা যথা পশ্যেদ্ভ্রমং ভুবঃ।
তথৈষ স্বাত্মনো দোষাদ্দোষবদ্ব্রহ্ম পশ্যতি ॥

ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ২৩-২৪ ॥

———

এষ আত্মবিপর্য্যাসো হ্যলিঙ্গে লিঙ্গভাবনা।
এষ প্রিয়াপ্রিয়ৈর্যোগো বিয়োগঃ কর্ম্মসংসৃতিঃ ॥২৫॥
সম্ভবশ্চ বিনাশশ্চ শোকশ্চ বিবিধঃ স্মৃতঃ।
অবিবেকশ্চ চিন্তা চ বিবেকাস্মৃতিরেব চ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—অলিঙ্গে (শরীরাদ্ ভিন্নে অপি আত্মনি) লিঙ্গভাবনা (দেহাভিমানঃ) এষঃ (এব) আত্মবিপর্য্যাসঃ (আত্মনঃ জীবস্য বিপর্য্যাসঃ অন্যথা প্রতীতিঃ) কর্ম্ম-সংসৃতিঃ (কর্ম্মকৃতঃ সংসারো ভবতি এবং) প্রিয়া-প্রিয়ৈঃ যোগঃ বিয়োগঃ (প্রিয়ৈঃ যোগঃ ভবতি অপ্রিয়ৈঃ বিয়োগশ্চ চকারাৎ অপ্রিয়ৈঃ যোগঃ প্রিয়ৈঃ বিয়োগশ্চ) সম্ভবঃ চ (জন্ম চ) বিনাশঃ চ (মরণং) বিবিধঃ শোকঃ চ অবিবেকঃ চ চিন্তা চ (তত্তৎপদার্থানুধ্যানং) বিবেকা-স্মৃতিঃ এব চ (কদাচিৎ বিবেকে জাতে অপি পুনস্তস্য অস্মৃতিঃ অননুসন্ধানং চ) এষঃ (সর্ব্বোঽপি) স্মৃতঃ (তত্ত্বজ্ঞৈঃ কর্ম্মসংসৃতিরেব জ্ঞাতঃ) ॥২৫-২৬॥

অনুবাদ---অনাত্ম-দেহে আত্মজ্ঞানই আত্ম বিপর্য্যাস বা অন্যথাভাব। এতদ্দ্বারা প্রিয়ের সহিত সংযোগ বা অপ্রিয়ের বিয়োগ-সুখ, কখন বা প্রিয়ের বিয়োগে অপ্রিয়ের সংযোগ-দুঃখ সাধিত হয়। এই অন্যথা-রূপে আবদ্ধ জনই কর্ম্মারম্ভে গর্ভবাস যন্ত্রণা ভোগ করে। কর্ম্মই সংসারের মূল; ইহা হইতে জন্ম, মৃত্যু, বিবিধ শোক, অবিবেক, চিন্তা ও বিবেক-বিস্মৃতি অর্থাৎ কোনও সময় বিবেক-জ্ঞান হইলেও পুনরায় তাহার বিস্মরণ হয় ॥ ২৫-২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অলিঙ্গেঽপ্যাত্মনি লিঙ্গভাবনা দেহাভি-মানঃ। এষ এবাত্মনো বিপর্য্যাসঃ বিপর্য্যয়ঃ তস্মাদ্বি-পর্য্যাসাদেবাত্মনঃ এষ প্রিয়াপ্রিয়ৈর্যোগো বিয়োগশ্চ চকারাদ্বিপরীতশ্চ অপ্রিয়ৈর্যোগঃ প্রিয়ৈর্বিয়োগশ্চ কর্ম্ম চ সংসৃতিশ্চ নানাগর্ব্ভেষু প্রবেশঃ। বিবেকস্য সতোঽপ্যস্মৃতিস্ফূর্ত্তিঃ ॥ ২৫-২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—লিঙ্গশরীর বলিয়া কিছু না থাকিলেও আত্মাতে যে লিঙ্গশরীর ভাবনা, অর্থাৎ দেহাভিমান, উহাই আত্মার 'বিপর্য্যয়ঃ'—বিপর্য্যয় (বিপরীত ভাবনা)। এই বিপর্য্যয় হইতেই প্রিয়ের সহিত যোগ ও অপ্রিয়ের বিয়োগ হয়, চ-কার প্রয়োগের দ্বারা বিপরীতও হয়, অর্থাৎ অপ্রিয়ের সহিত সংযোগ এবং প্রিয়ের সহিত বিয়োগও হয়। 'কর্ম্ম-সংসৃতিঃ'—কর্ম্ম এবং সংসৃতি বলিতে এই কর্ম্মময় সংসারে নানাগর্ভে প্রবেশ (জন্ম) হয়। 'বিবেকা-স্মৃতিঃ'—বিবেক থাকিলেও অস্মৃতি-স্ফূর্ত্তি অর্থাৎ বিস্মৃতি হইয়া থাকে ॥ ২৫-২৬ ॥

মধ্ব—

বিবেকস্মৃতিঃ অবিবেক এব বিবেকত্ব-ভ্রান্তি।
অন্তর্হিরণ্যকাদীনাং ভক্তিরস্ত্যেব কেশবে।
অসুরাবেশতস্তন্ন্যান্ হরিস্তোতৃন্ দ্বিষন্তি চ॥
ইতি পাদ্মে॥ ২৬॥

———

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যমস্য প্রেতবন্ধূনাং সংবাদং তং নিবোধত॥ ২৭॥

অন্বয়ঃ—অত্র (বিষয়ে শোকহেতুং বিনা বৃথৈব অয়ং শোকঃ ইত্যস্মিন্ অর্থে) যমস্য প্রেতবন্ধূনাং (প্রেতস্য মৃতস্য বন্ধবঃ তেষাং চ) সংবাদং (সংবাদ-রূপম্) ইমং পুরাতনম্ ইতিহাসম্ অপি (পুরাবিদঃ) উদাহরন্তি (বর্ণয়ন্তি) তং (ময়া উচ্যমানং) নিবোধত (শৃণুত যুয়মিতি শেষঃ)॥ ২৭॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে একটি পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত হইতেছে। এক মৃত-ব্যক্তির বান্ধবদিগের সহিত যম-রাজের সংবাদ শ্রবণ কর॥ ২৭॥

বিশ্বনাথ—অত্রাপি অশোচ্যস্যাপি শোকে ইতিহাস-মপি। প্রেতস্য মৃতস্য যে বন্ধবস্তেষাঞ্চ॥ ২৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অত্রাপি'—এই বিষয়ে, অর্থাৎ অশোচ্য হইলেও শোক-বিষয়ে একটি ইতিহাস বলিতেছি। 'যমস্য প্রেতবন্ধূনাং'—যমের এবং প্রেত বলিতে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণের (যে আলাপ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।)॥ ২৭॥

———

উশীনরেষ্বভূদ্‌রাজা সুযজ্ঞ ইতি বিশ্রুতঃ।
সপত্নৈর্নিহতো যুদ্ধে জ্ঞাতয়স্তমুপাসত॥ ২৮॥

অন্বয়ঃ—উশীনরেষু (দেশেষু) সুযজ্ঞঃ ইতি (নাম্না) বিশ্রুতঃ (প্রসিদ্ধঃ) রাজা অভূৎ (আসীৎ; স চ) যুদ্ধে সপত্নৈঃ (শত্রুভিঃ) নিহতঃ তং (চ) জ্ঞাতয়ঃ (সপিণ্ডাঃ) উপাসত (পরিবৃত্য উপবিবিশুঃ)॥ ২৮॥

অনুবাদ—উশীনর-দেশে সুযজ্ঞ-নামে একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি যুদ্ধে শত্রুগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইলে পর, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ সেই মৃত-দেহের চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছিল॥ ২৮॥

———

বিশীর্ণরত্নকবচং বিভ্রষ্টাভরণস্রজম্।
শরনির্ভিন্নহৃদয়ং শয়ানমসৃগাবিলম্॥ ২৯॥
প্রকীর্ণকেশং ধ্বস্তাক্ষং রভসা দষ্টদচ্ছদম্।
রজঃকুণ্ঠমুখাম্ভোজং ছিন্নায়ুধভুজং মৃধে॥ ৩০॥
উশীনরেন্দ্রং বিধিনা তথা কৃতং
পতিং মহিষ্যঃ প্রসমীক্ষ্য দুঃখিতাঃ।
হতাঃ স্ম নাথেতি করৈরুরো ভৃশং
ঘ্নন্ত্যো মুহুস্তৎপদয়োরুপাপতন্॥ ৩১॥

অন্বয়ঃ—বিশীর্ণ-রত্নকবচং (বিশীর্ণং রত্নময়ং কবচং যস্য তং) বিভ্রষ্টাভরণস্রজং (বিভ্রষ্টানি আভরণানি স্রজশ্চ যস্য তং) শরনির্ভিন্নহৃদয়ং (শরেণ নির্ভিন্নং হৃদয়ং যস্য তং) মৃধে (যুদ্ধভূমৌ) শয়ানম্ অসৃজাবিলম্ (অসৃজা রুধিরেণাবিলং ব্যাপ্তং) প্রকীর্ণ-কেশং (প্রকীর্ণাঃ কেশাঃ যস্য তং) ধ্বস্তাক্ষং (ধস্তে অক্ষিণী নেত্রে যস্য তং) রভসা (সংরম্ভেন) দষ্ট-দচ্ছদং (দষ্টঃ দচ্ছদঃ ওষ্ঠঃ যেন তং) রজঃকুণ্ঠ-মুখাম্ভোজং (রজসা কুণ্ঠম্ আবৃতং মুখাম্ভোজং মুখ-পদ্মং যস্য তং) ছিন্নায়ুধভুজং (ছিন্নম্ আয়ুধং ভুজশ্চ যস্য তম্) পতিং (ভর্ত্তারম্) উশীনরেন্দ্রং (উশীনরাণাং দেশানাম্ ইন্দ্রং) বিধিনা (প্রারব্ধেন কর্ম্মণা) তথা কৃতং (প্রাণাদি-রহিতং কৃতং) প্রসমীক্ষ্য (তস্য) মহিষ্যঃ দুঃখিতাঃ (সত্যঃ হে) নাথ, (ত্বয়ি নিহতে বয়মপি) হতাঃ স্ম ইতি (বদন্তঃ) মুহুঃ (বারংবারং) করৈঃ (হস্তৈঃ) উরঃ (বক্ষঃ) ভৃশঃ ঘ্নন্ত্যঃ (সত্যঃ) তৎপদয়োঃ (তস্য রাজ্ঞং পদয়োঃ) উপাপতন্ (উপ—সমীপে আ—সমন্তাৎ অপতন পতন্তি স্ম)॥ ২৯-৩১

অনুবাদ—তাঁহার রত্নময় কবচ বিশীর্ণ এবং আভরণ ও মাল্য স্থানচ্যুত, হৃদয় তীক্ষ্ণশরদ্বারা নির্ভিন্ন হইয়া রুধিরাপ্লুত হইয়াছিল। তাঁহার কেশপাশ বিক্ষিপ্ত, চক্ষুদ্বয় হীনপ্রভ এবং কোপ-বশতঃ তিনি যে অধর দংশন করিয়াছিলেন, তাহা সেই ভাবেই ছিল। তাঁহার মুখপদ্ম রণক্ষেত্রের ধূলিসমূহে ধূসরিত ও তাঁহার হস্ত ও আয়ুধ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল॥ ২৯-৩০॥

অনুবাদ—উশীনরাধিপতিকে দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ রণক্ষেত্রে শায়িত দেখিয়া তদীয় মহিষীগণ "হা নাথ! তুমি নিহত হইয়াছ, সুতরাং আমরাও হতা হইলাম" ইহা বলিয়া বারংবার হস্তদ্বারা স্ব-স্ব-

বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে করিতে তাহার পদ সমীপে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—রভসা ক্রোধেন দষ্টো দচ্ছদঃ অধরে যেন তম্। তৎক্ষণএব সপত্নৈঃ শস্ত্রহতত্বাত্তথাভূতত্বেনৈব মৃত্বাপি স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রভসা দণ্টদচ্ছদম্'—ক্রোধবশতঃ যিনি দন্তদ্বারা ওষ্ঠাধর নিষ্পেষিত করিয়াছিলেন, তৎক্ষণেই শত্রুগণের অস্ত্রের দ্বারা নিহত হওয়ায়, সেই অবস্থাতেই মৃত হইয়াও রণস্থলে শায়িত ছিলেন, এই অর্থ ॥ ৩০ ॥

———

রুদত্য উচ্চৈর্দয়িতাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
সিঞ্চন্ত্য অস্রৈঃ কুচকুঙ্কুমারুণৈঃ।
বিস্রস্তকেশাভরণাঃ শুচং নৃণাং
সৃজন্ত্য আক্রন্দনয়া বিলেপিরে ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—উচ্চৈঃ (অতিশয়েন) রুদত্যঃ কুচকুঙ্কুমারুণৈঃ (কুচেষু নিপাতেন তৎকুঙ্কুমেন অরুণৈঃ) অস্রৈঃ (নেত্রজলৈঃ) দয়িতাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং (দয়িতস্য প্রিয়স্য রাজ্ঞঃ অঙ্ঘ্রিপঙ্কজং পাদপদ্মং) সিঞ্চন্ত্যঃ (তথা) বিস্রস্তকেশাভরণাঃ (বিস্রস্তাঃ কেশাঃ আভরণানি চ যাসাং তাঃ) আক্রন্দনয়া (আক্রোশেন) নৃণাং (নরাণাং) শুচং (শোকং) সৃজন্ত্যঃ বিলেপিরে (বিলাপং চক্রুঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—কুচকুঙ্কুমরাগরঞ্জিত অশ্রুজলে প্রিয়তম স্বামীর পাদপদ্ম অভিষিক্ত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাদের কেশপাশ ও অলঙ্কার বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। অতঃপর তাহারা প্রাণিগণের অন্তরে শোক উৎপাদন করিয়া আক্ষেপ সহকারে বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

———

অহো বিধাত্রাকরুণেন নঃ প্রভো
ভবান্ প্রণীতো দৃগগোচরাং দশাম্।
উশীনরাণামসি বৃত্তিদঃ পুরা
কৃতোঽধুনা যেন শুচাং বিবর্দ্ধনঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো অহো (আশ্চর্য্যম্)! অধুনা যেন অকরুণেন বিধাত্রা (ব্রহ্মণা) ভবান্ নঃ (অস্মাকং সর্ব্বেষাং) দৃগগোচরাং (দৃশাম্ অগোচরাং) দশাং প্রণীতঃ (গমিতঃ সন্) শুচাং (শোকানাং) বিবর্দ্ধনঃ (ভবতীতি শেষঃ) (তেনৈব বিধাত্রা ত্বং) পুরা উশীনরাণাং (তদ্দেশবাসিনাং) বৃত্তিদঃ (জীবিকোপায়প্রদঃ) কৃতঃ অসি ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অহো হে প্রভো, নিষ্ঠুর বিধাতা তোমাকে আমাদের চক্ষুর অগোচর দশা লাভ করাইয়াছেন। যে তুমি পূর্ব্বে বৃত্তি প্রদান করিয়া উশীনর-দেশবাসিগণকে সুখী করিতে, সেই তুমিই এখন তাহাদের শোক-বর্দ্ধক হইয়াছ! ৩৩॥

বিশ্বনাথ—বিলাপমাহ,—অহো ইতি। প্রণীতো গমিতঃ যেন বিধাত্রা তেন অধুনা উশীনরাণাং শুচাং বিবর্দ্ধনঃ কৃতোঽসি ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিলাপ বলিতেছে—'অহো' ইত্যাদি। 'প্রণীতঃ'—যে বিধাতা পূর্ব্বে তোমাকে উশীনর দেশবাসীর বৃত্তিদাতা পালক করিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে অকরুণভাবে আমাদের নয়নের অগোচর করাইয়া শোক-বিবর্দ্ধক করিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

———

ত্বয়া কৃতজ্ঞেন বয়ং মহীপতে
কথং বিনা স্যাম সুহৃত্তমেন তে।
তত্রানুযানং তব বীর পাদয়োঃ
শুশ্রূষতীনাং দিশ যত্র যাস্যসি ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহীপতে, (হে) বীর, কৃতজ্ঞেন সুহৃত্তমেন (চ) ত্বয়া বিনা বয়ং কথং স্যাম (ভবেম? অতঃ হে) বীর, যত্র (ত্বং) যাস্যসি তব পাদয়োঃ শুশ্রূষতীনাং (শুশ্রূষাং কুর্ব্বতীনাম্ অস্মাকমপি) তত্র তে অনুযানম্ (অনুগমনং) দিশ (আদিশ তব শুশ্রূষার্থং বয়মপি ম্রিয়ামহে ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে মহীপতে, হে বীর, তুমি কৃতজ্ঞ এবং আমাদের পরম সুহৃৎ, তোমাকে ভিন্ন আমরা কিপ্রকারে প্রাণ ধারণ করিব? অতএব হে বীর, তুমি যেস্থানে যাইতেছ, আমাদিগকেও সেই স্থানে অনুগমন করিতে আদেশ কর। আমরা সে-স্থানে গিয়া তোমার পদদ্বয়ের সেবা করিব, অর্থাৎ তোমার শুশ্রূষার জন্য আমরাও অনুমৃতা হইব ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—যত্র ত্বং যাসি তত্র তেঽনুযানং অনু-

গমনং তব পাদয়োঃ শুশ্রূষণার্থং দিশ দেহি,—বয়মপি ম্রিয়ামহে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যত্র যাস্যসি'—হে নাথ! যেখানে তুমি যাইতেছ, তোমার চরণযুগলের শুশ্রূষার নিমিত্ত আমাদিগকেও সেখানে অনুগমনের আদেশ দাও, অর্থাৎ আমরাও তোমার অনুমৃতা হইব—এই অর্থ ॥ ৩৪ ॥

———

এবং বিলপতীনাং বৈ পরিগৃহ্য মৃতং পতিম্।
অনিচ্ছতীনাং নির্হারমর্কোঽস্তং সংন্যবর্ত্তত ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—মৃতং পতিং পরিগৃহ্য এবং বিলপতীনাং নির্হারং (তস্য দাহায় নয়নম্) অনিচ্ছতীনাং (তাসাম্) অর্কঃ (সূর্য্যঃ) অস্তম্ (অস্তাচলং প্রতি) সংন্যবর্ত্ততবৈ (সংপ্রাপ্তঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—দাহ করিবার জন্য স্বামীর শব লইয়া না যাইতে পারে, এই জন্য তাহারা মৃত-পতিকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। এ দিকে দিবাকর অস্তাচল গত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—নির্হারং দাহার্থং নয়নং, অস্তম্ অস্তাচলং প্রাপ্তো ন্যবর্ত্তত চলনান্নিবৃত্তো বিশ্রান্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নির্হারং', দাহ করিবার জন্য লইয়া যাওয়া। 'অস্তং'—সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। 'সংন্যবর্ত্তত'—চলন হইতে নিবৃত্ত হইলেন, অর্থাৎ বিশ্রম করিলেন—এই অর্থ ॥ ৩৫ ॥

———

তত্রাহ প্রেতবন্ধূনামাশ্রুত্য পরিদেবিতম্।
আহ তান্ বালকো ভূত্বা যমঃ স্বয়মুপাগতঃ ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—প্রেতবন্ধূনাং পরিদেবিতং (রোদনং স্বপুর্য্যাম্ এব স্থিতঃ) আশ্রুত্য (শ্রুত্বা) যমঃ স্বয়ম্ (এব) বালকঃ ভূত্বা (পুণ্যাদৃষ্ট-বলাৎ বালকশরীরং স্বীকৃত্য) তত্র উপাগতঃ (সন্) হ (স্ফুটং) তান্ (বন্ধূন্) আহ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—এই সময় মৃত-রাজার আত্মীয়গণের ক্রন্দনধ্বনি নিজ-পুরী হইতে যম-রাজের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি বালকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া শোকার্ত্ত বন্ধুদিগকে কহিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্বয়মুপাগত ইতি। পুণ্যবজ্জীবানাং নির্হারান্ত এব যমপুরগমনং প্রায়ঃ সম্ভবতীতি কেচিৎ। তাসামেব মধ্যে কস্যাশ্চিদ্বৈষ্ণবস্ত্রিয়াস্তৎসমীপাৎ যমদূতৈর্নেতুমশক্যত্বাৎ তৎসামীপ্য-দূরীকরণার্থং স্বয়ং যম এবাগত ইত্যন্যে প্রাহুঃ। বালকো ভূত্বেত্যন্যেষাং তত্র প্রবেশাসামর্থ্যাৎ বালভাষিতস্য মধুরত্বাৎ তৎকর্ত্তৃক-তত্ত্বকথনস্যাতিবিস্ময়াবহত্বাৎ তত্ত্বজিঘৃক্ষোৎপাদনসমর্থত্বাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বয়ম্ উপাগতঃ'—নিজেই যম বালকমূর্ত্তি ধরিয়া সেখানে আসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন। কেহ কেহ বলেন—পুণ্যবান্ জীবগণের দাহকার্য্যের পরই যমপুরীতে গমন প্রায় হইয়া থাকে। অপরে বলেন—সেইসকল বিলাপকারিগণের মধ্যে কোন বৈষ্ণব রমণী ছিলেন, তাহার নিকট হইতে যমদূতগণ জীবাত্মাকে নিতে অসমর্থ বলিয়া, তাহার সামীপ্য দূরীকরণের নিমিত্ত স্বয়ং যমই সেখানে আসিয়াছিলেন। 'বালকঃ ভূত্বা'—বালকমূর্ত্তি ধারণের কারণ, অপরের সেখানে প্রবেশের অসামর্থ্য, বালকের ভাষণ মধুর, তৎকর্ত্তৃক তত্ত্বকথন অতিশয় আশ্চর্য্যের এবং তত্ত্বগ্রহণ করিবার ইচ্ছা উৎপাদনের যোগ্যতা ॥ ৩৬ ॥

———

শ্রীযম উবাচ—

অহো অমীষাং বয়সাধিকানাং
বিপশ্যতাং লোকবিধিং বিমোহঃ।
যত্রাগতস্তত্র গতং মনুষ্যং
স্বয়ং সধর্ম্মা অপি শোচন্ত্যপার্থম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীযমঃ উবাচ,—অহো, বয়সা অধিকানাং (প্রৌঢ়ানাং) লোকবিধিং (লোকস্য বিধিং জন্মমরণাদিপ্রকারং) বিপশ্যতাম্ (অপি) অমীষাং (প্রেতবন্ধূনাম্ আশ্চর্য্যজনকঃ) বিমোহঃ স্বয়ং স্বধর্ম্মাঃ (তেন মৃতেন রাজ্ঞা সহ সমানঃ মৃত্যুলক্ষণঃ ধর্ম্মঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ) অপি যত্র (যস্মাৎ অব্যক্তাৎ দেহঃ) আগতঃ তত্র (এব অব্যক্তে) গতং (তং) মনুষ্যং

(দেহম্) অপার্থং (ব্যর্থম্ এব) শোচন্তি (অবশ্যম্ভাবিনি অর্থে প্রতীকারাভাবাৎ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীযম কহিলেন,—অহো কি আশ্চর্য্য! এইসকল ব্যক্তি—আমা অপেক্ষা অধিক-বয়স্ক, ইহারা প্রতিনিয়তই জন্ম-মৃত্যু দেখিতেছে এবং ইহারা সকলেই ঐ মৃতব্যক্তির সমানধর্ম্মা, ইহাদিগকেও মরিতে হইবে, তথাপি ইহাদের কি মোহ! যে অজ্ঞাত-স্থান হইতে মানুষের উদ্ভব আবার সেখানেই ইহারা যাইতেছে! প্রতীকার যে অসম্ভব, তাহা জানিয়াও ইহারা বৃথা শোক করে ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—যত্র যস্মাদব্যক্তাৎ। তদুক্তং গীতাসু—"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥" ইতি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যত্র'—যে অব্যক্ত হইতে (অর্থাৎ যেখান হইতে মানুষ আসিয়াছিল, সেখানেই সে চলিয়া গিয়াছে)। যেমন শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে—"অব্যক্তাদীনি ভূতানি" (২।২৮), অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! প্রাণিসমূহ উৎপত্তির পূর্ব্বে অপ্রকটিত, মধ্যে প্রকটিত এবং নিধন প্রাপ্ত হইলে অপ্রকটিত হয়, সুতরাং সেই বিষয়ে অনুশোচনার কি থাকিতে পারে? ॥ ৩৭ ॥

মধ্ব—যত্রোক্তবস্তুত্রগতমদর্শনং গতম্। "অদর্শনাদিহায়াতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ" ইতি ভারতে ॥৩৭॥

অহো বয়ং ধন্যতমা যদত্র
ত্যক্তাঃ পিতৃভ্যাং ন বিচিন্তয়ামঃ।
অভক্ষ্যমাণা অবলা বৃকাদিভিঃ
স রক্ষিতা রক্ষতি যো হি গর্ভে ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—অহো বয়ং ধন্যতমাঃ (বিচার-সামর্থ্যোনৈতদপেক্ষয়া কৃতার্থাঃ) যৎ (যস্মাৎ রক্ষকত্বেনাভিমতাভ্যাং) পিতৃভ্যাং (মাতাপিতৃভ্যাম্) অত্র দুঃখার্ণবে সংসারে) ত্যক্তাঃ অবলাঃ (দুর্ব্বলাঃ অপি) বৃকাদিভিঃ অভক্ষ্যমানাঃ (অপি কোবা অস্মান্ রক্ষিষ্যতি ইতি) ন বিচিন্তয়ামঃ; (যতঃ) যঃ হি (অতি সন্নিকটে) গর্ভে রক্ষতি সঃ (এব সর্ব্বত্র) রক্ষিতা (ভবতি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—আমাদের ন্যায় বালকের যে টুকু বুদ্ধি আছে, ইহাদের তাহাও নাই, সুতরাং ইহাদের অপেক্ষা আমরাই ধন্য; কেননা, পিতৃমাতৃকর্ত্তৃক আমরা এই সংসাররূপ-দুঃখসাগরে পরিত্যক্ত, সুতরাং অধুনা আমরা দুর্ব্বল হইলেও যাঁহার কৃপায় রক্ষিত হইয়া ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুগণ আমাদিগকে ভক্ষণ করে নাই এবং যিনি গর্ভে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বত্র আমাদিগকে রক্ষা করিবেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মাকমত্যল্পবয়সামপি যো বিবেকঃ সোহপ্যেষাং নাস্তীতি সাশ্চর্য্যমাহ,—অহো ইতি ॥৩৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতি অল্পবয়স্ক আমাদেরও যেটুকু বুদ্ধি আছে, তাহাও ইহাদের নাই, ইহা আশ্চর্য্যের সহিত বলিতেছেন—'অহো' ইত্যাদি ॥৩৮

য ইচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয়ো
য এব রক্ষত্যবলুম্পতে চ যঃ।
তস্যাবলাঃ ক্রীড়নমাহুরীশিতু-
শ্চরাচরং নিগ্রহসংগ্রহে প্রভুঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অবলাঃ, যঃ অব্যয়ঃ ঈশঃ ইচ্ছয়া ইদং (বিশ্বং) সৃজতি, যঃ এব (বিশ্বং) রক্ষতি, যঃ চ (বিশ্বম্) অবলুম্পতে (সংহরতি), তস্য ঈশিতুঃ (ইদং) চরাচরং ক্রীড়নং (ক্রীড়া-সাধনং তত্ত্ববিদঃ) আহুঃ (অতঃ সঃ এব প্রাণিনাং) নিগ্রহসংগ্রহে (নিগ্রহে সংসারে সংগ্রহে পালনে চ) প্রভুঃ (সমর্থঃ ভবতি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে অবলাগণ, যে অব্যয় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এই বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি, পালন ও সংহার হইতেছে বলিয়া কথিত, সেই অব্যয় পরমেশ্বরের নিকট এই চরাচরাত্মক বিশ্ব সামান্য ক্রীড়া-দ্রব্যমাত্র। তিনিই সৃষ্টি ও সংহার, এই উভয় কার্য্যেই সমর্থ ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বাং গর্ভবাসে ররক্ষ ইমমস্মৎপতিং সংগ্রামে ন ররক্ষেত্যত্র কো হেতুস্তত্রাহ,—য ইতি। ইচ্ছয়া স্বেচ্ছয়ৈব, ন তু কস্যাপ্যনুরোধেনৈবেতি ভাবঃ। নন্বীদৃশীচ্ছৈব কিং-হেতুকা? তত্রাহ,—ঈশঃ অন্যানধীনপরমৈশ্বর্য্যবান্ তৎকারণকল্পনে তদৈশ্বর্য্যস্যৈব তাদৃশত্বং ন সিদ্ধ্যেদিতি ভাবঃ। নন্বেবং সৃজ্যাদিকং কিমর্থং করোতি? তত্রাহ—হে অবলাঃ, চরাচরং তস্য ক্রীড়নমেবাহুঃ। নিগ্রহে

সংহারে সংগ্রহে পালনে চ স এব প্রভবশীলঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তোমাকে যিনি গর্ভে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি সংগ্রামে এই আমাদের পতিকে রক্ষা করিলেন না, এই বিষয়ে কি কারণ থাকিতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ যে অব্যয় ঈশ্বর আপন ইচ্ছানুসারে এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন, তিনিই রক্ষা করেন)। 'ইচ্ছয়া'—নিজের ইচ্ছাতেই, কিন্তু কাহারও অনুরোধে নহে, এই ভাব। দেখুন—এই প্রকার ইচ্ছার কি হেতু থাকিতে পারে? তাহাতে বলিতেছেন—'ঈশঃ', তিনি ঈশ্বর, অর্থাৎ অন্যের অনধীন (স্বতন্ত্র) পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত, তাঁহার কারণ কল্পনা করিতে হইলে তাঁহার ঐশ্বর্য্যেরই তাদৃশত্ব সিদ্ধ হইবে না—এই ভাব। দেখুন—এই প্রকার সৃষ্ট্যাদি তিনি কিজন্য করেন? তাহাতে বলিতেছেন—হে অবলা! এই চরাচর বিশ্বই তাঁহার ক্রীড়ার সামগ্রী। সংহার এবং পালনে তিনিই একমাত্র প্রভু (সমর্থবান্) ॥ ৩৯ ॥

———

পথি চ্যুতং তিষ্ঠতি দিষ্টরক্ষিতং
গৃহে স্থিতং তদ্বিহতং বিনশ্যতি।
জীবত্যনাথোঽপি তদীক্ষিতো বনে
গৃহেঽভিগুপ্তোঽস্য হতো ন জীবতি ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—পথি (জনসহস্র দৃষ্টিপাত-সম্ভব-স্থলে অপি মার্গে) চ্যুতং (বস্তু যদি) দিষ্টরক্ষিতং (দিষ্টেন ভাগ্যেন দৈবেন চ রক্ষিতং, তদা তত্রৈব) তিষ্ঠতি (কস্যাপি দৃষ্টিবিষয়ঃ ন ভবতি কেনাপি নাপহ্রিয়তে, পুনঃ অন্বেষণ-সময়ে স্বামিনা লভ্যতে চ) তদ্বিহতং (তেন ঈশ্বরেণ প্রাণিদুরদৃষ্টানুসারেণ তিরোহিতং ভবতু ইতি চিন্তিতং চেৎ, তদা) গৃহে (লক্ষ্যস্থানে) স্থিতং (সুগুপ্তম্ অপি) বিনশ্যতি, বনে (প্রক্ষিপ্তঃ বালঃ) (অতএব) অনাথঃ অপি (রক্ষকহীনঃ অপি) তদীক্ষিতঃ (তেন ঈশ্বরেণ ঈক্ষিতঃ) জীবতি, অস্য পুতঃ (অনেন ঈশ্বরেণ অয়ং ম্রিয়তাম্ ইতি সঙ্কল্পিতমরণঃ চেৎ তদা) গৃহে (অপি) অভিগুপ্তঃ (স্বজনৈঃ ঔষধমন্ত্রাদ্য-নেকোপায়ৈঃ গুপ্তঃ রক্ষিতঃ অপি) ন (এব) জীবতি ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—পথিমধ্যে পতিত বস্তু ঈশ্বর-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে অপর কাহারও দ্বারা অপহৃত বা নষ্ট হয় না বলিয়া, যাহার বস্তু, সেই ব্যক্তিই তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর রক্ষা না করিলে গৃহমধ্যে অতি-গুপ্তভাবে রক্ষিত বস্তুও বিনষ্ট হয়। তাঁহার দৃষ্টি থাকিলে বনমধ্যে পতিত নিঃসহায় ব্যক্তিরও জীবন রক্ষা হয়; তিনি উপেক্ষা করিলে গৃহে সুরক্ষিত ব্যক্তিও জীবিত থাকিতে পারে না ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রভুত্বমেবান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং দর্শয়তি,—পথীতি। দিষ্টেন দৈবেন ঈশ্বরেণেত্যর্থঃ। তেন ঈশ্বরেণ বিহতং, তেন ঈক্ষিতঃ অবেক্ষিতোঽন্যেনাপি রক্ষ্যত ইত্যর্থঃ। অস্য হতঃ অনেনোপেক্ষিতঃ অন্যেনাপি হন্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার প্রভুত্বই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে দেখাইতেছেন — 'পথি' ইত্যাদি। 'দিষ্ট-রক্ষিতং'—দিষ্ট বলিতে দৈববশতঃ, অর্থাৎ ঈশ্বরকর্ত্তৃক (যদি রক্ষিত হয়, তবে পথিমধ্যে পরিত্যক্ত বস্তুও রক্ষা পাইতে পারে)। 'তৎ-বিহতং'—সেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রাণীর দুরদৃষ্ট অনুসারে যদি বিহত, অর্থাৎ তিরোহিত হউক, এইরূপ চিন্তিত হয়, তবে গৃহে সযত্নে রাখিলেও উহা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 'তদীক্ষিতঃ'—তৎকর্ত্তৃক ঈক্ষিত, অর্থাৎ সেই ঈশ্বর যদি (এই ব্যক্তি জীবিত থাকুক এইরূপ) কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তবে অন্য কর্ত্তৃকও সেই ব্যক্তি রক্ষিত হয়—এই অর্থ। 'অস্য হতঃ'—সেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক যদি উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে অন্য কর্ত্তৃকও সেই জন বিনষ্ট হয়—এই অর্থ ॥ ৪০ ॥

———

ভূতানি তৈস্তৈর্নিজযোনিকর্ম্মভি-
র্ভবন্তি কালে ন ভবন্তি সর্ব্বশঃ।
ন তত্র হ্যাত্মা প্রকৃতাবপি স্থিত-
স্তস্যা গুণৈরন্যতমো হি বধ্যতে ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বশঃ (সর্ব্বাণ্যেব দেবতির্য্যঙ্নরাদি-রূপাণি) ভূতানি (শরীরাণি) নিজযোনি-কর্ম্মভিঃ (নিজযোনিঃ স্বকারণভূতং লিঙ্গশরীরং তন্নিমিত্তৈঃ কর্ম্মভিঃ) (কস্মিংশ্চিৎ) কালে ভবন্তি (জায়ন্তে কর্ম্ম-সমাপ্তৌ চ) ন ভবন্তি (বিনশ্যন্তি চ)। তত্র হ (তদা) প্রকৃতৌ (দেহে) স্থিতঃ অপি (অয়ম্) আত্মা তস্যাঃ

(প্রকৃতেঃ) গুণৈঃ (দেহধর্ম্মৈর্জন্মাদিভি) ন হি বধ্যতে (ন হি যুজ্যতে যতঃ সঃ) অন্যতমঃ (দেহাদ্যত্যন্তবিলক্ষণঃ ভবতি)।। ৪১ ।।

অনুবাদ—সকলেই স্ব-স্ব কর্ম্মানুরূপ দেহ প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে বিনষ্ট হয়। 'আত্মা' ঐসকল স্থূল-সূক্ষ্ম দেহে অবস্থিত হইয়াও জন্মগ্রহণাদি দেহ-ধর্ম্মে যুক্ত হন না ; কারণ, আত্মা—দেহ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ।। ৪১ ।।

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি তস্মিন্ ঈশ্বরে বৈষম্যং প্রসক্তং কস্যাপ্যপেক্ষণাৎ কস্যাপ্যুপেক্ষণাদিতি তত্রাহ,—ভূতানি মনুষ্যপশ্বাদিদেহাঃ নিজনিজযোনিকারণভূতৈঃ কর্ম্মভিস্তৈস্তৈরনেন কর্ম্মণা গৌর্ভবত্যনেন কর্ম্মণা শূকরো ভবত্যেবং শাস্ত্রপ্রসিদ্ধৈর্ভবন্তি উৎপদ্যন্তে, ন ভবন্তি কালে নশ্যন্তি চ, সর্ব্বশঃ সর্ব্বাণ্যেব তত্র হ স্পষ্টং প্রকৃতৌ দেহে স্থিতোঽপ্যাত্মা পরমাত্মা অন্যতমঃ পৃথগ্‌ভূত এবাতস্তস্যা গুণৈর্দেহধর্ম্মৈর্জন্মাদিভির্ন নিবধ্যতে কেবলং তত্তৎকৃত-শুভাশুভকর্ম্মফলং স্বসন্নিধানমাত্রেণ জীবয়তীত্যেতদেব তস্যাপেক্ষণমুপেক্ষণঞ্চেতি ভাবঃ ।। ৪১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, কাহারও প্রতি অপেক্ষা এবং কাহারও প্রতি উপেক্ষাহেতু সেই ঈশ্বরে বৈষম্যদোষের প্রসক্তি হয়, তাহাতে বলিতেছেন—'ভূতানি', মনুষ্য, পশু প্রভৃতির দেহসকল 'নিজযোনি-কর্ম্মভিঃ'—নিজ নিজ যোনি বলিতে স্বকারণভূত লিঙ্গশরীর, তন্নিমিত্ত কর্ম্মের দ্বারা, অর্থাৎ এই কর্ম্মের ফলে গরু হউক, এই কর্ম্মের ফলে শূকর হউক, এই প্রকার শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা 'ভবন্তি'—উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং 'ন ভবন্তি'—কালক্রমে (কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে) বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 'সর্ব্বশঃ'—সমস্ত দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যাদিরূপ শরীরই এইপ্রকার উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। 'তত্র'—সেই সকল প্রাণীর শরীরে, 'হ'—স্পষ্টার্থে, 'প্রকৃতৌ অপি'—প্রকৃতির কার্য্যভূত দেহে 'স্থিতঃ অপি'—অবস্থিত হইয়াও, 'আত্মা'—বলিতে পরমাত্মা 'অন্যতমঃ'—পৃথগ্‌ভূত (অহং মম ইত্যাদি অধ্যাস-রহিত), অতএব সেই প্রকৃতির গুণ যে দেহধর্ম্ম জন্মাদি, তাহার দ্বারা (তিনি) নিবদ্ধ হন না, কিন্তু কেবলমাত্র সেই সেই জীব-কৃত শুভ বা অশুভ কর্ম্মফল নিজের সন্নিধিমাত্রে প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহার অপেক্ষা ও উপেক্ষা —এই ভাব ।। ৪১ ।।

মধ্ব—অন্যতম আত্মা পরমাত্মা ; 'সুবিরুদ্ধরূপতাজ্জীবাদন্যতমো হরিঃ' ইতি বামনে।
ভগবন্মাহাত্ম্যকথনেন সর্ব্বস্য তদ্বশত্বাৎ স এব।
ভজনীয়ো ন শোকেন প্রয়োজনমিতি ফলিতার্থঃ ।।৪১।।

ইদং শরীরং পুরুষস্য মোহজং
যথা পৃথগ্‌ভৌতিকমীয়তে গৃহম্।
যথৌদকৈঃ পার্থিবতৈজসৈর্জনঃ
কালেন জাতো বিকৃতো বিনশ্যতি ।। ৪২ ।।

অন্বয়ঃ—ইদং শরীরং মোহজম্ (অবিবেকাদাত্মত্বেন জাতং, বস্তুতস্তু) গৃহং যথা (গৃহং যথা ভৌতিকত্বেন দৃশ্যত্বেন চ গৃহস্থাৎ পৃথক্ তদ্বৎ যতঃ) ভৌতিকম্ ঈয়তে (দৃশ্যতে ততঃ, ভৌতিকত্বেন দৃশ্যত্বেন চ হেতুনা ইত্যর্থঃ) পৃথক্ (পুরুষাদ্ ভিন্নমেব), যথা উদকৈঃ (পরমাণুভিঃ জাতঃ বুদ্‌বুদাদিঃ যথা) পার্থিবৈঃ (পরমাণুভির্জ্জাতঃ ঘটাদিঃ যথা) তৈজসৈঃ (পরমাণুভির্জাতঃ কুণ্ডলাদিঃ বিকৃতঃ সন্ বিনশ্যতি তথা) জাতঃ জনঃ (তৈরেব পরমাণুভির্জাতং শরীরং) কালেন বিকৃতঃ (পরিণতঃ সন্) বিনশ্যতি (ন তু আত্মা নশ্যতি) ।। ৪২ ।।

অনুবাদ—গৃহ যে-প্রকার গৃহস্থ হইতে পৃথক্ হইয়াও অজ্ঞানক্রমে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় সেইরূপ মোহগ্রস্ত জীব আপনাকে ভৌতিক-দেহমাত্র মনে করে। জল, পৃথিবী ও তেজের অংশ হইতে মনুষ্য যেমন দেহ লাভ করে, সেইরূপ কালক্রমে পরিণামবশতঃ উহাদের অপক্ষয়ে দেহের বিনাশ হয় ; কিন্তু আত্মার বিনাশ হয় না ।। ৪২ ।।

বিশ্বনাথ—তস্যান্যতমত্বমুপপাদয়তি,—ইদমিতি। মোহজং পুরুষস্য জীবস্য মোহাদেব জাতম্, অত্রস্থাৎ পরমাত্মনঃ পৃথগেব যথা ভৌতিকং ভিত্তিদ্বারাদিমদ্‌গৃহং গৃহস্থ-পুরুষাৎ পৃথগীয়তে। পার্থক্যং তদেবোপপাদয়তি—যথা ঔদকৈঃ পরমাণুভির্বুদ্‌বুদাদিঃ পার্থিবৈর্ঘটাদিঃ তৈজসৈঃ কুণ্ডলাদির্জায়তে নশ্যতি চ তথা তৈরেব ত্রিবিধৈঃ পরমাণুভির্জাতো জনো দেহএব বিকৃতঃ পরিণতঃ সন্ বিনশ্যতি ন ত্বাত্মেত্যর্থঃ ।।৪২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার (সেই পরমাত্মার) দেহ হইতে অত্যন্ত ভিন্নধর্ম্মিত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন —'ইদম্' ইত্যাদি। এই দেব-মনুষ্যাদি শরীর জীবের 'মোহজ'—মোহ হইতে (অর্থাৎ অবিদ্যাপূর্ব্বক অধ্যাস-কৃত কর্ম্মের দ্বারা) উৎপন্ন হইয়াছে। পরমাত্মা এই দেহে অবস্থিত থাকিলেও ঐ দেহ হইতে তিনি পৃথক্ই, 'যথা ভৌতিকং'—যেমন ভিত্তি, দারাদিযুক্ত গৃহ গৃহস্থ পুরুষ হইতে ভিন্নই দৃষ্ট হয়। সেই পার্থক্যই উপপাদন করিতেছেন—'যথা ওদকৈঃ', যেমন জল-পরমাণু-সৃষ্ট বুদ্‌বুদ্, মৃৎ-পরমাণু হইতে সৃষ্ট ঘটাদি, তেজস-পরমাণু স্বর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলাদি কালবশতঃ উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ঐ তিন প্রকার পরমাণুতে উৎপন্ন এই লোক অর্থাৎ দেহ কালবশতঃ 'বিকৃত', অর্থাৎ পরিণত হইয়া বিনষ্ট হয়, কিন্তু আত্মার বিনাশ হয় না—এই অর্থ ॥ ৪২ ॥

যথানলো দারুষু ভিন্ন ঈয়তে
যথানিলো দেহগতঃ পৃথক্ স্থিতঃ।
যথা নভঃ সর্ব্বগতং ন সজ্জতে
তথা পুমান্ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ পরঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—যথা অনলঃ দারুষু (কাষ্ঠতঃ) ভিন্নঃ (পৃথক্) ঈয়তে (প্রতীয়তে) যথা অনিলঃ (বায়ুঃ অপ্রত্যক্ষঃ অপি) দেহগতঃ (প্রাণাদিরূপঃ উদর-নাসিকাদি-চেষ্টয়া) পৃথক্‌স্থিতঃ (ইতি প্রতীয়তে) যথা (চ) নভঃ (আকাশং) সর্ব্বগতম্ (অপি) ন সজ্জতে (ক্বাপি সঙ্গং ন প্রাপ্নোতি), তথা পুমান্ (পুরুষঃ) সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ (সর্ব্বেষাং গুণানাং দেহেন্দ্রিয়াদীনাম্) আশ্রয়ভূতঃ (অপি তেষু আশ্রিতঃ বা ততঃ) পরঃ (পৃথক্ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অগ্নি যেমন কাষ্ঠে অবস্থিত হইয়া তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয় ; বায়ু যেমন দেহাভ্যন্তরে থাকিয়াও মুখ-নাসিকাদি ভিন্ন-ভিন্ন-স্থানে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয় ; সর্ব্বগত হইয়াও আকাশ যেমন কাহারও সঙ্গ লাভ করে না ; তদ্রূপ পুরুষও দেহেন্দ্রিয়াদি সকলের আশ্রয় হইয়া তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—পৃথগবস্থানাভাবেঽপি ভিন্নত্বে দৃষ্টান্তমাহ,—যথানলো দারুষ্ববস্থিতোঽপি দাহকত্বেন প্রকাশকত্বেন ভিন্নএব প্রতীয়তে ; যথা চ দেহগতোঽনিলঃ নাসিকাদিষু পৃথক্ স্থিতোঽপি প্রতীয়তে; দেহস্থত্বেঽপ্যাত্মনস্তদ্ধর্ম্মা যোগাভাবে দৃষ্টান্তমাহ,—যথা নভো ন সজ্জতে ক্বাপি সঙ্গং ন প্রাপ্নোতি, তথা পুমানপি সর্ব্বেষাং গুণানাং দেহেন্দ্রিয়াদীনামাশ্রয়ঃ তেষ্বাশ্রিতো বা পরঃ পৃথগেবেত্যর্থঃ। অতস্তেন পরমেশ্বরেণোপেক্ষিতমিমং স্বকর্ম্মবশাৎ মৃতং পতিং কথং নোপেক্ষধ্বে ইতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পৃথক্ অবস্থানের অভাবেও (অর্থাৎ একত্র অবস্থিত হইলেও) ভিন্নত্ব-বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'যথা অনলঃ', অগ্নি যেমন কাষ্ঠে থাকিয়াও দাহক ও প্রকাশকরূপে কাষ্ঠ হইতে ভিন্ন, যেরূপ দেহগত একই বায়ু নাসিকাদি ভিন্ন স্থানে থাকিয়া ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধ হয়। দেহের অভ্যন্তরে থাকিলেও আত্মার দেহধর্ম্মের যোগের অভাববিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'যথা নভঃ ন সজ্জতে', যেমন আকাশ সর্ব্বগত হইয়াও কাহারও সঙ্গে আসক্ত হয় না, সেইরূপ পুরুষ (আত্মাও) সকল গুণের অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির আশ্রয় এবং তাহাতে আশ্রিত হইলেও তাহা হইতে পৃথক্ই—এই অর্থ। অতএব নিজকর্ম্মবশতঃ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক উপেক্ষিত এই পতিকে কিজন্য উপেক্ষা করিতেছ না, এই ভাব ॥ ৪৩

মধ্ব—

দেহদারুগতৌ প্রাণবহ্নী সর্ব্বগতং নভঃ।
দেহাদিভ্যো যথা ভিন্না ন লিপ্যন্তে চ তদ্‌গুণৈঃ।
তথা জীবগতো বিষ্ণুর্জীবাদ্ভিন্নো ন তদ্‌গুণৈঃ ॥
ইতি চ ॥ ৪৩ ॥

সুযজ্ঞো নন্বয়ং শেতে মূঢ়া যমনুশোচথ।
যঃ শ্রোতা যোঽনুবক্তেহ স ন দৃশ্যেত কর্হিচিৎ ॥৪৪

অন্বয়ঃ—(হে) মূঢ়াঃ, যম্ অনুশোচথ (সঃ) অয়ং (যুষ্মদ্ভর্ত্তা) সুযজ্ঞঃ ননু শেতে (এব নতু অন্যত্র যতঃ কিং অনুশোচথ ননু অতঃ এতাবন্তং কালম্ অসৌ শৃণোতি অনন্তরং প্রতিবক্তি চ ইদানীং তস্যাদর্শনাৎ মৃত ইতি শোচ্যঃ ইতি চেৎ তত্রাহ—) যঃ

(তু শরীরী পূর্ব্বং) শ্রোতা যঃ (চ) অনুবক্তা (উত্তর-দাতা) সঃ (তু) ইহ (লোকে) কর্হিচিৎ (অপি প্রাক্ অপি) ন দৃশ্যেত (দৃশ্যঃ নাসীৎ এব ইত্যর্থঃ) ॥৪৪॥

অনুবাদ—হে মূঢ়গণ, তোমরা যাহার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছ সেই সুযজ্ঞ প্রভৃতি তোমাদের সম্মুখেই শায়িত আছেন, অন্যত্র কোথাও গমন করেই নাই ; সুতরাং কেন শোক করিতেছ ? এতাবৎকাল পর্য্যন্ত এই ব্যক্তি তোমাদের কথা শুনিয়াছে ও তাহার প্রত্যুত্তর দিয়াছে, এখন তাহাকে না পাইয়া শোক করিতেছ ; ইহা—অসঙ্গত, যেহেতু যিনি শ্রবণ করেন ও প্রত্যুত্তর দেন, তাঁহাকে কস্মিন্‌কালেও কেহ দেখিতে পায় নাই। যাহা দেখা যায়, সেই 'দেহ' ত' এখনও দেখিতে পাইতেছ ; সুতরাং শোক করা বৃথা ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বয়ং রাজা সংগ্রামলব্ধপরাজয়ঃ সম্প্রতি শেতে কথমিমমুপেক্ষ্য নিঃস্নেহা ভবিতুং শক্নু-মস্তত্রাহ,—সুযজ্ঞ ইতি। নন্বস্মদ্বিলাপমেতাবন্তং কালমসাবশৃণোদন্ববোচচ্চ, তত্রাহ—য ইতি, কর্হিচিৎ প্রাগপি সদৃশ্যো নাসীদেবেত্যর্থঃ। যস্তু দৃশ্যঃ স ইদানীমপি দৃশ্যতে দেহ ইতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—এই রাজা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সম্প্রতি শয়ন করিয়াছে, কিপ্রকারে ইহাকে উপেক্ষা করিয়া আমরা স্নেহশূন্য হইতে পারি ? তাহাতে বলিতেছেন—'অয়ং সুযজ্ঞঃ' ইত্যাদি। তোমাদের পতি এই সুযজ্ঞ তো তোমাদের সম্মুখেই শয়ন করিয়া আছে, তবে কেন শোক করিতেছ ? অতএব তোমরা মূঢ়। যদি বলেন—আমাদের আলাপ এত-কাল ইনি শ্রবণ করিয়াছেন এবং উত্তরও প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বলিতেছেন—'কর্হিচিৎ', কোন কালেও, পূর্ব্বেও তিনি দৃশ্য ছিলেন না. (অর্থাৎ যে শ্রবণ করে এবং উত্তর প্রদান করে, তাহাকে তো কোথাও দেখা যায় না)—এই অর্থ। কিন্তু যাহা দৃশ্য, তাহা তো এখনও দৃশ্য হইতেছে, তাহা এই দেহ (যাহা শায়িত আছে)—এই ভাব ॥ ৪৪ ॥

ন শ্রোতা নানুবক্তায়ং মুখ্যোঽপ্যত্র মহানসুঃ।
যস্ত্বিহেন্দ্রিয়বানাত্মা স চান্যঃ প্রাণদেহয়োঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—মহান্ (সর্ব্বেন্দ্রিয়চেষ্টা হেতুঃ) মুখ্যঃ (প্রধানঃ) অয়ং অসুঃ অপি (প্রাণঃ অপি) অত্র (শরীরে) ন শ্রোতা ন অনুবক্তা (অচেতনত্বাৎ ইতি ভাবঃ) ; ইহ (দেহে) যঃ তু ইন্দ্রিয়বান্ (তত্তদিন্দ্রিয়ৈঃ দ্রষ্টা শ্রোতা বক্তা চ) আত্মা সঃ চ প্রাণদেহয়োঃ (প্রাণদেহেন্দ্রিয়া-দিভ্যঃ) অন্যঃ (এব চেতনত্বাৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—এই দেহে অবস্থিত মহান্ প্রাণসকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও তাহাদের পরিচালক হইলেও তিনি শ্রোতা বা বক্তা নহেন ; কারণ তিনি অচেতন। ইন্দ্রিয়সহ সম্বন্ধবিশিষ্ট আত্মাই সকল বিষয়ে দ্রষ্টা, কিন্তু ঐ আত্মা—প্রাণ ও দেহ হইতে ভিন্ন এবং চেতন-স্বরূপ ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যাবৎ প্রাণঃ স্থিতস্তাবদেব শ্রোতৃত্ব-বক্তৃত্বে দৃষ্টে, ন তু প্রাণে গতে সতীত্যতঃ প্রাণঃ এব শ্রোতা বক্তেতি তত্রাহ,—নেতি ; "মুখ্যোঽপি প্রাণো বৈ মুখ্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ। মহান্ সর্ব্বেন্দ্রিয়চেষ্টা-হেতুরপি ন শ্রোতা বক্তা, অচেতনত্বাদিতি ভাবঃ। কস্তর্হি শ্রোতা বক্তা চ ? তত্রাহ,—যস্ত্বিহ ইন্দ্রিয়বান্ দেহেন্দ্রিয়াদিমত্ত্বেন প্রতীত আত্মা জীবঃ স চ প্রাণ-দেহয়োঃ প্রাণদেহেন্দ্রিয়াদিভ্যোঽন্য এব স চেতনঃ ॥৪৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণই শুনিতে ও বলিতে দেখা যায়, কিন্তু (দেহ হইতে) প্রাণ চলিয়া গেলে নহে, অতএব প্রাণই শ্রোতা ও বক্তা, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'ন' ইত্যাদি (অর্থাৎ দেহে ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মসাধক যে মুখ্য প্রাণ, তিনিও বক্তা বা শ্রোতা নয়।) শ্রুতিতেও উক্ত আছে—'মুখ্যোঽপি প্রাণো বৈ মুখ্যঃ', অর্থাৎ মুখ্য প্রাণও প্রধান কারণ নহে। 'মহান্'—বলিতে সকল ইন্দ্রিয়ের চেষ্টার কারণ যে মুখ্য প্রাণ, তাহাও শ্রোতা বা বক্তা নহে, যেহেতু উহা অচেতন—এই ভাব। তাহা হইলে কে শ্রোতা এবং বক্তা ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'যস্তু ইহ ইন্দ্রিয়বান্'—যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত বলিয়া প্রতীত আত্মা অর্থাৎ জীব, তিনি ঐ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্, তিনি চেতন (অর্থাৎ অচেতন প্রাণ ও দেহ হইতে চেতন আত্মা পৃথক্।) ॥ ৪৫ ॥

ভূতেন্দ্রিয়মনোলিঙ্গান্ দেহানুচ্চাবচান্ বিভুঃ ।
ভজত্যুৎসৃজতি হ্যন্যস্তচ্চাপি স্বেন তেজসা ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (অয়ম্ আত্মা দেহাদিভ্যঃ) অন্যঃ (সন্ তস্মাদেব) ভূতেন্দ্রিয়মনো-লিঙ্গান্ (ভূতেন্দ্রিয়-মনোভিঃ লিঙ্গ্যন্তে লক্ষ্যন্তে ইতি তথা তান্) উচ্চা-বচান্ (উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টান্) দেহান্ ভজতি (স্বীক-রোতি ভাগ্যলব্ধজ্ঞানবলেন উৎসৃজতি (ত্যজতি চ ; ননু কথং মোক্ষঃ ইত্যাহ—) তৎ চ অপি (তদ্ভজন-মপি স্বেন তেজসা হি) (ভজনবিবেক-বলেন করোতি ইত্যর্থঃ ; হি-পদেন অনুভবঃ প্রমাণীকৃতঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—পঞ্চভূত, দশ ইন্দ্রিয় এবং মন এই কয়টি অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ-শরীরকে আত্মা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সকল-দেহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করাইয়া থাকেন এবং স্বরূপাবস্থিত স্বকীয় তেজের দ্বারা অর্থাৎ ভজন-বলে তাহা ত্যাগ করেন। ভজনবল বা অনুভবই ইহার প্রমাণ ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি স সম্প্রতি কুত্র গত্বা কিং করোতীতি তত্রাহ,—ভূতং প্রাপ্তং ইন্দ্রিয়মনোরূপং লিঙ্গং সূক্ষ্মদেহো যেষু তান্ স্থূলদেহান্ ভজতি প্রাপ্নোতি ত্যজতি চ যথেমং দেহং প্রাপ্যোদসৃজদিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, স্বেন তেজসা ভাগ্যলব্ধজ্ঞানবলেন তচ্চাপি লিঙ্গ-দেহমপি কদাচিদুৎসৃজতি ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে সেই আত্মা সম্প্রতি কোথায় গিয়া কি করিতেছে ? তাহাতে বলিতেছেন—'ভূতেন্দ্রিয়-' ইত্যাদি ; প্রাপ্ত হইয়াছে ইন্দ্রিয় ও মনোরূপ লিঙ্গ বলিতে সূক্ষ্মশরীর যেখানে, তাদৃশ স্থূলদেহ লাভ করে এবং ত্যাগ করিয়া থাকে, যেমন এই দেহ প্রাপ্ত হইয়া ত্যাগ করিয়াছে—এই ভাব। আরও, 'স্বেন তেজসা'—স্বকীয় তেজের দ্বারা, অর্থাৎ সৌভাগ্যবশতঃ যদি জ্ঞান লাভ করে, তাহার প্রভাবে, সেই লিঙ্গদেহও (সূক্ষ্ম শরীরও) কখনও পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ বিবেকবলে ভজনের দ্বারা দেহভাব ত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভ করে।) ॥ ৪৬ ॥

মধ্ব—ইন্দ্রিয়বান্ জীবঃ। "ভজত্যুৎসৃজতি হ্যন্যঃ পরমাত্মা স এব শ্রোতানুবক্তা চ। নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা স যোঽতো শ্রুতঃ" ইত্যাদেঃ। মুখ্যপ্রাণোঽপি স্বতো ন শ্রোতা কিমু জীব ইতি। অয়ং ননু সুযজ্ঞ ইত্যাক্ষেপঃ ; যশ্চ সুযজ্ঞঃ, সোঽপি স্বতঃ শ্রোতুং বক্তুং ন চ শক্তঃ ; অতস্তস্যানুশোকেন কিমিত্যর্থঃ।

অন্যো জীবোচিতো দেহাত্তদ্বশো দেহ উচ্যতে।
পশ্যামীতাভিমানোঽস্য চক্ষুরাদ্যভিমানবান্ ॥
ন তদ্বশাশ্চক্ষুরাদ্যা ন দৃষ্ট্যাদৌ স ঈশ্বরঃ।
চক্ষুরাদ্যা মনো জীবো দৃষ্ট্যাদিশ্চাপি যদ্বশে ॥
স প্রাণ ইতি বিজ্ঞেয়ো জ্ঞাতা মন্তা স চ প্রভুঃ।
তস্যাপি জ্ঞাতৃ-মন্তৃত্বং ন স্বতঃ শক্যতে ক্বচিৎ ॥
যস্তস্য জ্ঞাতৃ মন্তৃত্ব-দাতা স ভগবান্ হরিঃ।
স্বতো জ্ঞাতা চ মন্তা চ দ্রষ্টা শ্রোতা চ কেশবঃ ॥
জ্ঞানাদিদো ন তস্যান্যঃ সর্ব্বস্য জ্ঞানদো হরিঃ।
স্বদেহাদ্ভজতে বিষ্ণুং স্বেচ্ছয়ৈবোৎসৃজত্যপি ॥
যাবদ্দেহস্থিতো বিষ্ণুস্তাবজ্জীবোঽবিপর্য্যয়ঃ।
তাবৎক্লেশাদয়শ্চাস্য বৃথা চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥
যদোৎসৃজতি দেহং স হরিঃ সর্ব্বাত্মনা বিভুঃ।
তদা তদভিমানী তু জীবো মুচ্যেত সংসৃতেঃ ॥
অতিভিন্নস্বরূপৌ তৌ জীবেশাবেকদেহগৌ।
দেহাভিমানী ত্বেকোঽত্র ন মানী মানদঃ পরঃ ॥

ইতি গারুড়ে।

ইন্দ্রিয়াদ্যভিমানেন তদ্বান্ জীব উদীর্য্যতে।
অতন্মানাদ্ধরিঃ প্রোক্তস্ত্বদেহোঽনিন্দ্রিয়স্তথা ॥
জীবানভিমতে দেহে ন বিষ্ণুর্জীবতি স্থিতঃ।
অতশ্চাদেহ উদ্দিষ্টঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥

ইতি প্রকাশসংহিতায়াম্। স চান্যঃ শ্রোতুর্বক্তুশ্চেতি চ-শব্দঃ। ভূতেন্দ্রিয়মনোরূপান্। লিঙ্গং স্বরূপমুদ্দিষ্টং লিঙ্গং জ্ঞাপকমেব চ ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ৪৪-৪৬ ॥

যাবল্লিঙ্গান্বিতো হ্যাত্মা তাবৎ কর্ম্ম নিবন্ধনম্ ।
ততো বিপর্য্যয়ঃ ক্লেশো মায়াযোগোঽনুবর্ত্ততে ॥৪৭॥

অন্বয়ঃ—যাবৎ হি (ইত্যবধারণে) আত্মা লিঙ্গান্বিত (দেহেন্দ্রিয়াদৌ অভিমানবান্ ভবতি) তাবৎ (এব তস্য) কর্ম্ম নিবন্ধনং (বন্ধহেতুঃ ভবতি) ততঃ বিপর্য্যয়ঃ (দেহধর্ম্মভাক্ত্বং) ক্লেশঃ চ অনুবর্ত্তেত (দুঃখাবির্ভাবশ্চ ভবতি। স্বরূপপ্রতীতৌ এবং ন ভবতি যতঃ অহং অন্যলিঙ্গাভিমানেন) মায়াযোগঃ (জড়ভোক্তৃ-ভোগ্যসম্বন্ধঃ) অনুবর্ত্ততে (অনুসরতি) ॥৪৭

অনুবাদ—আত্মা যে পর্য্যন্ত লিঙ্গ শরীরের সহিত

সম্বন্ধযুক্ত থাকে, সেই পর্য্যন্তই তাহার কর্ম্মবন্ধন থাকে। সেই বন্ধনজন্য অবিদ্যা-বশতঃ বিপর্য্যয়রূপ ক্লেশ তাহার অনুবর্ত্তন করে ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—লিঙ্গদেহত্যাগে সত্যেব কর্ম্মবন্ধান্মুচ্যতে নান্যথা ইত্যাহ,—যাবদিতি ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—লিঙ্গদেহ ত্যাগ হইলেই কর্ম্ম-বন্ধ হইতে মুক্ত হয়, অন্য প্রকারে নহে, ইহা বলিতে-ছেন—'যাবৎ' ইত্যাদি ॥ ৪৭ ॥

মধ্ব—আত্মা পরমাত্মা ; কর্ম্মবন্ধনো জীবঃ। ততঃ পরমাত্মনো বিপরীতঃ ॥ ৪৭ ॥

———

বিতথোঽভিনিবেশোঽয়ং যদ্‌গুণেষ্বর্থদৃগ্বচঃ।
যথা মনোরথ স্বপ্নঃ সর্ব্বমৈন্দ্রিয়কং মৃষা ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—গুণেষু (গুণকার্য্যেষু সুখদুঃখাদিষু) অর্থদৃগ্বচঃ (পরমার্থ ইতি দৃক্ বচশ্চ ইতি) যৎ (তৎ) অয়ং বিতথাভিনিবেশঃ (বিতথঃ নিষ্ফলং অভিনিবেশঃ অভিমানঃ ভবতি)। মনোরথঃ (জাগ্রতি চিন্তা-প্রাপ্ত-রাজ্যাদি সুখং) স্বপ্ন (স্বপ্নাবস্থায়াংপ্রাপ্তং স্ত্রীসম্ভোগাদি সুখং চ) যথা মৃষা (মিথ্যা তথা) সর্ব্বম্ ঐন্দ্রিয়কম্ (ইন্দ্রিয়জন্য-সুখাদিকমপি মৃষা ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—গুণ ও গুণ-কার্য্য সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে বাস্তব-বস্তুরূপে দর্শন ও ব্যাখ্যা করা নিষ্ফল। জাগ্রদ-বস্থায় মনে মনে রাজ্যাদি সুখানুভব ও স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীসম্ভোগাদি যেরূপ অবাস্তব তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধি-সুখাদি-কল্পনাও অলীক ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদ্‌যূয়মপি কর্ম্মবন্ধমোক্ষায়ৈব যতধ্বং নতু কর্ম্মফলায় স্বর্গায় বৈষয়িকসুখদুঃখস্যা-স্থিরত্বেন স্বপ্নতুল্যত্বাদিত্যাহ,—বিতথো ব্যর্থ এবা-ভিনিবেশোঽয়ং, কোঽসৌ ? যৎ গুণেষু গুণকার্য্যেষু সুখাদিষু অর্থঃ বাস্তব ইতি দৃগ্বচশ্চ। "অপাম সোমম-মৃতা অভূম অপ্সরোভির্বিহরাম" ইত্যাদিকমিত্যর্থঃ। যথা মনোরথঃ স্বপ্ন ইতি মনোরথোপনীতস্য ধন-পুত্রাদিলাভানন্দস্য স্বপ্নে স্ত্রীসম্ভোগাদিসুখস্য চ স্বর্গ-সুখস্য চ তুল্যত্বাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বমৈন্দ্রিয়কং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যং জগদিদং মৃষা মিথ্যৈব ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব তোমরাও কর্ম্মবন্ধন-মোক্ষের নিমিত্তই যত্নশীল হও, কিন্তু কর্ম্মফল যে স্বর্গ, তাহার নিমিত্ত নহে, কারণ বৈষয়িক সুখ ও দুঃখ অচিরস্থায়ী বলিয়া উহা স্বপ্নতুল্য, ইহা বলিতে-ছেন—'বিতথঃ' অর্থাৎ ব্যর্থই এই অভিনিবেশ। কোন্ অভিনিবেশ ? তাহাতে বলিতেছেন—'যদ্ গুণেষু অর্থদৃগ্বচঃ', যাহা গুণকার্য্য যে সুখাদি, তাহা অর্থ বলিতে বাস্তব, এইরূপ দৃষ্টি ও বাক্য মিথ্যা। যেমন উক্ত হইয়াছে—আমরা সোমরস পান করিয়া অমর হইব এবং অপ্সরাগণের সহিত বিহার করিব—ইত্যাদি বাক্য। 'যথা মনোরথঃ স্বপ্নঃ'—জাগ্রদ-বস্থায় মনোরথের দ্বারা উপনীত ধন ও পুত্রাদি লাভ-জনিত আনন্দের ও স্বপ্নে স্ত্রী-সম্ভোগাদি সুখের এবং স্বর্গসুখের তুল্যত্বহেতু (ঐ অভিনিবেশ বৃথাই)—এই অর্থ। 'সর্ব্বম্ ঐন্দ্রিয়কং'—সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগৎ মিথ্যাই ॥ ৪৮ ॥

মধ্ব—মৃষা বৃথা স্বপ্নদৃষ্টবিত্তাদিবৎ। লোপাভি-মানী জীবস্তু স্বরূপানুভবী ন চ।
মুক্তেঃ প্রাক্তেন মান্যুক্তো ন মানী বিষ্ণুরুচ্যতে।
সর্ব্বং মমেতি পশ্যন্নপ্যলেপাভিমতির্যতঃ।
সম্যক্ স্বরূপানুভবাৎ স্বতন্ত্রত্বাদদোষতঃ ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ৪৮ ॥

———

অথ নিত্যমনিত্যং বা নেহ শোচন্তি তদ্বিদঃ।
নান্যথা শক্যতে কর্ত্তুং স্বভাবঃ শোচতামিতি ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (তস্মাৎ শোকস্য অনর্থ-হেতুত্বাৎ) ইহ (সংসারে) তদ্বিদঃ (তত্ত্বজ্ঞাঃ) নিত্যম্ (আত্মানম্) অনিত্যং (দেহং) বা ন শোচন্তি (আত্মা তু নিত্যঃ এব অতঃ নৈব শোকার্হঃ) শোচতাং (শোচন্তিরপি তেষাং) স্বভাবঃ (নশ্বরত্বম্) অন্যথা কর্ত্তুং ন শক্যতে (ইতি শোকঃ বৃথৈব ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—আত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ আত্মাকে নিত্য এবং দেহকে অনিত্য বিবেচনা করিয়া শোকের বশীভূত হন না ; কিন্তু স্বরূপজ্ঞান রহিত জনগণের শোক করাই স্বভাব, সুতরাং তাহার অন্যথা করা যায় না ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—'অথ' নিত্যং—মীমাংসকানাং মতে ; অনিত্যং নশ্বরং সত্যমিতি সাঙ্খ্যানাং মতে ; ননু

তদপি ন বয়ং প্রবুদ্ধ্যামহে ইতি তত্রাহ,—নান্যথেতি ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ নিত্যম্ অনিত্যম্ বা' —(অতএব নিত্য আত্মা ও অনিত্য দেহকে স্বরূপতঃ যাঁহারা জানেন, তাহারা শোক করেন না)। 'নিত্য', ইহা মীমাংসকগণের মতে, 'অনিত্য'—বলিতে নশ্বর, 'সত্য'—ইহা সাংখ্যবাদিগণের মতে। দেখুন—তাহা হইলেও আমরা বুঝিতে পারি না, ইহাতে বলিতেছেন —'নান্যথা', অন্যথা করা যায় না (অর্থাৎ অজ্ঞানিগণের শোক করাই স্বভাব, জ্ঞানিগণও কখন কখন স্বভাব ত্যাগ করিতে না পারিয়া জানিয়া শুনিয়া শোকের বশীভূত হইয়া পড়েন। অতএব শোক বৃথা —ইহাই অভিপ্রায়।) ॥ ৪৯ ॥

———

লুব্ধকো বিপিনে কশ্চিৎ পক্ষিণাং নির্ম্মিতোঽন্তকঃ।
বিতত্য জালং বিদধে তত্র তত্র প্রলোভয়ন্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—(ঈশ্বরেণ) পক্ষিণাম্ অন্তকঃ (নাশকত্বেন) নির্ম্মিত লুব্ধকঃ (ব্যাধঃ) কশ্চিৎ বিপিনে (বনে যত্রযত্র পক্ষিণঃ অপশ্যৎ) তত্রতত্র জালং বিতত্য (বিস্তার্য্য তান্ মাংসাদিভিঃ) প্রলোভয়ন্ বিদধে (বিশেষেণ ধৃতবান্) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—পরমেশ্বর কর্ত্তৃক পক্ষীদিগের অন্তকরূপে প্রেরিত ব্যাধ বনের যেখানে যেখানে পক্ষী দেখিত, সেই সেই স্থানে জাল বিস্তারপূর্ব্বক তাহাদিগকে মাংসাদির প্রলোভন প্রদান করিয়া ধৃত করিত ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—শোকস্বভাববত্ত্বেঽনর্থ ইত্যত্রেতিহাসমাহ,—লুব্ধক ইত্যাদিনা। নির্ম্মিত ঈশ্বরেণেত্যর্থঃ; বিদধে পক্ষিণো বিশেষেণ দধার; প্রলোভনমিতি পাঠে আমিষাদিভিস্তেষাং প্রলোভনং কৃতাবানিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শোক করা স্বভাব হইলে উহা অনর্থ আনয়ন করে, এই বিষয়ে একটি ইতিহাস বলিতেছেন—'লুব্ধক' ইত্যাদির দ্বারা। 'নির্ম্মিতঃ' —ঈশ্বর কর্ত্তৃক পক্ষিগণের অন্তক বলিতে নাশকরূপে নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যাধ। 'বিদধে'—পক্ষিগণকে বিশেষরূপে জাল বিস্তার করিয়া ধরিতেছিল। 'প্রলোভনম্' —এইরূপ পাঠে আমিষ প্রভৃতি খাদ্যের দ্বারা তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিত—এই অর্থ ॥ ৫০ ॥

———

কুলিঙ্গমিথুনং তত্র বিচরৎ সমদৃশ্যত।
তয়োঃ কুলিঙ্গী সহসা লুব্ধকেন প্রলোভিতা ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (বনে) বিচরৎ কুলিঙ্গমিথুনং (কুলিঙ্গঃ পক্ষিবিশেষঃ মিথুনং যুগলং) সমদৃশ্যত (দৃশ্যং বভূব) তয়োঃ (মধ্যে) কুলিঙ্গী লুব্ধকেন (ব্যাধেন) সহসা প্রলোভিতা (আপন্না) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—ঐ ব্যাধ সেই বনে বিচরণ করিতে করিতে কন্দভোজী কুলিঙ্গ-সংজ্ঞক পক্ষিদম্পতী দেখিতে পাইল। সেই পক্ষিযুগলের মধ্যে পক্ষিণী ঐ ব্যাধ কর্ত্তৃক প্রলুব্ধা হইয়া জাল-সূত্রে আবদ্ধ হইল ॥ ৫১ ॥

———

সাসজ্জত সিচস্তন্ত্র্যাং মহিষ্যঃ কালযন্ত্রিতা।
কুলিঙ্গস্তাং তথাপন্নাং নিরীক্ষ্য ভৃশদুঃখিতঃ।
স্নেহাদকল্পঃ কৃপণঃ কৃপণাং পর্য্যদেবয়ৎ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—হে মহিষ্যঃ (উশীনর নরেন্দ্রপত্ন্যঃ) সা (পক্ষিণী) কালযন্ত্রিতা (কালেন যন্ত্রিতা প্রেরিতা সতী) সিচঃ তন্ত্র্যাং (জালসূত্রে) অসজ্জত (বন্ধনং প্রাপ) তাং (কুলিঙ্গীং) তথা আপন্নাম্ (আপদং প্রাপ্তাম্ অতএব) কৃপণাং (দীনাং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) কুলিঙ্গঃ ভৃশদুঃখিতঃ (তাং মোচয়িতুম্) অকল্পঃ (অসমর্থঃ) কৃপণঃ (দীনঃ চ) স্নেহাৎ পর্য্যদেবয়ৎ (বিলাপং কৃতবান্) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—বালকরূপী যম বলিলেন,—হে মহিষীগণ! কুলিঙ্গ স্বীয় ভার্য্যাকে বিধিবশে ঐপ্রকার জালসূত্রে বন্ধনদশাগ্রস্তা ও অত্যন্ত বিপন্না এবং কাতরা নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল ও তাহার বন্ধন মোচন করিতে অসমর্থ হইয়া স্নেহ-বশতঃ দীনভাবে বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—সিচস্তন্ত্র্যাং জালস্য সূত্রে, হে মহিষ্যঃ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সিচস্তন্ত্র্যাং'—জালের সূত্রে (সেই কুলিঙ্গী আবদ্ধ হইল)। মহিষ্যঃ—হে মহিষীগণ। ৫২ ॥

———

অহো অকরুণো দেবঃ স্ত্রিয়াকরুণয়া বিভুঃ ।
কৃপণং মামনুশোচন্ত্যা দীনয়া কিং করিষ্যতি ॥৫৩॥

অন্বয়ঃ—অহো ! দেবঃ (ব্রহ্মা যমো বা) অকরুণঃ (কৃপাহীনঃ)। বিভুঃ (মহান্ সঃ) আকরুণয়া (সর্ব্বতো অনুকম্পয়া) কৃপণং (দীনং) মাম্ অনুশোচন্ত্যা দীনয়া (মম স্ত্রিয়া) কিং করিষ্যতি ? ৫৩ ॥

অনুবাদ—অহো ! বিধি কি নির্দ্দয় ! আমার এই স্ত্রী বিপন্না হইয়া সর্ব্বতোভাবে করুণা প্রকাশপূর্ব্বক আমার জন্য শোক করিতেছে, ইহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ? ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—দেবো বিধাতা করুণয়া ময়ি কৃপাবত্যা ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবঃ'—বিধাতা (বড় অকরুণ)। করুণয়া—আমাতে করুণাবতী স্ত্রীর দ্বারা (অর্থাৎ দীনা আমার স্ত্রী কারুণ্য প্রকাশ করতঃ আমার অবস্থা দেখিয়া অনুশোচনা করিতেছে, অকরুণ বিধাতা ইহাকে লইয়া কি করিবে ?) ॥ ৫৩ ॥

———

কামং নয়তু মাং দেবঃ কিমর্দ্ধেনাত্মনো হি মে ।
দীনেন জীবতা দুঃখমনেন বিধুরায়ুষা ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—(যদি মম ভার্য্যা নয়তি তদা সঃ) দেবঃ মাম্ (অপি) কামং (যথেষ্টং) নয়তুঃ (যতঃ) আত্মনঃ (দেহস্য, অর্দ্ধভাগস্য পত্নীরূপস্য নীতত্বাৎ অবশিষ্টেন) অর্দ্ধেন (মম দেহেন) বিধুরায়ুষা (ভার্য্যাশূন্য জীবিতেন অতএব) দীনেন অনেন দুঃখং হি (যথা ভবতি তথা) জীবতা মে (ময়া লোকে) কিং (প্রয়োজনং, ন কিমপীত্যর্থঃ) ? ৫৪ ॥

অনুবাদ—নির্দ্দয় বিধি যদি আমার অর্দ্ধদেহরূপ ভার্য্যাকেই গ্রহণ করেন, তবে আমাকেও গ্রহণ করুক। এই পত্নীবিহীন দুঃখভারাক্রান্ত অবশিষ্ট দেহার্দ্ধ লইয়া জীবিত থাকিয়া আর আমার কি লাভ হইবে ? ॥ ৫৪ ॥

———

কথং ত্বজাতপক্ষাংস্তান্মাতৃহীনান্ বিভর্ম্ম্যহম্ ।
মন্দভাগ্যাঃ প্রতীক্ষন্তে নীড়ে মাতরং প্রজাঃ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—(যে) মে প্রজাঃ (পুত্রাঃ মৃতমাতৃত্বাৎ) মন্দভাগ্যাঃ নীড়ে (স্থিতাঃ আহারার্থং) মাতরং প্রতীক্ষন্তে অজাত-পক্ষান্ (ন জাতাঃ পক্ষাঃ যেষাং তান্) তান্ মাতৃহীনান্ অহং কথং তু বিভর্ম্মি (পুষ্ণামি) ? ৫৫

অনুবাদ—দুর্ভাগ্য মাতৃহীন শাবকগুলি কুলায়মধ্যে আহারের নিমিত্ত তাহাদের জননীর প্রতীক্ষা করিতেছে, হায় ! ইহাদের এখনও পক্ষোদ্গম হয় নাই, এই মাতৃহীন শাবকগুলিকে আমি কি করিয়া পালন করিব ? ৫৫ ॥

———

এবং কুলিঙ্গং বিলপন্তমারাৎ
প্রিয়াবিয়োগাতুরমশ্রুকণ্ঠম্ ।
স এব তং শাকুনিকঃ শরেণ
বিব্যাধ কালপ্রহিতো বিলীনঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—এবং প্রিয়া-বিয়োগাতুরং (প্রিয়ায়াঃ বিয়োগেন আতুরং ব্যাকুলম্ অতএব) অশ্রুকণ্ঠং বিলপন্তং তং কুলিঙ্গং সঃ এব (প্রসিদ্ধঃ) শাকুনিকঃ (পক্ষিহন্তা) কালপ্রহিতঃ (কালেন প্রহিতঃ প্রেরিতঃ) বিলীনঃ (ছন্নং সন্) আরাৎ (দূরাৎ এব) শরেণ বিব্যাধ (তাড়িতবান্) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—প্রিয়া-বিয়োগব্যাকুল কুলিঙ্গ-পক্ষী অশ্রু কণ্ঠে তাহার ভার্য্যার সমীপে ঐভাবে বিলাপ করিতেছিল। ইত্যবসরে সেই কালপ্রেরিত ব্যাধ গোপনে দূর হইতে শরদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিল ॥ ৫৬ ॥

———

এবং যূয়মপশ্যন্ত আত্মাপায়মবুদ্ধয়ঃ ।
নৈনং প্রাপ্স্যথ শোচন্ত্যঃ পতিং বর্ষশতৈরপি ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অবুদ্ধয়ঃ ! (অজ্ঞাঃ), এবং (কুলিঙ্গবৎ) যূয়ম্ (অপি) আত্মাপায়ং (স্বমৃত্যুম্) অপশ্যন্তঃ (অননুসন্দধত্যঃ) পতিং শোচন্ত্যঃ বর্ষশতৈঃ অপি এনং ন প্রাপ্স্যথ (কিন্তু মৃত্যুম্ এব প্রাপ্স্যথ)

অনুবাদ—হে অজ্ঞসকল ! তোমরাও ঐরূপ নির্ব্বোধ ; কুলিঙ্গ-পক্ষীর ন্যায় তোমরা নিজেদের মৃত্যু দেখিতে পাইতেছ না ; শত বর্ষ ধরিয়া এভাবে শোক করিলে ঐ পতিকে পুনর্ব্বার ফিরিয়া পাইবে না ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মাপায়ং স্বমৃত্যুম্ ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মাপায়ং'—নিজের মৃত্যু-সম্বন্ধে (না বুঝিয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত শোক করিলেও তোমরা আর এই পতিকে ফিরিয়া পাইবে না।) ॥ ৫৭ ॥

———

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ—

বাল এবং প্রবদতি সর্ব্বে বিস্মিতচেতসঃ।
জ্ঞাতয়ো মেনিরে সর্ব্বমনিত্যমযথোত্থিতম্ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীহিরণ্যকশিপুঃ উবাচ—বাল (বাল-স্বরূপে যমে) এবং প্রবদতি (সতি মৃতস্য সুযজ্ঞস্য) সর্ব্বে জ্ঞাতয়ঃ বিস্মিত-চেতসঃ (সন্তঃ) সর্ব্বং (সুখ-দুঃখাদিকম্) অনিত্যম্ অযথা উত্থিতং (বৃথৈবাত্মনি আরোপিতং) মেনিরে ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপু কহিল,—সেই বালক-রূপী যম এই প্রকার উপদেশাদি দিলে পর সুযজ্ঞের জ্ঞাতিরা বিস্মিতচিত্তে মনে করিতে লাগিল,—সকল পদার্থই অনিত্য, সুতরাং যেরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সেইরূপে চিরকাল থাকিতে পারে না ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বং জগদনিত্যং যতো যথোত্থিতং যেন প্রকারেণোত্থিতং তথা ন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অযথোত্থিতম্'—সমস্ত এই জগৎ অনিত্য, যেহেতু যে প্রকারে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে, সেরূপ থাকে না—এই অর্থ ॥ ৫৮ ॥

মধ্ব—

অহং মমাভিমানাদিত্বযথোত্থমনিত্যকম্।
মহদাদি যথোত্থং চ নিত্যা চাপি যথোত্থিতা।
অস্বতন্ত্রৈব প্রকৃতিঃ স্বতন্ত্রো নিত্য এব চ।
যথার্থভূতশ্চ পর এক এব জনার্দ্দনঃ ॥
ইতি চ ॥ ৫৮ ॥

———

যম এতদুপাখ্যায় তত্রৈবান্তরধীয়ত।
জ্ঞাতয়ো হি সুযজ্ঞস্য চক্রুর্যৎ সাম্পরায়িকম্ ॥৫৯॥

অন্বয়ঃ—যমঃ এতৎ উপাখ্যায় (কথয়িত্বা) ত এব অন্তরধীয়ত (অন্তর্দ্দধৌ), জ্ঞাতয়ঃ হি সুযজ্ঞস্য যৎ সাম্পরায়িকং (পরলোককৃত্যং তৎ) চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—যম এই প্রকার উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। তৎপর সুযজ্ঞের জ্ঞাতিবর্গ নৃপতির পরলোক-কৃত্য সমাধা করিলেন ॥ ৫৯ ॥

———

অতঃ শোচত মা যূয়ং পরঞ্চাত্মানমেব বা।
ক আত্মা কঃ পরো বাত্র স্বীয়ঃ পারক্য এব বা।
স্বপরাভিনিবেশেন বিনাঽজ্ঞানেন দেহিনাম্ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—অতঃ যূয়ং পরং চ আত্মানম্ এব বা মা শোচত (কস্যাপ্যর্থে শোকং মা কুরুত); স্বপরাভিনিবেশেন (স্বঃ পরঃ ইতি অভিনিবেশ যস্মাৎ তেন) অজ্ঞানেন বিনা দেহিনাং কঃ আত্মা (স্বয়ং) কঃ পরঃ (অন্যঃ) অত্র স্বীয়ঃ (স্বকীয়ঃ) পারক্যঃ এব বা (পরকীয় অপি কঃ ন কোঽপীত্যর্থঃ) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—অতএব তোমাদের, পরের অথবা আপনার নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু আমিই বা কে ? পরই বা কে ? এবং স্বীয়ই বা কি ? পরকীয় বা কি ? দেহীদিগকে এই প্রকার অভিনিবেশ অজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে ॥ ৬০ ॥

বিশ্বনাথ—স্বশ্চ পর ইত্যভিনিবেশ এবাজ্ঞানং তেন বিনা ॥ ৬০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
সপ্তমে দ্বিতীয়োঽধ্যায় সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-সপ্তম স্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বপরাভিনিবেশেন'—নিজ এবং পর, এই অভিনিবেশই অজ্ঞান, তাহা ব্যতীত (অর্থাৎ এই অজ্ঞান অভিনিবেশ ভিন্ন কোন ব্যক্তির আপন পর বিচার হয় না।) ॥ ৬০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার সপ্তম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭।২ ॥

মধ্ব—

ক আত্মা কঃ পর ইতি দেহাদ্যপেক্ষয়া।
ন হি দেহাদিরাত্মা স্যান্ন চ শত্রুরুদীরিতঃ।
অতো দৈহিকবৃদ্ধৌ বা ক্ষয়ে বা কিং প্রয়োজনম্॥
যস্তু দেহগতো জীবঃ স হি নাশং ন গচ্ছতি।
ততঃ শত্রুবিবৃদ্ধৌ চ স্বনাশে শোচনং কুতঃ॥
দেহাদি-ব্যতিরিক্তৌ তু জীবেশৌ প্রতিজানতা।
অত আত্মবিবৃদ্ধিস্তু বাসুদেবে রতিঃ স্থিরা।
শত্রুনাশস্তথাজ্ঞান-নাশো নান্যঃ কথঞ্চন॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে॥ ৬০॥

শ্রীনারদ উবাচ—

ইতি দৈত্যপতের্ব্বাক্যং দিতিরাকর্ণ্য সস্নুষা।
পুত্রশোকং ক্ষণাৎ ত্যক্ত্বা তত্ত্বে চিত্তমধারয়ৎ॥ ৬১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে যুধিষ্ঠির-নারদ-সংবাদে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—সস্নুষা (স্নুষয়া হিরণ্যাক্ষস্ত্রিয়া সহিতা) দিতিঃ (দৈত্যজননী) দৈত্যপতেঃ (হিরণ্যকশিপোঃ) ইতি (ইত্যেবং) বাক্যম্ আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) ক্ষণাৎ পুত্রশোকং (হিরণ্যাক্ষবিরহজাভাবং) ত্যক্ত্বা তত্ত্বে (দেহাত্মযাথাত্ম্যে) চিত্তম্ অধারয়ৎ (নিবেশয়ামাস)॥ ৬১॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন—দিতি পুত্রবধূর সহিত এই প্রকারে দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল-মধ্যে পুত্র-শোক বিস্মৃত হইয়া দেহাত্ম-যাথাত্ম্যে মনোনিবেশ করিলেন॥ ৬১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্বয়ঃ, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ—

হিরণ্যকশিপু রাজন্নজেয়মজরামরম্।
আত্মানমপ্রতিদ্বন্দ্বমেকরাজং ব্যধিৎসত॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যাপ্রভাবে জগতের সন্তাপ, তদ্দর্শনে বিস্মিত ব্রহ্মার প্রতি হিরণ্যকশিপুর স্তব ও বরপ্রার্থনা-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

হিরণ্যকশিপু অজেয়, অজর, অমর এবং প্রতিপক্ষহীন অদ্বিতীয় অধিপতি হইবার বাসনায় মন্দর পর্ব্বতের গুহামধ্যে অতিশয় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। দেবগণ দৈত্যবরকে ঐরূপ তপস্যারত দেখিয়া পুনর্ব্বার স্ব-স্ব-আবাসে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ঐ দৈত্যরাজের মস্তক হইতে তপোময় সধূম অনল উত্থিত হইয়া তির্য্যক্, উর্দ্ধ এবং অধঃস্থলোকসমূহকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। দেবগণ সন্তপ্ত হইয়া স্বর্লোক পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার নিকট লোকসকলের শান্তিবিধানার্থ নিবেদন-মুখে দৈত্যরাজের অল্পায়ুঃ-সত্ত্বেও দীর্ঘকালব্যাপী তপস্যা ও যোগপ্রভাবে ধ্রুবাদি লোকাপেক্ষা অতি-শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মধাম সত্যলোক-প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধন, এবং তদপ্রাপ্তিতে চরাচর বিশ্বকে অযথা নির্য্যাতন প্রভৃতি অভিসন্ধি জ্ঞাপন করিয়া দৈত্যবরকর্ত্তৃক ব্রহ্মার স্থানচ্যুতিতে চরাচরের ভাবী অসুবিধার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ব্রহ্মা তচ্ছ্রবণে ভৃগু ও দক্ষাদি মহর্ষিগণসহ তপোনিরত হিরণ্যকশিপু সমীপে গমন করিয়া স্বীয় কমণ্ডলুবারি-সিঞ্চনে তাহার তপঃক্লেশ নিবারণপূর্ব্বক তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে দৈত্যরাজ অবনতমস্তকে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম-

পূর্ব্বক নানাতত্ত্বপূর্ণবাক্যে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা হংসবাহন ব্রহ্মার স্তব করিয়া তাঁহার নিকট বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতে সৃষ্ট কোন প্রাণী হইতে, আবৃত বা অনাবৃত কোন স্থানে, দিবসে অথবা রাত্রিতে, ব্রহ্মার সৃষ্ট ভিন্ন প্রাণী হইতে, কোনও অস্ত্রে, ভূমণ্ডলে বা নভোমণ্ডলে, নর বা পশু, চেতন বা অচেতন সুর, অসুর-মহোরগগণ হইতে স্বীয় মৃত্যুভয়শূন্যতা এবং ব্রহ্মার ন্যায় সমরে প্রতিপক্ষশূন্যত্ব, সকলপ্রাণী ও লোকপালগণের উপর আধিপত্যাদি এবং অনিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভের বর প্রার্থনা করিল।

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, হিরণ্যকশিপুঃ আত্মানম্ অজেয়ং (শত্রুভির্জ্জেতুম্ অশক্যম্) অজরম্ (অপক্ষয়রহিতম্) অমরং (মৃত্যুশূন্যম্) অপ্রতিদ্বন্দ্বং (প্রতিপক্ষ হীনম্) একরাজং (ত্রিষু লোকেষু একমেব রাজানং) ব্যধিৎসত (কর্ত্তুম্ ঐচ্ছৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন, হে রাজন্, দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু নিজেকে অন্যের অজেয় এবং জরামরণাদিরহিত ও ব্রহ্মলোকাবধি ত্রিলোক-মধ্যে সেই একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিহীন রাজা হইবার ইচ্ছা করিয়াছিল ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

তৃতীয়ে স তপস্তপ্ত্বা দেবান্ সুস্থিতদুঃস্থিতান্।
কৃত্বা ধাতুঃ সমায়াতাৎ স্তুতাৎ প্রাপ বরান্ বরান্ ॥০॥

আত্মানং স্বএক এব রাজত ইত্যেকরাজঃ তং বক্ষ্যমাণাভিপ্রায়েণ ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তং স্বস্যৈবৈকাধিপত্যং কাময়মানোঽভূদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই তৃতীয় অধ্যায়ে হিরণ্যকশিপু তীব্র তপস্যা করিয়া সুস্থিত দেবগণকে দুঃস্থিত করতঃ সমায়াত ব্রহ্মার নিকট হইতে স্তুতিপূর্ব্বক বহু বর লাভ করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইতেছে ॥০॥

'আত্মানম্ একরাজং'—একরাজ বলিতে একজনই যেখানে রাজত্ব করেন, সেইরূপ নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও এক অদ্বিতীয় রাজা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ অভিপ্রায় অনুসারে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত নিজেরই একাধিপত্য কামনা করিয়াছিলেন—এই অর্থ ॥ ১ ॥

স তেপে মন্দরদ্রোণ্যাং তপঃ পরমদারুণম্ ॥
ঊর্দ্ধবাহুর্নভোদৃষ্টিঃ পাদাঙ্গুষ্ঠাশ্রিতাবনিঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) ঊর্ধ্ববাহুঃ (ঊর্ধ্বৌ বাহূ যস্য সঃ) নভোদৃষ্টিঃ (নভসি আকাশে দৃষ্টির্যস্য সঃ পাদাঙ্গুষ্ঠাশ্রিতাবনিঃ) পাদাঙ্গুষ্ঠেন আশ্রিতা অবনিঃ যেন সঃ তাদৃশঃ সন্) মন্দরদ্রোণ্যাং (মন্দরপর্ব্বতস্য দ্রোণ্যাং তৎসমীপস্থগিরিদ্বয়ান্তরালদেশে) পরমদারুণং (দুষ্করং) তপঃ তেপে (তপস্যাং কৃতবান্ ইত্যর্থঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপু ঊর্ধ্ববাহু ও আকাশনিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া এবং পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা ভূমিতল আশ্রয়পূর্ব্বক মন্দরপর্ব্বতের গুহায় অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিল ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—অতএব স তেপে ইতি ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স তেপে'—অতএব তিনি কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২ ॥

জটাদীধিতিভি রেজে সংবর্ত্তার্ক ইবাংশুভিঃ ॥
তস্মিংস্তপস্তপ্যমানে দেবাঃ স্থানানি ভেজিরে ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) জটাদীধিতিভিঃ (জটানাং দীধিতিভিঃ কিরণৈঃ) অংশুভিঃ (রশ্মিভিঃ) সংবর্ত্তার্কঃ ইব (প্রলয়কর্ত্তা সূর্য্যঃ ইব) রেজে (দীপ্যতে স্ম)। তস্মিন্ (হিরণ্যকশিপৌ) তপঃ তপ্যমানে (সতি) দেবাঃ (তদ্ভয়াৎ পূর্ব্বং যে অলক্ষিতাঃ সন্তঃ ভুবিঃ চেরুঃ তে পুনঃ) স্থানানি (স্বস্বধামানি) ভেজিরে (স্ব স্বাধিকারে গতবন্তঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—প্রলয়কারী সূর্য্যের কিরণজাল-সদৃশ জটাসমূহদ্বারা দীপ্তিবিশিষ্ট হওয়ায় হিরণ্যকশিপুর তপোনিষ্ঠা-দর্শনে দেবতাগণ পূর্ব্বের ন্যায় অলক্ষিতে ভ্রমণ পরিহার করিয়া পুনর্ব্বার স্ব-স্ব-স্থান অধিকার করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—স্থানানি স্বস্বগৃহান্। শত্রোস্তস্য শাস্ত্রবমনালক্ষ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্থানানি ভেজিরে'—পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপুর ভয়ে যে দেবগণ লুকাইয়া ছিলেন, তাঁহারা এখন নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিলেন,

'শত্রোস্তস্য'—সেই শত্রুর শত্রুতাভাব না দেখিয়া, এই অর্থ ॥ ৩ ॥

তস্য মূর্দ্ধ্নঃ সমুদ্ভূতঃ সধূমোঽগ্নিস্তপোময়ঃ।
তীর্য্যগূর্দ্ধমধো লোকান্ প্রাতপদ্বিষ্বগীরিতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য মূর্দ্ধ্নঃ সমদ্ভূতঃ (নিঃসৃতঃ) তপোময়ঃ (তপসঃ আগতঃ) সধূমঃ অগ্নিঃ বিষ্বক্ ঈরিতঃ (সর্ব্বতঃ প্রসৃতঃ সন্) তির্য্যক্ উর্দ্ধম্ অধঃ (চ স্থিতান্) লোকান্ প্রাতপৎ (তাপয়ামাস) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপুর মস্তক হইতে উদ্ভূত তপোময় সধূম অগ্নি, সকলদিকে ব্যাপ্ত হওয়ায় তদ্দ্বারা তির্য্যক্, উর্দ্ধ ও অধলোকসমূহ সন্তপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥

চুক্ষুভুর্নদ্যুদন্বন্তঃ সদ্বীপাদ্রিশ্চচাল ভূঃ।
নিপেতুঃ সগ্রহাস্তারা জজ্বলুশ্চ দিশো দশ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—নদ্যুদন্বন্তঃ (নদ্যঃ উদন্বন্তঃ সমুদ্রাশ্চ) চুক্ষুভুঃ (ক্ষোভং প্রাপ্তাঃ) সদ্বীপাদ্রিঃ (দ্বীপৈঃ অদ্রিভিঃ পর্ব্বতৈশ্চ সহিতাঃ) ভূঃ চচাল, সগ্রহাঃ গ্রহৈঃ চল-জ্যোতিষ্কৈঃ সহিতাঃ) তারাঃ নিপেতুঃ দশদিশঃ (উর্দ্ধাধশ্চতুর্দ্দিক্ চতুর্বিদিগাত্মকঃ সর্ব্বপ্রদেশঃ) জজ্বলুঃ চ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তাহার তপস্যা-প্রভাবে নদী ও সমুদ্র ক্ষুব্ধ ; পর্ব্বত, দ্বীপ ও পৃথিবী বিচলিত ; গ্রহ-নক্ষত্রাদি বিক্ষিপ্ত এবং দশদিক্ প্রজ্জ্বলিত হইল ॥ ৫ ॥

তেন তপ্তা দিবং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মলোকং যযুঃ সুরাঃ।
ধাত্রে বিজ্ঞাপয়ামাসুর্দেবদেব জগৎপতে।
দৈত্যেন্দ্রতপসা তপ্তা দিবি স্থাতুং ন শক্নুমঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—তেন (তপোঽগ্নিনা) তপ্তাঃ সুরাঃ (দেবাঃ) দিবং (স্বর্গং) ত্যক্ত্বা ব্রহ্মলোকং যযুঃ (গতবন্তঃ)। ধাত্রে (ব্রহ্মণে) বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ (নিবেদয়ামাসুশ্চ ; হে) দেবদেব, (হে) জগৎপতে, দৈত্যেন্দ্র-তপসা (দৈতেন্দ্রস্য তপোজনিতাগ্নিতাপেন) তপ্তাঃ (সন্তপ্তাঃ বয়ং) দিবি (স্বর্গে) স্থাতুং ন শক্নুমঃ (ন পারয়ামঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপুর এবম্বিধ তপস্যা-দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন এবং বিধাতাকে বলিলেন,—হে দেব-দেব, হে জগৎপতে, দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর তপাগ্নিতে সন্তপ্ত হইয়া আমরা আর স্বর্গ-লোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ৬ ॥

তস্য চোপশমং ভূমন্ বিধেহি যদি মন্যসে।
লোকা ন যাবন্নঙ্ক্ষ্যন্তি বলিহারাস্তবাভিভূঃ ॥ ৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভূমন্, (হে) অভিভূঃ (অভিতঃ ভবতীত্যভিভূঃ সর্ব্বাধিপতে,) যদি মন্যসে (তর্হি) যাবৎ তব বলিহারাঃ (পূজাকারিণঃ) লোকাঃ ন নঙ্ক্ষ্যন্তি (ন নষ্টাঃ ভবিষ্যন্তি, তাবদেব) তস্য (সর্ব্বলোকোপদ্রবস্য) উপশমং (নিবারণং) বিধেহি (কুরু) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে ভূমন্, হে সর্ব্বাধিপতে, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে পূজাকারী ব্যক্তি সকলের বিনাশপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই এই সর্ব্বলোকক্ষয়কর উপদ্রব নিবারণ করুন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অভিতো ভবতীত্যভিভো হে সর্ব্বাধিপতে ! সবিসর্গপাঠে ভো ইতি সম্বোধনম্। অভি অভিতঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভিভো'—সর্ব্বদিকে যিনি বিদ্যমান থাকেন, (অভিভূ-শব্দের সম্বোধনে), হে সর্ব্বাধিপতে ! এই অর্থ। সবিসর্গপাঠে (অভিভোঃ —এই পাঠে) ভোঃ ! ইহা সম্বোধন পদ, অভি—সর্ব্বদিকে ॥ ৭ ॥

তস্যায়ং কিল সংকল্পশ্চরতো দুশ্চরং তপঃ।
শ্রূয়তাং কিং ন বিদিতস্তবাথাপি নিবেদিতম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—দুশ্চরম্ (ইতরৈঃ কর্ত্তুম্ অশক্যং) তপঃ চরতঃ তস্য অয়ং সঙ্কল্পঃ (সর্ব্বজ্ঞস্য) তব কিল (ইতঃ প্রাগেব) কিং ন বিদিতঃ ? (অপি তু জ্ঞাতঃ এব ইত্যর্থঃ) অথ অপি (অস্মাভিঃ) নিবেদিতং (ত্বয়া) শ্রূয়তাম্ (ইতি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—দুষ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হিরণ্যকশিপুর

যাহা সংকল্প, তাহা কি আপনার অবিদিত আছে? আপনি অবশ্যই তাহা জ্ঞাত আছেন ; তথাপি আমরা যাহা নিবেদন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তথাপ্যস্মাভির্নিবেদিতং শ্রূয়তাম্ ॥৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তথাপি'—যদিও আপনার কিছু অবিদিত নাই, তথাপি আমাদের নিবেদন শ্রবণ করুন ॥ ৮ ॥

মধ্ব—

জানতামপি কর্ত্তব্যং কর্ম্মাত্মসদৃশং সদা।
তত্রাত্মসদৃশাজ্ঞানাদ্‌রাগাদ্যৈর্বা বিমোহিতাঃ ॥
জানন্তোঽপি হ্যসদৃশং কর্ম্ম কুর্য্যুঋতে বিভুম্।
চতুরাস্যং স নাযোগ্যং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ কথঞ্চন ॥
ইতি নারদীয়ে ॥ ৮ ॥

———

সৃষ্ট্বা চরাচরমিদং তপোযোগসমাধিনা।
অধ্যাস্তে সর্ব্বধিষ্ণ্যেভ্যঃ পরমেষ্ঠী নিজাসনম্ ॥৯॥
তদহং বর্দ্ধমানেন তপোযোগসমাধিনা।
কালাত্মনোশ্চ নিত্যত্বাৎ সাধয়িষ্যে তথাত্মনঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—পরমেষ্ঠী (ব্রহ্মা) তপোযোগসমাধিনা (তপসি ব্রতোপবাসাদৌ যোগে আসনপ্রাণায়ামাদৌ চ যঃ সমাধিঃ নিষ্ঠা তেন) চরাচরম্ ইদং (সর্ব্বং জগৎ) সৃষ্ট্বা (সর্ব্বপূজ্যঃ সন্) সর্ব্বধিষ্ণ্যেভ্যঃ (ইন্দ্রাদিস্থানেভ্যঃ শ্রেষ্ঠং যৎ) নিজাসনং (সত্যলোকং তৎ যথা) অধ্যাস্তে (অধিতিষ্ঠতি) অহম্ (অপি) কালাত্মনোঃ চ (কালস্য আত্মনশ্চ) নিত্যত্বাৎ (বহুভিঃ জন্মভিঃ তপস্তপ্ত্বা) বর্দ্ধমানেন তপোযোগসমাধিনা আত্মনঃ (স্বস্যাপি) তৎ (এব স্থানং) তথা সাধয়িষ্যে (কল্পয়িষ্যামি) ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ—পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যেরূপ তপস্যাদি-দ্বারা এই চরাচরাত্মক বিশ্ব-প্রপঞ্চ সৃষ্টিপূর্ব্বক সকলের পূজ্য হইয়া ইন্দ্রাদি দেবস্থানের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সত্যলোকে অধিষ্ঠিত আছেন, কাল ও আমার আত্মা নিত্য বলিয়া আমিও তদ্রূপ বহুজন্ম-তপঃপ্রভাবে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিব ॥ ৯-১০ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বধিষ্ণ্যেভ্যঃ। বর্দ্ধমানেনেতি। সাংপ্রতিকাদপি পরমেষ্ঠিতো মম প্রভাবোঽধিকো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। ননু ব্রহ্মণা অতিদীর্ঘায়ুষা তপস্তপ্ত্বা তৎসাধিতং, ত্বমেতাবদায়ুষ্কং কথং তৎসাধয়িষ্যসীতি তত্রাহ,—কালেতি, যদ্যপ্যায়ুষোঽল্পত্বেন মদীয়ঃ স্থূলো দেহো বা বারং বারং নঙ্ক্ষ্যতি, তদপি কালস্যাত্মনশ্চ নিত্যত্বাৎ বহুভির্জন্মভিস্তপস্তপ্ত্বা তদাত্মনঃ পরমেষ্ঠ্যাসনং সাধয়িষ্যাম্যেবেতি ॥ ৯-১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — 'সর্ব্বধিষ্ণ্যেভ্যঃ' — সমস্ত ইন্দ্রাদি স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ (যে সত্যলোক, সেখানে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যেরূপ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন), 'বর্দ্ধমানেন'—আমার বৃদ্ধিশীল তপস্যা ও যোগের প্রভাবে, বর্ত্তমানকালীন পরমেষ্ঠী হইতেও আমার প্রভাব অধিক হইবে—এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, ব্রহ্মা অতিদীর্ঘ পরমায়ু লাভ করিয়া কঠোর তপস্যার দ্বারা যাহা লাভ করিয়াছেন, আপনি এত অল্প পরমায়ুর দ্বারা কি প্রকারে তাহা সাধন করিবেন? ইহাতে বলিতেছেন—'কালাত্মনোশ্চ নিত্যত্বাৎ'—যদিও আয়ুর অল্পতাবশতঃ আমার স্থূলদেহ বার বার বিনষ্ট হইবে, তথাপি কাল ও আত্মার নিত্যতা-হেতু বহু বহু জন্মে তপস্যা করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠ আসন (পরমেষ্ঠী পদ) সাধন করিবই ॥ ৯।১০ ॥

মধ্ব —

তপসা বিদ্যয়াবাপি জ্ঞানধ্যানাদিনাথবা।
ব্যস্তৈঃ সমস্তৈরপি বা কুর্ব্বতাং যত্নমুত্তমম্ ॥
সংহারবিক্ষেপশতৈর্বহুকোটিভিরেব বা।
ন শক্যন্তে সমারোঢ়ুং স্বাত্মাযোগ্যা পদানি তু ॥
তথাপ্যাচরতাং কুর্য্যুর্দৈত্যানাং সুরনায়কাঃ।
বিঘ্নন্ত তপ আদীনাং বৈয়র্থ্যস্যানুপত্তয়ে ॥
ইতি প্রকাশসংহিতায়াম্ ॥ ৯-১০ ॥

———

অন্যথেদং বিধাস্যেঽহমযথা পূর্ব্বমোজসা।
কিমন্যৈঃ কালনির্ধূতৈঃ কল্পান্তে বৈষ্ণবাদিভিঃ ॥১১॥

অন্বয়—অহম্ ওজসা (তপোবলেন) ইদং (বিশ্বম্) অন্যথা (সুরাসুরাদি-বাত্যয়েন) অযথা পূর্ব্বং (পুণ্যপাপাদিব্যত্যয়েন) বিধাস্যে ; কল্পান্তে কালনির্ধূতৈঃ (কালেন বিনাশ্যৈঃ) অন্যৈঃ বৈষ্ণবাদিভিঃ (ধ্রুবাদি পদৈঃ) কিং (প্রয়োজনং কিমপি ন ইত্যর্থঃ ; অতঃ ব্রহ্মলোকম্ এব সাধয়িষ্যামি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তপঃপ্রভাবে আমি পুণ্যপাপব্যত্যয়দ্বারা

এই জগতের সমস্ত নিয়ম উল্‌টাইয়া দিব। কালবশে কল্পান্তে বৈষ্ণবাদি পদও বিনষ্ট হইবে, সুতরাং তাহাতে আমার আবশ্যকতা নাই, আমি ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিরই সাধন করিব ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ ইদং জগদন্যথা বিধাস্যে ইতি যে ব্রহ্মচর্য্যতপোব্রতাদিভিরিহলোকে দুঃখিনস্তে পরলোকেঽপি নরকভাজো দুঃখিনঃ কর্ত্তব্যাঃ, যে ইহলোকে বৈষয়িক-সুখভোগমাত্র-নিরতা-স্ত এব পরলোকে স্বর্গিণঃ বৈষয়িক-সুখভোগৌন্মুখ্যমেব পুণ্যমিষ্টসাধনঞ্চ তৎ সঙ্কোচ এব পাপমনিষ্টসাধনমিত্যাদিকং প্রবর্ত্তনীয়ম্। নন্বেবং পূর্ব্বপূর্ব্বমহাকল্পেষু ন প্রবৃত্তং তত্রাহ;—অযথা পূর্ব্বমপি ওজসা স্বতেজসা বিধাস্যে। ননু যেন সিষাধয়িষিতং পরমেষ্ঠ্যাসনমেব কিং সর্ব্বধিষ্ণেভ্যঃ শ্রেষ্ঠং মন্যসে ? তত্রাহ,—কিমন্যৈরিতি বৈষ্ণবাদিভির্ধ্রু বাদিপদৈঃ কিং প্রয়োজনং কালনির্দ্ধূতৈরিতি ধ্রুবপদস্যানিত্যত্বমননমসুরস্বভাবত্বাৎ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্যথেদং বিধাস্যে'—তারপর এই জগতের বিধান অন্যথা (বিপর্য্যস্ত) করিয়া দিব। যাহারা ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, ব্রত প্রভৃতি করিয়া ইহলোকে দুঃখভোগ করে, তাহারা পরলোকেও দুঃখ পাইবে। যাহারা ইহলোকে বৈষয়িক সুখভোগমাত্রে নিরত, তাহারাই পরলোকে স্বর্গীয় সুখভোগ করিবে। আর যাহা পুণ্য ও ইষ্টসাধন, তাহার সঙ্কোচ করিয়া পাপ ও অনিষ্টসাধন (অর্থাৎ পাপই হইবে সুখসাধন এবং পুণ্য হইবে দুঃখসাধন, আর অসুরদিগের স্থান হইবে স্বর্গ এবং দেবগণের স্থান পাতাল) ইত্যাদি বিপরীত নিয়ম প্রবর্ত্তন করিব। যদি বলেন—দেখুন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাকল্পে এরূপ ছিল না, তাহাতে বলিতেছেন—'অযথাপূর্ব্বম্ ওজসা', পূর্ব্বে সেরূপ না থাকিলেও পাপ ও পুণ্যের ব্যত্যয়ের দ্বারা নিজের তজোপ্রভাবে তাহা সাধন করিব। যদি বলেন—দেখুন, যে পরমেষ্ঠী পদ আপনি সাধন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা কি সকল স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'কিমন্যৈঃ বৈষ্ণবাদিভিঃ'—বৈষ্ণবগণের প্রাপ্ত ধ্রুবাদিপদে আমার প্রয়োজন কি ? কারণ উহারা কল্পান্তে কালকর্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এখানে ধ্রুব-পদের অনিত্যত্ব কল্পনা হিরণ্যকশিপুর অসুরস্বভাবহেতু বুঝিতে হইবে॥ ১১॥

মধ্ব—বৈষ্ণবাদিভির্ব্রহ্মনির্ম্মিতৈঃ। ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূদ্রুহিণো বৈষ্ণবঃ শতধৃক্ তথা ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ১১ ॥

———

ইতি শুশ্রুম নির্ব্বন্ধং তপঃ পরমমাস্থিতঃ।
বিধৎস্বানন্তরং যুক্তং স্বয়ং ত্রিভুবনেশ্বর ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (ইত্যেবং ত্বৎপদহরণে তস্য) নির্বন্ধং (আগ্রহং) শুশ্রুম (অতশ্চ) পরমং তপঃ আস্থিতঃ ; (হে) ত্রিভুবনেশ্বর, (অত্র যৎ) যুক্তং (সমুচিতং তৎ) স্বয়ম্ (এব) অনন্তরং (সত্বরং) বিধিৎস্ব (কুরু) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—আপনার পদলাভের উদ্দেশ্যেই হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্তির কথা আমরা শুনিয়াছি। আপনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর ; ইহার সমুচিত প্রতীকার আপনিই বিধান করুন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ইতি ত্বৎপদাপহরণে তস্য নির্ব্বন্ধং শুশ্রুম। অতএবায়ং তপঃ পরমমাস্থিতঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইতি শুশ্রুম'—এই প্রকার আপনার স্থান অধিকারবিষয়ে তাহার আগ্রহ (নির্ব্বন্ধ) আমরা শুনিয়াছি। অতএব এই ব্যক্তি এইরূপ দুষ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

———

তবাসনং দ্বিজগবাং পারমেষ্ঠ্যং জগৎপতে।
ভবায় শ্রেয়সে ভূত্যৈ ক্ষেমায় বিজয়ায় চ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) জগৎপতে ! তব (ইদং) পারমেষ্ঠ্যং (সর্ব্বোৎকৃষ্টম্) আসনং (স্থানং) দ্বিজগবাং (দ্বিজানাং গবাং চ) ভবায় (উদ্ভবায়) শ্রেয়সে (সুখায়) ভূত্যৈ (ঐশ্বর্য্যায়) ক্ষেমায় (কল্যাণায়) বিজয়ায় (উৎকর্ষায় চ ভবতি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে জগৎপতে ! আপনার এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান গো-ব্রাহ্মণদিগের উদ্ভব, সুখ, ঐশ্বর্য্য, কল্যাণ ও উৎকর্ষের জন্যই হইয়াছে। হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক আপনার স্থান অধিকৃত হইলে ইহার সমস্তই বিনষ্ট হইবে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তব পারমেষ্ঠ্যমিদমাসনং ভবায়, কীদৃশায় ? শ্রেয়সে উত্তমসৃষ্ট্যর্থমিত্যর্থঃ। স চেদিদং প্রাপ্স্যতি তদা বিরুদ্ধং স্রক্ষ্যতীতি ভাবঃ। ভূত্যৈ

সৃষ্টানাং লোকানাং ধর্ম্মাদিসম্পত্ত্যৈ তদধিকারে ত্ব-ধর্ম্মে বিপত্তির্ভাবিনীতি ভাবঃ। ক্ষেমায় কল্যাণায় বিজয়ায় উৎকর্ষায় তদধিকারে তু অকল্যাণপরাভবাবেব ভাবিনাবেতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তব পারমেষ্ঠ্যম্ আসনং'—আপনার এই পারমেষ্ঠ্য আসন (সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান) 'ভবায়'—সকলের উদ্ভবের নিমিত্ত। কিরূপ? 'শ্রেয়সে'—উত্তম সৃষ্টির নিমিত্ত, এই অর্থ। সেই দৈত্য যদি ইহা প্রাপ্ত হয়, তবে বিরুদ্ধ সৃষ্টি করিবে, এই ভাব। 'ভূত্যৈ'—সৃষ্টপ্রাণিগণের ধর্ম্মাদি সম্পত্তির নিমিত্ত, তাহার অধিকারে কিন্তু অধর্ম্মের দ্বারা বিপত্তিই হইবে, এই ভাব। 'ক্ষেমায় বিজয়ায় চ'—কল্যাণ ও উৎকর্ষের নিমিত্তই আপনার এই শ্রেষ্ঠ আসন, কিন্তু তাহার অধিকারে অকল্যাণ ও পরাভবই হইবে—এই ভাবার্থ ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—

ভবায় শ্রেয়সে চৈব ন কশ্চিত্তদবেক্ষতে।
মধুকৈটভয়োশ্চৈব হিরণ্যাদেস্তথৈব চ ॥
নান্যো ব্রহ্মপদং বাঞ্ছত্যৃজূন্ যোগ্যান্ বিনা ক্বচিৎ।
ততঃ শ্রেয়াংসি বাঞ্ছন্তি ন তু তৎপদমাপ্তয়ে ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে।
ভবো বৃদ্ধিঃ সমুদ্দিষ্টঃ শ্রেয়ো মোক্ষ উদাহৃতঃ।
বৃদ্ধস্য ন পুনর্হ্রাসো ভূতিরিত্যেব কথ্যতে ॥
ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ১৩ ॥

———

ইতি বিজ্ঞাপিতো দেবৈর্ভগবানাত্মভূর্নৃপ।
পরিতো ভৃগুদক্ষাদ্যৈর্যযৌ দৈত্যেশ্বরাশ্রমম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, দেবৈঃ ইতি (ইত্যেবং) বিজ্ঞাপিতঃ (নিবেদিতঃ) ভগবান্ আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) ভৃগুদক্ষাদ্যৈঃ (প্রজেশ্বরৈঃ) পরিতঃ (বেষ্টিতঃ সন্) দৈত্যেশ্বরাশ্রমং (দৈত্যেশ্বরস্য আশ্রমং তপশ্চর্য্যাস্থানং) যযৌ (গতবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণ-কর্ত্তৃক এইপ্রকারে বিজ্ঞাপিত হইলে ভৃগু, দক্ষ প্রভৃতি মুনিবৃন্দপরিবৃত হইয়া দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—যযাবিতি তর্হ্যধুনৈব বরদানৈস্তৎ-তপসো নিবর্ত্তয়ামীত্যাশয়েন ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যযৌ'—তাহা হইলে এখনই বরদানের দ্বারা তাহাকে তপস্যা হইতে নিবর্ত্তিত করিব—এই আশয়ে (ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ ভৃগু, দক্ষাদির সহিত দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুর আশ্রমে গমন করিলেন) ॥ ১৪ ॥

———

ন দদর্শ প্রতিচ্ছন্নং বল্মীকতৃণকীচকৈঃ।
পিপীলিকাভিরাচীর্ণং মেদস্ত্বঙ্মাংসশোণিতম্ ॥১৫॥
তপন্তং তপসা লোকান্ যথাভ্রাপিহিতং রবিম্।
বিলক্ষ্য বিস্মিতঃ প্রাহ হসংস্তং হংসবাহনঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—বল্মীকতৃণকীচকৈঃ (বল্মীকৈঃ তৃণৈঃ কীচকৈঃ বেণুভিশ্চ) প্রতিচ্ছন্নং (আচ্ছাদিতং তথা) পিপীলিকাভিঃ আচীর্ণং (সমন্তাৎ ভক্ষিতং) মেদস্ত্বঙ্-মাংসশোণিতং মেদশ্চ ত্বক্ চ মাংসং চ শোণিতং চ যস্য তং প্রথমং) ন দদর্শ (পশ্চাৎ) তপসা (তপো-হগ্নিনা) লোকান্ তপন্তম্ অভ্রাপিহিতং রবিং যথা অভ্রৈঃ মেঘৈঃ অপিহিতং প্রতিচ্ছন্নং রবিং সূর্য্যম্ ইব) (কথঞ্চিৎ) বিলক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) বিস্মিতঃ হংসবাহনঃ (ব্রহ্মা) হসন্ তং প্রাহ (উবাচ) ॥ ১৫-১৬ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা প্রথমে তাহার দেহ উইয়ের ঢিপি, তৃণ ও বংশ প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় ও অসংখ্য পিপীলিকা তাহার ত্বক্, মাংস ও শোণিত ভক্ষণ করায়, তাহাকে প্রথমে দেখিতে পান নাই; পরে মেঘাচ্ছন্ন লোকতাপদাতা সূর্য্যের ন্যায় তাহাকে তপস্যারত অবলোকন করিয়া হংসবাহন ব্রহ্মা বিস্মিতচিত্তে হাস্য করিতে করিতে তাহাকে বলিলেন ॥ ১৫-১৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রথমং বল্মীকাদিভিঃ প্রতিচ্ছন্নং তং ন দদর্শ। ততঃ কথঞ্চিত্তং বিলক্ষ্য প্রাহেতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। আচীর্ণং সমন্তাদ্ভক্ষিতং মেঘাচ্ছাদিতং রবিমিব ॥ ১৫-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বল্মীকাদি দ্বারা আবৃত দৈত্যেশ্বরকে প্রথমে দেখিতে পাইলেন না, তারপর কোনরূপে তাঁহাকে 'লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন'—ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বয়। 'আচীর্ণং'—চারিদিকে বহু পিপীলিকার দ্বারা তাঁহার ত্বক্, মাংসাদি ভক্ষিত হইয়াছিল। 'যথা অভ্রাপিহিতং

রবিম্'—মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের মত তাঁহাকে দেখিলেন ॥ ১৫-১৬ ॥

মধ্ব—

সকামস্তু ততঃ ক্রূরং লোকানাং ভয়কৃদ্ভবেৎ।
ইতরচ্ছান্তয়ে সর্ব্বলোকানাং ভবতি ধ্রুবম্ ॥

ইতি প্রকাশিকায়াম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে তপঃসিদ্ধোঽসি কাশ্যপ।
বরদোঽহমনুপ্রাপ্তো ব্রিয়তামীপ্সিতো বরঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ,—(হে) কাশ্যপ, (ত্বম্) উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ, তে (তব) ভদ্রম্ (এব ভবিষ্যতি) তপঃ সিদ্ধঃ অসি, (তপসা সিদ্ধঃ অসি অতএব) বরদঃ (অভীষ্টদঃ) অহম্ অনুপ্রাপ্তঃ (সমাগতঃ অস্মি) ঈপ্সিতঃ বরঃ ব্রিয়তাং (প্রার্থ্যতাম্) ॥১৭॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা কহিলেন,—ওহে কাশ্যপ! তুমি উঠ উঠ, তোমার কুশল হউক; তুমি তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছ; অতএব আমি বর দিতে আসিয়াছি, তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর ॥ ১৭ ॥

মধ্ব—ব্রহ্মাণমভজদ্‌ব্রহ্মপদার্থং স হিরণ্যকঃ ইতি স্কান্ধে ॥ ১৭ ॥

অদ্রাক্ষমহমেতং তে হৃৎসারং মহদদ্ভুতম্।
দংশভক্ষিতদেহস্য প্রাণা হ্যস্থিষু শেরতে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অহং তে (তব) এতং মহদদ্ভুতম্ (আশ্চর্য্য-জনকম্) হৃৎসারং (ধৈর্য্যং) অদ্রাক্ষম্ (দৃষ্টবান্ অস্মি)। হি (যস্মাৎ) দংশভক্ষিত-দেহস্য (দংশৈঃ মক্ষিকাবিশেষৈঃ ভক্ষিতঃ দেহঃ যস্য তস্য তব) প্রাণাঃ অস্থিষু শেরতে (কেবলম্ অস্থীনি আশ্রিত্য বর্ত্তন্তে) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—আমি তোমার আশ্চর্য্যজনক ধৈর্য্য দেখিলাম, যেহেতু দংশসকল তোমার সর্ব্বশরীর ভক্ষণ করিয়াছে; কেবল অস্থি আশ্রয় করিয়া প্রাণটী আছে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—হৃৎসারং ধৈর্য্যম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হৃৎসারং'—তোমার অদ্ভুত ধৈর্য্য দেখিলাম ॥ ১৮ ॥

নৈতৎ পূর্ব্বর্ষয়শ্চক্রুর্ন করিষ্যন্তি চাপরে।
নিরম্বুর্ধারয়েৎ প্রাণান্ কো বৈ দিব্যসমাঃ শতম্ ॥১৯

অন্বয়ঃ—পূর্ব্বর্ষয়ঃ (ভৃগ্বাদয়ঃ) এতৎ (এব-স্বিধং তপঃ) ন চক্রুঃ (ন কৃতবন্তঃ) অপরে চ অর্ব্বাচীনাঃ) ন করিষ্যন্তি কো বৈ দিব্যসমাঃ শতং (দেবমানেন সম্বৎসর শতপর্য্যন্তং) নিরম্বুঃ (নিষিদ্ধম্ অম্বু যেন সঃ নিরম্বুস্ত্যক্তোদকঃ সন্) প্রাণান্ ধারয়েৎ (ন কোঽপীত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ভৃগুপ্রভৃতি পূর্ব্বতন ঋষিগণ এপ্রকার কঠোর তপস্যা করিতে পারেন নাই এবং অপর কেহ পারিবেও না। তোমার ন্যায় কোন্ ব্যক্তি জল না খাইয়া দিব্য শতবৎসর কাল প্রাণ ধারণ করিতে পারে? ১৯ ॥

ব্যবসায়েন তেঽনেন দুষ্করেণ মনস্বিনাম্।
তপোনিষ্ঠেন ভবতা জিতোঽহং দিতিনন্দন ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দিতিনন্দন মনস্বিনাম্ (ঋষ্যা-দীনাম্ অপি) দুষ্করেণ তপোনিষ্ঠেন (তপো-বিষয়-কেন) তে (তব) অনেন ব্যবসায়েন (এব তাবৎ) অহং জিতঃ (বশীকৃতঃ অস্মি) তপোনিষ্ঠেন ভবতা (তু সুতরাং জিতঃ অস্মি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে দিতিনন্দন, ঋষিদিগের পক্ষেও দুষ্কর তোমার এই কার্য্যদ্বারা ও তপোনিষ্ঠা-দ্বারা আমি তোমার বশীভূত হইয়াছি ॥ ২০ ॥

মধ্ব—জিতঃ বশীকৃতঃ;—"পরাভূতং বশস্থং চ জিতমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ" ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ২০ ॥

ততস্ত আশিষঃ সর্ব্বা দদাম্যসুরপুঙ্গব।
মর্ত্তস্য তে হ্যমর্ত্তস্য দর্শনং নাফলং মম ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অসুরপুঙ্গব, (অসুরশ্রেষ্ঠ,) ততঃ (তস্মাৎ) তে (তুভ্যং) সর্ব্বাঃ আশিষঃ (সর্ব্বান্ ইষ্টান্ অর্থান্) দদামি (যতঃ) মর্ত্তস্য (মরণ-

ধর্ম্মস্য) তে (তব) অমর্ত্তস্য (দেবস্য) মম দর্শনম্ অফলং (নিষ্ফলং) ন (ভবতি অতঃ বরং বৃণীষ্ব)।।২১

অনুবাদ—হে অসুরশ্রেষ্ঠ, এই কারণে আমি তোমাকে তোমার প্রার্থনীয় বরসমূহ প্রদান করিতেছি, আমি অমর দেব, তুমি মরণশীল হইলেও আমার দর্শন তোমার বিফল হইবে না ; অতএব বর প্রার্থনা কর ।। ২১ ।।

বিশ্বনাথ—অসুরজাতিত্বেঽপি মরণধর্ম্মবত্ত্বান্মর্ত্ত্যস্য তে মর্ত্ত্যেন ত্বয়া ।। ২১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মর্ত্ত্যস্য তে'—অসুরজাতি হইলেও মরণধর্ম্মশীল বলিয়া মর্ত্ত্য তোমা-কর্ত্তৃক (অমর্ত্ত্য আমার দর্শন নিষ্ফল হইতে পারে না)।।২১।।

শ্রীনারদ উবাচ—

ইত্যুক্ত্বাদিভবো দেবো ভক্ষিতাঙ্গং পিপীলিকৈঃ ।
কমণ্ডলুজলেনৌক্ষদ্দিব্যেনামোঘরাধসা ।। ২২ ।।

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—আদিভবঃ দেবঃ (ব্রহ্মা) ইতি উক্ত্বা অমোঘরাধসা (অমোঘম্ ইষ্টার্থ-সাধকং রাধঃ প্রভাবঃ যস্য তেন । দিব্যেন কমণ্ডলু-জলেন পিপীলিকৈঃ ভক্ষিতাঙ্গং (ভক্ষিতম্ অঙ্গং যস্য তাদৃশং তং দৈত্যম্) ঔক্ষৎ (প্রোক্ষিতবান্) ।। ২২ ।।

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—আদিদেব ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া পিপীলিকা-কর্ত্তৃক ভক্ষিতাঙ্গ দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে সিদ্ধ দিব্য কমণ্ডলুর অমোঘ জলদ্বারা প্রোক্ষিত করিলেন ।। ২২ ।।

বিশ্বনাথ—পিপীলিকৈরিতি পিপীলিকাদংশাদিভিরিত্যর্থঃ। আদিভবো ব্রহ্মা অমোঘমব্যর্থং রাধঃ সংসিদ্ধির্যতস্তেন ঔক্ষৎ প্রোক্ষিতবান্ ।। ২২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পিপীলিকৈঃ'—পিপীলিকা, দংশ প্রভৃতির দ্বারা ভক্ষিতাঙ্গ হিরণ্যকশিপুকে, ব্রহ্মা 'অমোঘ-রাধসা'—অমোঘ বলিতে অব্যর্থ সংসিদ্ধি যাহা হইতে, তাদৃশ কমণ্ডলুর জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করিলেন ।। ২২ ।।

স তৎকীচকবল্মীকাৎ সহওজোবলান্বিতঃ ।
সর্ব্বাবয়বসম্পন্নো বজ্রসংহননো যুবা ।
উত্থিতস্তপ্তহেমাভো বিভাবসুরিবৈধসঃ ।। ২৩ ।।

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ প্রোক্ষণাৎ এব) সহ-ওজোবলান্বিতঃ (সহঃ মনঃ, ওজঃ ইন্দ্রিয়শক্তিঃ, বলং দেহশক্তিঃ, তৈঃ অন্বিতঃ) সর্ব্বাবয়বসম্পন্নঃ (সর্ব্বৈঃ অবয়বৈঃ পাণিপাদাদিভিঃ সম্পন্নঃ যুক্তঃ) বজ্রসংহননঃ (বজ্রবদ্‌দৃঢ়গাত্রঃ) যুবা (যুবাবস্থাং প্রাপ্তঃ) তপ্তহেমাভঃ (তপ্তস্য হেম্নঃ ইব আভা কান্তির্যস্য সঃ) সঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) এধসঃ (কাষ্ঠাৎ) বিভাবসুঃ ইব (অগ্নিরিব) কীচকবল্মীকাৎ (কীচকাচ্ছন্নাৎ বল্মীকাৎ কীটাদি-সম্পাদিত-মৃচ্চয়াৎ) উত্থিতঃ ।। ২৩ ।।

অনুবাদ—কমণ্ডলুর জলে সিক্ত হইবামাত্র সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন বজ্রতুল্য দৃঢ়গাত্র, বল ও তেজ-সম্পন্ন তপ্তকাঞ্চনবৎ প্রভাবিশিষ্ট যুবা হিরণ্যকশিপু কাষ্ঠ হইতে অগ্নির ন্যায় বংশ ও বল্মীক-মধ্য হইতে উত্থিত হইল ।। ২৩ ।।

বিশ্বনাথ—বজ্রস্যেব সংহননমঙ্গস্য দার্ঢ্যং যস্য সঃ ।। ২৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বজ্র-সংহননঃ'—বজ্রের ন্যায় সংহনন অর্থাৎ অঙ্গের দৃঢ়তা যাঁহার, (অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ হিরণ্যকশিপু বজ্রতুল্য দৃঢ়গাত্র হইলেন ।) ।। ২৩ ।।

স নিরীক্ষ্যাম্বরে দেবং হংসবাহমুপস্থিতম্ ।
ননাম শিরসা ভূমৌ তদ্দর্শনমহোৎসবঃ ।। ২৪ ।।

অন্বয়ঃ—সঃ অম্বরে (আকাশে) উপস্থিতং হংসবাহং দেবং (ব্রহ্মাণং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) তদ্দর্শন-মহোৎসবঃ (তস্য দর্শনেন মহান্ উৎসবঃ আহলাদঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) শিরসা ভূমৌ ননাম (নমস্কারং কৃতবান্) ।। ২৪ ।।

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপু হংসবাহন দেব ব্রহ্মাকে আকাশপথে উপস্থিত দেখিয়া, অত্যন্ত আহলাদিত চিত্তে ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল ।। ২৪ ।।

মধ্ব—

প্রায়স্তু স্তুতিশব্দেষু মিশ্রা বাচো হরিং বিনা ।
কেচিজ্জীবগুণাস্তত্র তন্নিয়ন্তুর্হরেঃ পরে ।।

একস্থানৈককার্য্যত্বাদ্বিষ্ণোঃ প্রাধান্যতস্তথা ।
জীবস্য তদধীনত্বান্ন ভিন্নাধিকৃতং বচঃ ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ২৪ ॥

———

উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্ব ঈক্ষমাণো দৃশা বিভুম্ ॥
হর্ষাশ্রুপুলকোদ্ভেদো গিরা গদ্‌গদয়াগৃণাৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) উত্থায় দৃশা (নেত্রেণ) বিভুং (ব্রহ্মাণম্) ঈক্ষমাণঃ হর্ষাশ্রুপুলকোদ্ভেদঃ (হর্ষেণ অশ্রূণাং পুলকানাঞ্চ উদ্‌ভেদঃ উন্মেষঃ যস্য তাদৃশঃ) প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্বঃ (বিনম্রশ্চ সন্) গদ্‌গদয়া (স্খলিতাক্ষরয়া) গিরা অগৃণাৎ (অস্তৌষীৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—দৈত্যপতি ভূমি হইতে উঠিয়া ব্রহ্মাকে দেখিয়া আনন্দাশ্রু ও রোমাঞ্চিত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিনীত ভাবে গদ্‌গদবাক্যে তুষ্ট করিল ॥ ২৫ ॥

———

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ—
কল্পান্তে কালসৃষ্টেন যোঽন্ধেন তমসাবৃতম্ ।
অভিব্যনগ্‌জগদিদং স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বরোচিষা ॥২৬॥
আত্মনা ত্রিবৃতা চেদং সৃজত্যবতি লুম্পতি ।
রজঃসত্ত্বতমোধাম্নে পরায় মহতে নমঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীহিরণ্যকশিপুঃ উবাচ,—কল্পান্তে (দৈনন্দিন প্রলয়ে) কালসৃষ্টেন (কালেন নিমিত্তেন সৃষ্টেন প্রেরিতেন) অন্ধেন তমসা (নিবিড়েন তমোগুণেন) আবৃতম্ ইদং (জগৎ) যঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ (স্বয়ংপ্রকাশরূপঃ) স্বরোচিষা (স্বপ্রকাশেন পুনঃ) অভিব্যনক্ (অভিব্যক্তম্ অকরোৎ যশ্চ) ত্রিবৃতা (ত্রীন্ গুণান্ বৃণোতি সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যার্থং স্বীকরোতি ইতি তথা তেন) আত্মনা ইদং (বিশ্বং) সৃজতি অবতি (রক্ষতি) লুম্পতি চ (সংহরতি চ, তস্মৈ) রজসত্ত্বতমোধাম্নে (রজঃসত্ত্বতমসাং ধাম্নে আশ্রয়ায়) মহতে (ব্যপকায়) পরায় (পরমেশ্বরায়) নমঃ ॥ ২৬-২৭ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপু কহিল,—দৈনন্দিন প্রলয়-সময়ে কালসৃষ্ট নিবিড় অন্ধতমোগুণের দ্বারা আবৃত এই জগৎকে যে স্বয়ংপ্রকাশ স্বপ্রকাশে প্রকাশিত করিয়াছেন, যিনি ত্রিগুণ-দ্বারা ইহার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন, সেই রজঃসত্ত্ব ও তমোগুণের আশ্রয়স্বরূপ অপরিমেয় পরমেশ্বরকে প্রণাম করি ॥ ২৬-২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অভিব্যনক্ যোঽভিব্যক্তমকরোৎ ত্রীন্ গুণান্ বৃণোতি স্বীকরোতীতি ত্রিবৃৎ আত্মা তেন ॥ ২৬-২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভিব্যনক্'—(অন্ধকারের দ্বারা আবৃত জগৎকে স্বীয় প্রভায় পুনরায়) যিনি অভিব্যক্ত করিয়াছেন। 'ত্রিবৃতা আত্মনা'—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণ যিনি স্বীকার করেন, তিনি ত্রিবৃৎ, সেইরূপ আত্মার দ্বারা (অর্থাৎ সত্ত্বাদি তিনটি গুণের দ্বারা যিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতেছেন, সেই ত্রিগুণের আশ্রয়স্বরূপ পরমমহৎ আপনাকে নমস্কার করি।) ॥ ২৬-২৭ ॥

মধ্ব—ত্রিবৃতা প্রকৃত্যা ॥ ২৭ ॥

———

নম আদ্যায় বীজায় জ্ঞানবিজ্ঞানমূর্ত্তয়ে ।
প্রাণেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিকারৈর্ব্যক্তিমীয়ুষে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—জ্ঞানবিজ্ঞানমূর্ত্তয়ে (জ্ঞানঃ জ্ঞপ্তিঃ, বিজ্ঞানং বিশেষ জ্ঞানং বিষয়াকারং তে মূর্ত্তী যস্য তস্মৈ) প্রাণেন্দ্রিয়-মনো-বুদ্ধি-বিকারৈঃ (প্রাণশ্চ উভয়বিধেন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চ বিকারাশ্চ তৈঃ) ব্যক্তিং (কার্য্যরূপতাম্) ঈয়ুষে (প্রাপ্তবতে) আদ্যায় বীজায় (সর্ব্বেষাম্ আদিকারণায়) নমঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—যিনি জ্ঞান ও বিজ্ঞান মূর্ত্তিতে জগতের আদি কারণ এবং প্রাণ-ইন্দ্রিয় মন-বুদ্ধিরূপ বিকার দ্বারা কার্য্যাকারে প্রকাশিত হন তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাণাদয়ো যে বিকারাস্তৈর্ব্যক্তিং কার্য্যাকারম্ ঈয়ুষে ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাণাদি (প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি) যে সকল বিকার, তাহার দ্বারা, 'ব্যক্তিম্ ঈয়ুষে'—ব্যক্তি বলিতে কার্য্যরূপতা যিনি প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ প্রাণাদি বিকার দ্বারা যিনি নিজেই নিজেকে প্রকটিত করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি।) ॥ ২৮ ॥

———

ত্বমীশিষে জগতস্তস্থুষশ্চ
প্রাণেন মুখ্যেন পতিঃ প্রজানাম্ ।
চিত্তস্য চিত্তৈর্মন-ইন্দ্রিয়াণাং
পতির্মহান্ ভূতগুণাশয়েশঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বম্ (এব) মুখ্যেন প্রাণেন (সূত্রাত্মরূপেণ) জগতঃ (জঙ্গমস্য) তস্থুষঃ চ (স্থাবরস্য চ) ঈশিষে (নিয়ন্তা ভবসি অতস্ত্বং) প্রজানাং পতিঃ (ভবসি অপি চ তাসাং) চিত্তস্য চিত্তৈঃ (তৎপরিণামভূতায়াঃ চেতনায়াঃ) মন ইন্দ্রিয়ানাং (মনসঃ তন্নিয়ম্যানাম্ ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ) পতিঃ (পালকশ্চ অতস্ত্মেব) মহান্ ভূতগুণাশয়েশঃ (ভূতানাম্ আকাশাদীনাং তদ্গুণানাং শব্দাদিবিষয়াণাম্ আশয়ানাং তদ্বাসনানাম্ ঈশঃ ঈশ্বর ভবসি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—আপনি সূত্রাত্মারূপে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের নিয়ন্তা ; সুতরাং আপনি প্রজাপতি ও তাহাদের চিত্তের চেতনা-স্বরূপ, নিয়ম্য ইন্দ্রিয়গণের পালক, আপনি—মহান্, পৃথিব্যাদির গন্ধাদি গুণসমূহের ও বাসনা সকলেরও আপনিই ঈশ্বর ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ঈশিষে নিয়ন্তা ভবসি । কেন ? মুখ্যেন প্রাণেন সূত্রাত্মরূপেণ অতস্ত্বং প্রজানাং পতিঃ, তাসাং চিত্তস্য চিত্তৈশ্চ তৎপরিণামভূতায়াশ্চেতনায়া মনসশ্চ তন্নিয়ম্যানামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ পতিঃ মহাভূতানাং তদ্গুণানাম্ আশয়ানাং তদ্বাসনানামীশশ্চ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঈশিষে'—তুমি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের নিয়ন্তা, কি প্রকারে ? তাহাতে বলিতেছেন—'মুখ্যেন প্রাণেন', মুখ্য প্রাণবায়ুরূপে, অর্থাৎ সূত্রাত্মরূপে । অতএব তুমি প্রজাগণের পতি (পালক) । তাহাদের চিত্তেরও চিত্ত বলিতে তাহার পরিণামভূত চেতনার, এবং মন ও তাহার নিয়ম্য ইন্দ্রিয়সকলের পালক । 'ভূতগুণাশয়েশঃ'—পঞ্চমহাভূত এবং তাহাদের গুণসমূহ শব্দাদি বিষয় ও আশয় বলিতে অন্তঃকরণ অর্থাৎ তাহার বাসনাসকলের তুমি ঈশ্বর বলিতে স্রষ্টা (অর্থাৎ তুমিই মহৎ, আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, শব্দাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এবং উহা গ্রহণ বা ত্যাগ বিষয়ে বাসনার ঈশ্বর ।) ॥ ২৯ ॥

ত্বং সপ্ততন্তূন্ বিতনোষি তন্বা
ত্রয্যা চতুর্হোত্রকবিদ্যয়া চ ।
ত্বমেক আত্মাত্মবতামনাদি-
রনন্তপারঃ কবিরন্তরাত্মা ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বম্ (এব) এয্যা তন্বা (বেদত্রয়রূপয়া মূর্ত্ত্যা) চতুর্হোত্রক বিদ্যয়া চ (চত্বারঃ হোতারঃ যত্র তৎ চতুর্হোত্রকং কর্ম্ম, তদবিষয়িণ্যা বিদ্যয়া চ) সপ্ততন্তূন্ (অগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞান্) বিতনোষি (বিস্তারয়সি) ত্বম্ (এব) আত্মবতাং (প্রাণিনাম্) আত্মা (আত্মভূতঃ, অপি চ যতঃ) অনন্তপার (নাস্তি অন্তঃ কালতঃ পারঞ্চ দেশতঃ যস্য তাদৃশঃ) অনাদিঃ (উৎপত্তিরহিতশ্চ ততঃ) একঃ (অখণ্ডঃ, ততশ্চ) কবিঃ (সর্ব্বজ্ঞঃ ভবসি অতঃ তাসাম্ আত্মবতাম্) অন্তরাত্মা (অন্তর্য্যামী চ ভবসি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—আপনি বেদত্রয়-মূর্ত্তিতে চারিজন হোতার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম তদ্‌বিষয়ক বিদ্যাদ্বারা অগ্নিষ্টোমাদি-যজ্ঞের বিস্তার করেন, আপনি আত্মবিদ্ জীবের আত্মা, অনাদি, দেশকালপাত্রাতীত অখণ্ড সর্ব্বজ্ঞ এবং অখিল জীবের অন্তরাত্মা ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বমেব সপ্ততন্তূন্ অগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞান্ ত্রয়ী বেদত্রয়ং তদ্রূপয়া তন্বা হোতা উদ্‌গাতা অধ্বর্য্যুর্ব্রহ্মেতি যত্র তচ্চতুর্হোত্রকং কর্ম্ম তদ্বিষয়য়া বিদ্যয়া চ । আত্মবতাং দেহিনাম্ আত্মা জীবঃ অন্তরাত্মা অন্তর্য্যামী ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্বং সপ্ততন্তূন্'—তুমিই সপ্ততন্তুর ন্যায় অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ বিস্তার করিতেছ । 'ত্রয্যা তন্বা'—ত্রয়ী বলিতে ত্রিবিধ বেদ, তদ্রূপ তনুর দ্বারা, এবং হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা—এই চারিপ্রকার হোতার যজ্ঞকর্ম্ম-সম্বন্ধি বিদ্যার দ্বারা যজ্ঞের বিস্তার করিয়া থাক । 'আত্মবতাং আত্মা' —তুমিই প্রাণিগণের আত্মা অর্থাৎ জীব এবং 'অন্তরাত্মা'—অন্তর্য্যামী, অতএব তুমি সর্ব্বজ্ঞ ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—প্রাণেন সহ সপ্ততন্তূন্ সপ্তক্রতুন্ ॥ ৩০ ॥

ত্বমেব কালোঽনিমিষো জনানা-
মায়ুর্লবাদ্যবয়বৈঃ ক্ষীণোষি ।

কূটস্থ আত্মা পরমেষ্ঠ্যজো মহাং-
স্তং জীবলোকস্য চ জীব আত্মা ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বম্ এব অনিমিষঃ (নিত্যং জাগ্রৎ-স্বভাবঃ) কালঃ (সন্) লবাদ্যবয়বৈঃ (লবাদিকাল-ভাগৈঃ) জনানাম্ আয়ুঃ ক্ষিণোষি (ক্ষপয়সি) ত্বং (যতঃ) আত্মা (জ্ঞানরূপঃ) পরমেষ্ঠী (পরমেশ্বরঃ) অজঃ জন্মশূন্যঃ মহান্ (অপরিছিন্নঃ, কিঞ্চ কর্ম্মবশাৎ জন্মাদিভিঃ বিক্রিয়মানস্য) জীবলোকস্য জীবঃ (জীবন হেতুঃ তথা) আত্মা চ (কেবলং নিয়ন্তৃরূপ এব তস্মাৎ) কূটস্থঃ (নির্ব্বিকারঃ ভবসি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—আপনিই নিত্য জাগ্রত হইয়া সর্ব্ব-দ্রষ্টা, লব প্রভৃতি সূক্ষ্মকালাংশ দ্বারা প্রাণিগণের আয়ু হরণ করেন ; অথচ আপনি নির্ব্বিকার, কূটস্থ আত্মা পরমেষ্ঠি, জন্মরহিত, ব্যাপক ও জীবলোকের জীবন-হেতু ও নিয়ন্তা ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—কূটস্থঃ নির্ব্বিকারত্বেন কালব্যাপী। আত্মা অন্তর্য্যামী ; জীবলোকস্য জীববচ্ছরীরস্য জীবাখ্য আত্মা পূর্ব্বশ্লোকে কর্ম্মপ্রযোজ্যত্ব-প্রযোজক-ত্বাভ্যাং কর্ম্মিণামাত্মত্বে উক্তে অত্র ত্বন্যেষাং সর্ব্বেষা-মপি ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কূটস্থঃ'—কূটস্থ বলিতে নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকারত্বহেতু তুমি কালব্যাপী। 'আত্মা' —সকল প্রাণিগণের তুমিই আত্মা, অর্থাৎ অন্তর্য্যামী। 'জীবলোকস্য জীবঃ'—প্রাণযুক্ত শরীরের জীব নামক আত্মা (জীবজগৎ কর্ম্মবশে বিকারপ্রাপ্ত হয়, তুমি জীবের জীবয়িতা বলিতে জীবনের হেতু, অর্থাৎ তত্তৎ ভোগ্যসম্পাদনের দ্বারা সন্তর্পক)। পূর্ব্বশ্লোকে কর্ম্মের প্রযোজ্য ও প্রযোজকত্বরূপে কর্ম্মিগণের আত্মত্ব উক্ত হইয়াছেন, এখানে অন্যান্য সকলেরই তুমি আত্মা, ইহা বলা হইল ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—জীবানাং প্রাণধারকঃ ॥ ৩১ ॥

———

ত্বত্তঃ পরং নাপরমপ্যনেজ-
দেজচ্চ কিঞ্চিদ্ব্যতিরিক্তমস্তি।
বিদ্যাঃ কলাস্তে তনবশ্চ সর্ব্বা
হিরণ্যগর্ভোঽসি বৃহৎ ত্রিপৃষ্ঠঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—পরং (কারণম্ উৎকৃষ্টং বা) অপরং (কার্য্যং নিকৃষ্টং বা তত্রাপি) এজৎ (জঙ্গমম্) অনেজৎ চ (স্থাবরং চ যৎ) কিঞ্চিৎ অপি (বস্তু) ত্বত্তঃ ব্যতিরিক্তং ন অস্তি। সর্ব্বাঃ বিদ্যাঃ (বেদো-পবেদাদয়ঃ) কলাঃ (তদঙ্গানি ব্যাকরণাদীনি চ) তে (তব এব) তনবঃ (শরীরভূতাঃ এব), হিরণ্যগর্ভঃ (হিরণ্যরূপং ব্রহ্মাণ্ডং গর্ভে যস্য সঃ ত্বং) বৃহৎ (ব্রহ্ম-স্বরূপঃ) ত্রিপৃষ্ঠঃ (ত্রিগুণাত্মকস্য প্রধানস্য পৃষ্ঠে পরতঃ স্থিতঃ) অসি (ভবসি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট এবং স্থাবর-জঙ্গ-মাত্মক কোন বস্তুই আপনা হইতে স্বতন্ত্র নহে। বেদোপনিষৎ ও শিক্ষাদি ও বেদাঙ্গশাস্ত্র—আপনার শরীর ; আপনিই হিরণ্যগর্ভ ও ত্রিগুণাত্মক প্রধানরূপ অক্ষর হইতে পরাৎপর বস্তু ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—পরং কারণং অপরং কার্য্যং অনেজৎ স্থাবরং এজৎ জঙ্গমং ; বিদ্যা বেদোপবেদাদিবিদ্যা-স্থানানি কলাশ্চ তদঙ্গানি তে তবৈব তনবঃ হিরণ্য-রূপং ব্রহ্মাণ্ডং গর্ভে যস্য সঃ। বৃহদ্ব্রহ্মৈবাসি ত্রয়া-ণাং গুণানাং পৃষ্ঠে পরতঃ স্থিতত্বাত্ত্রিপৃষ্ঠঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরং'—বলিতে কারণ এবং 'অপরং'—অপর কার্য্য (অর্থাৎ তুমি ভিন্ন আর কোন পরম কারণ বা কার্য্য নাই)। 'অনেজৎ'—স্থাবর এবং 'এজৎ' বলিতে জঙ্গম (অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক কোন বস্তুই তোমা হইতে পৃথক্ নহে)। বেদ উপ-বেদাদি বিদ্যাস্থান এবং তাহার অঙ্গ কলাসমূহ সমস্তই তোমার শরীরভূত। তুমি হিরণ্যগর্ভ, অর্থাৎ হিরণ্যরূপ প্রকাশমান ব্রহ্মাণ্ড তোমার গর্ভে অবস্থিত। 'বৃহৎ'—তুমি ব্রহ্মস্বরূপ এবং তুমি 'ত্রিপৃষ্ঠ'—তিনটি গুণের পৃষ্ঠে বলিতে বাহিরেও তুমি অবস্থিত (অর্থাৎ তুমি ত্রিগুণাত্মক এবং প্রধানেরও পরাৎপর।) ॥৩২॥

মধ্ব—পরাবরেষু যস্মাত্ত্বং ব্যাপ্তো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ। তস্মান্ন ব্যতিরিক্তত্বমিত্যাহুর্বেদবেদিনঃ ॥ ইতি পাদ্মে। বিদ্যাশ্চ কলাশ্চ বিদ্যাকলাঃ।

মহাবিদ্যাঃ কলাশ্চৈব ত্বপুনাবাশ্রিতা যতঃ।
বিদ্যা তনুরিতি প্রাহুরতস্ত্বাং তত্ত্ববেদিঃ ॥

ইতি ত্রিপৃষ্ঠঃ তুরীয়ঃ ॥ ৩২ ॥

———

ব্যক্তং বিভো স্থূলমিদং শরীরং
যেনেন্দ্রিয় প্রাণমনোগুণাংস্ত্বম্।
ভুঙ্ক্ষে স্থিতো ধামনি পারমেষ্ঠ্য
অব্যক্ত আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, যেন শরীরেণ পারমেষ্ঠ্য (সর্ব্বোৎকৃষ্টে) ধামনি (স্ব-স্বরূপে) স্থিতঃ (এব) ত্বম্ ইন্দ্রিয়প্রাণমনোগুণান্ (ইন্দ্রিয়প্রাণমনসাং গুণান্ বিষয়ান্) ভুঙ্ক্ষে (তৎ) ইদং (বৈরাজাখ্যং তব) শরীরং ব্যক্তং (কার্য্যভূতম্ এব যতঃ) স্থূলং (বস্তুতস্ত তম্) অব্যক্তঃ (অতীন্দ্রিয়ঃ ব্রহ্ম) আত্মা (সর্ব্বব্যাপক অন্তর্য্যামী) পুরাণঃ পুরুষঃ সর্ব্বকারণকারণভূতঃ অন্তর্য্যামী নিত্যশ্চ ভগবান্) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, আপনি স্বয়ং বিকৃত না হইয়া স্বরূপাবস্থিত হইয়াই বিরাট্ রূপদ্বারা, ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং মনের রূপরসাদি বিষয়সকল ভোগ-লীলা প্রদর্শন করিতেছেন, এজন্য আপনি ব্রহ্ম, অন্তর্যামী ও পুরাণপুরুষ ভগবান্ ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যক্তং বৈরাজরূপম্ ইদং তব স্থূলং শরীরং যেন শরীরেণ ত্বমিন্দ্রিয়-প্রাণমনসাং গুণান্ বিষয়ান্ ভুঙ্ক্ষে, কিন্তু পারমেষ্ঠ্যে পরমৈশ্বর্য্যে ধামনি স্বরূপে স্থিত এব ভুঙ্ক্ষে, ন তু স্বরূপ-তিরোধানেন, অতস্ত্বমব্যক্তো ব্রহ্ম আত্মা অন্তর্য্যামী পুরাণপুরুষো ভগবাংশ্চ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যক্তং'—এই যে বৈরাজরূপ (জগৎ), ইহা তোমার স্থূল শরীর, যে শরীরের দ্বারা তুমি ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের গুণ বলিতে বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া থাক। 'পারমেষ্ঠ্যে ধামনি স্থিতঃ' তাহা তোমার পরম ঈশ্বররূপে অবস্থিত হইয়াই ভোগ কর, কিন্তু স্বরূপ তিরোধানের দ্বারা নহে, অতএব তুমি 'অব্যক্ত' বলিতে ব্রহ্ম, আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামী এবং পুরাণপুরুষ ভগবান্ ॥ ৩৩ ॥

অনন্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্।
চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—অনন্তাব্যক্তরূপেণ (অনন্তম্ অব্যক্তং চ যৎরূপং স্বরূপং তেন) যেন ইদম্ অখিলং (সমগ্রং জগৎ) ততং (ব্যাপ্তং) চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় (অন্তরঙ্গা স্বরূপভূতা চিৎশক্তিঃ বহিরঙ্গা অচিৎশক্তিগুণমায়া তাভ্যাং যুক্তায়) তস্মৈ ভগবতে (ঐশ্বর্য্যশালিনে পুরুষায়) নমঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—যিনি অনন্ত এবং অব্যক্তরূপে এই অখিল জগতে পরিব্যাপ্ত, যিনি অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও মিশ্রা বা তটস্থাশক্তি-সমন্বিত, সেই ভগবান্‌কে আমি নমস্কার করি ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—চিচ্ছক্তিরন্তরঙ্গা স্বরূপভূতা অচিচ্ছক্তির্মায়া গুণময়ী বহিরঙ্গা তাভ্যাং গুণাতীতগুণময়লীলার্থং যুক্তায় ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চিদচিচ্ছক্তি-যুক্তায়'—চিচ্ছক্তি বলিতে অন্তরঙ্গা স্বরূপভূতা শক্তি এবং অচিৎ শক্তি হইতেছে ত্রিগুণময়ী বহিরঙ্গা মায়াশক্তি; গুণাতীত এবং গুণময় লীলা করিবার নিমিত্ত এই উভয় প্রকার শক্তিযুক্ত হইয়া যিনি বিরাজ করিতেছেন, সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ তোমাকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—

ব্রহ্মণোপ্যধিকং বিষ্ণুং জানন্নপি হিরণ্যকঃ।
ব্রহ্মাণং তদ্‌গুণৈঃ স্তৌতি তত্তবিষ্ণু-বিবক্ষয়া ॥
ইতি চ ॥ ৩৪ ॥

যদি দাস্যস্যভিমতান্ বরান্মে বরদোত্তম।
ভূতেভ্যস্তদ্বিসৃষ্টেভ্যো মৃত্যুর্মা ভূন্মম প্রভো ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বরদোত্তম, (হে) প্রভো, যদি (ত্বং) মে (মম) অভিমতান্ বরান্ দাস্যসি (তদা) ত্বদ্‌বিসৃষ্টেভ্যঃ ত্বয়া রচিতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ (সকাশাৎ) মম মৃত্যুঃ মা ভূৎ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে বরদোত্তম, হে প্রভো, যদি আপনি আমার অভীষ্ট বরই দান করেন, তবে আপনার সৃষ্ট প্রাণিগণের নিকট হইতে যেন আমার মৃত্যু না হয় ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বলমেতাবত্যা স্তুত্যা বরাংস্তাবদ্‌গৃহাণ তত্রাহ—যদীতি। হিরণ্যকশিপোরয়মাশয়ঃ যদ্যহমমৃত্যুর্ভূয়াসমিতি বরং যাচিষ্যে তদা বরোহয়মসম্ভব এব, যতঃ কল্পান্তে বয়ং ব্রহ্মাদয়োঽপি মরিষ্যাম এবেতি মদ্বরং প্রখ্যাস্যতে এব তস্মাদেব যুক্ত্যা

বরং বৃণোমি যৎ ফলতোঽমরত্বমেব প্রাপ্তং ভবিষ্যতীতি, ত্বদ্বিসৃষ্টেভ্য ইতি সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসৃষ্ট্যত্বাদপরঃ কোঽবশিষ্ট ইতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, এইরূপ স্তুতির কোন প্রয়োজন নাই, বর গ্রহণ কর, ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'যদি' ইত্যাদি। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর এইপ্রকার অভিপ্রায়—যদি আমি অমর হইব, এইরূপ বর চাই, তবে সেই বর অসম্ভবই, কারণ 'কল্পান্তে আমরা ব্রহ্মাদিও মারা যাইবই'—এই বলিয়া তিনি আমার বর প্রত্যাখ্যান করিবেন, অতএব যুক্তিপূর্ব্বক বর চাহিব যাহাতে প্রকারান্তরে অমরত্বই প্রাপ্ত হইব। এই বিবেচনা করিয়া বলিতেছেন—'তদ্বিসৃষ্টেভ্যঃ', আপনার সৃষ্ট কোন প্রাণী হইতে আমার যেন মৃত্যু না হয়, অর্থাৎ সকল প্রাণীই ব্রহ্মার সৃষ্ট বলিয়া অপর কি অবশিষ্ট থাকিবে এই ভাব ॥ ৩৫ ॥

———

নান্তর্বহির্দিবা নক্তমন্যস্মাদপি চায়ুধৈঃ ।
ন ভূমৌ নাম্বরে মৃত্যুর্ন নরৈর্ন মৃগৈরপি ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—অন্তঃ বহিঃ দিবা নক্তম্ অন্যস্মাৎ (রুদ্রপ্রজাপত্যাদি-সৃষ্টাৎ) অপিচ আয়ুধৈঃ (শস্ত্রৈঃ) ন, ভূমৌ ন, অম্বরে (আকাশে) ন, নরৈঃ ন, মৃগৈঃ অপি ন (মম মৃত্যুর্মাভূৎ ইতি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অভ্যন্তরে, বাহিরে, দিবসে, রাত্রিতে, রুদ্র-ব্রহ্মাদি অন্য সৃষ্টবস্তু হইতে এবং অস্ত্রদ্বারা, ভূমিতে, আকাশে, মনুষ্যের বা মৃগাদি পশুদ্বারা আমার মৃত্যু যেন না হয় ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—মৃত্যুঃ স্বতোঽপি সম্ভবেদত আহ,—নান্তর্বহির্দিবানক্তমিতি। সর্ব্বদেশকালনিষেধেন স্বাভাবিকো মৃত্যুর্বারিতঃ সাকারো বরাহাদি-বিষ্ণুর্ব্রহ্মসৃষ্ট এব, স তু নিরাকারঃ সন্ যদি চক্রাদ্যস্ত্রং চালয়েত্তর্হ্যনর্থ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্যস্মাদপি আয়ুধৈর্ন মৃত্যুঃ। অন্তর্বহিঃশব্দাভ্যাং সর্ব্বদেশস্য প্রাপ্তত্বেঽপি তয়োঃ সম্বন্ধিশব্দত্বেন প্রতিযোগিবিশেষোপস্থাপকত্বেঽনর্থ ইত্যাশঙ্ক্য পুনর্দেশং নিষিদ্ধ্যতি। ন ভূমাবিত্যনেন সপ্তপাতালানাং, নাম্বরে ইত্যনেন সপ্তস্বর্গাণাঞ্চ নিষেধঃ। পুনর্দক্ষাদিসৃষ্টভূতেভ্যো ভয়মাশঙ্ক্যাহ,—ন নরৈরিতি ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেও হইতে পারে, এইজন্য বলিতেছেন—'নান্ত-র্বহিঃ' ইত্যাদি। গৃহের অভ্যন্তরে বা বাহিরে, দিবসে বা রাত্রিতে। এইভাবে সকল দেশ ও কালের নিষেধের দ্বারা স্বাভাবিক মৃত্যু বারিত হইল। সাকার বরাহ প্রভৃতি রূপধারী বিষ্ণু ব্রহ্মার সৃষ্টই, কিন্তু যদি তিনি (বিষ্ণু) নিরাকার হইয়া চক্রাদি অস্ত্র নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে অনর্থ হইবে, এই আশঙ্কাপূর্ব্বক বলিতেছেন—আপনার সৃষ্ট ব্যতিরিক্ত অন্য হইতেও কোন অস্ত্র-শস্ত্রাদির দ্বারা যেন মৃত্যু না হয়। অন্তর ও বাহির শব্দের দ্বারা সকল দেশ বুঝাইলেও, উভয়ের সম্পর্কান্বিত প্রতিযোগি-বিশেষের উপস্থাপকত্বরূপে (অর্থাৎ উভয়ের বিরুদ্ধ বস্তুর উপস্থিতিতে) অনর্থ হইতে পারে—এই আশঙ্কায় পুনরায় দেশ নিষেধ করিতেছেন—'ন ভূমৌ', ভূমিতে নহে, ইহার দ্বারা সপ্ত পাতালের, এবং 'ন অম্বরে'—আকাশে নহে, ইহার দ্বারা সপ্ত স্বর্গের নিষেধ করা হইল। পুনরায় দক্ষাদি সৃষ্ট প্রাণী হইতে ভয়ের আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—'ন নরৈঃ' ইত্যাদি, কোনও মানুষ বা পশুদ্বারা যেন আমার মৃত্যু না হয় ॥ ৩৬ ॥

———

ব্যসুভির্বাসুমদ্ভির্ব্বা সুরাসুরমহোরগৈঃ ।
অপ্রতিদ্বন্দ্বতাং যুদ্ধে ঐকপত্যঞ্চ দেহিনাম্ ॥ ৩৭ ॥
সর্ব্বেষাং লোকপালানাং মহিমানং যথাত্মনঃ ।
তপোযোগপ্রভাবাণাং যন্ন রিষ্যতি কর্হিচিৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে যুধিষ্ঠির-নারদ-সংবাদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—ব্যসুভিঃ (অপ্রাণৈঃ) অসুমদ্ভিঃ বা (সপ্রাণৈঃ বা) সুরাসুরমহোরগৈঃ বা (মৃত্যুঃ মাভূৎ) ; যথা আত্মনঃ (তব অপ্রতিদ্বন্দ্বত্বাদয়ঃ তথা মমাপি) যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বতাং (প্রতিপক্ষহীনতাং দেহিনাম্ ঐকপত্যঞ্চ (একাধিপত্যঞ্চ) সর্ব্বেষাং লোকপালানাং মহিমানাং (চ দেহি) তপোযোগ-প্রভাবানাং যৎ

(অনিমাদি ঐশ্বর্য্যং তৎ) কর্হিচিৎ ন রিষ্যতি (ন নশ্যতি তচ্চ দেহি ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৭-৩৮ ॥

অনুবাদ—প্রাণী, অপ্রাণী, দেব, দৈত্য, মহাসর্প প্রভৃতি দ্বারা আমার যেন মৃত্যু না হয় ; আপনি যে-প্রকার প্রতিপক্ষহীন এবং দেহীদিগের ও সকল লোকপালের একমাত্র অধিপতি ও মহিমসম্পন্ন, আমাকেও সেইরূপ করুন। তপঃপ্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি-দিগের যাহা কখনও বিনষ্ট হয় না, সেই অনিমাদি ঐশ্বর্য্যও আমাকে দিতে হইবে ॥ ৩৭-৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বজীবজাতীনামুল্লেখনাশক্যত্বাদাহ,—বাসুভিঃ প্রাণহীনৈঃ অসুমদ্ভিঃ প্রাণসহিতৈঃ। এবং বস্তুতোহহমমর এবাভূবমিতি মত্বা বরান্তরং বৃণোতি,—অপ্রতীতি। যথা আত্মনস্তবাস্তি তথা তপো-যোগাভ্যাং প্রভাবো যেষাং তেষামণিমাদ্যৈশ্বর্য্যং ন রিষ্যতি ন নশ্যতি তচ্চ দেহীতি ॥ ৩৭-৩৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্
সপ্তমস্য তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সকল জীবজাতির নাম উল্লেখ করা অসম্ভবহেতু বলিতেছেন—'ব্যসুভিঃ অসুমদ্ভিঃ বা'—প্রাণহীন বা প্রাণবান্ দেবতা, অসুর বা মহাসর্পাদিদ্বারাও যেন আমার মৃত্যু না হয়। এই প্রকারে বস্তুতঃ আমি অমরই হইলাম, ইহা মনে করিয়া অন্য বর প্রার্থনা করিতেছেন—'অপ্রতিদ্বন্দ্বতাং', যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বতা ইত্যাদি। 'যথা আত্মনঃ'—আপনার যেরূপ জীবগণের উপর আধিপত্য এবং লোকপালগণের উপর মহিমা আছে, উহা আমাকে দান করুন এবং আমার তপস্যা ও সমাধিলব্ধ প্রভাব অনিমাদি ঐশ্বর্য্য যেন কোন কালে বিনষ্ট না হয় —এই বরও প্রদান করুন ॥ ৩৭-৩৮ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার সপ্তম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭।৩ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য,
বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ—
এবং বৃতঃ শতধৃতির্হিরণ্যকশিপোরথ।
প্রাদাৎ তত্তপসা প্রীতো বরাংস্তস্য সুদুর্ল্লভান্ ॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মার নিকট বরপ্রাপ্ত হিরণ্যকশি-পুর অখিল লোকপালগণের বিজয় এবং বিষ্ণুদ্বেষহেতু তৎসমুদয়ের পীড়ন বর্ণিত হইয়াছে।

হিরণ্যকশিপুর উগ্রতপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তৎপ্রার্থিত সমুদয় বর প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হিরণ্যকশিপু ঐ বর প্রাপ্ত হইয়া হেমময় বপুঃ ধারণ করিল এবং ভ্রাতৃবধ স্মরণ করিয়া ভগ-বানের প্রতি দ্বেষ করিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে সে দশদিক্, তিনলোক তথা দেবাসুরাদি ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় প্রাণিজাতির অধিপতিগণকে স্ববশে আনয়ন করিয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে লোকপালগণের স্ব-স্ব-স্থান অধিকারপূর্ব্বক মহেন্দ্রভবনে স্বীয় আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া তথায় বিহার করিতে লাগিল এবং নানা ভোগবিলাসে মত্ত হইল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ব্যতীত সমস্ত লোকপালই তাহার সেবায় সর্ব্বক্ষণ শশব্যস্ত হইলেন। দৈত্যরাজ একাধারে সমস্ত লোকপালের পৃথক্ পৃথক্ গুণ ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের ভোগ্য যাবতীয় বিষয় স্বয়ং ভোগ করিয়াও আপনাকে পরি-তৃপ্ত বোধ করিত না। সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্যমদমত্ত ও গর্ব্বিত থাকায় শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনজন্য ব্রাহ্মণগণ

তাহাকে অভিসম্পাত করিতেন। পরিশেষে ঐ দানবের অত্যাচারে নিতান্ত উৎপীড়িত দেবগণ ভগবান্ অচ্যুতের শরণাপন্ন হইয়া সংযতচিত্তে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীভগবান্ দৈববাণীদ্বারা দেবগণকে অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন,—'দৈত্যভয় শীঘ্রই নিরাকৃত হইবে। দেবতা, বেদ, গো, বিপ্র, সাধু, ধর্ম্ম এবং ভগবদ্বিদ্বেষকারীর আশু বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। হিরণ্যকশিপু যখন তৎপুত্র ভক্তপ্রহলাদের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ করিবে, তখন ভগবান্ স্বয়ং তাহার বিনাশ সাধন করিবেন। শ্রীভগবানের এই আশ্বাস-বাণীতে সকলেই বিশ্বের মঙ্গল-প্রত্যাশায় শান্তি লাভ করিলেন। অতঃপর দেবর্ষি-নারদ কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপুর পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন প্রহলাদ-মহারাজের অতি শৈশব হইতেই বাসুদেব-পরায়ণত্বাদি গুণকীর্ত্তনানন্তর তাদৃশ ভক্ত পুত্রের প্রতিও দৈত্যপিতার অত্যাচার-কথা কীর্ত্তন, তথা 'পিতৃভক্ত পুত্রের প্রতি পিতার অনিষ্ট-চেষ্টা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?'—ইত্যাদি বিষয়ে যুধিষ্ঠির-মহারাজের সংশয়াত্মক প্রশ্নজ্ঞাপনদ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচঃ,—অথ হিরণ্যকশিপোঃ তপসা প্রীতঃ শতধৃতিঃ (ব্রহ্মা) এবং বৃতঃ (প্রার্থিতঃ সন্) তস্য সুদুর্ল্লভান্ বরান্ প্রাদাৎ (অর্পিতবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—হিরণ্যকশিপুর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা এইপ্রকারে প্রার্থিত হইয়া ঐ সকল সুদুর্ল্লভ বর প্রদান করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

বরান্ লব্ধ্বা দ্বিষন্ বিষ্ণুং দিবং দেবান্ নিরাস সঃ।
প্রহলাদস্য গুণঃ প্রেমভক্ত্যুত্থস্তুর্য্য ঈর্য্যতে ॥ ০ ॥
হিরণ্যকশিপোঃহিরণ্যকশিপুনা তস্য তস্মৈ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভের পর হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর প্রতি বিদ্বেষ করিয়া দিবলোক হইতে দেবগণকে নিরাকৃত করেন, এবং প্রহলাদের প্রেম ও ভক্তি হইতে উত্থিত গুণাবলী বলা হইয়াছে ॥ ০ ॥

'হিরণ্যকশিপোঃ'—হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক প্রার্থিত ব্রহ্মা. (এখানে অনুক্ত কর্ত্তরি তৃতীয়ার স্থলে শেষে ষষ্ঠীর প্রয়োগ)। 'তস্য'—তাঁহাকে (সম্প্রদানে চতুর্থীর স্থলে ষষ্ঠীর প্রয়োগ হইয়াছে।) ॥ ১ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

তাতেমে দুর্ল্লভাঃ পুংসাং যান্ বৃণীষে বরান্ মম।
তথাপি বিতরাম্যঙ্গ বরান্ যদ্যপি দুর্ল্লভান্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ,—(হে) তাত! যান্ বরান্ (ত্বং) মম (মত্তঃ) বৃণীষে; (তে) ইমে পুংসাং যদ্যপি দুর্ল্লভাঃ (হে) অঙ্গ, তথাপি দুর্ল্লভান্ (তান্) বরান্ (তুভ্যং) বিতরামি (দদামি ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—হে বৎস তুমি যে-সকল বর আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছ, তাহা পুরুষের পক্ষে দুর্ল্লভ হইলেও তথাপি তোমাকে তাহা দিতেছি ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যপি যদ্যপীমে দুর্ল্লভাস্তদপি ইমান্ দুর্ল্লভান্ বিতরামীতি ব্যবহিতান্বয়ঃ সোঢ়ব্যশ্চেদেবং ব্যাখ্যেয়ম্। বরান্ কীদৃশান্? যতাং প্রাপ্নুবতামপি দুর্ল্লভান্ যান্ প্রাপ্যাপি ন প্রাপ্নুবন্তি তানিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্যপি'—যদিও এই সকল বর দুর্ল্লভ, তথাপি এই দুর্ল্লভ বর আমি দিতেছি। এই স্থলে ব্যবহিতান্বয় যদি সোঢ়ব্য হয়, তবে এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কি প্রকার বর? তাহাতে বলিতেছেন—'যতাং', (বর) প্রাপ্ত ব্যক্তিগণেরও দুর্ল্লভ যে সকল, যাহা পাইয়াও পাওয়া হয় না, সেই সকল বর (অর্থাৎ হিরণ্যকশিপু প্রকারান্তরে অমরত্ব বর চাহিলেও সেই দুর্ল্লভ বর লাভ করেন নাই)—এই অর্থ ॥ ২ ॥

ততো জগাম ভগবানামোঘানুগ্রহো বিভুঃ।
পূজিতোঽসুরবর্য্যেণ স্তূয়মানঃ প্রজেশ্বরৈঃ ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ—ততঃ অমোঘানুগ্রহঃ (অমোঘঃ অব্যর্থঃ অনুগ্রহঃ যস্য সঃ) বিভুঃ ভগবান্ (ব্রহ্মা) অসুরবর্য্যেণ (তেন দৈত্যবরেণ) পূজিতঃ প্রজেশ্বরৈঃ (মরীচ্যাদিভিঃ প্রজাপতিভিঃ স্তূয়মানঃ (সন্) জগাম (গতবান্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর অব্যর্থ-প্রসাদ বিভু ভগবান্ ব্রহ্মা, অসুর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক পূজিত ও প্রজাপতি ঋষি-গণকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া গমন করিলেন ॥ ৩ ॥

এবং লব্ধবরো দৈত্যো বিভ্রদ্ধেমময়ং বপুঃ ।
ভগবত্যকরোদ্দ্বেষং ভ্রাতুর্বধমনুস্মরন্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—এবং লব্ধবরঃ (লব্ধাঃ বরাঃ যেন সঃ) দৈত্যঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) হেমময়ং (হিরণ্যবৎপ্রকাশ-মানং) বপুঃ বিভ্রৎ (সন্) ভ্রাতুঃ (হিরণাক্ষস্য) বধম্ অনুস্মরন্ (ভগবৎকৃতমনুস্মরন্) ভগবতি (বাসুদেবে) দ্বেষম্ অকরোৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—দৈত্য ঐ প্রকারে বর লাভ করিয়া স্বর্ণময় শরীর ধারণ করিল এবং স্বীয় ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের বধ স্মরণ করিয়া ভগবানের প্রতি দ্বেষ করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

মধ্ব—স্বতো ভক্তা হিরণ্যাদ্যাঃ পরাবেশাদ্ধরৌ দ্বিষঃ ইতি চ ॥ ৪ ॥

স বিজিত্য দিশঃ সর্ব্বা লোকাংশ্চ ত্রীন্ মহাসুরঃ ।
দেবাসুরমনুষ্যেন্দ্রগন্ধর্ব্বগরুড়োরগান্ ॥ ৫ ॥
সিদ্ধচারণবিদ্যাধ্রান্ ঋষীন্ পিতৃপতীন্ মনূন্ ।
যক্ষরক্ষঃপিশাচেশান্ প্রেতভূতপতীনপি ॥ ৬ ॥
সর্ব্বসত্ত্বপতীন্ জিত্বা বশমানীয় বিশ্বজিৎ ।
জহার লোকপালানাং স্থানানি সহ তেজসা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ মহাসুরঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) ত্রীন্ লোকান্ (স্বর্গভূপাতালান্) সর্ব্বাঃ দিশঃ চ বিজিত্য (জিত্বা) দেবাসুরমনুষ্যেন্দ্রগন্ধর্ব্বগরুড়োরগান্, সিদ্ধ-চারণবিদ্যাধ্রান্ ঋষীন্, পিতৃপতীন্ (যমান্) মনূন্, যক্ষরক্ষঃপিশাচেশান্ প্রেত ভূতপতীন্ সর্ব্বসত্ত্বপতীন্ (সর্ব্বেষাং সত্ত্বানাং প্রাণিনাং যে যে পতয়ঃ তান্ সর্ব্ব-প্রাণ্যধ্যক্ষান্) অপি জিত্বা বশম্ আনীয় বিশ্বজিৎ (সর্ব্বভূতজয়ী সন্) লোকপালানাং (সর্ব্বলোক-পালানাং) তেজসা সহ স্থানানি (তেষাং তত্তৎপদানি) জহার (অপহৃতবান্) ॥ ৫-৭ ॥

অনুবাদ—সেই বিশ্ববিজেতা মহাসুর ত্রিলোক ও দিক্‌সমূহ জয় করিয়া, দেবতা, অসুর, নরপতি, গন্ধর্ব্ব, গরুড়, সর্প, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, ঋষিগণ, যমাদি পিতৃপতি, মনু, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচেশ্বর, প্রেতপতি, ভূতপতি এবং অন্যান্য সকল প্রাণি ও তাহাদের অধি-পতিগণকে পরাজিত করিয়া স্বীয় বশে আনয়নপূর্ব্বক লোকপালগণের সহিত তাহাদের তেজ এবং স্থানসমূহ হরণ করিল ॥ ৫-৭ ॥

বিশ্বনাথ—গরুড়াঃ গরুড়জাতয়ঃ পক্ষিণঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গরুড়াঃ'—গরুড়-জাতীয় পক্ষিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন (কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড়কে নহে, এই ভাব) ॥ ৫-৭ ॥

দেবোদ্যানশ্রিয়া জুষ্টমধ্যাস্তে স্ম ত্রিপিষ্টপম্ ।
মহেন্দ্রভবনং সাক্ষান্নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ।
ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যায়তনমধ্যুবাসাখিলর্দ্ধিমৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) দেবোদ্যানশ্রিয়া (নন্দনোদ্যান-সমৃদ্ধ্যা) জুষ্টং (যুক্তং) ত্রিপিষ্টপং (স্বর্গম্) অধ্যাস্তে স্ম (অধিষ্ঠিতবান্) সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মণা নির্ম্মিতং ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যায়তনং (ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যা আয়তনম্ আধারভূতং স্থানম্) অখিলর্দ্ধিমৎ (সর্ব্বসমৃদ্ধিযুক্তং) মহেন্দ্রভবনম্ অধ্যুবাস (অধিবসতি স্ম) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সেই অসুর দেবোদ্যান-শোভাবিশিষ্ট ত্রিপিষ্টপে এবং স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মীর আশ্রয় স্বর্গে মহেন্দ্রভবনে অশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া বাস করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

যত্র বিদ্রুমসোপানা মহামারকতা ভুবঃ ।
যত্র স্ফাটিককুড্যানি বৈদূর্য্যস্তম্ভপঙ্‌ক্তয়ঃ ॥ ৯ ॥
যত্র চিত্রবিতানানি পদ্মরাগাসনানি চ ।
পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা মুক্তাদামপরিচ্ছদাঃ ॥ ১০ ॥
কুজদ্ভির্নূপুরৈর্দেব্যঃ শব্দয়ন্ত্যঃ ইতস্ততঃ ।
রত্নস্থলীষু পশ্যন্তি সুদতীঃ সুন্দরং মুখম্ ॥ ১১ ॥
তস্মিন্ মহেন্দ্রভবনে মহাবলো
মহামনা নির্জ্জিতলোক একরাট্ ।
রেমেঽভিবন্দ্যাঙ্ঘ্রিযুগঃ সুরাদিভিঃ
প্রতাপিতৈরূর্জ্জিতচণ্ডশাসনঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (ইন্দ্রভবনে) বিদ্রুমসোপানাঃ

(বিদ্রুমমণিময়াঃ সোপানাঃ), মহামারকতাঃ ভুবঃ (যত্র সিংহলদেশীয়-মহেন্দ্রনীলমণিরচিতাঃ ভুবঃ স্থলানি), যত্র স্ফাটিককুড্যানি (স্ফটিকময়ানি কুড্যানি ভিত্তয়ঃ) বৈদূর্য্যস্তম্ভপঙ্ক্তয়ঃ (যত্র ভবনে চ বৈদূর্য্য-মণিময়ানাং স্তম্ভানাং পঙ্ক্তয়ঃ), যত্র (ভবনে) চিত্রবিতানানি (চিত্রাণি বিচিত্ররূপাশ্রয়ভূতানি বিতা-নানি উল্লোচাঃ) পদ্মরাগাসনানি চ (পদ্মরাগময়ানি আসনানি চ যত্র), পয়ঃফেননিভাঃ (দুগ্ধফেনবৎ মৃদুলাঃ শুভ্রাশ্চ) মুক্তাদামপরিচ্ছদাঃ মুক্তাদামানি পরিচ্ছদাঃ পরিকরাঃ যাসাং তাঃ) শয্যাঃ (বর্ত্তন্তে স্ম) সুদতী (সুদত্যঃ শোভনদন্তবিশিষ্টাঃ) দেব্যঃ (দেবস্ত্রিয়ঃ ; যত্র) কুজদ্ভিঃ (ধনদ্ভিঃ) নূপুরৈঃ ইতস্ততঃ শব্দয়ন্ত্যঃ (তত্র তত্র শব্দং কুর্ব্বত্যঃ) রত্ন-স্থলীষু (রত্নবদ্ধস্থানেষু স্বচ্ছত্বাৎ প্রতিবিম্বিতং) সুন্দরং মুখং (স্বকীয়ং মুখং) পশ্যন্তি তস্মিন্ মহেন্দ্রভবনে মহাবলঃ মহামনাঃ নির্জ্জিতলোকঃ (নির্জিতাঃ লোকাঃ যেন সঃ) একরাট্ (একঃ এব রাজতে ইতি একরাট্ সন্) প্রতাপিতৈঃ (উৎপীড়িতৈঃ) সুরাদিভিঃ অভি-বন্দ্যাঙ্ঘ্রিযুগঃ (অভি সর্ব্বতোভাবেন বন্দ্যম্ পূজিতম্ অঙ্ঘ্রিযুগং পদদ্বয়ং যস্য সঃ) উর্জ্জিতচণ্ডশাসনঃ (উর্জ্জিতম্ অধিকং চণ্ডং তীব্রং শাসনং যস্য সঃ দৈত্যঃ হিরণ্যকশিপুঃ) রেমে (চিক্রীড়ে) ॥ ৯-১২ ॥

অনুবাদ—যে ইন্দ্রভবনের সোপান—বিদ্রুম মণি-খচিত, ভূমিতল—মহামূল্য মরকত-মনিরচিত ভিত্তি-সকল—স্ফটিক-শোভিত, স্তম্ভশ্রেণী—বৈদুর্য্যমণি-ভূষিত, উর্দ্ধতন চন্দ্রাতপসকল—বিচিত্রিত, আসন-সকল—পদ্মরাগ-মণিনির্ম্মিত, শয্যাসকল দুগ্ধফেননিভ ও মুক্তাদাম-বিমণ্ডিত এবং যথায় সুদশনা দেবাঙ্গনা-গণ মুখর নূপুর ধ্বনিত করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া রত্নস্থলীতে আপনাদের প্রতিবিম্বিত সুন্দর বদনশোভা দর্শন করে, সেই মহেন্দ্রভবনে নির্য্যাতিত দেবগণ-কর্ত্তৃক বন্দিতপদ হইয়া লোকবিজয়ী সেই মহেন্দ্রভবনে মহামনা অতি কঠোর শাসনপর মহাবলী অসুর একাধি-পত্য বিস্তার করিয়া বিহার করিতে লাগিল ॥৯-১২॥

———

তমঙ্গ মত্তং মধুনোরুগন্ধিনা
বিবৃত্ততাম্রাক্ষমশেষধিষ্ণ্যপাঃ ।
উপাসতোপায়নপাণিভির্বিনা
ত্রিভিস্তপোযোগবলৌজসাং পদম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ, (হে রাজন্,) ত্রিভিঃ (ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবৈঃ) বিনা (অন্যে) অশেষধিষ্ণ্যপাঃ (সর্ব্বলোকপালাঃ এব) উপায়নপাণিভিঃ (উপায়নং পূজাদ্রব্যং তদ্‌যুক্তপাণিভিঃ উপলক্ষিতা ইত্যর্থঃ) উরুগন্ধিনা (উগ্রগন্ধেন) মধুনা (সুরয়া) মত্তম্ (অনবহিতং) বিবৃত্ততাম্রাক্ষং (বিবৃত্তে বিঘূর্ণিতে তাম্রে অক্ষিণী যস্য তং) তপোযোগবলৌজসাং (তপঃ তেজঃ, যোগঃ দেহেন্দ্রিয়াদিবশীকারঃ বলং দেহসাম-র্থ্যম্ ওজঃ ইন্দ্রিয়াদিসামর্থ্যং তেষাং) পদম্ (আশ্রয়-ভূতং) তম্ উপাসত (সেবিতবন্তঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ তিনি উগ্রগন্ধ সুরাপানে মত্ত থাকায় ঘূর্ণিত তাম্রলোচন হইলেও তপস্যা ও যোগ-বলসম্পন্ন হওয়ায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই দেবত্রয় ভিন্ন অন্যান্য সকল লোকপালগণই স্ব-স্ব-উপহার-হস্তে তাঁহার উপাসনা করিতেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—উপায়নযুক্তৈঃ পাণিভিরুপাসত ত্রিভি-র্ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রৈর্বিনা, পদমাশ্রয়ভূতম্ । তস্য বেণবদ-ধর্ম্মিষ্ঠত্বেঽপি তস্য রাজ্যে মহীপ্রভৃতয়োঽকৃষ্টপচ্যত্বাদি-গুণযুক্তা যদ্বভূবুস্তদতিভয়াদেব, অন্যথা মহ্যাদীনাং তৎকর্ত্তৃকো বধঃ সদ্যএব সম্ভবেৎ। বেণস্তু ন তাদৃক্‌প্রভাব আসীৎ যং ভৃগ্বাদয় এব ভস্মীচক্রুরয়স্তু ভৃগ্বাদীনাং তেজঃ প্রথমমেবাজহারেতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপায়ন-পাণিভিঃ'—লোক-পালগণ নানা উপহার হাতে করিয়া তাঁহার উপাসনা করিত, 'ত্রিভির্বিনা'—কেবলমাত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহে-শ্বর, এই তিন জন বাকী ছিলেন। 'পদম্'—বলিতে আশ্রয়ভূত, অর্থাৎ হিরণ্যকশিপু তপস্যা, যোগ, বল ও তেজের আশ্রয় ছিলেন। তিনি বেণ রাজার ন্যায় অধার্ম্মিক হইলেও তাঁহার রাজ্যে মহী প্রভৃতি যে অকৃষ্টপচ্যত্বাদি গুণযুক্ত ছিল, তাহার কারণ তাঁহার ভয়েই, নতুবা পৃথিবী প্রভৃতির সদ্যই তৎকর্ত্তৃক বধের সম্ভাবনা ছিল। বেণ কিন্তু তাদৃশ প্রভাবযুক্ত ছিলেন না, এইজন্য ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণই তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন ; আর এই হিরণ্যকশিপু প্রথমেই ভৃগু

প্রভৃতির তেজ অপহরণ করিয়াছিলেন—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১৩॥

মধ্ব—

আদিত্যা বসবো রুদ্রাস্ত্রিবিধা হি সুরা যতঃ।
মরুতশ্চৈব বিশ্বে চ সাধ্যাশ্চৈব চ তদ্‌গতাঃ।
অতস্ত্রয় ইতি প্রোক্তাশ্চত্বারো মানুষাঃ স্মৃতাঃ।
ইতি স্কান্দে। "উপায়নং দদুঃ সর্ব্বে বিনা দেবান্ হিরণ্যকঃ" ইতি চ।
অযজ্ঞভাগেষ্বপি তু সুর শব্দঃ প্রদৃশ্যতে।
যজ্ঞভাগভুজস্ত্বেবং ত্রয় ইত্যভিশব্দিতাঃ ॥
ইতি চ ॥ ১২·১৩ ॥

———

জগুর্মহেন্দ্রাসনমোজসা স্থিতং
বিশ্বাবসুস্তুম্বুরুরস্মদাদয়ঃ।
গন্ধর্ব্বসিদ্ধা ঋষয়োঽস্তুবন্ মুহু-
র্বিদ্যাধরাশ্চাপ্সরসশ্চ পাণ্ডব ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পাণ্ডব ! বিশ্বাবসুঃ (গন্ধর্ব্বমুখ্যঃ) তুম্বুরুঃ (গন্ধর্ব্ববিশেষঃ) অস্মদাদয়ঃ (নারদাদয়ঃ গাননিপুণাঃ ঋষয়ঃ সর্ব্বে) ওজসা (স্ববলেন) মহেন্দ্রাসনং (মহেন্দ্রস্য আসনং) স্থিতম্ (অধিষ্ঠিতং তং হিরণ্যকশিপুং) জগুঃ (তদ্‌গুণগানং চক্রুঃ ; তথা) গন্ধর্ব্বসিদ্ধাঃ ঋষয়ঃ বিদ্যাধরাঃ চ অপ্সরসঃ চ মুহুঃ অস্তুবন্ (তস্য স্তুতিং চক্রুঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে পাণ্ডব ! হিরণ্যকশিপু স্বীয় বীর্য্যে ইন্দ্রাসনে অধিষ্ঠিত হইলে বিশ্বাবসু, তুম্বুরু, সঙ্গীতনিপুণ আমরা নারদাদি সকলেই ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ ও অপ্সরোবৃন্দ সর্ব্বদা তাহার গুণগান-মুখে স্তব করিতাম ॥ ১৪ ॥

———

স এব বর্ণাশ্রমিভিঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
ইজ্যমানো হবির্ভাগানগ্রহীৎ স্বেন তেজসা ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ এব (অসুরঃ হিরণ্যকশিপুঃ) বর্ণাশ্রমিভিঃ (বর্ণাশ্রমনিষ্ঠৈঃ গৃহস্থাদিভিঃ কর্ত্তৃভিঃ) ভূরিদক্ষিণৈঃ (ভূরিঃ দক্ষিণা যেষু তৈঃ সাধনভূতৈঃ) ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) ইজ্যমানঃ (অৰ্চ্চিতঃ সন্) স্বেন তেজসা (বলাৎকারেণ) হবির্ভাগান্ অগ্রহীৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—গৃহস্থাদি সকল বর্ণাশ্রমীর দ্বারা প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞে পূজা পাইয়া সেই হিরণ্যকশিপু স্বীয় তেজে সেইসকল যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিত ॥ ১৫ ॥

———

অকৃষ্টপচ্যা তস্যাসীৎ সপ্তদ্বীপবতী মহী।
তথা কামদুঘা গাবো নানাশ্চর্য্যপদং নভঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (অসুরস্য হিরণ্যকশিপোঃ আশঙ্কয়া এব) সপ্তদ্বীপবতী (যো) মহী (পৃথিবী সা) অকৃষ্টপচ্যা (কর্ষণেন বিনা অপি নানাবিধশস্যপ্রসবিনী) আসীৎ ; তথা (দ্যৌঃ স্বর্গঃ অপি) কামদুঘা গাবো (অভিলাষপূরণী আসীৎ) নভঃ নানাশ্চর্য্যপদম্ (অতীবশোভনম্ আসীৎ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—তৎকালে তাহার ভয়েই যেন সপ্তদ্বীপবতী ভূমি বিনা কর্ষণে কামদুঘা গাভীর ন্যায় বিবিধ শস্য উৎপন্ন করিয়াছিল এবং আকাশমণ্ডলও বিশিষ্টশোভাময় হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

———

রত্নাকরাশ্চ রত্নৌঘাংস্তৎপত্ন্যশ্চোহুরূর্ম্মিভিঃ।
ক্ষারসীধুঘৃতক্ষৌদ্রদধিক্ষীরামৃতোদকাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষারসীধুঘৃতক্ষৌদ্র-দধিক্ষীরামৃতোদকাঃ (ক্ষারশ্চ, সীধু সুরা চ, ঘৃতং চ, ক্ষৌদ্রম্, ইক্ষুরসশ্চ, দধি চ, ক্ষীরং চ, অমৃতং চ তদ্বৎ উদকানি যেষাং তে তথা) রত্নাকরাঃ চ (সমুদ্রাঃ চ) তৎপত্ন্যঃ চ (নদ্যঃ চ) উর্ম্মিভিঃ (তরঙ্গৈঃ) রত্নৌঘান্ (রত্নসমূহান্) উহুঃ (তস্য সমীপং প্রাপয়ামাসুঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ এবং অমৃত-জলবিশিষ্ট সমুদ্রসকল ও তাহাদের পত্নী নদীসমূহ তরঙ্গের দ্বারা বিবিধ রত্ন দৈত্যের সমীপে পৌঁছাইয়া দিতেছিল ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—তৎপত্ন্যঃ নদ্যঃ, রত্নাকরানেবাহ,—ক্ষারেতি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎপত্ন্যঃ'—সাগরসকলের পত্নী নদীসমূহ তরঙ্গের দ্বারা বহু রত্ন তাঁহার নিকট বহন করিয়া দিতে লাগিল। রত্নাকর অর্থাৎ সমুদ্রসকলের কথা বলিতেছেন—ক্ষার (লবণ), ইক্ষু, সুরা,

ঘৃত, মধু, দধি, দুগ্ধ ও অমৃতস্বাদবিশিষ্ট জলে পূর্ণ রত্নাকর, সাগরগণ ॥ ১৭ ॥

শৈলা দ্রোণীভিরাক্রীড়ং সর্ব্বর্ত্তুষু গুণান্ দ্রুমাঃ ।
দধার লোকপালানামেক এব পৃথগ্ গুণান্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—শৈলাঃ (পর্ব্বতাঃ) দ্রোণীভিঃ (পর্ব্বত-দ্বয়ান্তরসমদেশৈঃ) আক্রীড়ং (তস্য ক্রীড়াস্থানং চক্রুঃ) দ্রুমাঃ (বৃক্ষাঃ) সর্ব্বর্ত্তুষু (সর্ব্বেষু এব ষট্সু ঋতুষু) গুণান্ (স্বগুণান্ ফলপুষ্পাদীন্ উহুঃ) একঃ এব (সঃ হিরণ্যকশিপুঃ) লোকপালানাং (সর্ব্বেষাং লোকপালা-নাম্ ইন্দ্রাগ্নিবায়্বাদীনাং) পৃথগ্‌গুণান্ (বর্ষণ-দহন-শোষণাদীন্ গুণান্ প্রতিনিয়তান্) দধার (সর্ব্বেষা-মাধিপত্যমেকঃ স্বয়মেব চকার ইত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—পর্ব্বতদ্বয়ান্তবর্ত্তী সমতলের সহিত শৈলসমূহ তাহার ক্রীড়া-স্থান হইল ; তরুগণ বর্ষের ষড়্‌ঋতুতেই সমভাবে ফল-পুষ্পে শোভিত হইল, হিরণ্যকশিপু একাকীই অগ্নি ইন্দ্র বায়ু প্রভৃতি সকল-লোকপালের দহনবর্ষণসঞ্চালনাদি পৃথক্ পৃথক্ গুণ স্বীয় আয়ত্ত বা অধীন করিয়া তাহাদের উপর একাধি-পত্য করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—আক্রীড়ং ক্রীড়াস্থানম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আক্রীড়ং'—গহ্বর সহ শৈল-সমূহ তাঁহার ক্রীড়াস্থান হইল ॥ ১৮ ॥

স ইত্থং নির্জ্জিতককুবেকরাড়্ বিষয়ান্ প্রিয়ান্ ।
যথোপজোষং ভুঞ্জানো নাতৃপ্যদজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ অজিতেন্দ্রিয়ঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) ইত্থং নির্জ্জিতককুব্ (নির্জ্জিতাঃ ককুভো দিশঃ যেন সঃ) একরাট্ (একঃ এবঃ রাজতে ইতি একরাট্ তথাভূতঃ সন্) যথোপজোষং (যথাপ্রীতি) প্রিয়ান্ বিষয়ান্ ভুঞ্জানঃ (অপি) ন অতৃপ্যৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অজিতেন্দ্রিয়, দিগ্বিজয়ী একেশ্বর হিরণ্যকশিপু প্রিয় বিষয়সকল প্রচুরপরিমাণে ভোগ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিল না ॥ ১৯ ॥

এবমৈশ্বর্য্যমত্তস্য দৃপ্তস্যোচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনঃ ।
কালো মহান্ ব্যতীয়ায় ব্রহ্মশাপমুপেয়ুষঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ঐশ্বর্য্যমত্তস্য (ঐশ্বর্য্যেণ মত্তস্য) দৃপ্তস্য (গর্ব্বিতস্য) উচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনঃ (শাস্ত্রমর্য্যাদা-লঙ্ঘন-কারিণঃ) ব্রহ্মশাপম্ উপেয়ুষঃ (সনকাদিশাপং প্রাপ্তবতঃ তস্য দৈত্যস্য) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপবিষয়ভোগেন এব) মহান্ কালঃ (দীর্ঘকালঃ) ব্যতীয়ায় (বিফলঃ এব অতিক্রান্তঃ অভূৎ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপু বহুকাল এরূপ ঐশ্বর্য্য-মদমত্তে গর্ব্বিত হইয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা-লঙ্ঘনে অতিবাহিত করিলে একদা সনকাদি ব্রাহ্মণগণ তাহাকে অভি-সম্পাত প্রদান করিলেন ॥ ২০ ॥

তস্যোগ্রদণ্ডসংবিগ্নাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সপালকাঃ ।
অন্যত্রালব্ধশরণাঃ শরণং যযুরচ্যুতম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (হিরণ্যকশিপোঃ) উগ্রদণ্ডসংবিগ্নাঃ (উগ্রেণ দণ্ডেন শাসনেন সংবিগ্নাঃ অতিভীতাঃ) সপা-লকাঃ সর্ব্বে লোকাঃ অন্যত্র অলব্ধশরণাঃ (ভগবতঃ সকাশাৎ অন্যত্র ন লব্ধং শরণং আশ্রয়ঃ) যৈঃ তে তাদৃশাঃ (সন্তঃ) অচ্যুতং (ভগবন্তং বিষ্ণুং) শরণং যযুঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তাহার কঠোর শাসনে অত্যন্ত ভীত হইয়া, লোকপাল-সহ সকল-লোক অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন ॥ ২১ ॥

তস্যৈ নমোঽস্তু কাষ্ঠায়ৈ যত্রাত্মা হরিরীশ্বরঃ ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥২২॥
ইতি তে সংযতাত্মানঃ সমাহিতধিয়োঽমলাঃ ।
উপতস্থুর্হৃষীকেশং বিনিদ্রা বায়ুভোজনাঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (দিশি) আত্মা হরিঃ ঈশ্বরঃ (বর্ত্ততে) তস্যৈ কাষ্ঠায়ৈ (দিশে) নমঃ অস্তু ; শান্তাঃ (নির্ব্বি-কারাঃ) অমলাঃ (নিষ্কামাঃ) সন্ন্যাসিনঃ যৎ (যস্মিন্ স্থানে) গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে (পুনরাগতা ন ভবন্তি), ইতি সংযতাত্মনঃ (নিশ্চিতমনসঃ) সমাহিতধিয়ঃ (স্থির-চিত্তাঃ) অমলাঃ বায়ুভোজনাঃ (নিরাহারাঃ) বিনিদ্রাঃ (জিতনিদ্রাঃ নিরলসাঃ বা সন্তঃ) তে হৃষীকেশং

(শ্রীবিষ্ণুম্) উপতস্থুঃ (আরাধয়ামাসুঃ) ॥ ২২-২৩ ॥

অনুবাদ—যেখানে স্বয়ং পরমাত্মা ঈশ্বর হরি বিদ্যমান এবং যেখানে নির্ব্বিকার ও নিষ্কাম সন্ন্যাসিগণ যাইয়া আর পুনরাগমন করেন না, সেই উৎকৃষ্ট দিক্‌কে নমস্কার। এরূপ ধারণা-যুক্ত অমল লোকপালগণ বিনিদ্র ও সংযতাত্ম হইয়া বায়ুমাত্র ভোজনপূর্ব্বক ভগবান্ হৃষীকেশের আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ২২-২৩ ॥

বিশ্বনাথ—কাষ্ঠায়ৈ দিশে। যত্র দিশি হরিরস্তীতি সর্ব্বদেশস্যাসুরতেজো-গ্রস্তত্বাৎ বয়ং কুচিৎ পুণ্যতীর্থে গত্বা তং স্তুমহে ইতি ভাবঃ ; যদ্বা, তস্মৈ উৎকর্ষায় নমঃ। যস্মিন্নুৎকর্ষে হরিরিতি অন্যে সর্ব্ব এবোৎকর্ষা অনেনাসুরেণ জিতা ইতি ভাবঃ ;—কাষ্ঠোৎকর্ষে স্থিতৌ দিশীত্যমরঃ ॥ ২২-২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কাষ্ঠায়ৈ'—সেই দিকের উদ্দেশ্যে নমস্কার, যেখানে পরমেশ্বর শ্রীহরি অবস্থান করেন ; সমস্ত দেশ অসুরগণের তেজে গ্রস্ত বলিয়া আমরা কোনও পুণ্যতীর্থে গমন করিয়া তাঁহার স্তব করিব—এই ভাব। অথবা—'কাষ্ঠা' বলিতে উৎকর্ষ, সেই উৎকর্ষকে প্রণাম করি, যে উৎকর্ষে শ্রীহরি বিদ্যমান আছেন, অন্য সকল উৎকর্ষই এই অসুর জয় করিয়াছে—এই ভাব। অমরকোষে উক্ত আছে—কাষ্ঠা শব্দে উৎকর্ষ, স্থিতি (মর্য্যাদা), দিক্, (কাল, স্থান) বুঝায় ॥ ২২-২৩ ॥

———

তেষামাবিরভূদ্বাণী অরূপা মেঘনিঃস্বনা।
সন্নাদয়ন্তী ককুভঃ সাধূনামভয়ঙ্করী ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—তেষাং (সমক্ষে) অরূপা (অদৃষ্টবক্তৃকা) মেঘনিঃস্বনাঃ (মেঘবৎ গম্ভীরঘোষা) ককুভঃ (দিশঃ) সন্নাদয়ন্তী (প্রতিধ্বনয়ন্তী) সাধূনাম্ অভয়ঙ্করী (ভয়নিবর্ত্তিকা) বাণী আবিরভূৎ (আবির্ব্বভূব) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—মেঘধ্বনিবৎ অতি-গম্ভীর ও সাধুদিগের অভয়প্রদ, অশরীরা দৈববাণী দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে সমাগত হইল ॥২৪॥

———

মা ভৈষ্ট বিবুধশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভদ্রমস্তু বঃ।
মদ্দর্শনং হি ভূতানাং সর্ব্বশ্রেয়োপপত্তয়ে ॥ ২৫ ॥
জ্ঞাতমেতস্য দৌরাত্ম্যং দৈতেয়াপসদস্য যৎ।
তস্য শান্তিং করিষ্যামি কালং তাবৎ প্রতীক্ষত ॥২৬

অন্বয়ঃ—(হে) বিবুধশ্রেষ্ঠা ! (যূয়ং) মা ভৈষ্ট (ভয়ং মা কুরুত) সর্ব্বেষাং (সপ্রজানাং) বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রং (সুখম্ এব) অস্তু। হি (যস্মাৎ) মদ্দর্শনং (মমদর্শনং স্তবনং শ্রবণং চ) ভূতানাং সর্ব্বশ্রেয়োপপত্তয়ে (সর্ব্বেষাং শ্রেয়সাং পুরুষার্থনামুপপত্তয়ে প্রাপ্তয়ে ভবতি)। এতস্য দৈতেয়াপসদস্য (দৈত্যাধমস্য হিরণ্যকশিপোঃ) যৎ দৌরাত্ম্যং জ্ঞাতং (ময়া পরিজ্ঞাতং) তস্য (দৌরাত্ম্যস্য) শান্তিং করিষ্যামি, তাবৎ কালং প্রতীক্ষত ॥ ২৫-২৬ ॥

অনুবাদ—হে বিবুধশ্রেষ্ঠগণ ! ভয় নাই, তোমাদিগের মঙ্গল হউক ; প্রাণিগণের পক্ষে আমার দর্শনপ্রাপ্তি সর্ব্বাভীষ্টপ্রদই হইয়া থাকে। আমি দৈত্যাধম হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার জানিতে পারিয়াছি। আমি তাহার শাস্তি বিধান করিব ; তোমরা সেই কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর ॥ ২৫-২৬ ॥

বিশ্বনাথ—মদ্দর্শনং হীতি স্তম্ভান্মদ্দর্শনং যাবদেব ন ভবতি তাবদেব যুষ্মাকং দুঃখমিতি ভাবঃ ॥২৫-২৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মদ্দর্শনং হি'—আমার দর্শন সকল জীবের মঙ্গলের কারণ। স্তম্ভ হইতে আমার দর্শন যতকাল না হয়, ততদিনই তোমাদের দুঃখ—এই ভাব ॥ ২৫-২৬ ॥

———

যদা দেবেষু বেদেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু।
ধর্ম্মে ময়ি চ বিদ্বেষঃ স বা আশু বিনশ্যতি ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (যস্মিন্ কালে যস্য প্রাণিনঃ) দেবেষু বেদেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু ধর্ম্মে ময়ি চ (ভগবতি) বিদ্বেষঃ (ভবতি তদা) সঃ বৈ (নিশ্চিতম্) আশু (শীঘ্রং) বিনশ্যতি (নাশং যাত্যেব) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—যে সময়ে যে ব্যক্তি দেবগণে, বেদসমূহে, গো-সকলে, ব্রাহ্মণে, বৈষ্ণবে, ধর্ম্মে ও আমাতে যে কেহ বিদ্বেষ করিবে, সে অতি শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে ॥ ২৭ ॥

———

নির্ব্বৈরায় প্রশান্তায় স্বসুতায় মহাত্মনে।
প্রহ্লাদায় যদা দ্রুহ্যেদ্ধনিষ্যেঽপি বরোর্জ্জিতম্ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—যদা (অসৌ দৈত্যঃ হিরণ্যকশিপুঃ) (নির্ব্বৈরায় প্রশান্তায় মহাত্মনে স্বসুতায় প্রহ্লাদায় দ্রুহ্যেৎ (তস্য প্রহ্লাদস্য হিংসাং করিষ্যতি তদা) বরোর্জ্জিতম্ অপি (ব্রহ্মবরৈঃ উর্জ্জিতং বৰ্দ্ধিতমপি এনং) হনিষ্যে (ঘাতয়িষ্যামি) (সর্ব্বমহং সহে, ন তু ভক্তদ্রোহমিতি ভাবঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—যে সময়ে ঐ দৈত্য নিজপুত্র নির্ব্বৈর, প্রশান্ত ও মহাত্মা প্রহলাদের প্রতি দ্রোহাচরণ করিবে, তখন ব্রহ্মার বরে বৰ্দ্ধিত হইলেও আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বিনাশ করিব ; আমি সহিষ্ণু হইলেও ভক্ত-বিদ্বেষ সহ্য করি না ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ব্রহ্মবরোর্জিতোঽয়ং বহুকালত এব দেবাদীন্ দ্বিষন্নপি নৈব নশ্যতি তত্রাহ,—নির্বৈরায়েতি। সর্ব্বমহং সহে ন ভক্তদ্রোহমিতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—ব্রহ্মার বরে অত্যন্ত তেজোদৃপ্ত দৈত্যরাজ বহুকাল হইতেই দেবতা প্রভৃতির বিদ্বেষ করিয়াও কখনই নাশপ্রাপ্ত হইতেছে না, তাহাতে বলিতেছেন—'নির্বৈরায়' ইত্যাদি (অর্থাৎ যখন তাহার নিজপুত্র মহাত্মা প্রশান্তমনা নির্বৈর প্রহলাদের প্রতি দ্রোহ আচরণ করিবে, তখন আমি তাহাকে বিনাশ করিব)। কারণ আমি সমস্ত কিছু সহ্য করি, কিন্তু আমার ভক্তের প্রতি দ্রোহ নহে—এই ভাব ॥ ২৮ ॥

———

শ্রীনারদ উবাচ—

ইত্যুক্তা লোকগুরুণা তং প্রণম্য দিবৌকসঃ।
ন্যবর্ত্তন্ত গতোদ্বেগা মেনিরে চাসুরং হতম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—লোকগুরুণা (ভগবতা) ইতি (এবম্) উক্তাঃ গতোদ্বেগাঃ (তদ্বচনবিশ্বাসাৎ গতঃ উদ্বেগঃ ভয়ং যেষাং তে) দিবৌকসঃ (দেবাঃ) তং (লোকগুরুং) প্রণম্য ন্যবর্ত্তন্ত (স্বস্থানং প্রতি গতবন্তঃ) ; অসুরং চ হতং মেনিরে (প্রহ্লাদদ্বেষে প্রবৃত্তত্বাৎ তম্ অসুরং হতপ্রায়ম্ এব) মেনিরে (অমন্যন্ত) ॥২৯॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—লোকগুরু ভগবান্ বিষ্ণু এইপ্রকার বলিলে স্বর্গবাসী দেবগণ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া, অসুর নিহত হইল মনে করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিবৃত্ত হইলেন ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—

যত্র ক্ব চ যশঃস্থানমন্যেষামিতি কেশবঃ।
সর্ব্বত্রাপি তু দেবানামিত্যন্যান্ পূজয়েৎ ক্বচিৎ ॥ ইতি চ ॥ ২৯ ॥

———

তস্য দৈত্যপতেঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ পরমাদ্ভুতাঃ।
প্রহ্লাদোঽভূন্মহাংস্তেষাং গুণৈর্মহদুপাসকঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য দৈত্যপতেঃ (হিরণ্যকশিপোঃ) পরমাদ্ভুতাঃ (পরমপ্রভাবাঃ) চত্বারঃ (প্রহলাদানুহলাদ-সংহলাদাহলাদাখ্যাঃ চত্বারঃ) পুত্রাঃ (আসন্) তেষাং (মধ্যে) প্রহলাদঃ গুণৈঃ মহান্ (শ্রেষ্ঠঃ) মহদুপাসকঃ (মহতাং ভাগবতানাম উপাসকঃ ভাগবতভক্তিপর্য্যন্ত ভগবদ্‌ভক্তিনিষ্ঠঃ ; ইয়মেব ভগবদ্‌ভক্তেঃ পরাকাষ্ঠা ইতি ভাবঃ) অভূৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ঐ দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পরম প্রভাবসম্পন্ন চারিটি পুত্র ছিল ; তাহার মধ্যে প্রহলাদ গুণের দ্বারা শ্রেষ্ঠ হইয়া ভগবদ্ভক্তগণের উপাসক ছিলেন ॥ ৩০ ॥

———

ব্রহ্মণ্যঃ শীলসম্পন্নঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতানামেকপ্রিয়সুহৃত্তমঃ ॥ ৩১ ॥
দাসবৎ সন্নতার্য্যাঙ্ঘ্রিঃ পিতৃবৎ দীনবৎসলঃ।
ভ্রাতৃবৎ সদৃশে স্নিগ্ধো গুরুষ্বীশ্বরভাবনঃ।
বিদ্যার্থরূপজন্মাঢ্যো মানস্তম্ভবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩২॥

অন্বয়ঃ—(সঃ প্রহলাদঃ) ব্রহ্মণ্য (ব্রহ্মণি ব্রাহ্মণ-কুলে পরস্মিন্ বা সাধুঃ) শীলসম্পন্নঃ (সুস্বভাবেন সম্পন্নঃ সচ্চরিত্রঃ) সত্যসন্ধঃ (সত্যপ্রতিজ্ঞঃ) জিতেন্দ্রিয়ঃ (জিতানি ইন্দ্রিয়াণি যেন সঃ) আত্মবৎ সর্ব্বভূতানাম্ একপ্রিয়সুহৃত্তমঃ (পরমাত্মবৎ এক এব সর্ব্বভূতানাং প্রিয়ঃ হিতৈষী) দাসবৎ সন্নতার্য্যাঙ্ঘ্রিঃ (ভৃত্যবৎ সম্যক্ নতাঃ নমস্কৃতাঃ আর্য্যাণাং মহতাম্ অঙ্ঘ্রয়ঃ পাদাঃ যেন সঃ) পিতৃবৎ দীনবৎসলঃ (দীনেষু বৎসলঃ বাৎসল্যযুক্তঃ) ভ্রাতৃবৎ সদৃশে (স্বতুল্যে) স্নিগ্ধঃ (অনুরাগযুক্তঃ) গুরুষু ঈশ্বরভাবনঃ

(গুরুজনেষু গুরৌ চ ঈশ্বরঃ পূজ্যঃ প্রভু ইতিভাবনা দৃষ্টিঃ যস্য সঃ) বিদ্যার্থরূপজন্মাঢ্যঃ (বিদ্যয়া অর্থেন রূপেণ জন্মনা চ আঢ্যঃ বিখ্যাতঃ) মানস্তম্ভবিবর্জ্জিতঃ (মানঃ গর্ব্বঃ স্তম্ভঃ অনম্রতা তাভ্যাং বিবর্জ্জিতঃ আসীৎ) ॥ ৩১-৩২ ॥

অনুবাদ—সেই প্রহলাদ ব্রহ্মণ্যগুণসম্পন্ন, সচ্চরিত্র, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, পরমাত্মার ন্যায় প্রাণিমাত্রেরই একমাত্র প্রিয় এবং সুহৃত্তম ছিলেন ; মাননীয় ব্যক্তির প্রতি ভৃত্যবৎ প্রণত হইতেন ; দীন-জনের প্রতি পিতার ন্যায় বাৎসল্য প্রকাশ করিতেন ; সমান ব্যক্তিগণের প্রতি ভ্রাতার ন্যায় অনুরাগযুক্ত এবং শিক্ষাদীক্ষাদাতা গুরু ও সতীর্থ গুরুজনকে প্রভু জ্ঞান করিতেন। বিদ্যা, অর্থ, রূপ ও অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট হইয়াও অহঙ্কারবর্জ্জিত ছিলেন ॥ ৩১-৩২ ॥

বিশ্বনাথ—সম্যক্ নতা আর্য্যাণ্যং অংঘ্রয়ো যেন সঃ। গুরুষ্বিতি বহুবচনং গৌরবেণৈব, শ্রীভগবন্মন্ত্রোপদেশকে গুরাবিত্যর্থঃ ॥ ৩১-৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সন্নতার্য্যাঙ্ঘ্রিঃ'—আর্য্যগণের (মহদ্গণের) শ্রীচরণে ভৃত্যের মত যিনি নত হইতেন। 'গুরুষু ঈশ্বরভাবনঃ'—গুরুজনের প্রতি ঈশ্বরভাবনা-পরায়ণ ছিলেন। 'গুরুষু'—এখানে গৌরবে বহুবচন, 'গুরু' বলিতে শ্রীভগবানের মন্ত্রোপদেশক (দীক্ষা) শ্রীগুরুদেবে ঈশ্বরবুদ্ধি করিতেন—এই অর্থ। [শ্রী-গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে মন্ত্রদাতা শ্রীগুরুদেবের প্রতি ভগবানের সহিত অভিন্নরূপে এবং তাঁহারই প্রকাশ ও প্রেষ্ঠরূপে জ্ঞান করিবার রীতি আছে। বস্তুতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীভগবানেরই প্রকাশবিশেষ, তাঁহারই করুণাময় বিগ্রহ। তিনি ভক্তরূপে লীলা করিলেও, শিষ্যের পক্ষে তাঁহাকে ভগবানের ন্যায় নিষ্কপটে সেবা করা কর্ত্তব্য।]॥ ৩২ ॥

নোদ্বিগ্নচিত্তো ব্যসনেষু নিস্পৃহঃ
শ্রুতেষু দৃষ্টেষু গুণেষ্ববস্তুদৃক্।
দান্তেন্দ্রিয়প্রাণশরীরধীঃ সদা
প্রশান্তকামো রহিতাসুরোঽসুরঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অসুরঃ (অসুরবংশজঃ অপি সঃ) রহিতাসুরঃ (রহিতঃ আসুরো ভাবো যস্য সঃ, মাৎসর্য্যাদ্যাসুরভাবরহিতঃ ইত্যর্থঃ) ব্যসনেষু (দুঃখেষু প্রাপ্তেষু অপি) ন উদ্বিগ্নচিত্তঃ (ন উদ্বিগং ব্যাকুলং চিত্তং যস্য সঃ) শ্রুতেষু (আমুষ্মিকেষু স্বর্গরাজ্যাদিষু) দৃষ্টেষু (ঐহিকেষু চ) গুণেষু (বিষয়েষু) নিস্পৃহঃ তৃষ্ণা-রহিতঃ অপি চ অবস্তুদৃক্ (অবস্তুত্বেন তুচ্ছত্বেন তেষাং বিষয়ানাং দ্রষ্টা) দান্তেন্দ্রিয় প্রাণশরীরধীঃ (দান্তাঃ নিয়মেন বশীকৃতাঃ ইন্দ্রিয়াদয়ঃ যেন সঃ) সদা প্রশান্তকামঃ (বুদ্ধিবশীকরণাদেব প্রশান্তাঃ কামাঃ যস্য সঃ নিরস্তকামঃ সন্ বর্ত্ততে) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—প্রহলাদ অসুর বংশজাত হইলেও বিষ্ণু-বৈষ্ণবে অনাদর-মূলে মাৎসর্য্য প্রভৃতি আসুর-ভাব-রহিত ছিলেন। বিপদে তাঁহার চিত্ত উদ্বিগ্ন হইত না, তিনি গৌণ শ্রৌত কর্ম্মকাণ্ডে ও দৃষ্ট বাসনাদি লৌকিক-ব্যাপারকে তুচ্ছ অবস্তু জানিয়া তাহাতে নিস্পৃহ ছিলেন ; তিনি জিতেন্দ্রিয়, জিতবায়ু ও স্থির-বুদ্ধি-বশতঃ প্রশান্তকাম ছিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—রহিত আসুরো ভাবো মৎসরাদির্যস্য সঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রহিতাসুরঃ'—রহিত হইয়াছে আসুর ভাব মৎসরাদি যাঁহার, তিনি (অর্থাৎ প্রহলাদ অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার অসুরভাব ছিল না) ॥ ৩৩ ॥

যস্মিন্ মহদ্গুণা রাজন্ গৃহ্যন্তে কবিভির্মুহুঃ।
ন তেঽধুনা পিধীয়ন্তে যথা ভগবতীশ্বরে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! কবিভিঃ (বিবেকিভিঃ) যস্মিন্ (প্রহলাদে যে) মহদ্গুণাঃ (মহতঃ ভগবতঃ মহতাং তদ্ভক্তানাং বা নিস্পৃহত্বাদয়ঃ গুণাঃ) মুহুঃ গৃহ্যন্তে (বারং বারং কীর্ত্ত্যন্তে) ভগবতি ঈশ্বরে যথা (বর্ত্তমানাঃ গুণাঃ ন অপিধীয়ন্তে (তিরোহিতাঃ ন ভবন্তি তদ্বৎ) তে (প্রহলাদস্য গুণাঃ অপি) অধুনা ন পিধীয়ন্তে (ন তিরোহিতাঃ ভবন্তি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তাঁহার মহদ্গুন-সকল পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা কীর্ত্তন করেন এবং সেই নিত্যগুণ-সমূহ যেরূপ ভগবানে নিত্য তাঁহাতেও অদ্যাপি সেই গুণগুলি বর্ত্তমান ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—মহতো ভগবতো গুণাঃ অপ্রাকৃতা ধৈর্য্যা

গাম্ভীর্য্যাদয়ঃ স্বভাবেনৈব স্থিতাঃ কবিভিবিবেকি-ভির্গৃহ্যন্তে। এতে গুণা জীবনিষ্ঠা ন ভবন্তি, কিন্তু ভগবদীয়া এবেতি শুদ্ধৈর্মন-আদীন্দ্রিয়ৈবিষয়ী-ক্রিয়ন্তে ইত্যর্থঃ। গুণানাং নিত্যত্বমাহ—তে গুণা অধুনাপি এতৎকালপর্য্যন্তং নাপিধীয়ন্তে কালকর্ম্মাদিভির্নাচ্ছা-দ্যন্তে, এতাবৎসু কালেষু গতেম্বপি প্রহলাদস্তাদৃগ্-গুণবিশিষ্ট এব সুতলে তথা বৈকুণ্ঠে মহাবৈকুণ্ঠে চ বিরাজত এবেতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্মিন্ মহদ্‌গুণাঃ'—যে প্রহলাদে মহতের বলিতে শ্রীভগবানের আপ্রকৃত ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি গুণসমূহ স্বভাবতঃই রহিয়াছে, এবং তাহা 'কবিভিঃ'—বিবেকী ভক্তগণই গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সকল গুণ কখনও জীবনিষ্ঠ হয় না, কিন্তু ভগবদ্ভক্তজনই শুদ্ধ মন প্রভৃতি ইন্দ্রি-য়ের দ্বারা বিষয়ীভূত করেন—এই অর্থ। ঐ গুণ-সকলের নিত্যত্ব বলিতেছেন—'তে অধুনা ন অপি-ধীয়ন্তে'—তাঁহার সেই সকল গুণ এতকাল পর্য্যন্তও তিরোহিত হয় নাই, অর্থাৎ কাল, কর্ম্মাদির দ্বারা আচ্ছাদিত হয় নাই, এতকাল অতীত হইলেও প্রহলাদ তাদৃশ গুণবিশিষ্ট হইয়াই সুতলে, সেইরূপ বৈকুণ্ঠে এবং মহাবৈকুণ্ঠেও বিরাজিত রহিয়াছেন—এই ভাব ॥ ৩৪ ॥

যং সাধুগাথা-সদসি রিপবোঽপি সুরা নৃপ।
প্রতিমানং প্রকুর্ব্বন্তি কিমুতান্যে ভবাদৃশাঃ ॥ ৩৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ! সাধুগাথা-সদসি (সাধু-কথা প্রসঙ্গবত্যা সভায়াং) রিপবঃ অপি (শত্রবঃ অপি) সুরাঃ যং (প্রহলাদং) প্রতিমানং (সাধুত্বে প্রহলাদতুল্যঃ অয়ং ভক্তঃ ইতি দৃষ্টান্তং) প্রকুর্ব্বন্তি; অন্যে ভবাদৃশাঃ (মধ্যস্থাঃ তং প্রতি মানং কুর্ব্বন্তি ইতি) কিমুত (বক্তব্যমিত্যর্থঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ! সভাস্থলে সাধুকথা-প্রসঙ্গে শত্রুকুল ও প্রহলাদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। আপনাদের ন্যায় মহদ্‌ব্যক্তির ত' কথাই নাই ॥ ৩৫॥

বিশ্বনাথ—প্রতিমানং দৃষ্টান্তং প্রহলাদতুল্যোঽয়ং ভক্ত ইত্যেবম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রতিমানং'—দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া থাকেন, প্রহলাদের তুল্য এই ভক্ত—এইরূপ ॥ ৩৫ ॥

মধ্ব—

অন্যেষাং হরিসাম্যন্তু কিঞ্চিৎ সাম্যমুদীরিতম্।
সম্যক্‌সাম্যন্তু মৎস্যাদেরিতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ ॥
ইতি চ ॥ ৩৫ ॥

গুণৈরলমসংখ্যেয়ৈর্মাহাত্ম্যং তস্য সূচ্যতে।
বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী রতিঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (প্রহলাদস্য) বাসুদেবে ভগবতি নৈসর্গিকী (স্বাভাবিকী এব) রতিঃ (ভক্তিঃ) তস্য অসংখ্যেয়ৈঃ গুণৈঃ অলং (পর্য্যাপ্তং গুণবর্ণনেন কিং প্রয়োজনম্? ন ময়া সর্ব্বে গুণাঃ বর্ণয়িতুং শক্যন্তে কিন্তু এবং গুণবর্ণনেন কেবলং) তস্য মাহাত্ম্যং সূচ্যতে (মহিম্নং সূচনামাত্রং ক্রিয়তে ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ বাসুদেবে যাঁহার স্বাভাবিক রতি, তাঁহার অগণিত গুণের সংখ্যা নির্দ্দেশ কে করিবে? তথাপি এই সকল বাক্যের দ্বারা তাঁহার মাহাত্ম্যের সূচনামাত্র হইল ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—অসংখ্যেয়ৈ সংখ্যাতুমশক্যৈরেবং গুণৈস্ত-স্যালং কঃ খলূৎকর্ষ ইত্যর্থঃ। অন্যে পুরুষা গুণৈ-রুৎকর্ষ্যন্তাং নাম, ন তু প্রহলাদস্তস্য তূৎকর্ষ-হেতু-রন্যদ্বস্তুন্তরং বর্ত্তত ইতি ভাবঃ। তদেব কিং তত্রাহ,—মাহাত্ম্যং সূচ্যতে সুষ্ঠু উচ্যতে। কিং তৎ বাসুদেব ইত্যাদি; যদ্বা, তস্য মাহাত্ম্যং সূচ্যতে তদভিধাতু-মশক্যত্বাদ্ব্যজ্যতে মাত্রং কৃষ্ণগ্রহ-গ্রহীতাত্মেত্যাদ্যুত্তরগ্রন্থে গ্রহাদিশব্দেনেতি ভাবঃ; তস্য কীদৃশস্যেত্যপেক্ষায়া-মাহ,—বাসুদেব ইতি, নৃসিংহাকারে ইতি কেচিৎ। প্রহলাদস্তত্যানন্তরমাবির্বভূব ভগবান্ পীতাম্বরধরো হরিরিতি বৈষ্ণবোক্তেঃ, কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মেতি গোবিন্দ-পরিরম্ভিত ইত্যগ্রিমোক্তেশ্চ, বাসুদেবে বসুদেবনন্দনা-কারে এবেত্যন্যে, প্রহলাদস্য পূর্ব্বোত্তরদশয়োঃ ক্রমেণ বাসুদেব-নৃসিংহনিষ্ঠত্বমিত্যপরে। নৈসর্গিকী, ন ত্বন্যেষামিব পূর্ব্বজন্মকৃতৈঃ সাধনৈঃ সিদ্ধেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসংখ্যেয়ৈঃ গুণৈঃ অলম্' —যাহার সংখ্যা (গণনা) করা যায় না, এইরূপ

অগণিত গুণসকলের দ্বারা তাঁহার কি উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে ?—এই অর্থ। অন্য জনগণ গুণের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করে করুন, কিন্তু প্রহলাদের গুণের উৎকর্ষের হেতু অন্য বস্তু রহিয়াছে—এই ভাব। তাহা কি ? ইহাতে বলিতেছেন—'মাহাত্ম্যং সূচ্যতে', যাঁহার মাহাত্ম্য সুষ্ঠুরূপে কথিত হইয়াছে। কি সে মাহাত্ম্য ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'বাসুদেবে' ইত্যাদি, অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে যে স্বাভাবিকী রতি। অথবা—তাঁহার মাহাত্ম্য সূচনামাত্র করা হইয়াছে, যেহেতু উহা সম্যক্‌রূপে বলা যায় না, পরবর্ত্তী শ্লোকে 'কৃষ্ণ-গ্রহ-গৃহীতাত্মা', অর্থাৎ কৃষ্ণরূপী গ্রহ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে আত্মা বলিতে মন যাঁহার, এইস্থলে 'গ্রহ'—শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে—এই ভাব। কিরূপ তাঁহার ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'বাসুদেবে' ইত্যাদি, কেহ কেহ বলেন—বাসুদেব বলিতে নৃসিংহ আকারে তাঁহার স্বাভাবিক রতি ছিল। বৈষ্ণবশাস্ত্রে (বিষ্ণুপুরাণে) উক্ত হইয়াছে—প্রহলাদের স্তুতির পরে ভগবান্ পীতাম্বরধারী হরি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অন্যে বলেন—'কৃষ্ণগ্রহ-গৃহীতাত্মা' এবং 'গোবিন্দ-পরিরম্ভিত'—এইরূপ পরবর্ত্তী শ্লোকে বলায় বাসুদেব বলিতে বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণেই তাঁহার রতি ছিল। অপরে বলেন—প্রহলাদের পূর্ব্বে ও পরবর্ত্তী দশায় যথাক্রমে বাসুদেব এবং নৃসিংহে নিষ্ঠা ছিল। 'নৈসর্গিকী'—শ্রীভগবানে তাঁহার ঐরূপ রতি স্বাভাবিকীই, কিন্তু অন্যের ন্যায় পূর্ব্বজন্ম-কৃত সাধনের দ্বারা সিদ্ধ নহে—এই অর্থ ॥ ৩৬ ॥

ন্যস্তক্রীড়নকো বালো জড়বৎ তন্মনস্তয়া।
কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা (কৃষ্ণ এব গ্রহঃ বিষয়েভ্যঃ আকর্ষকঃ তেন গৃহীতঃ আকৃষ্টঃ আত্মা মনঃ যস্য সঃ) বালঃ (অপি) ন্যস্তক্রীড়নকঃ (পরিত্যক্তক্রীড়া-সাধনঃ সন্) তন্মনস্তয়া (কৃষ্ণাকৃষ্টহৃদয়তয়া) জড়বৎ (যথা আসীৎ যথা) ঈদৃশং জগৎ ন বেদ (অন্যৎ কিমপি ন দদর্শ, কিন্তু সর্ব্বমপি কৃষ্ণময়মেব ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—তিনি শৈশবেই ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে তন্মনা হইয়া জড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হন; তাঁহার মন কৃষ্ণগ্রহগ্রস্ত হওয়ায় জগৎ যে এইরূপ কৃষ্ণেতর প্রতীতিময়, তাহা তিনি জানিতেন না ॥ ৩৭॥

বিশ্বনাথ—নৈসর্গিক-রতের্লিঙ্গান্যাহ,—ন্যস্তক্রীড়নক ইতি ষড্‌ভিঃ। বালোঽপি ত্যক্তবাল্যলীলঃ, তন্মনস্তয়া কৃষ্ণৈকাগ্রমনস্কত্বেন জড় ইবান্যৈর্লক্ষ্যমাণঃ, ন চান্য-ভক্তৈরিব তেন স্বমনঃ কৃষ্ণবিষয়কং কৃতং, কিন্তু কশ্চিদ্‌গ্রহো লোভ্যং দ্রব্যমিব কৃষ্ণএব যন্মনো গৃহীতবানিত্যাহ,—কৃষ্ণেতি। অতএব জগৎ ঈদৃশং ব্যবহারময়ং ন বেদ কিন্তু কৃষ্ণময়মেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নৈসর্গিক রতির নিদর্শন বলিতেছেন—'ন্যস্ত-ক্রীড়নক' ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকে। বালক হইলেও প্রহলাদ বাল্যাবস্থাতেই বাল্যক্রীড়া (খেলার সামগ্রী) পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে একাগ্রচিত্ত হইয়া থাকিতেন, ইহাতে অপরে তাঁহাকে জড় বলিয়া মনে করিত। কিন্তু তিনি অন্যভক্তের ন্যায় নিজের মন শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন নাই, কিন্তু কোন গ্রহ যেমন লোভনীয় বস্তু গ্রহণ করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার মন গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বলিতেছেন—'কৃষ্ণগ্রহ-গৃহীতাত্মা', অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ গ্রহই তাঁহার মন আকর্ষণ করিয়াছেন। অতএব (ভগবদেকচিত্তত্বহেতু) জগৎ এইপ্রকার ব্যবহারময়, ইহা জানিতেন না, কিন্তু সমস্ত কিছুই তিনি কৃষ্ণময়ই দেখিতেন—এই অর্থ ॥ ৩৭ ॥

আসীনঃ পর্য্যটন্নশ্নন্ শয়ানঃ প্রপিবন্ ব্রুবন্।
নানুসন্ধত্ত এতানি গোবিন্দপরিরম্ভিতঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—আসীনঃ, পর্য্যটন্, অশ্নন্, শয়ানঃ, প্রপিবন্, ব্রুবন্, গোবিন্দপরিরম্ভিতঃ (গোবিন্দেন পরিরম্ভিতঃ আত্মনা আলিঙ্গিতঃ সন্) এতানি (আসনাদীনি) নানুসন্ধত্তে (ন জানাতি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—প্রহলাদ সর্ব্বদা ভগবানে সেবোন্মুখ থাকিতেন বলিয়া জাগতিক উপবেশন, পর্য্যটন, ভোজন, পান, শয়ন, কথোপকথন প্রভৃতি প্রাকৃত ভোগ্যবিষয়ের উপলব্ধি করিতেন না ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—এতানি আসন-বর্ত্ম-ভক্ষ্য-শয়নীয়-

পেয়বক্তব্যানি নানুসন্ধত্তে ন জানাতি ; কুতঃ ? গোবিন্দেন পরিরম্ভিতঃ অতিবৎসলেন পিত্রা মাত্রা বা একাব্দিকো বালো যথা প্রতিক্ষণমেব পরিরভ্য ক্রোড়-স্থীক্রিয়তে তথৈব প্রহলাদো ভোজনশয়নাদিসময়েঽপি ভগবতা আলিঙ্গ্যতে ইতি প্রহলাদ এব পশ্যতি নান্য ইতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতানি'—উপবেশন, পর্য্যটন, ভোজন, পান, শয়ন, কথোপকথন প্রভৃতি ভোগ্য-বিষয়সমূহের তিনি কোন অনুসন্ধান রাখিতেন না (অর্থাৎ জানিতেন না)। কিজন্য ? তাহাতে বলিতেছেন —'গোবিন্দ-পরিরম্ভিতঃ', গোবিন্দ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হওয়ায়, যেমন অতিবৎসল পিতা বা মাতা একবৎসরের বালককে আলিঙ্গন করিয়া কোলে লইয়া থাকেন, সেইরূপ প্রহলাদ ভোজন ও শয়নাদি সময়েও ভগবান্ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত থাকেন, ইহা প্রহলাদই দেখিতে পান, অপরে নহে—এই ভাব ॥ ৩৮ ॥

———

কৃচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠচিন্তা-শবলচেতনঃ।
কৃচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহলাদ উদ্গায়তি কৃচিৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(স চ) কৃচিৎ বৈকুণ্ঠচিন্তা-শবল-চেতনঃ (বৈকুণ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চিন্তয়া শবলা ব্যামিশ্রা বিহবলা চেতনা যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণভাবাক্রান্তঃ সন্) কৃচিৎ রুদতি, কৃচিৎ হসতি ; তচ্চিন্তাহলাদঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণ চিন্তয়া ভাবনায় আহলাদঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) কৃচিৎ (কদাচিৎ) উদ্গায়তি ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণ-প্রেম-ভাববিহ্বলিত-চিত্তে কখনও রোদন, কখনও হাস্য, কখনও আহলাদ এবং কোন-সময়ে বা গান করিতেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ কৃচিদিতি স্ববালকং স্বক্রোড়-স্থলাদ্ভূমৌ নিধায় গৃহকৃত্যার্থমন্যত্র গতায়াং মাতরি তামনালোচ্য স বালো যথা রোদিতি, তথৈব মামধুনৈব পরিত্যজ্য মৎপ্রভুঃ ক্ব গত ইতি তচ্চিন্তয়া শবলা ব্যামিশ্রা বিহ্বলা চেতনা যস্য সঃ। রুদতি রোদিতি কৃচিদ্ধসতীতি তদৈব পুনঃস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তেন ভগবতা ভো প্রহলাদ বৎস ক্ষণমাত্রমেব মামনালোক্য কথমেবং রোদিষীত্যুক্তে সতি হসতি চিরাৎ প্রাপ্তামালিঙ্গন্তীং মাতরমবলোক্য মুগ্ধবাল ইবেত্যর্থঃ। তচ্চিন্তেতি মৎপ্রভুর্মামেব কৃপয়া স্বদর্শনদানেন সুখয়তীতি চিন্তয়া আহলাদো যস্য সঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর 'কৃচিৎ রুদতি' ইত্যাদি (অর্থাৎ ভগবান্ বৈকুণ্ঠের চিন্তার সংমিশ্রণে প্রহলাদের চেতনা ক্ষুব্ধ হওয়ায় তিনি কখনও কাঁদি-তেন, কখনও হাসিতেন, কখনও বা আনন্দে উচ্চস্বরে গান করিতেন)। যেমন নিজ বালককে ক্রোড়দেশ (কোল) হইতে ভূমিতে নামাইয়া গৃহকার্য্যের জন্য মাতা অন্যত্র গমন করিলে তাঁহাকে না দেখিয়া বালক ক্রন্দন করে, সেইরূপ আমাকে এখনই পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রভু কোথায় গেলেন—এই চিন্তায়, 'শবল-চেতনঃ'—শবল বলিতে ব্যামিশ্র অর্থাৎ বিহ্বল হইয়াছে চেতনা যাঁহার, তদ্রূপ বিহ্বলিতচিত্তে রোদন করিতে থাকেন। আবার কখনও হাস্য করেন, অর্থাৎ তৎকালেই পুনরায় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ভগবান্ 'ওহে বৎস প্রহলাদ ! ক্ষণমাত্রই আমাকে না দেখিয়া কিজন্য এমনভাবে কাঁদিতেছ ?'—এইরূপ বলিলে হাস্য করিতেন, যেমন অনেকক্ষণ পর মাতাকে আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া মুগ্ধ বালক হাস্য করে—এই অর্থ। 'তচ্চিন্তাহলাদঃ'—আমার প্রভু আমাকে এইপ্রকারে নিজ দর্শনপ্রদানে সুখী করিতেছেন, এই-রূপ ভাবনাবশতঃ আহলাদিত হইয়া (কখনও উচ্চ-স্বরে গান করিতেন) ॥ ৩৯ ॥

———

নদতি কৃচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি কৃচিৎ।
কৃচিৎ তদ্ভাবনা-যুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ (কদাচিৎ) উৎকণ্ঠঃ (দূরে প্রাদুর্ভূতং ভগবন্তঃ দৃষ্ট্বা ব্যাকুলিতঃ সন্) নদতি (হে কৃষ্ণ ! হে প্রভো ! ইতি শব্দং করোতি) কৃচিৎ (কদাচিৎ আনন্দাতিশয়েন) বিলজ্জঃ (লজ্জা-হীনঃ সন্) নৃত্যতি ; কৃচিৎ (কদাচিৎ) ভগবৎ-স্ফূর্ত্তিভঙ্গে সতি তদ্বিরহখেদাধিক্যেন) তদ্ভাবনা-যুক্তঃ (উন্মত্তবদহমেব ভগবান্ ইতি) তন্ময়ঃ (সন্ চ) অনুচকার হ (তল্লীলামপি স্বয়মেব কৃতবান্) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—কখন ভগবান্‌কে দেখিয়া উৎকণ্ঠা-বশে শব্দ করিতেন, কখন আনন্দাতিশয্যে বিলজ্জ হইয়া নৃত্য করিতেন, কোনও সময় ভগবচ্চিন্তা-মগ্ন

হইয়া তন্ময়তা-লাভে বিভোর হইয়া তাঁহার লীলা অনুকরণ করিতেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—নদতীতি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তং হরিম্ অতিদূরে দৃষ্ট্বা উৎকণ্ঠঃ উচ্চীকৃতকণ্ঠঃ ভো প্রহলাদ বৎস ত্বামনালোক্যাহং নৈব নির্বৃণোমি যতস্ত্বমেব মমাতিপ্রিয় ইত্যুক্তঃ সন্ আনন্দাতিশয়েন বিক্ষিপ্ত এব বিলজ্জো নৃত্যতি, তদৈব স্ফূর্ত্তিভঙ্গে সতি তদ্বিরহখেদাধিক্যেন তদ্ভাবনাতিশয়যুক্ত উন্মাদসঞ্চারিপ্রাবল্যেন অহমেব হরিরিতি তন্ময়ঃ সন্ তল্লীলাং রামকৃষ্ণাদ্যবতারগতামপি অনুচকার অনুকৃতবান্ ॥৪০

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নদতি'—ইত্যাদি, স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হরিকে অতিদূরে দেখিয়া কখনও উচ্চস্বরে চিৎকার করিতেন। 'হে বৎস প্রহলাদ! তোমাকে অবলোকন না করিয়া আমি কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না, যেহেতু তুমি আমার অতিপ্রিয়'—ভগবান্ এরূপ বলিলে, আনন্দের আতিশয্যে কখনও বিক্ষিপ্ত হইয়া নির্ল্লজ্জের মত নৃত্য করিতেন। আবার তখনই স্ফূর্ত্তিভঙ্গ হইলে, তাঁহার বিরহজনিত খেদের আধিক্যে ভগবদ্ভাবনায় অতিশয়যুক্ত উন্মাদ ও সঞ্চারিভাবের প্রাবল্যে 'আমিই হরি'—এরূপ তন্ময় হইয়া রামকৃষ্ণাদি অবতারের লীলা অনুকরণ করিতেন ॥ ৪০ ॥

———

কৃচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শনির্বৃতঃ।
অস্পন্দপ্রণয়ানন্দ-সলিলামীলিতেক্ষণঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ সংস্পর্শেনির্বৃতঃ (সংস্পর্শঃ তদ্ভাবাতিশয়ঃ তেন নির্বৃতঃ) উৎপুলকঃ (রোমাঞ্চিতঃ সন্) অস্পন্দ-প্রণয়ানন্দ-সলিলামীলিতেক্ষণঃ (অস্পন্দঃ স্থিরঃ যঃ প্রণয়ঃ তেন যঃ আনন্দঃ তেন যৎ সলিলং তেন যুক্তে আমীলিতে ঈষন্নিমীলিতে ঈক্ষণে যস্য সঃ এবম্ভূতঃ সন্) তূষ্ণীম্ আস্তে (নিঃশব্দঃ তস্থৌ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—কখন ভগবৎপাণিস্পর্শলাভে আনন্দমগ্ন হইয়া পুলকিত এবং স্থির প্রেমজন্য ঈষন্নিমীলিত নয়নে আনন্দাশ্রুসিক্ত হইয়া নিস্তব্ধ হইতেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—কৃচিদুৎপলক ইতি কৃ যামি কুত্র প্রভুং প্রাপ্স্যামীতি কদাচিত্তদ্বিচ্ছেদদুঃখেন মুদ্রিত-নেত্রোহকস্মাৎ স্বহৃদয় এব তমালোক্য তৎপাণিস্পর্শেন নির্বৃত উৎপুলকঃ ন বিদ্যতে স্পন্দনো যস্য সঃ প্রণয়েনানন্দসলিলং যয়োস্তথাভূতে ঈষন্মুদ্রিতে ঈক্ষণে যস্য স চ স চ সঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃচিৎ উৎপুলকঃ'—কখনও রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া, ইত্যাদি। 'কোথায় যাই, কোথায় আমার প্রভুকে পাইব'—এইরূপ কখনও তাঁহার বিচ্ছেদজনিত দুঃখে মুদ্রিত-নেত্র হইয়া অকস্মাৎ নিজ হৃদয়েই তাঁহাকে অবলোকনপূর্ব্বক তাঁহার পাণিস্পর্শে 'নির্বৃতঃ'—আনন্দিত হইয়া, 'উৎপুলকঃ'—পুলকাঙ্গ হইতেন। 'অস্পন্দ-প্রণয়ানন্দসলিলামীলিতেক্ষণঃ'—অস্পন্দ বলিতে যাহার কোন স্পন্দন নাই (স্পন্দনহীন, স্থির) প্রণয়জনিত আনন্দসলিল যে নেত্রদ্বয়ে, সেইরূপ ঈষৎ মুদ্রিত নয়নদ্বয় যাঁহার (অর্থাৎ তখন তাঁহার দেহ স্পন্দনহীন ও নয়নযুগল প্রেমানন্দাশ্রুতে ঈষৎ নিমীলিত হইয়া থাকিত) ॥ ৪১ ॥

———

স উত্তমঃশ্লোকপদারবিন্দয়ো-
নিষেবয়াকিঞ্চনসঙ্গলব্ধয়া
তন্বন্ পরাং নির্বৃতিমাত্মনো মুহু-
র্দুঃসঙ্গদীনস্য মনঃ শমং ব্যধাৎ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (প্রহলাদঃ) অকিঞ্চনসঙ্গলব্ধয়া (অকিঞ্চনাঃ ত্যক্তলোকব্যবহারাঃ ভগবদ্ভক্তাঃ অস্মদাদয়ঃ তেষাং সঙ্গেন তৎকৃপয়া লব্ধয়া) উত্তমঃশ্লোকপদারবিন্দয়োঃ (উত্তমঃশ্লোকস্য ভগবতঃ পদারবিন্দয়োঃ) নিষেবয়া (নিতরাং সেবয়া) আত্মনঃ (স্বস্য) পরাং নির্বৃতিং (শান্তিং) তন্বন্ মুহুঃ (নিরন্তরং) দুঃসঙ্গদীনস্য (দুঃসঙ্গেন দীনস্য অন্যস্যাপি) মনঃ শমং (শান্তং) ব্যধাৎ (চকার) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—তিনি অকিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ-প্রভাবে উত্তমঃশ্লোক ভগবানের পাদপদ্ম-সেবায় সর্ব্বদা পরমানন্দিত হইয়া দুঃসঙ্গক্লিষ্ট দীন জনেরও মনে ভগবন্নিষ্ঠা বা শান্তি বিধান করিতেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তস্য হিরণ্যকশিপুপ্রভৃতি-দুঃসঙ্গবত্ত্বে কথং স্থিরা ভক্তিস্তত্র প্রহলাদস্য তস্য সঙ্গেনান্যেহপি দুঃসঙ্গিনঃ তৎসহচরবালাঃ কৃতার্থা বভূবুঃ কথং তস্যৈব দুঃসঙ্গাশঙ্কেত্যাহ,—স ইতি দুঃসঙ্গদীনস্যান্য-

স্যাপি মনঃ শমং 'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' ইতি ভগবদ্বচনাৎ ভগবন্নিষ্ঠমকরোৎ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির দুঃসঙ্গযুক্তত্ব থাকিলে, প্রহলাদের কি-প্রকারে স্থিরা ভক্তি হইয়াছিল ? তাহার উত্তরে—তাঁহার সঙ্গবশতঃ অন্যান্য দুঃসঙ্গী তাঁহার সহচর বালকগণও কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার (প্রহলাদের) কিরূপে দুঃসঙ্গের আশঙ্কা হইতে পারে ? —ইহা বলিতেছেন—'সঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ অকিঞ্চন ভক্তসঙ্গলব্ধ ভগবান্ উত্তমঃশ্লোকের চরণকমলযুগলের সেবানন্দে মুহুর্ম্মুহু আনন্দ বিস্তার করিয়া তিনি) 'দুঃসঙ্গ-দীনস্য'—দুঃসঙ্গজনিত অন্যান্য দীনজনেরও মনকে, 'শমং ব্যধাৎ'—শম (শান্ত) বলিতে 'শমঃ মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' (১১।১৯।৩৬)—অর্থাৎ আমাতে বুদ্ধির একনিষ্ঠতাই 'শম গুণ'—উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের এই উক্তি অনুসারে, ভগবন্নিষ্ঠ করিয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ৪২ ॥

———

তস্মিন্ মহাভাগবতে মহাভাগে মহাত্মনি ।
হিরণ্যকশিপু রাজন্নকরোদঘমাত্মজে ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, মহাভাগবতে মহাভাগে মহাত্মনি তস্মিন্ আত্মজে (পুত্রে) হিরণ্যকশিপুঃ অঘং (পাপং বিরুদ্ধাচরণম্) অকরোৎ (কৃতবান্) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, এতাদৃশ মহাভাগবত, মহাভাগ্যবান্ মহাত্মা পুত্র প্রহলাদের প্রতিও হিরণ্যকশিপু বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৩ ॥

———

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—
দেবর্ষ এতদিচ্ছামো বেদিতুং তব সুব্রত ।
যদাত্মজায় শুদ্ধায় পিতাদাৎ সাধবে হ্যঘম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীযুধিষ্ঠিরঃ উবাচ,—(হে) দেবর্ষে, হে সুব্রত, যৎ (যস্মাৎ) শুদ্ধায় (নির্ম্মলান্তঃকরণায়) সাধবে (সাধুহৃদয়ায়) আত্মজায় (স্বপুত্রায় প্রহলাদায়) পিতা (হিরণ্যকশিপুঃ) হি অঘং (দুঃখম্) অদাৎ (বিরুদ্ধং কৃতবান্) তব (ত্বত্তঃ) এতৎ বেদিতুং (জ্ঞাতুং বয়ম্ ইচ্ছামঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীযুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে দেবর্ষে ! হে সুব্রত ! হিরণ্যকশিপু পিতা হইয়া যে, নির্ম্মলান্তঃকরণ সাধুহৃদয় আত্মজ প্রহলাদকেও দুঃখ দিয়াছিল ;—এ বিষয় আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রথমাধ্যায়ান্তে পৃষ্টমেবার্থমতিবিস্ময়েন পৃচ্ছতি, দেবর্ষে ইতি। তব ত্বত্তঃ, অঘং দুঃখম্ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথম অধ্যায়ের শেষে জিজ্ঞাসিত বিষয়ই অতিশয় বিস্ময়হেতু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে দেবর্ষে ! ইত্যাদি। 'তব'—আপনার নিকট হইতে, 'অঘং'—বলিতে দুঃখ ॥ ৪৪ ॥

———

পুত্রান্ বিপ্রতিকূলান্ স্বান্ পিতরঃ পুত্রবৎসলাঃ ।
উপালভন্তে শিক্ষার্থং নৈবাঘমপরো যথা ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—পুত্রবৎসলাঃ পিতরঃ শিক্ষার্থং বিপ্রতিকূলান্ (আজ্ঞাম্ উল্লঙ্ঘ্য চরাচরে প্রবৃত্তান্) স্বান্ (স্বকীয়ান্) পুত্রান্ (কেবলম্) উপালভন্তে (তিরস্কুর্ব্বন্তি কিন্তু) অপরঃ (শত্রুঃ) যথা (ইব) অঘং ন এবচ (পাপং মৃত্যুকারণং নৈব চকার) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—পুত্রবৎসল পিতৃগণ স্ব-স্ব-অবাধ্য পুত্রদিগকে তাহাদের শিক্ষার জন্য তিরস্কার করেন, সত্য ; কিন্তু শত্রুর ন্যায় এরূপ পুত্রের প্রকৃত অনিষ্ট করেন না ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—নৈব অঘং প্রাপয়ন্তি, অপরঃ শত্রুঃ ॥৪৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নৈব অঘং'—পিতা হইয়া পুত্রের প্রতি দ্রোহাচরণ করেন না, যেমন 'অপরঃ'—শত্রু আচরণ করে ॥ ৪৫ ॥

———

কিমুতানুবশান্ সাধূংস্তাদৃশান্ গুরুদেবতান্ ।
এতৎ কৌতূহলং ব্রহ্মন্নস্মাকং বিধম প্রভো ।
পিতুঃ পুত্রায় যদ্দ্বেষো মরণায় প্রযোজিতঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে যুধিষ্ঠির-নারদ-সংবাদে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—অনুবশান্ (অনুকূলান্) গুরুদেবতান্ (গুরুঃ পিতা এব দেবতা যেষাং তান্ গুরুষু দেব-বুদ্ধিবিশিষ্টান্) তাদৃশান্ সাধূন্ কিমুত (হে) ব্রহ্মন্ ! (হে) প্রভো ! অস্মাকম্ এতৎ কৌতুহলং বিধম (দূরীকুরু), যৎ (যেন কারণেন) পিতুঃ পুত্রায় মরণায় দ্বেষঃ প্রযোজিতঃ (বিরুদ্ধাচরণং কৃতং তৎ কথয় ইতি শেষঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—এতাদৃশ অনুকূল, সাধু এবং পিতৃভক্ত পুত্রাদির প্রতি পিতার পক্ষে হিংসাচরণ করা কি-প্রকারে হইতে পারে ? হে ব্রহ্মন্, হে প্রভো ! পুত্রের প্রতি পিতার এই প্রকার বধ-চেষ্টা অসম্ভব বলিয়া পুত্র-দ্বেষের কথা শুনিতে কৌতূহল হইতেছে। আপনি ঐ আখ্যান বলিয়া আমাদের সন্দেহ নিরসন করুন্ ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—অনুবশান্ অনুকূলান্। কুতূহলে ভবং কৌতূহলং সন্দেহং ; বিধম অপাকুরু। সন্দেহঃ কঃ? পুত্রায় পুত্রং হন্তুং পিতুর্দ্বেষঃ মরণায় স্বস্য মরণার্থমেব প্রকর্ষেণ যোজিতঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
সপ্তমস্য চতুর্থোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর-কৃতা শ্রীভাগবত-সপ্তমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুবশান্'—এতাদৃশ অনুকূল পুত্রাদির প্রতি, 'কৌতুহলং'—কুতূহলে উৎপন্ন কৌতূহল অর্থাৎ সন্দেহ, 'বিধম'—নিরসন করুন। কি সন্দেহ ? তাহাতে বলিতেছেন—'পুত্রায়'—পুত্রকে বিনাশের জন্য পিতার যে দ্বেষ, তাহা নিজের মরণের নিমিত্তই প্রয়োজিত হইয়াছিল ॥ ৪৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার সপ্তম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭।৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ—

পৌরোহিত্যায় ভগবান্ বৃতঃ কাব্যঃ কিলাসুরৈঃ।
ষণ্ডামর্কৌ সুতৌ তস্য দৈত্যরাজগৃহান্তিকে ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গুরূপদেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রহলাদের বিষ্ণুস্তবে রতি, পক্ষান্তরে গজ-সর্পাদি দ্বারা তাঁহার প্রাণবিনাশার্থ যত্নশীল হইয়াও হিরণ্যকশিপুর তাহাতে অকৃতকার্য্যতাদি বর্ণিত হইয়াছে।

অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্যের ষণ্ড এবং অমর্ক নামক পুত্রদ্বয়ের হস্তে সমর্পিত হইয়া নয়কোবিদ বালক প্রহলাদ তৎসমীপে দণ্ডনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রোপদেশ যথারীতি শ্রবণ ও অভ্যাস করিয়াও তাহা 'ইহা আত্মীয়, ইহা পর' এইরূপ মিথ্যাভিনিবেশের আশ্রয়-স্থল দেখিয়া তাঁহার আদরের বিষয় হইল না। একদা পিতৃসমীপে বালক প্রহলাদ তাঁহার নিকট যে বিষয়টী উত্তম শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিবার আদেশ পাইয়া "অহং-মমাভিনিবেশযুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন বদ্ধজীবের অসৎসঙ্গবহুল গ্রামবাসাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গবহুল মঠাদিতে বাস করিয়া হরিভজন করাই একমাত্র উত্তম শ্রেয়ঃ"—এই বিষ্ণুভক্তি-প্রকাশক উত্তর প্রদান করায়, বিষ্ণুদ্বেষী পিতা অন্য কর্ত্তৃক বালকের বুদ্ধিবিপর্যয় ঘটিয়াছে স্থির করিয়া তাহার

আসুরমত-পরিপোষক ব্রাহ্মণ ও গুরুবর্গকে বালকের হৃদয়ে যাহাতে বিষ্ণুভক্তি আদৌ স্থান পাইতে না পারে, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে বলিল। অসুর-গুরুগণ বালককে তাঁহার বুদ্ধিভেদের কারণ জিজ্ঞাসা করায় প্রহলাদ তাহাদের মায়াবিমোহিত বুদ্ধির নিন্দা করিয়া 'শ্রীভগবানে তাঁহার চিত্ত কোনও হেত্বন্তরাভাবে স্বভাবতঃই আকৃষ্ট'—এইরূপ বলিলে রাজগুরুদ্বয় তর্জ্জনাদি-দ্বারা বালককে ভয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থ-কামপ্রতিপাদক শাস্ত্র পাঠ করাইলেন এবং পরে বালকের সাম-দান-ভেদ দণ্ড-নীতি-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে জানিয়া বালককে পুনরায় রাজসমীপে লইয়া গেলেন। হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে সাদরে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া তাঁহার (প্রহলাদের) উৎকৃষ্ট অধ্যয়নের বিষয় জানিতে চাহিলে, প্রহলাদ মহারাজ শ্রবণ-কীর্ত্ত-নাদি নবলক্ষণাক্রান্ত ভক্তি আদৌ ভগবানে সমর্পণ-পূর্ব্বক পশ্চাৎ তদনুশীলনই যে উত্তম অধ্যয়নের ফল তাহা প্রকাশ করায় দৈত্যরাজ বালকের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং তৎসূত্রে ষণ্ডামর্ক প্রভৃতি গুরুব্রুবের প্রতি দুর্ব্বচন প্রয়োগ করিতে লাগিল। গুরুব্রুবগণ 'প্রহলাদের বুদ্ধি আপনা হইতেই বিপর্য্যস্ত হইয়াছে' কহিয়া স্ব স্ব নির্দোষতা প্রমাণ করিলে দৈত্যরাজ প্রহলাদের নিকট তাঁহার বিষ্ণুভক্তি-শিক্ষালাভের হেত্বন্তর জানিতে চাহিলে তদুত্তরে প্রহলাদ মহারাজের "গৃহব্রত-ব্যক্তির বুদ্ধি আপনা হইতে, গুরু হইতে, কিম্বা পরস্পর হইতে কোন প্রকারেই ভগবানে নিযুক্ত হয় না, তাহারা পুনঃ পুনঃ ক্লেশময় সংসারে গমনা-গমন করিয়া চর্ব্বিত বিষয় পুনরায় চর্ব্বণ করে; বহির্বিষয়াসক্ত ব্যক্তি স্বার্থগতি বিষ্ণুকে জানিতে পারে না, যেহেতু তাহারা তাহাদেরই সমশীল বিষয়-মোহান্ধ গুরুব্রুবের হস্তে পড়িয়া বিনষ্ট হয়; অতএব শুদ্ধ ভগবদ্‌ভক্তের সঙ্গ-ক্রমে অনর্থাগম হইলেই জীবের ভগবচ্চরণপ্রাপ্তি ঘটে"—এই উত্তরে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রহলাদকে ক্রোড় হইতে দূরে নিঃক্ষেপ করিল এবং স্বীয় মাতা পিতা প্রভৃতি স্বজনবাক্য অবহেলা করিয়া স্বীয় পিতৃব্য-হন্তা বিষ্ণুর দাসত্ব বরণ করা একটী পঞ্চম বর্ষীয় বালকের পক্ষে যে অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয়, ইহা মনে করিয়া অনুচরবর্গকে প্রহলাদকে হত্যা করিতে আদেশ করিল; কিন্তু দৈত্যানুচরগণ তীক্ষ্ণধার শূল দ্বারা আঘাত, মত্তহস্তী, দন্দশূক, কৃত্যাদি অভিচার, পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে নিঃক্ষেপ প্রভৃতি অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিয়াও প্রহলাদের প্রাণনাশে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না দেখিয়া হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িল। তখন শুক্রাচার্য্যের আগমন কাল পর্য্যন্ত প্রহলাদকে বরুণপাশে আবদ্ধ রাখিয়া রাজধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিবেন, স্থির করিয়া গুরু পুত্রদ্বয় প্রহলাদকে ত্রিবর্গ ঘটিত শিক্ষা দান করিতে লাগিল। কিন্তু বিষয়াভিনিবিষ্ট গুরুমুখনিঃসৃত ঐ সকল উপদেশ প্রহলাদের নিকট সাধু বলিয়া বোধ হইল না। অতঃ-পর একদা গুরুদ্বয়ের অবর্ত্তমানে সমবয়স্ক অসুর-বালকগণের সহিত প্রহলাদের মিলন হইল এবং প্রহলাদের উপদেশক্রমে অসুরবালকগণও হরিভজনে নিযুক্ত হইলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—ভগবান্ কাব্যঃ (শুক্রাচার্য্যঃ) পৌরোহিত্যায় (পুরোহিতকর্ম্ম কর্ত্তুম্) অসুরৈঃ কিল বৃতঃ (নিযুক্তঃ বভুব); তস্য (কাব্যস্য) সুতৌ ষণ্ডামর্কৌ দৈত্যরাজ-গৃহান্তিকে (দৈত্যরাজস্য হিরণ্যকশিপোঃ গৃহস্য অন্তিকে সমীপে ন্যবসতামিতি শেষঃ)॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—দৈত্যগণ ভগবান্ শুক্রাচার্য্যকে পৌরোহিত্য-কার্য্যে বরণ করিয়াছিল, তৎকালে শুক্রাচার্য্যের ষণ্ড ও অমর্ক-নামক দুইটি পুত্র দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর গৃহ সমীপে বাস করি-তেন॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

গুরুণাধ্যাপিতঃ পিত্রা পৃষ্টঃ কৃষ্ণং স্তবন্ সুতঃ।
পঞ্চমে দিগ্‌গজাদ্যৈঃ সঃ হতোঽপি স্বস্ত্যরাজত ॥০॥

প্রহলাদস্য ভক্তিরেব বিদ্বেষে কারণমিতি বক্তুমাহ,—পৌরোহিত্যায়েত্যাদিনা। কাব্যঃ শুক্রঃ। অতস্তস্য সুতৌ তত্র ন্যবসতামিতি শেষঃ॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চম অধ্যায়ে প্রহলাদ গুরুপুত্রদ্বয়ের নিকট হইতে (দণ্ডনীতি প্রভৃতি) শিক্ষা-প্রাপ্ত হইলেও পিতা হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করায়, দিগ্‌গজ প্রভৃতির দ্বারা আহত হইয়াও কুশলেই বিরাজ করিতেছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে॥ ০॥

প্রহলাদের বিষ্ণু-ভক্তিই (হিরণ্যকশিপুর) বিদ্বেষের কারণ, ইহা কথনের নিমিত্ত বলিতেছেন—'পৌরোহিত্যায়' ইত্যাদি। 'কাব্যঃ'—বলিতে দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য, অতএব তাঁহার পুত্রদ্বয় (ষণ্ড ও অমর্ক) হিরণ্যকশিপুর গৃহসমীপে বাস করিতেন ॥১॥

———

তৌ রাজ্ঞা প্রাপিতং বালং প্রহলাদং নয়-কোবিদম্।
পাঠয়ামাসতুঃ পাঠ্যানন্যাংশ্চাসুরবালকান্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—তৌ (ষণ্ডামর্কৌ) রাজ্ঞা (হিরণ্য-কশিপুনা) প্রাপিতং (প্রেরিতং) নয়কোবিদং (নীতি-জ্ঞং) বালং প্রহলাদম্ অন্যান্ অসুরবালকান্ চ পাঠ্যান্ (দণ্ডনীত্যাদীন্) পাঠয়ামাসতুঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ষণ্ডামর্কের নিকট হিরণ্যকশিপু-কর্ত্তৃক তৎপুত্র নীতিজ্ঞ প্রহলাদ প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও প্রহলাদকে এবং অন্যান্য অসুরবালকগণকে দণ্ডনীতি প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ করাইতেন ॥ ২ ॥

———

যত্তত্র গুরুণা প্রোক্তং শুশ্রুবেঽনুপপাঠ চ।
ন সাধু মনসা মেনে স্বপরাসদ্গ্রহাশ্রয়ম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (গুরুগৃহে) যৎ (দণ্ডনীতিশাস্ত্রং) গুরুণা প্রোক্তং (তৎ প্রহলাদঃ) শুশ্রুবে (শ্রুতবান্) অনুপপাঠ চ (অনু অনন্তরং পপাঠ চ কিন্তু) স্বপরা-সদ্গ্রহাশ্রয়ং (স্বঃ স্বকীয়ঃ, অয়ম্ আত্মীয়ঃ, অয়ং পরঃ শত্রুঃ ইত্যেবম্ভূতঃ যঃ অসদ্গ্রহঃ মিথ্যাভি-নিবেশঃ সঃ এব আশ্রয়ঃ যস্য তৎ তাদৃশং তৎ শাস্ত্রং) মনসা সাধু (সম্যক্) ন মেনে উত্তমতয়া ন (স্বীকৃতবান্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—গুরু যে-ভাবে দণ্ড ও নীতি-শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন, প্রহলাদও তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ পাঠ করিতেন ; কিন্তু তাহা হইলেও "এ ব্যক্তি মিত্র, ও ব্যক্তি শত্রু" ইত্যাকার অসজ্জ্ঞানকে ভাল বলিয়া মনে করিতেন না ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—যৎ দণ্ডনীত্যাদিকং তৎ সাধু ন মেনে। কুতঃ ?—স্বঃ পর ইত্যসদ্গ্রহং দুরভিনিবেশমেব আ সম্যক্ প্রকারেণ শ্রয়তে ইতি তৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎ'—দণ্ডনীতি প্রভৃতি যাহা গুরুদ্বয় শিক্ষা দিতেন, তাহা প্রহলাদ মনে মনে সৎ-শিক্ষা বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন নাই। কিজন্য ? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বপরাসদ্গ্রহাশ্রয়ম্', যেহেতু নিজ ও পর, এইরূপ অসদ্গ্রহ অর্থাৎ দুরভিনিবেশই সেই শিক্ষার মধ্যে আশ্রয় করিয়া আছে ॥ ৩ ॥

———

একদাসুররাট্ পুত্রমঙ্কমারোপ্য পাণ্ডব।
পপ্রচ্ছ কথ্যতাং বৎস মন্যতে সাধু যদ্ভবান্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পাণ্ডব ! একদা অসুররাট্ (হিরণ্যকশিপুঃ) পুত্রং (স্বপুত্রং প্রহলাদম্) অঙ্কম্ আরোপ্য (উৎসঙ্গে নিধায়) হে বৎস ! ভবান্ যৎ সাধু মন্যতে (তৎ) কথ্যতাম্ (ইত্যেবং) পপ্রচ্ছ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—(হে) পাণ্ডব, একদা দৈত্যরাজ স্বীয় পুত্র প্রহলাদকে ক্রোড়ে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হে বৎস, তুমি যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর, তাহা বল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কঠিনপদার্থানাং প্রশ্নে বালস্যাস্য স্তোভো ভবিষ্যতীতি মত্বা প্রাহ,—যদ্ভবান্ সাধু মন্যতে পঠিতানাং বস্তূনাং মধ্যে সাধু অভ্যস্তীকৃতং যৎ ত্বং জানাসি মদগ্রে বক্তুঞ্চ শক্নোষি তদেব বদেতি হিরণ্য-কশিপোরভিপ্রায়ঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কঠিন বিষয় প্রশ্ন করিলে বালকের ভয় হইতে পারে, ইহা মনে করিয়া, 'যদ্-ভবান্ সাধু মন্যতে'—তোমার পঠিত বিষয়ের মধ্যে যাহা 'সাধু' বলিতে ভালভাবে অভ্যাস করিয়াছ, অর্থাৎ যাহা তুমি জান এবং আমার নিকট বলিতে পার, তাহাই বল—এইরূপ হিরণ্যকশিপুর অভিপ্রায় ॥ ৪ ॥

———

শ্রীপ্রহলাদ উবাচ—

তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপ্রহলাদঃ উবাচ,—(হে) অসুরবর্য্য !

(হে অসুরশ্রেষ্ঠ !) অসদ্‌গ্রহাৎ (অহং মমেতি মিথ্যাভিনিবেশাৎ হেতোঃ) সদা সমুদ্বিগ্নধিয়াং (সম্যক্ অত্যন্তমুদ্বিগ্না অনবস্থিতাঃ ধীঃ যেষাং তে তেষাং) দেহিনাং আত্মপাতম্ (আত্মনঃ পাতম্ অধঃপাত-নিমিত্তম্) অন্ধকূপং (জলশূন্যকূপবৎ মোহাবহং দুঃখপ্রদং) গৃহং হিত্বা (পরিত্যজ্য) বনং গতঃ (সন্) যৎ হরিম্ আশ্রয়েত (ভজেত) ইতি তৎ (অহং) সাধু (যুক্তং) মন্যে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহলাদ কহিলেন,—হে অসুরশ্রেষ্ঠ ! আমি অনিত্যে নির্ভরকারী সর্ব্বদাই উদ্বিগ্নচিত্ত দেহিগণের এই অন্ধকূপসদৃশ নিজ অমঙ্গলকারী গৃহ ত্যাগপূর্ব্বক বনবাসী হইয়া হরি-পদ আশ্রয় করাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রহলাদস্তু তদভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বাপি জগত্যস্মিন্ জিজ্ঞাস্যানাং মধ্যে ভবান্ কিং বস্তু সাধু মন্যতে ইতি বুদ্ধ্যা বিচার্য্য স্বসম্মতীকরোতীতি মাং পৃচ্ছসি চেদস্য সমুচিত-মুত্তরং শৃণ্বিত্যাহ,—তদিতি। হে অসুরবর্য্য, অসদ্‌গ্রহাৎ অহং মমেতি মিথ্যাভিনিবেশাদুদ্বিগ্নধিয়াং জনানাং তদেব সাধু মন্যে কিং তৎ আত্মপাতহেতুং গৃহং ত্যক্ত্বা বনং গতঃ সন্ যদ্ধরিমাশ্রয়েতেতি যৎ হরিমাশ্রয়েত তদেব হরিচরণাশ্রয়ণং সাধু মন্যে ; গৃহে স্থিতোহপি স এব গৃহমন্ধকূপং হিত্বা বনং গতঃ, অন্যথা বনং গতোহপি গৃহমন্ধকূপমেব শ্রিত ইতি চ ব্যাচক্ষতে ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু প্রহলাদ তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়াও, 'এই জগতে জিজ্ঞাস্য বস্তুসমূহের মধ্যে কি বস্তু তুমি উত্তম মনে কর'—এই প্রশ্নে নিজের বুদ্ধি অনুসারে বিচারপূর্ব্বক স্থির করিলেন, 'আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, ইহার সমুচিত উত্তর শ্রবণ করুন ; ইহা বলিতেছেন—হে অসুরশ্রেষ্ঠ ! 'অসদ্‌গ্রহাৎ'—'আমি, আমার', এইরূপ মিথ্যা অভিনিবেশবশতঃ উদ্বিগ্নচিত্ত জনগণের পক্ষে, তাহাই উত্তম বলিয়া মনে করি। তাহা কি ? ইহাতে বলিতেছেন —আত্মার অধঃপতনের হেতু যে গৃহ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া বনে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করা। এখানে সেই হরিচরণ আশ্রয় করাই ভাল বলিয়া মনে করি। গৃহ স্থিত হইলেও অন্ধকূপসদৃশ সেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইয়া (সাধুসঙ্গে) শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেষ্ঠ, অন্যথা (অর্থাৎ হরিচরণ আশ্রয় না করিলে) বনে গমন করিলেও সেই ব্যক্তি অন্ধকূপতুল্য গৃহাশ্রিতই—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৫ ॥

———

শ্রীনারদ উবাচ—

শ্রুত্বা পুত্রগিরো দৈত্যঃ পরপক্ষসমাহিতাঃ।
জহাস বুদ্ধির্বালানাং ভিদ্যতে পরবুদ্ধিভিঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—দৈত্যঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) পরপক্ষসমাহিতাঃ (পরপক্ষে বিষ্ণৌ সমাহিতাঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ) পুত্রগিরঃ (পুত্রস্য প্রহলাদস্য গিরঃ বাক্যানি) শ্রুত্বা জহাস (হাসপূর্ব্বকমুবাচ), —বালানাং বুদ্ধিঃ পরবুদ্ধিভিঃ (পরস্মিন্ শত্রৌ বিষ্ণৌ বুদ্ধিঃ যেষাং তৈঃ দেবপক্ষৈঃ) ভিদ্যতে (বিপরীতা ক্রিয়তে) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—দৈত্যপতি প্রহলাদের মুখে শত্রুপক্ষ-পরিনিষ্ঠিত বিষ্ণুভক্তির কথা শুনিয়া সহাস্যে বলিল,—বালকদিগের বুদ্ধি এইরূপে পরবুদ্ধিতেই বিপর্য্যস্ত হয় ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—পরপক্ষে শত্রুপক্ষে বিষ্ণৌ সমাহিতাঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ, জহাসেতি বালোহয়ং যো যদ্ধারয়তি তদেব ধত্তে অস্য কো দোষস্তদদ্যারভ্য নারদাদ্যা বৈষ্ণবা নাত্র প্রবেশনীয়া ইত্যাদিদেশেতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরপক্ষ-সমাহিতাঃ'—পরপক্ষ বলিতে শত্রুপক্ষ যে বিষ্ণু, তাঁহার বিষয়ে পুত্রের পরিনিষ্ঠিত বাক্য শ্রবণ করিয়া হিরণ্যকশিপু হাস্য করিলেন, কারণ বালককে যাহা শিখান যায়, তাহাই গ্রহণ করে, এই বালকের কি দোষ ? অতএব আজ হইতে নারদাদি বৈষ্ণবগণ যেন এখানে প্রবেশ না করেন, এইরূপ আদেশ করিলেন—এই ভাব ॥ ৬ ॥

———

সম্যগ্‌বিধার্য্যতাং বালো গুরুগেহে দ্বিজাতিভিঃ।
বিষ্ণুপক্ষৈঃ প্রতিচ্ছন্নৈর্ন ভিদ্যেতাস্য ধীর্যথা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে দৈত্যাঃ,) বালঃ (অয়ং প্রহলাদঃ) গুরুগৃহে সম্যগ্‌বিধার্য্যতাং (যথাযথং রক্ষ্যতামিতি) যথা (যেন প্রকারেণ) প্রতিচ্ছন্নৈঃ (বেশান্তরেণ ছন্নৈঃ অসুরবেশেনাচ্ছন্নৈঃ) বিষ্ণুপক্ষৈঃ (বিষ্ণুভক্তৈঃ ভাগ-

বতৈঃ) দ্বিজাতিভিঃ (ব্রাহ্মণাদিভিঃ) অস্য (প্রহলাদস্য) ধীঃ (বুদ্ধিঃ) ন ভিদ্যেত (বিপরীতা ন ক্রিয়েত তথা স্থাপ্যতামিতি শেষঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে দৈত্যগণ, তোমরা এই বালককে গুরুগৃহে লইয়া সতর্কতার সহিত এরূপে রক্ষা কর,—যেন আর ছদ্মবেশী বৈষ্ণবগণ ইহার এই প্রকার বুদ্ধির বৈপরীত্য সাধন না করে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি গুরুগৃহ এব। তে চৈবং বক্তব্যা ইত্যাহ,—বিষ্ণুপক্ষৈরিতি ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি সেই গুরুগৃহেই প্রহলাদকে প্রেরণ করিলেন এবং গুরুপুত্রদ্বয়কে বলিলেন—'বিষ্ণুপক্ষৈঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ যাহাতে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বিষ্ণুপক্ষাশ্রিত কোনও ব্যক্তি ইহার বুদ্ধিকে বিচলিত না করে।) ॥ ৭ ॥

গৃহমানীতমাহূয় প্রহ্লাদং দৈত্যযাজকাঃ।
প্রশস্য শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সমপৃচ্ছন্ত সামভিঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—দৈত্যযাজকাঃ (দৈত্যপুরোহিতাঃ) গৃহং (স্বগৃহং প্রতি) আনীতং (দৈত্যভটৈঃ প্রাপিতং) প্রহলাদং আহূয় প্রশস্য (প্রস্তুত্য চ) সামভিঃ (সামোক্তিভিঃ) শ্লক্ষ্ণয়া (মৃদুনা) বাচা (বাক্যেন) সমপৃচ্ছন্ত (জিজ্ঞাসয়ামাসুঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—দৈত্যগণ-কর্ত্তৃক প্রহলাদ গুরুগৃহে নীত হইলে, দৈত্যযাজকগণ তাঁহাকে ডাকিয়া প্রশংসাসূচক প্রেমময় কোমল বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—প্রশস্য শ্লক্ষ্ণয়েত্যন্যথা বালোঽয়ং ভয়েন স্বোপদেশকং বৈষ্ণবং ন বক্ষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রশস্য'—গুরুপুত্রদ্বয় প্রহলাদকে স্বগৃহে আনয়নপূর্ব্বক তাহাকে মধুর বাক্যে প্রশংসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অন্যথা এই বালক ভয়ে নিজের উপদেষ্টা বৈষ্ণবের নাম বলিবে না, এই ভাব ॥ ৮ ॥

বৎস প্রহ্লাদ ভদ্রং তে সত্যং কথয় মা মৃষা।
বালানতি কুতস্তুভ্যমেষ বুদ্ধিবিপর্য্যয়ঃ ॥ ৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) বৎস, (হে) প্রহলাদ, তে (তব) ভদ্রং (ভবতু, যদ্বয়ং পৃচ্ছামঃ তৎ) সত্যং (যথার্থং) কথয়, মৃষা (মিথ্যা) মা (কথয়)। বালান্ অতি (বালান্ অতিক্রম্য সর্ব্বান্ বালান্ বিহায়ঃ) তুভ্যং (তবৈব) এষঃ বুদ্ধিবিপর্য্যয়ঃ কুতঃ (হেতোঃ অভূৎ) ? ৯ ॥

অনুবাদ—হে বৎস প্রহলাদ! তোমার মঙ্গল হউক; আমাদের প্রশ্নের সত্য উত্তর দিবে, মিথ্যা বলিও না; এই সকল বালকের তোমার ন্যায় বিপরীত বুদ্ধি হয় নাই; কিন্তু তুমি ইহা কোথা হইতে পাইলে ? ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভদ্রন্তে ইতি ত্বদিষ্টং মোদকাদিকং দাস্যাম ইতি ভাবঃ। বালান্ অতিক্রম্য তুভ্যং তব ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভদ্রং তে'—তোমার মঙ্গল হউক, অর্থাৎ তোমার অভিলষিত মোদকাদি দিব—এই ভাব। 'বালান্ অতি'—অন্যান্য বালকদিগের বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া তোমার এই বুদ্ধির বিপর্যায় কেমন করিয়া হইল ? ॥ ৯ ॥

বুদ্ধিভেদঃ পরকৃত উতাহো তে স্বতোঽভবৎ।
ভণ্যতাং শ্রোতুকামানাং গুরূণাং কুলনন্দন ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুলনন্দন! (দৈত্যবংশাহলাদন!) তে (তবায়ং) বুদ্ধিভেদঃ (বুদ্ধিবিপর্য্যাসঃ) পরকৃতঃ (পরৈঃ বিষ্ণুপক্ষপাতিভিঃ কৈশ্চিৎ কৃতঃ) উতাহো (আহো স্বিৎ) স্বতঃ (এব) অভবৎ (তদেতৎ) শ্রোতুকামানাং গুরূণাম (অস্মাকমগ্রে) ভণ্যতাং (কথ্যতাম্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে কুলনন্দন! তোমার এই বুদ্ধির বিপর্য্যয় পরকর্ত্তৃক, না নিজের ? আমরা তোমার গুরু, প্রকৃত কথা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ভণ্যতামিতি যদ্যয়ং বৈষ্ণবস্য কস্যচিন্নাম গৃহ্ণাতি, তদা তং বৈষ্ণবং জ্ঞাত্বা রাজ্ঞঃ সভাং নীত্বা ঘাতয়াম ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভণ্যতাং'—বল (তোমার এই বুদ্ধির বিপর্য্যয় অপরে ঘটাইয়াছে ? অথবা আপনা আপনিই হইয়াছে ?) অর্থাৎ যদি কোনও

বৈষ্ণবের নাম বলে, তাহা হইলে তাহাকে জানিয়া রাজসভায় লইয়া গিয়া বধ করাইব—এই ভাব ॥১০॥

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ—

পরঃ স্বশ্চেত্যসদ্গ্রাহঃ পুংসাং যন্মায়য়া কৃতঃ।
বিমোহিতধিয়াং দৃষ্টস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপ্রহলাদঃ উবাচ,—যন্মায়য়া (যস্য মায়াশক্ত্যা) বিমোহিতধিয়াং (বিমূঢ়মতীনাং) পুংসাং (ভবতাম্ ইত্যর্থঃ) স্বঃ (অয়ম্ আত্মীয়ঃ) পরঃ (অয়ং শত্রুঃ) চ ইতি অসদ্গ্রাহঃ কৃতঃ (মিথ্যাভিনিবেশঃ) দৃষ্টঃ (দৃশ্যতে) তস্মৈ (মায়াধীশায়) ভগবতে (কৃষ্ণাত্মনে) নমঃ (মম প্রণতিং অস্তু) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—প্রহলাদ বলিলেন—যাঁহার মায়া-শক্তি দ্বারা চালিত বিমূঢ়বুদ্ধি মানবগণকে 'আমি' 'পর' প্রভৃতি বৃথা বিচার করিতে দেখা যায়, আমি সেই মায়াধীশ ভগবান্‌কে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অহো মূঢ়া ইমে সংসারে পাপচ্যমানা মাং মুগ্ধবালকং জানন্তীতি মনসি বিভাব্যাহ,—পরঃ পরপক্ষঃ স্বঃ স্বপক্ষ ইতি অসদ্গ্রাহঃ অসদাগ্রহঃ শ্লেষেণ পুংসাং সংসারসিন্ধুপতিতানাং গ্রাহো হিংস্রজনঃ জলজন্তুবিশেষঃ কৃতঃ মায়য়া সৃষ্টঃ দৃষ্টঃ পূর্ব্বমনুমিত এবাসীৎ সম্প্রতি তু প্রত্যক্ষীকৃত ইত্যর্থঃ। অতো যূয়ং প্রতিক্ষণং চর্ব্ব্যধ্বে এবেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অহো! ইহারা অত্যন্ত মূঢ়, সংসারে নিমজ্জমান (পঁচিয়া মরিতেছে), আমাকে মুগ্ধ বালকই জানে', এইরূপ মনে চিন্তা করতঃ বলিলেন—'পরঃ', পরপক্ষ ও স্বপক্ষ অর্থাৎ 'আপন ও পর' এইরূপ 'অসদ্গ্রাহঃ'—মিথ্যাবিষয়ে যে অভিনিবেশ, শ্লেষার্থে—সংসার-সমুদ্রে পতিত পুরুষগণের 'গ্রাহ' বলিতে হিংস্রজন, পক্ষে জলজন্তুবিশেষ, 'কৃতঃ'—যাঁহার মায়ার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। 'দৃষ্টঃ'—পূর্ব্বে কেবল অনুমানই ছিল, আর এখন উহা প্রত্যক্ষ করিলাম—এই অর্থ। অতএব তোমরা প্রতিক্ষণে উহা চর্ব্বণই কর—এই ভাব ॥ ১১ ॥

স যদানুব্রতঃ পুংসাং পশুবুদ্ধির্বিভিদ্যতে।
অন্য এষ তথান্যোঽহমিতি ভেদগতাসতী ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যদা সঃ (এব ভগবান্) অনুব্রতঃ (অনুকূলো ভবতি তদা) পুংসাম্ এষ অন্যঃ তথা অহম্ অন্যঃ ইতি ভেদগতা (ভেদগতা দেহাদ্যাত্মবিষয়া) অসতী (দুষ্টা অনর্থহেতুঃ) পশুবুদ্ধিঃ (প্রত্যক্ষজ্ঞানসিদ্ধঃ পশুতুল্য মতিঃ) বিভিদ্যতে (নিবর্ত্ততে সর্ব্বেষাং অনন্য-ভগবন্নিষ্ঠা ভবতি) ॥১২॥

অনুবাদ—যখন সেই ভগবান্ মানুষের অনুকূল হন, তখন 'ইনি' ও 'আমি'—পরস্পর ভিন্ন অর্থাৎ জীবমাত্রেই ভগবদ্দাস্যৈকসূত্রে আবদ্ধ নহে,—এরূপ পশুর ন্যায় বুদ্ধি বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—বুদ্ধিভেদোঽয়ং তব কুত ইত্যস্য প্রশ্নোস্যোত্তরমাহ,—স ইতি। অনুব্রতোঽনুকূলঃ বিশেষেণ ভিদ্যতে বিদীর্য্যতে। পশুবুদ্ধিরেব কা তত্রাহ,—অন্য এষোঽস্মদ্বিপক্ষস্তথাঽন্যোঽহমেতস্য ঘাতয়িতেতি ভেদং গতা অসতী অসাধুঃ। 'ন হি গোপ্যং হি সাধূনামমিত্রোদাস্তবিদ্বিষামিতি' ভগবদুক্তের্বস্তুতস্ত্বাত্মদৃষ্ট্যা সর্ব্বজীবানামৈকরূপ্যাৎ দেহদৃষ্ট্যাপি সর্ব্বদেহানাং পঞ্চভূতাত্মকত্বাদ্ভেদো নাস্ত্যেবেতি ভাবঃ ॥১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তোমার এই বুদ্ধির বিপর্য্যয় (বুদ্ধিভেদঃ) কিপ্রকারে হইল ?' এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—'সঃ যদা', সেই ভগবান্ যখন অনুকূল হন, তখন 'বিভিদ্যতে'—বিশেষরূপে (পশুবুদ্ধি অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি) দূর হইয়া যায়। যদি বলেন—পশুবুদ্ধি কি ? তাহাতে বলিতেছেন—'অন্যঃ এষঃ', এই ব্যক্তি আমার বিপক্ষ, আর আমি ইহার ঘাতক, এইরূপ ভেদপ্রাপ্ত 'অসতী' অর্থাৎ অসাধু বুদ্ধি। 'ন হি গোপ্যং' (১০।২৪।৪), অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণের গোপনীয় কোন কার্য্যই থাকিতে পারে না, আত্মপর-ভেদদৃষ্টিহীন জনের শত্রু, মিত্র বা উদাসীন কেহ নাই, শ্রীভগবানের এই বাক্য অনুসারে বাস্তবিক পক্ষে আত্মদৃষ্টিতে সকল জীবের ঐক্যই, এবং দেহগত দৃষ্টিতেও সমস্ত দেহই পাঞ্চভৌতিক বলিয়া কোন ভেদই নাই—এই ভাব ॥১২

মধ্ব—

স্বাতন্ত্র্যেণান্যসদ্ভাব নিষেধায় শ্রুতিস্ত্বিয়ম্।
অন্যোঽসাবন্যোঽহমিতি পশ্যন্নজ্ঞ ইতি স্ম হ ॥

আত্মানমন্তর্য্যময়েদিতি ভেদং স্বরূপতঃ।
আহ তদ্ব্রহ্মণোঽধীনা ভিন্না জীবাঃ সদৈব তু॥
স্বরূপসত্ত্বা-কর্ত্তৃত্বং ভোগো মোক্ষস্তথৈব চ।
মুক্তস্যাবস্থিতিশ্চৈব সর্ব্বং বিষ্ণোর্বশে সদা॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে॥ ১১-১২॥

স এষ আত্মা স্বপরেত্যবুদ্ধিভি-
র্দুরত্যয়ানুক্রমণো নিরূপ্যতে।
মুহ্যন্তি যদ্বর্ত্মনি বেদবাদিনো
ব্রহ্মাদয়ো হ্যেষ ভিনত্তি মে মতিম্॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ—সঃ এষঃ আত্মা (পরমাত্মা এব) স্বপরেত্যবুদ্ধিভিঃ (এষঃ স্বঃ পরঃ ইত্যেবংভূতা সেবা-রহিত ভেদদর্শনরূপা অবুদ্ধিঃ কুবুদ্ধিঃ যেষাং তৈঃ) দুরত্যয়ানুক্রমণঃ (দুরত্যয়ঃ দুর্ঘটম্ অনুক্রমণম্ অনু-সরণং বিশ্বাসেন ভজনং যস্য সঃ তথাভূতঃ ইতি) নিরূপ্যতে (শাস্ত্রেষু তত্ত্বদর্শিভিঃ নিরূপ্যতে); যদ্বর্ত্মনি (যস্য ভগবতঃ বর্ত্মনি কথং সঃ সৃষ্ট্যাদিলীলাং করোতি কৃত্বাপি কথং নির্ব্বিকারঃ এব তিষ্ঠতি কথং বা প্রসীদতি ইত্যাদি রূপে বিচার মার্গে) বেদবাদিনঃ ব্রহ্মাদয়ঃ হি (অপি) মুহ্যন্তি (কান্যস্য কথা ইতি, সঃ) এষঃ (আত্মা অন্তর্য্যামী এব) মে (মম) মতিং ভিনত্তি (সর্ব্বাত্মৈকবিষয়াং করোতি)॥ ১৩॥

অনুবাদ—স্বপক্ষ ও পরপক্ষ প্রভৃতি বিচারবিশিষ্ট কুবুদ্ধিপরায়ণের দ্বারা পরমাত্ম নিরূপণ ত' দূরের কথা, শাস্ত্রজ্ঞ বেদতাৎপর্য্য-বিবেচকগণ বা ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত যাঁহার ভক্তিপথানুসরণে মোহপ্রাপ্ত হন, সেই ভজনীয় ভগবান্ই আমাকে এই ভিন্ন বুদ্ধি দিয়া-ছেন॥ ১৩॥

বিশ্বনাথ—উক্তলক্ষণ-পশুবুদ্ধিমতাং সুদুর্জ্ঞেয় ইত্যাহ,—স ইতি। এষ পরমাত্মা স্বঃ স্বপক্ষঃ পরো বিপক্ষঃ ইতি কুৎসিতা বুদ্ধির্যেষাং তৈর্দুরত্যয়ং দুর্গমং অনুক্রমণং অনুসরণং যস্য সঃ; ন চ সুবুদ্ধিভিঃ শাস্ত্রজ্ঞৈঃ সুগমমেব তদনুসরণমিতি বাচ্যমিত্যাহ,—যদ্বর্ত্মনি যৎপ্রাপ্তিমার্গে অনুসরণরূপে ভক্তিযোগে বেদবাদিনো বেদার্থতাৎপর্য্যবিবেচকা অপি মুহ্যন্তি। যূয়ন্তু জ্ঞানলবদুর্ব্বিদগ্ধাঃ কিমুতেতি ভাবঃ। এষ ভগ-বান্ মে মতিং ভিনত্তি যুষ্মন্মতিভ্যঃ সকাশাদ্ভিন্নাং করোতি॥ ১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐরূপ পশুবুদ্ধিযুক্ত লোকদের পক্ষে এই পরমাত্মা অত্যন্ত দুর্বিজ্ঞেয়, ইহা বলিতেছেন—'সঃ' ইত্যাদি। 'এষঃ'—বলিতে এই পরমাত্মা, 'অবুদ্ধিভিঃ'—'ইনি আপন, ইনি পর', এইরূপ ভেদ-দর্শনরূপ কুৎসিত বুদ্ধি যাহাদের, তাহাদের পক্ষে 'দুরত্যয়ানুক্রমণঃ'—দুরত্যয় বলিতে দুর্গম অনুসরণ যাহার, সেই পরমাত্মা। ইহার দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞ সুবুদ্ধি জনের পক্ষে তাঁহার অনুসরণ সুগম, ইহা বলা চলে না, কারণ 'যদ্বর্ত্মনি'—যাঁহার প্রাপ্তিমার্গে অর্থাৎ অনুসরণরূপ ভক্তিযোগে বেদার্থ তাৎপর্য্যবিষয়ে বিচক্ষণগণও বিমোহিত হন, আর তোমরা তো সামান্য জ্ঞানলাভে দুর্ব্বিদগ্ধ—এই ভাব। এই ভগবানই আমার মতি 'ভিনত্তি'—তোমাদের মতির নিকট হইতে আমার বুদ্ধি পৃথক্ করিতেছেন (অর্থাৎ তিনিই আমার বুদ্ধির বিপর্য্যয় আনিয়া দিয়াছেন)॥ ১৩॥

যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ।
তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্ যথা অয়ঃ (লৌহম্) আকর্ষসন্নিধৌ (আকর্ষকস্য অয়স্কান্তসন্নিধৌ) স্বয়ং (কারণান্তরং প্রয়োজনঞ্চ অনুদ্দিশ্য) ভ্রাম্যতি তথা মে (মম) চেতঃ চক্রপাণেঃ (হরেঃ সন্নিধৌ স্বয়ং) যদৃচ্ছয়া (তস্য ইচ্ছয়া এব) ভিদ্যতে (ভ্রমতি; কস্য তপোদানাদেঃ ফলমেতদিতি ন ময়া জ্ঞায়তে)॥ ১৪॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্! লৌহ যেরূপ অয়স্কান্ত-মণির নিকট স্বভাবতঃ ভ্রমণ করে বা আকৃষ্ট হয়, সেই প্রকার আমার চিত্তও চক্রপাণি বিষ্ণুর ইচ্ছাক্রমে স্বয়ংই তৎসন্নিধানে ভ্রমণ করিতেছে॥ ১৪॥

বিশ্বনাথ—স এব মতের্ভেদঃ কিমাকার ইতি চেত্তত্রাহ,—যথা অয়ো লোহং আকর্ষস্যায়স্কান্তস্য সন্নিধৌ স্বয়ং ভ্রাম্যতি তথৈব মে চেতঃ চক্রপাণেঃ সন্নিধৌ স্বয়মেব ভ্রাম্যতি, ভিদ্যতে যুষ্মচ্চেতোভ্যঃ সকা-শাদ্ভিন্নং ভবতি যদৃচ্ছয়েতি নাত্র সৎকর্ম্মতপোদানা-দের্হেতুত্বং সংভবতীত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ।—অয়স্কান্তেন স্বশক্ত্যৈব লোহমাকৃষ্য সংযুক্তীক্রিয়তে তত্র কিমপি কারণং প্রয়োজনঞ্চ নাস্তীত্যয়স্কান্তস্য স্বস্বভাব এব যথা তথৈব চক্রপাণেরপি স্বভাব এবায়ং যৎ-কৃপা-পরবশ-

তয়া স্বভক্তস্য চেতসঃ স্বস্মিন্নাকর্ষণমিতি তত্র মম কিং স্বাতন্ত্র্যমস্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই মতির ভেদ কিরূপ ? ইহাতে বলিতেছেন—'যথা অয়ঃ'—লৌহখণ্ড নির্ব্বিকার অয়স্কান্তমণির (চুম্বকের) সমীপস্থ হইলে যেরূপ নিজেই ভ্রমণ করে, সেইভাবেই আমার চিত্ত চক্রধারী ভগবানের সন্নিকর্ষে আপনা হইতেই 'ভ্রাম্যতি'—ভ্রমিত হইতেছে, অর্থাৎ আপনাদের চিত্তের নিকট হইতে ভিন্ন হইতেছে, 'যদৃচ্ছয়া'—যে ভগবানের ইচ্ছামাত্রেই, এই বিষয়ে সৎকর্ম্ম, তপস্যা বা দানাদির কোন হেতু নাই, এই অর্থ। এই স্থলে তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—চুম্বক নিজের শক্তিতেই লৌহকে আকর্ষণ করিয়া নিজেতে সংযুক্ত করে, তাহাতে কোনও কারণ বা প্রয়োজন নাই, উহা যেমন চুম্বকের নিজেরই স্বভাব, সেইরূপ চক্রপাণিরও স্বভাবই এইরূপ—কৃপাপরবশহেতু স্বভক্তের চিত্তকে নিজের সমীপে আকর্ষণ করা, এই বিষয়ে আমার কি স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে ?—এই ভাব ॥ ১৪ ॥

———

শ্রীনারদ উবাচ—

এতাবদ্ব্রাহ্মণায়োক্ত্বা বিররাম মহামতিঃ।
তং সন্নিভর্ৎস্য কুপিতঃ সুদীনো রাজসেবকঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—ব্রাহ্মণায় (শুক্রপুত্রায়) এতাবৎ উক্ত্বা (সঃ) মহামতিঃ (প্রহলাদঃ) বিররাম (তূষ্ণীং বভুব) ; (অথ) কুপিতঃ (স্বানভীষ্টশ্রবণাৎ) সুদীনঃ (অতীব দুঃখিতঃ সঃ) রাজসেবকঃ (ব্রাহ্মণঃ) তং (প্রহলাদং) সন্নিভর্ৎস্য (তিরস্কৃত্য উবাচ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—ব্রাহ্মণ-গুরুপুত্রের নিকট মহামতি প্রহলাদ এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিরত হইলেন ; তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজসেবক-দুঃখিতান্তঃকরণে প্রহলাদকে তাড়নামুখে বলিতে লাগিলেন ॥১৫॥

বিশ্বনাথ—রাজসেবক উবাচেতি শেষঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রাজসেবকঃ'—রাজসেবক (অর্থাৎ গুরুপুত্র হইলেও তাহাদের নিজস্ব কোন বুদ্ধি বা স্বাতন্ত্র্য নাই, রাজারই আজ্ঞাধীন সেবকের ন্যায়—এই ভাব), ক্রোধপূর্ব্বক তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন ॥ ১৫ ॥

———

আনীয়তামরে বেত্রমস্মাকমযশস্করঃ।
কুলাঙ্গারস্য দুর্ব্বুদ্ধেশ্চতুর্থোঽস্যোদিতো দমঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অরে ! বেত্রং (কশা, প্রহরণসাধনযষ্টিবিশেষঃ) আনীয়তাম্ ;—যতঃ অয়ং প্রহলাদঃ) অস্মাকম্ অযশস্করঃ (অপযশঃকর্ত্তা অতঃ) কুলাঙ্গারস্য (দৈত্যকুলস্য অঙ্গারবন্নাশহেতোঃ) দুর্ব্বুদ্ধেঃ অস্য (প্রহলাদস্য) চতুর্থঃ দমঃ উদিতঃ (উপায়ানাং মধ্যে চতুর্থঃ দমঃ দণ্ডঃ শাস্ত্রেষু উক্তঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ওরে ! বেত্র আনয়ন কর, এই প্রহলাদ—আমাদিগের অপযশের কারণ ; দৈত্যকুলকুলাঙ্গার দুর্ব্বুদ্ধি প্রহলাদের প্রতি শাস্ত্রোক্ত সামাদি উপায়চতুষ্টয়ের মধ্যে শেষোক্ত বেত্রদ্বারা দৈহিক দণ্ডই শাস্ত্রবিহিত ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—বেত্রং প্রহরণদণ্ডবিশেষঃ। যদয়মযশস্করস্ততোঽস্য দুর্বুদ্ধেরুপায়ানাং মধ্যে চতুর্থো দমো দণ্ডএব উদিত উক্তঃ শাস্ত্রেষু ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বেত্রং'—প্রহার করিবার দণ্ডবিশেষ। 'অযশস্করঃ'—যেহেতু এই বালক আমাদের অখ্যাতির কারণ, অতএব এই দুর্ব্বুদ্ধি কুলাঙ্গারের দমনের জন্য উপায়সকলের মধ্যে চতুর্থ উপায় যে দণ্ড, তাহাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ দণ্ডবিধান ভিন্ন আর উপায় নাই) ॥ ১৬ ॥

———

দৈতেয়-চন্দনবনে জাতোঽয়ং কণ্টকদ্রুমঃ।
যন্মূলোন্মূলপরশোর্বিষ্ণোর্নালায়িতোঽর্ভকঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—দৈতেয়চন্দনবনে (দৈতেয়াঃ এব চন্দনদ্রুমাঃ তেষাং বনে বংশে ইত্যর্থঃ) অয়ং কণ্টকদ্রুমঃ (কণ্টকদ্রুমতুল্যঃ) জাতঃ ; যন্মূলোন্মূলপরশোঃ (যস্য দৈতেয়চন্দনবনস্য মূলস্য উন্মূলে ছেদনে পরশোঃ পরশুস্থানীয়স্য) বিষ্ণোঃ (অয়ম্) অর্ভকঃ (এব) নালায়িতঃ (নালবদাচরিতবান্ ; যথা পরশোঃ ছেদকত্বে বদরাদিদ্রুমনির্ম্মিতঃ দণ্ডঃ সহকারী

ভবতি তং বিনা ছেদনাসম্ভবাৎ তথা অয়ং প্রহলাদঃ বিষ্ণোঃ দৈত্যমূলোচ্ছেদে হেতুর্জাতঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—দৈত্যবংশরূপ চন্দনবনে এই প্রহলাদ কণ্টকবৃক্ষ-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সে দৈত্যবনচ্ছেদনে কুঠারস্থানীয় বিষ্ণুর সহকারী কুঠারের সংশ্লিষ্ট দণ্ডসদৃশ ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য বনস্য মূলোন্মূলনে পরশুস্থানীয়স্য বিষ্ণো র্নালায়িতো দণ্ডস্থানীয়ঃ লোকে হি পরশোর্দণ্ডো বর্ব্বুর এব প্রসিদ্ধঃ ; স চ কণ্টকদ্রুমঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দানবকুলরূপ চন্দনবনে এই একটি কণ্টকবৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই বালককণ্টকবৃক্ষটি চন্দনবন উন্মূলিত করিবার নিমিত্ত বিষ্ণুর কুঠারের দণ্ডস্বরূপ হইয়াছে। অথবা—দৈত্যবংশরূপ চন্দনবনের মূল উচ্ছেদ-ব্যাপারে কুঠারস্থানীয় বিষ্ণুর এই বালকই 'নালায়িতঃ'—নালের ন্যায় (কুঠার-দণ্ডের ন্যায়) ব্যবহৃত হইতেছে। লোকেও কুঠারের দণ্ড বর্ব্বুর অর্থাৎ বাবলা বৃক্ষের কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত হয়, উহা কণ্টকদ্রুমই ॥ ১৭ ॥

ইতি তং বিবিধোপায়ৈর্ভীষয়ংস্তর্জ্জনাদিভিঃ।
প্রহ্লাদং গ্রাহয়ামাস ত্রিবর্গস্যোপপাদনম্ ॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ— ইতি (ইত্যেবং) তং প্রহলাদং বিবিধোপায়ৈঃ তর্জ্জনাদিভিঃ ভীষয়ন্ ত্রিবর্গস্য (ধর্ম্মার্থ-কামাখ্যস্য ত্রিবর্গস্য) উপপাদনং (প্রতিপাদকং শাস্ত্রং) গ্রাহয়ামাস (গ্রাহয়িতুং যততে স্ম) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—প্রহলাদের গুরু প্রহলাদকে তিরস্কার ও তর্জ্জনাদি বিবিধোপায় দ্বারা ভয় দেখাইয়া পুনরায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ-প্রতিপাদক শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—গ্রাহয়ামাস গ্রাহয়িতুং যততে স্মেত্যর্থ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'গ্রাহয়ামাস' — গুরুপুত্রদ্বয় প্রহলাদকে ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ-প্রতিপাদক শাস্ত্র গ্রহন করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—এই অর্থ ॥ ১৮ ॥

তত এনং গুরুর্জ্ঞাত্বা জ্ঞাতজ্ঞেয়চতুষ্টয়ম্।
দৈতেন্দ্রং দর্শয়ামাস মাতৃমৃষ্টমলঙ্কৃতম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (কিঞ্চিৎকালান্তরং) গুরুঃ এনং (প্রহলাদং) জ্ঞাতজ্ঞেয়চতুষ্টয়ং (জ্ঞাতং জ্ঞেয়চতুষ্টয়ং রাজজ্ঞাতব্য সামাদ্যুপায়চতুষ্টয়ং যেন তং তথাভূতম্) জ্ঞাত্বা মাতৃমৃষ্টং (পূর্ব্বং মাত্রা মৃষ্টম্ উদ্বর্ত্ত্য স্নাপিতং পশ্চাৎ) অলঙ্কৃতং (তং) দৈতেন্দ্রং (প্রতি পরীক্ষার্থং) দর্শয়ামাস (তৎসমীপং নীতবান্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—কিছুকাল পরে গুরু যখন বুঝিলেন যে, প্রহলাদ সাম-দানাদি রাজনীতিচতুষ্টয় জ্ঞাত হইয়াছেন, তখন প্রহলাদের মাতার দ্বারা তাঁহাকে উদ্বর্ত্তন যোগে স্নান ও অলঙ্কারাদি ধারণ করাইয়া দৈত্যপতির নিকট লইয়া গেলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—জ্ঞাতং জ্ঞেয়ং জ্ঞাতুমর্হং চতুষ্টয়ং সাম-দান-ভেদ-দণ্ডাত্মকমুপায়চতুষ্কং যেন তম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জ্ঞাত-জ্ঞেয়চতুষ্টয়ম্'—সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড জ্ঞাতব্য চারিটি বিষয়ই প্রহলাদের পরিজ্ঞাত হইয়াছে (ইহা যখন গুরুগণ বুঝিলেন, তখন একদিন তাহাকে দৈত্যপতির নিকট লইয়া গেলেন) ॥ ১৯ ॥

পাদয়োঃ পতিতং বালং প্রতিনন্দ্যাশিষাসুরঃ।
পরিষ্বজ্য চিরঃ দোর্ভ্যাং পরমামপি নির্বৃতিম্ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—অসুরঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) পাদয়োঃ পতিতং বালং (প্রহলাদম্) আশিষা (চিরং জীব ইতি আশীর্ব্বাদেন) প্রতিনন্দ্য দোর্ভ্যাং চিরং পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য) পরমাং নির্বৃতিং (পরমানন্দম্) আপ (প্রাপ্তবান্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপু স্বীয় চরণে পতিত পুত্রকে নিত্য আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত করিয়া দুই বাহুদ্বারা প্রহলাদকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরমানন্দ অনুভব করিলেন ॥ ২০ ॥

আরোপ্যাঙ্কমবঘ্রায় মূর্দ্ধন্যশ্রুকলাম্বুভিঃ ॥
আসিঞ্চন্ বিকসদ্বক্ত্রমিদমাহ যুধিষ্ঠির ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) যুধিষ্ঠির, (তম্) অঙ্কম্ আরোপ্য (তস্য) মূর্দ্ধনি অবঘ্রায় অশ্রুকলাম্বুভিঃ

(অশ্রূণাং কলাঃ বিন্দবঃ তাসাম্ অম্বুভিঃ তম্) আসিঞ্চন্ বিকসদ্বক্ত্রং (হর্ষেণ বিকসৎ বক্ত্রং মুখং যস্মিন্ তৎ তথাভূতম্) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) আহ ॥২১॥

অনুবাদ—হে যুধিষ্ঠির, তদনন্তর দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে স্বীয় ক্রোড়ে উঠাইয়া শির-শ্চুম্বনপূর্ব্বক অশ্রুজলে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া প্রসন্নবদনে এরূপ জিজ্ঞাসা করিল ॥ ২১ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ—

প্রহ্লাদানূচ্যতাং তাত স্বধীতং কিঞ্চিদুত্তমম্ ।
কালেনৈতাবতায়ুষ্মন্ যদশিক্ষদ্গুরোর্ভবান্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—হিরণ্যকশিপুঃ উবাচ,—(হে) প্রহলাদ, (হে) তাত, (হে) আয়ুষ্মন্ ভবান্ এতাবতা কালেন গুরোঃ (হিরণ্যকশিপুমতেঃ শুক্রাত্মজাৎ) যৎ অশিক্ষৎ (তৎ) স্বধীতং (নিজশিক্ষিতং) কিঞ্চিৎ উত্তমং (কশ্চিৎ সদ্‌বিষয়ঃ) অনূচ্যতাং (বর্ণ্যতাম্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপু কহিল,—হে প্রহলাদ, হে তাত, হে আয়ুষ্মন্, এতকাল যাবৎ গুরুর নিকট হইতে তুমি যাহা শিখিয়াছ, তন্মধ্যে ভাল কথা কিছু বল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—সুষ্ঠু অধীতং সংশয়াদিরহিতং অনু অনুকূলং গুরোর্হিরণ্যকশিপুমতে শুক্রাচার্য্যাত্মজাৎ, প্রহলাদমতে নারদাৎ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বধীতং'—সুষ্ঠুভাবে যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, যাহা সংশয়াদি রহিত, অনুকূল এবং যাহা গুরুর নিকট হইতে অধীত হইয়াছে। এখানে হিরণ্যকশিপুর মতে গুরু বলিতে শুক্রচার্য্যের পুত্রদ্বয়ের নিকট হইতে. আর প্রহলাদের মতে গুরু শ্রীনারদের নিকট হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছ—এই অর্থ ॥ ২২ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ২৩ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপ্রহলাদঃ উবাচ,—বিষ্ণোঃ শ্রবণং (নামরূপগুণাদিশ্রবণং) কীর্ত্তনং (নামরূপগুণাদি-কীর্ত্তনং) স্মরণং (নামরূপগুণাদিস্বরূপচিন্তনং) পাদসেবনং (হরেশ্চরণপরিচর্য্যা) অর্চ্চনং (হরেঃ ষোড়শোপচারেণ পূজনং) বন্দনং (নমস্কারাদিকং) দাস্যং (দাসবৎ প্রভৌ কায়মনোবাক্যার্পণং) সখ্যং (তদ্বিশ্বাসাৎ তস্মিন্ প্রেমভাবঃ) আত্মনিবেদনং (তস্মৈ দেহসমর্পণং যথা বিক্রীতস্য গবাশ্বাদেঃ ভরণপালনাদি-চিন্তা ন ক্রিয়তে, তথা দেহং তস্মৈ সমর্প্য তচ্চিন্তা বর্জ্জনম্) ইতি (ইত্যেবং) নবলক্ষণা (নব লক্ষণানি প্রকারাঃ যস্যাঃ সা) ভক্তিঃ পুংসা (জনেন) ভগবতি বিষ্ণৌ অর্পিতা (সমর্পিতা এব) চেৎ (যদি) অদ্ধা (সম্যক্) ক্রিয়েত (ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত) তৎ (এব) উত্তমম্ অধীতং (অধ্যয়নং) মন্যে ॥ ২৩-২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহলাদ কহিলেন,—বিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণপরিকরলীলা-শ্রবণ, তাঁহার তত্তৎ কীর্ত্তন, তাঁহার তত্তৎ স্মরণ, তাঁহার পাদপদ্ম-সেবন, ষোড়শো-পচারদ্বারা তাঁহার পূজন, তাঁহার দাস্য, তৎসহ সখ্য-ভাব-স্থাপন এবং তাঁহাতে আত্মনিবেদন অর্থাৎ কায়-মনোবাক্য সমর্পণ—এই নয়টী ভক্তির লক্ষণ ; যে ব্যক্তি বিষ্ণুতে পূর্ব্বেই সমর্পণপূর্ব্বক পরে এই নব-বিধা ভক্তির সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান করেন, আমার মতে তিনিই উত্তম অধ্যয়ন বা শিক্ষা করিয়াছেন ॥২৩-২৪॥

বিশ্বনাথ—বিপ্রাধময়োরনয়োর্গুরুত্বং নাস্তীতি গুরোঃ শ্রীনারদাৎ সকাশাৎ কেবলাৎ ভক্তিমেবাহম-শিক্ষমতস্তামেব ব্রবীমি ইতি মনসি কৃত্বাহ,—শ্রবণ-মিতি। 'পাদসেবনং' পরিচর্য্যা, 'অর্চ্চনং' পূজা, 'দাস্যং' স্বস্য দাসত্বভাবনা, 'সখ্যং' স্বস্য তন্মিত্রত্বভাবনা দৃঢ়বিশ্বাসশ্চ, 'আত্মনিবেদনং' আত্মসমর্পণং দেহসম-র্পণঞ্চ, তচ্চ ভাববিশেষেণ সহিতং রহিতঞ্চ যথা রুক্মিণ্যাদীনাং বৈরোচন্যাদীনাঞ্চ পুংসা পুংমাত্রেণেতি নাত্র বর্ণাশ্রমাদিনিয়ম ইতি ভাবঃ। পুং-শব্দস্য জীব-মাত্র-বাচকত্বাৎ স্ত্রিয়াপি, নবলক্ষণানি যস্যা ইত্যেষাং মধ্যে কিমপি কৃতঞ্চেত্তদা ভক্তিরিত্যর্থঃ। 'অদ্ধা' সাক্ষাদেব ন তু জ্ঞানকর্ম্মাদের্ব্যবধানেনেত্যর্থঃ। সা চ অর্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃত্বা পশ্চাদর্প্যে-তেতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ; যদ্বা, সা যদি বিষ্ণৌ অর্পিতা

ক্রিয়েত বিষ্ণুসুখোদ্দেশেনৈব, ন তু তৎফলস্য স্বস্মিন্ বিনিয়োগেন ত্বন্যাভিলাষশূন্যত্বং তদা উত্তমং অধীতং মন্যে ইতি উত্তমা ভক্তিরিতি ভাবঃ ॥ ২৩-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অধম বিপ্রদ্বয়ের গুরুত্বই নাই, ইহাতে গুরুদেব শ্রীনারদের নিকট হইতে কেবল ভক্তিই আমি শিক্ষা করিয়াছি, অতএব তাহাই বলি —এইরূপ মনে করিয়া প্রহলাদ বলিলেন—'শ্রবণম্' ইত্যাদি। 'পাদসেবন'—বলিতে পরিচর্য্যা, অর্চ্চন—পূজা, দাস্য—নিজের দাসত্বভাবনা। 'সখ্য'—নিজের তাঁহার মিত্রত্বরূপে ভাবনা এবং দৃঢ় বিশ্বাস, 'আত্ম-নিবেদন'—বলিতে আত্ম-সমর্পণ এবং দেহ-সমর্পণ, তাহা আবার ভাব-বিশেষের সহিত এবং ভাববিশেষের রহিত, যেমন রুক্মিণী প্রভৃতির ও বলি মহারাজ প্রভৃতির। 'পুংসা'—পুরুষমাত্রের দ্বারাই, এই বিষয়ে বর্ণ, আশ্রমাদির কোন নিয়ম নাই—এই ভাব। পুরুষ শব্দের জীবমাত্র বাচকত্বহেতু স্ত্রীলোকেরাও এই ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে পারেন। 'নব-লক্ষণা'—এই শ্রবণাদি নয়টির মধ্যে কোন একটিও যদি করা যায়, তাহা হইলে তাহা ভক্তি হইবে—এই অর্থ। 'অদ্ধা'—বলিতে সাক্ষাদ্ভাবেই (বিশুদ্ধা) ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মাদির ব্যবধানে (অর্থাৎ অঙ্গ হিসাবে) নহে, এই অর্থ। 'অর্পিতা' —এই নবলক্ষণ বিশিষ্টা ভক্তি যদি ভগবান্ বিষ্ণুতে সমর্পণপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে আমার মতে উহাই উত্তম ভক্তি। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—পূর্ব্বে সমর্পণ করিয়াই যদি ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়, কিন্তু অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ অর্পণ নহে। অথবা—বিষ্ণুতে অর্পণ বলিতে শ্রীবিষ্ণুর সুখের উদ্দেশ্যেই করা হয়, কিন্তু তাহার ফলের নিজেতে বিনিয়োগের দ্বারা নহে, কিন্তু অন্যাভিলাষশূন্যত্ব যদি হয়, তাহা হইলে উত্তম অধ্যয়ন মনে করি, ইহাই উত্তমা ভক্তি (অর্থাৎ অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যে যদি অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা উত্তমা ভক্তি) —এই ভাব ॥ ২৩-২৪ ॥

মধ্ব—আত্মস্থত্বেন বেদনমাত্মবেদনম্।

মুক্তস্যাপি মমাত্মস্থো নিয়ন্তৈব হরিঃ সদা।
ইতি জ্ঞানং সমুদ্দিষ্টং সম্যগাত্মনিবেদনম্ ॥

ইতি চ ॥ ২৩ ॥

তথ্য—"এস্থলে 'শ্রবণ'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর এবং লীলাময় শব্দসমূহের কর্ণ-স্পর্শ ; এইরূপ 'কীর্ত্তন' এবং 'স্মরণ'-শব্দেরও ক্রম জানিতে হইবে। 'স্মরণ'-শব্দে মন দ্বারা উপরি-উক্ত যৎ-কিঞ্চিৎ বিষয়ের অনুসন্ধান। 'পাদসেবন' শব্দে দেশ-কালাদি অনুসারে পরিচর্য্যা ; 'অর্চ্চন'-শব্দে বিষ্ণুপূজা ; 'বন্দন'-শব্দে নমস্কার ; 'দাস্য'-শব্দে 'আমি—তাঁহার দাস', এইরূপ ধারণা ; 'সখ্য'-শব্দে বন্ধুভাবে তাঁহার হিতসাধন কামনা (মনন-কথনাদি) ; 'আত্মনিবেদন'-শব্দে তাঁহাতে দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া শুদ্ধ আত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুর সর্ব্বতোভাবে অর্পণ।

এই নবলক্ষণাত্মিকা ভগবদ্বিষয়িণী চেষ্টাই 'ভক্তি'। 'অদ্ধা'-শব্দে সাক্ষাদ্ভক্তি,—ইহা কর্ম্মাদির অর্পণরূপ পরম্পরা অর্থাৎ চেষ্টা সাধন ও অর্পণমাত্র নহে। তাহাও আবার অর্পণকারীর স্ব স্বার্থ ধর্ম্ম ও অর্থ প্রভৃতি পুরুষার্থের উদ্দেশ্যে অর্পিতা না হইয়া শ্রীবিষ্ণুতেই অর্পিতা হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ 'শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই এই সেবন-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত'—এইরূপ ভাবনা কর্ত্তব্য। উক্তপ্রকারে যদি ঐ ভক্তি করা হয়, তাহা হইলে সেই ভক্ত্যনুষ্ঠানকারি-ব্যক্তি যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই 'উত্তম' বলিয়া আমি (প্রহলাদ) মনে করি,—ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদ্‌ও এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—'ভক্তি'-শব্দে ইঁহার (ভজনীয় শ্রীহরির) ভজন অর্থাৎ ঐহিক এবং পারলৌকিক উপাধি নিরসন-পূর্ব্বক কোনরূপ ফলের আশা না করিয়া, কেবলমাত্র সেই ভগবানেই যে মনোনিবেশ, তাহাই নৈষ্কর্ম্ম্য'-নামে অভিহিত।

ভক্তির এই নয়টী অঙ্গের সমুচ্চয় অর্থাৎ সমস্ত অঙ্গের একযোগে সাধন আবশ্যক হয় না, কারণ এই নয়টী অঙ্গের যে কোন একটী অঙ্গ হইতেই অব্যভিচারিভাবে সাধ্যবস্তুর সিদ্ধি শুনা যায়। কোনও স্থলে, যদিও অন্য অঙ্গের মিশ্রণ দেখা যায়, তথাপি উহা বিভিন্ন শ্রদ্ধাবান্ ও বিভিন্নরুচি-ব্যক্তির জন্যই উপদিষ্ট। অতএব সমানভাবে উক্তি-নিবন্ধন, 'নব-লক্ষণা'-শব্দে কেবলমাত্র নব অঙ্গেরই যে অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। এই নববিধা ভক্তিমধ্যেই অন্যান্য অঙ্গগুলিও অন্তর্ভূত (সন্নিবিষ্ট)

হওয়ায় ভক্তি যে নবলক্ষণময়ী, তাহা কথিত হইল। তথাপি, বিশেষভাবে এই নয়টী ভক্ত্যঙ্গের কথাই কিছু কিছু লিখিত হইতেছে—

(১) নামাদি-শ্রবণরূপ ভক্তির অঙ্গসমূহের এইরূপ ক্রম, যথা—যদিও ক্রম-বিপর্য্যয়-সত্ত্বেও নবধা ভক্তির মধ্যে যে কোন একটী হইতেই সিদ্ধিলাভ ঘটে, তথাপি অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নাম-শ্রবণই অপেক্ষণীয় (আবশ্যক)। নাম-শ্রবণ ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপবিষয়ক কথা-শ্রবণদ্বারা শ্রীরূপের উদয়যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ্‌ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে, শ্রীগুণসকলের স্ফূর্ত্তি সম্যগ্‌রূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীগুণের স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকরগণের বৈশিষ্ট্য-হেতু সেবকের সিদ্ধপরিচয়-বৈশিষ্ট্য উদিত হয়। অতঃপর নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর, এই সমুদায়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে লীলার স্ফূর্ত্তিও যে সম্যগ্‌ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়েই সাধনক্রম লিখিত হইল। কীর্ত্তন এবং স্মরণ-বিষয়েও এইরূপ ক্রম জানিবে। এই নামশ্রবণ যদি মহতের (বৈষ্ণবের) মুখ হইতে লব্ধ হয়, তাহা হইলে উহার মাহাত্ম্য জাতরুচি ভক্তগণের পরম সুখ-দায়ক হইয়া থাকে। উহা আবার মহৎকর্ত্তৃক প্রকটিত কীর্ত্তিত—এই দুইভাগে বিভক্ত।

এই শ্রবণের মধ্যে আবার শ্রীভাগবত-শ্রবণই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ; যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবত—পরমৈশ্বর্য্যময় নামাত্মক ও পরমরসময়। এস্থলে (স্বরূপগত-রুচিক্রমে) "স্বীয় অভিমতমূর্ত্তিদ্বারা" ইত্যাদি স্থলের ন্যায় নিজাভীষ্ট নামাদিরই পুনঃ পুনঃ শ্রবণানুশীলন বিধেয়। তন্মধ্যে আবার সমান বাসনাবিশিষ্ট (শ্রীকৃষ্ণানুরাগী) মহানুভব ব্যক্তির মুখ হইতে সকলের শ্রীকৃষ্ণনামাদিশ্রবণ পরম ভাগ্যবলেই ঘটিয়া থাকে ; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ ভগবৎস্বরূপ। সঙ্কীর্ত্তনাদি বিষয়েও এইরূপ অনুসন্ধান করিবে অর্থাৎ মহানুভব বৈষ্ণবের শ্রীমুখে পূর্ণ ভগবদ্বস্তু শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তনই অন্বেষণ করিবে। আবার সম্প্রতি স্বয়ং যাহা কীর্ত্তন করা যাইতেছে, তাহাও শ্রীশুকদেব প্রভৃতি মহাজনগণ-কর্ত্তৃক পূর্ব্বে কীর্ত্তিত হইয়াছে কিনা, এইরূপ অনুসন্ধান করিয়াই কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এইরূপে শ্রবণের বিষয় বিবৃত করা হইল। শ্রবণ ভিন্ন কীর্ত্তনাদি অর্থাৎ কোন্‌বস্তু কিরূপভাবে কীর্ত্তনাদি করা কর্ত্তব্য, তাহা জানা যায় না বলিয়াই কীর্ত্তনাদি সর্ব্ববিধ ভক্ত্যঙ্গের পূর্ব্বে শ্রবণের বিধি বা ব্যবস্থা অর্থাৎ শ্রবণের আদিভক্ত্যঙ্গত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ, যদি সাক্ষাদ্ভাবেই মহাজন-কৃত কীর্ত্তনের শ্রবণ-সৌভাগ্য ঘটে, তাহা হইলেই তখন শ্রীনামের নিজের পৃথক্ কীর্ত্তন সম্ভব হয়, এজন্য ভক্তিসাধনে শ্রবণেরই প্রাধান্য কথিত হইল।

"যে-বাক্যে বা গ্রন্থে ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের মহিমাবিশিষ্ট শ্রীনামসমূহ বর্ত্তমান, উহার প্রতিপদে অপ-শব্দাদি থাকিলেও, সেই বাগ্‌বিন্যাস লোকের পাপ বিনাশ করে ; সাধুগণ সেই নাম সর্ব্বদা শ্রবণ, উচ্চারণ এবং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।" এই শ্রীভাগবত-শ্লোকে টীকাকার শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"(সাধুগণ) শ্রীনামের বক্তা বা কীর্ত্তনকারী উপস্থিত থাকিলে তাঁহার নিকট হইতেই ভগবন্নামসমূহ শ্রবণ করেন, শ্রোতা উপস্থিত থাকিলে তাঁহার নিকটই ভগবন্নাম উচ্চারণ (কীর্ত্তন) করেন, আর কেহ উপস্থিত না থাকিলে স্বয়ংই একাকী নাম গান করেন।

(২) অতঃপর কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তিবিষয়ে বলা যাইতেছে ;—এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় নামাদি-শ্রবণ-কীর্ত্তন-ক্রম জানিতে হইবে। এই নামকীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরেই প্রশস্ত। "আমি লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের নামসমূহ উচ্চারণ করিতে করিতে ও লীলা-চেষ্টাসমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম" ইত্যাদি শ্লোকে ইহাই কথিত হইয়াছে। কলিযুগপাবনাবতার ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরও এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—"যিনি তৃণ অপেক্ষাও নীচ, বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু এবং স্বয়ং অমানী ও অপরে সম্মানপ্রদানকারী, তিনিই সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরির কীর্ত্তন করিতে পারেন।" এই কীর্ত্তনাখ্যা ভগবদ্ভক্তি যে দ্রব্য, জাতি, গুণ এবং কর্ম্মবিষয়ে যিনি অতি দীনহীন বা দরিদ্র, তাঁহার পক্ষেই একমাত্র আশ্রয়ভূতা ও অপার-দয়াময়ী, ইহা ("জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত শ্রীভিঃ" ইত্যাদি শ্লোকমুখে) শ্রুতি ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে শুনা যায়, কলিযুগে (স্বাভাবিক অভাব-মূলে) সাধারণতঃ লোকের দারিদ্র্য—সিদ্ধ, যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—"অতএব কলিযুগে তপ, যোগ,

বিদ্যা ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহ বিচক্ষণ দেহধারী পুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও, পূর্ণতা লাভ করে না" ; অতএব কলিযুগে স্বভাবতঃই অতি-দরিদ্র জীবগণের মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া অনায়াসেই তাহাদিগকে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-যুগোচিত মহামহা-সাধনলভ্য সমস্ত ফলই প্রদানপূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন ; যেহেতু কলিযুগে এই সঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই ভগবানের বিশেষ সন্তোষ জন্মে। এস্থলে কলিযুগ মাহাত্ম্য-বর্ণনপ্রসঙ্গে কীর্ত্তনেরই গুণোৎকর্ষ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ-বর্ণন অভিপ্রেত ; যেহেতু কেবলমাত্র এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিবিষয়েই কালদেশাদি-নিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব্বযুগেই শ্রীযুক্তা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সামর্থ্য—সমান, কিন্তু কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ (প্রচারার্থ স্বীকার) করিয়াছেন, এই নিমিত্তই কীর্ত্তনের সেই সকল প্রশংসা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব কলিযুগে যদি অন্যান্য (নয়প্রকার বা চতুঃষষ্টি প্রকার বা সহস্র প্রকার) ভক্তি অনুশীলন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই কীর্ত্তনের সহযোগেই যে সেই সকল ভক্তি সাধন করিবে,—ইহাই কথিত হইয়াছে ; যথা—"সুমেধা অর্থাৎ পণ্ডিতগণ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ (ক্রিয়া) দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন।" তন্মধ্যে (অনধিকারীর রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কীর্ত্তনাদির নিমিত্ত অবৈধ অক্ষরাদি সংযোগপূর্ব্বক গান অপেক্ষা) কেবল স্বতন্ত্র শুদ্ধনামকীর্ত্তনই অতিশয় প্রশস্ত। "কেবলমাত্র হরিনাম, হরিনাম এবং হরিনামই কর্ত্তব্য, এতদ্ব্যতীত কলিযুগে আর অন্য কোন গতি নাই, নাই, নাই" ইত্যাদি শ্লোকেও এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই শ্লোকোক্ত দৃঢ় প্রমাণ-সমূহ কেবলমাত্র শুদ্ধনামকীর্ত্তনেরই পরম প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতেছে।

এই হরিনামকীর্ত্তন-বিষয়ে পদ্মপুরাণোক্ত দশ অপরাধ অবশ্যই পরিত্যাজ্য ; যথা সনৎকুমার-বাক্যে উক্ত হইয়াছে—"সকল অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিও শ্রীহরির আশ্রিত হইলে মুক্ত হয় ; যে দ্বিপদ মানবাধম এবম্বিধ শ্রীহরির প্রতিও অপরাধ করে, সেই ব্যক্তিরও যদি কদাচিৎ কখনও হরিনামাশ্রয় ঘটে, তাহা হইলে সে শ্রীনাম-বলেই সেইভীষণ অপরাধ হইতে মুক্ত হয় ; কিন্তু সর্ব্ব-জীব-সুহৃৎ শ্রীনামের নিকট অপরাধ ফলে অপরাধী নিশ্চয়ই অধঃপাতিত হয়।" এক্ষণে সংক্ষেপে দশ অপরাধের বিষয় লিখিত হইতেছে ;—(ক) সাধুগণের নিন্দা, (খ) শ্রীবিষ্ণু হইতে শিব নামাদির স্বাতন্ত্র্য-চিন্তন অর্থাৎ বিষ্ণুর নাম রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্যলীলায় মায়িক ভেদ না থাকায় শিবাদি সকল দেবতা যে বিষ্ণুরই অধীন ইহা বিস্মৃত হইয়া শিবাদি দেবতার ন্যায় নিত্যমঙ্গলময় বিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিও পরস্পর ভিন্ন,—এরূপ চিন্তন, (গ) গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, (ঘ) বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দন (ঙ) হরিনাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ বা শ্রীনাম-মাহাত্ম্যকে প্রশংসা-বাক্য বলিয়া চিন্তন, (চ) হরিনাম-মাহাত্ম্যে অন্য-প্রকার অর্থ কল্পন, (ছ) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, (জ) অন্য শুভ ক্রিয়া-সমূহের সহিত শ্রীনামগ্রহণকে সম-জ্ঞান, (ঝ) শ্রদ্ধাহীন বিষ্ণু বৈষ্ণবের নাম-গুণ-শ্রবণে অনিচ্ছু তদ্‌বিমুখ ব্যক্তির নিকট নামোপদেশ, (ঞ) শ্রীনামমাহাত্ম্য শুনিয়াও শ্রীনামের প্রতি অপ্রীতি। এই সমস্ত অপরাধের যে অন্য কোনও প্রায়শ্চিত্ত নাই, ইহাও সেস্থলেই উক্ত হইয়াছে, যথা—"যাঁহারা শ্রী-নামের নিকট অপরাধী, (পুনরায় স্বেচ্ছাকৃত অপ-রাধানুষ্ঠান বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকিয়া অপ্র-মত্ত অবস্থায়) নিরন্তর গৃহীত নামই তাঁহাদের সেই সকল অপরাধ হরণ করিয়া থাকেন। অবিশ্রান্ত (অর্থাৎ অব্যবহিত) ভাবে শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে তাদৃশ নামোচ্চারণ-ফলেই অভীষ্টসিদ্ধি ঘটে অর্থাৎ ক্রমশঃ নৈরন্তর্য্যাবস্থায় নামাভাস-ফলে অনর্থ-নিবৃত্তি এবং তদনন্তর শুদ্ধনামোদয়-ফলে কৃষ্ণ-প্রেমোদয় হয়।"

অপরাধ থাকিলেও ভগবানের সন্তোষার্থ সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন কর্ত্তব্য। একমাত্র শ্রীনামই যে নামা-পরাধ ক্ষমা করিতে পারেন, তাহা শ্রীঅম্বরীষ-চরিত প্রভৃতিতে দেখা গিয়াছে। নাম কৌমুদীতেও উক্ত হইয়াছে যে, "ফলভোগ, অথবা যে মহাজনের নিকট অপরাধ করা হইয়াছে তাঁহারই অনুগ্রহলাভ,—কেবলমাত্র এই দুইটী উপায়েই মহাজনের (বৈষ্ণবের) নিকট অপরাধ নিবৃত্ত বা বিনষ্ট হইয়া থাকে।" শ্রীশিবের প্রতি দক্ষের উক্তিও এইরূপ যথা—"আমি

আপনার তত্ত্ব জ্ঞাত নহি বলিয়াই সভাস্থলে আপনার প্রতি দুর্ব্বাক্য-বাণ নিক্ষেপ করিয়াছি; কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও আপনি আমার ঐ অপরাধ গ্রহণ করেন নাই, পরন্তু আমি যখন পূজ্যব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আপনারই নিন্দা ফলে অধঃপতিত হইতেছিলাম, তখন আপনিই কৃপার্দ্র দৃষ্টিপাতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। এতাদৃশ মহান্ আপনি, আপনার নিজগুণেই আপনি পরিতুষ্ট হউন।"

নিজ দৈন্য নিজ-অভীষ্ট-নিবেদন এবং স্তবপাঠও এই কীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবত-স্থিত নামাদির কীর্ত্তনই অন্যান্য শাস্ত্রোদিত নামাদির কীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

(৩) অনন্তর কীর্ত্তনাদি-দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে "হে নৃপ, বিরক্ত অকুতোভয়াভিলাষী যোগি-ব্যক্তিগণও হরিনামই অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন" ইত্যাদি বচনানুসারে নামকীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়া স্মরণ কর্ত্তব্য। নামাদিসম্বন্ধ-ভেদে সেই স্মরণাঙ্গ অনেকপ্রকার দেখা যায়; তন্মধ্যে পঞ্চবিধ স্মরণাঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; যথা—(ক) যৎকিঞ্চিৎ বস্তু-অনুসন্ধানের নাম 'স্মরণ'; (খ) সর্ব্ববিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণপূর্ব্বক সাধারণভাবে একবিষয়ে মনোনিবেশের নাম 'ধারণা'; (গ) বিশেষভাবে রূপাদি চিন্তনের নাম 'ধ্যান'; (ঘ) অমৃতধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইলে সে স্মরণের নাম 'ধ্রুবানুস্মৃতি'; আর (ঙ) কেবলমাত্র ধ্যেয়বস্তুর স্ফূর্ত্তির নামই 'সমাধি'। কোন কোন স্থলে লীলাবিশেষে নিযুক্ত (স্মরণরত) জনের অন্য লীলার স্ফূর্ত্তি, অথবা তদিতর অন্য-বস্তুর অস্ফূর্ত্তিও 'সমাধি'-বাচ্য হইতে পারে। দাস-সখাদি ভক্তগণেরই এইরূপ সমাধি হয়। শান্তভক্তগণের প্রায়ই পূর্ব্ববিধ সমাধি হইয়া থাকে।

(৪) রুচি এবং শক্তি থাকিলে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ ত্যাগ না করিয়াই পাদসেবন কর্ত্তব্য। স্মরণের সিদ্ধির জন্য কেহ কেহ পাদসেবা করিয়া থাকেন। (সেব্যবিগ্রহের অন্য অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র) 'পাদ'-শব্দটী শ্রীপাদসেবকের অত্যন্ত সেবা-প্রবৃত্তি-নিবন্ধনই উল্লিখিত হইয়াছে। অতঃপর পাদ-সেবা-বিষয়ে সমাদর (যত্ন ও নৈরন্তর্য্য) বিধান কথিত হইতেছে। শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, স্পর্শন পরিক্রমা ও অনুগমন এবং ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি তদীয় তীর্থস্থানে (স্নানে) গমনাদি ক্রিয়াও পাদসেবনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিবে; যেহেতু গঙ্গাদি পবিত্র তীর্থসমূহ ভগবানেরই পরিকর স্বরূপ। গঙ্গাদির পরম ভাগবতত্ব বলিয়া তাঁহাদের সেবাদি মহতের (তদীয় অর্থাৎ বৈষ্ণব বা সাধুর সেবাতেই পর্য্যবসিত হয়। তুলসী-সেবাও তদীয় অর্থাৎ মহৎ বা বৈষ্ণব-সেবারই অন্তর্গত। অতএব মহতের (বৈষ্ণব বা ভক্তের) সেবনের ন্যায় গঙ্গাদির সেবাও ভক্তির কারণ।

(৫) অতঃপর অর্চ্চনের কথা ব্যাখ্যাত হইতেছে; —অর্চ্চনমার্গে শ্রদ্ধা থাকিলে মন্ত্রগুরুকে আশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিবে। যদিও শ্রীভাগবত-মতে পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত অর্চ্চন-মার্গের আবশ্যকতা নাই, কেননা অর্চ্চন ব্যতীত শ্রবণাদি যে কোনও একটী দ্বারাই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, যেমন প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের এই উক্তি "হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীপরীক্ষিৎ, হরিকীর্ত্তন করিয়া শ্রীশুকদেব, হরিস্মরণ করিয়া শ্রীপ্রহলাদ, হরির পাদসেবন করিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবী, হরির অর্চ্চন করিয়া শ্রীপৃথু-মহারাজ, সর্ব্বতোভাবে হরির বন্দনা করিয়া শ্রীঅক্রূর, হরির দাস্য করিয়া শ্রীহনূমান, হরির সখ্যসেবা করিয়া অর্জ্জুন এবং হরির প্রতি সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া শ্রীবলি,—ইঁহাদের প্রত্যেকের নববিধা ভক্তির এক এক প্রকার ভক্ত্যঙ্গ সাধনেই সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে" ইত্যাদি দেখা যায়, তথাপি নারদাদি মহাজনগণের পথানুসরণকারী যে সকল ব্যক্তি শ্রীগুরুদেব-কর্ত্তৃক পাঞ্চরাত্রিকী-দীক্ষাবিধান দ্বারা সম্পাদিত ভগবানের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ সংস্থাপনে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দীক্ষার পর অবশ্যই অর্চ্চন করিবেন। যে সকল গৃহস্থ সম্পত্তিশালী, তাঁহাদের পক্ষে অর্চ্চনমার্গই মুখ্যভাবে বিহিত। যদি তাঁহারা অর্চ্চন না করিয়া নিষ্কিঞ্চন ভক্তের (পরমহংসের) ন্যায় কেবল স্মরণাদি-বিষয়েই আসক্ত থাকেন, তাহা হইলে তাদৃশ সম্পত্তিবিশিষ্ট গৃহস্থের পক্ষে বিত্তশাঠ্যরূপ দোষ প্রতিপন্ন হয়। পরের দ্বারা অর্থাৎ

পূজারি রাখিয়া শ্রীমূর্ত্তি-সেবা-সম্পাদন নিজ-বিষয়াসক্তির বা অলসতারই পরিচায়ক ; সেইজন্য শুদ্ধভাবে অর্চ্চনে অশ্রদ্ধাযুক্ত বলিয়া তাদৃশ কৃত্রিম অর্চ্চন নিকৃষ্ট। বিশেষতঃ, গৃহস্থগণের স্ব-স্ব শুশ্রূষাদি ব্যবহার-বিষয়ে নানাদ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা-নিবন্ধন উহা সেই অর্চ্চনমার্গের তুল্য দেখাইলেও তাঁহাদিগের অর্চ্চনমার্গই প্রধান বা প্রশস্ত (অথবা, অর্চ্চনে দ্রব্যাদি আবশ্যক ও একমাত্র গৃহস্থগণের পক্ষেই উহা সংগ্রহ করা সহজসাধ্য বলিয়া তাঁহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণানুশীলন কার্য্যে নববিধা ভক্তির মধ্যে অর্চ্চনমার্গেরই প্রাধান্য বিহিত); যেহেতু (গৃহস্থ-জীবনে কৃষ্ণানুশীলনের প্রচুর অন্তরায় বিদ্যমান বলিয়া) গৃহস্থগণ সাধারণতঃ অতিশয় বিধি-সাপেক্ষ। আবার, দেবযজন প্রভৃতি শাখাপল্লবাদি-সেচনরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের পক্ষে ভগবদর্চ্চনই মূলসেচন-স্বরূপ (অর্থাৎ গার্হস্থ্যধর্ম্মবিহিত দেব যজনাদি কর্ম্মের সহিত যদি শাখাপল্লবাদিতে জলসেচন-কার্য্যের উপমা দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভগবদর্চ্চনের সহিতও মূল-সেচন-কার্য্যের উপমা দেওয়া যাইতে পারে), অতএব অর্চ্চন না করিলে, গৃহস্থগণের মহাদোষ উপস্থিত হয়ই অধিকন্তু সমস্ত দীক্ষিত গৃহস্থ-ব্যক্তির নরকে পতনও শুনা যায়। অর্চ্চনে নিতান্ত অশক্ত এবং অযোগ্য ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—"যিনি (স্বয়ং পূজা করিতে না পারিয়া) ভক্তিসহকারে অর্চ্চিত অর্চ্চনকালীন শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন এবং যিনি দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে শ্রীহরির অর্চ্চনে সুখ অনুভব করেন, তিনিও যোগফল লাভ করেন।" এস্থলে যোগ শব্দে পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রোক্ত অর্চ্চন-ক্রিয়া-যোগকেই বুঝাইতেছে। বিশেষতঃ, এই অর্চ্চনমার্গে বিধিপালন অবশ্যই প্রয়োজনীয়। এবিষয়ে শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই উদাহরণ। ভগবন্মন্ত্রসমূহ—ভগবন্নামাত্মক ; তাহাতে আবার, ঐগুলি বিশেষভাবে নমঃ-শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত (অর্থাৎ ভগবন্মন্ত্রসমূহে ভগবন্নাম অবস্থিত এবং সেই মন্ত্রসমূহের বিশেষত্ব এই যে, ঐগুলি আবার নমঃশব্দাদি দ্বারা বিভূষিত); অধিকন্তু ভগবন্মন্ত্রসমূহে শ্রীভগবান্ ও ভাগবত মহর্ষিগণকর্ত্তৃক বিশেষ শক্তি নিহিত রহিয়াছে এবং ঐগুলি ভগবানের সহিত মন্ত্রগ্রহণকারীর নিজের সম্বন্ধবিশেষ-প্রতিপাদক। তাহা হইলেও, মন্ত্রের ন্যায় নমঃশব্দ প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দ-সংযোগ-ব্যতিরেকে (অর্থাৎ মন্ত্র বা নমঃশব্দাদি, কাহারও অপেক্ষা না করিয়া) একমাত্র ভগবন্নামই পরমপুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমা পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ ; সুতরাং যদি বলা যায় যে, শ্রীনামেই যখন অধিক সামর্থ্য দেখিতে পাওয়া যায় (অর্থাৎ শ্রীনামই অধিক সামর্থ্যবিশিষ্ট বলিয়া শ্রীনাম হইতেই যখন প্রেমা-পর্য্যন্ত-লাভ ঘটে), তখন অধিকসামর্থ্য-বিশিষ্ট শ্রীনাম থাকিতে অল্পসামর্থ্য-বিশিষ্ট মন্ত্রসমূহে দীক্ষা গ্রহণাদির প্রয়োজন কেন - ইহার উত্তরে বলা যায় যে, যদিও নামদ্বারাই প্রেমা-পর্য্যন্ত লাভ ঘটে বলিয়া স্বরূপতঃ অর্থাৎ বস্তুতঃ মন্ত্রাদি দীক্ষার কোন আবশ্যকতা নাই, তথাপি স্বভাবতঃ দেহাদি সংসর্গ-বশতঃ কদর্য্যস্বভাব-বিক্ষিপ্ত-চিত্ত জীবগণের ঐ সকল বৃত্তির সঙ্কোচীকরণের নিমিত্তই মহর্ষি শ্রীনারদ প্রভৃতি মহাজনগণ এই অর্চ্চনমার্গে কোন কোন স্থলে কোন বিশেষ মর্য্যাদা (বিধি বা নিয়ম) বন্ধন করিয়াছেন, সুতরাং উহা উল্লঙ্ঘিত হইলে তৎ-সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র তাহার প্রায়শ্চিত্ত-বিধিও উদ্ভাবিত করিয়াছেন। অতএব মহামন্ত্র শ্রীনামদীক্ষা এবং মন্ত্রদীক্ষা, উভয় অনুষ্ঠানই সঙ্গত।

উক্ত অর্চ্চন দ্বিবিধ—শুদ্ধ এবং কর্ম্মমিশ্র। তন্মধ্যে স্বফলভোগ-নিরপেক্ষ ও সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধ অর্চ্চনই বিহিত ; আর ব্যবহারিক-কর্ম্মাচরণে অতিশয় চেষ্টাশীল এবং যাদৃচ্ছিকভাবে (অর্থাৎ প্রীতিরাহিত্য-হেতু খামখেয়ালি-ভাবে কৃচিৎ কখনও) ভক্ত্যনুষ্ঠানশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে শেষোক্ত-প্রকার অর্চ্চনই বিহিত ; বিশেষতঃ, তদ্‌বিপরীত শ্রদ্ধাবিশিষ্ট বলিয়া পরিলক্ষিত লোক-সংগ্রহোদ্দেশ্যবিশিষ্ট (অর্থাৎ প্রলোভনাদি প্রদানদ্বারা সম্প্রদায়সংরক্ষণপর সুপ্রসিদ্ধ গৃহস্থ ব্যক্তিগণও ভক্তি-ব্যাপারে অনভিজ্ঞমতি জনগণের পক্ষে বিহিত সাধারণ বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানাদি যাহাতে লুপ্ত না হয়, তজ্জন্য কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চনের অনুষ্ঠান প্রদর্শন করেন, দেখা যায়, (অর্থাৎ নিরপেক্ষ শ্রদ্ধাশীল গৃহস্থগণও কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চনানুষ্ঠান দেখাইয়া থাকেন)। এই অর্চ্চনের অঙ্গসমূহ আগমাদি শাস্ত্র হইতেই জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, কার্ত্তিক-ব্রত, একাদশী-ব্রত প্রভৃতিও

এই অর্চ্চনেরই অন্তর্ভূত বলিয়া জানিবে। এই পাদ-সেবন ও অর্চ্চনমার্গে অপরাধসমূহ অবশ্যই পরি-ত্যাজ্য। এক্ষণে আগমানুসারে সেই সকল অপরাধ লিখিত হইতেছে,—

(ক) যান বা পাদুকারোহণে ভগবদ্‌বিগ্রহ-গৃহে (মন্দিরে) গমন, (খ) তদীয় উৎসবাদি-কার্য্যের অননুষ্ঠান (অনুষ্ঠান-পরিত্যাগ), (গ) বিগ্রহ-সম্মুখে প্রণাম পরিত্যাগ, (ঘ) উচ্ছিষ্ট বা অশৌচাবস্থায় তাঁহার বন্দনাদি, (ঙ) একহস্তে তাঁহাকে প্রণাম, (চ) বিগ্রহের ঠিক সম্মুখেই প্রদক্ষিণ, তৎসম্মুখে, (ছ) পাদপ্রসারণ, (জ) পর্য্যঙ্কবন্ধন অর্থাৎ হস্তদ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন, (ঝ) শয়ন, (ঞ) ভক্ষণ, (ট) মিথ্যাভাষণ, (ঠ) উচ্চৈঃস্বরে সম্ভাষণ, (ড) পরস্পর বৃথা কথোপকথন, (ঢ) রোদন, (ণ) বিবাদ, (ত ও থ) কাহারও প্রতি নিগ্রহ বা অনুগ্রহ, (দ) কটুবাক্য-প্রয়োগ, (ধ) কম্বলাবরণ-ধারণ, (ন) পর-নিন্দা, (প) পরস্তুতি, (ফ) অশ্লীলবাক্যপ্রয়োগ, (ব) অধোবায়ু ত্যাগ, (ভ) সামর্থ্যসত্ত্বেও সামান্য উপচারে পূজন, (ম) অনিবেদিত বস্তুভোজন, (য) যে-কালে যে-সকল ফলমূলাদি জন্মে, তৎকালে তদর্পণ-পরি-ত্যাগ, (র) সংগৃহীত বস্তুর অগ্রভাগ অন্যকে প্রদানান-ন্তর অবশিষ্টাংশ ভগবদ্ভোগরন্ধনকালে ব্যঞ্জনাদিতে প্রদান, (ল) বিগ্রহের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদান করিয়া উপ-বেশন, (ব) তৎসম্মুখে অন্যের প্রতি অভিবাদন, (শ) গুরুপূজায় মৌনাবলম্বন অর্থাৎ তাঁহার স্তবপরিত্যাগ, (ষ) নিজস্তুতি, (স) অন্যদেবতা-নিন্দা,—বিষ্ণুর অর্চ্চনমার্গে এই দ্বাত্রিংশৎপ্রকার অপরাধ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বরাহপুরাণে অন্যান্য যে সকল অপরাধ উক্ত হইয়াছে, তাহাও সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে,—

(ক) রাজার অন্নভক্ষণ, (খ) অন্ধকার গৃহে শ্রীহরিবিগ্রহ-স্পর্শন, (গ) বিধি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তদীয় অর্চ্চন, (ঘ) শয়ন হইতে উত্থাপনার্থ বাদ্য পরিত্যাগ করিয়া মন্দির-দ্বারোদ্‌ঘাটন, (ঙ) কুক্কুরদৃষ্ট পক্ব-নৈবেদ্য সংগ্রহ, (চ) অর্চ্চনকালে স্বীয় মৌনব্রত-ভঙ্গ, (ছ) পূজন-কালে মলত্যাগার্থ গমন, (জ) গন্ধ-মাল্যাদি অর্পণ না করিয়া ধূপদান, (ঝ) নিষিদ্ধ-পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন, (ঞ) দন্তধাবন পরিত্যাগ করিয়া, (ট) মৈথু-নান্তে, (ঠ) রজঃস্বলা স্ত্রী, (ড) প্রদীপ বা, (ঢ) শব স্পর্শ করিয়া, (ণ) রক্ত, (ত) নীল, (থ) অধৌত, (দ) পর বসন বা (ধ) মলিনবস্ত্র পরিধান করিয়া, (ন) শব দর্শন করিয়া, (প) অপান-বায়ু পরিত্যাগ করিয়া, (ফ) ক্রোধ প্রকাশ করিয়া, (ব) শ্মশানে গমন করিয়া, (ভ) ভোজনান্তে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইলে, (ম) কুসুম্ভ (নাটাকরঞ্চা) ও (য) পিণ্যাক (হিঙ্গু) ভক্ষণ করিয়া, এবং (র) তৈল মর্দ্দন করিয়া শ্রীহরির বিগ্রহ স্পর্শ বা তদীয় কোন অর্চ্চন-কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে তাহা পাপজনক হইয়া থাকে। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে,—(ক) সাত্বত শাস্ত্রবিরোধ বা অন্তরে ভাগবত-শাস্ত্রের অনাদর-পূর্ব্বক কৃত্রিমভাবে বাহ্যতঃ শাস্ত্রাঙ্গীকার, (খ) অন্যান্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তন, (গ) বিগ্রহসম্মুখে তাম্বূল চর্ব্বণ, (ঘ) এরণ্ড-পত্রস্থিত-পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন, (ঙ) আসুরী-বেলায় পূজা, (চ) পীঠে বা ভূমিতে উপবেশন-পূর্ব্বক পূজন, (ছ) বিগ্রহের স্নপনকালে বামহস্তে স্পর্শন, (জ) পর্য্যুষিত বা যাচিত পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন, (ঝ) পূজন-কালে নিষ্ঠী-বনত্যাগ (থুথু ফেলা), (ঞ) পূজনকালে আত্মগৌরব প্রতিপাদন, (ট) তির্য্যক্ (বক্র) ভাবে পুণ্ড্রধারণ, (ঠ) অপ্রক্ষালিতপদে মন্দিরে প্রবেশ, (ড) অবৈষ্ণব-পক্কান্ন-নিবেদন, (ঢ) অবৈষ্ণবের দৃষ্টি সম্মুখে বা সেবা-বিমুখী দৃষ্টিতে পূজন, (ণ) বিঘ্নবিনাশনের বৈকুণ্ঠ-স্থিত গণেশাদি ভগবদাবরণের) পূজা না করিয়া, বা (ত) তান্ত্রিক নরকপালধারি সাধককে দর্শন করিয়া অর্চ্চন (থ) নখপৃষ্ট জলদ্বারা বিগ্রহ-স্নপন, (দ) ঘর্মাক্ত অবস্থায় পূজন ইত্যাদি অপরাধজনক। অন্যত্রও (ক) তদীয় নির্ম্মাল্য অগ্রহণ বা অসম্মান ও (খ) নামগ্রহণপূর্ব্বক শপথকরণ ইত্যাদি বহু অপরাধ কথিত হইয়াছে। তাহা হইলেও ভগবানে প্রমাদাদি-কৃত অপরাধ ঘটিলে পুনরায় শ্রীবিগ্রহেরই সন্তোষ-বিধান কর্ত্তব্য; যথা, স্কন্দপুরাণে অবন্তীখণ্ডে শ্রীব্যাস-বাক্যে—"যে মানব প্রত্যহ ভগবদ্‌গীতার এক অধ্যায় মাত্র পাঠ করেন, ভগবান্ শ্রীকেশব তৎকৃত দ্বাত্রিং-শৎপ্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন।" ঐ স্কন্দপুরাণে দ্বারকা-মাহাত্ম্যে, যথা—"যিনি শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম-মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, সহস্র সহস্র অপরাধে তিনি কখনও লিপ্ত হন না।" ঐ স্কন্দপুরাণে রেবা-

খণ্ডে, যথা—"শ্রীহরির উত্থানকালে দ্বাদশীতিথিতে যিনি তুলসী স্তব পাঠ করেন, ভগবান্ শ্রীকেশব তৎ-কৃত দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করেন।" সেই রেবা-খণ্ডেই অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—"বিশেষভাবে মাহাত্ম্য-শ্রবণপূর্ব্বক তুলসী রোপণ করিলে ভগবান্ শ্রীপুরু-ষোত্তম তৎকৃত সহস্র সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন।" সেই রেবাখণ্ডে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যেও উক্ত হইয়াছে, "যিনি তুলসী-দ্বারা শ্রীশালগ্রাম শিলার অর্চ্চন করেন, ভগবান্ শ্রীকেশব তৎকৃত দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করেন।" ব্রহ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—"যিনি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর শঙ্খ-চক্রগদাদি শঙ্খচিহ্নধারণপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করেন, ভগবান্ শ্রীকেশব তৎকৃত সহস্র সহস্র অপরাধ মোচন করেন।" আদিবরাহপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—"অপরাধিব্যক্তি সংবৎসর-মধ্যে মদীয় 'শৌকরব'-তীর্থে উপবাসপূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিলে শুদ্ধি লাভ করে; আবার মথুরাতেও এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে অপরাধী ব্যক্তি শুদ্ধ হয়। যে সুকৃতী ব্যক্তি এই উভয় তীর্থের যে-কোন একটীর সেবা করেন, তিনি সহস্র জন্মার্জ্জিত অপরাধ হইতে মুক্ত হন।" 'শৌকরব'-অর্থে 'শূকরক্ষেত্র' নামক তীর্থস্থান।

অর্চ্চনমার্গে কোনও স্থলে মানসপূজারও বিধান আছে; যথা পদ্মপুরাণে উত্তর-খণ্ডে,—"সামান্যতঃ সমস্ত লোকেরই মানসপূজা প্রিয়।" গৌতমীয়েও কথিত আছে "সন্ন্যাসী মুমুক্ষু (নিঃশ্রেয়সার্থী) ব্যক্তির মানসপূজাই উত্তম।" শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও শ্রীনারা-য়ণের বাক্যে মানসপূজারই মহিমা এরূপ বর্ণিত আছে—"এই যে মানস-যোগ, উহা জরা-ব্যাধিভয় হরণ করে" ইত্যাদি শ্লোকে "হে মহামতে মুনিবর, যিনি পরম-ভক্তি-সহকারে ও ক্রমবিধি-অনুসারে একবার মাত্রও মানসপূজা করেন, আমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকি।" এই মানসপূজা কোনও স্থলে আবার স্বতন্ত্রভাবেও হইয়া থাকে; যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম আবির্হোত্র মুনির বচনেও—"আসন প্রোক্ষণ-পূর্ব্বক সেই আসনে উপ-বিষ্ট হইয়া যথালব্ধ উপচারসমূহ দ্বারা একাগ্র চিত্তে শ্রীমূর্ত্তিতে বা হৃদয়ে ভগবান্‌কে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র-দ্বারা অর্চ্চন করিবে" ইত্যাদি শ্লোকে 'বা' শব্দদ্বারা অষ্টবিধা প্রতিমার অন্যতমা মনোময়ী মূর্ত্তির অষ্টম-মূর্ত্তি বলিয়া তাঁহার পূজা স্বতন্ত্রভাবেই বিহিত হই-য়াছে। এবিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে একটী উপাখ্যানও রহিয়াছে, যথা—

'প্রতিষ্ঠানপুরে কোন এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি দরিদ্র হইলেও নিজেকে কর্ম্মবাধ্য মনে করিয়া শান্তচিত্তই ছিলেন। একদিন সেই সরলবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণসভায় অর্চ্চনমূলক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কলাসমূহ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল ধর্ম্ম মনের দ্বারাও অনুষ্ঠান করা যায় শুনিয়া, ব্রাহ্মণ তদবধি উহা মনে মনে আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যহ গোদাবরী জলে স্নান এবং নিত্যকর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক শান্তচিত্ত হইয়া নির্জ্জনে আসন-প্রাণায়ামাদি করিয়া স্থির হইয়া মনে মনে স্বাভিমত শ্রীহরির মূর্ত্তি সংস্থা-পন করিতেন। অনন্তর নিজেই মনে মনে বসন-পরিধান ও উত্তরীয়াদি ধারণপূর্ব্বক সেই ভগবন্মন্দির মার্জ্জন ও প্রণাম করিয়া রজত ও সুবর্ণময় কলসে গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থের জল আহরণ, নানাবিধ সেবো-পকরণ আনয়ন, স্নানাদি ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া আরাত্রিক-সমাপন পর্য্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান মহা-রাজোপচারে সমাধান করিয়া প্রতিদিন অতিশয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইভাবে বহুকাল গত হইলে একদিন মনে মনে ঘৃতাক্ত পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া সুবর্ণপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় মনোময়ী মূর্ত্তিকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত উঠাইয়া ধরিলেন, কিন্তু উহা অত্যন্ত তপ্ত বলিয়া স্ফূর্ত্তি হওয়ায়, তদভ্যন্তরে প্রবিষ্ট স্বীয় অঙ্গুষ্ঠযুগল দগ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া "হায়, কি দুর্দৈব ঘটিল!" দুঃখিত-চিত্তে এই বলিতে বলিতে সমাধিভঙ্গ হইলে বাহিরেও অঙ্গুষ্ঠ দগ্ধীভূত হওয়ায় পীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন। তাহা জানিয়া বৈকুণ্ঠে উপবিষ্ট শ্রীনারায়ণ হাস্য করিলে লক্ষ্মী প্রভৃতি তত্রত্য সকলেই তাঁহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, ভগবান্ বিমানদ্বারা তাঁহাকে নিকটে আনয়ন এবং তদবস্থাতেই তাঁহাকে প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বসমীপে বাসযোগ্য-জ্ঞানে নিজধামে স্থাপন করিলেন (অর্থাৎ সামীপ্যমুক্তি প্রদান করিলেন)।

(৬) অনন্তর 'বন্দন' কথিত হইতেছে,—যদিও উহা অর্চ্চনাঙ্গরূপে বর্ত্তমান, তথাপি কীর্ত্তন ও স্মর-ণের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এই

অভিপ্রায়ে পৃথগ্‌ভাবে বিহিত হইয়াছে। অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে। ভগবানের অনন্ত গুণ ও ঐশ্বর্য্য-শ্রবণ হেতু সেই সকল গুণানুসন্ধান ও পাদ-সেবাদি ক্রিয়ায় যে সকল দৈন্যাক্রান্ত ব্যক্তি কেবল-মাত্র নমস্কারেই প্রযত্নশীল বা উৎসাহান্বিত, তাঁহাদের নিমিত্তই বন্দনের পৃথগ্‌বিধান আছে। তাঁহাদের পক্ষে সেই নমস্কারই অর্চ্চনরূপে আরোপিত হইয়াছে। এই নমস্কার ক্রিয়ায় বিষ্ণু স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রদৃষ্ট্যনু-সারে এই সকল অপরাধ পরিহরণীয়, যথা—(ক) একহস্তে, (খ) বস্ত্রাবৃতদেহে, (গ) ভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে, (ঘ) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া, (ঙ) বিগ্রহের বাম-ভাগে, (চ) পার্শ্বভাগে, (ছ) অতি নিকটে বা (জ) গর্ভ মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক নমস্কার ইত্যাদি অনুষ্ঠান—অপরাধ-জনক।

(৭) অতঃপর 'দাস্যের' লক্ষণ এই ইতিহাস-সমুচ্চয়-বাক্য কথিত হইতেছে,—"সহস্র জন্মমধ্যেও যাঁহার 'আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস' এরূপ বুদ্ধি হয়, তিনি সকল লোক উদ্ধার করিতে পারেন।" ভগবদ্‌ভজন-প্রয়াস দূরে থাকুক, কেবল তাদৃশ ভগবদ্দাসাভিমানেই যে সিদ্ধিলাভ ঘটে, এই অভিপ্রায়েই দাস্য-ভক্ত্যঙ্গ নববিধ ভক্ত্যঙ্গের শেষে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরিচর্য্যাদি এই দাস্যেরই কার্য্যস্বরূপ, সুতরাং কেবল পরিচর্য্যা (পাদ-সেবন বা অর্চ্চন) স্বরূপে ইহার সহিত কোন ভেদ হইতে পারে না।

(৮) অতঃপর 'সখ্য' কথিত হইতেছে,—যথা অগস্ত্য-সংহিতায়—"পরিচর্য্যা-পরায়ণ কোন কোন ভক্ত মনুষ্যের ন্যায় ভগবান্‌কে দর্শন ও বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবার জন্যই ভগবৎপ্রাসাদসমূহে শয়ন করেন।" এই জন্যই "অহো, পূর্ণ সনাতন ও সাক্ষাৎ পরমানন্দময় ব্রহ্ম আপনি যাঁহাদের মিত্র, সেই নন্দাদি ব্রজবাসিগণের কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য!" এই বাক্যে 'মিত্র' পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রেমময় ও বিশ্রম্ভ-ভাবনাময়-স্বরূপ বলিয়া সখ্য—দাস্য হইতে উৎকৃষ্ট, এই বিবেচনা হেতু দাস্যের পরেই সখ্য উল্লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, শাস্ত্রে পরমেশ্বরের প্রতি যে সখ্য বিহিত হইয়াছে, তাহা কিছু আশ্চর্য্য-জনক নহে, যেহেতু "অদেব অবস্থায় (অর্থাৎ দেবত্ব বা সমজাতীয়ত্ব অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ না করিয়া) দেবকে (শ্রীবিষ্ণুকে) পূজা করিবে না" এই ন্যায়া-নুসারে শাস্ত্রে ঐশ্বর্য্যভাবেরও বিধান শুনা যায়; কিন্তু ঐ ঐশ্বর্য্যভাব শুদ্ধা (রাগময়ী) সেবার বিরোধী বলিয়া শুদ্ধ-(রাগানুগ) ভক্তগণ তাহা উপেক্ষা করেন, পরন্তু শুদ্ধসেবার পরম অনুকূল বলিয়াই উৎকৃষ্ট-জ্ঞানে সখ্যভাবটী গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সাক্ষাদ্ভজনাত্মক দাস্য ও সখ্য-সেবা শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাতেও এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে,—যথা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা দর্শনে শ্রীদাম-বিপ্রের এই স্বগতোক্তি—"জন্মে জন্মে আমার যেন পুনর্ব্বার তাঁহারই সহিত সৌহৃদ্য, সখ্য, মৈত্র ও দাস্যভাব-লাভ ঘটে।" শ্রীস্বামিপাদ ইহার টীকায় বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য দর্শন করিয়া শ্রীদাম বিপ্র এই শ্লোকে তৎপ্রতি ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। 'সৌহৃদ'-শব্দে প্রেম, 'সখ্য'-শব্দে তদীয় হিতকামনা, 'মৈত্রী'-শব্দে উপকারকের ভাব, 'দাস্য'-শব্দে সেবকত্ব; পরস্পরের সমাহার-দ্বিগু-সমাসে সৌহৃদাদি-পদটীর একবচন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'সেই' অর্থাৎ তৎসম্বন্ধযুক্ত আমার ঐ সমস্ত প্রেমই উদিত হউক, কিন্তু বিভূতির প্রয়োজন নাই।" অতএব দাস্য ও সখ্য-ভক্ত্যঙ্গদ্বয় ব্যাখ্যাত হওয়ায় কর্ম্মার্পণ ও বিশ্বাস ব্যাখ্যাত হইল না, যেহেতু এই শেষোক্ত দুইটিতে সাক্ষাদ্‌-ভক্তির অভাব আছে। কর্ম্মার্পণের ফল—'ভক্তি', এবং বিশ্বাস ভক্তির অভি-নিবেশ কারণ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। "শ্রবণ, কীর্ত্তন" ইত্যাদি বর্ত্তমান শ্লোকে 'বিষ্ণুরই শ্রবণ', 'বিষ্ণুরই কীর্ত্তন' বুঝিতে হইবে।

(৯) অতঃপর 'আত্মনিবেদন'-কার্য্যে স্বার্থ (নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত) চেষ্টার অভাব, স্বীয় সাধন ও সাধ্য, ভগবানে উভয়ই অর্পণ এবং একমাত্র তাঁহারই উদ্দেশে যাবতীয় চেষ্টাপরতা,—এই তিনটী ভাব সূচিত। গো বিক্রীত হইবার পর বিক্রীত গরুর জীবন রক্ষার্থ বিক্রেতার যেরূপ কোন চেষ্টা করিতে হয় না, ক্রেতাই তাহার যাবতীয় মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত থাকে এবং সেই গরুটীও যেরূপ ক্রেতারই কর্ম্ম সম্পাদন করে, বিক্রেতার কার্য্য করে না, এই 'আত্ম-সমর্পণ' কার্য্যটীও তদ্রূপ জ্ঞাতব্য। এস্থলে, কেহ কেহ দেহার্পণকেই 'অর্পণ' বলিয়া মনে করেন; যথা 'ভক্তিবিবেক' গ্রন্থে কথিত হইয়াছে,—"যেমন বিক্রীত

পশুর রক্ষার নিমিত্ত চিন্তা করিতে হয় না, তদ্রূপ ভগবানে দেহ অর্পণ করিয়া উহার রক্ষণ (চিন্তা) হইতে বিরত হওয়াই কর্ত্তব্য।" কেহ কেহ শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার অর্পণকেই 'অর্পণ' বলিয়া মনে করেন, যথা শ্রীআলবন্দারু ঋষি (শ্রীযামুনাচার্য্য)-কৃত 'স্তোত্ররত্নে' শরণাগত ভক্তের এই স্তবটী লিখিত আছে,—"এই শরীরাদির অভ্যন্তরে যে কোন স্বরূপে যে-কেহ হইয়া আমি অবস্থান করি না কেন, আমি আমার সেই স্বরূপভূত আত্মাকেও অদ্য তোমার পাদ-পদ্মে অর্পণ করিলাম।" এস্থলে 'যে-কেহ হই' এই বিচারে বক্তৃভেদে স্বরূপতঃ বা গুণতঃ দেবমনুষ্যাদি রূপী যে কেহ হই না কেন, এইরূপ অর্থ ; (এস্থলে কামাচারে লোট্ বিভক্তি) ; 'তদয়ম্' এই পদে 'সেই' ও 'এ' এই সমাসবাক্যে 'তাদৃশ এই আত্মা',—এই-রূপ অর্থ হইবে। এস্থলে কেবল 'আত্ম নিবেদন'-ক্রিয়াটী বলিরাজে দানকালেই দেখা যায়। ভাবান্তর মিশ্রিত হইলে দাস্যের সহিত আত্মনিবেদন ক্রিয়াটী—শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের এবং দাস্যের সহিত প্রেয়সী ভাবটী শ্রীরুক্মিণী দেবীতে দেখা যায়। সখ্য-প্রভৃতির যোগেও এইরূপ জ্ঞাতব্য।" (শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু কৃত ('ক্রমসন্দর্ভ') ॥ ২৩-২৪ ॥

নিশম্যৈতৎ সুতবচো হিরণ্যকশিপুস্তদা।
গুরুপুত্রমুবাচেদং রুষা প্রস্ফুরিতাধরঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—তদা হিরণ্যকশিপুঃ এতৎ সুতবচঃ (প্রহলাদস্য বাক্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা) রুষা (ক্রোধেন) প্রস্ফুরিতাধরঃ (প্রস্ফুরিতঃ কম্পিতঃ অধরঃ ওষ্ঠঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) গুরুপুত্রং (ষণ্ডম্) ইদং (বক্ষ্যমাণবচনম্) উবাচ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর হিরণ্যকশিপু প্রহলাদের মুখে এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করায়, ক্রোধে তাহার অধ-রোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল ; তখন সে গুরুপুত্র ষণ্ডকে এ ভাবে বলিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মবন্ধো কিমেতৎ তে বিপক্ষং শ্রয়তাসতা।
অসারং গ্রাহিতো বালো মামনাদৃত্য দুর্ম্মতে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মবন্ধো ! (ব্রাহ্মণেষু অধম !) হে দুর্ম্মতে ! মাম্ অনাদৃত্য (মম ভাবম্ অনঙ্গীকৃত্য) বিপক্ষং (দেবপক্ষং) শ্রয়তা (আশ্রয়তা) অসতা (দুষ্টেন) তে (ত্বয়া) বালঃ (অয়ং প্রহলাদঃ) অসারং (মদ্‌দ্বেষি বিষ্ণুভজনং) গ্রাহিতঃ (অন্যার্য্যম্ অধ্যাপিতঃ) এতৎ (ত্বয়া) কিং কৃতং? বস্তুতস্তু ন সারং যস্মাদিতি সর্ব্বসারং ভবতা অধ্যা-পিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মবন্ধো, (হে ব্রাহ্মণাধম) হে দুর্ম্মতে, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আমার শত্রুপক্ষীয়-গণের পক্ষ আশ্রয় করতঃ এই বালক প্রহলাদকে যে অসার বিষ্ণুভজন শিক্ষা দিয়াছ, এ তুমি কি কর্ম্ম করিলে ? ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—তে ত্বয়া, বস্তুতস্তু ন বিদ্যতে সারো যতস্তৎ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তে'—তোমাদের কর্ত্তৃক, (অর্থাৎ তোমরা বিপক্ষ আশ্রয় করিয়া আমার পুত্রকে) 'অসারং'—এরূপ অসার শিক্ষা দিয়াছ, বস্তুতঃ কিন্তু যাহাতে কোন সার নাই, তাহাই শিক্ষা দিয়াছ ॥২৬॥

সন্তি হ্যসাধবো লোকে দুর্মৈত্রাশ্ছদ্মবেশিনঃ।
তেষামুদেত্যঘং কালে রোগঃ পাতকিনামিব ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—হি লোকে দুর্মৈত্রাঃ (দুষ্টং কপটযুক্তং মৈত্রং মিত্রত্বং যেষাং তে কপটমিত্রভাবাপন্নাঃ অতঃ) ছদ্মবেশিনঃ (কপটবেশাঃ ভবাদৃশাঃ বহবঃ) অসাধবঃ সন্তি (এব) পাতকিনাং রোগঃ ইব (যথা "ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগী স্যাৎ" ইত্যাদিবচনৈঃ পাতকিনাং সমুদিতেন রোগেন তেন তৎ পাপং জ্ঞাতং ভবতি, তথা) তেষাম্ অঘং (দ্বেষাচরণাদিকং) কালে উদেতি (প্রকটং ভবত্যেব অর্থাৎ কার্য্যদ্বারেণ এতেষাং কপটমপি জ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—কালক্রমে যেমন পাতকিগণের রোগ প্রকাশ পায়, তদ্রূপ এই সংসারে অনেক ছদ্মবেশী খল-স্বভাব অসাধু ব্যক্তি মিত্র হয় ; এবং কালক্রমে কার্য্যের দ্বারা তাহাদেরও দ্বেষাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্বৈরিপক্ষবর্ত্তী ত্বমেতাবদ্দিনান্তে ভদ্রে-

নৈব ব্যক্তোঽভূস্তদদ্যৈব তে সমুচিতাং দক্ষিণাং দাস্যামীত্যর্থান্তরন্যাসেনাহ,—সন্তীতি। দুষ্টং মৈত্রং মিত্রত্বং যেষাং তে অঘং দ্বেষাদিকং উদেতি দৈবাৎ প্রকটীভবতি। রোগ ইতি,—"ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগী স্যাৎ সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ। স্বর্ণহারী তু কুনখী দুশ্চর্ম্মা গুরুতল্পগঃ॥" ইত্যাদি স্মৃত্যুক্তঃ পাতকিনাং রোগো যথা উদেতি তথেতি শেষঃ॥ ২৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমরা যে শত্রুর পক্ষপাতী, তাহা এতদিনে ভালভাবেই প্রকাশ পাইল, অতএব অদ্যই তাহার সমুচিত দক্ষিণা (শাস্তি) দিব, ইহা অর্থান্তরন্যাসে বলিতেছেন—'সন্তি' ইত্যাদি (অর্থাৎ সংসারে অনেক ছদ্মবেশধারী অসাধু লোক মিত্রতার ভাণ করিয়া থাকে। সময় বুঝিয়া পাপীর পাপরোগের প্রকাশের মত তাহাদেরও শত্রুতা প্রকাশ পাইয়া থাকে)। 'দুর্মৈত্রাঃ'—দুষ্ট বলিতে কপটতাপূর্ণ মিত্রত্ব যাহাদের তাহারা। 'অঘং উদেতি'—দ্বেষাদি দৈবাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, পাতকিগণের রোগের মত। রোগ বলিতেছেন—স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত আছে—ব্রহ্মহত্যাকারী ক্ষয়রোগী হয়, মদ্যপায়ী শ্যাবদন্তযুক্ত (কৃষ্ণ-পীত মিশ্রিত দন্তযুক্ত), স্বর্ণ অপহরণকারী কুনখী এবং গুরুপত্নী-গামী ব্যক্তি দুশ্চর্ম্মবিশিষ্ট হয়। এইরূপ পাতকিগণের রোগ যেমন কালক্রমে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ কপটিগণেরও শত্রুতা প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ২৭॥

শ্রীগুরুপুত্র উবাচ—

ন মৎপ্রণীতং ন পরপ্রণীতং
সুতো বদত্যেষ তবেন্দ্রশত্রো।
নৈসর্গিকীয়ং মতিরস্য রাজন্
নিযচ্ছ মন্যুং কদদাঃ স্ম মা নঃ॥ ২৮॥

অন্বয়ঃ—শ্রীগুরুপুত্রঃ উবাচ,—(হে) ইন্দ্রশত্রো, (হে) রাজন্, তব এষঃ সুতঃ (প্রহলাদঃ) মৎপ্রণীতং (ময়া প্রণীতং ময়া পাঠিতং বা) ন (বদতি) পরপ্রণীতং (পরেণ অন্যেন কেনচিৎ প্রণীতং পাঠিতং বা) ন বদতি (ন কথয়তি)। অস্য (প্রহলাদস্য) ইয়ং (বিষ্ণুপ্রীতিরূপা) মতিঃ নৈসর্গিকী (স্বতঃপ্রবৃত্তা নতু কেনাপি শিক্ষিতা অতঃ) মন্যুং (কোপং) নিযচ্ছ (পরিত্যজ) ইত্যর্থঃ। নঃ (অস্মভ্যং) কৎ (কুৎসিতং দোষং) মাস্ম অদাঃ (ময়ি দোষারোপং মা কুরু নহি ব্রাহ্মণে তব কোপঃ উচিত ইতি ভাবঃ) ॥ ২৮॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুপুত্র কহিলেন,—হে ইন্দ্রশত্রো, হে রাজন্, আপনার পুত্র প্রহলাদ যাহা বলিল, তাহা সে আমার নিকট অথবা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট শিক্ষা করে নাই; প্রহলাদের এই যে বিষ্ণুভক্তি দেখিতে পাইতেছেন, ইহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক; সুতরাং আমাদের প্রতি ক্রোধ ও দোষারোপ করিবেন না ॥ ২৮॥

বিশ্বনাথ—হে ইন্দ্রশত্রো ইতি ময়ি দীনে ব্রাহ্মণে কোপস্তে নোচিত ইতি ভাবঃ। নোঽস্মভ্যং কৎ কুৎসিতং দোষং মাস্ম অদাঃ, অড়াগম আর্ষঃ। ময়ি দোষারোপণং মা কৃথা ইত্যর্থঃ॥ ২৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে ইন্দ্রশত্রো!' —(ইন্দ্রের প্রতিই শত্রুতা করা আপনার শোভা পায়, অতএব) আমাদের ন্যায় দীন ব্রাহ্মণের প্রতি আপনার কোপ অনুচিত—এই ভাব। 'নঃ কদদাঃ মা স্ম'—আমাদের উপর 'কৎ' অর্থাৎ কুৎসিত (অন্যায়) দোষ দিবেন না, 'অদাঃ'—এই স্থলে 'মা স্ম' যোগে অড় আগম আর্ষ প্রয়োগ হইয়াছে। আমাতে দোষারোপণ করিবেন না—এই অর্থ॥ ২৮॥

মধ্ব—ক্ব তদাত্মমানো মম॥ ২৮॥

শ্রীনারদ উবাচ—

গুরুণৈবং প্রতিপ্রোক্তো ভূয় আহাসুরঃ সুতম্।
নচেদ্‌গুরুমুখীয়ং তে কুতোঽভদ্রাসতী মতিঃ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—গুরুণা এবং প্রতিপ্রোক্তঃ (দত্তোত্তরঃ সন্) অসুরঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) ভূয় সুতং (প্রহলাদম্) আহ,—(হে) অভদ্র, (কুলনাশক), চেৎ (যদি) ইয়ং গুরুমুখী (গুরুবাক্যজনিতা) ন (ভবতি তদা) তে (তব) অসতী (দুষ্টা) মতিঃ (ইয়ং) কুতঃ (জাতা)? ২৯॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—গুরু-পুত্রের নিকট হইতে এই প্রকার প্রত্যুত্তর পাইয়া হিরণ্যকশিপু পুনর্ব্বার প্রহলাদকে জিজ্ঞাসা করিল,—রে অভদ্র, রে

কুলনাশক, এই প্রকার বুদ্ধি যদি গুরুর উপদেশে প্রাপ্ত না হইয়া থাকিস্, তবে কোথা হইতে তোর এই বুদ্ধি আসিল ? ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—হে অভদ্র, অসতী বস্তুতস্তু ভদ্রা সতী সর্ব্বোত্তমা ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে অভদ্র'—ওরে অভদ্র কুলপাংশন ! এই বিদ্যা যদি গুরুমুখী না হয়, তবে এই 'অসতী' মতি তুমি কোথা হইতে লাভ করিয়াছ? বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু 'ভদ্রা সতী'—অর্থাৎ সর্ব্বোত্তমা মতি কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ ? ॥ ২৯ ॥

———

শ্রীপ্রহলাদ উবাচ—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপ্রহলাদঃ উবাচ,—(হে পিতঃ,) গৃহব্রতানাং (গৃহঃ এব ব্রতং সঙ্কল্পঃ আসক্তিঃ ইতি কর্ত্তব্যতাচিন্তা যেষাম্) অদান্তগোভিঃ (অদান্তৈঃ অনুপরতৈঃ অবশীভূতৈঃ গোভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ হেতুভিঃ তমিস্রং (সংসারং) বিশতাম্ (অতঃ) পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিতচর্ব্বণানাং (তত্র স্বপরাভ্যাং চর্ব্বিতস্যৈব চর্ব্বণং যেষাং তেষাং পাপং চরতাং ভবাদৃশানাং) পরতঃ (এবম্ভূতাদ্‌গুরোঃ সকাশাৎ) স্বতঃ (প্রযত্নাৎ) মিথঃ বা (অন্যোঽন্যতঃ বা) কৃষ্ণে (ভগবতি বাসুদেবে) মতিঃ ন অভিপদ্যেত (ন জায়তে) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহলাদ কহিলেন,—যে সকল গৃহব্রতব্যক্তি অসংযত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা ঘোর অন্ধকার নরকে প্রবেশ ও সংসারে চর্ব্বিত সুখ দুঃখ বারংবার চর্ব্বণ করে, তাহাদের বুদ্ধি কখনও পরের অর্থাৎ গুরুশ্রুবের উপদেশে, কিংবা নিজচেষ্টায় অথবা উভয়ের সংযোগে কোনরূপেই কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইতে পারে না ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—সত্যামিয়ং কৃষ্ণবিষয়া মতির্ভবন্মতে অসত্যেব ; কিঞ্চৈষা মতির্ভবাদৃশানাং কুতোঽপি কদাচিদপি নোৎপদ্যতে ইতি বক্রোক্ত্যা উপহসন্নাহ,—মতিরিতি। পরত ঈদৃশাদ্‌গুরোরন্যতো বা স্বতো মিথোঽন্যোঽন্যতো বা নাভিপদ্যেত ন সম্পদ্যেত, কিন্তুত্তরগ্রন্থদৃষ্ট্যা মহচ্চরণরজোঽভিষেকলিপ্সারহিতানামিতি তদীয়স্বগতোক্তিরত্র শ্লোকেঽপি জ্ঞেয়া। কেষাং গৃহব্রতানাং গৃহাসক্তানাম্ ; গৃহব্রতত্বমেবাহ,—অদান্তৈরবশীকৃতৈর্গোভিরিন্দ্রিয়ৈস্তমিস্রং নরকম্। ননু গৃহব্রতাঃ কদাচিৎ স্বর্গিণোঽপি ভবন্তি? তত্রাহ,—স্বপরাভ্যাং চর্ব্বিতস্যৈব পুনশ্চর্ব্বণং যেষাং তেষাং বেশ্যালয়ঃ স্বর্গো বা তুল্য এবেতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সত্য (হ্যাঁ), এই কৃষ্ণ-বিষয়িণী মতি তোমাদের মতে অসতীই, আর এই মতি তোমাদের ন্যায় ব্যক্তির কোথা হইতেও কোন সময়েই উৎপন্ন হইতে পারে না, এই প্রকার বক্রোক্তির দ্বারা উপহাসের ভঙ্গীতে বলিতেছেন—'মতিঃ' ইত্যাদি। 'পরতঃ'—এতাদৃশ গুরুর নিকট হইতে, কিম্বা স্বাভাবিকভাবে, অথবা 'মিথঃ'—পরস্পর আলোচনার দ্বারা 'ন অভিপদ্যতে'—সম্পন্ন হইতে পারে না, কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোকের দৃষ্টিতে মহতের পদধূলির দ্বারা অভিষিক্ত হইবার অভিলাষ যাহাদের নাই, তাহাদের পক্ষে লভ্য নহে—তাঁহার এই স্বগতোক্তিও এই শ্লোকে বুঝিতে হইবে। কাহাদের শ্রীকৃষ্ণে মতি হয় না? তাহাতে বলিতেছেন—'গৃহব্রতানাং', অর্থাৎ গৃহাসক্তদিগের, গৃহব্রতত্বই বলিতেছেন—'অদান্তগোভিঃ', অবশীকৃত (দুর্ব্বার) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহারা বিষয় ভোগ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ নরকেই প্রবেশ করে। দেখুন—গৃহব্রতিগণ কখন স্বর্গগামীও হইয়া থাকেন, তাহাতে বলিতেছেন—নিজ বা পরের চেষ্টায় চর্ব্বিত বিষয়েরই পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণ যাহারা করে, তাহাদের পক্ষে বেশ্যালয় বা স্বর্গ তুল্যই—এই ভাব ॥ ৩০ ॥

———

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—যে (স্বয়ং) দুরাশয়াঃ (দুষ্টঃ বিষয়াক্রান্তঃ আশয়ঃ অন্তকরণং যেষাং তে বিষয়বাসিতান্তঃকরণাঃ তথা) বহিরর্থমানিনঃ (বহিঃ বিষয়েষু অর্থঃ পরমার্থবুদ্ধিঃ যেষাং তে বহিরর্থাঃ তানেব গুরুত্বেন

সত্ত্বং শীলং যেষাং তে তাদৃশাঃ ভবন্তিঃ) তে (জনাঃ) স্বার্থগতিং (স্বস্মিন্ ভগবত্যেব অর্থঃ পুরুষার্থঃ যেষাং ত্যক্তলোকবিত্তপুত্রৈষণানাং তেষাং গতিং গম্যং তং) বিষ্ণুং হি (নিশ্চিতং) ন বিদুঃ (ন জানন্তি)। তে অপি ঈশতন্ত্র্যাম্ (ঈশস্য বিষ্ণোঃ তন্ত্র্যাং দীর্ঘরজ্জ্বাং বেদলক্ষণায়াম্) উরুদাম্নি (উরূণি দামানি ব্রাহ্মণাদি-নামানি যস্যাং তস্যাং) বদ্ধাঃ (তৈঃ তৈঃ কাম্য-কর্ম্মভিঃ বদ্ধাঃ) অন্ধৈঃ উপনীয়মানাঃ (অন্ধৈঃ উপ-নীয়মানাঃ) অন্ধাঃ যথা (যথা অন্ধনীতা অপরে অন্ধাঃ অন্ধা ইব ভবন্তি পন্থানং ন বিদুঃ কিন্তু গর্ত্তে এব পতন্তি তথা অজ্ঞানাং শিষ্যাঃ অপি দুঃখমেব অনুভবন্তি, নতু ভগবন্তং বিদুঃ)॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যাহাদের চিত্ত বিষয়ভোগদুষ্ট হইয়াছে ও বহির্বিষয়াসক্ত কামিগণকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছে, তাহারা পরমপুরুষার্থ-লিপ্সু জনগণের একমাত্র গতি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মহিমা জ্ঞাত নহে। সুতরাং অন্ধ-চালিত অন্ধ ব্যক্তিগণ যেরূপ প্রকৃত পথের সন্ধান না জানিয়া গর্ত্তে পতিত হয়, তদ্রূপ ঐসকল ব্যক্তিও কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদরূপ দীর্ঘরজ্জুর সংহিতা-ব্রাহ্মণাদি-রূপ মহাসূত্রে কাম্যকর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ হইয়া পড়ে ॥৩১॥

বিশ্বনাথ—ননু রে মূঢ়, মামিন্দ্রাদিবন্দিতপাদপীঠং পিতরমপি বক্রোক্তিবিষয়ীকুরুষে, শৃণু রে কুমতে, শৃণু। শুক্রাচার্য্যস্য শিষ্যা মহাবিদ্বাংসস্ত্বদ্গুরবঃ কিং সর্ব্বশাস্ত্রতাৎপর্য্যং ন জানন্তি, যতস্তেভ্যোঽধীতমর্থং ন ত্বং সাধু মন্যসে ইত্যত আহ,—নেতি। তে স্বস্য অর্থরূপাং গতিং বিষ্ণুং ন বিদুঃ। কিন্ত্বনর্থ-রূপাং গতিং স্বর্গাদিমেব জানন্তীতি ভাবঃ। যতো দুরাশয়া দুষ্টান্তঃকরণা বহির্বিষয়সুখমনর্থমেব অর্থং মন্তং শীলং যেষাং তে। অতস্তএব যদি বিষ্ণুং ন বিদুস্তদা কথং তচ্ছিষ্যা জ্ঞাস্যন্তীতি সদৃষ্টান্তমাহ,— অন্ধৈরুপনীয়মানাঃ উপদিষ্টমার্গাঃ সন্তোঽন্ধো যথা গর্ত্তে পততি তথৈব বাচি বেদলক্ষণায়াং তন্ত্র্যাং দীর্ঘ-রজ্জ্বাং উরূণি দামানি ব্রাহ্মণাদিনামানি যস্যাং তস্যাং কর্ম্মভির্বদ্ধা এব ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ওরে মূঢ়! ইন্দ্রাদি দেবগণ যাহার পাদপীঠ বন্দনা করেন, সেই তোমার পিতা আমাকেও বক্রোক্তি করিতেছ? ওরে কুমতি! শোন্। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের শিষ্য, মহা বিদ্বান্ তোমার গুরুবর্গও কি সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য জানেন না? যেহেতু তাঁহাদের নিকট হইতে অধীত বিষয়কে তুমি উত্তম মনে কর না?'—যদি হিরণ্যকশিপু এরূপ বলেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ন তে বিদুঃ' ইত্যাদি। তাহারা 'স্বার্থগতিং'—নিজের পুরুষার্থরূপ গতি যে বিষ্ণু, তাঁহাকে জানেন না, কিন্তু অনর্থরূপা স্বর্গাদি গতিই পুরুষার্থ বলিয়া জানেন—এই ভাব। 'দুরাশয়াঃ'—যেহেতু তাঁহাদের দুষ্ট অন্তঃকরণ, অতএব বাহিরের বিষয়সুখরূপ অনর্থকেই অর্থ (প্রয়োজন) বলিয়া মনে করেন। অতএব তাঁহারা নিজেরাই যদি বিষ্ণুকে না জানেন, তবে তাঁহাদের শিষ্যগণ কিপ্রকারে জানিবে? ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'যথা অন্ধৈঃ', অন্ধ ব্যক্তির দ্বারা উপ-দিষ্ট পথে চলিলে অন্ধ ব্যক্তি যেরূপ গর্ত্তে পতিত হয়, সেইরূপ তাদৃশ গুরুর উপদেশেও বেদবিধির দীর্ঘরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুর সহিত ব্রাহ্মণাদিরূপ মহাসূত্রে কাম্যকর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হয়—এই অর্থ ॥ ৩১ ॥

———

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—যাবৎ নিষ্কিঞ্চনানাং মহীয়সাং (নিরস্ত-বিষয়াভিমানিনাং মহতাং) পাদরজোঽভিষেকং (পদ-ধূলিং) ন বৃণীত (গৃহ্ণীত ন আশ্রয়েত) তাবৎ এষাং মতিঃ (বেদবাক্যতঃ জাতা অপি এষাং গৃহা-সক্তানাং মতিঃ) উরুক্রমাঙ্ঘ্রিম্ (উরুক্রমস্য অঙ্ঘ্রিং) ন এব স্পৃশতি (ন প্রাপ্নোতি, অসম্ভাবনাদিভিঃ বিপ-রীতভাবনাদিভিঃ বিহন্যতে)। অনর্থাপগমঃ (অনর্থস্য সংসার-পরম্পরা-দুঃখস্য অপগমঃ) যদর্থঃ (যস্যাঃ ভগবদঙ্ঘ্রি স্পর্শিন্যাঃ মতেঃ অর্থঃ প্রয়োজনং ভবতীতি শেষঃ, তথা চ বেদান্তশীলিনামপি তেষাং মহদনুগ্রহা-ভাবাৎ ন তত্ত্বনিশ্চয়ঃ নাপি মোক্ষঃ ইত্যর্থঃ)॥ ৩২॥

অনুবাদ—নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ নিরস্তবিষয়াভিমান পরমহংস মহাবৈষ্ণবগণের পদরজে যে পর্য্যন্ত ঐ সকল ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরায়ণ ব্যক্তি অভিষিক্ত না হয়,

তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না, অর্থাৎ তাহারা মহৎ বা বৈষ্ণবগণের পদধূলি বরণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি তাহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না, (সুতরাং তাহাদের অনর্থ বা সংসার-বাসনাও অপগত হয় না), বিশেষতঃ অনর্থরূপ সংসারের নিবৃত্তিই সেই ভগবৎ-পাদপদ্মস্পর্শিনী মতির একমাত্র তাৎপর্য্য ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু চ যদি বিষ্ণুরেব স্বার্থরূপা গতিঃ শাস্ত্রৈরুচ্যতে, তদা ত্বদ্গুরূণাং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানাং মতি-বিষ্ণুনিষ্ঠৈবোৎপদ্যেতেত্যতস্তেষাং বিষ্ণুনিষ্ঠমতিত্বা-ভাবাদেব বিষ্ণুভক্তিরশাস্ত্রীয়েত্যনুমীয়তে ইত্যত আহ, —নৈষামিতি। নিষ্কিঞ্চনানাং "মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণ-স্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ" ইতি ভগবদ্বাক্য-বিশ্বাসাৎ ত্যক্ত-ব্যবহারিক-বিত্তপুত্রকলত্রাভিলাষকর্ম্মজ্ঞানাদীনাং ভক্তি-মাত্রৈকবাসনত্বেন মহীয়সাং পাদরজসা স্বস্য বৈষ্ণব-ত্বেনাভিষেকং যাবন্ন বৃণীত, তাবন্মতিরুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং ন স্পৃশতি,—"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।" ইতি "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈব আত্মা বিবৃ-ণুতে তনুং স্বাম্" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ। অনর্থস্য সংসারস্য অপগমো যদর্থঃ যস্যাঙ্ঘ্রিস্পর্শিন্যা মতেরর্থঃ প্রয়োজনমানুষঙ্গিকমেব ফলং, মুখ্যং তূরুক্রমাঙ্ঘ্রি-স্পর্শঃ স এব ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, যদি বিষ্ণুই পরম-পুরুষার্থরূপ গতি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইতেন, তাহা হইলে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ তোমার গুরুবর্গের মতি বিষ্ণুনিষ্ঠাতেই উৎপন্ন হইত, অতএব তাহাদের বিষ্ণুনিষ্ঠ মতির অভাবহেতুই বিষ্ণুভক্তি অশাস্ত্রীয়—এইরূপ অনুমিত হইতেছে, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'নৈষাম্' ইত্যাদি। 'নিষ্কিঞ্চন' বলিতে 'মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণ-স্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ' (৩।২।২২), অর্থাৎ আমার নিমিত্তই যাঁহারা সমস্ত কর্ম্ম ও আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন—ভগবান্ কপিলদেবের এই বাক্যে বিশ্বাসহেতু ব্যবহারিক ধন, পুত্র, কলত্রাদির অভিলাষ এবং কর্ম্ম, জ্ঞানাদি পরি-ত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র ভক্তিলাভের বাসনায় মহৎসাধু-গণের পদধূলিতে নিজেকে বৈষ্ণবত্বরূপে যতদিন অভিষিক্ত না করে, ততদিন মানুষের মতি উরুক্রম শ্রীবিষ্ণুর চরণ স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—'যস্য দেবে পরাভক্তিঃ' (শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩), অর্থাৎ যাঁহার পরমেশ্বরে অচলা ভক্তি আছে, এবং যেমন পরমেশ্বরে তেমন শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তি আছে, সেই সকল মহাত্মাগণের নিকট এই সকল তত্ত্ব কথিত হইলে প্রকাশিত হইবে। আরও, 'যমে-বৈষ বৃণুতে' (কঠ ১।২।২৩), অর্থাৎ এই ভগবান্ যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহার নিকটেই এই পরমাত্মা স্বীয় তনু অর্থাৎ আপনার স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশিত করেন, ইত্যাদি। 'অনর্থাপগমঃ'—অনর্থরূপ সংসারের বিনাশ করিতে হইলে যাঁহার চরণস্পর্শিনী মতির প্রয়োজন, ইহা আনুষঙ্গিক ফল, মুখ্য ফল কিন্তু উরুক্রম বিষ্ণুর চরণস্পর্শই ॥ ৩২ ॥

ইত্যুক্ত্বোপরতং পুত্রং হিরণ্যকশিপু রুষা।
অন্ধীকৃতাত্মা স্বোৎসঙ্গান্নিরস্যত মহীতলে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—রুষা (পুত্র-বাক্য-শ্রবণজন্য-ক্রোধেন) অন্ধীকৃতাত্মা হিরণ্যকশিপুঃ ইতি (পূর্ব্বোক্তং) উক্ত্বা উপরতং (বচনান্নিবৃত্তং) পুত্রং স্বোৎসঙ্গাৎ (স্বক্রোড়-দেশাৎ) মহীতলে নিরস্যত (চিক্ষেপ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—প্রহলাদ এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিরত হইলে, হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্ধ হইয়া ক্রোড় হইতে তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিল ॥ ৩৩ ॥

আহামর্ষরুষাবিষ্টঃ কষায়ীভূতলোচনঃ।
বধ্যতামাশ্বয়ং বধ্যো নিঃসারয়ত নৈর্ঋতাঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—অমর্ষরুষা আবিষ্টঃ (অমর্ষঃ অসহনং তেন সহিতয়া রুষা আবিষ্টঃ ব্যাপ্তঃ) কষায়ীভূত-লোচনঃ (কষায়ীভূতে আতাম্রে লোচনে যস্য সঃ দৈত্যঃ) আহ—(হে) নৈর্ঋতাঃ, (রাক্ষসাঃ, এনং) আশু (শীঘ্রং) নিঃসারয়ত (যতঃ) অয়ং (প্রহলাদঃ) বধ্যঃ (বধার্হঃ ততঃ) বধ্যতাময়মিতি ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপু অসহ্য-ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া বলিতে লাগিল,—হে রাক্ষসগণ, এই

বালককে শীঘ্র এখান হইতে অপসারিত কর ; এটা আমার বধ্য, সুতরাং অবিলম্বে ইহাকে বধ কর ॥৩৪॥

বিশ্বনাথ—অমর্ষোঽসহনং, তেন সহিতয়া রুষা আবিষ্টঃ। হে নৈর্ঋতা রাক্ষসাঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অমর্ষ-রুষাবিষ্টঃ'—অমর্ষ বলিতে সহ্য করিতে না পারা, তাহার সহিত ক্রোধের দ্বারা ব্যাপ্ত (অর্থাৎ অসহনীয় ক্রোধের আবেশে রক্ত-চক্ষু হইয়া হিরণ্যকশিপু বলিলেন)। 'হে নৈর্ঋতাঃ' —হে রাক্ষসগণ ! ৩৪ ॥

———

অয়ং মে ভ্রাতৃহা সোঽয়ং হিত্বা স্বান্ সুহৃদোঽধমঃ।
পিতৃব্যহন্তুঃ পাদৌ যো বিষ্ণোর্দাসবদর্চ্চতি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ স্বান্ (অস্মান্ পিত্রাদীন্) সুহৃদঃ (হিত কারিণঃ পালকান্) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) পিতৃব্যহন্তুঃ পিতৃব্যস্য হিরণ্যাক্ষস্য হন্তুঃ) বিষ্ণোঃ (অস্মচ্ছত্রোঃ) পাদৌ দাসবৎ অর্চ্চতি (সেবতে) সঃ অয়ম অধমঃ (নীচঃ প্রহ্লাদঃ এব) মে (মম) ভ্রাতৃহা (ভ্রাতুঃ হিরণ্যাক্ষস্য বধকর্ত্তা ভবতি) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—এই অধমই আমার ভ্রাতৃঘাতী ; এ নিজের পিতা ও আত্মীয়স্বজনাদি পরিত্যাগ করিয়া দাসের ন্যায় পিতৃব্য-হন্তা বিষ্ণুরই পদসেবা করিতেছে ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—অয়ং মে ভ্রাতৃহা ; ননু বিষ্ণুস্তে ভ্রাতৃহা, প্রসিদ্ধস্তত্রাহ,—স বিষ্ণুরয়মেবেত্যর্থঃ। কুতঃ ? হিত্বেত্যাদি। দাসবদিতি অসুর-মহারাজনন্দনোঽপি ভৃত্যেত্যর্থঃ। বিষ্ণুনা স্বদাসেষু স্বসারূপ্যার্পণাৎ বিষ্ণুরেবায়মিতি বধ্যতাম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অয়ং মে ভ্রাতৃহা'—এই অধমই আমার ভ্রাতৃহন্তা। যদি বলেন—দেখুন, বিষ্ণুই আপনার ভ্রাতৃঘাতী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাতে বলিতেছেন—সেই বিষ্ণু এই বালকই, এই অর্থ। কি প্রকারে ? তাহাতে বলিতেছেন—'হিত্বা' ইত্যাদি, এই বালক নিজের পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের স্নেহ সৌহার্দ্দ্য ত্যাগ করিয়া, 'দাসবৎ'—অসুর মহারাজের পুত্র হইয়াও দাসের ন্যায় পিতৃব্যহন্তা বিষ্ণুর পদসেবা করিতেছে, এই অর্থ। বিষ্ণুই নিজ ভক্তগণে সারূপ্য অর্পণ করায় এই বালক বিষ্ণুই, অতএব ইহাকে বধ কর ॥ ৩৫ ॥

———

বিষ্ণোর্বা সাধ্বসৌ কিন্নু করিষ্যত্যসমঞ্জসঃ।
সৌহৃদং দুস্ত্যজং পিত্রোরহাদ্‌যঃ পঞ্চহায়নঃ ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—যঃ অসৌ পঞ্চহায়নঃ (পঞ্চম-বার্ষিকঃ বালঃ অপি) দুস্ত্যজম্ (অন্যৈঃ দুস্ত্যজমপি) পিত্রোঃ (পিতুঃ মাতুশ্চ) সৌহৃদং (স্নেহম্) অহাৎ (ত্যক্ত-বান্ সঃ অসৌ) অসমঞ্জসঃ (কৃতঘ্নত্বাৎ অবিশ্বসনীয়ঃ) বিষ্ণোঃ বা (অপি) কিং নু সাধু করিষ্যতি (ন কিঞ্চিদপি ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—পাঁচ বৎসরের বালক হইয়াও এই কৃতঘ্ন দুস্ত্যজ পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ পরিত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং এই অবিশ্বাসী বিষ্ণুর প্রতিও যে সাধু ব্যবহার করিবে, তাহাতে বিশ্বাস কি ? ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিষ্ণুরপ্যবিশ্বসনীয়ঃ কথমিমং বুদ্ধি-মান্ ভূত্বা কথং বিশ্বসেদিত্যাহ,—বিষ্ণোর্বেতি ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিষ্ণুও অবিশ্বসনীয় (অর্থাৎ বিষ্ণুকেও বিশ্বাস করা যায় না), নিজে বুদ্ধিমান্ হইয়াও কিপ্রকারে এই বালককে বিশ্বাস করিবেন, ইহা বলিতেছেন—'বিষ্ণোর্বা', এই অবিশ্বাসনীয় বালক বিষ্ণুরই বা কোন্ উপকারে আসিবে ? ৩৬ ॥

———

পরোঽপ্যপত্যং হিতকৃদ্‌যথৌষধং
স্বদেহজোঽপ্যাময়বৎ সুতোঽহিতঃ।
ছিন্দ্যাৎ তদঙ্গং যদুতাত্মনোঽহিতং
শেষং সুখং জীবতি যদ্বিবর্জ্জনাৎ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—হিতকৃৎ (হিতকারি) ঔষধং যথা ঔষধম্ ইব, বনে জাতমপি হিতকারি ঔষধং যথা ততঃ স্থানাৎ আনীয় সংরক্ষ্যতে তথা) পরঃ (পুত্র-ত্বাদি সম্বন্ধহীনঃ) অপি হিতকৃৎ (হিতকারী চেৎ তদা সঃ) অপত্যম্ (এব অপত্যবৎ সংরক্ষণীয়ঃ ইত্যর্থঃ)। স্বদেহজঃ সুতঃ অপি অহিতঃ (শত্রুঃ চেৎ তদা সঃ) আময়বৎ (রোগবৎ বিনাশ্য এব ভব-তীত্যর্থঃ) উত কিমধিকং) যদ্‌বিবর্জ্জনাৎ (যস্য রুগ্‌গ্রস্তস্য পীড়াকরস্য অঙ্গস্য করচরণাদেঃ বিবর্জ্জনাৎ

ত্যাগাৎ) শেষম্ (অঙ্গং) সুখং জীবতি, তাদৃশম্ আত্মনঃ অহিতং (সর্ব্বশরীরে রোগসংক্রামকতয়া অনিষ্টকারি) যৎ অঙ্গং (শরীরাবয়বঃ) তৎ (অপি জনঃ) ছিন্দ্যাৎ (ছিন্দ্যাতীত্যর্থঃ অহিতঞ্চেৎ স্বকীয়-মঙ্গমপি বিনাশ্যং ভবতি কিং পুনরপত্যমিতি ভাবঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হিতকর ঔষধ বনে জাত হইলেও তাহাকে যেমন যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা হয়, পরও হিতকারী হইলে তাহাকে অপত্য বোধ করা যায়, অহিতকর ব্যাধি যে প্রকার বিনাশ্য, তদ্রূপ অহিত-কারী স্বীয় দেহ-জাত পুত্রও পরিত্যাজ্য ; রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তির অহিতকর কোন অঙ্গবিশেষকে পরি-ত্যাগ করিলে যেরূপ তাহার অবশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্ষা পায়, সেই প্রকার এ বালককেও ত্যাগ করাই সমীচীন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বদপত্যময়মস্মাভিঃ কথং হন্ত-মর্হস্তত্রাহ,—পরোঽপ্যৌষধমিব হিতকৃচ্চেত্তর্হ্যপত্যমিব জ্ঞেয়ঃ। আস্তাং মমতাস্পদস্য কথা অঙ্গমপি যৎ করচরণাদি তদপ্যাত্মনোঽহিতং চেৎ ছিন্দ্যাদেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—এই বালক আপনার পুত্র, ইহাকে কি করিয়া বধ করা যায় ? তাহাতে বলিতেছেন—'পরঃ অপি', পরের পুত্রও যদি ঔষধের মত হিতকারী হয়, তাহা হইলে তাহাকে নিজের সন্তানের মতই জানিবে। মমতাস্পদ ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, নিজের হস্তপদাদির কোন অঙ্গও যদি অহিত, অর্থাৎ বিষাক্ত হয়, তবে উহা ছেদন করিবেই—এই অর্থ ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বৈরুপায়ৈর্হন্তব্যঃ সম্ভোজশয়নাসনৈঃ।
সুহৃল্লিঙ্গধরঃ শত্রুর্মুনের্দুষ্টমিবেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—মুনেঃ (যোগিনঃ) দুষ্টম্ ইন্দ্রিয়ম্ ইব (যথা মুনিভিঃ অহিতকারী স্বকীয়ঃ ইন্দ্রিয়গ্রামঃ ভোজনশয়নাসনাদীনাং কঠোরনিয়মৈঃ নিগৃহ্যতে তথা) সুহৃল্লিঙ্গধরঃ (পুত্রবেশধারী অয়ং প্রহলাদঃ) শত্রু (তব অতঃ) সম্ভোজশয়নাসনৈঃ (সম্ভোজঃ ভোজনং তেষু ভোজনাদিষু বিষাদিপ্রয়োগঃ ইত্যর্থঃ শয়নং হস্তিপদতলাদিষু আসনম্ উত্তপ্ততৈলকটাহাদিষু তৎপ্রভৃতিভিঃ) সর্ব্বৈঃ উপায়ৈঃ হন্তব্যঃ (বধ্যঃ) ॥৩৮॥

অনুবাদ—অবশীভূত দুষ্ট ইন্দ্রিয় যেমন যোগি-গণের শত্রু, সুহৃদের বেশধারী এই দুষ্ট প্রহলাদও তদ্রূপ আমার পরমশত্রু ; অতএব ভোজন, শয়ন, আসনে বিষাদি প্রয়োগের দ্বারা ইহাকে বধ করিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভোজ্যাদিবস্তুষু বিষাদ্যর্পণৈরপি হন্য-তামিত্যাহ, সর্ব্বৈরিতি ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভোজ্য প্রভৃতি বস্তুতে বিষাদি অর্পণ করিয়াও ইহাকে বধ কর, ইহা বলিতেছেন—'সর্ব্বৈঃ উপায়ৈঃ', যে কোন প্রকারে ইহাকে বধ করা প্রয়োজন ॥ ৩৮ ॥

নৈর্ঋতাস্তে সমাদিষ্টা ভর্ত্রা বৈ শূলপাণয়ঃ।
তিগ্মদংষ্ট্রাকরালাস্যাস্তাম্রশ্মশ্রুশিরোরুহাঃ ॥ ৩৯ ॥
নদন্তো ভৈরবং নাদং ছিন্ধি ভিন্ধীতিবাদিনঃ।
আসীনঞ্চাহনন্ শূলৈঃ প্রহ্লাদং সর্ব্বমর্ম্মসু ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—ভর্ত্রা (স্বভর্ত্রা হিরণ্যকশিপুনা) এবং বৈ সমাদিষ্টাঃ (আজ্ঞপ্তাঃ) তিগ্মদংষ্ট্রকরালাস্যাঃ তিগ্মাঃ তীক্ষ্ণাঃ দংষ্ট্রাঃ যেষাং করালানি অস্যানি যেষাং তে চ তে চ ভয়ঙ্করদন্তবদনযুক্তাঃ) তাম্রশ্মশ্রু-শিরোরুহাঃ (তাম্রানি শ্মশ্রূণি শিরোরুহাশ্চ যেষাং তে তাম্রবর্ণকেশশ্মশ্রুবিশিষ্টাঃ) ভৈরবং নাদং নদন্তঃ (ভয়ঙ্করান্ শব্দান্ কুর্ব্বন্তঃ) ছিন্দি ভিন্দি (এনম্) ইতি বাদিনঃ (বদন্তঃ) শূলপাণয়ঃ (শূলধারিণঃ) তে নৈর্ঋতাঃ দৈত্যাঃ শূলৈঃ আসীনং চ (চকারাৎ) প্রসুপ্তং ভুঞ্জানং গচ্ছন্তং) প্রহলাদ সর্ব্বমর্ম্মসু (সর্ব্বেষু মর্ম্মস্থানেষু) অহনন্ (জগ্মুঃ) ॥ ৩৯-৪০ ॥

অনুবাদ—অতিশয় তীক্ষ্ণ ও ভয়ঙ্কর দন্ত ও বদন-বিশিষ্ট এবং তাম্রবর্ণ শ্মশ্রু ও কেশ-সমন্বিত ভীষণাকার রাক্ষসগণ ভৈরব-নিনাদে শূল-হস্তে 'মার্ মার্' শব্দে হরিধ্যানরত উপবিষ্ট প্রহলাদের সমস্ত মর্ম্মস্থানে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৩৯-৪০ ॥

পরে ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে ভগবত্যখিলাত্মনি।
যুক্তাত্মন্যফলা আসন্নপুণ্যস্যেব সৎক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মণি (নির্ব্বিকারে) অনির্দ্দেশ্যে (অবিষয়ে) ভগবতি অখিলাত্মনি (শাস্ত্রাদীনামপি নিয়ন্তরি) পরে (পরমেশ্বরে) যুক্তাত্মনি (যুক্তঃ সমাহিতঃ একতাং প্রাপ্তঃ স্বরূপং যস্য তস্মিন্ প্রহলাদে) অপুণ্যস্য (পুণ্যহীনস্য) সৎক্রিয়াঃ ইব (পাপিনা পুনঃ পুনঃ আরব্ধাঃ অপি সৎক্রিয়াঃ মহদুদ্যমসমন্বিতানি অনুষ্ঠানানি যথা নিষ্ফলাঃ ভবন্তি তথা) অফলাঃ (তেষাং রাক্ষসাদীনাং প্রহারাঃ নিষ্ফলাঃ) আসন্ (বভূবুঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—পুণ্যবর্জ্জিত ব্যক্তির যাবতীয় সৎকার্য্য যেরূপ ব্যর্থ হইয়া যায়, তদ্রূপ নির্ব্বিকার, শব্দাদদ্বারা অনির্দ্দেশ্য জগতাত্মা পরমেশ্বরে প্রহলাদের মন সংযুক্ত থাকায় তাঁহার উপর ঐসকল রাক্ষসগণ যত প্রহার করিতে লাগিল, তাহা সমস্তই নিষ্ফল হইয়া গেল ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবতি হরৌ যুক্তঃ সংযুক্ত আত্মা দেহো যস্য তস্মিন্,—"গোবিন্দপরিরম্ভিতঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তেঃ। পিত্রা স্বাঙ্কে গুপ্তে পুত্রে ইবেতি ভাবঃ। ননু তর্হি কিং ভগবদঙ্গোপরি শস্ত্রপ্রহারা অভূবংস্তত্র ন হি ন হ্যসম্ভবাদেবেত্যাহ,—পরে ইত্যাদি। ব্রহ্মণি ব্যাপকে নির্ব্বিকারেঽনির্দ্দেশ্যে ভগবতি অতর্কৈশ্বর্য্যে। অখিলাত্মনি শস্ত্রাদীনামপি নিয়ন্তরি শস্ত্রাঘাতঃ কথং সম্ভবতীতি ভাবঃ। অপুণ্যস্য দুর্ভাগ্যস্য ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যুক্তাত্মনি'—ভগবান্ শ্রীহরিতে 'যুক্ত' অর্থাৎ সংযুক্ত রহিয়াছে 'আত্মা' বলিতে দেহ যাঁহার, সেই প্রহলাদের অঙ্গে রাক্ষসদিগের আঘাতগুলি নিষ্ফল হইয়া গেল। কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—'গোবিন্দ-পরিরম্ভিতঃ' (৭।৪।৩৮), অর্থাৎ-গোবিন্দ কর্ত্তৃক ক্রোড়ে করিয়া তিনি আলিঙ্গিত ছিলেন, পিতা যেমন নিজ পুত্রকে কোলে করিয়া রক্ষা করে, তদ্রূপ—এই ভাব। দেখুন—তাহা হইলে কি ভগবানের অঙ্গের উপরে শস্ত্রের প্রহারগুলি পতিত হইয়াছিল ? তাহার উত্তরে—না, না, তাহা একেবারেই অসম্ভব, ইহা বলিতেছেন—'পরে ব্রহ্মণি' ইত্যাদি। যিনি সর্ব্বব্যাপক নির্ব্বিকার, অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ মন ও বাক্যের অগোচর, অতর্ক্য ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট ভগবান্, এবং অখিলাত্মা, শস্ত্রাদিরও নিয়ন্তা, তাহাতে শস্ত্রাঘাত কিপ্রকারে সম্ভব ? —এই ভাব। 'অপুণ্যস্য'—পুণ্য না থাকিলে দুর্ভাগা জনের সৎকর্ম্মের চেষ্টাগুলিও যেমন নিষ্ফল হয় (তেমনি অসুরদের আঘাতগুলি প্রহলাদের উপর নিষ্ফল হইয়াছিল।) ॥ ৪১ ॥

প্রয়াসেঽপহতে তস্মিন্ দৈত্যেন্দ্রঃ পরিশঙ্কিতঃ।
চকার তদ্বধোপায়ান্ নির্ব্বন্ধেন যুধিষ্ঠির ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) যুধিষ্ঠির, তস্মিন্ (প্রহলাদে) প্রয়াসে অপহতে (ব্যর্থে সতি) দৈতেন্দ্রঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) পরিশঙ্কিতঃ (ভীতঃ সন্) নির্ব্বন্ধেন (অতিযত্নেন) তদ্‌বধোপায়ান্ (তস্য প্রহলাদস্য বধোপায়ান্) চকার (কর্ত্তুমারেভে) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—হে যুধিষ্ঠির, প্রহলাদের বধের নিমিত্ত দৈত্যগণের ঐ সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইলে হিরণ্যকশিপুর অত্যন্ত শঙ্কা জন্মিল ; তখন সে নির্ব্বন্ধসহকারে প্রহলাদের বধের জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে সচেষ্ট হইল ॥ ৪২ ॥

দিগ্‌গজৈর্দন্দশূকেন্দ্রৈরভিচারাবপাতনৈঃ।
মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ ॥ ৪৩ ॥
হিমবায়্বগ্নিসলিলৈঃ পর্ব্বতাক্রমণৈরপি।
ন শশাক যদা হন্তুমপাপমসুরঃ সুতম্।
চিন্তাং দীর্ঘতমাং প্রাপ্তস্তৎকর্ত্তুং নাভ্যপদ্যত ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—যদা দিগ্‌গজৈঃ (তস্যোপরি দিগ্‌গজাক্রমণৈঃ) দন্দশূকেন্দ্রৈঃ (সর্পশ্রেষ্ঠদংশনৈঃ) অভিচারাবপাতনৈঃ (অভিচারৈঃ কৃত্যোৎপাদনৈঃ অবপাতনৈঃ গিরিশৃঙ্গাদিভ্যঃ অধঃপাতনৈঃ) মায়াভিঃ সন্নিরোধৈঃ (অকস্মাদুৎপাতিতৈঃ সিংহব্যাঘ্রাদিভিঃ অবটাদিষু সন্নিরোধৈঃ) গরদানৈঃ (বিষপ্রয়োগৈঃ) অভোজনৈঃ (উপবাসৈঃ) হিমবায়্বগ্নিসলিলৈঃ। হিমাদিষু পাতনৈঃ) পর্ব্বতাক্রমণৈঃ অপি (প্রহলাদস্য উপরি পর্ব্বত-নিক্ষেপৈঃ অপি যদা) অপাপং সুতং (পাপরহিতং তং প্রহলাদং) হন্তুং ন শশাক। তৎকর্ত্তুং (তৎ তস্য হননং কর্ত্তুম্ উপায়ান্তরং চ) ন অভ্যপদ্যত (ন লেভে তদা সঃ) অসুরঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) দীর্ঘতমাং চিন্তাং প্রাপ্তঃ ॥ ৪৩-৪৪ ॥

অনুবাদ—কিন্তু দিগ্‌হস্তি, মহাসর্প, অভিচার, পর্ব্বত হইতে পতন, মায়া-গর্ত্তে নিরোধ, বিষপ্রয়োগ, উপবাস, হিম, বায়ু, অগ্নি, জল ও প্রস্তরাদি-প্রক্ষেপের দ্বারাও যখন হিরণ্যকশিপু নিষ্পাপ পুত্রের প্রাণ বধ করিতে সমর্থ হইল না, তখন সে অন্য কোন উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া দীর্ঘচিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িল ॥ ৪৩-৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—অভিচারৈঃ কৃত্যাদিভিঃ ; অবপাতনৈরত্যুচ্চদেশাদধঃপাতনৈঃ ; গর্ত্তাদিসংনিরোধৈর্বহুবচনৈরভিচারাদ্যাবৃত্তয়ঃ সূচিতাঃ, তৎ হননং কর্ত্তুং নাভ্যপদ্যত ন প্রাপ নাশক্নোদিত্যর্থঃ ॥ ৪৩-৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভিচারৈঃ'—কৃত্যাদি অভিচারিক ক্রিয়া উৎপাদনের দ্বারা, 'অবপাতনৈঃ'—পর্ব্বতাদি অতি উচ্চ স্থান হইতে নিম্নদেশে প্রক্ষেপ, 'সন্নিরোধৈঃ'—গর্ত্তাদিতে আবদ্ধ রাখিয়া, বহুবচনের দ্বারা আভিচারিক ক্রিয়া সূচিত হইল, ইহার দ্বারাও প্রহলাদকে বধ করিতে সমর্থ হইল না ॥ ৪৩-৪৪ ॥

———

এষ মে বহ্বসাধূক্তো বধোপায়াশ্চ নির্ম্মিতাঃ ।
তৈস্তৈর্দ্রোহৈরসদ্ধর্ম্মৈর্মুক্তঃ স্বেনৈব তেজসা ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—এষঃ (বালঃ প্রহলাদঃ) মে (ময়া) বহু অসাধু উক্তঃ (তিরস্কৃতঃ তথা) তৈঃ তৈঃ দ্রোহৈঃ (শূলঘাতাদিভিঃ অসদ্ধর্ম্মৈঃ (অভিচারাদিভিশ্চ অস্য) বধোপায়াঃ নির্ম্মিতাঃ (কৃতাঃ, অপরন্তু) স্বেন এব চ তেজসা (অয়ং প্রহলাদঃ স্বকীয়প্রভাবেন এব) মুক্তঃ (ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—এই বালক প্রহলাদের প্রতি আমি বহু কটুবাক্য বলিয়াছি এবং ইহার বধার্থ শূলাদিদ্বারা বিবিধ উপায়ে চেষ্টাও করিয়াছি ; কিন্তু এ বালক স্বীয় তেজেই সেই সকল দ্রোহাদি হইতে নিস্তার পাইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—চিন্তামাহ,—এষ ইতি ত্রিভিঃ । অসতাং ধর্ম্মৈরভিচারৈশ্চ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাতে হিরণ্যকশিপুর চিন্তা বলিতেছেন—'এষঃ' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে । 'অসদ্ধর্ম্মৈঃ'—অসদ্ ব্যক্তিগণের অভিচারাদি ধর্ম্মের দ্বারা (প্রহলাদকে বধ করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কোন প্রচেষ্টাই সফল হইল না । সে নিজের তেজেই সকল দ্রোহাচরণ হইতে মুক্ত হইয়াছে ।) ॥ ৪৫ ॥

———

বর্ত্তমানোঽবিদূরে বৈ বালোঽপ্যজড়ধীরয়ম্ ।
ন বিস্মরতি মেঽনার্য্যং শুনঃশেফ ইব প্রভুঃ ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—অবিদূরে (সমীপে) বর্ত্তমানঃ (অপি) বালঃ অপি অয়ং প্রভুঃ (সমর্থঃ সন্) অজড়ধীঃ (নির্ভয়চিত্তঃ এব আস্তে) মে (মদবিষয়ে) অনার্য্যং (দৌর্জ্জন্যং শত্রুত্বময়ং) শুনঃ শেফঃ ইব (কুক্কুরপুচ্ছ ইব, কুক্কুরপুচ্ছো যথা স্বাভাবিকং কৌটিল্যং ন ত্যজতি তথা) ন বিস্মরতি (স্বভাবস্যাপরিহার্য্যত্বাৎ অদ্যাপি বিষ্ণুপক্ষাশ্রয়ত্বং ন বিস্মরতি ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—এ আমার অতি নিকটে থাকিয়া এবং বালক হইয়াও নির্ভয়-চিত্তে বসিয়া আছে । কুক্কুরপুচ্ছ যেমন স্বীয় স্বাভাবিক বক্রত্ব পরিত্যাগ করে না, এও তদ্রূপ আমার কৃত অন্যায়াচরণ ও বিষ্ণুকে বিস্মৃত হইবে না ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—অবিদূরে বর্ত্তমানোঽপি মে অনার্য্যং শত্রুং বিষ্ণুং ন বিস্মরতি । স্বভাবাপরিত্যাগে দৃষ্টান্তঃ—শুনঃ শেফঃ পুচ্ছমিব, বস্তুতস্তু শুনঃশেফো নাম পিতৃভ্যাং হরিশ্চন্দ্রায় বিক্রীতো অজীগর্ত্তস্য মধ্যমঃ পুত্রঃ, স যথা তয়োরপকারমবিস্মরংস্তদ্বিপক্ষং বিশ্বামিত্রমাশ্রিত্য গোত্রান্তরমাপন্ন-স্তদ্বৎ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবিদূরে বর্ত্তমানোঽপি'—আমার খুব কাছে থাকিয়াও এই বালক নির্ভয়চিত্ত, অতএব 'মে অনার্য্যং'—আমার শত্রু বিষ্ণুকে কখনও বিস্মৃত হইবে না । স্বভাব অপরিত্যাগে দৃষ্টান্ত—'শুনঃ শেফঃ', যেমন কুক্কুরের পুচ্ছ (লেজ) স্বাভাবিক বক্রতা ত্যাগ করে না, বস্তুতঃ 'শুনঃশেফ' বলিতে অজীগর্ত্তের মধ্যম পুত্র, সে যেমন পিতামাতা কর্ত্তৃক রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকট বিক্রীত হওয়ায়, পিতামাতার অপকারের কথা বিস্মৃত না হইয়া বিপক্ষ বিশ্বামিত্রের আশ্রয় করতঃ গোত্রান্তরিত হইয়াছিল, সেইরূপ এই প্রহলাদও আমার অপকারের কথা বিস্মৃত না হইয়া বিষ্ণুপক্ষই আশ্রয় করিবে—এই ভাব ॥ ৪৬ ॥

———

অপ্রমেয়ানুভাবোঽয়মকুতশ্চিভ্ভয়োঽমরঃ।
নূনমেতদ্বিরোধেন মৃত্যুর্মে ভবিতা ন বা ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ম্ অপ্রমেয়ানুভাবঃ (অপ্রমেয়ঃ অপরিমেয়ঃ অনুভাবঃ যস্য সঃ) অকুতশ্চিভ্ভয়ঃ (ন কুতশ্চিৎ অপি ভয়ং যস্য সঃ) অমরঃ (মরণরহিতঃ যতঃ অতঃ) ন্যূনং (নিশ্চিতম্) এতদ্বিরোধেন (এব হেতুনা) মে মৃত্যুঃ ভবিতা (ভবিষ্যতি) ন বা (অন্যথা মৃত্যুঃ মম নৈব ভবিষ্যতি) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—এই বালকের শক্তি—অপ্রমেয়, কিছুতেই ইহার ভয় হইল না এবং এ নিশ্চয়ই অমর, সুতরাং ইহার সহিত বিরোধে আমারই বোধ হয় মৃত্যু হইতে পারে অথবা নাও হইতে পারে ॥ ৪৭ ॥

———

ইতি তচ্চিন্তয়া কিঞ্চিন্ম্লানশ্রিয়মধোমুখম্।
ষণ্ডামর্কাবৌশনসৌ বিবিক্ত ইতি হোচতুঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি তচ্চিন্তয়া (ইত্যেবংভূতয়া চিন্তয়া) কিঞ্চিন্ম্লানশ্রিয়ং (নিস্তেজস্কম্) অধোমুখং (নতবদনং তং হিরণ্যকশিপুম্) ঔশনসৌ (শুক্রাচার্য্যপুত্রৌ) ষণ্ডামর্কৌ বিবিক্তে (নির্জ্জনে দেশে) ইতি হোচতুঃ (বক্ষ্যমাণমুচতুঃ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার চিন্তা করিয়া দৈত্যপতি নিস্তেজ হইয়া অধোবদনে রহিল। তদনন্তর শুক্রাচার্য্যের পুত্রদ্বয় ষণ্ডামর্ক তাঁহাকে নির্জ্জনে বলিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥

———

জিতং ত্বয়ৈকেন জগত্রয়ং ভ্রুবো-
বিজৃম্ভণত্রস্তসমস্তধিষ্ণ্যপম্।
ন তস্য চিন্ত্যং তব নাথ চক্ষ্মহে
ন বৈ শিশূনাং গুণদোষয়োঃ পদম্ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নাথ, (যেন) ত্বয়া একেন (এব) ভ্রুবোঃ বিজৃম্ভণত্রস্তসমস্তধিষ্ণ্যপং (ভ্রূবিজৃম্ভণেন ভ্রূচালনমাত্রেণ ত্রস্তাঃ ভীতাঃ সমস্তাঃ ধিষ্ণ্যপাঃ লোকপালাঃ যস্মিন্ তৎ) জগত্রয়ং জিতং, (বয়ং) তস্য (এবম্ভূতস্য) এব চিন্ত্যং (চিন্তাবিষয়ং) ন চক্ষ্মহে (ন পশ্যামঃ যতঃ) শিশূনাং (চরিতং) গুণদোষয়োঃ পদং (বিষয়ঃ) ন বৈ (ন ভবতি) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—হে নাথ, আপনার ভ্রূভঙ্গিমাত্রে সমস্ত লোকপাল ভীত হয় ; কাহার সহায়তা বিনা আপনি একাকীই ত্রিলোক জয় করিয়াছেন। আমরা আপনার কোন চিন্তার কারণ দেখিতেছি না। বালকের ব্যবহার কোন গুণ অথবা দোষের বিষয় হইতে পারে না ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য তব চিন্ত্যং স্বাভিলষণীয়বস্তুনোঽপ্রাপ্ত্যা চিন্তনীয়ং কিমপি ন চক্ষ্মহে ন পশ্যাব ইত্যর্থঃ। পুত্রোঽয়ং মে মদ্বিরুদ্ধস্বভাব ইতি চেত্তত্রাহ,—নেতি। শিশূনাং পদং ব্যবসায়ং গুণদোষয়োর্মধ্যে ন চক্ষ্মহে ন কিমপি পশ্যাবঃ। শৈশবান্তে সতি বুদ্ধের্ভদ্রাভদ্রত্বং জ্ঞাস্যাব ইতি ভাবঃ। বৈ ইতি চার্থে। চক্ষ্মহে ইত্যুভয়ত্রান্বয় ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্য তব চিন্ত্যং'—সেই আপনার স্বাভীপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে চিন্তার কোন বিষয় আমরা দেখিতে পাই না—এই অর্থ। যদি বলেন—এই পুত্র আমার বিরুদ্ধস্বভাব, ইহাতে বলিতেছেন—'ন বৈ শিশূনাম্', বালকদের ব্যবহারে দোষগুণ কিছুই বিচার করার প্রয়োজন বোধ করি না। শৈশবকাল অতীত হইলে বুদ্ধির ভাল-মন্দ জানা যাইবে—এই ভাব। 'বৈ'—শব্দ 'এবং' অর্থে। 'চক্ষ্মহে'—ইহা উভয় স্থলে (অর্থাৎ আপনার চিন্তার কারণ ও বালকের ব্যবহার বিষয়ে) অন্বয় হইবে ॥ ৪৯ ॥

———

ইমং তু পাশৈর্বরুণস্য বদ্ধ্বা
নিধেহি ভীতো ন পলায়তে যথা।
বুদ্ধিশ্চ পুংসো বয়সার্য্যসেবয়া
যাবদ্গুরুর্ভার্গব আগমিষ্যতি ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—যাবৎ গুরুঃ ভার্গবঃ (শুক্রাচার্য্যঃ) আগমিষ্যতি (আগচ্ছেৎ তাবৎ) যথা ভীতঃ (সন্) ন পলায়তে (তথা) বরুণস্য পাশৈঃ তু ইমং বদ্ধ্বা নিধেহি (স্থাপয়)। পুংসঃ বুদ্ধিঃ চ বয়সা (বয় আধিক্যেন) আর্য্যসেবয়া (আর্য্যাণাং মহতাং সেবয়া সঙ্গতঃ তদুপনেশেন চ ভবতি তথাচ অস্য প্রহলাদস্য বয়-আধিক্যেন আচার্য্যোপদেশেন চ বুদ্ধিং পরাবর্ত্তিষ্যতে ইতি ভাবঃ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—যে পর্য্যন্ত গুরুদেব শুক্রাচার্য্য আগমন

না করেন, তাবৎকাল এ যাহাতে ভীত হইয়া পলাইতে না পারে, তজ্জন্য ইহাকে বরুণ-পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখুন ; বিশেষতঃ বয়সের আধিক্যে এবং সাধুসেবা প্রভৃতির দ্বারা পুরুষের বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—ভবতু, সংপ্রতি কিং করোমি ? তত্রাহতুঃ—ইমন্তিতি। যতঃ পুংমাত্রস্যৈব বুদ্ধির্বয়সা বাল্যাৎ পরেণৈব তথা আচার্য্যস্য সেবয়া চ। ক আর্য্যঃ কদা বা অনেন সেব্যস্তত্রাহ—যাবৎ যদেত্যর্থঃ ; ভার্গবঃ শুক্রএবাচার্য্যঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাহা হউক, এখন কি করি ? তাহাতে গুরুপুত্রদ্বয় বলিতেছেন—'ইমং তু' (অর্থাৎ যাহাতে ভয়ে কোথাও পলায়ন করিতে না পারে, সেইজন্য বরুণের পাশে ইহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা হউক)। যেহেতু মানুষমাত্রেরই বুদ্ধি 'বয়সা'—বাল্যকালের পরেই (বয়োবৃদ্ধিতে) এবং সাধুলোকের সেবার দ্বারা ভাল হয়। যদি বলেন—কে আর্য্য (সাধুজন) ? কখনই বা এই বালক তাঁহাকে সেবা করিবে ? তাহাতে বলিতেছেন—'যাবদ্ গুরুর্ভার্গবঃ' —যতদিন গুরুদেব শুক্রাচার্য্য আগমন না করেন, ততকাল অপেক্ষা করুন—এই অর্থ ॥ ৫০ ॥

তথেতি গুরুপুত্রোক্তমনুজ্ঞায়েদমব্রবীৎ।
ধর্ম্মো হ্যস্যোপদেষ্টব্যো রাজ্ঞাং যো গৃহমেধিনাম্ ॥৫১

অন্বয়ঃ—গুরুপুত্রোক্তং (গুরুপুত্রেণ উক্তং) তথা ইতি অনুজ্ঞায় (অঙ্গীকৃত্য সভায়াম্) ইদম্ অব্রীবৎ ; গৃহমেধিনাং (গৃহস্থানাং) রাজ্ঞাং যঃ ধর্ম্মঃ (সঃ) হি অস্য (প্রহলাদস্য) উপদেষ্টব্যঃ (অধ্যাপনীয়ঃ) ॥৫১॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপু 'তাহাই হউক' বলিয়া গুরুপুত্রের বাক্য অঙ্গীকার করিয়া বলিল,—আপনারা প্রহলাদকে গৃহস্থ রাজাদিগের ধর্ম্ম-শিক্ষা ও দান-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—অনুজ্ঞায় অঙ্গীকৃত্য ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুজ্ঞায়'— গুরুপুত্রদের বাক্য অনুমোদন করিয়া (হিরণ্যকশিপু বলিলেন) ॥ ৫১ ॥

ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ নিতরাঞ্চানুপূর্ব্বশঃ।
প্রহ্লাদায়োচতু রাজন্ প্রশ্রিতাবনতায় চ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, প্রশ্রিতাবনতায় (প্রশ্রিতঃ বিনয়যুক্তঃ চ অসৌ অবনতশ্চ তস্মৈ) প্রহলাদায় চ নিতরাং (নিরন্তরম্) অনুপূর্ব্বশঃ চ (অনুক্রমেণ চ) ধর্ম্মম্ অর্থং চ কামং চ উচতুঃ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ষণ্ডামর্ক বিনীত ও অবনত প্রহলাদকে ক্রমানুসারে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-বিষয়ে বিশেষভাবে উপদেশ দিতে লাগিল ॥ ৫২ ॥

যথা ত্রিবর্গং গুরুভিরাত্মনে উপশিক্ষিতম্।
ন সাধু মেনে তচ্ছিক্ষাং দ্বন্দ্বারামোপবর্ণিতাম্ ॥৫৩॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) আত্মনে (স্বস্মৈ) যথা (যথাবৎ) গুরুভিঃ উপশিক্ষিতং ত্রিবর্গং (তথা) দ্বন্দ্বারামোপবর্ণিতাং (দ্বন্দ্বৈঃ রাগদ্বেষাদিভিঃ বিষয়েষু আরামঃ বিহারঃ যেষাং তৈঃ উপবর্ণিতাং) তচ্ছিক্ষাং ন সাধু মেনে (সম্যক্ উত্তমতয়া ন স্বীকৃতবান্) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ যথাশাস্ত্র গুরুসমীপে শিক্ষা করিয়াও তাঁহার ভাল বলিয়া বোধ হইল না ; কারণ উপদেশকগণের চিত্ত রাগ দ্বেষাদিবশতঃ সংসারেই আসক্ত ছিল, সুতরাং প্রহলাদ তাহাদের উপদেশ কিছুতেই উত্তম বলিয়া স্বীকার করিলেন না ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—যথাবৎ ত্রিবর্গমুশিক্ষিতমপি সাধু ন মেনে, তাং শিক্ষাঞ্চ, যতো দ্বন্দ্বারামসাংসারিকলোকবিষয়ে এব উপবর্ণিতাং ন তু পারমাথিকে ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথা ত্রিবর্গং'—যথাযথভাবে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ সম্বন্ধে উপদেশ করা হইলেও, উহা প্রহলাদ উত্তম বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন নাই। যেহেতু সেই শিক্ষা দ্বন্দ্বারাম (রাগদ্বেষাদিপূর্ণ) সাংসারিক লোকগণের বিষয়েই উপবর্ণিত, কিন্তু পারমাথিক বিষয়ে নহে ॥ ৫৩ ॥

যদাচার্য্যঃ পরাবৃত্তো গৃহমেধীয়কর্ম্মসু।
বয়স্যৈর্বালকৈস্তত্র সোপহূতঃ কৃতক্ষণৈঃ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—যদা আচার্য্যঃ পরাবৃত্তঃ (অধ্যাপন-

স্থানাৎ গৃহং গতঃ সন্) গৃহমেধীয়কর্ম্মসু (প্রসক্তঃ ভবতি তদা) কৃতক্ষণৈঃ (ক্রীড়ার্থং লব্ধাবসরৈঃ) বয়স্যৈঃ (সমানবয়স্কৈঃ) বালকৈঃ তত্র সোপহূতঃ (সঃ প্রহলাদঃ আহূতঃ ভবতি) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—গৃহকর্ম্মানুরোধে আচার্য্যগণ অধ্যাপনাস্থান হইতে গৃহে চলিয়া গেলে, সমবয়স্ক বালকগণ ক্রীড়া করিবার উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া প্রহলাদকে আহ্বান করিল ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—পরাবৃত্তঃ অধ্যাপনস্থানাৎ পরাবৃত্য স্বগৃহং গতঃ কর্ম্মসু প্রাবর্ত্তত, তদা স প্রহলাদঃ কৃতক্ষণৈঃ ক্রীড়ার্থং কৃতোৎসবৈঃ ; যদ্বা ভক্তিশিক্ষার্থময়ং নিভৃতঃ সময় ইতি কৃতাবসরৈঃ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরাবৃত্তঃ'—আচার্য্য গুরুগণ অধ্যাপনাস্থান হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইলে, 'কৃতক্ষণৈঃ'—সমবয়স্ক বালকেরা ক্রীড়ার অবসর বুঝিয়া, অথবা—ভক্তিশিক্ষার নিমিত্ত ইহাই নিভৃত সময়, এইরূপ উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া প্রহলাদকে আহ্বান করিল ॥ ৫৪ ॥

অথ তান্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা প্রত্যাহূয় মহাবুধঃ ।
উবাচ বিদ্বাংস্তন্নিষ্ঠাং কৃপয়া প্রহসন্নিব ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) বিদ্বান্ মহাবুধঃ (সঃ) শ্লক্ষ্ণয়া (মধুরয়া) বাচা তান্ (বালকান্) প্রত্যাহূয় (সম্বোধ্য) কৃপয়া প্রহসন্ ইব তন্নিষ্ঠাং (বিজ্ঞানমার্গনিষ্ঠাম্) উবাচ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মহাজ্ঞানী প্রহলাদ সেইসকল বালককে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া এই সংসারের পরিণাম কি, তদ্বিষয়ে কৃপাপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং বালকানাং স্বস্মিন্ গুরুত্বনিষ্ঠাং বিদ্বান্ জানন্ প্রহসন্নিব,—অহো ইমে অপি ভগবদনুকম্পা-জালে পতিতাঃ ইতি স্ময়মানঃ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তন্নিষ্ঠাং বিদ্বান্'—প্রহলাদ সেই বালকগণের নিজের প্রতি গুরুত্ব-নিষ্ঠা (গৌরববুদ্ধি) বুঝিয়া, 'প্রহসন্ ইব'—অহো ! ইহারাও শ্রীভগবানের অনুকম্পার জালে পতিত হইয়াছে, ইহাতে হাসিতে হাসিতেই যেন (করুণাপূর্ব্বক বলিলেন) ॥৫৫

তে তু তদ্‌দেগৌরবাৎ সর্ব্বে ত্যক্তক্রীড়াপরিচ্ছদাঃ ।
বালা অদূষিতধিয়ো দ্বন্দ্বারামেরিতেহিতৈঃ ॥ ৫৬ ॥
পর্য্যুপাসত রাজেন্দ্র তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণাঃ ।
তানাহ করুণো মৈত্রো মহাভাগবতোঽসুরঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদানুচরিতে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজেন্দ্র, দ্বন্দ্বারামেরিতেহিতৈঃ (দ্বন্দ্বারামাণাং দ্বিজানাম্ ঈরিতৈঃ উপদেশৈঃ ঈহিতৈঃ চেষ্টিতৈশ্চ) অদূষিতধিয়ঃ (ন দূষিতাধীঃ যেষাং তে) তে সর্ব্বে বালাঃ তু তদ্‌গৌরবাৎ (তস্য প্রহলাদস্য বচন-গৌরবাৎ) ত্যক্তক্রীড়াপরিচ্ছদাঃ (ত্যক্তাঃ ক্রীড়াপরিচ্ছদাঃ ক্রীড়োপকরণানি যৈঃ তথাভূতাঃ) তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণাঃ (তস্মিন্ প্রহলাদে ন্যস্তং হৃদয়ম্ ঈক্ষণং চ যৈঃ তে তথাভূতাঃ) পর্য্যুপাসত (তেন সর্ব্বতঃ উপবিষ্টাঃ সন্তঃ তং প্রহলাদং সেবন্তে) ; করুনঃ (দয়ালুঃ) মৈত্রঃ (সর্ব্বভূতহিতকারী) মহাভাগবতঃ অসুরঃ (প্রহলাদঃ চ) তান্ (বালকান্) আহ (পরমশ্রেয়ঃ উপদিদেশ চ) ॥ ৫৬-৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্বাসক্ত ব্যক্তিগণের উপদেশের দ্বারা সেইসকল বালকের অন্তঃকরণ দূষিত হয় নাই ; তাহারা প্রহলাদে গৌরব বুদ্ধিহেতু ক্রীড়াপরিচ্ছদ ত্যাগ করিল এবং তাঁহার দিকে চিত্ত ও দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিল। অসুরকুলোদ্ভব পরিহিতকারী মহাভাগবত শ্রীপ্রহলাদ বালকদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন ॥ ৫৬-৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—দ্বন্দ্বারামাণাং দ্বিজানাং ঈরিতৈর্ব্যাখ্যাতৈরর্থৈরীহিতৈশ্চেষ্টিতৈশ্চ ন দূষিতা ধীর্য্যেষাং তে ॥ ৫৬-৫৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
সপ্তমে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বন্দ্বারামেরিতেহিতৈঃ'—দ্বন্দ্বারাম বলিতে সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব লইয়াই যাহারা আরামবোধ করে, সেইসকল ব্রাহ্মণগণের উপদেশ ও কার্য্যের দ্বারা যাহাদের বুদ্ধি দূষিত হয় নাই, সেই অসুরবালকগণ (প্রহলাদকে ঘিরিয়া বসিল।) ॥৫৬-৫৭

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার সপ্তম স্কন্ধে সজ্জন-সম্মত পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭।৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গুরু গৃহকর্ম্মে ব্যগ্র হইলে প্রহলাদ-কর্ত্তৃক দৈত্যবালকগণের প্রতি শ্রীনারদোক্ত পরম-তত্ত্বোপদেশ কথা বর্ণিত হইয়াছে।

প্রহলাদ মহারাজ দৈত্যবালকগণকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদিগকে জীবমাত্রেরই কৌমারকাল হইতেই শ্রীভগবদ্ভজনের একান্ত কর্ত্তব্যতা, শ্রীভগবান্ বিষ্ণুরই উপাস্যত্ব, সর্ব্বত্র অনায়াসলভ্য বিষয়-ভোগ স্পৃহার নিতান্ত হেয়ত্ব ও শ্রীমুকুন্দাঙ্ঘ্রিসেবনের পর-মোপাদেয়ত্ব (নিশ্রেয়ঃ সমূহ-দাতৃত্ব), পুরুষের আয়ু-ষ্কালের স্বল্পতা, অজিতাত্ম পুরুষদিগের বৃথা আয়ুর্হরণ চেষ্টা ও তৎপরিণাম, একবার ধন জন গৃহাদি জড় বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া তদুত্থ জড়ভোগ-তৃষ্ণাপগমে পশ্চাৎ শ্রীহরিভজনের আশা কোশকার কীটের বহি-নির্গমন-চেষ্টার ন্যায় নিরর্থক, তাদৃশী আশার সুদূর-পরাহতত্ব তথা তাদৃশ অনিত্য বিষয়-ভোগ-লিপ্সু বদ্ধজীবের আত্মতত্ত্বজ্ঞানলাভের পরিবর্ত্তে অনাত্মবস্তুতে অজ্ঞানাভিনিবিষ্টত্ব প্রভৃতি—উপদেশ প্রদানান্তর সর্ব্ব-জীবশরণ্য শ্রীভগবান্ অচ্যুতের কথা কীর্ত্তনদ্বারা ক্ষণ-মাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই অসুর-সঙ্গ (হরিবিমুখ আত্মীয় স্বজনাদির অসৎসঙ্গ) বর্জ্জন-পূর্ব্বক শ্রীভগবচ্চরণে একান্তভাবে শরণাগত হওয়ার কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীঅধোক্ষজের ইন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা-মূলা চেষ্টা হইতেই যে অধোক্ষজের তুষ্টি-সম্পাদন, আবার সেই অনন্তের পরিতুষ্টিতেই যে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি-প্রয়োজনান্তরাভাব তথা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম,—এই ত্রিবর্গ এবং তদর্থ যে আত্মবিদ্যা, কর্ম্মবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, দণ্ডনীতি ও বিবিধা জীবিকা—এ সকল, ত্রৈগুণ্যবিষয় বেদ-প্রতিপাদ্য হইলেও পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণই যে 'নিস্ত্রৈগুণ্য-লক্ষণ", এই সকল ভগবজ্জ্ঞানের কথা-কীর্ত্তনান্তে দৈত্যবালক-গণের তদ্বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদনার্থ আরও বলিলেন যে, তিনি উক্ত জ্ঞান শ্রৌতপন্থায় দেবর্ষি নারদ হইতে লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রৌতপন্থী একান্ত ভগ-বদ্ভক্তের চরণ আশ্রয় করিবেন, তাঁহারাই ঐ জ্ঞান লাভে অধিকারী হইবেন। উহার অধিকারিত্ব সম্বন্ধে কোন উত্তমাধমবিচার নাই। অনন্তর প্রহলাদ মহা-রাজের নিকট ঐসকল জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ বাক্য শ্রবণ-ফলে বিস্মিত দৈত্যবালকগণের শ্রীনারদ হইতে প্রহ-লাদের জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা বিষয়ক প্রশ্নের অব-তারণা মুখে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীপ্রহলাদঃ উবাচ,—প্রাজ্ঞঃ (আত্ম-হিতজ্ঞঃ) (প্রাণী) ইহ (মানুষজন্মনি এব তত্রাপি) কৌমারে (এব) ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ আচরেৎ (অনু-

তিষ্ঠেৎ ন সুখার্থপ্রয়াসান্ ; যতঃ ইহ) মানুষং জন্ম অর্থদং (পুরুষার্থপ্রদং) দুর্ল্লভং (চ) তৎ অপি (কথঞ্চিৎ লভ্যমানত্বে অপি তৎ জন্ম) তত্রাপি চ কৌমারম্ অধ্রুবম্ (অনিত্যম্ অতঃ অস্থিরেণ অর্থদেন দুর্ল্লভেন অনেন মানুষজন্মনা তত্রাপি চ কৌমারেণৈব স্থিরং পুরুষার্থং সাধয়েদিতি ভাবঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহলাদ কহিলেন,—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কৌমার বয়সেই সুখার্থ অন্য প্রয়াস ত্যাগ করিয়া ভাগবত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন ; কারণ, সংসারে মনুষ্য জন্ম—অতি দুর্ল্লভ, তাহাতে আবার অনিত্য ; কিন্তু তথাপি—অর্থদ, অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ি হইলেও ক্ষণকাল ভক্তির অনুষ্ঠানেও সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ষষ্ঠে তু গ্রাহয়ামাস প্রহলাদো ভক্তিমর্ভকান্ ।
আসক্তিং দেহগেহাদৌ ত্যাজয়ামাস বোধয়ন্ ॥০॥

'তানাহ করুণো মৈত্র' ইতি পূর্ব্বমুক্তং তৎ কিমাহেত্যত আহ—কৌমারে ধর্ম্মানাচরেৎ। ননু কৌমারে বর্ণাশ্রমধর্ম্মানামনধিকারস্তত্রাহ,—ভাগবতান্ শ্রবণকীর্ত্তনাদীন্ ইহ ভারতভূমৌ। ননু তান্ যৌবনাদাবপি কৃত্বা কৃতার্থীভবতি ? তত্রাহ,—প্রাজ্ঞ ইতি। যদি কৌমারান্ত এব মৃত্যুঃ স্যাত্তর্হি কিং ভবেদিতি প্রকৃষ্টজ্ঞানবান্। ননু তত্র কা চিন্তা জন্মান্তরং তু ভাবি তত্রৈব ভক্তিঃ কার্য্যেতি ? তত্রাহ,—দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম ; তদপি ভাগ্যাল্লব্ধমপ্যধ্রুবং,—অদ্য বর্ত্তমানত্বেঽপি তস্য শ্বঃ স্থিতৌ নিশ্চয়াভাবাৎ। ননু তর্হি তাবন্মাত্র-কালেন কুতো ভক্তিসিদ্ধিস্তত্রাহ,—অর্থদং মুহূর্ত্তমাত্রব্যাপি ভক্তিমতামপি খট্বাঙ্গাদীনাং সিদ্ধিদর্শনাৎ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রহলাদ অসুর বালকগণকে যুক্তিপূর্ব্বক দেহ-গেহাদিতে আসক্তি ত্যাগ করাইয়া ভক্তিপথে আনয়ন করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে 'করুণস্বভাব, মিত্রভাবাপন্ন প্রহলাদ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন', ইহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে কি বলিলেন, ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—কৌমার বয়স হইতেই ধর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য। যদি বলেন—দেখুন, কৌমারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অধিকারই নাই, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ভাগবতান্', শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভাগবত ধর্ম্মের আচরণ করিবে, 'ইহ'—এইভারত ভূমিতেই। যদি বলেন—তাহাও যৌবনাদিতে করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়, তাহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'প্রাজ্ঞঃ', যদি কৌমারেই পরই মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কি হইবে, এইরূপ প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি (কৌমার কাল হইতেই ভাগবত ধর্ম্মের আচরণ করিবে)। যদি বলেন—এই বিষয়ে কি চিন্তা ? জন্মান্তর তো হইবে, তখন পরজন্মে ভক্তির অনুষ্ঠান করা যাইবে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—মনুষ্যজন্ম অতিদুর্ল্লভ, তাহা সৌভাগ্যবশতঃ প্রাপ্ত হইলেও 'অধ্রুব'—(অনিত্য, অল্পকালস্থায়ী), অদ্য থাকিলেও আগামীকল্য পর্য্যন্ত থাকিবে কিনা, ইহাতে কোন নিশ্চয়তা নাই। দেখুন—এত অল্পমাত্র সময়ে কিপ্রকারে ভক্তি সিদ্ধ হইবে ? তাহাতে বলিতেছেন—'অর্থদং', পরমার্থ লাভের উপযোগী এই মনুষ্যদেহ, খট্বাঙ্গ প্রভৃতি ভক্তগণের মুহূর্ত্তকালেই সিদ্ধিলাভ দৃষ্ট হয় ॥ ১ ॥

**যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্ ।
যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ ॥ ২ ॥**

অন্বয়ঃ—ইহ (মনুষ্যজন্মনি) পুরুষস্য (প্রাণিনঃ) বিষ্ণোঃ পাদোপসমর্পণং হি (শ্রীহরেঃ চরণসেবনমেব) যথা (অনুরূপং যোগ্যমিত্যর্থঃ) যৎ (যস্মাৎ) এষঃ (বিষ্ণুঃ) সর্ব্বভূতানাং প্রিয়ঃ আত্মা ঈশ্বরঃ সুহৃৎ (বান্ধবশ্চ ভবতি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—এই মনুষ-জন্মে মানবের শ্রীবিষ্ণুর পাদসেবনই কর্ত্তব্য ; যেহেতু শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বভূতের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃদ্ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ভাগবতধর্ম্মান্ কেন প্রকারেণাচরেদিত্যপেক্ষায়ামাহ,—যথা যেন প্রকারেণ বিষ্ণোঃ পাদয়োরূপ সমীপে সমর্পণং প্রাপ্তির্ভবেত্তথা আচরেদিত্যনুষঙ্গঃ। তমেব প্রকারং চতুর্ব্বিধং ব্যঞ্জয়ন্ বিষ্ণুং বিশিনষ্টি,—যদ্যস্মাদেষ প্রিয় ইত্যাদি। তেন "যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্" ইতি ভগবদুক্তিপ্রামাণ্যেন কান্তাভাবশান্তরতি-দাস্যভাব-সখ্যভাবানাং মধ্যে যেন ভাবেন

উপসর্পিতুমিচ্ছেত্তেনৈবোপসর্পন্ ভাগবতান্ ধর্ম্মানাচরে-দিতি রাগ-ভক্তাবপি বিধির্ব্যঞ্জিতঃ। আত্মতুল্যত্বাদাত্মা সুত ইতি তন্ত্রেণোক্ত্বা পঞ্চৈব ভাবাঃ প্রহলাদেনোপ-দিষ্টা ইতি বা ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই ভাগবত ধর্ম্ম কিপ্রকারে আচরণ করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বলিতেছেন—'যথা', যে প্রকারে বিষ্ণুর পাদপদ্মের সমীপে উপনীত হওয়া যায় (অর্থাৎ তাঁহার শরণাগত হওয়া যায়), সেই-রূপভাবে আচরণ করিতে হইবে। সেই প্রকারই চতুর্ব্বিধরূপে প্রকাশ করতঃ বিষ্ণুর বিশেষ বলিতেছেন —'যদ্ এষঃ' অর্থাৎ যেহেতু ইনি প্রিয় ইত্যাদি। অতএব 'যেষামহং প্রিয়ঃ' (৩।২৫।৩৮), অর্থাৎ আমি যাহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রের ন্যায় স্নেহভাজন, সখাতুল্য বিশ্বাসের আস্পদ, গুরুসদৃশ উপদেষ্টা, সুহৃৎসম হিতকারী, ইষ্টদেবতুল্য পূজনীয়, অর্থাৎ যাহারা এই প্রকারে সর্ব্বতোভাবে আমার ভজন করে, আমার কালচক্র তাহাদিগকে কি কখন গ্রাস করিতে সমর্থ হয়?—ভগবান্ কপিলদেবের এই উক্তির প্রামাণ্যবশতঃ কান্তভাব, শান্তরতি, দাস্যভাব ও সখ্যভাবের মধ্যে যে কোন ভাবে তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা কর, সেইভাবেই তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত ভাগ-বত ধর্ম্মের আচরণ করা কর্ত্তব্য, ইহাতে রাগভক্তিতেও বিধি ব্যক্ত হইল। অথবা—আত্মতুল্যত্বহেতু আত্মা, সুত ইত্যাদি সংক্ষেপে বলিয়া প্রহলাদ পাঁচটি (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর) ভাবই উপদেশ করি-লেন ॥ ২ ॥

———

সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্‌যথা দুঃখমযত্নতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দৈত্যাঃ, দেহিনাং (প্রাণিনাং) দেহযোগেন ঐন্দ্রিয়কম্ (ইন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধজন্যং) সুখং সর্ব্বত্র (পশ্বাদিজন্মসু অপি) অযত্নতঃ (আধু-নিকং প্রযত্নং বিনা অপি) দৈবাৎ (পূর্ব্বাদৃষ্টাদেব) যথা দুঃখং লভ্যতে (তথা লভ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে দৈত্যবালকগণ, প্রাণিগণের দেহ-যোগ-বশতঃ ইন্দ্রিয় ও বিষয়-সম্বন্ধ-জন্য যে সুখ, তাহা পূর্ব্বাদৃষ্ট অনুসারে যত্ন ব্যতীতই দুঃখের ন্যায় মনুষ্য ও পশ্বাদিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—সুখভোগার্থমুদ্যমস্তু মানুষং দেহং প্রাপ্য ন কর্ত্তব্য ইত্যাহ,—সুখমিতি। দেহযোগেনেতি সুখদুঃখে দেহধর্ম্ম-বেবেত্যর্থঃ। 'সর্ব্বত্র' পশ্বাদাবপি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া সুখভোগের জন্য উদ্যম করা কর্ত্তব্য নহে, ইহা বলিতেছেন—'সুখম্' ইত্যাদি (অর্থাৎ দেহপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ বা দুঃখ অদৃষ্টবশতঃ স্বতঃই হইয়া থাকে)। 'দেহযোগেন'—দেহযোগের দ্বারা, ইহা বলায় সুখ ও দুঃখ উহা দেহেরই ধর্ম্ম, এই অর্থ। 'সর্ব্বত্র' বলিতে পশুপ্রভৃতির দেহ লাভ করিলেও প্রাচীন কর্ম্মবশতঃ ঐরূপ সুখ বা দুঃখ লভ্য হয় ॥ ৩ ॥

———

তৎ প্রয়াসো ন কর্ত্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্।
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরাম্বুজম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ প্রয়াসঃ (তদর্থং বিষয়সুখার্থং প্রয়াসঃ) ন কর্ত্তব্যঃ ; যতঃ (যৎপ্রয়াসাৎ) পরং (কেবলম্) আয়ুর্ব্যয়ঃ (আয়ুষঃ ব্যয়ঃ ক্ষয়ঃ এব ভবতি ন কিঞ্চিৎ ফলমিত্যর্থঃ ; যথা) মুকুন্দচরণা-ম্বুজং (ভজন্) ক্ষেমম্ (আত্যন্তিকং ক্ষেমং) বিন্দতে (প্রাপ্নোতি) তথা (বৈষয়িকসুখার্থং যতমানঃ তাদৃশং ক্ষেমং) ন (বিন্দতে) ॥ ৪॥

অনুবাদ—অতএব সুখের জন্য কোন প্রয়াস করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাদৃশ প্রয়াস দ্বারা কেবল আয়ুঃ-ক্ষয়ই হইয়া থাকে। ভগবান্ মুকুন্দের চরণারবিন্দ-ভজনে যেরূপ আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভ হয়, বৈষয়িক-সুখার্থ যত্ন করিলে কখনও তাদৃশ শ্রেয়োলাভ হয় না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তথা তেন প্রকারেণ ক্ষেমং ন বিন্দতে; ক্ষেমমেবাহ,—মুকুন্দেতি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তথা'—বিষয়সুখের আশায় সেইরূপ ক্ষেম লাভ হয় না, ক্ষেম অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিপূর্ব্বক পরমানন্দ অনুভবরূপ পরম মঙ্গল, তাহাই বলিতেছেন—'মুকুন্দ' ইত্যাদি, অর্থাৎ কেবল

মুকুন্দের চরণকমলের সেবাদ্বারাই পরম মঙ্গল লাভ হয় ॥ ৪ ॥

ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভয়মাশ্রিতঃ।
শরীরং পৌরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তস্মাৎ কারণাৎ) কুশলঃ (বিবেকী পুরুষঃ) ভয়ম্ আশ্রিতঃ (সংসারদুঃখাদ্ভীতঃ সন্) পুষ্কলং (সর্ব্বাঙ্গপূর্ণং) পৌরুষ (পুরুষরূপং) শরীরং যাবৎ ন বিপদ্যেত (অঙ্গবিকলতয়া অসমর্থং ন ভবেৎ, তাবৎ শীঘ্রমেব কৌমারমারভ্য এব) ক্ষেমায় (মোক্ষায়) যতেত ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সেই কারণে বিবেকী পুরুষ সংসার-দুঃখ হইতে ভীত না হইয়া, যে পর্য্যন্ত এই পরিপুষ্ট মানবশরীরটী বিপন্ন বা অসমর্থ না হয়, শৈশব হইতে তাবৎকাল পর্য্যন্ত ক্ষেমলাভের জন্য যত্ন করিবেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভয়মাশ্রিত ইতি হরিভজনাভাবে "স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ" ইতি ভয়ং শ্রুত্বেতি বৈধভক্তৌ বিধিরুক্তঃ। পুষ্কলং জরারোগাদ্যভাবাৎ পুষ্টং যত্নসমর্থমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভয়মাশ্রিতঃ'—হরিভজনের অভাবে 'স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়'—এইরূপ ভয় শ্রবণ করিয়া, (এইস্থলে 'ভবমাশ্রিতঃ'—এই পাঠান্তরে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া—এইরূপ অর্থ) বিবেকী পুরুষ প্রেমের সহিত পরম মঙ্গল লাভের নিমিত্ত যত্ন করিবে, ইহাতে বৈধীভক্তিতে বিধি উক্ত হইল। 'পুষ্কলং'—জরা-ব্যাধি প্রভৃতির অভাবে পুষ্ট, যত্নসমর্থ সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ শরীর (যতদিন বিপন্ন না হয়) —এই অর্থ ॥ ৫ ॥

পুংসো বর্ষশতং হ্যায়ুস্তদর্দ্ধঞ্চাজিতাত্মনঃ।
নিষ্ফলং যদসৌ রাত্র্যাং শেতেঽন্ধং প্রাপিতস্তমঃ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—পুংসঃ (মনুষ্যস্য তাবৎ) বর্ষশতম্ হি আয়ুঃ (শতবর্ষপরিমিতঃ জীবনযোগ্যঃ কালঃ; তত্র চ) অজিতাত্মনঃ (পুংসঃ) তদর্দ্ধং চ (তস্য অর্দ্ধং পঞ্চাশদ্বর্ষাত্মকং আয়ুশ্চ) নিষ্ফলম্ (এব যাতি); যৎ (যস্মাৎ) অসৌ (পুরুষঃ তত্র) রাত্র্যাম্ অন্ধং (গাঢ়ং) তমঃ (নিদ্রারূপং) প্রাপিতঃ (সন্ তূষ্ণীং) শেতে (অতস্তস্য শতবর্ষাত্মকে আয়ুষি পঞ্চাশদ্বর্ষাত্মকঃ নিদ্রাকালঃ বিফল এব, জিতাত্মা তু তত্র রাত্রৌ মধ্যমং যামদ্বয়ং নিদ্রাং গত্বা আদ্যন্তযামদ্বয়ে ভগবদ্ভজনং করোতীত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—পুরুষের আয়ুষ্কাল—শতবর্ষ-পরিমিত, তন্মধ্যে আবার অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের আয়ুষ্কাল—উহার অর্দ্ধেকমাত্র অর্থাৎ পঞ্চাশদ্বর্ষ-পরিমিত। তাহার এই আয়ু বৃথাই অতিবাহিত হয়, যেহেতু এই পুরুষ নিদ্রারূপ গাঢ়তমসাচ্ছন্ন হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—আয়ুর্ব্যয়ক্রমমাহ,—পুংস ইতি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরমায়ু-ক্ষয়ের ক্রম বলিতেছেন—'পুংসাং' ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

মুগ্ধস্য বাল্যে কৈশোরে ক্রীড়তো যাতি বিংশতিঃ।
জরয়া গ্রস্তদেহস্য যাত্যকল্পস্য বিংশতিঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং) বাল্যে মুগ্ধস্য (মূঢ়স্য দশবর্ষাণি) কৈশোরে ক্রীড়তঃ (কৌমারে চ দশবর্ষাণি ইত্যেবং বর্ষাণাং) বিংশতিঃ (বিংশতিবর্ষাত্মক আয়ুঃ নিষ্ফল) যাতি; জরয়া গ্রস্তদেহস্য (জরাক্রান্তদেহস্য) অকল্পস্য (লৌকিককার্য্যে অপি অসমর্থস্য বর্ষাণাং) বিংশতিঃ (বৃথা এব) যাতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—বাল্যকালে মুগ্ধাবস্থায় দশবৎসর, কৌমারাবস্থায় ক্রীড়ায় দশবৎসর, এইরূপে বিংশবৎসর বিফলে যায়। আবার, দেহ জরাক্রান্ত হওয়ায় লৌকিককার্য্যে অসমর্থাবস্থায় আরও বিংশবৎসর বৃথা অতিবাহিত হয় ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ক্রীড়ত ইতি বালৈর্বালাভিশ্চ সহ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্রীড়তঃ'—বাল্যে ও কৈশোর অবস্থায় বালক ও বালিকাদিগের সহিত খেলাধূলায় বিংশতি বৎসর চলিয়া যায় ॥ ৭ ॥

দুরাপূরেণ কামেন মোহেন চ বলীয়সা।
শেষং গৃহেষু সক্তস্য প্রমত্তস্যাপযাতি হি ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—গৃহেষু সক্তস্য (অতএব) প্রমত্তস্য (কর্ত্তব্যানুসন্ধানশূন্যস্য) শেষম্ (অবশিষ্টং দশবর্ষাত্মকম্ আয়ুঃ) দুরাপূরেণ (দুঃখৈঃ আসমন্তাৎ পূর্য্যমাণেন) কামেন (বিষয়ভোগাভিলাষাত্মকেন) বলীয়সা মোহেন (অহংতা মমতারূপেণ চ) অপযাতি (বৃথা যাতি ; জিতেন্দ্রিয়ঃ কুশলস্তু তস্মিন্নপি দশবর্ষাত্মকে আয়ুষি ভগবদ্ধর্ম্মমাচরতীতি ভাবঃ) ॥৮॥

অনুবাদ—দুঃখজনক কামে ও বলবান্ মোহে গৃহাসক্ত থাকিয়া কর্ত্তব্যানুসন্ধান শূন্যাবস্থায়ই অবশিষ্ট দশবৎসর পরমায়ু অতীত হইয়া যায় ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—শেষমবশিষ্টমায়ুঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শেষম্'—আয়ুর অবশিষ্ট কাল (গৃহাসক্ত ভোগপ্রমত্ত ব্যক্তির বৃথাই চলিয়া যায় ।) ॥ ৮ ॥

কো গৃহেষু পুমান্ সক্তমাত্মানমজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
স্নেহপাশৈর্দৃঢ়ৈর্বদ্ধমুৎসহেত বিমোচিতুম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—কঃ অজিতেন্দ্রিয়ঃ পুমান্ গৃহেষু (উপলক্ষণতয়া গৃহপুত্রদারাদিষু) সক্তং দৃঢ়ৈঃ (ভগবৎকৃপাং বিনা দুর্মোচনীয়ৈঃ) স্নেহপাশৈঃ বদ্ধম্ আত্মানং বিমোচিতুম্ উৎসহেত (শক্নুয়াৎ) ? ৯ ॥

অনুবাদ—গৃহ অর্থাৎ পুত্র-দারাদিতে আসক্ত এবং দৃঢ়-স্নেহপাশে আবদ্ধ জীবকে কোন্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ মুক্ত করিতে সমর্থ হয় ? ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র তত্র কৃষ্ণং ভজেদিতি বিবেকবত্ত্বেপি ভজনাসামর্থ্যমাহ —ক ইতি । তস্মাৎ কৌমারত এব ভজনে আরভ্যমাণে ভজন এবাসক্ত্যাব্যুৎপদ্যমানয়া অন্যত্রানাসক্ত্যা ভজনং সিদ্ধ্যতি নান্যথেতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সেই কালে কৃষ্ণভজন করা উচিত—এইরূপ বিবেচনা থাকিলেও ভজনের অসামর্থ্য বলিতেছেন—'কঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ একবার ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া গৃহের প্রতি আকৃষ্ট হইলে স্নেহপাশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া কোন্ ব্যক্তি আর উহা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে উৎসাহিত হয় ?) অতএব কৌমার কাল হইতেই ভজন আরম্ভ করিলে, ভজনেই আসক্তির উৎপন্ন হইলে অন্যত্র অনাসক্তিহেতু ভজন সিদ্ধ হয়, অন্যথা (গৃহের প্রতি আকৃষ্ট হইলে) হয় না—এই ভাব ॥ ৯ ॥

কো ন্বর্থতৃষ্ণাং বিসৃজেৎ প্রাণেভ্যোঽপি য ঈপ্সিতঃ।
যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈস্তস্করঃ সেবকো বণিক্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—যঃ (অর্থঃ) প্রাণেভ্যঃ অপি ঈপ্সিতঃ (ইষ্টতমঃ প্রিয়তমঃ) তস্করঃ (চৌরঃ ধনিনাং গৃহপ্রবেশেন) সেবকঃ (সেবয়া) বণিক্ (চ বাণিজ্যেন) প্রেষ্ঠৈঃ (প্রিয়তমৈঃ অপি) অসুভিঃ (প্রাণৈঃ) যম্ (অর্থং) ক্রীণাতি (প্রাণহানিমঙ্গী-কৃত্যাপি যম্ অর্থং সাধয়িতুং প্রবর্ত্ততে) কঃ নু (কো নাম অজিতেন্দ্রিয়ঃ) অর্থতৃষ্ণাং (তাদৃগর্থাকাঙ্ক্ষাং) ত্যজেৎ (ত্যক্তুং শক্নুয়াৎ ? ন কোঽপি সমর্থ ইত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যে অর্থ প্রাণাপেক্ষাও অভীষ্টতর, সেই অর্থের তৃষ্ণা কোন্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় ? তস্কর, নীচ সেবক বা বণিক্ ইহারা নিজের প্রিয়তম প্রাণকে বিপন্ন করিয়াও অর্থোপার্জ্জনের জন্য যত্ন করে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রব্যাসক্তেঃ প্রাবল্যং দর্শয়তি,—কো ন্বিতি । যোঽর্থঃ অর্থস্য প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ত্বমাহ, যম্ অর্থং প্রাণৈঃ ক্রীণাতি প্রাণহানিমঙ্গীকৃত্যৈব তস্করো দ্রব্যার্থং রাত্রৌ ধনিনাং গৃহং প্রবিশতি, সেবকো রাজকীয়ো যুদ্ধাভিমুখং চলতি, বণিক্ সমুদ্রাদি-দুর্গগামী ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্রব্যাসক্তির প্রাবল্য প্রদর্শন করিতেছেন—'কো ন্বর্থতৃষ্ণাং' ইত্যাদি, অর্থপ্রাপ্তির তৃষ্ণা প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়, ইহা বলিতেছেন, 'যম্' —যে অর্থকে লোকে প্রেষ্ঠ প্রাণের বিনিময়ে ক্রয় করে, যেমন তস্কর প্রাণহানি স্বীকার করিয়াও দ্রব্যের বিনিময়ে রাত্রিতে ধনীদের গৃহে গমন করে, রাজকীয় সেবক যুদ্ধাভিমুখে চলে এবং বণিক্ সমুদ্রাদি দুর্গমস্থানে গমন করে ॥ ১০॥

কথং প্রিয়ায়া অনুকম্পিতায়াঃ
সঙ্গং রহস্যং রুচিরাংশ্চ মন্ত্রান্ ।
সুহৃৎসু তৎস্নেহসিতঃ শিশূনাং
কলাক্ষরাণামনুরক্তচিত্তঃ ॥ ১১ ॥

পুত্রান্ স্মরংস্তা দুহিতৄর্হৃদয্যা
ভ্রাতৄন্ স্বসৄর্ব্বা পিতরৌ চ দীনৌ।
গৃহান্ মনোজ্ঞোরুপরিচ্ছদাংশ্চ
বৃত্তীশ্চ কুল্যাঃ পশুভৃত্যবর্গান্ ॥ ১২ ॥

ত্যজেত কোশস্কৃদিবেহমানঃ
কর্ম্মাণি লোভাদবিতৃপ্তকামঃ।
ঔপস্থ্যজৈহ্ব্যং বহুমন্যমানঃ
কথং বিরজ্যেত দুরন্তমোহঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—সুহৃৎসু (দারাপত্যাদিষু বিষয়েষু) তৎস্নেহসিতঃ (তেষাং যঃ স্নেহলক্ষণঃ পাশঃ তেনঃ সিতঃ বদ্ধঃ) অনুরক্তচিত্তঃ তেষু (অনুরক্তচিত্তশ্চঃ জনঃ) অনুকম্পিতায়াঃ (স্নেহযুক্তায়াঃ প্রিয়ায়া রহস্যং (রহসি নির্জনে ভবং) সঙ্গং রুচিরান্ মনোজ্ঞান্) মন্ত্রান্ চ (হিতালাপান্ চ), কলাক্ষরাণাং (কলানি মধুরাণি অক্ষরাণি যেষাং তেষাং) শিশূনাং (সঙ্গং চ কথং ত্যজেৎ)? পুত্রান্ স্মরন্ তাঃ চ (শ্বশুরগেহে স্থিতাঃ হৃদয্যাঃ) হৃদয়ঙ্গমাঃ দুহিতৄঃ (পুত্রীঃ), ভ্রাতৄন্, স্বসৄঃ বা (ভগিনীঃ চ), দীনৌ (বৃদ্ধত্বেন সামর্থ্যরহিতৌ) পিতরৌ চ (মাতাপিতরৌ চ), মনোজ্ঞোরুপরিচ্ছদাংশ্চ (মনোজ্ঞাঃ মনোহরাঃ উরবঃ শ্রেষ্ঠাঃ পরিচ্ছদাঃ ভোগোপকরণানি যেষু তান্) গৃহান্ চ, কুল্যাঃ (কুলপরম্পরাগতাঃ) বৃত্তীঃ চ (জীবিকাশ্চ), পশুভৃত্যবর্গান্ (পশূন্ গাঃ কুঞ্জরাদীন্ চ তথা ভৃত্যবর্গান্ দাসীদাসাদীন্ স্মরণ্ কথং তান্ ত্যজেত? অপিচ) কোশস্কৃৎ ইব (যথা কোশকারী কীটঃ গৃহং কুর্ব্বন্ আত্মনঃ নির্গমায় দ্বারমপি নাবশেষয়তি তথা) লোভাৎ (তত্তৎফললোভাৎ) কর্ম্মাণি ঈহমানঃ (কুর্ব্বন্ তস্মিন্ নিরুদ্ধঃ সন্) অবিতৃপ্তকামঃ ঔপস্থ্যজৈহ্বম্ (ঔপস্থ্যং শৈশ্ন্যং জৈহ্বং চ সুখং শিশ্নোদরজনিতসুখং) বহুমন্যমানঃ (বহু অধিকং মন্যমানঃ অভীষ্টতয়া জানন্) দুরন্তমোহঃ (দুরন্তঃ মোহঃ যস্য সঃ ততঃ) কথং বিরজ্যেত (বিরক্তঃ স্যাৎ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি সুহৃদ্জনের প্রতি অনুরক্তচিত্ত, সে কিরূপে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে? স্নেহশীলা প্রিয়ার নির্জ্জন সঙ্গ স্মরণ করিলে, কে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে? শিশুগণের মধুরাক্ষরযুক্ত মনোজ্ঞ আলাপ স্মরণ করিলে কে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে? আর পুত্র, শ্বশুরগৃহস্থিতা, হৃদয়ঙ্গমা কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী বৃদ্ধতাপ্রযুক্ত সামর্থ্য রহিত পিতা-মাতা, মনোজ্ঞ বহু পরিচ্ছদ ও অন্যান্য ভোগোপকরণযুক্ত গৃহ-সমূহ, কুলপরম্পরাগত বৃত্তি, পশু ও ভৃত্যবর্গাদিকে স্মরণ করিয়া কিরূপেই বা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে? কোশকার কীট যেমন নিজগৃহ নির্ম্মাণ করিতে করিতে নিজের নির্গমনের দ্বারও অবশিষ্ট রাখে না সেইরূপ জীবও তত্তৎফল-লোভবশতঃ কর্ম্ম করিতে করিতে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পূর্ণকাম না হইয়াও শিশ্নোদর-জনিত সুখকেই অভীষ্টবস্তু বলিয়া জ্ঞান করিয়া মোহে অভিভূত হয়। এই প্রকার জীব কিরূপে বিরক্ত হইতে পারে? ১১-১৩ ॥

বিশ্বনাথ—স্ত্রীপুত্রাদ্যাসক্তেঃ প্রাবল্যং দর্শয়তি, কথমিতি। প্রিয়ায়াঃ সঙ্গাদিকং স্মরন্ কথং ত্যজেদিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। মন্ত্রান্ হিতশিক্ষালাপান্, সিতো বদ্ধঃ শিশূনাঞ্চ সঙ্গং, তাঃ শ্বশুরগৃহে স্থিতাঃ হৃদয্যাঃ হৃদয়ঙ্গমাঃ বৃত্তীর্জীবিকাঃ কুল্যাঃ কুলপরম্পরা-প্রাপ্তাঃ। কোশস্কৃৎ কোশকীটঃ স যথা গৃহং কুর্ব্বন্নাত্মনো নির্গমায় দ্বারমরক্ষন্ ম্রিয়তে তথৈব কর্ম্মণি ঈহমানঃ, ঔপস্থ্যং সুখং জৈহ্ব্যঞ্চ সুখম্ ॥ ১১-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্ত্রী, পুত্রাদির প্রতি আসক্তির প্রবলতা দেখাইতেছেন—'কথং প্রিয়ায়াঃ' ইত্যাদি। প্রিয়ার সঙ্গাদি স্মরণ করিয়া, কি প্রকারে তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারে—ইহা তৃতীয় শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। 'মন্ত্রান্'—হিতশিক্ষা আলাপাদি। 'সিতঃ'—বদ্ধ, অর্থাৎ শিশুদের মধুর কথায় যাহাদের চিত্ত অনুরক্ত। 'তাঃ'—শ্বশুরালয়ে অবস্থিত হৃদয়ঙ্গমা কন্যাগণ, 'বৃত্তীঃ'—কুলপরম্পরাপ্রাপ্ত জীবিকা—এই সকল স্মরণ করিয়া কে গৃহত্যাগ করিতে পারে? 'কোশস্কৃৎ'—কোশাকার কীট (গুটি পোকা) যেরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নিজের বাহিরে যাইবার পথ না রাখিয়া মারা যায়, সেইরূপ জীব কর্ম্মসকল করিয়া ঔপস্থ্য ও জিহ্বার সুখকেই বহু মনে করিয়া মোহিত হয়। (অর্থাৎ দুরন্ত মোহাচ্ছন্ন যে ব্যক্তি লোভে অতৃপ্ত কামনা বহন করে এবং উপস্থ হইতে উৎপন্ন ও জিহ্বার স্বাদজনিত সুখকেই বহু

মনে করে, সে আর কি প্রকারে বৈরাগ্যলাভ করিতে পারে ?) ॥ ১১-১৩ ॥

কুটুম্বপোষায় বিয়ন্নিজায়ু-
র্ন বুধ্যতেঽর্থং বিহতং প্রমত্তঃ।
সর্ব্বত্র তাপত্রয়দুঃখিতাত্মা
নির্ব্বিদ্যতে ন স্বকুটুম্বরামঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—প্রমত্তঃ (কুটুম্বাদিষু অতীবাসক্তঃ) কুটুম্বপোষায় (কুটুম্বপোষণনিমিত্তেন কর্ম্মণা) বিয়ৎ (ক্ষীয়মাণং) নিজায়ুঃ (নিজম্ আয়ুঃ) ন বুধ্যতে, (তথা) বিহতম্ অর্থং (পরমপুরুষার্থং ভগবদারাধনাদিপরমানন্দাবাপ্তিলক্ষণং চ ন বুধ্যতে ধনস্য তু বরাটকমাত্রস্য বিঘাতম্ এব বুধ্যতে) ; স্বকুটুম্ব-রামঃ (স্বকুটুম্বে রামঃ রতিঃ যস্য সঃ) সর্ব্বত্র (সর্ব্বস্মিন্ দেশে কালে চ) তাপত্রয়দুঃখিতাত্মা (আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়েণ দুঃখিতঃ আত্মা মনঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ অপি) ন নির্ব্বিদ্যতে (তত্র দুঃখবুদ্ধিং ন করোতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—কুটুম্বাদিতে অতীব আসক্তচিত্ত ব্যক্তি কুটুম্বভরণ-পোষণেই যে নিজ-আয়ুঃ ক্ষয় হইতেছে, তাহা জানিতে পারেন না, আর ভগবদারাধনারূপ পরমার্থ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাও অবগত নহে ; কিন্তু তুচ্ছ কপর্দ্দকমাত্রের ব্যাঘাতও তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করে। স্বকুটুম্বে আসক্তচিত্তব্যক্তি সকল দেশে, সকল কালে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে ক্লিষ্ট হইয়াও নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয় না ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—বিয়ৎ ক্ষীয়মাণং নিজমায়ুঃ পুরুষার্থঞ্চ হতং ন বুদ্ধ্যত বটিকামাত্রস্যাপ্যপচয়ন্ত বুদ্ধ্যত এবেতি ভাবঃ। তদপি তস্মান্ন নির্ব্বিদ্যতে ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিয়ৎ'—ক্ষীয়মাণ নিজের পরমায়ু এবং পরমার্থ (ভগবদারাধনাদিরূপ পরমানন্দ) যে বিনষ্ট হইতেছে, তাহা কুটুম্বাসক্ত ব্যক্তি বুঝিতে পারে না, অথচ বটিকামাত্র অপচয়ও লক্ষ্য করে—এই ভাব। তথাপি তাহা হইতে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হয় না ॥ ১৪ ॥

বিত্তেষু নিত্যাভিনিবিষ্টচেতা
বিদ্বাংশ্চ দোষং পরবিত্তহর্ত্তুঃ।
প্রেত্যেহ বাথাপ্যজিতেন্দ্রিয়স্ত-
দশান্তকামো হরতে কুটুম্বী ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—বিত্তেষু (ধনাদিষু) নিত্যাভিনিবিষ্ট-চেতাঃ (নিত্যম্ অভিনিবিষ্টং চেতঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ) অজিতেন্দ্রিয়ঃ কুটুম্বী (গৃহস্থঃ) পরবিত্তহর্ত্তুঃ (পরধন-হারিণঃ) প্রেত্য মরণানন্তরং যমযাতনাদিরূপম্) ইহ বা (স্বামিদণ্ডরাজদণ্ডাদিরূপং) দোষং (যদ্যপি) বিদ্বান্ (জানাতি) অথ অপি অশান্তকামঃ (সন্) তৎ (পরবিত্তং) হরতে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অজিতেন্দ্রিয় কুটুম্ব-ভরণপোষণকারী ব্যক্তি ধনাদিতে নিত্যাভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়া পরবিত্ত-হরণকারীর মরণান্তর যম-যাতনা, আর ইহলোকে রাজদণ্ডাদিরূপ দোষ জানিয়াও সে অশান্তাভিলাষ-প্রযুক্ত পরবিত্ত হরণ করে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রেত্য নরকলক্ষণং ইহ চ রাজদণ্ডাদি-রূপং দোষং যদ্যপি বিদ্বান্ তত্তদপি তানি বিত্তানি হরতে ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রেত্য'—পরলোকে নরক-ভোগ এবং ইহলোকে রাজদণ্ডাদিরূপ দোষ, যদিও ইহা জানে, তথাপি (অজিতেন্দ্রিয় অশান্তকাম ব্যক্তি কুটুম্বের দায়ে) পরের বিত্ত হরণ করে ॥ ১৫ ॥

বিদ্বানপীত্থং দনুজাঃ কুটুম্বং
পুষ্ণন্ স্বলোকায় ন কল্পতে বৈ।
যঃ স্বীয়পারক্যবিভিন্নভাব-
স্তমঃ প্রপদ্যেত যথা বিমূঢ়ঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দনুজাঃ, বিদ্বান্ অপি (বহুশাস্ত্রজ্ঞোঽপি) যঃ বিমূঢ়ঃ যথা (মুর্খবৎ) স্বীয়-পারক্যবিভিন্নভাবঃ (স্বীয়মিদং পারক্যমিদম্ ইতি বিভিন্নঃ ভাবঃ ভাবনা যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) তমঃ (অজ্ঞানং) প্রপদ্যেত (সঃ অপি) ইত্থম্ (অত্যাসক্ততয়া) কুটুম্বং পুষ্ণন্ (বর্ণিতপ্রকারেণ স্বজনং পালয়ন্) স্বলোকায় (আত্মপরামর্শায়) ন বৈ কল্পতে (সমর্থঃ নৈব ভবতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে দানবগণ, "ইহা আমার, আর ইহা অন্যের" এইরূপ ভিন্নভাব পোষণ করিয়া পণ্ডিত-ব্যক্তিও অত্যাসক্তিনিবন্ধন কুটুম্ব পালন করিতে

করিতে আত্মবিষয়ক পরামর্শ লইতে সমর্থ হন না ; কিন্তু বিমূঢ় হইয়া অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিদ্বানপি শাস্ত্রজ্ঞোঽপি স্বলোকায় কোঽহম্ কিং করোমীতি স্বমবলোকিতুমিত্যর্থঃ, যথা বিমূঢ়স্তথৈব ; হে দনুজাঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিদ্বান্ অপি'—শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিও 'স্বলোকায়'—কে আমি কি করিতেছি—এরূপ নিজেকে জানিবারও অবসর পায় না, যেমন 'বিমূঢ়ঃ' মূর্খ ব্যক্তি তমোগুণের বশীভূত হইয়া 'ইহা আমার, উহা অপরের' এইরূপ দ্বৈতভাবে পড়িয়া থাকে। 'হে দনুজাঃ'—হে দৈত্যগণ ! ১৬ ॥

———

যতো ন কশ্চিৎ ক্ব চ কুত্রচিদ্বা
দীনঃ স্বমাত্মানমলং সমর্থঃ ।
বিমোচিতুং কামদৃশাং বিহার-
ক্রীড়ামৃগো যন্নিগড়ো বিসর্গঃ ॥ ১৭ ॥
ততো বিদূরাৎ পরিহৃত্য দৈত্যা
দৈত্যেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু ।
উপেত নারায়ণমাদিদেবং
স মুক্তসঙ্গৈরিষিতোঽপবর্গঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দৈত্যাঃ যতঃ (যস্মাৎ) কশ্চিৎ ক্ব চ (কুত্রচিদ্ দেশে) কুত্রচিদ্বা (কালে) অজ্ঞানী (ভগবদ্ভাববিমুখঃ) স্বম্ আত্মানং বিমোচিতুং (বিমোচয়িতুম্) অলম্ (অত্যর্থং) সমর্থঃ ন (এব স্যাৎ যতঃ) দীনঃ (কামলম্পটঃ) কামদৃশাং (কামঃ দৃশি যাসাং তাসাং স্ত্রীণাং) বিহারক্রীড়া-মৃগঃ (বিহারে ক্রীড়া বিষয়ে মৃগঃ ক্রীড়ামৃগঃ, বানরতুল্যঃ এব তাসাং স ইত্যর্থঃ) যন্নিগড়ঃ বিসর্গঃ (কিঞ্চ যৎ যাসু নিগড়ঃ শৃঙ্খলাতুল্যঃ বিসর্গঃ পুত্রাদিরূপঃ ভবতি) ততঃ (তস্মাৎ) বিদূরাৎ (দূরতঃ এব) বিষয়াত্মকেষু দৈত্যেষু (বিষয়রক্তেষু) (দৈত্যেষু) সঙ্গং পরিহৃত্য (ত্যক্ত্বা) আদিদেবং নারায়ণম্ (এব) উপেত (শরণং ব্রজত অতঃ) মুক্তসঙ্গৈঃ (আসক্তি-রহিতৈঃ ভগবদ্ভক্তৈঃ) ইষিত (ইষ্টঃ) সঃ অপবর্গঃ (পরমানন্দরূপঃ মোক্ষঃ এব ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ১৭-১৮ ॥

অনুবাদ—হে দৈত্যগণ, কোন-দেশে বা কোন-কালে জ্ঞানহীন ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তি নিজেকে মুক্ত করিতে পারে না ; সেই কাম-লম্পট ব্যক্তিগণ বিহারার্থ স্ত্রীগণের ক্রীড়ামৃগতুল্য হইয়া পড়ে, পুত্র-পৌত্রাদিই তাহার বন্ধন-শৃঙ্খলতুল্য হয়। অতএব বিষয়াসক্ত দৈত্যগণের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া আদিদেব শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হও। তিনিই আসক্তিরহিত ভগবদ্ভক্তগণের অভীষ্ট অপবর্গ-স্বরূপ ॥ ১৭-১৮ ॥

বিশ্বনাথ—যতঃ কুটুম্বাৎ ক্বাপি দেশে কুত্রচিদপি কালে সমর্থঃ শাস্ত্রজ্ঞানাদিসামর্থ্যবানপি কশ্চিদপি আত্মানং স্বীয়ং বা বিমোচয়িতুং অলং ন শক্নোতি। বিহারমিতি পাঠে,—আত্মানমিত্যস্য বিশেষণম্ ; সমাস-পাঠে কর্তৃবিশেষণম্। যাঃ কামদৃশঃ এব নিগড়ো যত্র তথাবিধঃ সর্গো জন্ম ভবেৎ। অপবর্গঃ সংসারবন্ধবিমোচকঃ, ইষিতঃ ইষ্টঃ ॥ ১৭-১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যতঃ'—যে কুটুম্ব হইতে কোন দেশে কোন কালেও, 'সমর্থঃ'—শাস্ত্রজ্ঞানাদি সামর্থ্যযুক্ত কোন ব্যক্তিও নিজে নিজেকে মুক্ত করিতে সমর্থ হয় না (অতএব নারায়ণের শরণ গ্রহণ কর)। 'বিহারম্'—এইরূপ পাঠে উহা আত্মার বিশেষণ (অর্থাৎ কামনাতেই নিবদ্ধ যে মন), আর সমাসপাঠে (বিহার-ক্রীড়ামৃগঃ এই পাঠে)—উহা কর্তার বিশেষণ, অর্থাৎ বিহার বলিতে ক্রীড়ার নিমিত্তে যে বানরতুল্য। (অর্থাৎ ভোগে আসক্ত মানুষ, যাহাদের দৃষ্টিতে কামনা, তাহাদের ক্রীড়ামৃগ বা বিহারের সাধন হইয়া শৃঙ্খলের তুল্য পুত্র-কন্যার বন্ধনে পড়ে।) 'যাঃ কামদৃশঃ'—কামেতে যে দৃষ্টি, উহাই বন্ধন, তাহাতেই পুত্রাদিরূপে জন্ম হইয়া থাকে। 'অপবর্গঃ' —বলিতে যাহা সংসার-বন্ধনের বিমোচক, 'ইষিতঃ' —ইষ্ট, অর্থাৎ বিমুক্তসঙ্গ মুনিগণ উহাই অভিলাষ করেন ॥ ১৭-১৮ ॥

———

ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ ।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অসুরাত্মজাঃ, সর্ব্বভূতানাং (স্থাবরজঙ্গমাত্মকানাম্) আত্মত্বাৎ (ইত্যনেন ন তস্য কিঞ্চিৎ অপেক্ষিতমিতি সূচিতম্, অতএব) ইহ সর্ব্বতঃ (সর্ব্বস্মিন্ দেশে কালে চ) সিদ্ধত্বাৎ (বর্ত-

মানত্বাৎ অচ্যুতং প্রীণয়তঃ (প্রসন্নং কুর্ব্বতঃ পুংসঃ কর্ম্মান্তরবৎ) বহ্বায়াসঃ ন হি (নাস্ত্যেব) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে অসুরনন্দনগণ, ভগবান্ শ্রীহরি-সর্ব্বভূতের আত্মা ; তাঁহার আরাধনায় বাল্য বা বার্দ্ধকাদি কিছুরই অপেক্ষা নাই। তিনিই এ-সংসারে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে প্রসিদ্ধ। এই অচ্যুতকে প্রসন্ন করা বহু আয়াসের কার্য্য নহে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রীণয়তঃ পরিচর্য্যয়া প্রীণয়িতুং ন বহ্বায়াসঃ ; যথা কুটুম্বং প্রীণয়ত ইতি ভাবঃ। ন চ তস্যান্বেষণে শ্রমঃ আত্মবৎ হৃদ্যেব বর্ত্তমানত্বাৎ, ন চ তৎপ্রীণনেঽপি শ্রমঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বৈরপি প্রকারৈর্মানসৈরপ্যুপচারৈস্তৎপ্রীণনস্য সিদ্ধত্বাৎ, তথা অচ্যুতং প্রীণয়ানীতি সঙ্কল্পমাত্রেণাপি প্রীতেঃ সিদ্ধত্বাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদ্যতমেনাপি বা সিদ্ধত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রীণয়তঃ'—ভগবান্ অচ্যুতের পরিচর্য্যার দ্বারা প্রীতিবিধান করা বহু আয়াস-সাধ্য নহে, যেমন কুটুম্বগণের সন্তোষ-বিধান আয়াস-সাধ্য—এই ভাব। আর তাঁহার অন্বেষণেও কোন পরিশ্রম নাই, যেহেতু তিনি সকলের আত্মা বলিয়া হৃদয়েই বিদ্যমান রহিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁহার প্রীতি-সম্পাদনেও কোনই শ্রম নাই, 'সর্ব্বতঃ'—সর্ব্ব-প্রকারে, এমন কি মানস উপচারের দ্বারাও তাঁহার প্রীতি-বিধান করা যায়, আর, অচ্যুতকে প্রীতি করিব —এই প্রকার সঙ্কল্পমাত্রেও প্রীতি সিদ্ধ হয়, অথবা শ্রবণ, কীর্ত্তনাদির দ্বারাও তাঁহার সন্তোষণ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

পরাবরেষু ভূতেষু ব্রহ্মান্তস্থাবরাদিষু।
ভৌতিকেষু বিকারেষু ভূতেষ্বথ মহৎসু চ ॥ ২০ ॥
গুণেষু গুণসাম্যে চ গুণব্যতিকরে তথা।
এক এব পরো হ্যাত্মা ভগবানীশ্বরোঽব্যয়ঃ ॥ ২১॥
প্রত্যগাত্মস্বরূপেণ দৃশ্যরূপেণ চ স্বয়ম্।
ব্যাপ্যব্যাপকনির্দ্দেশ্যো হ্যনির্দ্দেশ্যোঽবিকল্পিতঃ ॥২২॥
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ।
মায়য়ান্তর্হিতৈশ্বর্য্য ঈয়তে গুণসর্গয়া ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মান্তস্থাবরাদিষু (ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখঃ অন্তঃ যেষাং স্থাবরঃ বৃক্ষাদিঃ আদিঃ যেষাং তেষু) পরাবরেষু (উত্তমাধমেষু) জীবেষু (প্রাণিষু) ভৌতিকেষু বিকারেষু পৃথ্ব্যাদি পঞ্চমহাভূতকার্য্যেষু জড়েষু ঘট-পটাদিষু) অথ মহৎসু চ ভূতেষু (আকাশাদিষু) গুণেষু (সত্ত্বরজস্তমঃসু) গুণসাম্যে চ (প্রধানে) তথা গুণব্যতিকরে (গুণবৈষম্যবতি মহদহঙ্কারাদৌ) একঃ এব পরঃ (ব্রহ্মস্বরূপঃ) আত্মা ভগবান্ ঈশ্বরঃ অব্যয়ঃ স্বয়ং প্রত্যগাত্মরূপেণ (প্রত্যগাত্মা দ্রষ্টা ভোক্তা তৎস্বরূপেণ সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপেণ) দৃশ্যরূপেণ ব্যাপ্য-ব্যাপকনির্দ্দেশ্যঃ (প্রত্যগাত্মরূপেণ ব্যাপকতয়া নির্দ্দেশ্যঃ, দৃশ্যং ভোগ্যং দেহাদি তদ্রূপেণ চ ব্যাপ্যতয়া নির্দ্দেশ্যঃ) অনির্দ্দেশ্যঃ (বস্তুতঃ অতিসূক্ষ্মত্বাৎ অনি-র্দ্দেশ্যঃ নির্দ্দেষ্টুমশক্যঃ অপি) অবিকল্পিতঃ (ভেদ-রহিতঃ অপি) কেবলানুভবানন্দঃ (কেবল অনুভবা-ত্মকঃ জ্ঞানস্বরূপঃ আনন্দঃ এব স্বরূপং যস্য তাদৃশঃ) পরমেশ্বরঃ (পরমপুরুষঃ ভগবান্) অন্তর্হিতৈশ্বর্য্যঃ (অন্তর্হিতম্ আচ্ছাদিতং স্বৈশ্বর্য্যং স্বরূপং যেন সঃ তাদৃশঃ সন্ অপি) গুণসর্গয়া (গুণাত্মকঃ সর্গঃ যস্যা তয়া) মায়য়া ঈয়তে (পরিচ্ছিন্নবৎ কল্প্যতে) ॥ ২০-২৩ ॥

অনুবাদ—স্থাবর-পদার্থ হইতে ব্রহ্মা-পর্য্যন্ত উত্তমাধম জীবসমূহে ও ভৌতিক বিকারসমূহে অর্থাৎ পৃথ্ব্যাদি পঞ্চ মহাভূতের কার্য্য ঘটপটাদিতে, মহত্তত্ত্বাদিতে ও আকাশাদি পঞ্চভূতে, সত্ত্ব-রজস্তমোগুণসমূহে, প্রকৃতিতে এবং গুণবৈষম্যে অর্থাৎ অহঙ্কারাদিতে সেই এক পরব্রহ্মই আত্মা, ভগবান্, বা ঈশ্বর, যিনি অব্যয়, যিনি প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ দ্রষ্টৃরূপে সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী, যিনি ব্যাপ্য-ব্যাপকরূপে নির্দ্দেশ্য ; কিন্তু বস্তুতঃ অনি-র্দ্দেশ্য ও ভেদ-রহিত হইয়াও যিনি অনুভবাত্মক জ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর, তিনি স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া গুণসৃষ্টির কারণীভূত মায়া-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বস্তুর ন্যায় মিথ্যা কল্পিত হন ॥ ২০-২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলং স স্বহৃদয়এব বর্ত্তমানঃ পরিচরণীয়ঃ, অপিতু সর্ব্বত্রৈব বর্ত্তমানঃ সর্ব্বসম্মানেনৈব সন্তোষণীয় ইত্যুপদেষ্টুং তস্য সার্ব্বত্রিকীং সার্ব্বকালিকীঞ্চ সত্তামাহ দ্বাভ্যাম্। পরাবরেষু উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টেষু ভূতেষু জীবেষু ব্রহ্মা অন্তো যেষাং স্থাবর আদির্যেষাং তেষু। ভৌতিকেষ্বজীবেষু ঘটাদিষু চ মহৎসু ভূতেষ্বাকাশাদিষু গুণসাম্যে প্রধানে

গুণ-ব্যতিকরে মহত্তত্ত্বাদৌ পরঃ ভূতাদিভ্যঃ প্রাকৃতেভ্যঃ প্রকৃতেশ্চ সকাশাদন্য একঃ পরব্রহ্মেতি আত্মা পরমাত্মা ইতি ভগবানিতি শব্দত্রয়বাচ্য ঈশ্বর ঈয়ত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কীদৃশঃ ? অব্যয়ঃ সর্ব্বেষ্বপি কালেষ্বপক্ষয়শূন্যঃ। ননু স জ্ঞায়তে চেদিদমিত্থং-কারেণ নির্দ্দিশ্যতামিত্যত আহ,—প্রত্যগাত্মেতি প্রতীচাং সর্ব্বজীবানামাত্মা পরমাত্মা পরস্বরূপেণ ব্যাপকঃ দৃশ্যং জগৎ তদ্রূপেণ ব্যাপ্য ইত্যেব ব্যাপ্য-ব্যাপক-নির্দ্দেশ্যঃ, বস্তুতঃ স্বয়ং হ্যনির্দ্দেশ্যঃ ; অনির্দ্দেশ্যোঽপি বিকল্পিতঃ উপাসকভেদৈর্ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবানিত্যেবং বিকল্পবিষয়ীকৃতোঽপি কেবল একোঽনুভবাত্মক আনন্দ এব স্বরূপং যস্য সঃ। এবং সর্ব্বত্র স্বস্বরূপভূতৈশ্বর্য্যেণ প্রকটমেব বিরাজমানোঽপি মায়য়া স্বাবিদ্যয়া হেতুনা জীবৈর্দ্রষ্টুমশক্যত্বাদন্তর্হিতৈশ্বর্য্য ঈয়তে, কীদৃশ্যা ? গুণানাং ইন্দ্রিয়ৈরনুভূয়মানানাং শব্দাদীনাং সর্গঃ সৃষ্টির্যতস্তয়েতি শব্দাদয় এবানুভাব্যন্তে ন তু তত্রৈব সন্নপীশ্বরঃ। ঈশ্বরং প্রতি তয়া স্ববৃত্ত্যা অবিদ্যয়া জীবদৃষ্টেরাবরণাত্তেন "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" ইতি ভগবদুক্তেস্তত্তক্ত্যৈব মায়াতরণে সতি স যথাযোগং ভক্তিতারতম্যেন নির্দ্দেশ্যোঽপি ভবতীতি ভাবঃ॥ ২০-২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবল নিজ হৃদয়েই বর্ত্তমান তাঁহাকে পরিচর্য্যা করিতে হইবে, তাহা নহে, কিন্তু সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান তাঁহাকে সকলের প্রতি সম্মানের দ্বারাই সন্তোষবিধান করিতে হইবে, ইহা উপদেশ দিবার জন্য তাঁহার সার্ব্বত্রিকী ও সার্ব্বকালিকী সত্তা বলিতেছেন দুইটি শ্লোকে। 'পরাবরেষু'—উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট সকল প্রাণীতে অর্থাৎ স্থাবরাদি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে। 'ভৌতিকেষু'—পাঞ্চভৌতিক বিকার অজীব ঘটাদিতে, আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতে, গুণসাম্যাবস্থা প্রকৃতিতে ও গুণ-ব্যতিকর মহত্তত্ত্বাদিতে এবং 'পরঃ'—ভূতাদি, প্রাকৃত এবং প্রকৃতি হইতে ভিন্ন (অর্থাৎ ব্যক্তাব্যক্ত উভয়রূপে) এক পরব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ এই শব্দ-ত্রয়ের যিনি বাচ্য, তিনি ঈশ্বর (সর্ব্বনিয়ামক) বলিয়া কল্পিত হন—ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বিত হইবে। কিপ্রকার তিনি ? তাহাতে বলিতেছেন—অব্যয়, সমস্ত কালে অপক্ষয়-শূন্য। যদি বলেন—যদি তাঁহাকে জানা যায়, তাহা হইলে 'তিনি এইরূপ'—এইভাবে নির্দ্দেশ করুন, তাহাতে বলিতেছেন—তিনি প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ দ্রষ্টৃরূপে সর্ব্বজীবের আত্মা (অন্তর্য্যামী), পরমাত্মা পরস্বরূপে ব্যাপক এবং দৃশ্য জগৎ তাহার দ্বারা বাপ্য, অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে, বাপ্য ও ব্যাপকরূপে তিনি নির্দ্দেশ্য, বস্তুতঃ কিন্তু তিনি নিজে অনির্দ্দেশ্য। অনির্দ্দেশ্য হইলেও 'বিকল্পিতঃ'—উপাসকগণের ভেদবশতঃ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্, এইরূপ বিকল্পের (বিবিধ কল্পনার) বিষয়ীভূত হইলেও তিনি কেবল অবিমিশ্র আনন্দ অনুভবস্বরূপ। এইভাবে সর্ব্বত্র স্ব-স্বরূপভূত ঐশ্বর্য্যের দ্বারা প্রকটরূপে বিরাজমান থাকিলেও, মায়ার দ্বারা অর্থাৎ নিজের অবিদ্যাহেতু জীব তাঁহাকে দেখিতে অসমর্থ বলিয়া তিনি নিজের ঐশ্বর্য্য অন্তর্হিত করিয়া রাখেন। কিরূপ মায়ার দ্বারা ? তাহাতে বলিতেছেন—'গুণ-সর্গয়া', গুণসকলের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা অনুভূয়মান শব্দাদির সর্গ বলিতে সৃষ্টি যাহা হইতে, সেই মায়ার দ্বারা, ইহাতে শব্দাদিই অনুভূত হয়, কিন্তু সেখানে অবস্থিত থাকিলেও ঈশ্বর অনুভূত হন না। মায়ার বৃত্তি অবিদ্যার দ্বারা জীবের দৃষ্টিআবৃত থাকায় সেই ঈশ্বরকে জীব জানিতে পারে না। অতএব 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী' (শ্রীগীতা—৭।১৪), অর্থাৎ এই ত্রিগুণময়ী জীববিমোহিনী মায়া আমারই বহিরঙ্গা শক্তি, ইহা দুরতিক্রমণীয়া হইলেও যাঁহারা আমারই শরণাগত হন, তাঁহারা এই মায়া-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন—শ্রীভগবানের এই উক্তিবশতঃ তাঁহার প্রতি ভক্তির দ্বারাই এই মায়া উত্তীর্ণ হইলে, তিনি যথাযোগ্য ভক্তির তারতম্যহেতু নির্দ্দেশ্যও হইয়া থাকেন (অর্থাৎ ভক্তির দ্বারাই তিনি লভ্য)—এই ভাব ॥ ২০-২৩॥

মধ্ব—

অন্তর্য্যামী প্রত্যগাত্মা ব্যাপ্তঃ কালো হরিঃ স্মৃতঃ।
প্রকৃত্যা তমসাবৃতত্বাৎ হরেরৈশ্বর্য্যং ন জ্ঞায়তে॥
ইতি চ। ২২-২৩॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদম্।
ভাবমাসুরমুন্মুচ্য যয়া তুষ্যত্যধোক্ষজঃ॥ ২৪॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু আসুরং ভাবং (দ্বেষাদিকম্) উন্মুচ্য (পরিত্যজ্য) সৌহৃদং (মৈত্রীং) দয়াং (তদ্দুঃখপ্রহাণেচ্ছাং) কুরুত যয়া (দয়য়া) অধোক্ষজঃ (অতীন্দ্রিয়ঃ ভগবান্) তুষ্যতি (পরিতুষ্টঃ ভবতি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সুতরাং হে দৈত্যবালকগণ, যে কার্য্যের দ্বারা ভগবান্ অধোক্ষজ পরিতুষ্ট হন, তোমরা দ্বেষাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বভূতে সেই দয়া এবং মৈত্রী বিধান কর ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—যতো ভক্তিগম্য এব ভগবান্ সা চ ভক্তিঃ সর্ব্বভূতেষু দয়া-সৌহৃদাভ্যাং সুস্থিরা নির্ব্বিঘ্না ভবত্যতস্তে বিধত্তে,—তস্মাদিতি। সৌহৃদং স্নেহঞ্চ সর্ব্বাণীমানি ভূতানি ভগবচ্ছক্তিময়ত্বাত্তগবদ্রূপাণ্যেব স্বরূপেণাপি সর্ব্বত্রৈবৈতেষু স মৎপ্রভুর্বিরাজিত এব শ্রীমদ্‌গুরুবৈষ্ণবকৃপয়া যদি মাং ভক্তিদেবী স্বীকরিষ্যতি, তদা সোঽপি সাক্ষাৎ দ্রষ্টব্য ইতি বুদ্ধ্যেতি ভাবঃ ; যয়া দয়য়া সৌহৃদেন চ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু ভক্তিগম্যই ভগবান্ এবং সেই ভক্তি সর্ব্বজীবে দয়া ও সৌহৃদের দ্বারা সুস্থির ও নির্ব্বিঘ্ন হয়, অতএব তাহার বিধান করিতে উপদেশ দিতেছেন—'তস্মাৎ' ইত্যাদি (অর্থাৎ দানবভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল জীবের প্রতি দয়া ও প্রীতি কর। ইহাতেই অধোক্ষজ শ্রীবিষ্ণু প্রসন্ন হইবেন)। 'সৌহৃদং'—স্নেহ, অর্থাৎ সমস্ত জীবই ভগবানের শক্তিময়ত্বহেতু ভগবানের রূপই, স্বরূপেও এই সকলের মধ্যে সেই আমার প্রভুই বিরাজিত রহিয়াছেন, শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবগণের কৃপায় যদি ভক্তিদেবী আমাকে অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে সেই ভগবান্‌ও আমার সাক্ষাৎদৃষ্ট হইবেন, এই বুদ্ধিতে সর্ব্বজীবে দয়া ও মৈত্রীবিধান কর—এই ভাব ॥ ২৪ ॥

মধ্ব—বিষ্ণোর্গৃহত্বাদ্ভূতেষু দয়া কার্য্যা বিজানতা ইতি চ ॥ ২৪ ॥

> তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে
> কিং তৈর্গুণব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধাঃ।
> ধর্ম্মাদয়ঃ কিমগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন
> সারং জুষাং চরণয়োরুপগায়তাং নঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—তত্র (তস্মিন্) অনন্তে (অনন্তগুণে) আদ্যে (সর্ব্বকারণভূতে ভগবতি) তুষ্টে চ (সতি তদ্ভক্তানাং) কিম্ অলভ্যং (কিং দুর্ল্লভং ন কিঞ্চিৎ ইত্যর্থঃ); গুণব্যতিকরাৎ (কর্ম্মানুগুণসত্ত্বাদিগুণপরিণামাৎ দৈবাৎ এব) ইহ (লোকে) স্বসিদ্ধাঃ (স্বতঃ সিদ্ধাঃ) যে ধর্ম্মাদয়ঃ (ধর্ম্মার্থ-কামরূপাঃ পুরুষার্থাঃ) তৈঃ চরণয়োঃ (ভগবচ্চরণয়োঃ) সারং জুষাং (সারগ্রাহিণাং পরমানন্দমনুভবতাং) উপগায়তাং (তদ্‌গুণান্ স্তুবতাং) নঃ (অস্মাকং) কিং (ফলং ? ন কিমপি ইত্যর্থঃ) অগুণেন (নির্গুণে ঈশ্বরে লয়াত্মকেন মোক্ষেণ অপি) কাঙ্ক্ষিতেন কিম্ ? (ন কিমপি প্রয়োজনমিত্যর্থঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—সকলের আদি এবং অনন্তগুণ ও সর্ব্বকারণস্বরূপ সেই ভগবান্ পরিতুষ্ট হইলে ভক্তগণের কি আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে ? সত্ত্বাদি গুণের পরিণাম-বশতঃ যে সকল ধর্ম্মাদি নিষ্পন্ন হয়, তদ্দ্বারাই বা কি ফল হইবে ? তদীয় পদারবিন্দ-সেবারত ও তদ্‌গুণস্তবকারী ও সারগ্রাহী আমাদের পক্ষে ঈশ্বরে সাযুজ্য-মোক্ষেই বা প্রয়োজন কি ? ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তস্মিন্ তুষ্টে তৈর্ধর্ম্মাদিভিঃ কাঙ্ক্ষিতৈঃ কিং ন কিমপি ফলমিত্যর্থঃ। যে গুণানাং ব্যতিকরাৎ পরিণামাৎ ইহ জগতি স্বত এব সিদ্ধাঃ, অগুণেন মোক্ষেণ চ কিম্ ? যতঃ চরণয়োঃ সারং জুষাং সেবমানানাং উপ মোক্ষাদপ্যাধিক্যেন গায়তামিতি চরণয়োঃ কমলত্বং সারস্য-সৌরভ্য-মাধুর্য্যাদিত্বং তৎসেবিনাং ভ্রমরত্বমারোপিতং, ভ্রমরত্বেন স্বাভাবিকং কাঙ্ক্ষিতান্তরশূন্যত্বং ব্যঞ্জিতম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানবাদ—তারপর সেই ভগবান্ তুষ্ট হইলে, সেই সকল ধর্ম্মাদির আকাঙ্ক্ষার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ? কোনই ফল নাই—এই অর্থ। গুণসকলের ব্যতিকর অর্থাৎ পরিণামবশতঃ দৈবাৎ অযত্নসিদ্ধ ধর্ম্মাদি ফলে কি হইবে ? 'অগুণেন চ' —আর গুণাতীত মোক্ষের আকাঙ্ক্ষায় বা কি ফল ? যেহেতু 'চরণয়োঃ সারং জুষাং'—চরণযুগলের সুধাসার সেবনকারী আমাদের মোক্ষের প্রয়োজন নাই। 'উপ-গায়তাং'—'উপ' অর্থাৎ মোক্ষ হইতে আধিক্যরূপে স্তবকারী আমাদের। ইহাতে চরণযুগলের কমলত্ব, সারস্য, সৌরভ্য ও মাধুর্য্যাদি উক্ত হইল

এবং তৎসেবিগণের ভ্রমরত্ব আরোপিত হইল, এবং ভ্রমরত্বরূপে স্বাভাবিক অন্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষাশূন্যত্ব ব্যঞ্জিত হইল ॥ ২৫ ॥

মধ্ব—কাঙ্ক্ষতে মোক্ষগমপি সুখং নাকাঙ্ক্ষতো যথা ইতি চ ॥ ২৫ ॥

———

ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়-দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মার্থকাম ইতি যঃ ত্রিবর্গঃ অভিহিতঃ (উক্তঃ) ঈক্ষা (আত্মবিদ্যা) ত্রয়ী (কর্ম্মবিদ্যা) নয়দমৌ (তর্কঃ দণ্ডনীতিশ্চ) বিবিধা (কৃষ্যাদিরূপা) চ বার্ত্তা (জীবিকা কথিতা) তৎ এতৎ অখিলং (সমস্তমেব) নিগমস্য (ত্রৈগুণ্যবিষয়স্য বেদস্য প্রতিপাদ্যম্ অতএব অসত্যং) মন্যে। পরমস্য পুংসঃ স্বসুহৃদঃ (হৃদয়বন্ধোঃ) স্বাত্মার্পণম্ (আত্মনিবেদনমেব) সত্যং (যথার্থং মন্যে ইতি শেষঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম, এই তিনটি ত্রিবর্গ বলিয়া অভিহিত। তন্মধ্যে আত্মবিদ্যা, কর্ম্মবিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি এবং কৃষি প্রভৃতি বিবিধ জীবিকা, এই সমস্তই ত্রৈগুণ্যবিষয় বেদের প্রতিপাদ্য, সুতরাং ইহাদিগকে আমি নশ্বর বলিয়া মনে করি; পক্ষান্তরে, পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুতে যে আত্মনিবেদন, উহাকেই আমি 'যথার্থ সত্য' বলিয়া মনে করিয়া থাকি ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু চ ধর্ম্মাদেরপুরুষার্থত্বে কথং স এব গুরুপুত্রাভ্যাং বেদোক্তত্বেনোক্তস্তত্রাহ,—ধর্ম্মার্থ ইতি। ঈক্ষা আত্মবিদ্যা কর্ম্মবিদ্যা নয়দমৌ তর্কো দণ্ডনীতিশ্চ বিবিধা চ বার্ত্তা জীবিকা তদেতদখিলং নিগমস্যৈব সম্বন্ধি বেদোক্তমেব মন্যে এব, নতু দূষয়ামি, তাদৃশাধিকারি-সম্মতত্বাদিতি ভাবঃ। সত্যং সন্তোঽহহিতং তু পরমস্য পুংসঃ। পরমে পুংসি স্বাত্মার্পণং স্বস্যাত্মনস্তদীয়ত্বেনার্পণম্। শ্রীস্বামিচরণাস্ত— "তদেতদখিলং নিগমস্য ত্রৈগুণস্য প্রতিপাদ্যং মন্যে, সত্যং পুনর্নিস্ত্রৈগুণ্যলক্ষণং পরস্য পুংসঃ স্বাত্মার্পণমেবেত্যর্থঃ"। তদুক্তং ভগবতা—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" ইতি ব্যাচক্ষতে স্ম ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—ধর্ম্মাদি অপুরুষার্থ হইলে, কিজন্য গুরুপুত্রদ্বয় উহা বেদোক্ত পুরুষার্থ বলিয়া নির্ণয় করেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—ধর্ম্মার্থ ইত্যাদি, অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ, ঈক্ষা বলিতে আত্মবিদ্যা, ত্রয়ী কর্ম্মবিদ্যা, 'নয়-দমৌ'—তর্কবিচার, দণ্ডনীতি এবং বিবিধ জীবিকার বার্ত্তা—এই সকল বেদেরই প্রতিপাদ্য অর্থাৎ বেদোক্ত বলিয়াই আমি মনে করি, যেহেতু উহা তাদৃশ অধিকারিগণের সম্মত—এই ভাব। 'সত্যং' —আত্মার পরম সুহৃৎ পরম পুরুষে আত্মসমর্পণরূপ অর্থাৎ নিজেকে তদীয়ত্বরূপে (তাঁহারই দাসরূপে) অর্পণরূপ ধর্ম্মই সত্য এবং ত্রিগুণাতীত। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—এই সমস্তই বেদের ত্রৈগুণ্য প্রতিপাদ্য বলিয়া মনে করি, কিন্তু সত্য নিস্ত্রৈগুণ্যরূপ পরম পুরুষে আত্ম-সমর্পণই—এই অর্থ। যেমন স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" (শ্রীগীতা-২।৪৫), অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি প্রতিপাদক বেদ ত্রিগুণাত্মিকা, হে অর্জ্জুন! তুমি জ্ঞানকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া বেদোক্ত নির্গুণ ভক্তিবিধিমাত্র অনুষ্ঠান কর ॥ ২৬ ॥

———

জ্ঞানং তদেতদমলং দুরবাপমাহ
নারায়ণো নরসখঃ কিল নারদায়।
একান্তিনাং ভগবতস্তদকিঞ্চনানাং
পাদারবিন্দরজসাপ্লুতদেহিনাং স্যাৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ এতৎ অমলং দুরবাপং (মহৎকৃপামন্তরেণ দুর্ল্লভং) জ্ঞানং নরসখঃ (নরস্য সখা ভগবান্) নারায়ণঃ কিল (পুরা) নারদায় আহ (উপদিষ্টবান্) ভগবতঃ একান্তিনাম্ (একান্তভক্তানাম্) অকিঞ্চনানাং (ভগবদতিরিক্তেচ্ছারহিতানাং) পাদারবিন্দরজসাপ্লুতদেহিনাং (ভগবতঃ যৎ পাদারবিন্দরজঃ তেন আপ্লুতানাং স্নাতানাং দেহিনাং সর্ব্বেষাম্ অপি) তৎ (জ্ঞানং) স্যাৎ (ন তু উত্তমানামেব ইতি নিয়মঃ অতঃ যুষ্মাকমপি তত্রাধিকারঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—সুতরাং নরসখ ভগবান্ নারায়ণ এই দুর্ল্লভ অমল জ্ঞান পূর্ব্বকালে নারদকে উপদেশ দিয়াছিলেন। যাহারা ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত ও ভগবদতিরিক্ত কামনারহিত এবং ভগবৎপদারবিন্দ-রজে আপ্লুত হয় সেই সকল দেহিগণেরও এই নির্ম্মল জ্ঞান উদিত হয়, কেবল শুধু যে উত্তম ব্যক্তিগণেরই হইবে, এরূপ নিয়ম নহে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং বিশ্বাসার্থং গুরুসম্প্রদায়মাহ,—জ্ঞানমিতি। যত্র নারদঃ শ্রোতা তত্র মাদৃশানাং নিকৃষ্টানাং কুতোঽধিকার ইতি নাশঙ্কনীয়মিত্যাহ,—ভগবত একান্তভক্তানাং যৎপাদরজস্তেনাপ্লুতানাং স্নাতানাং দেহিনাং সর্ব্বেষামপি তজ্জ্ঞানং স্যাৎ ন তূত্তমানামেবেতি নিয়মঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অসুর বালকগণের বিশ্বাসের নিমিত্ত গুরু-সম্প্রদায় বলিতেছেন—'জ্ঞানম্' ইত্যাদি (অর্থাৎ পূর্ব্বে নরঋষির সখা ভগবান্ নারায়ণ ঋষি-রূপে এই দুর্ল্লভ জ্ঞান দেবর্ষি নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন)। যেখানে দেবর্ষি নারদ শ্রোতা, সেখানে আমাদের ন্যায় নিকৃষ্ট জীবের কি প্রকারে অধিকার থাকিতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা করিও না, ইহা বলিতেছেন—'ভগবতঃ'—যাঁহারা ভগবানের একান্তী ভক্ত এবং নিষ্কিঞ্চন জন, তাঁহাদের পদারবিন্দ পরাগের দ্বারা অভিষিক্ত সমস্ত দেহিগণেরই এই জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু কেবল উত্তমগণের হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই ॥ ২৭ ॥

———

শ্রুতমেতন্ময়া পূর্ব্বং জ্ঞানং বিজ্ঞানসংযুতম্।
ধর্ম্মং ভাগবতং শুদ্ধং নারদাদ্দেবদর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অতএব) ময়া পূর্ব্বং দেবদর্শনাৎ (দেবে ভগবতি দর্শনং দৃষ্টিঃ যস্য তস্মাৎ) নারদাৎ (বিজ্ঞানসংযুতম্ অনুভবপর্য্যন্তং) শুদ্ধং (হিংসাদিদোষরহিতং) ভাগবতং (ভগবৎপ্রীতিকরং তদ্বিষয়কং বা) ধর্ম্মং (ধর্ম্মরূপং) এতৎ (নির্ম্মল ভক্ত্যুত্থং) জ্ঞানং শ্রুতম্ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অতএব পূর্ব্বকালে আমি নারদ-ঋষির নিকট হইতে বিজ্ঞানসংযুত অর্থাৎ অনুভবপর্য্যন্ত হিংসাদিরহিত ভগবৎপ্রীতিকর শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ২৮ ॥

———

শ্রীদৈত্যপুত্রা ঊচুঃ—

প্রহ্লাদ ত্বং বয়ঞ্চাপি নর্তেঽন্যং বিদ্মহে গুরুম্।
এতাভ্যাং গুরুপুত্রাভ্যাং বালানামপি হীশ্বরৌ ॥২৯॥
বালস্যান্তঃপুরস্থস্য মহৎসঙ্গো দুরন্বয়ঃ।
ছিন্ধি নঃ সংশয়ং সৌম্য স্যাচ্চেদ্বিস্রম্ভকারণম্ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদানুচরিতে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—শ্রীদৈত্যপুত্রাঃ ঊচুঃ,—(হে) প্রহলাদ, ত্বং বয়ং চ অপি এতাভ্যাং গুরুপুত্রাভ্যাম্ ঋতে (বিনা) অন্যং গুরুং ন বিদ্মহে; (এতৌ এব) বালানাম্ ঈশ্বরৌ অপি হি (অস্মাকম্ এতৌ এব শাসনকর্ত্তারৌ ভবতঃ নান্যঃ) অন্তঃপুরস্থস্য বালস্য মহৎসঙ্গঃ দুরন্বয়ঃ (দুর্ঘটঃ); (হে) সৌম্য, চেৎ (যদি) বিস্রম্ভকারণং (বিশ্বাসহেতুঃ) স্যাৎ, (তর্হি) নঃ সংশয়ং ছিন্ধি (অস্মিন্ বিষয়ে অস্মাকং সংশয়ং দূরীকুরু) ॥ ২৯-৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—দৈত্যবালকগণ কহিল,—হে প্রহলাদ, তুমি কিংবা আমরা এই গুরুপুত্রদ্বয় ব্যতীত অন্য গুরুকে জনিনা; কারণ ইহাদিগকেই বালকদিগের নিয়ন্তা দেখিতেছি। অন্তঃপুরস্থ বালকের পক্ষে মহৎ সঙ্গ দুর্ঘট। হে সৌম্য, যদি বিশ্বাসের কোন কারণ থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের সংশয় দূর কর ॥ ২৯-৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—সবিস্ময়ং পৃচ্ছন্তি,—প্রহ্লাদেতি। এতাভ্যামৃতেঽন্যং গুরুং ন বিদ্মঃ। বালানামীশ্বরাবিতি ত্বয়াপ্যেতদ্ধস্তাৎ স্বমুন্মোচ্য তৎপার্শ্বং গন্তুমশক্যমিতি। স এবাত্রাগত ইত্যপি ন সম্ভবতীত্যাহুঃ,—বালস্যেতি ॥ ২৯-৩০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সপ্তমস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-সপ্তমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দৈত্যবালকগণ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'প্রহলাদ' ইত্যাদি। 'এতাভ্যাং'—ষণ্ড ও অমর্ক এই দুই গুরুপুত্র ভিন্ন তুমি এবং আমরা অন্য কোন গুরুকে জানি না। 'বালানাম্ ঈশ্বরৌ'—আমাদের মত বালকদের এই দুইজনই নিয়ন্তা, তুমিও ইহাদের হস্ত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া অন্য কোন গুরুর নিকট যাইতে অসমর্থ—এই অর্থ। আবার তিনিও এখানে আসিয়াছিলেন, ইহাও সম্ভবপর নহে, এইজন্য বলিতেছেন—'বালস্য' ইত্যাদি, অর্থাৎ অন্তঃপুরস্থ বালক তোমার পক্ষে মহতের সঙ্গ অতিদুর্ঘট ॥ ২৯-৩০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার সপ্তমস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭।৬ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-সপ্তমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-সপ্তমস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-সপ্তমস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ—

এবং দৈত্যসুতৈঃ পৃষ্টো মহাভাগবতোঽসুরঃ।
উবাচ তান্ স্ময়মানঃ স্মরন্মদনুভাষিতম্ ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে দৈত্যবালকগণের প্রত্যয়-সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট প্রহলাদ মহারাজকর্ত্তৃক মাতৃ-গর্ভবাসকালীন শ্রীনারদপ্রমুখাৎ শ্রুত ভগবৎকথা-কীর্ত্তন বর্ণিত হইয়াছে।

তপস্যার্থ হিরণ্যকশিপুর মন্দরাচলগমনাবসরে ইন্দ্রাদি দেবগণসহ যুদ্ধে দৈত্যগণের পরাজয় ও চতুর্দ্দিকে পলায়ন, কয়াধূর গর্ভস্থিত সন্তানকে বিষ্ণু-বিরোধি-জ্ঞানে হননোদ্দেশে কয়াধূকে লইয়া ইন্দ্রের স্বর্গগমনকালে পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদকর্ত্তৃক বাধা-প্রাপ্তি, হিরণ্যকশিপুর প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত নারদের আশ্রমে কয়াধূর অবস্থান, নারদ-সমীপে কয়াধূর স্বীয় গর্ভের মঙ্গলনিমিত্ত স্বেচ্ছাপ্রসবরূপ বরলাভাদি বর্ণন করিয়া, শ্রীনারদ কয়াধূগর্ভস্থ প্রহলাদকে লক্ষ্য করিয়া যে ভক্তিজনিত শুদ্ধ জ্ঞান ও আত্মানাত্মবিবেক উপদেশ করিয়াছিলেন, সেইসকল শ্রৌতবাণী প্রহলাদ মহারাজ দৈত্যবালকগণের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। প্রথমে আত্মানাত্মবিবেক-কীর্ত্তনমুখে—"দেহাতিরিক্ত আত্মার ষড়্‌বিধ বিকার-রাহিত্য দ্বাদশ লক্ষণাত্মক আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানেরই দেহাত্মবুদ্ধির অপহন্তৃত্ব তথা অধ্যাত্মবিৎ পুরুষেরই দেহরূপ ক্ষেত্রে গুরুমুখশ্রুত জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয়ে অনভিভূত আত্মপ্রাপ্ত্যুপায় চিন্তনাদিফলেই বুদ্ধির গুণ ও কর্ম্মজাত সংসারের বন্ধন ও তন্মূল অজ্ঞান-নাশত্ব এবং পর-মাত্মোপলব্ধিত্ব প্রভৃতি বর্ণন করিয়া ভক্তিযোগাব-লম্বনই যে ভগবৎকৃপালাভের একমাত্র উপায়, তাহা কীর্ত্তনমুখে বলিলেন। সদ্‌গুরুচরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিকট সেবা-ফলে রিপুর প্রভাব দূর হইলে জীবের ভগবৎরতি-লাভ, তৎফলে লজ্জাশূন্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ভগবন্নাম-গুণ-কীর্ত্তনে হর্ষাদি ভাবচেষ্টা, তখন সংসারবন্ধন

হইতে মুক্তি, অজ্ঞান ও বাসনার সম্পূর্ণ ক্ষয়ত্বহেতু সর্ব্বথা ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, অতএব অধোক্ষজের আশ্রয়গ্রহণই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়; প্রাকৃত নশ্বর বিষয়ে আসক্তি বা কর্ম্মফল ভোগবাদ জীবের অত্যন্ত অনর্থ-প্রাপক এবং উচ্চাবচযোনি-নির্ব্বিশেষে জীবমাত্রেই মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-সেবনফলে তৎকৃপালাভে সমর্থ; ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব ঋষিত্ব কি বহুদর্শিত্ব কিম্বা দান, তপস্যা, যজ্ঞ প্রভৃতির কিছুই ভগবৎ প্রীতিউৎপাদক নহে, সুতরাং শ্রীগোবিন্দে একান্ত ভক্তি করিয়া সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণদর্শনই পুরুষের পরম স্বার্থ ইত্যাদি কীর্ত্তন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—এবং দৈত্যসুতৈঃ পৃষ্টঃ মহাভাগবতঃ অসুরঃ (প্রহলাদঃ) মদনুভাষিতং (ময়োপদিষ্টং তত্ত্বং) স্মরন্ স্ময়মানঃ (প্রফুল্লঃ সন্) তান্ (বালকান্) উবাচ (কথয়ামাস) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—দৈত্যবালকগণ ঐ প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, অসুরকুলোদ্ভব মহাভাগবত প্রহলাদ আমার কথিত বাক্যসমূহ স্মরণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে তাহাদিগকে কহিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

সপ্তমে নারদাৎ প্রাপ যজ্‌জ্ঞানং মাতৃগর্ভগঃ।
তদেবোপাদিশদ্বালান্ ভক্তিং প্রেম চ তৎফলম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তম স্কন্ধে মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে প্রহলাদ দেবর্ষি নারদের নিকট হইতে যে ভক্তি ও তাহার ফল প্রেম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই অসুরবালকগণকে উপদেশ করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ—

পিতরি প্রস্থিতেঽস্মাকং তপসে মন্দরাচলম্।
যুদ্ধোদ্যমং পরং চক্রু বিবুধা দানবান্ প্রতি ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপ্রহলাদ উবাচ। অস্মাকং পিতরি (হিরণ্যকশিপৌ) তপসে (তপঃ কর্ত্তুং) মন্দরাচলং (প্রতি) প্রস্থিতে (সতি) বিবুধাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ দেবাঃ) দানবান্ প্রতি পরম্ (উৎকটং) যুদ্ধোদ্যমং চক্রুঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহলাদ কহিলেন,—আমাদের পিতা হিরণ্যকশিপু তপস্যার্থ মন্দর-পর্ব্বতে গমন করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ দানবগণের দমনার্থ উৎকট যুদ্ধোদ্যম করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

পিপীলিকৈরহিরিব দিষ্ট্যা লোকোপতাপনঃ।
পাপেন পাপোঽভক্ষীতি বদন্তো বাসবাদয়ঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ— দিষ্ট্যা (অহো,) পিপীলিকৈঃ অহিঃ (সর্পঃ) ইব লোকোপতাপনঃ (সর্ব্বজীবপীড়কঃ) পাপঃ (পাপাত্মা হিরণ্যকশিপুঃ) পাপেন (স্বকৃতাধর্ম্মেণ হেতুনা) অভক্ষি (ভক্ষিতঃ বিনষ্টঃ) ইতি বদন্তঃ বাসবাদয়ঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ যুদ্ধোদ্‌যোগং চক্রুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অহো! 'সর্প যেরূপ পিপীলিকা কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তদ্রূপ সকল লোকের সন্তাপকারী পাপী হিরণ্যকশিপুও স্বকৃত পাপেই বিনষ্ট হইল'—এই বলিয়া দেবগণ যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

তেষামতিবলোদ্‌যোগং নিশম্যাসুরযূথপাঃ।
বধ্যমানাঃ সুরৈর্ভীতা দুদ্রুবুঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥ ৪ ॥
কলত্রপুত্রবিত্তাপ্তান্ গৃহান্ পশুপরিচ্ছদান্।
নাবেক্ষ্যমাণাস্ত্বরিতাঃ সর্ব্বে প্রাণপরীপ্সবঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—তেষাং (বাসবাদীনাম্) অতিবলোদ্‌যোগম্ (অতিবলপ্রযুক্তং যুদ্ধোদ্যোগং) নিশম্য সুরৈঃ বধ্যমানাঃ (নিহন্যমানাঃ) প্রাণপরীপ্সবঃ জীবিতুমিচ্ছবঃ অতঃ) ত্বরিতাঃ (ব্যগ্রাঃ) কলত্রপুত্রবিত্তাপ্তান্ (পুত্রাদিস্বজনান্) গৃহান্ পশুপরিচ্ছাদন্ ন অবেক্ষ্যমাণাঃ (তদনুসন্ধানরহিতাঃ) সর্ব্বে অসুরযূথপাঃ (দানবশ্রেষ্ঠাঃ) সর্ব্বতো দিশং (যথাবকাশং) ভীতাঃ (সন্তঃ) দুদ্রুবুঃ (পলায়িতাঃ বভুবুঃ) ॥ ৪-৫ ॥

অনুবাদ—অসুর-যূথাধিপতিগণ ইন্দ্রাদি দেবগণের এতাদৃশ বিরাট্ আয়োজন জানিতে পারিয়া, দেবগণকর্ত্তৃক নিহত হইতে থাকিলে, নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। স্ব-স্ব প্রাণরক্ষার্থ উহারা এরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, কলত্র, পুত্র, গৃহ,

পশু ও গৃহোপকরণের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতে পারে নাই ॥ ৪-৫ ॥

ব্যলুম্পন্ রাজশিবিরমমরা জয়কাঙ্ক্ষিণঃ।
ইন্দ্রস্তু রাজমহিষীং মাতরং মম চাগ্রহীৎ ॥ ৬॥

অন্বয়ঃ—জয়কাঙ্ক্ষিণঃ অমরাঃ (দেবাঃ) রাজশিবিরং (রাজ্ঞঃ হিরণ্যকশিপোঃ শিবিরং গৃহং) ব্যলুম্পন্ (সর্ব্বস্বাপহারেণ বিনাশিতবন্তঃ); ইন্দ্রঃ তু রাজমহিষীং (রাজ্ঞঃ মহিষীং ভার্য্যাং) মম মাতরং চ অগ্রহীৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিজয়ী দেবগণ দানবরাজের সর্ব্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক তাঁহার আবাসস্থান বিনষ্ট করিলেন এবং ইন্দ্র আমার মাতা দৈত্যরাজ মহিষীকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—রাজ্ঞো হিরণ্যকশিপোঃ শিবিরং আবাসং ব্যলুম্পন্ সর্ব্বস্বাপহারেণ নাশিতবন্তঃ ॥ ৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — 'রাজ-শিবিরম্' — রাজা হিরণ্যকশিপুর আবাস, 'ব্যলুম্পন্'—দেবগণ সর্ব্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

নীয়মানাং ভয়োদ্বিগ্নাং রুদতীং কুররীমিব।
যদৃচ্ছয়াগতস্তত্র দেবর্ষির্দদৃশে পথি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র পথি (পথমধ্যে) যদৃচ্ছয়া আগতঃ দেবর্ষিঃ (নারদঃ) ভয়োদ্বিগ্নাং (ভয়েন ব্যগ্রাং) কুররীম্ ইব (তন্নাম্নীং পক্ষিণীমিব) রুদতীং (ক্রন্দন্তীং) নীয়মানাম্ (ইন্দ্রেন বলাৎ হ্রিয়মাণাম্ তাং) দদৃশে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র যখন ভয়কম্পিতা কুররী পক্ষিণীর ন্যায় রোদনপরায়ণা আমার মাতাকে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৭॥

প্রাহ নৈনাং সুরপতে নেতুমর্হস্যনাগসম্।
মুঞ্চ মুঞ্চ মহাভাগ সতীং পরপরিগ্রহম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(দৃষ্ট্বা চ তাং দেবর্ষিঃ) প্রাহ (উক্তবান্), (হে) সুরপতে,—(হে) মহাভাগ, (ত্বং) অনাগসং (নিরপরাধাং) পরপরিগ্রহং (পরভার্য্যাং) সতীং (পতিব্রতাম্) এনাং নেতুং মা অর্হসি; (অতঃ) মুঞ্চ মুঞ্চ (ইতি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তদ্দর্শনে নারদ কহিলেন,—হে সুরপতে, এই নিরপরাধা রমণীকে লইয়া যাওয়া তোমার উচিত নহে; হে মহাভাগ, এই সাধ্বী পরস্ত্রীকে মুক্ত কর, মুক্ত কর ॥ ৮ ॥

শ্রীইন্দ্র উবাচ—

আস্তেঽস্যা জঠরে বীর্য্যমবিষহ্যং সুরদ্বিষঃ।
আস্যতাং যাবৎ প্রসবং মোক্ষ্যেঽর্থপদবীং গতঃ ॥৯

অন্বয়ঃ—শ্রীইন্দ্রঃ উবাচ,—অস্যা জঠরে (কুক্ষৌ) অবিষহ্যম্ (অস্মাভিঃ সোঢ়ুমশক্যং) সুরদ্বিষঃ (হিরণ্যকশিপোঃ) বীর্য্যং (গর্ভরূপেণ বর্দ্ধমানম্) আস্তে (অতঃ অনয়া) যাবৎপ্রসবং (প্রসবকাল-পর্য্যন্তম্) আস্যতাং (মৎকারাগারে স্থীয়তাং ততঃ) অর্থপদবীম্ (অর্থস্য প্রয়োজনস্য পদবীং মার্গং শেষমিত্যর্থঃ) গতঃ (প্রাপ্তঃ সন্ ইমাং) মোক্ষ্যে (জাতং পুত্রং হত্বা ত্যক্ষ্যামি ইতি ভাবঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীইন্দ্র কহিলেন,—এই দানব-পত্নীর গর্ভে দৈত্যরাজের দুঃসহ বীর্য্য আছে; যতদিন প্রসব না হয়, ততদিন আমার আবাসে রাখিব; পরে পুত্র জন্মিলে তাহাকে বধ করিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিব ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—আস্যতাং মৎকারাগার এব প্রসবপর্য্যন্তমনয়া স্থীয়তাম্; অর্থপদবীং স্বার্থমার্গং গতঃ প্রাপ্তঃ সন্ মোক্ষ্যে জাতং পুত্রং হত্বা ইমাং মোক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আস্যতাং'—আমার কারাগারেই প্রসব পর্য্যন্ত এই রাজমহিষী অবস্থান করুন। 'অর্থপদবীং গতঃ'—আমার প্রয়োজনের শেষ প্রাপ্ত হইয়া, অর্থাৎ ইহার জাত-পুত্রকে বধ করিয়া, ইহাকে পরিত্যাগ করিব—এই অর্থ ॥ ৯ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

অয়ং নিষ্কিল্বিষঃ সাক্ষান্মহাভাগবতো মহান্।
ত্বয়া ন প্রাপ্স্যতে সংস্থামনন্তানুচরো বলী ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদ উবাচ,—অয়ং (গর্ব্ভজঃ শিশুঃ) নিষ্কিল্বিষঃ (নির্দ্দোষঃ) মহাভাগবতঃ (ভগবতা স্বীয়ত্বেন অঙ্গীকৃতঃ পরমভক্তঃ) সাক্ষাৎ (স্বগুণৈঃ এব) মহান্ (মহাপ্রভাবঃ ন তু পিত্রাদি-সম্বন্ধাৎ মহান্) অনন্তানুচরঃ (অনন্তস্য অনুচরঃ ভগবৎপার্ষদঃ) বলী (বলবান্ অতঃ) ত্বয়া সংস্থাং (মৃত্যুং) ন প্রাপ্স্যতে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—এই গর্ব্ভস্থ শিশু নিষ্পাপ ও মহাভাগবত এবং মহাপ্রভাবসম্পন্ন শ্রীঅনন্তানুচর অতএব ইহাকে তুমি বধ করিতে পারিবে না ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বয়া হেতুভূতেন সংস্থাং মৃত্যুম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্বয়া'—তোমার দ্বারা 'সংস্থা'—বলিতে মৃত্যু, অর্থাৎ তুমি ইহাকে বধ করিতে পারিবে না ॥ ১০ ॥

ইত্যুক্তস্তাং বিহায়েন্দ্রো দেবর্ষের্মানয়ন্ বচঃ।
অনন্তপ্রিয়ভক্ত্যৈনাং পরিক্রম্য দিবং যযৌ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি উক্তঃ (ইত্যেবমুক্তঃ সন্) ইন্দ্রঃ দেবর্ষেঃ (নারদস্য) বচঃ (বাক্যং) মানয়ন্ (অঙ্গীকুর্ব্বন্) তাং (মম মাতরং) বিহায় (ত্যক্ত্বা) অনন্তপ্রিয়-ভক্ত্যা (অনন্তস্য ভগবতঃ প্রিয়ঃ তস্য, অথবা অনন্তঃ প্রিয়ঃ যস্য তস্য মম ভক্ত্যা) এনাং পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) দিবং যযৌ (গতবান্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—দেবর্ষি নারদ এই প্রকার বলিলে, ইন্দ্র তাঁহার বাক্যানুসারে আমার মাতাকে পরিত্যাগ করিলেন এবং আমি অনন্তপ্রিয় বলিয়া আমার মাতাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অনন্তপ্রিয়ে ময়ি যা ভক্তিস্তয়া হেতুনা পরিক্রম্য এতদ্‌গর্ব্ভস্থায় হরের্ভক্তায় নম ইতি প্রণম্য চ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনন্তপ্রিয়-ভক্ত্যা'—অনন্তপ্রিয় আমাতে যে ভক্তি, সেইহেতু পরিক্রমা এবং 'এই গর্ভস্থিত শ্রীহরির ভক্তকে নমস্কার', এই বলিয়া প্রণাম করিয়া ইন্দ্র স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ১১ ॥

ততো মে মাতরমৃষিঃ সমানীয় নিজাশ্রমে।
আশ্বাস্যেহোষ্যতাং বৎসে যাবত্তে ভর্ত্তুরাগমঃ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—ততঃ ঋষিঃ (নারদঃ) মে (মম) মাতরং নিজাশ্রমে (নিজাশ্রমং প্রতি) সমানীয় (সম্মান-পূর্ব্বকম্ আনীয়) আশ্বাস্য (সান্ত্বয়িত্বা হে) বৎসে, (হে বালে,) তে (তব) ভর্ত্তুঃ যাবৎ আগমঃ (ভবিষ্যতি তাবৎপর্য্যন্তং ত্বয়া) ইহ (অস্মিন্ মমাশ্রমে) উষ্যতাং (স্থীয়তামিতি উবাচ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর দেবর্ষি আমার মাতাকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া গিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—হে বৎসে, যতদিন তোমার স্বামীর আগমন না হয়, তত দিন তুমি আমার আশ্রমে বাস কর ॥ ১২ ॥

তথেত্যবাৎসীদ্দেবর্ষেরন্তিকে সাকুতোভয়া।
যাবদ্দৈত্যপতির্ঘোরাৎ তপসো ন ন্যবর্ত্তত ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) সা অপি (মম মাতাপি দেবর্ষেঃ বচঃ) তথা ইতি (অঙ্গীকৃত্য) যাবৎ দৈত্য-পতিঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) ঘোরাৎ তপসঃ ন ন্যবর্ত্তত (তাবৎ) দেবর্ষেঃ (তস্য নারদস্য) অন্তিকে (সমীপে) অকুতোভয়া (নাস্তি কুতঃ অপি ভয়ং যস্যাঃ তাদৃশী সতী) অবাৎসীৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মাতা 'তাহাই হইবে' এই অঙ্গীকার করিয়া যতদিন দৈত্যরাজ ঘোরতর তপস্যা হইতে নিবৃত্ত না হইয়াছিলেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত নির্ভয়ে দেবর্ষি সমীপে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তি অন্তিকে ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তি'—সমীপে, অর্থাৎ দেবর্ষির নিকটেই আমার জননী অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

ঋষিং পর্য্যচরৎ তত্র ভক্ত্যা পরময়া সতী।
অন্তর্বত্নী স্বগর্ভস্য ক্ষেমায়েচ্ছাপ্রসূতয়ে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (নারদস্য আশ্রমে) সতী (পতিব্রতা) অন্তর্বত্নী (গর্ভিণী) স্বগর্ভস্য ক্ষেমায় (মঙ্গলায়) ইচ্ছাপ্রসূতয়ে (ইচ্ছয়া ভর্ত্তুঃ আগমনানন্তরং প্রসূতয়ে চ) পরময়া ভক্ত্যা ঋষিং (নারদং) পর্য্যচরৎ (সেবিতবতী) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—দেবর্ষির আশ্রমে গর্ভবতী সতী আমার মাতা স্বীয় গর্ভের মঙ্গলার্থ ইচ্ছা-প্রসব (অর্থাৎ স্বামীর আগমনান্তর প্রসব) কামনা করিয়া পরমভক্তি-সহকারে দেবর্ষির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভর্ত্তুরাগমনানন্তরমেব যা ইচ্ছয়া প্রসূতিস্তস্যৈ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইচ্ছাপ্রসূতয়ে'—স্বামীর আগমনের পর ইচ্ছানুসারে সময়মত সন্তান প্রসব করিবার উদ্দেশ্যে (এবং গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গলের জন্য আমার জননী আশ্রমে থাকিয়া ঋষির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।) ॥ ১৪ ॥

———

ঋষিঃ কারুণিকস্তস্যাঃ প্রাদাদুভয়মীশ্বরঃ।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং জ্ঞানঞ্চ মামপ্যুদ্দিশ্য নির্ম্মলম্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—কারুণিকঃ (দয়ালুঃ) ঈশ্বরঃ (গর্ভস্থস্য অপি বালস্য উপদেশে সমর্থঃ) ঋষিঃ (নারদঃ স্বমনসি) মাম্ অপি উদ্দিশ্য তস্যাঃ (পরিচরন্ত্যাঃ মম মাতুঃ) নির্ম্মলং (হিংসাদিরহিতং) ধর্ম্মস্য তত্ত্বং (ভক্তিলক্ষণং তথা) নির্ম্মলং জ্ঞানং চ (আত্মানাত্মবিবেকম্ ইতি) উভয়ং প্রাদাৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—পরম-দয়ালু দেবর্ষি নারদ আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া পরিচর্য্যা-নিরত আমার মাতাকে ইচ্ছাপ্রসব ও হিংসাদিরহিত বিশুদ্ধ আত্মানাত্মবিবেক-জ্ঞান, এই উভয়ই প্রদান করিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—উভয়ং গর্ভক্ষেমং স্বেচ্ছাপ্রসবঞ্চ, নির্ম্মলমিতি বিশেষণাৎ ধর্ম্মস্য তত্ত্বং ভক্তিযোগং ভাগবতসম্মতং জ্ঞানঞ্চ। মামপীত্যপিকারেণ মন্মাতরমপি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উভয়ং'—উভয় বলিতে গর্ভের মঙ্গল এবং ইচ্ছানুসারে প্রসব। 'নির্ম্মলং'—নির্ম্মল এই বিশেষণহেতু, নির্ম্মল ধর্ম্মের তত্ত্ব বলিতে ভক্তিযোগ এবং ভাগবতগণের সম্মত জ্ঞান। 'মাম্ অপি'—আমাকেও, এখানে 'অপি'-শব্দ প্রয়োগের দ্বারা আমার মাতাকেও উদ্দেশ্য করিয়া দেবর্ষি ধর্ম্মের তত্ত্ব ও জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন—এই অর্থ ॥১৫॥

———

তত্তু কালস্য দীর্ঘত্বাৎ স্ত্রীত্বান্মাতুস্তিরোদধে।
ঋষিণানুগৃহীতং মাং নাধুনাপ্যজহাৎ স্মৃতিঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—তৎ তু (জ্ঞানাদিকং) কালস্য দীর্ঘত্বাৎ স্ত্রীত্বাৎ চ মাতুঃ তিরোদধে (বিস্মৃতম্); ঋষিণা (নারদেন) অনুগৃহীতং মাং (তু সা) স্মৃতিঃ অধুনা অপি ন অজহাৎ (ন তত্যাজ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—দীর্ঘকাল গত হওয়ায় এবং স্ত্রী-জাতি বলিয়া আমার মাতা সে-সকল উপদেশ বিস্মৃত হইয়াছেন; কিন্তু ঋষির অনুগৃহীত আমি অদ্যাপি তাহা ভুলি নাই ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি মাতুস্তে ভক্তিঃ কথং ন দৃশ্যতে ইত্যত আহ,—তত্ত্বিতি। তবাপি বালত্বাৎ কালদৈর্ঘ্যাচ্চ কথং ন তিরোদধে তত্রাহ,—ঋষিণেতি। তেন মন্মাতুস্তদনুগৃহীতত্বাভাবাৎ স্ত্রীত্বকালদৈর্ঘ্যে তত্র প্রাভূতামিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে তোমার মাতার সেই ভক্তি কেন দেখা যাইতেছে না? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'তৎ তু', উহা কিন্তু বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে এবং স্ত্রীলোক বলিয়া মাতা ভুলিয়া গিয়াছেন। যদি বলেন—তুমি বালক এবং তাহাতে দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে, তবুও তোমার সেই তত্ত্বজ্ঞান কিজন্য তিরোহিত হয় নাই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'ঋষিণা' ইত্যাদি, অর্থাৎ ঋষির অনুগ্রহে সেই তত্ত্বজ্ঞান স্মৃতি আমাকে এই পর্য্যন্ত ত্যাগ করে নাই। সুতরাং আমার মাতার তাঁহা কর্ত্তৃক অনুগৃহীতত্বের অভাবহেতু স্ত্রীত্ব এবং কালের দীর্ঘতা সেখানে কার্য্যকর হইয়াছিল—এই ভাব ॥ ১৬ ॥

———

ভবতামপি ভূয়ান্মে যদি শ্রদ্দধতে বচঃ।
বৈশারদী ধীঃ শ্রদ্ধাতঃ স্ত্রীবালানাঞ্চ মে যথা ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—যদি (ভবন্তঃ) বচঃ (মদ্বাক্যং) শ্রদ্দধতে (বিশ্বসন্তি তদা তদুভয়ং) ভবতামপি ভূয়াৎ (ভবেৎ যতঃ) বৈশারদী ধীঃ (বিশারদঃ ভগবান্ তদ্বিষয়া ধীঃ দেহাদ্যহঙ্কারচ্ছেদনিপুণা বুদ্ধিঃ) শ্রদ্ধাতঃ (ভগবদ্‌বিশ্বাসাৎ) যথা মে (মম জাতা তথা) স্ত্রীবালানাং চ (স্ত্রীণাং বালানাং চ অপি ভবতি) ॥১৭॥

অনুবাদ—তোমরা যদি আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ হও, তবে আমার ন্যায় তোমাদের এবং স্ত্রী ও বালক-দিগেরও ঐ শ্রদ্ধাবশতঃ আত্মানাত্ম-বিবেকময়ী বুদ্ধি জন্মিবে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভূয়াদিত্যাশীর্ব্বাদেন স্বস্মিন্ বর্ত্তমানং শ্রীনারদানুগ্রহং তেষ্বপি ভক্তিকারণত্বেনাশাস্তে। যদি ভবন্তঃ শ্রদ্দধতে তদা বৈশারদী বিশারদো ভগবাংস্ত-দ্বিষয়া শ্রদ্ধা ইতি মদনুগ্রহাৎ শ্রদ্ধা শ্রদ্ধাতো ভক্তিঃ ভক্তেঃ প্রেমেত্যগ্রিমগ্রন্থাদবগন্তব্যম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভূয়াৎ'—তোমাদেরও হউক, এই আশীর্ব্বাদের দ্বারা প্রহলাদ নিজেতে বর্ত্তমান দেবর্ষি নারদের অনুগ্রহ তাহাদের প্রতিও ভক্তিলাভের কারণরূপে আশা করিতেছেন। যদি আমার বাক্যে তোমরা শ্রদ্ধালু হও, তাহা হইলে 'বৈশারদী ধীঃ'—বিশারদ (সর্ব্বজ্ঞ) ভগবান্, তদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধা হইবে। ইহাতে আমার অনুগ্রহে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে ভক্তি এবং ভক্তি হইতে প্রেম লাভ হইবে—ইহা পরবর্ত্তী প্রকরণ হইতে বুঝিতে হইবে ॥ ১৭ ॥

জন্মাদ্যাঃ ষড়িমে ভাবা দৃষ্টা দেহস্য নাত্মনঃ।
ফলানামিব বৃক্ষস্য কালেনেশ্বরমূর্ত্তিনা ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ঈশ্বরমূর্ত্তিনা (ঈশ্বরী বিকারসমর্থা মূর্ত্তিঃ যস্য তেন) কালেন (নিমিত্তভূতেন) জন্মাদ্যাঃ (জায়তে, অস্তি, বৰ্দ্ধতে, পরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতীত্যেবম্ভূতাঃ) দৃষ্টাঃ (প্রত্যক্ষমুপলব্ধাঃ) ইমে ষড়্ ভাবাঃ (বিকারাঃ) দেহস্য এব (ধর্ম্মাঃ) ন (তু) আত্মনঃ ; (যথা বৃক্ষে সত্যেব) ফলানাং (জন্মাদয়ঃ দৃশ্যতে ন তে) বৃক্ষস্য (তৎ) ইব (আত্মনি সত্যেব দেহস্য জন্মাদয়ঃ ভবন্তি, নাত্মনঃ ইত্যর্থঃ)॥১৮

অনুবাদ—বিকার-হেতু বৃক্ষফলের যে-প্রকার কালবশতঃ জন্মাদি ছয়টি বিকার দেখা যায়, সেই-প্রকার এই দেহেরও জন্মাদি ছয়টি বিকার কালক্রমে দৃষ্ট হয়, কিন্তু আত্মার ঐ প্রকার অবস্থা হয় না ॥১৮॥

বিশ্বনাথ—কেষাঞ্চিন্মুমুক্ষুভক্তানান্তু জ্ঞানমপেক্ষিত-মিতি তদাহ,—জন্মাদ্যা ইতি দশভিঃ। জায়তে অস্তি বৰ্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতীত্যেবম্ভূতা ভাবাঃ ষড়্‌বিকারাঃ সদা স্থিতস্য বৃক্ষস্য প্রতিবর্ষং ফলানামেব যথা, ন তু বৃক্ষস্য তথৈব নিত্যস্থিতস্যৈবা-ত্মনো দেহস্যৈব ষড়িমে দৃষ্টাঃ নত্বাত্মনঃ, ঈশ্বরস্য মূর্ত্তিঃ সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং শরীরং যতো ভবতি তেন ॥১৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন কোন মুমুক্ষুভক্তগণের কিন্তু জ্ঞানের অপেক্ষা রহিয়াছে, সেইজন্য তাহা বলিতেছেন—'জন্মাদ্যাঃ' ইত্যাদি দশটি শ্লোকে। উৎ-পত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় এবং বিনাশ—এইপ্রকার ভাব অর্থাৎ ছয়টি বিকার যেমন নিত্যস্থিত বৃক্ষের প্রতিবর্ষে ফলসকলেরই হইয়া থাকে, কিন্তু বৃক্ষের নহে, সেইরূপ আত্মার আশ্রয়ে দেহেরই এই ছয়টি ভাব (বিকার) দেখা যায়, উহা আত্মার নহে। 'ঈশ্বরমূর্ত্তিনা'—ঈশ্বরের মূর্ত্তি বলিতে সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ শরীর যাহা হইতে হয়, সেই কালকে নিমিত্ত করিয়াই (ঐরূপ বিকার হইয়া থাকে) ॥১৮॥

মধ্ব—

ষড়্‌বিকারাঃ শরীরস্য ন বিষ্ণোস্তদ্‌গতস্য চ।
তদধীনং শরীরঞ্চ জ্ঞাত্বাতন্মমতাং ত্যজেৎ ॥
ইতি চ হেতুত্বাদ্বিষ্ণ্বধীনত্বং শরীরস্য ॥ ১৮ ॥

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্‌হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ ॥ ১৯ ॥
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ।
অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—আত্মা নিত্যঃ (উৎপত্তি-বিনাশ-রহিতঃ) অব্যয়ঃ (অপক্ষয়শূন্যঃ) শুদ্ধঃ (রাগাদিরহিতঃ) একঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ (ক্ষেত্রং শরীরং জানাতীতি ক্ষেত্রজ্ঞঃ) আশ্রয়ঃ (সর্ব্বাধারঃ) অবিক্রিয়ঃ (নির্ব্বিকারঃ) স্বদৃক্ (স্বয়ংপ্রকাশঃ) হেতুঃ (কারণং) ব্যাপকঃ অসঙ্গী (সঙ্গরহিতঃ) অনাবৃতঃ (পূর্ণঃ) এতৈঃ (নিত্যত্বাদিভিঃ) পরৈঃ (শ্রেষ্ঠৈঃ বিবেকপ্রতিপত্তি-হেতুভিঃ) দ্বাদশভিঃ আত্মনঃ লক্ষণৈঃ বিদ্বান্ (দেহা-

দিভ্যঃ পৃথগাত্মানং জানন্) দেহাদৌ (দেহপুত্রগৃহাদৌ) মোহজম্ (অজ্ঞানজম্) অহং মম ইতি অসদ্ভাবং (মিথ্যাভিমানং) ত্যজেৎ (পরিহরেৎ) ॥ ১৯-২০ ॥

অনুবাদ—কারণ, আত্মা—নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, এক, ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্ব্বাশ্রয়, বিকারশূন্য, আত্মদর্শী, সর্ব্ব কারণ, ব্যাপক, অসঙ্গ এবং অনাবৃত ; এই দ্বাদশ প্রকার লক্ষণদ্বারা তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ দেহাদি হইতে আত্মাকে পৃথক্ জানিতে পারিয়া, মোহ-জন্য দেহাদিতে 'আমি, আমার' ইত্যাকার জ্ঞান পরিত্যাগ করেন ॥ ১৯-২০ ॥

বিশ্বনাথ—জীবাত্মনি ষড়্বিকারাভাবভাবনা ত্বং-পদার্থশুদ্ধিঃ । সা চ তৎপদার্থস্য পরমাত্মনশ্চিন্তন-রূপয়া ভক্ত্যৈব স্যাদিত্যতঃ পরমাত্মস্বরূপমাহ,—আত্মেতি দ্বাভ্যাম্ । 'আত্মা' — পরমাত্মা, 'নিত্যঃ'—অবিনাশী বা, "অরেহয়মাত্মা" ইতি শ্রুতেঃ ; 'অব্যয়ঃ'—অপক্ষয়শূন্যঃ, "ঋচোহক্ষরে পরমে ব্যোমন্" ইতি শ্রুতেঃ ; 'শুদ্ধঃ'—"নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" ইতি শ্রুতেঃ ; 'একঃ'—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি শ্রুতেঃ ; 'ক্ষেত্রজ্ঞঃ'—"বিজ্ঞাতারমধি কেন বিজানীয়াৎ" ইতি শ্রুতে ; 'আশ্রয়ঃ'—"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষম্" ইতি শ্রুতেঃ ; 'অবিক্রিয়ঃ'—"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" ইতি শ্রুতেঃ ; 'স্বদৃক্'—"আত্মজ্যোতিঃ সম্রাড়িহোবাচ" ইতি শ্রুতেঃ ; 'হেতুঃ'—"স ইমান্ লোকা-নসৃজত" ইতি শ্রুতেঃ ; 'ব্যাপকঃ'—"সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ইতি শ্রুতেঃ ; 'অসঙ্গী'—"অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইতি শ্রুতেঃ ; 'অনাবৃতঃ'—"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ-মেবাবশিষ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ । আত্মনঃ পরমাত্মনঃ পরৈর্জীবাত্মলক্ষণেভ্যোহপ্যুৎকৃষ্টৈঃ নিত্যাচিত্তিতৈরিতি শেষঃ । দেহাদৌ দেহে দৈহিকেষু চ অসদবাস্তবভাবং পরমাত্ম-চিন্তনং বিনা সত্যপি বিবেকে দিগ্‌ভ্রম ইব মোহো ন নিবর্ত্তত ইতি ভাবঃ ॥ ১৯-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীবাত্মাতে ছয়টি বিকারের অভাবের ভাবনার দ্বারা (অর্থাৎ দেহস্থিত উৎপত্তি, স্থিতি প্রভৃতি বিকার আত্মার নহে এই ভাবনার দ্বারা) ত্বংপদার্থের শুদ্ধি হয় এবং তাহা তৎপদার্থ পরমাত্মার চিন্তনরূপা ভক্তির দ্বারাই হইয়া থাকে, এইজন্য পর-মাত্মার স্বরূপ বলিতেছেন—'আত্মা' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে । 'আত্মা' বলিতে পরমাত্মা, 'নিত্য' অর্থাৎ অবিনাশী, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'অরেহয়মাত্মা' ইত্যাদি । 'অব্যয়' বলিতে অপক্ষয়শূন্য, শ্রুতিতে উক্ত আছে—'ঋচোহক্ষরে পরমে ব্যোমন্' (শ্বেতাশ্বতর ৪।৮), অর্থাৎ বেদত্রয়ের প্রতিপাদিত পরমাকাশরূপ যে অক্ষর (অবিকারী) ব্রহ্মে সমুদয় দেবতা আশ্রিত আছেন, তাঁহাকে যে জানে না, সে ঋক্-মন্ত্রের দ্বারা কি করিবে ? যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারাই কৃতার্থ হন । 'শুদ্ধ' বলিতে রাগাদিরহিত, শ্রুতিতে উক্ত আছে—'নিরবদ্যং নিরঞ্জনং' (শ্বেতাশ্বতর ৬।১৯), অর্থাৎ তিনি নির্দ্দোষ ও নির্লিপ্ত । 'একঃ'—এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব, শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—'একমেবা-দ্বিতীয়ম্', অর্থাৎ এক অখণ্ড সজাতীয়-বিজাতীয় রহিত অদ্বিতীয় তত্ত্ব ব্রহ্ম । 'ক্ষেত্রজ্ঞঃ'—বিজ্ঞাতা, শ্রুতিতে উক্ত আছে—যিনি বিজ্ঞাতা, তাহাকে কি-প্রকারে জানিবে । 'আশ্রয়ঃ'—যিনি সমস্ত কিছুর আশ্রয়, শ্রুতিতে আছে—'যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্ত-রীক্ষম্', অর্থাৎ যাঁহাতে দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষ-লোক আশ্রয় করিয়া আছে । 'অবিক্রিয়ঃ'—ক্রিয়া-শূন্য, শ্রুতিতে আছে—'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং' (শ্বেতা-শ্বতর ৬।১৯), অর্থাৎ নিষ্কল যাঁহার কোন কলা (অংশ, বিভাগ) নাই, নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, কূটস্থ, শান্ত বলিতে নির্ব্বিকার, অনিন্দনীয়, নির্লিপ্ত, অমৃতত্ব লাভের শ্রেষ্ঠ সেতু (উপায়) এবং দগ্ধকাষ্ঠ অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান, সেই দেবতার আমি শরণ লইতেছি । 'স্বদৃক্'—বলিতে আত্মপ্রকাশ, শ্রুতিতে আছে—'আত্মজ্যোতিঃ সম্রাট্' ইত্যাদি । 'হেতুঃ'—সর্ব্বকারণ, শ্রুতিতে আছে—তিনি এই সমস্ত লোক সৃষ্টি করিয়াছেন । 'ব্যাপকঃ'—শ্রুতিতে আছে—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' (তৈত্তিরীয়—২।১।৩), অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময় এবং অনন্ত । হৃদ-য়স্থ পরমাকাশে বুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থিত এই ব্রহ্ম-কেই যিনি জানেন (দর্শন করেন), তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু একসঙ্গে ভোগ করেন । 'অসঙ্গী'—সঙ্গীহীন, শ্রুতিতে আছে—'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ, অর্থাৎ এই পুরুষ সঙ্গরহিত । 'অনাবৃতঃ' —পূর্ণ, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে', অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপ হইতে পূর্ণ লই-লেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে ইত্যাদি । 'আত্মনঃ পরৈঃ' —জীবাত্মার লক্ষণ হইতেও অতি উৎকৃষ্ট নিত্য-

চিন্তিত পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ লক্ষণদ্বারা 'বিদ্বান্'—পর-মাত্মাকে জানিয়া, 'দেহাদৌ'—দেহাদিতে অর্থাৎ দেহ, দৈহিক সমস্ত কিছুতে 'অসৎ' বলিতে মিথ্যা মায়া-জনিত মোহ পরিত্যাগ করিবে। পরমাত্মার চিন্তন ব্যতিরেকে বিবেক থাকিলেও দিগ্‌ভ্রমের ন্যায় মোহ কখন নিবর্ত্তিত হয় না—এই ভাব ॥ ১৯-২০ ॥

স্বর্ণং যথা গ্রাবসু হেমকারঃ
ক্ষেত্রেষু যোগৈস্তদভিজ্ঞ আপ্নুয়াৎ।
ক্ষেত্রেষু দেহেষু তথাত্মযোগৈ-
রধ্যাত্মবিদ্‌ব্রহ্মগতিং লভেত ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষেত্রেষু (স্বর্ণাকরক্ষেত্রেষু) গ্রাবসু (স্ফুরৎস্বর্ণকণেষু পাষাণেষু) যোগৈঃ (ধমনাদ্যুপায়ৈঃ) তদভিজ্ঞঃ (তদুপায়াভিজ্ঞঃ) হেমকারঃ যথা স্বর্ণম্ আপ্নুয়াৎ তথা অধ্যাত্মবিৎ (আত্মাধিকৃতকার্য্যকারণ-সংঘাতজ্ঞাতা) ক্ষেত্রেষু দেহেষু (দেহাদিসঙ্ঘাতেষু) আত্মযোগৈঃ (আত্মপ্রাপ্ত্যুপায়ৈঃ) ব্রহ্মগতিং (ব্রহ্মাত্মা-ভেদ-সাক্ষাৎকারং) লভেত (প্রাপ্নুয়াৎ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—স্বর্ণখনিজবেত্তা স্বর্ণকারগণ যেমন স্বর্ণবিশিষ্ট প্রস্তরে অগ্নি-সংযোগাদি দ্বারা তাহা হইতে স্বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ এই দেহক্ষেত্রে আত্মযোগের দ্বারা অধ্যাত্মতত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবং পরমাত্মা ক্ব বর্ত্ততে ইতি চেৎ স্বদেহেঽপীতি তদুপলব্ধিপ্রকারং সদৃষ্টান্তমাহ,—স্বর্ণমিতি। গ্রাবসু স্ফুরৎস্বর্ণকণপাষাণেষু ক্ষেত্রেষু স্বর্ণাকরস্থানেষু যোগৈর্ধমনাদিভির্গুরুবক্ত্রশিক্ষিতৈরে-বোপায়ৈঃ তমুপায়াভিজ্ঞো হেমকারো যথা স্বর্ণমাপ্নুয়াৎ তথৈব দেহরূপক্ষেত্রেষু আত্মযোগৈরাত্মপ্রাপ্ত্যুপায়ৈশ্চিন্ত-নাদ্যৈঃ ব্রহ্মগতিং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো গতিমুপলব্ধিম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এইরূপ পরমাত্মা কোথায় থাকেন ? তাহার উত্তরে স্বদেহে থাকিলেও তাঁহাকে জানিবার উপায় দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'স্বর্ণং যথা' ইত্যাদি। 'গ্রাবসু ক্ষেত্রেষু' —স্বর্ণের আকর যে ক্ষেত্রে আছে, সেখানকার প্রস্তর-খণ্ডে স্বর্ণকণিকার অস্তিত্ব জানিয়া, 'যোগৈঃ'—ধমনাদি (অগ্নিসংযোগ, ফুৎকারাদি) উপায়ের দ্বারা স্বর্ণকারগণ যেমন স্বর্ণ লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীগুরুদেবের মুখাশ্রিত উপদেশরূপ উপায়ের দ্বারা দেহরূপ ক্ষেত্রে অধ্যাত্মতত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ 'ব্রহ্মগতিং' —ব্রহ্ম বলিতে পরমাত্মার উপলব্ধি করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ প্রোক্তাস্ত্রয় এব হি তদ্‌গুণাঃ।
বিকারাঃ ষোড়শাচার্য্যৈঃ পুমানেকঃ সমন্বয়াৎ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—আচার্য্যৈঃ (কপিলাদিভিঃ) অষ্টৌ (মূলপ্রকৃতিঃ মহদহঙ্কারৌ পঞ্চতন্মাত্রাণি চ ইতি অষ্টৌ) প্রকৃতয়ঃ প্রোক্তাঃ (কথিতাঃ) ত্রয়ঃ এব হি (সত্ত্বরজস্তমোরূপাঃ) তদ্‌গুণাঃ (তস্যাঃ প্রকৃতেঃ গুণাঃ এব নতু ততঃ ভিন্নাঃ প্রোক্তাঃ) ষোড়শ বিকারাঃ (একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মহাভূতানি চেতি ষোড়শঃ বিকারাঃ) প্রোক্তাঃ পুমান্ (পুরুষস্তু) সম-ন্বয়াৎ (এষু সাক্ষিত্বেন অন্বয়াৎ) একঃ (এব প্রোক্তঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অষ্ট প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি-গুণত্রয় ও একাদশ ইন্দ্রিয়,—এই ষোড়শ বিকার ; এই সকল বিষয়ে পরমপুরুষ আত্মা একমাত্র সাক্ষি-রূপে বর্ত্তমান আছেন। এইজন্য কপিলাদি আচার্য্য-গণ ঐ আত্মাকে 'এক'-মাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—অধ্যাত্মবিদিত্যুক্তমতোঽধ্যাত্মবস্তুন্যাহ, —অষ্টাবিতি সার্দ্ধেন। মূলপ্রকৃতির্মহদহঙ্কারৌ পঞ্চ-তন্মাত্রাণি চেত্যষ্টৌ ত্রয়ঃ সত্ত্বাদয়ো বিকারাঃ। একা-দশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চমহাভূতানি চেতি ষোড়শ আচার্য্যৈঃ কপিলাদিভিঃ প্রোক্তাঃ পুমানাত্মা একঃ সমন্বয়াৎ এষ সম্যগন্বয়ং সম্বন্ধং প্রাপ্য বর্ত্তমানঃ ; যদ্বা সমন্বয়ং সম্বন্ধং অততি সততং প্রাপ্নোতি ; অত সাতত্যগমনে ক্বিবন্তঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধ্যাত্মবিদ্' (পূর্ব্বশ্লোকে) ইহা উক্ত হইয়াছে, অতএব অধ্যাত্ম বস্তুসমূহ বলিতে-ছেন—'অষ্টৌ' ইত্যাদি সার্দ্ধ শ্লোকে। মূল প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র—এই অষ্ট সংখ্যক প্রকৃতি এবং তাহাদের বিকার সত্ত্বাদি (সত্ত্ব, রজঃ ও

তমঃ) তিনটী গুণ। একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ বিকার—কপিলাদি আচার্য্যগণ বলিয়াছেন। 'পুমান্ একঃ'—আর পরম পুরুষ আত্মা, যিনি সকলের সহিত সমন্বিত হইয়া 'এক' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। 'সমন্বয়াৎ'—সম্যক্ অন্বয় বলিতে সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া যিনি বর্ত্তমান, অথবা —সমন্বয় বলিতে সম্বন্ধ যিনি 'অততি', সতত প্রাপ্ত হইতেছেন, এখানে সাতত্য গমন অর্থে 'অত' ধাতুর ক্বিবন্ত প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ২২ ॥

মধ্ব—

অভিমান্যপেক্ষয়া বিষ্ণুঃ পঞ্চবিংশ ইতি স্মৃতঃ।
জড়াদ্যপেক্ষয়া জীবঃ সম্যগ্‌জ্ঞেয়ো হরিঃ স্মৃতঃ॥
ইতি চ ॥ ২২ ॥

দেহস্তু সর্ব্বসংঘাতো জগৎ তস্থুরিতি দ্বিধা।
অত্রৈব মৃগ্যঃ পুরুষো নেতি নেতীত্যতত্ত্যজন্ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—দেহঃ তু সর্ব্বসংঘাতঃ (প্রকৃতি-বিকৃতিসংঘাতাত্মকঃ, স চ) জগৎ (জঙ্গমঃ) তস্থুঃ (স্থাবরম্) ইতি দ্বিধা ইতি (এতৎ) ন (আত্মা ন ভবতি এবং অনিত্যং) অতৎ ত্যজন্ (অতৎ আত্ম-ব্যতিরিক্তং যৎ অনাত্মপ্রতীতিজাতং বস্তু তৎ ত্যজন্ অনাত্মসর্গাৎ পৃথগুপলভ্যমানঃ) পুরুষঃ অতএব (অস্মিন্‌এব দেহে) মৃগাঃ (অন্বেষ্টব্যঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—পঞ্চভূতের সমষ্টিরূপ শরীর দুই প্রকার,—জঙ্গম ও স্থাবর। তন্মধ্যে এই দ্বিবিধ শরীরের মধ্যেই আত্মা অর্থাৎ চেতন ভিন্ন সমস্ত অনাত্মবস্তুকে 'ইহা নহে, ইহা নহে', এই ভাবিয়া হেয়দর্শন পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্মারই অন্বেষণ করিবে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বসংঘাতঃ উক্তলক্ষণসর্ব্ববস্তুসমূহ-রূপঃ জগৎ জঙ্গমো মনুষ্যাদিঃ তস্থুঃ স্থাবরো বৃক্ষাদিঃ। অত্রৈব দেহএব পুরুষঃ পরমাত্মা মৃগ্যঃ অন্বেষ্টব্যঃ। অন্বেষণপ্রকারমাহ,—নেতি নেতী-ত্যতৎ তদ্ভিন্নং বস্তু ত্যজন্ ত্যজদ্ভিরিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেহস্তু সর্ব্বসংঘাতঃ'—উক্ত-লক্ষণ সমস্ত বস্তুর সমষ্টিরূপ দেহ (অর্থাৎ প্রকৃতি ও বিকৃতির মিলনে উৎপন্ন দেহ) দুই প্রকার—মনু-ষ্যাদি জঙ্গম এবং বৃক্ষাদি স্থাবর। 'অত্রৈব'—এই দেহের মধ্যেই পুরুষ বলিতে পরমাত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে। অন্বেষণের প্রকার বলিতেছেন—'নেতি নেতি', অর্থাৎ 'ইহা নহে, ইহা নহে'—এরূপ বিচার করতঃ তদ্ভিন্ন বস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক (অর্থাৎ চেতন ভিন্ন সমস্ত অনাত্ম বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া) পরমাত্মারই অন্বেষণ করিবে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ব্যতিরেকেণ বিবেকেনোশতাত্মনা।
স্বর্গস্থানসমাম্নায়ৈর্বিমৃশদ্ভিরসত্বরৈঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অন্বয়ব্যতিরেকেণ বিবেকেণ (মণিষু সূত্রস্যেব সর্ব্বানুস্যূতত্বেন অন্বয়ঃ, মণিভ্যঃ সূত্রস্যেব একব্যতিরেকশ্চ তয়োঃ দ্বন্দ্বৈক্যং তেন যঃ বিবেকঃ তেন) উশতা (শুদ্ধেন) আত্মনা (মনসা) স্বর্গস্থান-সমাম্নায়ৈঃ (সর্গস্থিতিসংহারৈঃ) বিমৃশদ্ভিঃ (বিচারং কুর্ব্বদ্ভিঃ) অসত্বরৈঃ (অব্যগ্রৈঃ জনৈঃ সঃ আত্মা মৃগ্যঃ ইতি শেষঃ) ॥ ২৪ ।

অনুবাদ—মুমুক্ষু ব্যক্তি অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে স্থিরচিত্তে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় নিরূপণ করিবে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি দেহোঽতন্ময় এব অতত্ত্যাগে শূন্যমেবাবশিষ্যতে ইত্যত আহ,—অন্বয়েতি। দেহে পরমাত্মনোঽন্বয়ঃ, পরমাত্মনি দেহব্যতিরেকো যঃ প্রসিদ্ধস্তেন জড়ানামপি বুদ্ধ্যাদীনাং যদন্বয়েনৈব প্রবৃত্তিঃ। বুদ্ধ্যাদিব্যতিরিক্তশ্চ যঃ স পরামাত্মা দেহস্থ ইতি যো বিবেকস্তেন তথা উশতা শুদ্ধেনাত্মনা মনসা সর্গস্থানসমাম্নায়ৈঃ সৃষ্টিস্থিতি-সংহারৈঃ পরামৃষ্টৈ-রিতি শেষঃ; "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত-সর্গাদ্যনুসন্ধানেনেত্যর্থঃ। অসত্ব-রৈরব্যগ্রৈর্মৃগ্যঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, দেহ ত অচেতন পদার্থই, 'ইহা নহে, ইহা নহে'—এভাবে ত্যাগ করিতে করিতে শূন্যই অবশিষ্ট থাকিবে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অন্বয়-ব্যতিরেকেণ' ইত্যাদি (অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে, অর্থাৎ প্রত্যগাত্মার সত্ত্বাতেই সংঘাতের সত্ত্বা, স্থিতি—ইহা অন্বয়, এবং

প্রত্যগাত্মা তাহা হইতে নির্গত হইলে সঙ্ঘাতের বিনাশ —ইহা ব্যতিরেক, তাহাদের বিবেকের দ্বারা পরমাত্মার অনুসন্ধান করিতে হইবে।) দেহে পরমাত্মার অন্বয় (সম্বন্ধ), পরমাত্মাতে দেহ-ব্যতিরিক্ত যিনি প্রসিদ্ধ, তাহার দ্বারা জড় বুদ্ধি প্রভৃতিরও যাঁহার সম্বন্ধেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধ্যাদি-ব্যতিরিক্ত যিনি, তিনি দেহস্থ পরমাত্মা—এইরূপ যে বিবেক (বিবেচনা), তাহার দ্বারা। সেইরূপ 'উশতা আত্মনা' —শুদ্ধ মনের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ বিচার করিয়া (সেই পুরুষের অনুসন্ধান করিতে হইবে)। যেমন শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি (তৈত্তিরীয় ৩।১), অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই ভূতগণ জাত হয়, জাত বস্তুসমূহ যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকে এবং অন্তিমকালে যাঁহাতে প্রতিগমন করে ও বিলীন হয়, তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম। 'অসত্ত্বরৈঃ'— অব্যগ্র অর্থাৎ ধীরভাবে সেই আত্মা অন্বেষণীয়॥২৪॥

বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ।
তা যেনৈবানুভূয়ন্তে সোঽধ্যক্ষঃ পুরুষঃ পরঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—জাগরণং (বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারানুবিদ্ধা বৃত্তিঃ) স্বপ্নঃ (তদননুবিদ্ধা বৃত্তিঃ) সুষুপ্তিঃ (বুদ্ধিবৃত্ত্যুপরামঃ ইতি তিস্রঃ) বুদ্ধেঃ বৃত্তয়ঃ (বুদ্ধেঃ ব্যাপারাঃ ভবন্তি) তাঃ (ব্যাপারা) যেন এব অনুভূয়ন্তে সঃ অধ্যক্ষঃ (দেহাদীনামন্তর্যামী) পরঃ (দেহাদিভ্য অন্য এব) পুরুষঃ (ভবতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—বুদ্ধির ত্রিবিধ বৃত্তি—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ; সেই তিনটি বৃত্তিকেই যিনি অনুভব করেন, তিনিই নিয়ন্তা, পরমপুরুষ পরমাত্মা ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিমর্শপ্রকারমাহ,—বুদ্ধেরিতি দ্বাভ্যাম্। যদন্বিতায়া এব বুদ্ধেস্তিস্রোঽবস্থা উদ্ভবন্তি, সঃ পরঃ পুরুষঃ পরমাত্মা ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবদ—পরামর্শের প্রকার বলিতেছেন —'বুদ্ধেঃ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। যাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই বুদ্ধির জাগ্রদাদি তিনটি অবস্থা প্রকাশ পায়, তিনি 'পরঃ পুরুষঃ'—পরমাত্মা ॥ ২৫ ॥

মধ্ব—

বুদ্ধের্জীবস্য।
সত্ত্ববুদ্ধ্যাদিশব্দৈস্তু জীবোঽপি ক্বচিদীর্যতে।
জাগৃদাদ্যাঃ কর্ম্ম চৈব সুখদুঃখে চ তস্য হি।
জাগৃদাদেঃ পরো দ্রষ্টা সুখনিষ্ঠো হরিঃ স্মৃতঃ।
স জীবেন সহ স্থানান্তৎ-স্বরূপঃ প্রদৃশ্যতে ॥
অজ্ঞদৃষ্ট্যানজ্ঞদৃষ্ট্যা যথা গন্ধযুতোঽনিলঃ।
অদৃষ্টৈর্জীবপরয়োর্ভেদস্যাপ্নোতি সংসৃতিম্।
অভেদনিশ্চয়াদ্‌যাতি তমো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥
ইতি চ ॥ ২৫ ॥

এভিস্ত্রিবর্ণৈঃ পর্য্যস্তৈর্বুদ্ধিভেদৈঃ ক্রিয়োদ্ভবৈঃ।
স্বরূপমাত্মনো বুধ্যেদ্‌গন্ধৈর্বায়ুমিবান্বয়াৎ ॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ—গন্ধৈঃ অন্বয়াৎ বায়ুম্ ইব (যথা পুষ্পাদীনাং গন্ধমুপলভ্য পশ্চাৎ তদন্বয়িনং চক্ষুষোঽগ্রাহ্যং বায়ুং জানাতি, তথা) পর্য্যস্তৈঃ (পরিতঃ ক্ষিপ্তৈঃ আত্মধর্ম্মত্বেন নিরস্তৈঃ) ত্রিবর্ণৈঃ (ত্রিগুণাত্মকৈঃ) ক্রিয়োদ্ভবৈঃ (কর্ম্মজন্যৈঃ) এভিঃ বুদ্ধিভেদৈঃ (বুদ্ধেঃ পরিণামৈঃ তদুপলক্ষিতম্) আত্মনঃ স্বরূপং বুধ্যেৎ (জানীয়াৎ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—পুষ্পাদির গন্ধদ্বারা যেমন বায়ুর জ্ঞান জন্মে, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন ঐরূপ ত্রিবিধ বৃত্তিবিশিষ্টা বুদ্ধিদ্বারা ভগবদাশ্রয়ে আত্মার স্বরূপ বুঝিয়া লইবে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—যস্ত্বেতদ্বুদ্ধ্যবস্থাত্রয়বানাভাতি স জীবাত্মেত্যাহ,—এভির্বুদ্ধের্ভেদৈঃ পরিণামৈঃ জাগরাদিভিঃ ত্রিবর্ণৈঃ ত্রিগুণাত্মকৈঃ ক্রিয়োদ্ভবৈঃ কর্ম্মজন্যৈঃ পর্য্যস্তৈঃ অনাত্মধর্ম্মত্বেন নিরস্তৈরপি এভিরেব। আত্মনোঽশুদ্ধজীবস্য স্বরূপং বুদ্ধ্যেৎ জানীয়াৎ, যথান্বয়াৎ সম্বন্ধমাত্রাদেব গন্ধৈঃ পুষ্পাদিগন্ধৈর্বায়ুং গন্ধবন্তং জানীয়াৎ ; যদন্বিতা বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে স পরমাত্মা, যো বুদ্ধ্যন্বিতঃ ন জীবাত্মেতি ভেদঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে এই বুদ্ধির জাগ্রদাদি অবস্থাবিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, সে জীবাত্মা, ইহা বলিতেছেন—'এভিঃ বুদ্ধি-ভেদৈঃ'—এই সকল বুদ্ধির ভেদ বলিতে জাগরণাদিরূপ বুদ্ধির পরিণাম, তাহার দ্বারা, এবং 'ত্রিবর্ণৈঃ ক্রিয়োদ্ভবৈঃ'—ত্রিবর্ণাত্মক ও

কর্ম্মজন্যহেতু, 'পর্য্যস্তৈঃ'—অনাত্মধর্ম্ম হইতে নিরস্ত এই সকলের দ্বারা, 'আত্মনঃ'—বলিতে অশুদ্ধ জীবের স্বরূপ জানিবে। 'যথান্বয়াৎ'—যেমন সম্বন্ধবশতঃই পুষ্পাদি-গন্ধের দ্বারা বায়ুকে গন্ধবান্ বলিয়া জানা যায়। (অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই সকল বুদ্ধির পরিণাম-মাত্র, সুতরাং আত্মধর্ম্ম নহে। আর ঐ সকল বৃত্তি কর্ম্মজন্য, অতএব ত্রিগুণাত্মক ও কর্ম্মজন্য হওয়াতে বুদ্ধিরই জাগ্রদাদি অবস্থা জানিবে। যেমন গন্ধ পুষ্পের ধর্ম্ম, বায়ুর সহিত মিলিত হওয়াতে বায়ুর ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় আত্মা বুদ্ধির সহিত অন্বিত হওয়াতে বুদ্ধির অবস্থা জাগ্রদাদি-বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ আত্মার ঐ সকল অবস্থা হয় না। এইপ্রকার পুষ্পধর্ম্ম গন্ধদ্বারা গন্ধাশ্রয় বায়ুর ন্যায় আত্মস্বরূপ অবগত হইতে হইবে।) যাঁহার দ্বারা অন্বিত হইয়া বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয়, তিনি পরমাত্মা, আর যিনি বুদ্ধ্যান্বিত তিনি জীবাত্মা—এই ভেদ ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—বুদ্ধিভেদৈর্জীবানাং তারতম্যজ্ঞাপকৈঃ ॥২৬॥

এতদ্দ্বারো হি সংসারো গুণকর্ম্মনিবন্ধনঃ।
অজ্ঞানমূলোঽপার্থোঽপি পুংসঃ স্বপ্ন ইবার্প্যতে ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—গুণকর্ম্মনিবন্ধনঃ (গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ কর্ম্মাণি গুণোদ্বোধকানি তৈঃ নিবধ্যতে স্থিরীক্রিয়তে ইতি তথা) অজ্ঞানমূলঃ (অজ্ঞানম্ অবিদ্যা এব মূলং যস্য সঃ) পুংসঃ (জীবস্য) সংসারঃ (জন্মমরণাদি-রূপঃ) এতদ্দ্বারঃ হি (বুদ্ধি দ্বারকঃ তদবস্থাদ্বারকো বা, ন স্বতঃ অতএব) অপার্থঃ (অবাস্তবঃ) অপি স্বপ্ন ইব (যথা স্বপ্নঃ স্বাপ্নিকঃ পদার্থঃ দোষবশাদেব প্রতীয়তে তথা) অর্প্যতে (অবস্থাপ্যতে) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ঐ বুদ্ধিদ্বারাই গুণ ও কর্ম্মানুসারে প্রাণিগণের সংসার হইয়া থাকে ; পুরুষের স্বপ্নের ন্যায় সেই সংসার অজ্ঞান-মূলক, সুতরাং নশ্বর বা অবাস্তব ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—এষা বুদ্ধিরেব দ্বারং যস্য সঃ। অত-এব গুণকর্ম্মভ্যাং তদীয়াভ্যাং নিতরাং বন্ধনং যত্র সঃ। কিঞ্চ ন জ্ঞানং যস্য তথাভূতং মূলং যস্য সঃ, যস্য মূলং ন জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। অপার্থঃ অবস্তুভূতোঽপি জীবস্য সংসারো দেহাধ্যাসরূপঃ স্বপ্ন ইব অর্প্যতে তস্মিন্ পুংসি পরমেশ্বরশক্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতদ্দ্বারঃ' এই বুদ্ধিই দ্বার যাহার, তাহা (অর্থাৎ জন্ম-মরণ-প্রবাহরূপ এই সংসার)। 'গুণকর্ম্ম-নিবন্ধনঃ'—বুদ্ধির গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা সম্যক্‌রূপে বন্ধন হয় যেখানে, তাহা। 'অজ্ঞান-মূলঃ'—অজ্ঞান বলিতে যাহার জ্ঞান নাই, এমন মূল যাহার, অর্থাৎ যাহার মূল জানা যায় না—এই অর্থ। 'অপার্থঃ'—মিথ্যাভূত হইলেও জীবের সংসার দেহাধ্যাসরূপ স্বপ্নের ন্যায় সেই পুরুষে পরমেশ্বরের শক্তিতে অর্পিত হয়—এই অর্থ। (অর্থাৎ সংসার কেবল বুদ্ধির দ্বারাই হয়, বুদ্ধির গুণ ও কর্ম্মই সংসারের বন্ধন এবং অজ্ঞানই তাহার মূল, সুতরাং তাহার স্বরূপ মিথ্যা হইলেও স্বপ্নের ন্যায় অর্পিত হইয়া থাকে। আত্মাকে স্বপ্নে দেখার মত সংসার-বদ্ধ মনে হয় বটে, বাস্তবপক্ষে আত্মা মুক্ত।) ॥ ২৭ ॥

মধ্ব—

দুঃখরূপোঽপি সংসারো বুদ্ধিপূর্ব্বমবাপ্যতে।
যথা স্বপ্নে শিরশ্ছেদং স্বয়ং কৃত্বাত্মনো বশঃ ॥
ততো দুঃখমবাপ্যেত তথা জাগরিতোঽপি তু।
জানন্নপ্যাত্মনো দুঃখমবশস্তু প্রবর্ত্ততে ॥

ইতি চ ॥ ২৭ ॥

তস্মাদ্ভবদ্ভিঃ কর্ত্তব্যং কর্ম্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্।
বীজনির্হরণং যোগঃ প্রবাহোপরমো ধিয়ঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(যস্মাৎ বুদ্ধিনিবন্ধনঃ এব সংসারঃ) তস্মাৎ ত্রিগুণাত্মনাং (ত্রিগুণকার্য্যাণাং ত্রিগুণপরিণাম-হেতুনাঞ্চ) কর্ম্মণাং বীজনির্হরণং (বীজস্য দেহাদ্যা-আধ্যাসস্য নির্হরণং) ভবদ্ভিঃ কর্ত্তব্যং (সঃ এব যোগঃ ধিয়ঃ প্রবাহোপরমঃ (প্রবাহং জাগ্রদাদিবৃত্তি-রূপমুপরময়তীতি তথাভূতঃ এব ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অতএব তোমরা গুণত্রয়সম্ভূত সমস্ত কর্ম্মবীজনাশক এবং জাগ্রদাদি বুদ্ধিপ্রবাহনাশক ভক্তিযোগ অভ্যাস করিবে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাত্তন্নিবৃত্তয়ে যতিতব্যমিত্যাহ,—তস্মাদিতি। বীজং প্রাকৃতী বুদ্ধিঃ, তস্য নির্হরণং দহনং, দহনমেব কিং তদাহ,—ধিয়ো বুদ্ধেঃ প্রবাহা-

নাং জাগরাদ্যবস্থানাং উপরমঃ স এব। যোগঃ ফলং,—"যোগোঽপূর্ব্বার্থসংপ্রাপ্তৌ সঙ্গতিধ্যানযুক্তিষু" ইতি মেদিনী ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব তাহার নিবৃত্তির যত্ন করিতে হইবে, ইহা বলিতেছেন—'তস্মাৎ' ইত্যাদি। 'বীজ-নির্হরণং'—বীজ বলিতে প্রাকৃতী বুদ্ধি, তাহার দহন। দহন কি ? তাহা বলিতেছেন—'ধিয়ঃ', বুদ্ধির প্রবাহরূপ জাগ্রদাদি অবস্থাসমূহের যে উপরম, তাহাই। যোগ বলিতে ফল। মেদিনীকোষে উক্ত আছে—'যোগ অর্থ অপূর্ব্বার্থ সংপ্রাপ্তি, সঙ্গতি (মিলন), ধ্যান ও যুক্তি। (অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক কর্ম্ম-সকলের বীজ যে অজ্ঞান, তাহার দাহক যে যোগ, যাহাতে বুদ্ধির জাগ্রদাদি অবস্থাপ্রবাহ বিনষ্ট হয়, সেই যোগ, অর্থাৎ ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান কর।) ॥২৮॥

মধ্ব—ধিয়ঃ প্রবাহোস্যোপরমঃ পরমেশ্বরে রমণম্ ॥ ২৮ ॥

———

তত্রোপায়সহস্রাণাময়ং ভগবতোদিতঃ।
যদীশ্বরে ভগবতি যথা যৈরঞ্জসা রতিঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—যৈঃ (ধর্ম্মৈঃ) যথা (যথানুষ্ঠিতৈঃ বা) ভগবতি (ঈশ্বরে) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ, ফলানুসন্ধানব্যবধানরহিতা) রতিঃ (নিরতিশয়া প্রীতিঃ স্যাৎ ইতি) যৎ (যদয়ম্ উপায়ঃ) তত্র (বীজ-নির্হরণবিষয়ে) উপায়সহস্রাণাং (মধ্যে সঃ) অয়ম্ (এব উপায়ঃ) ভগবতা উদিতঃ (ভগবতা কথিতঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যথাচরিত যে-সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ভগবান্ ঈশ্বরে অবিচলিত আসক্তি হয়, সহস্র সহস্র উপায়ের মধ্যে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভগবান্ বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র বীজনির্হরণে বিষয়ে উপায়সহস্রাণাং মধ্যে অয়মুপায়ো ভগবতা উদিতঃ। অন্যে ত্বন্যৈর্মুনিভিরুদিতত্বাদস্মাত্তে নিকৃষ্টা এবেতি ভাবঃ। অয়মেব কস্তত্রাহ,—যদিতি। যৈর্গুরুশুশ্রূষণাদ্যাঙ্গৈরুৎপন্নাৎ যদ্‌যস্মাদ্ভক্তিযোগাদ্রতির্ভবতি। অয়ং ভক্তিযোগ এবোপায় ইত্যন্বয়ঃ। অত্র পঞ্চম্যন্ত-যৎ-পদাৎ অঞ্জসা-শব্দাচ্চ রতিরেব ভক্তিযোগস্য মুখ্যং ফলং, বীজনির্হরণন্ত্বানুষঙ্গিকমযত্নত এব শুদ্ধভক্তানাং ভবেৎ, যদুক্তং,—"জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা" ইতি ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্র'—সেই কর্ম্মবীজ ধ্বংস-বিষয়ে সহস্র সহস্র উপায়ের মধ্যে এই উপায়, যাহা ভগবান্ স্বমুখে বলিয়াছেন। অন্য উপায়সমূহ অন্যান্য মুনিগণ কর্ত্তৃক কথিত হওয়ায়, ইহা হইতে নিকৃষ্ট—এই ভাব। এই উপায় কি ? তাহা বলিতেছেন—'যৎ' ইত্যাদি, গুরু-শুশ্রূষণাদি অঙ্গসমূহের দ্বারা উৎপন্ন যে ভক্তিযোগ হইতে শ্রীভগবানে রতি হয়, এই ভক্তিযোগই উপায়—এই অন্বয়। এই স্থলে পঞ্চম্যন্ত 'যৎ'—পদ (যস্মাৎ) ও 'অঞ্জসা' (সাক্ষাৎ)-শব্দের প্রয়োগে (শ্রীভগবানে) রতিই ভক্তিযোগের মুখ্য ফল এবং কর্ম্মবীজের ধ্বংস আনুষঙ্গিকভাবে বিনা প্রযত্নেই শুদ্ধভক্তগণের হইয়া থাকে, ইহা বুঝিতে হইবে। যথা ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উক্তিতে—'জরয়ত্যাশু যা কোষং' (৩।২৫।৩০), অর্থাৎ যেমন জঠরস্থ অনল ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করে, তাহার ন্যায় সেই ভক্তি আশু লিঙ্গশরীরকে দগ্ধ করিয়া দেয় ॥২৯॥

———

গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলব্ধার্পণেন চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ ॥ ৩০ ॥
শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ কীর্ত্তনৈর্গুণকর্ম্মণাম্।
তৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(সা চ ভগবতি রতিঃ) গুরুশুশ্রূষয়া (গুরোঃ শুশ্রূষয়া সেবয়া, গুরুভ্যস্তত্ত্বশ্রবণেচ্ছয়া বা) ভক্ত্যা (প্রেম্না) সর্ব্বলব্ধার্পণেন চ (সর্ব্বেষাং লব্ধানাং বস্তূনাং তেভ্যঃ গুরুভ্যঃ অর্পণেন) সাধু-ভক্তানাং (সাধূনাং নিষ্কপটভক্তানাং) সঙ্গেন (সেবয়া) ঈশ্বরাধানেন চ (ঈশ্বরস্য ভগবতঃ আরাধনেন হৃদয়ে মানসৈঃ দ্রব্যৈঃ পূজয়া চ) তৎকথায়াং (ভগবৎ-কথায়াং) শ্রদ্ধয়া চ (শ্রবণাসক্ত্যা চ) গুণকর্ম্মণাং (ভগবতঃ গুণানাং ভক্তবাৎসল্যাদীনাং কর্ম্মণাং লীলাবতারচরিতানাং) কীর্ত্তনৈঃ তৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ (তস্য ভগবতঃ পাদাম্বুরুহয়োঃ চরণারবিন্দয়োঃ ধ্যানাৎ) তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ (তস্য ভগবতঃ লিঙ্গা-

নাং মূর্ত্তীনাম্ ঈক্ষণঞ্চ অর্হণঞ্চ আদিনী যেষাং বন্দনা-দীনাং তৈঃ চ ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৩০-৩১ ॥

অনুবাদ—গুরুশুশ্রূষা, ভক্তি, সমস্ত লব্ধবস্তু-সমর্পণ, সাধুভক্তবৃন্দের সংসর্গ, ভগবানের আরাধনা ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা, তদীয় গুণ-কর্ম্ম-কীর্ত্তন তাঁহার পাদপদ্ম-ধ্যান, তাঁহার মূর্ত্তিসমূহের দর্শন-পূজনাদি ॥ ৩০-৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মস্য তত্ত্বং জ্ঞানঞ্চেতি দ্বয়মুপদেষ্ট-ব্যত্বেন যৎ প্রক্রান্তং তত্র জ্ঞানমুক্ত্বা ধর্ম্মতত্ত্বং ভক্তিযোগ এবেতি দ্যোতয়ন্ পূর্ব্বোক্তানি যৎপদবাচ্যানি তদঙ্গা-ন্যাহ,—গুর্ব্বিতি ত্রিভিঃ। গুরোঃ শুশ্রূষয়া স্নপন-সম্বাহনাদিকয়া তথা সর্ব্বেষাং লব্ধানাং বস্তূনাং অর্পণেন চ তচ্চার্পণং ভক্ত্যৈব, ন তু প্রতিষ্ঠাদিনা হেতুনা সাধবঃ সদাচারা যে ভক্তাস্তেষাং সঙ্গেনেতি দুরাচারা ভক্তাঃ সেব্যা বন্দ্যা দর্শনীয়াশ্চ, ন তু সঙ্গার্থ-মুপাদেয়া ইতি ভাবঃ ॥ ৩০।৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধর্ম্মের তত্ত্ব ও জ্ঞান' (১৫নং শ্লোকে), এই দুইটি উপদেষ্টব্যরূপে উপক্রম করতঃ তন্মধ্যে জ্ঞানের কথা বলিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব যে ভক্তিযোগই, তাহা দ্যোতনাপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত যৎপদ-বাচ্য সেই ভক্তির অঙ্গসমূহ বলিতেছেন—'গুরু-শুশ্রূষয়া', ইত্যাদি তিনটি শ্লোকের দ্বারা। শ্রীগুরুদেবের স্নান, পাদ-সম্বাহনাদিরূপ সেবার দ্বারা, সেইরূপ সকল লব্ধ বস্তুসমূহের অর্পণের দ্বারা, এবং সেই অর্পণ ভক্তি-সহকারেই করিতে হইবে, কিন্তু প্রতিষ্ঠাদির কারণে নহে। 'সাধু-ভক্তানাং সঙ্গেন'—সাধু বলিতে সদাচার-পরায়ণ যে সকল ভক্তগণ, তাঁহাদের সঙ্গের দ্বারা, ইহার দ্বারা দুরাচার-বিশিষ্ট ভক্তগণ সেব্য, বন্দনীয় এবং দর্শনীয়, কিন্তু সঙ্গলাভের নিমিত্ত তাঁহারা গ্রহ-ণীয় নহেন—এই ভাব ॥ ৩০।৩১ ॥

হরিঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ।
ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—হরিঃ ভগবান্ ঈশ্বরঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু আস্তে ইতি মনসা (এবমভিপ্রায়েণ) তৈঃ কামৈঃ (তৈঃ তৈঃ বিষয়ৈঃ) ভূতানি সাধু (যথোচিতং) মানয়েৎ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—এবং ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান আছেন জানিয়া সর্ব্বভূতে সাধুদৃষ্টি ॥ ৩২ ॥

এবং নির্জ্জিতষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে।
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভ্যতে রতিঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—নির্জ্জিতষড়্বর্গৈঃ (নির্জ্জিত ষণ্ণাং কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যাণাং ইন্দ্রিয়াণাং বা বর্গঃ যৈঃ তৈঃ) এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) ঈশ্বরে (ভগ-বতি) ভক্তিঃ ক্রিয়তে। যয়া (সাধনভক্ত্যা) বাসুদেবে ভগবতি রতিঃ (পরমপ্রেমলক্ষণা) সংলভ্যতে (সম্যক্ নিশ্চলাত্মিকাং লভ্যতে) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—এই সকল ক্রিয়াদ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য, এই ষড়্বর্গ জয় করিয়া ঈশ্বরে ভক্তি করিবে ; ইহাতে ভগবান্ বাসু-দেবে আসক্তি হইবে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবমেতৎপ্রকারয়া ভক্ত্যৈব নির্জ্জিতঃ ষণ্ণাং কামাদীনামিন্দ্রিয়াণাং বা বর্গো যৈস্তৈর্গুরুশুশ্রূ-ষণাদ্যৈরঙ্গৈর্ভক্তিরিতি পূর্ব্বোক্তং বুদ্ধিপ্রবাহোপরম-রূপমানুষঙ্গিকং ফলমুক্তম্। ভক্তের্মুখ্যফলমাহ,—যয়েতি। রতিঃ প্রেমাণম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবম্'—এই প্রকার ভক্তির দ্বারাই, 'নির্জ্জিত-ষড়্বর্গৈঃ'—নির্জ্জিত হইয়াছে ছয়টি কামাদির অথবা ইন্দ্রিয়সমূহের বর্গ যাহাদের দ্বারা, তাঁহারা ঈশ্বরে ভক্তি করিবেন। গুরু-শুশ্রূষণাদি অঙ্গের দ্বারা ভক্তি, ইহাতে পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিপ্রবাহের উপরমরূপ আনুষঙ্গিক ফল উক্ত হইল। অধুনা ভক্তির মুখ্য ফল বলিতেছেন—'যয়া', যে ভক্তির দ্বারা ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে রতি বলিতে প্রেম সম্যক্‌রূপে লাভ হয় ॥ ৩৩ ॥

নিশম্য কর্ম্মাণি গুণানতুল্যান্
বীর্য্যাণি লীলাতনুভিঃ কৃতানি।
যদাতিহর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্‌গদং
প্রোৎকণ্ঠ উদ্‌গায়তি রৌতি নৃত্যতি ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (ভগবতঃ) অতুল্যান্ (ইতরেষু অবিদ্যমানান্) গুণান্ (ভক্তবাৎসল্যাদীন্) লীলাতনুভিঃ

(স্বেচ্ছোপায়রামকৃষ্ণাদিমূর্ত্তিভিঃ) কৃতানি কর্ম্মাণি (কৃতানি দধিপয়শ্চৌর্য্যাদীনি লৌকিকচেষ্টারূপাণি) বীর্য্যাণি (রাবণবধ-গোবর্দ্ধন-উদ্ধরণাদীনি ইতরৈঃ কর্ত্তুমশক্যানি চ) নিশম্য (শ্রুত্বা) অতিহর্ষোৎপুল-কাশ্রুগদ্গদম্ (অতিহর্ষেণ উদ্গতাঃ উদঞ্চিতাঃ পুলকাঃ রোমাণি অশ্রূণি আনন্দবাষ্পবিন্দবশ্চ তৈঃ গদ্গদং যথা ভবতি তথা) প্রোৎকণ্ঠঃ (মুক্তকণ্ঠঃ সন্) উদ্গায়তি (উচ্চৈঃ গায়তি) রৌতি (নির ভিব্যক্তিপূর্ব্বকং শব্দং করোতি) নৃত্যতি (চ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—মুক্তপুরুষ যখন ভগবানের অনুপম গুণ, অবতার-কৃত অলৌকিক কর্ম্ম ও রাবণ-বধ প্রভৃতি পরাক্রম শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হর্ষবশতঃ রোমাঞ্চ ও অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবে গদ্গদস্বরে মুক্তকণ্ঠে নৃত্য, গীত ও আনন্দ-ধ্বনি করেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—রতেশ্চিহ্নান্যাহ,—নিশম্যেতি। কর্ম্মাণি দধিপয়শ্চৌর্য্যাদীনি গুণান্ ভক্তবাৎসল্যাদীন্ বীর্য্যাণি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ-কংসবধাদীনি ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রতির চিহ্নসমূহ বলিতেছেন —'নিশম্য' ইত্যাদি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দধি-দুগ্ধ চৌর্য্যাদি কর্ম্মসমূহ, ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ এবং গোবর্দ্ধন ধারণ, কংসবধাদি লীলাসমূহ শ্রবণ করিয়া (ভাবভক্তির উদয়ে হর্ষবশতঃ রোমাঞ্চিতকলেবর ও গদ্গদাশ্রুকণ্ঠ হইয়া ভক্ত তখন নৃত্য, গীত ও বিলাপ করিয়া থাকেন।) ॥ ৩৪ ॥

———

যদা গ্রহগ্রস্ত ইব ক্বচিদ্ধস-
ত্যাক্রন্দতে ধ্যায়তি বন্দতে জনম্।
মুহুঃ শ্বসন্ বক্তি হরে জগৎপতে
নারায়ণেত্যাত্মমতির্গতত্রপঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—যদা ক্বচিৎ (কদাচিৎ) গ্রহগ্রস্তঃ ইব হসতি ; (কদাচিৎ) আক্রন্দতে (তদ্গুণোচ্চারণ-পূর্ব্বকং বিলপতি), ধ্যায়তি (ক্বচিচ্চ ভগবন্তং ধ্যায়তি), জনং বন্দতে চ (কদাচিৎ জনং ভগবদাত্মকং পশ্যন্ নমস্করোতি), মুহুঃ (বারংবারং) শ্বসন্ (শ্বাসান্ মুঞ্চন্) আত্মমতিঃ (আত্মনি ভগবতি মতিঃ যস্য সঃ) গতত্রপঃ (আত্মানুসন্ধানাভাবাৎ গতা ত্রপা লজ্জা যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) হে হরে, হে জগৎপতে, হে নারায়ণ, ইতি বক্তি (বদতি) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—যখন গ্রহগ্রস্তের ন্যায় হাস্য করেন, ভগবদ্গুণ উচ্চারণপূর্ব্বক বিলাপ করেন, কখনও ধ্যান করেন, ভগবৎসেবক-জ্ঞানে লোককে বন্দনা করেন, বারংবার শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে নির্লজ্জ হইয়া কখনও 'হে হরে, হে জগৎপতে', এই প্রকার বলিতে থাকেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—হরে জগৎপতে নারায়ণেতি বাচা বক্তি আত্মনা মনসা চ মতির্মননং যস্য সঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে হরে ! জগৎপতে ! নারায়ণ !—এইরূপ নাম উচ্চারণপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন। 'আত্মমতিঃ'—আত্মা অর্থাৎ মনের দ্বারা মতি বলিতে মনন যাঁহার, সেই ভক্ত (আত্মানুসন্ধানের অভাব-বশতঃ নির্লজ্জের মত অবস্থান করেন।) ॥ ৩৫ ॥

———

তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধন-
স্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দ্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা
ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—তদা মুক্তসমস্তবন্ধনঃ (মুক্তং সমস্তং বন্ধনং ভগবৎপ্রাপ্তিবিরোধিপূর্ব্বোত্তর-পুণ্যপাপাত্ম-কাদিরূপং যস্মাৎ সঃ তাদৃশঃ) তদ্ভাবভাবানুকৃতা-শয়াকৃতিঃ (তস্য ভগবতঃ ভাবঃ লীলাদিঃ তস্য ভাবঃ ভাবনানুধ্যানং তেন অনুকৃতঃ আশয়ঃ অন্তঃকরণম্ আকৃতিঃ বিগ্রহঃ চ যেন সঃ) মহীয়সা (অতিবেগ-বতা) ভক্তিপ্রয়োগেণ (ভক্তিপ্রয়োগরূপেণ উপায়েন) নির্দ্দগ্ধবীজানুশয়ঃ (নিঃশেষেণ দগ্ধং বীজং বন্ধনমূল-ভূতমবিদ্যা-দেহাধ্যাসাদিলক্ষণং, অনুশয়ঃ বাসনা চ যস্য সঃ) পুমান্ (উক্তভক্তিযোগনিষ্ঠঃ জনঃ) অধো-ক্ষজং (ভগবন্তং) সমেতি (সম্যক্ পুনরাবৃত্তিবর্জ্জং যথা তথা প্রাপ্নোতি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—তখন সকল-বন্ধন-মুক্ত সেই পুরুষ ভগবানের লীলাদি ধ্যান করায়, মন ও শরীর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময়তা প্রাপ্ত হয়, সেই সময় অতিশয় ভক্তিহেতু তাহার অবিদ্যা প্রভৃতি অজ্ঞান এবং বাসনাসমূহ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া যায়;

সুতরাং তখন সম্যক্‌প্রকারে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মিন্ ভাবা দাস্যসখ্যাদয়স্তেষাং ভাবনা দাসোঽহং সখাহমিত্যাদ্যাত্মনো মননং তেন অনুকৃতে অনুরূপীকৃতে আশয়াকৃতী মনঃশরীরে-যেন সঃ। ন চ শরীরসদ্ভাব-এব সংসার আশঙ্ক্য ইত্যাহ,—নির্দ্দগ্ধং পূর্ব্বমেব বিনষ্টং বীজং প্রাকৃতী বুদ্ধিঃ অনুশয়ো বিষয়বাসনা চ যস্য সঃ। মহীয়সা রাগমার্গবতা সা মতি অধোক্ষজসংযোগং প্রাপ্নোতি ॥৩৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ'—সেই ভগবানে যে 'ভাব', অর্থাৎ দাস্য, সখ্যাদি, তাহাদের যে 'ভাব' বলিতে ভাবনা, অর্থাৎ আমি দাস, আমি সখা ইত্যাদিরূপে যে নিজের মনন (চিন্তা), তাহার দ্বারা অনুকৃত অর্থাৎ অনুরূপ করা হইয়াছে আশ্রয় ও আকৃতি বলিতে মন ও শরীর যাহা কর্ত্তৃক, তিনি (অর্থাৎ ভগবানে দাস্যাদিভাবে পরিভাবিত হওয়ার ফলে সেই পুরুষের মন ও শরীর তাঁহার অনুকৃত হইতে থাকে)। এই অবস্থায় তাঁহার শরীর থাকিলেও (পুনরায়) সংসারের আশঙ্কা করা চলে না, ইহা বলিতেছেন—'নির্দ্দগ্ধ-বীজানুশয়ঃ'—নিঃশেষরূপে পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছে 'বীজ' বলিতে প্রাকৃতী বুদ্ধি (বন্ধনের মূলভূত দেহাধ্যাসাদিরূপ অবিদ্যা এবং অনুশয় অর্থাৎ বিষয়বাসনা যাঁহার, তিনি। 'মহীয়সা'—মহতী ভক্তির প্রয়োগে, অর্থাৎ রাগমার্গের আশ্রয়ে সেই মতি ভগবান্ অধোক্ষজের সংযোগ (সান্নিধ্য) লাভ করে॥ ৩৬ ॥

মধ্ব—

তদ্ভাবভাবঃ তদ্‌যথাস্বরূপং ভক্তিঃ।
কেচিদ্‌ভক্ত্যা বিনৃত্যন্তি গায়ন্তি চ যথেপ্সিতম্।
কেচিত্তূষ্ণীং জপন্ত্যেব কেচিচ্চোভয়কারিণঃ॥
ইতি চ ॥ ৩৬ ॥

অধোক্ষজালম্ভমিহাশুভাত্মনঃ
শরীরিণঃ সংসৃতিচক্রশাতনম্।
তদ্‌ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখং বিদুর্বুধা-
স্ততো ভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—বুধাঃ (তত্ত্বজ্ঞাঃ) ইহ (লোকে) অশুভাত্মনঃ (রাগাদিযুক্তমনসঃ) শরীরিণঃ অধোক্ষজালম্ভম্ (অধোক্ষজস্য আলম্ভং মনসা স্পর্শঃ প্রাপ্তিমেব) সংসৃতিচক্রশাতনং (চক্রবৎ পরিবর্ত্তমানায়াঃ সংসৃতেঃ সংসারস্য শাতনং নিবর্ত্তকং) তৎ ব্রহ্মনির্ব্বাণ-সুখং (ব্রহ্মসম্বন্ধিনির্ব্বাণং নিরতিশয়ং সুখং তৎস্বরূপং) বিদুঃ (জানন্তি); ততঃ (হেতোঃ) হৃদয়ে (হৃদয়পুণ্ডরীকে এব) হৃদীশ্বরম্ (অন্তর্য্যামিণং ভগবন্তং) ভজধ্বম্ (আশ্রয়ধ্বম্)॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—একমাত্র ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই যে চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল এই সংসারচক্র নষ্ট হয় এবং তদ্দ্বারাই যে মানবগণ প্রেমসেবা-সুখরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, ইহাই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং তোমরাও হৃদয়ের মধ্যে সেই অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরের আরাধনা কর ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখমেব পুরুষার্থসার ইতি প্রসিদ্ধিঃ? সত্যং, তদপি অধোক্ষজসংযোগসুখ এবান্তর্ভবতীত্যাহ,—অধোক্ষজস্যালম্ভং মনসা ঈষৎ স্পর্শং সাক্ষাৎ প্রাপ্তিং বা সংসৃতিচক্রস্য শাতনং নিবর্ত্তকং বিদুর্জানন্তি তদেব ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখঞ্চ অধোক্ষজস্যৈব ব্রহ্মত্বাৎ তচ্চরণমাধুর্য্যানুভবস্যৈব পরমানন্দরূপত্বেন নির্ব্বাণসুখরূপত্বাৎ তত্র দাস্যাদিভাবত্বেন মমতা-বিশেষোত্থং তু সুখমধিকমপারমেব যথা সর্ব্বজনসুভগে পরমাহলাদকে চন্দ্রে দৃষ্টে যঃ স্বাভাবিক আনন্দস্তস্মাৎ কোটিগুণিত আনন্দঃ স্বপুত্রে খোড়ান্ধবধিরেঽপি সর্ব্বজনদুর্ভগেঽপি মমতোত্থঃ স্যাদিতো ভগবতি দাস্যাদি-ভাববত্ত্বে পরব্রহ্মণি স্বরূপোত্থএব পরমানন্দাবধিস্তত্রৈব যদি মমতোত্থেঽপি স্যাত্তদা কিং বক্তব্যমানন্দপারাবার-পরস্সহস্র-সম্মর্দ্দমধ্য - পাতিত্বসৌভগোৎকর্ষঃ মহামহত্ত্বমতএবোক্তং,—"যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাম্" ইত্যাদ্যন্যত্র চ,—"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥" ইতি। অধোক্ষজালম্বমিতি পাঠে অধোক্ষজ আলম্বো বিষয়ালম্বনো যত্র তং অর্থাদ্দাস্যসখ্যাদিরসম্। হৃদীশ্বরং হৃদয়নাথমিতি দাস্যাদিভাববিশিষ্টা ভক্তির্ব্যঞ্জিতা ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ব্রহ্মনির্ব্বাণ-সুখই (পরব্রহ্মে যে নির্ব্বাণ অর্থাৎ লয়, মোক্ষ

এবং তাহাই সুখ) পুরুষার্থ বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে? তাহার উত্তরে—হ্যাঁ, সেই ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখও অধোক্ষজের সান্নিধ্যজনিত সুখেই অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন — 'অধোক্ষজালম্ভম্' — অধোক্ষজ (অতীন্দ্রিয়) ভগবান্ বাসুদেবের যে আলম্ভ অর্থাৎ মনের দ্বারা যে ঈষৎ স্পর্শ, অথবা সাক্ষাৎ প্রাপ্তি, তাহাই সংসারচক্রের নিবর্ত্তক বলিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ জানেন এবং তাহাই ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখ, যেহেতু অধোক্ষজই পরব্রহ্ম এবং তাঁহার চরণকমলের মাধুর্য্য অনুভবেরই পরমানন্দরূপত্বহেতু নির্ব্বাণসুখরূপতা। তন্মধ্যে দাস্যাদি ভাববশতঃ মমতাবিশেষ হইতে উত্থিত যে সুখ, তাহা অধিক অপারই। যেমন সর্ব্বজনের মনোজ্ঞ পরমাহলাদ চন্দ্র দেখিলে যে স্বাভাবিক আনন্দ, তাহা অপেক্ষা খোড়া, অন্ধ, বধির, সকলের নিন্দনীয় হইলেও নিজ পুত্রে যে মমতোত্থ আনন্দ, উহা কোটিগুণ বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। শ্রীভগবানে দাস্যাদি-ভাব যুক্ত হইলে, (যেহেতু ভগবানই পরব্রহ্ম, এইজন্য) সেই পরব্রহ্মে স্বরূপোত্থই পরমানন্দের অবধি রহিয়াছে, তাহাতে যদি মমতোত্থ দাস্যাদিভাব হয়, তদ্বিষয়ে অধিক কি বক্তব্য? অর্থাৎ উহাতে আনন্দসমুদ্রের সহস্র সহস্রগুণ বর্দ্ধিত সৌভাগ্যোৎকর্ষ সম্মিলিত এবং উহা মহামহিমান্বিত। অতএব উক্ত হইয়াছে—"যা নির্ব্বৃতিস্তনুভৃতাম্" (৪।৯।১০), অর্থাৎ শ্রীধ্রুব বলিলেন—হে নাথ! আপনার পাদপদ্ম ধ্যান অথবা আপনার ভক্তজনের কথা শ্রবণে দেহধারী ব্যক্তিদিগের যে নির্ব্বৃতি হয়, আত্মানন্দরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও সে সুখ লাভ হয় না, ইত্যাদি। এইরূপ অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ" ইত্যাদি, অর্থাৎ এই ব্রহ্মানন্দ যদি পরার্ধগুণ বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলেও উহা ভক্তিসুখ-সমুদ্রের পরমাণুর সহিতও তুল্য নহে। ("কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু, কোটি ব্রহ্মানন্দ নহে তাঁর এক বিন্দু— শ্রীচৈঃ চঃ)। 'অধোক্ষজালম্বম্'—এইরূপ পাঠান্তরে অধোক্ষজে আলম্ব, অর্থাৎ বিষয়ালম্বন যেখানে, তাহা, অর্থাৎ দাস্য, সখ্যাদি রস। 'হৃদীশ্বরং'—হৃদয়নাথ, (প্রাণকোটিপ্রিয়তম ভগবান্ গোবিন্দের ভজনা কর), ইহাতে দাস্যাদি ভাববিশিষ্ট ভক্তিই ব্যঞ্জিত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

মধ্ব—ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখং ব্রহ্মনিমিত্তনির্ব্বাণসুখম্ ॥ ৩৭ ॥

কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরে-
রুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।
স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাং
সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অসুরবালকাঃ, স্বে (স্বকীয়ে) হৃদি ছিদ্রবৎ (আকাশবৎ) সতঃ (বর্ত্তমানস্য) স্বস্য (জীবস্য) আত্মনঃ (অন্তর্য্যামিনঃ তথা) সখ্যুঃ (হিতকর্ত্তুঃ) হরেঃ উপাসনে কঃ অতিপ্রয়াসঃ (ন কঃ অপি ইত্যর্থঃ)। অশেষদেহিনাম্ (অশেষাণাং সর্ব্বেষাং দেহিনাং শ্বশূকরাদীনামপি) সামান্যতঃ (বিষয়োন্মুখত্বেন তৎপরত্বে তুল্যত্বাপত্তেঃ হেতোঃ) বিষয়োপপাদনৈঃ (বিষয়াণাং স্রক্চন্দনবনিতাদীনামুপপাদনৈঃ অর্জ্জনৈঃ) কিং (কিং প্রয়োজনং কিমপীত্যর্থঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে অসুরবালকগণ, ভগবান্ শ্রীহরি হৃদয়মধ্যে আকাশের ন্যায় বর্ত্তমান আছেন, এবং তিনি আত্মারও বন্ধু, তাঁহার উপাসনাও বিশেষ পরিশ্রমজনক নহে; সুতরাং তাঁহাকেই উপাসনা করা উচিত। অতএব দেহিগণ বিষয়ভোগের জন্য এত ব্যাকুল হয় কেন? ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠয়া অপি ভক্তেঃ সুখসাধ্যত্বমাহ,—কোঽতীতি। ছিদ্রবৎ আকাশবৎ আত্মনো জীবস্য সখ্যুঃ—"সযুজৌ সখায়ৌ" ইতি শ্রুতেঃ। ন হি সখ্যুরুপাসনে কিঞ্চিৎ কষ্টমিতি ভাবঃ। উপাস্যস্য স্বতো বিদ্যমানত্বাৎ প্রিয়ত্বাচ্চ উপাসনস্য চ শ্রবণাদিরূপত্বাৎ তৎসাধনানাং শ্রোত্রাদীনাঞ্চ স্বতএব বিদ্যমানত্বান্নহি কুতশ্চন কাচন তৎসামগ্রী আনেতব্যেতি ভাবঃ। বরং নরকসাধনেঽপি শ্রমোঽস্তীতি ব্যঞ্জয়ন্ বৈষয়িকসুখপ্রবৃত্তিং নিন্দতি,—বিষয়াণাং স্রক্চন্দনবনিতাদীনাং উপপাদনৈর্দ্র্ব্যাদিনোপার্জ্জনৈঃ কিম্? তত্র হেতুঃ,—সর্ব্বদেহিনাং সামান্যতঃ বিষয়নিষ্ঠত্বে শূকরাদিসাধারণ্যাপত্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও ভক্তির সুখসাধ্যত্ব বলিতেছেন—'কঃ অতিপ্রয়াসঃ', অর্থাৎ

তাঁহার ভজনে আর কঠিন প্রয়াস কি আছে? 'ছিদ্রবৎ' —আকাশের ন্যায় হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন এবং তিনি জীবের সখা। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—"সযুজৌ সখায়ৌ" (শ্বেতাশ্বতর ৪।৬) অর্থাৎ দুইটি পরস্পর যুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষী একই বৃক্ষ অর্থাৎ শরীর আশ্রয় করিয়া আছে ইত্যাদি। আর সখার উপাসনে কোন কষ্টও নাই—এই ভাব। উপাস্য বস্তু নিজেই বিদ্যমান এবং সকলের প্রিয়, আর তাঁহার উপাসনা শ্রবণ, কীর্ত্তনাদিরূপ এবং তাহার সাধন শ্রোত্রাদিও স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান, অতএব কোথা হইতে কোন দ্রব্যও (উপাসনা-সমাগ্রীও) আনয়ন করিতে হইবে না—এই ভাব। বরং নরক-সাধনেও শ্রম আছে—ইহা প্রকাশ করিবার জন্য বৈষয়িক সুখের প্রবৃত্তিকে নিন্দা করিতেছেন—'কিং বিষয়োপপাদনৈঃ'—স্রক্, চন্দন, বনিতাদি বিষয়সমূহের উপপাদন বলিতে অর্জ্জনের দ্বারা কি প্রয়োজন? তাহার কারণ বলিতেছেন—'অশেষদেহিনাং', দেহধারী ব্যক্তি সাধারণ শূকরাদি জীবের ন্যায় শুধু বিষয়ের প্রতি আসক্তি হইলে, তাহার আর অসামান্যতা কোথায়? —এই ভাব ॥ ৩৮ ॥

মধ্ব—অশেষদেহিনাং সামান্যতো হৃদিস্থত্বেন ॥ ৩৮ ॥

———

রায়ঃ কলত্রং পশবঃ সুতাদয়ো
গৃহা মহী কুঞ্জরকোষভূতয়ঃ।
সর্ব্বেঽর্থকামাঃ ক্ষণভঙ্গুরায়ুষঃ
কুর্ব্বন্তি মর্ত্ত্যস্য কিয়ৎপ্রিয়ং চলাঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—চলাঃ (বিনশ্বরাঃ) রায়ঃ (ধনানি) কলত্রং (ভার্য্যা) পশবঃ (গবাশ্বাদয়ঃ) সুতাদয়ঃ (সুতাঃ পুত্রাঃ আদি-শব্দেন অন্যে পিত্রাদয়ঃ দেহসম্বন্ধিনঃ) গৃহাঃ মহী (ক্ষেত্রম্ আজীবিকাসাধনং) কুঞ্জরকোষভূতয়ঃ (কুঞ্জরাঃ কোষাঃ তেষাং ভূতয়ঃ ভোগাপকরণাদিসমৃদ্ধয়ঃ) সর্ব্বে অর্থকামাঃ (অর্থাঃ কামাশ্চ এতে) চলাঃ (বিনশ্বরাঃ পদার্থাঃ) ক্ষণভঙ্গুরায়ুষঃ (ক্ষণেন ভঙ্গুরমায়ুঃ যস্য তস্য) মর্ত্তস্য কিয়ৎপ্রিয়ং কুর্ব্বন্তি (অল্পমেবেত্যর্থঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—ধন, ভার্য্যা পুত্রাদি, গৃহ, ভূমি, হস্তী প্রভৃতি পশু, ধনাগার, ঐশ্বর্য্য, অর্থ, কাম এবং মনুষ্যের পরমায়ুঃ সমস্তই অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর, সুতরাং ঐসকল ক্ষণস্থায়ী বস্তু মানবের কি প্রিয়কার্য্য করিতে পারে? বিশেষতঃ, তাহার দুর্ল্লভ মনুষ্যত্বও অনিত্য ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ কামিনাং বৈষয়িকসুখমপি বস্তুতোঽস্তীত্যাহ,—রায়ো ধনানি। অর্থাশ্চ কামাশ্চ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর কামিগণের বৈষয়িক সুখও বস্তুতঃ নাই, ইহা বলিতেছেন—'রায়ঃ' বলিতে ধন। 'অর্থকামাঃ'—অর্থ এবং কাম (অর্থাৎ ধনসম্পৎ প্রভৃতি চঞ্চল এবং মনুষ্যের জীবনও ক্ষণভঙ্গুর, কাজেই ঐ সকল তাহার কতদিন প্রিয় থাকিবে?) ॥ ৩৯ ॥

———

এবং হি লোকাঃ ক্রতুভিঃ কৃতা অমী
ক্ষয়িষ্ণবঃ সাতিশয়া ন নির্ম্মলাঃ।
তস্মাদদৃষ্টশ্রুতদূষণং পরং
ভক্ত্যোক্তয়েশং ভজতাত্মলব্ধয়ে ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (যথা ঐহিকাঃ পদার্থাঃ নশ্বরাঃ তথা) ক্রতুভিঃ (যাগাদ্যনুষ্ঠানৈঃ) কৃতাঃ (সাধিতাঃ অমী লোকাঃ হি (স্বর্গাদয়ঃ অপি) ক্ষয়িষ্ণবঃ (যৎ কৃতকং তৎ অনিত্যম্ ইতি হেতোঃ ক্ষয়শালিনঃ) সাতিশয়াঃ (পুণ্যতারতম্যেন স্বাপেক্ষয়া অন্যেষামধিকৈশ্বর্য্যবতাং সম্ভাবাৎ) ন নির্ম্মলাঃ (যজ্ঞে পশ্বাদিঘাতাদবিশুদ্ধাঃ ভবন্তি; তস্মাৎ আত্মলব্ধয়ে (আত্মলাভার্থম্ অদৃষ্টশ্রুতদূষণং (ন দৃষ্টং ন বা শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং শ্রুতং দূষণং যস্য তমেব) পরং (পরমাত্মানম্) ঈশম্ উক্তয়া (একয়া কর্ম্মাদিনিরপেক্ষয়া) ভক্ত্যা ভজত ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—দেবগণের যাগযজ্ঞাদি-দ্বারা স্বর্গাদিলোক সৃষ্ট হইয়াছে; বস্তুতঃ উহা বিশুদ্ধ নহে, পরন্তু ক্ষয়শীল; সুতরাং ঐ সকল আমাদের কামনার বিষয় নহে। অতএব যাঁহার কোন দোষ এ পর্য্যন্ত কাহারও কর্ত্তৃক দৃষ্ট অথবা শ্রুত হয় নাই, তোমরা আত্ম (স্বরূপ-সিদ্ধি) লাভের জন্য সেই পরমাত্মা শ্রীহরিকেই সেবা কর ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—স্বর্গাদিভোগা অপি ন সেবার্হা ইত্যাহ,

—এবং হীতি। ক্ষয়িষ্ণবঃ,—"তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামূত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত" ইতি শ্রুতেঃ। পুণ্যতারতম্যেন সাতিশয়াঃ স্পর্দ্ধাদিময়ত্বাচ্চ ন নির্ম্মলাঃ। আত্মলব্ধয়ে আত্ম-কর্ত্তৃক-হরিপ্রাপ্তয়ে পরমাত্মপ্রাপ্তয়ে বা ; যদ্বা, আত্ম-রূপরত্নস্য প্রাপ্ত্যে। অন্যথা তৎস্বর্গনরকাদিকর্দ্দমে ক্ষিপ্তং নষ্টমেব জানীতেতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বর্গাদি ভোগও সেবার যোগ্য নহে, ইহা বলিতেছেন—'এবং হি' ইত্যাদি। 'ক্ষয়িষ্ণবঃ'—যজ্ঞদ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদির সুখও ক্ষয়িষ্ণু। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"তদ্ যথেহ কর্ম্মজিতঃ" অর্থাৎ যেমন কর্ম্মজনিত এই পার্থিব লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তেমনি পুণ্যার্জ্জিত স্বর্গাদি লোকও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি। 'সাতিশয়াঃ'—স্বর্গাদি লোকসকল পুণ্য-তারতম্যবশতঃ অপেক্ষাকৃত উত্তম হইলেও স্পর্দ্ধাদি-ময় বলিয়া উহা পরমার্থতঃ নির্ম্মল নহে। 'আত্ম-লব্ধয়ে'—আত্ম-কর্ত্তৃক হরিপ্রাপ্তির নিমিত্ত (অর্থাৎ মায়ার দ্বারা তিরস্কৃত নিজস্বরূপের মায়া-নিবৃত্তির দ্বারা শ্রীহরির প্রাপ্তির নিমিত্ত), অথবা আত্মা বলিতে পরমাত্মার, সেই পরমানন্দস্বরূপের লাভের জন্য, কিম্বা—আত্ম-রূপ রত্নের প্রাপ্তির নিমিত্ত (ভক্তিদ্বারা সেই পরমেশ্বরের আরাধনা কর)। অন্যথা আবার সেই স্বর্গ ও নরকাদির কর্দ্দমে নিক্ষিপ্ত হইলে আত্মার অধঃপাতই জানিবে—এই ভাব ॥ ৪০ ॥

যদর্থ ইহ কর্ম্মাণি বিদ্বন্মান্যসকৃন্নরঃ।
করোত্যতো বিপর্য্যাসমমোঘং বিন্দতে ফলম্ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—বিদ্বন্মানী (আত্মানং বিদ্বাংসং মন্য-মানঃ) নরঃ (প্রাণী) ইহ (সংসারে) যৎ (বৈষয়িক-সুখম্) অর্থে (সঙ্কল্প্যং) অসকৃৎ (বারং বারং) কর্ম্মাণি (লৌকিকানি বৈদিকানি চ) করোতি ; অতঃ (অস্মাদ্ধেতোঃ তৎকর্ম্মভ্যঃ) বিপর্য্যাসম্ (অভিলষি-তাৎ বিপরীতং দুঃখাত্মকমেব) অমোঘং ফলম্ (অবশ্যং) বিন্দতে (লভতে) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—বিদ্বদভিমানী পুরুষ এই সংসারে বৈষয়িক সুখের জন্য সঙ্কল্পপূর্ব্বক বারংবার লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে বলিয়া অভিলষিত ফল লাভ ব্যতীত প্রায়ই বিপরীত ফল পাইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—যদর্থে যৎ সঙ্কল্প্যং, অতঃ সঙ্কল্পিতাৎ বিপর্য্যাসং বিপরীতং ফলমমোঘমবশ্যং প্রাপ্নোতি ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদর্থে'—যে বৈষয়িক সুখের জন্য সঙ্কল্প লইয়া (পণ্ডিতাভিমানী লোক বারবার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়), সেই সঙ্কল্পবশতঃই 'বিপর্য্যাসং'—তাহার বিপরীত ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয় ॥ ৪১ ॥

সুখায় দুঃখমোক্ষায় সঙ্কল্প ইহ কর্ম্মিণঃ।
সদাপ্নোতীহয়া দুঃখমনীহায়াঃ সুখাবৃতঃ ॥ ৪২॥

অন্বয়ঃ—ইহ (কর্ম্মমার্গে) কর্ম্মিণঃ (পুরুষস্য) সুখায় (সুখপ্রাপ্ত্যর্থং) দুঃখমোক্ষায় (দুঃখনিবৃত্ত্যর্থং বা) সঙ্কল্পঃ (ভবতি ; এতদন্যতর-সঙ্কল্পেনৈব কর্ম্মসু প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ ; ততশ্চ কর্ম্মপ্রারম্ভাৎ পূর্ব্বম্) অনীহায়াঃ (অনিচ্ছায়াঃ অক্রিয়ায়াঃ বা হেতোঃ) সুখাবৃতঃ (সুখেন আবৃতঃ ব্যাপ্তঃ পশ্চাৎ) ঈহয়া (ইচ্ছয়া ক্রিয়য়া বা) সদা (সর্ব্বদা) দুঃখম্ (আপ্নোতি) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ, ইহলোকে কর্ম্মিগণ সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে ; কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহারা চেষ্টা না করে, সেই পর্য্যন্তই সুখে থাকে ; চেষ্টা করিবার পর হইতে সর্ব্বদাই দুঃখ ভোগ করিতে হয় ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—অনীহায়া হেতোঃ, সুখাবৃতঃ সুখ-পরিপূর্ণঃ স্যাৎ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনীহায়াঃ'—অনিচ্ছা-হেতু। 'সুখাবৃতঃ'—সুখ-পরিপূর্ণ হয় (অর্থাৎ কর্ম্মীর সঙ্কল্প দুঃখমোক্ষ ও সুখপ্রাপ্তি, কিন্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সুখাবৃত দুঃখই লাভ হয়।) ॥ ৪২ ॥

মধ্ব—অপ্রয়াসেন করণমনীহা প্রোচ্যতে বুধৈঃ ইতি চ ॥ ৪২ ॥

কামান্ কাময়তে কাম্যৈর্যদর্থমিহ পুরুষঃ।
স বৈ দেহস্তু পারক্যো ভঙ্গুরো যাত্যুপৈতি চ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—ইহ (লোকে) পুরুষঃ যদর্থং (যস্য দেহস্য সুখায়) কাম্যৈঃ (কাম্যৈঃ কর্ম্মভিঃ) কামান্ (ভোগ্যান্ শব্দাদিবিষয়ান্) কাময়তে ; সঃ বৈ দেহঃ তু পারক্যঃ (শ্বাদিভোগ্যঃ ন তু আত্মীয়ঃ) ভঙ্গুরঃ (নশ্বরঃ) যাতি (আত্মানং জহাতি), উপৈতি (তম্ আলিঙ্গতি চ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—যে-দেহের জন্য পুরুষ ভোগ কামনা করে সেই দেহ—পরনিগ্রহযোগ্য অর্থাৎ শৃগাল-কুক্কুরাদির ভোগ্য, ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিত্য অর্থাৎ আগমাপায়ি ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—'কাম্যৈঃ' কর্ম্মভিঃ ; 'অপৈতি' নশ্যতি, 'উপৈতি' পুনরপি দুঃখদানার্থমুৎপাদয়তি ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কাম্যৈঃ'—কাম্য কর্ম্মের দ্বারা। 'অপৈতি'—বিনষ্ট হয়। 'উপৈতি'—পুনরায় দুঃখদানের নিমিত্ত আসে। (অর্থাৎ যে দেহের ভোগের জন্য কাম্য কর্ম্মের দ্বারা শব্দাদি বিষয় কামনা করে, সেই কুক্কুর-শৃগালাদির ভক্ষ্য নশ্বর দেহ নিজেকে পরিত্যাগ করিয়া যায় এবং আবার দুঃখদানের জন্য আসে।) ॥ ৪৩ ॥

———

কিমু ব্যবহিতাপত্য-দারাগারধনাদয়ঃ।
রাজ্যকোষগজামাত্যভৃত্যাপ্তা মমতাস্পদাঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(যদা সাক্ষাৎ সম্বন্ধিনঃ অহন্তাস্পদস্য দেহস্য ইয়ম্ অবস্থা তদা) ব্যবহিতাপত্যদারাগারধনাদয়ঃ (ব্যবহিতাঃ দেহাতিরিক্তাঃ অপত্যাদয়ঃ) মমতাস্পদাঃ (প্রিয়াঃ) রাজ্যকোষগজামাত্যভৃত্যাপ্তাঃ (পারক্যাঃ ক্ষণভঙ্গুরাঃ রাজ্যাদয়ঃ) কিমু (বক্তব্যম্) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—যখন দেহেরই এইপ্রকার অবস্থা, তখন দেহ হইতে ভিন্ন পুত্র, ভার্য্যা, গৃহ, ধন, জন, রাজ্য, কোষ, হস্তী, অমাত্য, ভৃত্য ও আপ্ত প্রভৃতি মমতাস্পদ বিষয়সকলও যে ক্ষণস্থায়ী, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি ? ॥ ৪৪ ॥

———

কিমেতৈরাত্মনস্তুচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ।
অনর্থৈরর্থসঙ্কাশৈর্নিত্যানন্দরসোদধেঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—তুচ্ছৈঃ (অত্যল্পৈঃ বস্তুতঃ) অনর্থৈঃ (নরকাদ্যনর্থহেতুভিঃ) অর্থসঙ্কাশৈঃ (বিচারং বিনা পুরুষার্থবৎ প্রকাশমানৈঃ) দেহেন সহ (তথাভূতেন ক্ষণভঙ্গুরেণ আত্মসম্বন্ধরহিতেন দেহেন সহ) নশ্বরৈঃ (নাশশীলৈঃ) এতৈঃ (দারাপত্যাদিভিঃ) নিত্যানন্দরসোদধেঃ (পূর্ণসুখসমুদ্রস্য) আত্মনঃ কিং (কিং প্রয়োজনং ? ন কিমপীত্যর্থঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ, এইসকল পদার্থ দেহের সহিত নশ্বর এবং বস্তুতঃ অনর্থ, সুতরাং অনর্থ হইলেও অর্থের ন্যায় প্রকাশ পায় মাত্র, অতএব ঐ সকল অতি তুচ্ছ অপত্যাদি দ্বারা নিত্যানন্দরস-সমুদ্র আত্মার কি প্রয়োজন সাধিত হইবে ? ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনঃ স্বস্য নিত্যো ভজনরূপ আনন্দরসোদধির্যস্য তস্য ভক্তজনস্য ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মনঃ'—নিজের 'নিত্যানন্দ-রসোদধেঃ'—অর্থাৎ নিত্য ভজনরূপ আনন্দরস-সমুদ্র যাঁহার, সেই ভক্তজনের (ঐ সকল তুচ্ছ নশ্বর পদার্থ কি উপকার করিবে ?) ॥ ৪৫ ॥

———

নিরূপ্যতামিহ স্বার্থঃ কিয়ান্ দেহভৃতোঽসুরাঃ।
নিষেকাদিষ্ববস্থাসু ক্লিশ্যমানস্য কর্ম্মভিঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অসুরাঃ, ইহ (সংসারে) কর্ম্মভিঃ ক্লিশ্যমানস্য (প্রাচীনৈঃ কর্ম্মভিঃ দুঃখমনুভবতঃ) দেহভৃতঃ (প্রাণিনঃ) নিষেকাদিষু (স্ত্রীসম্ভোগাদিষু) অবস্থাসু স্বার্থঃ (উৎপন্নঃ আনন্দঃ) কিয়ান্ (ইতি ভবদ্ভিঃ) নিরূপ্যতাম্ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হে অসুরগণ, এই সংসারে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের দ্বারা নিষেকাদি অবস্থাতেও যখন প্রাণী ক্লিশ্যমান দৃষ্ট হইতেছে, তখন সে অবস্থায় পুনর্ব্বার কর্ম্মের দ্বারা তাহার কি স্বার্থ উৎপন্ন হইবে ? তোমরা নিজেরাই উহা বিবেচনা করিয়া বল ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—ক্লিশ্যমানস্যেতি। ভোগেঽবসর এব নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্লিশ্যমানস্য'—প্রাচীন কর্ম্মের দ্বারা জন্মলাভ হইতে ক্লেশভোগকারী জীব কর্ম্মদ্বারা কি স্বার্থ লাভ করিতে পারে ? বস্তুতঃ ভোগে অবসরই নাই—এই ভাব ॥ ৪৬ ॥

———

কর্ম্মাণ্যারভতে দেহী দেহেনাত্মানুবর্ত্তিনা ।
কর্ম্মভিস্তনুতে দেহমুভয়ং ত্ববিবেকতঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—দেহী (জীবঃ) আত্মানুবর্ত্তিনা দেহেন কর্ম্মাণি (দেহান্তরারম্ভকাণি পুণ্যপাপাত্মকানি কর্ম্মাণি) আরভতে (করোতি) ; কর্ম্মভিঃ (তৈঃ স্বনিমিত্ত-ভূতৈঃ কর্ম্মভিঃ) দেহং তনুতে (দেহান্তরং বিভর্ত্তি ; তেন পুনঃ কর্ম্মাণি তৈঃ চ পুনর্দেহমিত্যেবং বীজাঙ্কুর-ন্যায়েন পুনঃ পুনঃ জন্ম ন নিবর্ত্ততে যতঃ) তু উভয়ং (দেহারম্ভং কর্ম্ম চেতি উভয়মপি) অবিবেকতঃ (অজ্ঞানেন এব তনুতে) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে যে ভোগের অবসান হইবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই ; কারণ দেহী দেহদ্বারা কর্ম্ম আরম্ভ করেন, সেই কর্ম্মদ্বারা আবার অন্য দেহ বিস্তার করিয়া থাকেন । এইভাবে অজ্ঞানদ্বারা কর্ম্ম ও দেহ এই উভয়েরই বিস্তার হয় ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—দেহেন মানুষশরীরেণ কর্ম্মসাধকেন দেহং স্বর্গিশরীরং উভয়ং তদ্দেহদ্বয়ং অবিবেকতঃ তদুভয়স্যাহং কর্ম্ম কুর্ব্বে ইতি অহং কর্ম্মফলং স্বর্গমুপভুঞ্জ ইত্যভিমানমূলত্বাত্তদভিমানস্যাবিবেকমূলত্বাৎ আত্মনশ্চ দেহদ্বয়াতিরিক্তত্বাৎ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেহেন'—কর্ম্মসাধক মনুষ্য-শরীরের দ্বারা, 'দেহং'—স্বর্গীয় শরীর, 'উভয়ং'—সেই উভয় (মনুষ্য ও স্বর্গীয়) দেহদ্বয়, 'অবিবেকতঃ'—অজ্ঞানবশতঃ বিস্তার লাভ করিয়া থাকে । অর্থাৎ আমি কর্ম্ম করিতেছি এবং আমি কর্ম্মফল স্বর্গ উপভোগ করিতেছি—এই অভিমানবশতঃই দেহদ্বয় উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সেই অভিমানও অবিবেক অর্থাৎ অজ্ঞানমূলকই, আর আত্মা দেহদ্বয় হইতে অতিরিক্ত ॥ ৪৭ ॥

তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ ।
ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (যদ্যপি) অর্থাঃ চ কামাঃ চ ধর্ম্মাঃ চ যদপাশ্রয়াঃ (যস্য হরেঃ অধীনাঃ সন্তি ; অতঃ তদ্ভক্তানাং তে অতিসুলভাঃ এব তথাপি) অনীহয়া (তৎকামনারাহিত্যেনৈব) অনীহং (নিরপেক্ষং তম্) আত্মানম্ ঈশ্বরং হরিং ভজত ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটীই—যে শ্রীহরির অপাশ্রিত, তাঁহার ভক্তগণের পদানুসরণে তোমরাও কোনপ্রকার কামনা না করিয়া সেই নিরপেক্ষ ঈশ্বর শ্রীহরির আরাধনা কর ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি বিবেক এব কস্তত্রাহ,—তস্মাদিতি । যদপাশ্রয়া যদধীনা অনডুহাং বৃষাণাং কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদয়ঃ স্বাম্যধীনা ইবেত্যর্থঃ ; অনীহয়া কামনা-রাহিত্যেন ; অনীহং নিরপেক্ষম্ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে বিবেক কি? তাহাতে বলিতেছেন—'তস্মাৎ' (অতএব ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম যাঁহার অধীন, সেই নিরপেক্ষ শ্রীহরিকে নিষ্কামভাবে ভজনা কর) । 'যদপাশ্রয়াঃ'—যাঁহার অধীন, ভারবহনকারী বলদগণের কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি যেমন স্বামীর অধীন, তদ্রূপ জীবের কর্ত্তৃত্বাদি এই অর্থ । 'অনীহয়া'—কামনারহিত হইয়া অর্থাৎ নিষ্কামভাবে, কোন কামনা না করিয়া । 'অনীহং' —নিরপেক্ষ (হরিকে ভজনা কর ।) ॥ ৪৮ ॥

সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মেশ্বরঃ প্রিয়ঃ ।
ভূতৈর্মহদ্ভিঃ স্বকৃতৈঃ কৃতানাং জীবসংজ্ঞিতঃ ॥৪৯॥

অন্বয়ঃ—স্বকৃতৈঃ (স্বসৃষ্টৈঃ) মহদ্ভিঃ ভূতৈঃ (পৃথ্যাদিভিঃ) কৃতানাং (স্বেন সৃষ্টানাং) সর্ব্বেষাম্ অপি (দেবাসুরাদীনাং) ভূতানাং (দেহানাং) জীব-সংজ্ঞিতঃ (অন্তর্য্যামী) আত্মা প্রিয়ঃ ঈশ্বরঃ (নিয়ন্তা) হরিঃ (এব) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীহরিই সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ এবং সকলের প্রিয় ও ঈশ্বর । সকল প্রাণী তৎকৃত মহৎভূতসমূহদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব তিনিই সকলের অন্তর্য্যামী ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—যতঃ সর্ব্বেষাং দেহশ্চ জীবশ্চ পরমাত্মা চ প্রিয়শ্চ বস্তুতো হরিরেব তস্মাত্তং ভজতেত্যাহ,—সর্ব্বেষাং দেবতির্য্যগাদীনামপি আত্মা পরমাত্মা স এবেশ্বরঃ। স্বেনৈব কৃতৈঃ কৃতানামিতি দোহোঽপি তৎকারণত্বাৎ সএব জীব-সংজ্ঞা সঞ্জাতা যস্য সঃ,—জীবস্য তদীয়তটস্থ-শক্তিরূপত্বাৎ ; যদ্বা, সর্ব্বেষাং

প্রিয়ত্বাদপি তমেব ভজতেত্যাহ,—সর্ব্বেষাং ভূতানাং যা জীবসংজ্ঞা জীবনামা ততোঽপি প্রিয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু সকলের দেহ, জীব, পরমাত্মা এবং প্রিয় বস্তুতঃ শ্রীহরিই, অতএব তাঁহাকে ভজন কর, ইহা বলিতেছেন—'সর্ব্বেষাম্ অপি', দেব, তির্য্যগাদি সকলেরই 'আত্মা' বলিতে পরমাত্মা, তিনিই ঈশ্বর। 'স্বকৃতৈঃ'—নিজের দ্বারা সৃষ্ট দেহও তাঁহারই কারণত্ব বলিয়া তিনিই 'জীব-সংজ্ঞিতঃ'—জীব এই সংজ্ঞা (নাম) সঞ্জাত হইয়াছে যাঁহার তিনি, জীব তাঁহার তটস্থ শক্তি। অথবা—সকলের প্রিয় বলিয়াও তাঁহাকেই ভজন কর, ইহা বলিতেছেন—সমস্ত ভূতসমূহের যে জীব-সংজ্ঞা জীবনাম (জীবাত্মা), তাহা হইতেও প্রিয় ॥ ৪৯ ॥

মধ্ব—ব্যঞ্জনাজ্জগতো বিষ্ণুর্বীজং ন পরিমাণতঃ ইতি চ ॥ ৪৯ ॥

দেবোঽসুরো মনুষ্যো বা যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা।
ভজন্মুকুন্দচরণং স্বস্তিমান্ স্যাদ্‌যথা বয়ম্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ) দেবঃ অসুরঃ মনুষ্যঃ বা যক্ষঃ গন্ধর্ব্বঃ এব বা মুকুন্দচরণং ভজন্ যথা বয়ম্ (অসুরাঃ অপি ভগবন্তং ভজন্তঃ স্বস্তিমন্তঃ জাতাঃ তথা জাতিবিভাগমন্তরেণ এব যঃ কশ্চিদপি মুকুন্দস্য চরণং ভজন্ ভবেৎ সঃ) স্বস্তিমান্ (কল্যাণভাক্) স্যাৎ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—দেবতা, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্ব, যে কেহ হউক, ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের পাদপদ্ম ভজন করিলে, সকলেই কল্যাণভাজন হয় ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মাদেবং তস্মাৎ সর্ব্ব এব ভক্তিং কুর্য্যুরিত্যাহ,—দেব ইতি ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু এই প্রকার, অতএব সকলেরই (তাঁহাকে) ভক্তি করা উচিত, ইহা বলিতেছেন—দেবতা, অসুর ইত্যাদি ॥ ৫০ ॥

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥ ৫১ ॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অসুরাত্মজাঃ, দ্বিজত্বং, দেবত্বম্, ঋষিত্বং বা, ন বৃত্তং, ন বহুজ্ঞতা (পাণ্ডিত্যং ন) মুকুন্দস্য (ভগবতঃ) প্রীণনায় অলং (পর্য্যাপ্তং ন ভবতি, এবং) ন দানং, ন তপঃ, ন ইজ্যা, ন শৌচং ন ব্রতানি চ (মুকুন্দস্য প্রীতয়ে ভবতি); হরিঃ (শ্রীভগবান্ বিষ্ণুঃ) অমলয়া (নিষ্কাময়া) ভক্ত্যা (এব) প্রীয়তে; (তস্মাৎ) অন্যৎ (দ্বিজত্বাদিকং ভক্তিং বিনা কৃতম্ অন্যৎ সর্ব্বঞ্চ) বিড়ম্বনং (নটন-মাত্রম্, অকিঞ্চিৎকরং, বৃথা এব ইত্যর্থঃ) ॥৫১-৫২॥

অনুবাদ—হে অসুরনন্দনগণ, ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদাচার এবং বহুজ্ঞতা কিছুই ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের প্রীতি উৎপাদনের যোগ্য নহে; দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রত, এই সমস্তও ভগবানের প্রীতির কারণ নহে। কেবলমাত্র নিষ্কামভক্তিদ্বারাই ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হন, ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্তই অকিঞ্চিৎকর ॥ ৫১-৫২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রীণনায় নালং ন সমর্থমিত্যর্থঃ। বিড়ম্বনং পুংসঃ প্রত্যুত তিরস্কারকারণমিত্যর্থঃ ॥ ৫১-৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রীণনায় নালং'—দ্বিজত্ব, দেবত্ব প্রভৃতি তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত সমর্থ নহে, এই অর্থ। 'বিড়ম্বনং'—ঐ সকল পুরুষের বিড়ম্বনামাত্র, প্রকৃতপক্ষে উহা তিরস্কারের কারণ, এই অর্থ ॥৫১-৫২

ততো হরৌ ভগবতি ভক্তিং কুরুত দানবাঃ।
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতাত্মনীশ্বরে ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তস্মাৎ) হে দানবাঃ, ভগবতি সর্ব্বভূতাত্মনি ঈশ্বরে হরৌ আত্মৌপম্যেন (স্বতুল্যয়া) সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতেষু) ভক্তিং (স্নেহরূপাং প্রেমময়ীং) কুরুত ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—অতএব হে দানবগণ, এইজন্য আত্ম-স্বরূপে যেমন অনুকূলভাবে দর্শন ও ভজন করিবে, তদ্রূপ সর্ব্বদেশে, কালে ও পাত্রে সর্ব্বভূতাত্মা ঈশ্বর শ্রীহরির প্রতি ভক্তি বিধান কর ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মৌপম্যেনেত্যত্র সুখদুঃখাদি দৃষ্ট্যেতি শেষঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মৌপম্যেন'—নিজের সুখ,

দুঃখাদির দৃষ্টিতে (অর্থাৎ সকল জীবগণকে নিজের মত দেখিয়া সকল জীবের আত্মা ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীহরিকে ভক্তি কর।) ॥ ৫৩ ॥

দৈতেয়া যক্ষরক্ষাংসি স্ত্রিয়ঃ শূদ্রা ব্রজৌকসঃ ।
খগা মৃগাঃ পাপজীবাঃ সন্তি হ্যচ্যুততাং গতাঃ ॥৫৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) দৈতেয়াঃ, যক্ষরক্ষাংসি স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাঃ ব্রজৌকসঃ (গোপাঃ) খগাঃ মৃগাঃ পাপজীবাঃ হি (অনেকে) অচ্যুততাং গতাঃ (ভগবদ্ভাবম্ অমৃতত্বং প্রাপ্তাঃ) সন্তি (বর্ত্তন্তে) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—হে দৈত্যগণ, যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রী, শূদ্র, গোপ, পশু ও পক্ষিজাতীয় প্রাণিগণের এবং পাপজীব-গণেরও শ্রীঅচ্যুতের প্রতি ভক্তিযোগপ্রভাবে অমৃতত্ব বা অচ্যুতাত্মতা-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ ভক্তিঃ সজ্জাত্যাদিকমপেক্ষত ইত্যাহ,—দৈতেয়া ইতি। অচ্যুততাং চিন্ময়শরীরত্বেন অচ্যুততুল্যত্বম্ ; যদ্বা, অচ্যুততাং অচ্যুতিং গতাঃ কর্ম্মিণ ইব ন চ্যুতা ভবন্তীত্যর্থঃ। যদুক্তং কাশীখণ্ডে " ন চ্যবন্ত চ যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতো-হচ্যুতোহখিলে লোকে বিদ্বদ্ভিঃ পরিগীয়তে ॥" ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই ভক্তি সজ্জাত্যাদির (সদ্বংশে জন্মলাভ ইত্যাদির) কোন অপেক্ষা করে না —ইহা বলিতেছেন, 'দৈতেয়াঃ', হে দৈত্যনন্দনগণ! ইত্যাদি। 'অচ্যুততাং'—চিন্ময় শরীরত্বরূপে অচ্যুতের তুল্যত্ব প্রাপ্ত হয়। অথবা —'অচ্যুততা'—বলিতে চ্যুতিরাহিত্য প্রাপ্ত, কর্ম্মিগণের ন্যায় ভক্ত কখন চ্যুত হন না, এই অর্থ। যেমন কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে 'মহান্ প্রলয়রূপ বিপদেও যাঁহার ভক্তগণের বিচ্যুতি ঘটে না, এই নিমিত্ত অখিল জগতে বিদ্বদ্‌গণ কর্ত্তৃক ভগবান্ 'অচ্যুত' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন' ॥ ৫৪ ॥

মধ্ব—অচ্যুততাং চ্যুতিবর্জ্জনম্ ॥ ৫৪ ॥

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ।
একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্ব্বত্র তদীক্ষণম্ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে বালানুশাসনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—অস্মিন্ লোকে (সংসারে) গোবিন্দে (ভগবতি বাসুদেবে) একান্তভক্তিঃ সর্ব্বত্র যৎ তদীক্ষণং (ভগবদ্ভাবদর্শনম্) এতাবান্ এব (হি) পুংসঃ (পুরুষস্য) পরঃ (উৎকৃষ্টঃ) স্বার্থঃ (পুরুষার্থঃ) স্মৃতঃ (কীর্ত্তিতঃ) ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—এই সংসারে ভগবান্ শ্রীগোবিন্দে ঐকান্তিকী ভক্তি ও তৎফলে সর্ব্বভূতে যে গোবিন্দ-সম্বন্ধে সেবা-বুদ্ধি, তৎপর্য্যন্তই মানবের পরম-পুরুষার্থ বলিয়া সর্ব্ব-শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—একান্তভক্তিরনন্যা ভক্তির্যৎ যস্যাং ভক্তৌ সত্যাং সর্ব্বত্রৈব স্থাবরজঙ্গমবস্তুষু তদীক্ষণং ভগবতো ভাবনাপরিপাকেন ভগবদীক্ষণম্। যদুক্তং —'নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিনঃ। জগ-দ্ধনময়ং লুব্ধাঃ কামুকাঃ কামিনীময়ম্" ইতি ॥ যথা-হয়ং প্রহলাদঃ স্তম্ভেঽপি ভগবন্তমপশ্যৎ ॥ ৫৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
সপ্তমে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-সপ্তমস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একান্তভক্তিঃ'—অনন্যা ভক্তি, যে ভক্তি হইলে স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত বস্তুতেই, 'তদী-ক্ষণং'—ভগবানের ভাবনা পরিপাকের দ্বারা শ্রীভগ-বানের দর্শন লাভ করা যায়। যেমন উক্ত হইয়াছে— 'নারায়ণময়ং ধীরাঃ ইত্যাদি, অর্থাৎ ধনলুব্ধ ব্যক্তি সকল জগৎকেই ধনময় দেখে এবং কামুক জন সর্ব্বত্র কামিনীময় দেখে, তদ্রূপ পরমার্থী ধীর ব্যক্তি-গণ সর্ব্বত্র নারায়ণময় দর্শন করিয়া থাকেন। যেরূপ এই প্রহলাদ স্তম্ভেও শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী'

টীকার সপ্তম স্কন্ধের সজ্জন-সঙ্গত সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭।৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ—

অথ দৈত্যসুতাঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা তদনুবর্ণিতম্।
জগৃহুর্নিরবদ্যত্বান্নৈব গুর্ব্বনুশিক্ষিতম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে স্বপুত্র প্রহলাদকে হননোদ্যত হিরণ্যকশিপুর স্তম্ভোত্থ সর্ব্বদেববন্দিত শ্রীনৃকেশরীর হস্তে নিধনপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে।

প্রহলাদোপদেশে দৈত্যবালকগণের বুদ্ধি বিষ্ণুতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া ষণ্ড এবং অমর্ক গুরুশ্রুবদ্বয় অত্যন্ত ভীতচিত্তে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা হিরণ্য-কশিপু-সমীপে নিবেদন করিলে দৈত্যরাজ প্রহলাদের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে সংহার করিতে মনঃস্থ করিল। প্রহলাদ পিতৃচরণে পতিত হইয়া কুপিত পিতার ক্রোধ-শান্তির নিমিত্ত বিবিধ অনুনয়-বিনয় করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। পরন্তু দৈত্যরাজ বিবিধ অহঙ্কারবিজৃম্ভিত বাক্যে ভগবান্ হইতেও স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে থাকিলে এবং প্রহলাদের তৎসমীপে ঔদ্ধত্যপ্রকাশমূলক নির্ভীকত্বের কারণ জানিতে চাহিলে প্রহলাদ শ্রীভগবানেরই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব এবং নিখিল জীবের তদধীনত্ব জ্ঞাপন করিয়া দৈত্যরাজকে আসুর-স্বভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জিতচিত্ত হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শনসম্পন্ন হইবার অনুরোধ করিলেন। দৈত্যবর তাহাতে আরও অধিক উত্তেজিত হইয়া প্রহলাদকে তন্নিকটস্থ স্তম্ভমধ্যেই শ্রীহরির অস্তিত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করিলে প্রহলাদও সেই স্তম্ভমধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন। হিরণ্যকশিপু বালকের বাক্য বলিয়া তাচ্ছিল্যভরেই সেই স্তম্ভোপরি সবেগে এক মুষ্ট্যাঘাত করিল। মুষ্ট্যাঘাত করিবামাত্রই স্তম্ভ হইতে এক ভয়ঙ্কর শব্দ নির্গত হইল। দৈত্যরাজ প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না। পরে ভক্তবৎসল সর্ব্বব্যাপক ভগবান্ ভক্তবাক্যের সত্যরক্ষণার্থই এক দৈত্যঘাতক অতি-ভয়ঙ্কর অত্যদ্ভুত নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই স্তম্ভ হইতে নির্গত হইলেন। হিরণ্যকশিপু ঐ অপূর্ব্ব মূর্ত্তিকেই তাহার 'মৃত্যুকারণ' বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও গদা গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং ভগবানের শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল। তখন শ্রীভগবান্ নরসিংহদেব সেই অসুরের সহিত কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ-ক্রীড়া সম্পাদনপূর্ব্বক দিবা ও রাত্রির সন্ধিস্থলে অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে তাহাকে স্বীয় জঘনোপরি নিপাতিত করিয়া নখরদ্বারা তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন এবং তৎ-সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য সহস্র সহস্র দৈত্যকেও নখরাঘাতে নিহত করিলেন। অতঃপর আর প্রতিযোদ্ধা না থাকিলেও ভগবান্ নৃকেশরী অতিশয় ক্রোধোদ্দীপ্ত-বদনে সেই সভাস্থিত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সমগ্র-বিশ্ব দৈত্য-পীড়ন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল। ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি, পিতৃ-পুরুষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নাগকুল, মনুগণ, প্রজাপতি, গন্ধর্ব্ব, চারণ, যক্ষ, কিম্পুরুষ, বৈতালিক, কিন্নর প্রভৃতি বিষ্ণুপার্ষদগণ সকলেই অনতিদূরে স্থিত হইয়া সেই সিংহাসনাধ্যাসীন তীব্রতেজঃ সমন্বিত নৃকে-শরীর স্তব করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—অথ সর্ব্বে দৈত্য-সুতাঃ তদনুবর্ণিতং (তেন প্রহলাদেন অনুবর্ণিতং

কথিতং) শ্রুত্বা নিরবদ্যত্বাৎ (নির্দুষ্টত্বাৎ অত্যুত্তমত্বাচ্চ তদেব) জগৃহুঃ। গুর্ব্বনুশিক্ষিতং ন (গুরুণা দৈত্যাচার্য্যেণ যদনুশিক্ষিতং তন্নৈব জগৃহুঃ সংসারহেতুত্বেন দুষ্টত্বাৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—অনন্তর দৈত্যবালক সকলেই প্রহলাদের বাক্য শুনিয়া উৎকৃষ্টবোধে তাহা গ্রহণ করিল ; গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিল না ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টমে স্বসুতং হন্তমহন্ স্তম্ভং রুষাসুরঃ।
স্তম্ভোত্থস্ত মহন্ সাক্ষান্নৃসিংহো দৈবতৈঃ স্তুতঃ ॥১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টম অধ্যায়ে হিরণ্যকশিপু নিজ পুত্রকে হত্যা করিবার নিমিত্ত ক্রোধভরে স্তম্ভে আঘাত করেন এবং স্তম্ভ হইতে উত্থিত হইয়া শ্রীনৃসিংহদেব সাক্ষাৎ তাহাকে বধ করিলে দেবগণ তাঁহাকে স্তুতি করেন —ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

———

অথাচার্য্যসুতস্তেষাং বুদ্ধিমেকান্তসংস্থিতাম্।
আলক্ষ্য ভীতস্ত্বরিতো রাজ্ঞ আবেদয়দ্‌যথা ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—অথ তেষাং (দৈত্যসুতানাং) বুদ্ধিম্ একান্তসংস্থিতাং (প্রত্যঙ্‌নিষ্ঠাম্) আলক্ষ্য (লিঙ্গৈঃ জ্ঞাত্বা) আচার্য্যসুতঃ (গুরুপুত্রঃ) ভীতঃ (রাজোপালম্ভাৎ ভীতঃ সন্ অতএব) ত্বরিতঃ (ত্বরয়া যুক্তঃ) রাজ্ঞে (হিরণ্যকশিপবে) যথা (যথাবৎ সর্ব্বম্) আবেদয়ৎ (নিবেদিতবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—যখন ষণ্ডামর্ক দেখিলেন,—প্রহলাদের সঙ্গক্রমে সকল দৈত্যবালকের বুদ্ধিই বিষ্ণুতে অচলা হইয়াছে, তখন ভীত হইয়া শীঘ্র দৈত্যরাজের সমীপে যথাবৎ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—একো মুখ্যশ্চাসাবন্তং সর্ব্বেষাং চেত্যেকান্তো বিষ্ণুভক্তিযোগো বা তত্র সংস্থিতাম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একান্ত-সংস্থিতাম্'—যাহা মুখ্য ও সকলের শেষ, তাহা একান্ত, অথবা—একান্ত বলিতে বিষ্ণুভক্তিযোগ, তাহাতে নিশ্চলভাবে স্থিতা যে বুদ্ধি (অর্থাৎ প্রহলাদের সঙ্গবশতঃ সকল দৈত্যবালকের বুদ্ধিই একমাত্র বিষ্ণুবিষয়ে স্থির হইয়াছিল, ইহাতে ভীত হইয়া শুক্রাচার্য্য-পুত্রদ্বয় তাহা যথাবৎ রাজসমীপে নিবেদন করিলেন।) ॥ ২ ॥

———

কোপাবেশচলদ্‌গাত্রঃ পুত্রং হন্তং মনো দধে।
ক্ষিপ্ত্বা পরুষয়া বাচা প্রহ্লাদমতদর্হণম্ ॥ ৩ ॥
আহেক্ষমাণঃ পাপেন তিরশ্চীনেন চক্ষুষা।
প্রশ্রয়াবনতং দান্তং বদ্ধাঞ্জলিমবস্থিতম্।
সর্পঃ পদাহত ইব শ্বসন্ প্রকৃতিদারুণঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(দৈত্যঃ) কোপাবেশচলদ্‌গাত্রঃ (কোপাবেশেন কোপোদ্রেকেণ চলৎ কম্পমানং গাত্রং শরীরং যস্য তাদৃশঃ কম্পিতকলেবরঃ সন্) পুত্রং প্রহলাদং হন্তং মনঃ দধে (সঙ্কল্পং কৃতবান্)। প্রকৃতিদারুণঃ (প্রকৃত্যা স্বভাবতঃ এব দারুণঃ অত্যুগ্রঃ সঃ দৈত্যঃ হিরণ্যকশিপুঃ) পদাহতঃ (পাদতাড়িতঃ) সর্পঃ ইব শ্বসন্ প্রশ্রয়াবনতং (প্রশ্রয়েণ বিনয়েন অবনতং নম্রং) দান্তং (জিতচিত্তং) বদ্ধাঞ্জলিং (বদ্ধঃ অঞ্জলিঃ যেন তম্) অবস্থিতং (স্বসম্মুখে নীচৈঃ স্থিতম্) অতদর্হণং (তিরস্কারানর্হমপি) প্রহলাদং পরুষয়া (কঠোরয়া) বাচা ক্ষিপ্ত্বা (তিরস্কৃত্য) পাপেন (সরোষেণ) তিরশ্চীনেন (বক্রেণ) চক্ষুষা (তম্) ঈক্ষমাণঃ (অবলোকয়ন্ এব) আহ (কথিতবান্) ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—এই অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া কঠোর বাক্যে তিরস্কার করিতে করিতে দুঃসহ কোপে কম্পিতকলেবর হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহলাদকে হত্যা করিতে মনঃস্থির করিল। স্বভাবতঃ অত্যন্ত নিষ্ঠুরপ্রকৃতি হিরণ্যকশিপু পাদতাড়িত সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে শান্ত, জিতচিত্ত, অত্যন্তবিনীতভাবে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক সম্মুখে স্থিত প্রহলাদকে তিরস্কারের উপযুক্ত না হইলেও অত্যন্ত কঠোর বাক্যের দ্বারা তিরস্কার করিয়া প্রহলাদের প্রতি সরোষ বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ৩-৪ ॥

———

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ—

হে দুর্ব্বিনীত মন্দাত্মন্ কুলভেদকরাধম।
স্তব্ধং মচ্ছাসনোদ্‌বৃত্তং নেষ্যে ত্বাদ্য যমক্ষয়ম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ— শ্রীহিরণ্যকশিপুঃ উবাচ,—হে দুর্ব্বিনীত, (হে) মন্দাত্মন্, (হে) কুলভেদকর, (হে) অধম, (হে নীচ), মচ্ছাসনোদ্বৃত্তং (মদাজ্ঞালঙ্ঘনং) স্তব্ধম্ (অনম্রীভূতং) ত্বা (ত্বাম্) অদ্য (হত্বা) যমক্ষয়ং (যমস্য ক্ষয়ং স্থানং যমালয়ং) নেষ্যে (প্রাপয়িষ্যামি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপু কহিল,—হে দুর্ব্বিনীত, হে মন্দবুদ্ধে, হে কুলভেদকর, হে অধম, তুই আমার শাসনলঙ্ঘনকারী, সুতরাং নির্ব্বোধ জড়মাত্র, আমি অদ্যই তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্ব্বিনীতেতি। বস্তুর্থশ্চায়ং দুষ্টেষ্বপি বিশিষ্টং নীতং কৃপালক্ষণং যস্য, পরদুঃখাসহিষ্ণুত্বাৎ মন্দানামপ্যাত্মা মনো যত্র। সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্বাৎ কুলভেদকরাঃ কুলবিশেষস্রষ্টারঃ প্রজাপতয়োঽপ্যধমা যস্মাৎ, মহাবিভূতিমত্বাৎ স্তব্ধং অসুরেষু পূজ্যবুদ্ধিত্বাভাবাৎ। মচ্ছাসনোদ্বৃত্তং মদাজ্ঞালঙ্ঘনম্। যমক্ষয়ং যমালয়ং, পক্ষে যমানামষ্টাঙ্গযোগানাং ক্ষয়ং নিবাসভূতং ত্বাং নেষ্যে স্বত্রায়কত্বেনাঙ্গী করিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুর্ব্বিনীত' ইত্যাদি বাক্যের (সরস্বতীপর) বাস্তবার্থ এইরূপ—দুষ্টগণের মধ্যেও কৃপারূপ বৈশিষ্ট্য যে প্রাপ্ত হইয়াছে, সে দুর্ব্বিনীত। 'মন্দাত্মা' বলিতে পরের দুঃখ সহনে অসহিষ্ণু-হেতু মন্দ জনেরও আত্মা অর্থাৎ মন যাহাতে। 'কুলভেদাকরাধম'—সকলের চিত্তাকর্ষক বলিয়া কুলবিশেষের স্রষ্টা প্রজাপতিগণও অধম যাহা হইতে। মহাবিভূতিযুক্তহেতু (প্রহলাদ) স্তব্ধ, এইজন্য অসুরগণে পূজ্যবুদ্ধিত্বের অভাব। 'মচ্ছাসনোদ্বৃত্তং'—আমার আজ্ঞার উল্লঙ্ঘনকারী তোমাকে, 'যম-ক্ষয়ং নেষ্যে'—যমালয়ে প্রেরণ করিব, পক্ষে—যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগের নিবাসভূত তোমাকে আমার ত্রায়করূপে অঙ্গীকার করিব, এই অর্থ ॥ ৫ ॥

ক্রুদ্ধস্য যস্য কম্পন্তে ত্রয়ো লোকাঃ সহেশ্বরাঃ।
তস্য মেঽভীতবন্মূঢ় শাসনং কিংবলোঽত্যগাঃ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) মূঢ়, যস্য ক্রুদ্ধস্য (ভয়েন) সহেশ্বরাঃ (লোকপালৈঃ সহিতাঃ) ত্রয়ঃ লোকাঃ কম্পন্তে। তস্য মে (মম) শাসনম্ (আজ্ঞাম্) অভীতবৎ (ভয়শূন্যঃ ইব) কিংবলঃ (কিংবলঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) অত্যগাঃ (অতিবর্ত্তসে ব্যতিক্রান্তবানসি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে মূঢ়! যে আমি ক্রুদ্ধ হইলে লোকপালগণের সহিত ত্রিভুবন কম্পিত হয়, কিন্তু তুই কাহার বলে ভয়শূন্য হইয়া আমার শাসন অতিক্রম করিতেছিস্? ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—অভীতবৎ, কিং বলং যস্য সঃ ॥ ৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভীতবৎ'—ভয়শূন্যের ন্যায়। 'কিং বলঃ'—কি বল যাহার, সে (অর্থাৎ কাহার বলে বলীয়ান্ হইয়া আমার শাসন লঙ্ঘন করিতেছ?) ॥ ৬ ॥

শ্রীপ্রহলাদ উবাচ—

ন কেবলং মে ভবতশ্চ রাজন্
স বৈ বলং বলিনাঞ্চাপরেষাম্।
পরেঽবরেঽমী স্থিরজঙ্গমা যে
ব্রহ্মাদয়ো যেন বশং প্রণীতাঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপ্রহলাদঃ উবাচ,—হে রাজন্, (ত্বয়া পৃষ্টং যন্মম বলং তৎ) ন কেবলং মে (মমৈব বলং, কিন্তু) ভবতঃ চ অপরেষাম্ (অন্যেষাং সর্ব্বেষাং) বলিনাং চ সঃ বৈ (সঃ এব ইত্যর্থঃ) বলং (ভবতীতি-শেষঃ); যেন (বলেন) ব্রহ্মাদয়ঃ পরে অবরে (চ) যে স্থিরজঙ্গমাঃ (উচ্চাবচাঃ যে চরাচরাঃ সন্তি তে সর্ব্বে) অমীবশং প্রণীতাঃ (স্ববশং প্রাপিতাঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহলাদ কহিলেন,—হে রাজন্, আমি যে-বলে বলী, সে কেবল আমার বল নহে, সে বল আপনার ও অন্যান্য সকল বলবানদিগেরই একমাত্র বল। স্থাবর ও জঙ্গম, পর ও অপর ব্রহ্মাদি সকলকেই তিনি স্বীয় বলে বশীভূত করিয়াছেন ॥৭॥

স ঈশ্বরঃ কাল উরুক্রমোঽসা-
বোজঃসহঃসত্ত্ববলেন্দ্রিয়াত্মা।
স এব বিশ্বং পরমঃ স্বশক্তিভিঃ
সৃজত্যবত্যত্তি গুণত্রয়েশঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ ঈশ্বরঃ (সর্ব্বনিয়ন্তা) কালঃ উরুক্রমঃ (উরবঃ বহবঃ ক্রমাঃ পাদবিক্ষেপাঃ যস্য সঃ বহুপরাক্রমঃ ভবতি) অসৌ (এব) ওজঃসহঃসত্ত্ব-বলেন্দ্রিয়াত্মা (ওজঃ ইন্দ্রিয়শক্তিঃ, সহঃ মনশক্তিঃ, সত্ত্বং ধৈর্য্যং, বলং দেহশক্তিঃ, ইন্দ্রিয়াণি চ তেষাম্ আত্মা স্বরূপং চ ভবতি অপি চ) সঃ গুণত্রয়েশঃ ত্রিগুণাধীশ্বরঃ পরমঃ (শ্রেষ্ঠঃ পুরুষঃ) এব স্বশক্তিভিঃ (তৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ নিজশক্তিভিঃ) বিশ্বং সর্ব্বমিদং জগৎ সৃজতি, অবতি (রক্ষতি) অত্তি (সংহরতি চ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তিনিই পরমেশ্বর, তিনিই কাল, তিনি ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি, দেহশক্তি ও ইন্দ্রিয়সমূহের আত্মাস্বরূপ ; তাঁহার অসীম পরাক্রম, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, তিনি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অধীশ্বর, তিনি স্বীয় শক্তিদ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি, রক্ষা এবং সংহার করেন ॥ ৮ ॥

জহ্যাসুরং ভাবমিমং ত্বমাত্মনঃ
সমং মনো ধৎস্ব ন সন্তি বিদ্বিষঃ ।
ঋতেঽজিতাদাত্মন উৎপথে স্থিতাৎ
তদ্ধি হ্যনন্তস্য মহৎ সমর্হণম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বম্ আত্মনঃ (স্বস্য) ইমম্ আসুরং ভাবং (শত্রুমিত্রাদিকল্পনারূপং) জহি (পরিত্যজ), মনঃ (চ সর্ব্বত্র) সমং (মিত্রাদিভেদরহিতং) ধৎস্ব (কুরু) অজিতাৎ (অবশীকৃতাৎ) উৎপথে স্থিতাৎ (উৎপথে দুর্ব্বিষয়ে স্থিতাৎ) আত্মনঃ (মনসঃ) ঋতে (বিনা অন্যে) বিদ্বিষঃ (শত্রবঃ) ন সন্তি। তৎ হি (সর্ব্বত্র সমদর্শনমেব) অনন্তস্য মহৎ (সর্ব্বোৎকৃষ্টং) সমর্হণং হি (সম্যগারাধনং বিদ্ধি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—আপনি আপনার এই আসুরিক স্বভাব পরিত্যাগ করুন, হৃদয়ে শত্রুমিত্র ভেদ না করিয়া সকলের প্রতি সমভাব ধারণ করুন ; অবশীভূত ও বিপথগামী মনো ব্যতীত নিজের অন্য কোন শত্রু নাই, সর্ব্বভূতে সমদর্শনই ভগবানের উৎকৃষ্ট উপাসনা ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—জহি ত্যজ, আত্মনঃ স্বস্য মনঃ সমং স্বস্মিন্নিব সর্ব্বত্র তুল্যং কুরু। ননু শত্রুষু স্বসমং মনঃ কথং করোমি ? তত্রাহ,—বিদ্বিষঃ শত্রবো নৈব সন্তি। অজিতাদবশীকৃতাত্মনো মনসঃ ঋতে মনসঃ সর্ব্বত্র স্বতুল্যদর্শনলক্ষণং সাম্যমেব বশীভাবস্তস্মিন্ সতি শাত্রবাদর্শনান্ন কেঽপি শত্রব ইতি ভাবঃ। তদেব সর্ব্বত্র সাম্যমেব সমর্হণমারাধনম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জহি'—আপনি আপনার এই আসুর ভাব ত্যাগ করুন। 'আত্মনঃ মনঃ সমং ধৎস্ব'—আপনার নিজের মন নিজের ন্যায় সর্ব্বত্র তুল্য করুন (অর্থাৎ নিজের মত সকলকে দেখুন)। দেখ—শত্রুর প্রতি নিজের তুল্য মন কিপ্রকারে করিব ? তাহাতে বলিতেছেন—'বিদ্বিষঃ', বিদ্বেষ করিবার কেহই নাই। 'অজিতাত্মনঃ'—অবশীকৃত মন ব্যতীত মনের সর্ব্বত্র নিজতুল্যত্ব দর্শনরূপ সাম্যই বশীভাব, সেইরূপ হইলে শত্রুভাব অদর্শনহেতু কেহই শত্রু নহে—এই ভাব। 'তৎ হি'—সর্ব্বত্র মনের সমভাবই অনন্তদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা ॥ ৯ ॥

দস্যূন্ পুরা ষণ্ন বিজিত্য লুম্পতো
মন্যন্ত একে স্বজিতা দিশো দশ ।
জিতাত্মনো জ্ঞস্য সমস্য দেহিনাং
সাধোঃ স্বমোহপ্রভবাঃ কুতঃ পরে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—একে (ভবাদৃশাঃ মূঢ়াঃ) পুরা (প্রথমম্ আদৌ) লুম্পতঃ (স্বশরীরে এব বর্ত্তমানান্ আত্মনঃ ঐশ্বর্য্যাদি-ধনানি অপহরতঃ) ষট্ (কামাদীন্) দস্যূন্ (শত্রূন্) ন বিজিত্য (অজিত্বা এব) দশ দিশঃ স্বজিতাঃ (স্বেন জিতাঃ ইতি) মন্যন্তে; পরন্তু দেহিনাং (সর্ব্ব-শরীরিণাং সম্বন্ধে) সমস্য (সমদর্শিনঃ) জিতাত্মনঃ (নির্জ্জিতমনসঃ) জ্ঞস্য (বিদুষঃ) সাধোঃ স্বমোহপ্রভাবাঃ (স্বস্য অজ্ঞানকল্পিতাঃ) পরে (শত্রবঃ) কুতঃ, (ভবেয়ুঃ, ন কুতঃ অপি কারণাভাবাৎ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বকালে ভবৎসদৃশ কতকগুলি মূঢ় ব্যক্তি, স্বশরীরাবস্থিত সর্ব্বস্বাপহারী কামাদি 'ছয়টী' শত্রু জয় না করিয়া 'দশ দিক্ জয় করিয়াছি' বলিয়া মনে করেন মাত্র কিন্তু সকল দেহে সমবুদ্ধিসম্পন্ন জিতচিত্ত সাধুর অজ্ঞানকল্পিত শত্রু কোথা হইতে হইবে ? ১০ ॥

বিশ্বনাথ—একে যুষ্মাদৃশা মন্দা দস্যূন্ কামাদীন্ লুম্পতঃ সর্ব্বস্বং হরতঃ স্বসঙ্গে স্থিতানপি অবিজিত্য

অজিত্বা দশদিশঃ স্বজিতা স্বেন জিতা মন্যন্তে। জিত-চিত্তস্য চিত্তজয়েনৈব বিজিতষট্‌সপত্নস্য ক্তস্য বিদুষঃ পরে শত্রবঃ কুতো হেতোরপি তু নৈব ইত্যর্থঃ। যতঃ স্বমোহপ্রভবাঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একে'—আপনাদের মত কেহ কেহ, 'দস্যূন্'—একসঙ্গে অবস্থিত সর্ব্বস্ব-হরণকারী ছয়টি কামাদি রিপুকে পরাজিত না করিয়াই দশ দিক্ জয় করিয়াছি, এরূপ অভিমান করিয়া থাকেন। 'জিতচিত্তস্য'—চিত্ত জয়ের দ্বারাই যিনি ছয়টি শত্রুকে জয় করিয়াছেন, এতাদৃশ জ্ঞানিজনের শত্রু কোথায়? কোন কারণেই থাকিতে পারে না—এই অর্থ। যেহেতু 'স্বমোহপ্রভবাঃ'—ঐ শত্রুগণ নিজের অজ্ঞানকল্পিতই ॥ ১০ ॥

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ—

ব্যক্তং ত্বং মর্ত্তুকামোঽসি যোঽতিমাত্রং বিকত্থসে।
মুমূর্ষূণাং হি মন্দাত্মন্ ননু স্যুর্বিক্লবা গিরঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীহিরণ্যকশিপুঃ উবাচ,—(হে) মন্দাত্মন্, যঃ ত্বম্ অতিমাত্রম্ (অত্যন্তং) বিকত্থসে (মন্নিন্দাপূর্ব্বকং জিতসপত্নতয়া আত্মানং শ্লাঘসে অতঃ) ব্যক্তং (নিশ্চিতং ত্বং) মর্ত্তুকামঃ অসি (মর্ত্তুমিচ্ছসি)। হি (যস্মাৎ) মুমূর্ষূণাম্ (আসন্নমৃত্যূনাং) গিরঃ (বাচঃ) ননু (নিশ্চিতম্ এব) বিক্লবাঃ (অনন্বিতাঃ) স্যুঃ (ভবন্তী) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপু কহিল,—অরে মন্দবুদ্ধি, তুই আমাকে নিন্দা করিয়া নিজে জিতশত্রু বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্; আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তোর মরিবার ইচ্ছা হইয়াছে, যেহেতু মুমূর্ষু ব্যক্তিরই এই প্রকার বাক্যবিপ্লব হইয়া থাকে ॥১১॥

বিশ্বনাথ—বিকত্থসে হরিভক্তত্বাদহমেব বিজিতষড়্‌মিত্রো ন তু মমায়ং জনকঃ ইত্যাত্মশ্লাঘাং করোষীত্যর্থঃ। বিক্লবা অনন্বিতাঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিকত্থসে'—হরিভক্ত বলিয়া আমিই ছয়টি শত্রুকে জয় করিয়াছি, কিন্তু আমার জন্মদাতা পিতা নহে—এরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ? —এই অর্থ। 'বিক্লবাঃ'—অসম্বন্ধ-যুক্ত (প্রলাপ মুমূর্ষুগণের মুখ হইতেই বাহির হয়।) ॥ ১১ ॥

যস্ত্বয়া মন্দভাগ্যোক্তো মদন্যো জগদীশ্বরঃ।
ক্বাসৌ যদি স সর্ব্বত্র কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে ॥১২॥

অন্বয়ঃ—(হে) মন্দভাগ্য, ত্বয়া মদন্যঃ যঃ জগদীশ্বরঃ (অস্তীতি) উক্তঃ অসৌ ক্ব (কুত্র অস্তি)? যদি (চেৎ) সঃ (জগদীশ্বরঃ) সর্ব্বত্র (অস্তি)। তর্হি অস্মিন্ (মৎসমীপবর্ত্তিনি) স্তম্ভে কস্মাৎ ন দৃশ্যতে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ওরে হতভাগ্য, ত্বদুক্ত আমি ভিন্নও একজন জগতের ঈশ্বর আছেন, তাহা হইলে তিনি কোথায় আছেন? যদি তিনি সর্ব্বত্র থাকেন, তবে এই স্তম্ভে কেন তাঁহাকে দেখিতে পাই না? ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—হে মন্দভাগ্যেতি। যথা জগদৈশ্বর্য্যং মম তথৈব মৎপুত্রত্বাত্তবাপি তন্ন্যায়প্রাপ্তমিতি ত্বয়া ত্যজ্যত ইতি ভাবঃ। যদ্যসাবস্তি তর্হি ক্বাস্তি? প্রহলাদ আহ,—সর্ব্বত্রাস্তি। হিরণ্যকশিপুরাহ,—স্তম্ভে কস্মাৎ নাস্তি? প্রহলাদস্তু সপ্রণামং পশ্যন্নাহ, দৃশ্যত ইতি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে মন্দভাগ্য'—দুর্ভাগা! আমার যেরূপ সমস্ত জগতের ঐশ্বর্য্য, আমার পুত্র বলিয়া তোমারও ন্যায়তঃ উহা প্রাপ্তব্য, তাহা তুমি নিজেই পরিত্যাগ করিতেছ—এই ভাব। 'ক্ব অসৌ' —তিনি যদি থাকেন, তাহা হইলে কোথায় তিনি? প্রহলাদ বলিলেন—তিনি সর্ব্বত্র আছেন। হিরণ্যকশিপু বলিলেন—তবে এই স্তম্ভের মধ্যে তাহাকে দেখা যাইতেছে না কেন? প্রহলাদ কিন্তু স্তম্ভে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন—দেখা যাইতেছে তো ॥ ১২ ॥

সোঽহং বিকত্থমানস্য শিরঃ কায়াদ্ধরামি তে।
গোপায়েত হরিস্ত্বাদ্য যস্তে শরণমীপ্সিতম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ অহং বিকত্থমানস্য (আত্মশ্লাঘাং কুর্ব্বতঃ) তে (তব) কায়াৎ শিরঃ হরামি (পৃথক্ করোমি)। যঃ হরিঃ তে (তব) শরণং (রক্ষকঃ) ঈপ্সিতম্ (ইষ্টং সঃ) ত্বা (ত্বাম্) অদ্য (ইদানীং) গোপায়েত (রক্ষেৎ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অতএব আমি, আত্মশ্লাঘাকারী তোর

শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিব ; তোর অভীপ্সিত রক্ষক হরি আসিয়া এখন তোকে রক্ষা করুক ।।১৩।।

বিশ্বনাথ—হিরণ্যকশিপুস্তত্র তমপশ্যন্নাহ, সোঽহমিতি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হিরণ্যকশিপু সেই স্তম্ভে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া বলিলেন—'সোঽহম্' ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

এবং দুরুক্তৈর্ম্মুহুরর্দ্দয়ন্ রুষা
সুতং মহাভাগবতং মহাসুরঃ ।
খড়্গং প্রগৃহ্যোৎপতিতো বরাসনাৎ
স্তম্ভং ততাড়াতিবলঃ স্বমুষ্টিনা ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অতিবলঃ (সঃ) মহাসুরঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) রুষা (ক্রোধেন) দুরুক্তৈঃ (পরুষোক্তিভিঃ) মহাভাগবতং সুতং (প্রহলাদং) মুহুঃ এবম্ অর্দ্দয়ন্ (পীড়য়ন্) খড়্গং প্রগৃহ্য (গৃহীত্বা) বরাসনাৎ (সিংহাসনাৎ) উৎপতিতঃ (উত্থিতঃ সন্) স্বমুষ্টিনা স্তম্ভং ততাড় (স্তম্ভে অপি হরিঃ অস্তি চেৎ প্রকটীভবতু ইতি মনসি বিচার্য্য স্তম্ভং মুষ্টিনা তাড়িতবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—মহাবলবান্ হিরণ্যকশিপু ক্রোধবশে দুর্ব্বাক্যদ্বারা মহাভাগবত প্রহলাদকে বারংবার তর্জ্জন করিয়া খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া স্তম্ভের উপর মুষ্টি প্রহার করিল ॥ ১৪ ॥

তদৈব তস্মিন্নিনদোঽতিভীষণো
বভূব যেনাণ্ডকটাহমস্ফুটৎ ।
যং বৈ স্বধিষ্ণ্যোপগতং ত্বজাদয়ঃ
শ্রুত্বা স্বধামাত্যয়মঙ্গ মেনিরে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—তদা এব (তাড়নানন্তরমেব) তস্মিন্ (স্তম্ভে) অতিভীষণঃ নিনদঃ (ধ্বনিঃ) বভূব ; যেন (নিনদেন) অণ্ডকটাহম্ (ব্রহ্মাণ্ডকটাহম্) অস্ফুটৎ (ভিন্নমিবাভবৎ তদ্ভিত্ত্বা নিনদঃ বহির্গতঃ ইত্যর্থঃ) । হে অঙ্গ, (হে যুধিষ্ঠির,) যং বৈ (যন্নিনদং) স্বধিষ্ণ্যোপগতং (স্বস্থানপ্রাপ্তং) শ্রুত্বা অজাদয়ঃ তু (ব্রহ্মাদয়ঃ অপি) স্বধামাত্যয়ং (নিজধাম্নাম্ অপি অত্যয়ং বিনাশং) মেনিরে (অমন্যন্ত) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—সেই মুষ্টিপ্রহারে স্তম্ভ হইতে অতিভীষণ শব্দ নির্গত হইল, যেন ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ফাটিয়া গেল। হে যুধিষ্ঠির, ব্রহ্মাদি দেবগণ স্ব-স্ব-ধামে বসিয়া ঐ ভীষণ শব্দ শুনিয়া মনে করিলেন,— আমাদের স্থান বুঝি বিনষ্ট হইয়া গেল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অস্ফুটদিবেত্যর্থঃ । যৎ নিনদম্। অত্যয়ং নাশম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্ফুটৎ'—ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ যেন বিদীর্ণ হইল। 'যৎ'—যে শব্দ। 'অত্যয়ম্'—নাশ (অর্থাৎ দেবগণ মনে করিলেন তাহাদের স্থানগুলি যেন বিনষ্ট হইল ।) ॥ ১৫ ॥

স বিক্রমন্ পুত্রবধেপ্সুরোজসা
নিশম্য নির্হ্রাদমপূর্ব্বমদ্ভুতম্ ।
অন্তঃসভায়াং ন দদর্শ তৎপদং
বিতত্রসুর্যেন সুরারিযূথপাঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ওজসা (বলেন) পুত্রবধেপ্সুঃ (পুত্রস্য প্রহলাদস্য বধাভিলাষী) বিক্রমন্ (তদর্থং পরাক্রমং কুর্ব্বন্) সঃ (দৈত্যেন্দ্রঃ হিরণ্যকশিপুঃ) যেন সুরারিযূথপাঃ (দৈত্যশ্রেষ্ঠাঃ) বিতত্রসুঃ (ত্রাসং প্রাপুঃ তম্ অশ্রুতম্) অপূর্ব্বম্ অদ্ভুতং নির্হ্রাদং (ধ্বনিং) নিশম্য (শ্রুত্বা) অন্তঃসভায়াং (সভামধ্যে) তৎপদং (তস্য ধ্বনেঃ পদম্ আশ্রয়ং) ন দদর্শ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপু পুত্রবধাভিলাষী হইয়া বিক্রমপ্রকাশকালে ঐ অশ্রুতপূর্ব্ব ভীষণ ধ্বনি যাহা দৈত্যপতিগণেরও ত্রাস জন্মাইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া, সভামধ্যে কোথা হইতে আসিল দেখিতে পাইল না ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ তস্য ধ্বনেঃ পদমাশ্রয়ম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎপদম্'—সেই ধ্বনির আশ্রয়স্থল (অর্থাৎ কোথা হইতে ধ্বনি হইল, তাহা দেখিতে পাইলেন না ।) ॥ ১৬ ॥

সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্যভাষিতং
ব্যাপ্তিঞ্চ ভূতেষ্বখিলেষু চাত্মনঃ ।
অদৃশ্যতাত্যদ্ভুতরূপমুদ্বহন্
স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা হরিঃ) নিজভৃত্যভাষিতং (নিজ-ভৃত্যেন প্রহলাদাদিনা যদ্ভাষিতং তৎ) সত্যং বিধাতুং (কর্ত্তুম্) অখিলেষু ভূতেষু আত্মনঃ (স্বস্য) ব্যাপ্তিং চ (সত্যাং কর্ত্তুং) ন মৃগং ন মানুষম্ অত্যদ্ভুতং (দৈত্য-ঘাতকম্ অতিঘোরং) রূপম্ উদ্বহন্ (দধৎ) সভায়াং স্তম্ভে অদৃশ্যত (প্রকটো বভূব)॥ ১৭॥

অনুবাদ—তদনন্তর ভগবান্ হরি আপনার ভৃত্য প্রহলাদের বাক্য এবং স্বীয় সর্ব্বত্র-ব্যাপ্তি সত্য করি-বার মানসে অত্যদ্ভুত অমানুষ ও অসিংহ দৈত্যঘাতক অতিভীষণরূপ ধারণপূর্ব্বক সভামধ্যে সেই স্তম্ভে দৃষ্ট হইলেন॥ ১৭॥

বিশ্বনাথ—নিজভৃত্যস্য প্রহলাদস্য ভাষিতং দৃশ্যত ইতি বচনং সত্যং বিধাতুং সত্যমেব তল্লোকেঽপি সত্যত্বেন প্রকটীকর্ত্তুমিত্যর্থঃ। তথৈবাখিলেষু আত্মনো নৃসিংহাদ্যা-কারস্য ব্যাপ্তিঞ্চ সত্যাং কর্ত্তুং স্তম্ভে অদৃশ্যত দৃষ্টো বভূব। কীদৃশঃ ন মৃগং ন মৃগসম্বন্ধি নাপি মানুষং রূপং সভায়ামুদ্বহন্ অত্রাপি হেতুঃ—সত্য-মিতি। নিজভৃত্যস্য হিরণ্যকশিপোর্ভাষিতং 'ভূতেভ্য-স্তদ্বিসৃষ্টেভ্যো মৃত্যুর্মাভূন্মম প্রভো' ইতি। তথা 'নান্তর্ন বহিরিতি ন নরৈর্ন মৃগৈরিতি' প্রার্থিতং সত্যং কর্ত্তুং, যতো ন হি তদ্ব্রহ্ম-সৃষ্টং ভূতং ন চ নরো বা মৃগো বা ন চ সভাগৃহস্যান্তঃ নাপি প্রাঙ্গণবদ্বহিরিতি। এবঞ্চ কেচিৎ নিজস্য ভৃত্যানাং নারদাদীনামপি ভাষিতং সত্যং বিধাতুমিতি ব্যাচক্ষতে। তথাপি "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" ইতি নিজোক্তম্। 'অয়ং মহান্ সংস্থাং ন প্রাপ্স্যতী'তীন্দ্রং প্রতি নার-দোক্তং—"নূনমেতদ্বিরোধেন মৃত্যুর্মে ভবিতা" ইতি হিরণ্যকশিপূক্তং হিরণ্যকশিপুনা ম্রিয়মাণে বরে তথা-স্তিতি ব্রহ্মোক্তঞ্চ॥ ১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিজভৃত্য-ভাষিতং'—ভগ-বানের নিজভক্ত প্রহলাদের 'দৃশ্যতে' (১২ নং শ্লোক) হ্যাঁ, দেখা যাইতেছে, এই বাক্য, 'সত্যং বিধাতুং'—তাঁহার সত্য বাক্যই জগতেও সত্যস্বরূপে প্রকট করি-বার নিমিত্ত, এই অর্থ। সেইরূপ নিখিল ভূতচরাচরে স্বীয় নৃসিংহাদি আকারের ব্যাপ্তিও সত্যে পরিণত করিবার জন্য সেই স্তম্ভে তিনি দৃষ্ট হইলেন। তাহা কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—'ন মৃগং ন মানুষং', মৃগও নহে, আবার মানুষও নহে, এতাদৃশ নৃসিংহ মূর্ত্তি সভাতে প্রকট করিলেন। সভামধ্যে এরূপ প্রকটনের হেতুও নিজভৃত্য হিরণ্যকশিপুর বাক্য। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'ভূতেভ্যস্তদ্বিসৃষ্টেভ্যঃ' ইত্যাদি (৭।৩।৩৫-৩৭), অর্থাৎ আপনার সৃষ্ট প্রাণিগণের নিকট হইতে আমার যেন মৃত্যু না হয়। অভ্যন্তরেও নহে, বাহিরেও নহে, মনুষ্যের দ্বারাও নহে, মৃগাদি পশুর দ্বারাও নহে—ইত্যাদি ব্রহ্মার নিকট প্রার্থিত বাক্য সত্য করিবার জন্য। ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের নিত্য শ্রীবিগ্রহ ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন প্রাণী নহেন, ইহা মনুষ্যও নহে আবার পশুও নহে—নরসিংহ মূর্ত্তি; আবার সভা-গৃহের মধ্যেও নহে, অথচ প্রাঙ্গণের ন্যায় বাহিরেও নহে। কেহ কেহ বলেন—নিজভক্ত নারদাদির বাক্যও সত্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ এরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। আরও, "কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" (শ্রীগীতা-৯।৩১), অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! তুমি ঢক্কা বাজাইয়া উর্দ্ধবাহু হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ঘোষণা কর যে আমার ভক্তের কখনও বিনাশ নাই, এইরূপ ভগবানের নিজ বাক্যও সত্য করিবার জন্য। আবার 'অয়ং মহান্ সংস্থাং ন প্রাপ্স্যতি' (৭।৭।১০), অর্থাৎ 'এই গর্ভস্থ শিশু নিষ্পাপ, সাক্ষাৎ মহাভাগবত এবং মহৎ ব্যক্তি। ইনি অনন্তদেবের অনুচর মহাবলবান্, অতএব তুমি ইহাঁকে বধ করিতে পারিবে না'—দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি দেবর্ষি নারদের এই বাক্যও সত্য করিবার জন্য। আর, 'নূনমেতদ্বিরোধেন মৃত্যুর্মে ভবিতা' (৭।৫।৪৭), অর্থাৎ ইহার সহিত বিরোধে আমারই মৃত্যু হইতে পারে, হিরণ্যকশিপুর এই উক্তি এবং হিরণ্যকশিপু বর প্রার্থনা করিলে, 'তথাস্তু' বলিয়া ব্রহ্মার উক্তিও সত্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত ভগবান্ তাঁহার শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তি প্রকট করিলেন॥ ১৭॥

———

স সত্ত্বমেনং পরিতো বিপশ্যন্
স্তম্ভস্য মধ্যাদনুনির্জ্জিহানম্।
নায়ং মৃগো নাপি নরো বিচিত্র-
মহো কিমেতন্নৃমৃগেন্দ্ররূপম্॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ—সঃ (দৈত্যেন্দ্রঃ হিরণ্যকশিপুঃ এবং শব্দং

শ্রুত্বা তদাশ্রয়নির্দ্ধারণার্থং) পরিতঃ বিপশ্যন্ (অবলোকয়ন্) স্তম্ভস্য মধ্যাৎ অনুনির্জ্জিহানং (বহির্গতং) নৃমৃগেন্দ্ররূপম্ এনং (নৃ মৃগেন্দ্রয়োঃ মিশ্রং রূপং দৃষ্ট্বা) অয়ং মৃগঃ ন, নরঃ অপি ন অহো (আশ্চর্য্যং) কিম্ এতৎ বিচিত্রম্ (অদ্ভুতং) সত্ত্বং (প্রাণিবিশেষঃ ইতি মীমাংসিতবান্ ইতি শেষঃ) ॥ ১৮॥

অনুবাদ—স্তম্ভ মধ্য হইতে বহির্গত সেই প্রাণীকে সর্ব্বতোভাবে দেখিয়া বলিল,—এই প্রাণী মৃগও নহে মনুষ্যও নহে। অহো, এই আশ্চর্য্য প্রাণী কি নৃসিংহ ! ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—স দৈত্যঃ এবম্ভূতং প্রাণিবিশেষং স্তম্ভমধ্যান্নির্গচ্ছন্তং পরিতস্তম্ভস্য চতুর্দ্দিক্ষু বিপশ্যন্ কিমেতদিতি মীমাংসিতবানিতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—সেই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু এই প্রকার প্রাণিবিশেষকে স্তম্ভমধ্য হইতে নির্গত এবং স্তম্ভের চারিদিকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া, ইহা কি ? এইরূপ মীমাংসা করিতেছিলেন ॥ ১৮ ॥

———

মীমাংসমানস্য সমুত্থিতোঽগ্রতো
নৃসিংহরূপস্তদলং ভয়ানকম্ ॥ ১৯ ॥
প্রতপ্তচামীকরচণ্ডলোচনং
স্ফুরৎসটাকেশরজৃম্ভিতাননম্ ।
করালদংষ্ট্রং করবালচঞ্চল-
ক্ষুরান্তজিহ্বং ভ্রূকুটীমুখোল্বণম্ ॥ ২০ ॥
স্তব্ধোর্দ্ধ্বকর্ণং গিরিকন্দরাদ্ভুত-
ব্যাত্তাস্যনাসং হনুভেদভীষণম্ ।
দিবিস্পৃশৎকায়মদীর্ঘপীবর-
গ্রীবোরুবক্ষঃস্থলমল্পমধ্যমম্ ॥ ২১ ॥
চন্দ্রাংশুগৌরৈশ্ছুরিতং তনূরুহৈ-
র্বিষ্বগ্ভুজানীকশতং নখায়ুধম্ ।
দুরাসদং সর্ব্বনিজেতরায়ুধ-
প্রবেকবিদ্রাবিতদৈত্যদানবম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(এবম্) অলম্ (অত্যর্থং) ভয়ানকং প্রতপ্তচামীকরচণ্ডলোচনং (প্রতপ্তং যৎ চামীকরং স্বর্ণং তদ্বৎ পিশঙ্গে চণ্ডে উগ্রে লোচনে যস্মিন্ তৎ) স্ফুরৎসটাকেশরজৃম্ভিতাননং (সটাঃ জটাঃ কেশরাঃ গ্রীবালোমানি স্ফুরদ্ভিঃ সটাকেশরৈঃ জৃম্ভিতং সাটোপমাননং যস্মিন্ তৎ) করালদংষ্ট্রং (করালাঃ উদগ্রাঃ দংষ্ট্রাঃ যস্মিন্ তৎ) করবালচঞ্চলক্ষুরান্তজিহ্বং (করবালঃ খড়্গঃ তদ্বচ্চঞ্চলা ক্ষুরান্তবৎ তীক্ষ্ণা চ জিহ্বা যস্মিন্ তৎ) ভ্রূকুটীমুখোল্বণং (ভ্রূকুটীযুক্তেন মুখেন উল্বনং ভয়ঙ্করং) স্তব্ধোর্দ্ধ্বকর্ণং (স্তব্ধৌ উন্নতৌ শঙ্কুবৎ উর্দ্ধ্বৌ কর্ণৌ যস্মিন্ তৎ) গিরিকন্দরাদ্ভুতব্যাত্তাস্যানাসং (গিরিকন্দরবৎ অদ্ভুতং ব্যাত্তং প্রসৃতমাস্যং নাসে চ যস্মিন্ তৎ) হনুভেদভীষণং (হনূ কপোলপ্রান্তৌ তয়োঃ ভেদেন বিদারণেন ভীষণং) দিবিস্পৃশৎকায়ং (দিবি স্পৃশন্ কায়ঃ যস্মিন্ তৎ) অদীর্ঘপীবরগ্রীবোরুবক্ষঃস্থলম্ (অদীর্ঘা হ্রস্বা পীবরা স্থূলা চ গ্রীবা যস্মিন্, উরু বিশালং বক্ষঃস্থলং যস্মিন্ তচ্চ তচ্চ) অল্পমধ্যমম্ (অল্পং মধ্যমমুদরং যস্মিন্ তৎ) চন্দ্রাংশুগৌরৈঃ চন্দ্রাংশুবৎ গৌরৈঃ) তনূরুহৈঃ (লোমভিঃ) ছুরিতং (ব্যাপ্তং বিষ্বগ্ভুজানীকশতং (বিষ্বঞ্চঃ সর্ব্বতঃ প্রসৃতাঃ ভুজাঃ তেষাম্ অনীকানি স্তোমাঃ তেষাং শতানি যস্মিন্ তৎ) নখায়ুধং (নখানি এব আয়ুধানি যস্মিন্ তৎ) দুরাসদং (প্রাপ্তুম্ অশক্যং) সর্ব্বনিজেতরায়ুধপ্রবেকবিদ্রাবিতদৈত্যদানবং (সর্ব্বাণি চ নিজানি চক্রাদীনি ইতরানি বজ্রাদীনি চ ত এব আয়ুধপ্রবেকাঃ শস্ত্রোত্তমাঃ তৈঃ বিদ্রাবিতাঃ দৈত্যাঃ দানবাশ্চ যেন) তৎ (এবং ভূতং ভয়ানকং রূপং) মীমাংসমানস্য (বিচারয়তঃ তস্য দৈত্যস্য) অগ্রতঃ নৃসিংহরূপঃ (হরিঃ) সমুত্থিতঃ ॥ ১৯-২২ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপু এইরূপ মীমাংসায় নিযুক্ত থাকাকালে তাহার সম্মুখে হরি নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হইলেন ; সেই রূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর,—তাঁহার ক্রোধান্বিত নয়নযুগল উত্তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ; তাঁহার জটা ও কেশরসংযুক্ত রোষকষায়িত মুখ, বিকট দন্ত, চঞ্চলিত খড়্গ, ক্ষুরধারতুল্য ভ্রূকুটিত বদন, জিহ্বা, উন্নত নিশ্চল কর্ণযুগল, পর্ব্বতগুহাসদৃশ বিস্তৃত মুখ ও নাসিকা-বিবর, ভীষণ বিদীর্ণ হনুদেশ, আকাশস্পর্শী দেহ, হ্রস্ব ও স্থূল গ্রীবা জানু এবং বক্ষ, কৃশ উদর, চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ রোমাবৃত শরীর, সর্ব্বদিক্ প্রসারিত শত শত বাহু ও নখাস্ত্র দৃষ্ট হইতেছিল। তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ও বজ্র

প্রভৃতি প্রধানাস্ত্রসমূহদ্বারা দৈত্যদানবগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ১৯-২২ ॥

বিশ্বনাথ—তদলমতিশয়েন ভয়ানকং নৃমৃগেন্দ্র-রূপং মীমাংসমানস্য তস্যাগ্রত এব নৃসিংহরূপঃ সমুত্থিত ইত্যন্বয়ঃ। ভয়ানকত্বং বিবৃণ্বন্ রূপং বিশিনষ্টি ত্রিভিঃ। প্রতপ্তেতি চামীকরং সুবর্ণম্। সটা জটাঃ কেশরাঃ কণ্ঠরোমাণি করবালঃ খড়্গঃ। ভ্রূকুটী-যুক্তেন মুখেন উল্বণম্। হনূ কপোলপ্রান্তৌ তয়োর্ভেদেন বিদারণেন ভীষণং অদীর্ঘা পীবরা চ গ্রীবা যস্মিন্ উরু বিশালং বক্ষঃস্থলং যস্মিন্ তৎ। অল্পমধ্যং ক্ষীণমধ্যদেশম্। চন্দ্রাংশুবদ্গৌরৈঃ শ্বেতৈঃ বিষ্বক্ সর্ব্বদিক্ষু স্থিতানাং ভুজানীকানাং শতানি যস্মিংস্তৎ নখান্যায়ুধতুল্যানি যস্মিংস্তৎ। সর্ব্বাণি নিজানি চক্রাদীনি ইতরাণি বজ্রাদীনি। তান্যেবায়ুধ-প্রবেকাঃ শস্ত্রোত্তমাস্তৈর্বিদ্রাবিতা দৈত্যদানবা যত্র তৎ ॥ ১৯-২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্ অলম্'—হিরণ্যকশিপু এই প্রকার মীমাংসা করিতে না করিতে অত্যন্ত ভয়ানক সেই নৃসিংহরূপ তাহার সম্মুখে 'সমুত্থিতঃ'—উঠিয়া আসিলেন, এই অন্বয়। সেই রূপ যে কি ভয়ানক, তাহা বিবৃত করিয়া বলিতেছেন তিনটি শ্লোকের দ্বারা। 'প্রতপ্ত' ইত্যাদি, চামীকর—সুবর্ণ, অর্থাৎ জ্বলন্ত স্বর্ণগোলকের তম ভীষণ তাঁহার চক্ষু, সটা—জটা, কেশর—কণ্ঠস্থিত রোমাবলী। করবাল—খড়্গ। ভ্রূকুটিযুক্ত মুখের দ্বারা ভয়ঙ্কর। হনূ—কপোল প্রান্তদ্বয়, তাহাদের বিদারণের দ্বারা ভীষণদর্শন। 'অদীর্ঘ-পীবরগ্রীবা'—গ্রীবাভাগ ক্ষুদ্র ও স্থূল। বক্ষঃ-স্থল বিশাল। 'অল্পমধ্যং'—মধ্যদেশ অর্থাৎ উদর কৃশ। 'চন্দ্রাংশুবৎ'—শরীরের সকল অংশ চন্দ্রের কিরণের ন্যায় শুভ্র, 'বিষ্বক্‌ভুজানীকশতং নখায়ুধম্' —চারিদিকে প্রসারিত অগণিত ভুজ, তাহাতে নখই ভয়ঙ্কর আয়ুধ। 'সর্ব্বনিজেতরায়ুধপ্রবেকঃ'—নিজ আয়ুধ চক্র প্রভৃতি এবং অন্যান্য বজ্রাদি, তাহাই উত্তম শস্ত্র, সেই সকল আয়ুধ দ্বারা দৈত্যদানবদিগকে তিনি বিদ্রাবিত করিয়া থাকেন ॥ ১৯-২২ ॥

প্রায়েণ মেহয়ং হরিণোরুমায়িনা
বধঃ স্মৃতোঽনেন সমুদ্যতেন কিম্।
এবং ব্রুবংস্ত্বভ্যপতদ্গদায়ুধো
নদন্ নৃসিংহং প্রতি দৈত্যকুঞ্জরঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—প্রায়েণ উরুমায়াবিনা (মহামায়াবিনা) হরিণা মে (মম) অয়ম্ (এবম্ভূতঃ) বধঃ (মৃত্যুহেতুঃ) স্মৃতঃ (চিন্তিতঃ তথাপি) অনেন সমুদ্যতেন (কৃতোদ্যমেন অপি) কিং (ন কিঞ্চিৎ স্যাৎ মদ্বলস্য অনেন দুষ্প্রতীকারত্বাৎ ইতি) এবং ব্রুবন্ তু (ইত্যেবং কথয়ন্) গদায়ুধঃ (গৃহীতগদঃ) দৈত্যকুঞ্জরঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) নদন্ (নাদং কুর্ব্বন্) নৃসিংহং প্রতি অভ্যপতৎ (যুদ্ধার্থং সমুখং জগাম) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—মহামায়াবী ভগবান্ হরি আমার যদি এই প্রকারেই মৃত্যুর নিবন্ধ করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহার এই চেষ্টায় কি হইতে পারে? হিরণ্যকশিপু ইহা বলিয়া গদা ধারণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে নৃসিংহের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদদ্ভুতং দৃষ্ট্বা তস্য মানসং বাচিকঞ্চ ব্যবহারমাহ,—প্রায়েণেতি। বধঃ স্মৃত ইতি প্রাক্ চিকীর্ষিত এবাসীৎ। সম্প্রতি সংস্মৃতিবিষয়ীকৃত ইত্যর্থঃ। তদপ্যনেন হরিণা সমুদ্যতেন তদর্থং কৃতোদ্যমেনাপি কিং ন কিঞ্চিদপীত্যর্থঃ। মদ্বলস্যানেন দুষ্পারত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই প্রকার অদ্ভুত রূপ দর্শনে হিরণ্যকশিপুর মানসিক ও বাচিক ব্যবহার বলিতেছেন—'প্রায়েণ' ইত্যাদি। 'বধঃ স্মৃতঃ'—মহামায়াবী হরি কর্ত্তৃক আমার এইরূপ অদ্ভুত মৃত্যুর কারণ পূর্ব্বে চিকীর্ষিতই ছিল, সম্প্রতি তাহা সংস্মৃতির বিষয়ীভূত করা হইয়াছে—এই অর্থ। তথাপি 'অনেন'—সেই হরির এই উদ্যমে আমার কি হইতে পারে? কিছুই নহে, কারণ আমার পরাক্রম এই ব্যক্তি অতিক্রম করিতে পারিবে না—এই ভাব ॥২৩॥

অলক্ষিতোঽগ্নৌ পতিতঃ পতঙ্গমো
যথা নৃসিংহৌজসি সোঽসুরস্তদা।
ন তদ্বিচিত্রং খলু সত্ত্বধামনি
স্বতেজসা যো নু পুরাপিবৎ তমঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—তদা সঃ অসুরঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) অগ্নৌ পতিতঃ পতঙ্গমঃ (শলভঃ) যথা (যদ্বৎ অলক্ষিতঃ ভবতি তদ্বৎ) নৃসিংহৌজসি (নৃসিংহস্য ওজসি দীপ্তৌ পতিতঃ সন্) অলক্ষিতঃ (অদৃষ্টঃ অভূৎ) । যঃ (ভগবান্) পুরা (সৃষ্ট্যাদৌ) স্বতেজসা তমঃ (প্রলয়কালীনম্ অতিগাঢ়ং তমঃ) অপিবৎ (তিরস্কৃতবান্ তস্মিন্) সত্ত্বধামনি (শুদ্ধসত্ত্বাশ্রয়ে ভগবতি) তৎ (তমোময়স্য দৈত্যস্য অদর্শনং) নু (অহো) বিচিত্রং ন খলু (কিমপিনাশ্চর্য্যজনকম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—পতঙ্গ যেরূপ অগ্নিতে পতিত হইলে লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ নৃসিংহ-তেজের মধ্যে হিরণ্যকশিপু অদৃষ্ট হইল ; যিনি সৃষ্টির প্রথমে স্বীয় তেজোদ্বারা অন্ধকার নাশ করিয়াছিলেন, সেই শুদ্ধসত্ত্বাশ্রয় ভগবান্ হরিতে ইহা বিচিত্র নহে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—স নৃসিংহস্যৌজসি দীপ্তৌ পতিতঃ সন্নলক্ষিতোঽদৃষ্টোঽভূৎ। সত্ত্বধামনি শুদ্ধসত্ত্বপ্রকাশে হরৌ তৎ তস্য তমোময়স্যাদর্শনং ন বিচিত্রম্। যতঃ পুরা সৃষ্ট্যাদৌ প্রলয়কালীনং তমোঽপিবৎ মহত্তত্ত্বমধিষ্ঠায়ৈব নাশয়ামাস। সংপ্রতি সাক্ষাৎ স্বরূপভূতত্বেন কিমুতেতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ নৃসিংহৌজসি'—সেই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু শ্রীনৃসিংহের তেজের প্রভায় অদৃশ্য হইয়া গেল। 'সত্ত্বধামনি'—শুদ্ধসত্ত্ব প্রকাশ শ্রীহরিতে তমোময় সেই অসুরের অদর্শন, কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। যেহেতু 'পুরা'—সৃষ্টির আদিতে প্রলয়কালীন প্রগাঢ় অন্ধকার তিনি পান করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া অন্ধকার নাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সাক্ষাৎ স্বরূপে যে বিনাশ করিবেন, ইহা আর অধিক কি ?—এই ভাব ॥ ২৪ ॥

ততোঽভিপদ্যাভ্যহনন্মহাসুরো
রুষা নৃসিংহং গদয়োরুবেগয়া ।
তং বিক্রমন্তং সগদং গদাধরো
মহোরগং তার্ক্ষ্যসুতো যথাগ্রহীৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ মহাসুরঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) অভিপদ্য (অভিমুখম্ আগত্য) রুষা (ক্রোধেন) উরুবেগয়া (মহাবেগশালিন্যা) গদয়া নৃসিংহং (নৃসিংহরূপধারিণং নারায়ণম্) অভ্যহনৎ (হন্তুং প্রবৃত্তঃ)। গদাধরঃ (নৃসিংহমূর্ত্তির্নারায়ণশ্চ) তার্ক্ষ্যসুতঃ মহোরগং যথা (যথা গরুড়ঃ বিক্রমন্তং মহাসর্পং গৃহ্ণাতি তথা) বিক্রমন্তং (প্রহর্ত্তুং প্রবৃত্তং) সগদং তং (গদাধারিণং তং হিরণ্যকশিপুম্) অগ্রহীৎ (বলেন গৃহীতবান্) ॥২৫॥

অনুবাদ—তৎপরে হিরণ্যকশিপু ক্রোধপূর্ব্বক দ্রুত বেগবতী গদাদ্বারা নৃসিংহকে আঘাত করিল ; গরুড় যেমন মহাসর্পকে গ্রাস করে, তদ্রূপ ভগবান্ গদাধর গদার সহিত হিরণ্যকশিপুকে আয়ত্ত করিলেন ॥২৫॥

বিশ্বনাথ—ততস্তস্মাৎ পৃথগ্ভূয় অভিপদ্য অভিমুখমাগত্য ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ অভিপদ্য,—তারপর নৃসিংহতেজ হইতে পৃথক্ হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া (হিরণ্যকশিপু ক্রোধভরে দ্রুত বেগবতী গদার দ্বারা নৃসিংহদেবকে আঘাত করিল ।) ॥২৫॥

স তস্য হস্তোৎকলিতস্তদাসুরো
বিক্রীড়তো যদ্বদহির্গরুত্মতঃ ।
অসাধ্বমন্যন্ত হৃতৌকসোঽমরা
ঘনচ্ছদা ভারত সর্ব্বধিষ্ণ্যপাঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত, তদা (তৎকালে গৃহীতঃ) সঃ অসুরঃ বিক্রীড়তঃ গরুত্মতঃ অহিঃ যদ্বৎ (ক্রীড়মাণগরুড়মুখাৎ যথা সর্পঃ বিগলিতঃ ভবতি, তথা) তস্য (নৃসিংহস্য) হস্তোৎকলিতঃ (হস্তাৎ উৎকলিতঃ বিনিঃসৃতঃ অভূৎ) হৃতৌকসঃ (দৈত্যেন হৃতানি ওকাংসি স্থানানি যেষাং তে, স্থানভ্রষ্টাঃ) ঘনচ্ছদাঃ (তদ্ভয়েন মেঘান্তরিতাঃ সন্তঃ স্থিতাঃ) সর্ব্বধিষ্ণ্যপাঃ (সর্ব্বে ধিষ্ণ্যপাঃ লোকপালাঃ) অমরাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ ভগবদ্ধস্তাৎ দৈত্যনির্গমনম্) অসাধু অমন্যন্ত ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে ভারত, ক্রীড়াশীল গরুড়ের মুখ হইতে নিঃসৃত সর্প যেরূপ নিষ্ক্রান্ত হয়, তদ্রূপ হিরণ্যকশিপু একবার তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। দৈত্য-ভয়ে মেঘান্তরালে লুক্কায়িত স্থানভ্রষ্ট দেবগণ ভগবানের হস্ত হইতে দৈত্যের নির্গমন ব্যাপার দেখিয়া ভাল মনে করিলেন না ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—হস্তাদুৎকলিতঃ নিঃসৃতঃ। ঘনচ্ছদা মদ্বধমেতে দিদৃক্ষন্ত ইতি দৈত্যকোপভয়ান্মেঘান্তরিতাঃ। হৃতৌকসোঽসাধ্বমন্যন্তেতি ওকাংস্যপহৃতবানেব সংপ্রতি যদ্যয়ং জীবিষ্যতি তদস্মাকমবশিষ্টান্ প্রাণানপি হরিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হস্তোৎকলিতঃ'—তাঁহার হস্ত হইতে হিরণ্যকশিপু একবার নিজেকে নির্ম্মুক্ত করিল। 'ঘনচ্ছদাঃ'—মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত দেবগণ, অর্থাৎ 'আমার বধ এই দেবগণ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে'—এইরূপ দৈত্যের কোপভয়ে তাঁহারা মেঘের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। 'হৃতৌকসঃ'—স্থানভ্রষ্ট দেবগণ ভগবানের হস্ত হইতে দৈত্যের নির্গমন ব্যাপার ভাল মনে করিলেন না, কারণ আমাদের স্থান তো পূর্ব্বে অপহরণ করিয়াছেই, এক্ষণে যদি এই দানব বাঁচে, তাহা হইলে আমাদের অবশিষ্ট প্রাণটুকুও হরণ করিবে—এই ভাব ॥ ২৬ ॥

———

তং মন্যমানো নিজবীর্য্যশঙ্কিতং
যদ্ধস্তমুক্তো নৃহরিং মহাসুরঃ।
পুনস্তমাসজ্জত খড়্গচর্ম্মণী
প্রগৃহ্য বেগেন গতশ্রমো মৃধে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—মহাসুরঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) যৎ হস্তমুক্তঃ (যৎ যস্মাৎ নৃহরেঃ হস্তাৎ মুক্তঃ তস্মাৎ) তং নৃহরিং (নিজবীর্য্যশঙ্কিতং নিজবীর্য্যাৎ স্ববলাৎ শঙ্কিতং ভীতং) মন্যমানঃ (স্বয়ং) মৃধে (যুদ্ধে) গতশ্রমঃ (শ্রমরহিতঃ) খড়্গচর্ম্মণী প্রগৃহ্য পুনঃ বেগেন তং (নৃহরিম্) আসজ্জত (অভ্যপতৎ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপু নৃসিংহের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াই তাঁহাকে অসুরবলে ভীত মনে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষণকাল বিশ্রাম-লাভানন্তর খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ পুনর্ব্বার নৃসিংহের প্রতি বেগে ধাবিত হইল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—নিজবীর্য্যাচ্ছঙ্কিতং মন্যমানঃ। যদ্-যস্মাৎ হস্তান্মুক্তঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিজবীর্য্য-শঙ্কিতং'—হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবকে নিজের ক্ষমতায় শঙ্কিত, অর্থাৎ নৃসিংহদেব অসুরবলে ভীত হইয়াছেন, এইরূপ মনে করিলেন ; 'যদ্ধস্তমুক্তঃ'—যেহেতু সে নিজেকে তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছে ॥ ২৭ ॥

———

তং শ্যেনবেগং শতচন্দ্রবর্ত্মভি-
শ্চরন্তমচ্ছিদ্রমুপর্য্যধো হরিঃ।
কৃত্বাট্টহাসং খরমুৎস্বনোল্বণং
নিমীলিতাক্ষং জগৃহে মহাজবঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—মহাজবঃ (মহাবলশালী) হরিঃ (নৃসিংহরূপধারী নারায়ণঃ) শ্যেনবেগং (শ্যেনস্য ইব বেগঃ যস্য তং) শতচন্দ্রবর্ত্মভিঃ, (খড়্গচর্ম্মমার্গৈঃ) অচ্ছিদ্রম্ (অন্যপ্রহারস্য অনবসরং যথা ভবতি এবম্) উপর্য্যধঃ (উপরি অধঃ) চরন্তং (দৈত্যং বিলোক্য) খরং (তীব্রম্) উৎস্বনোল্বণম্ (উৎস্বনেন মহাশব্দেন উল্বণং ভয়ঙ্করম্) অট্টহাসং কৃত্বা (অট্টাট্টহাসেন হরিতেজসা চ) নিমীলিতাক্ষং (নিমীলিতে অক্ষিণী যেন তং) তং (দৈত্যং) জগৃহে (গৃহীতবান্) ॥২৮॥

অনুবাদ—মহাবেগশালী হরি বাজপক্ষিতুল্যগতিবিশিষ্ট তীব্রভীষণশব্দময় অট্টহাস্যান্বিত খড়্গরক্ষিত নিশ্ছিদ্রচর্ম্মকোষাবৃত আকাশে ও ভূতলে বিচরণশীল, মুদ্রিতলোচন হিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—শতচন্দ্রবর্ত্মভিঃ খড়্গচর্ম্মমার্গৈঃ অট্টহাসশব্দোত্থভয়েন নিমীলিতে অক্ষিণী যেন তম্ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শতচন্দ্র-বর্ত্মভিঃ'—খড়্গচর্ম্ম লইয়া হিরণ্যকশিপু নিশ্ছিদ্ররূপে শ্যেনবেগে উপরে ও নীচে ভ্রমণ করিতেছিল। 'নিমীলিতাক্ষং'—শ্রীনৃসিংহদেবের ভয়ঙ্কর অট্টহাসির শব্দে ভয়ে নিমীলিত হইয়াছে নেত্রদ্বয় যাহার, সেই দৈত্যকে (শ্রীহরি গ্রহণ করিলেন) ॥ ২৮ ॥

———

বিষ্বক্ স্ফুরন্তৎ গ্রহণাতুরং হরি-
র্ব্যালো যথাখুং কুলিশাক্ষতত্বচম্।
দ্বার্য্যূরুমাপত্য দদার লীলয়া
নখৈর্যথাহিং গরুড়ো মহাবিষম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—বিষ্বক্ (সর্ব্বতঃ) স্ফুরন্তং (সর্ব্বাবয়-

বান্ প্রচালয়ন্তং) গ্রহণাতুরং (গ্রহণেন হেতুনা আতুরং বিবশং) কুলিশাক্ষতত্বচম্ (ইন্দ্রেণ সহ যুদ্ধে তৎ-প্রযুক্তেন কুলিশেন অপি ন ক্ষতা ত্বগপি যস্য তং দৈত্যং) হরিঃ দ্বারি (সভায়াম্ ইত্যনেন নান্তর্বহিঃ) উরুং (উরৌ ইত্যনেন, নভূমৌ ন চাম্বরে) নখৈঃ (ইত্যনেন ন তু ব্যসুভিঃ অসুমদ্ভিঃ বা এবং দিবানক্তং পরিহারায় সন্ধ্যায়াম্ ইতি দ্রষ্টব্যং) যথা ব্যালঃ (সর্পঃ) আখুং (মূষিকং গৃহ্ণাতি তদ্বৎ) আপত্য (গৃহীত্বা নিপাত্য) যথা মহাবিষং অহিং (সর্পং) গরুড়ঃ (ব্যাপাদয়তি তদ্বৎ) লীলয়া (অনায়াসেন এব নৃসিংহ-রূপো ভগবান্) দদার (বিদারিতবান্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যেরূপ সর্প কর্ত্তৃক মূষিক ও গরুড় কর্ত্তৃক বিষধর সর্প বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ নৃসিংহদেব ইন্দ্রযুদ্ধে অক্ষতগাত্র, সর্ব্বত্র অঙ্গসঞ্চালনে ব্যস্ত, আক্র-মণে ক্লিষ্ট হিরণ্যকশিপুকে ধরিয়া দ্বারদেশে স্বীয় উরুর উপরে রাখিয়া অনায়াসে নখরদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যালো যথা মূষিকমিতি গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ। গরুড়ো যথাহিমিতি বিদারণে। কুলিশেনাক্ষতা ত্বগপি যস্য তম্। লীলয়াঽবহেলয়ৈব দদার দ্বারি সভায়াং নান্তর্ন বহিঃ উরুং উরৌ নিপাত্য ন ভূমৌ নাম্বরে! নখৈর্ন ব্যসুভিরসুমদ্ভির্বা। এবং দিবানক্তং পরিহায় সন্ধ্যায়ামিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যালঃ যথা'—সর্প যেমন মূষিককে ধরে, ইহা গ্রহণে দৃষ্টান্ত। 'গরুড়ঃ যথা অহিম্'—গরুড় যেরূপ সর্পকে গ্রহণ করে, ইহা বিদারণ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত। 'কুলিশাক্ষত-ত্বচম্"—পূর্ব্বে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতেও যাহার ত্বক্ ক্ষত হয় নাই, সেই হিরণ্যকশিপুকে শ্রীনৃসিংদেব 'লীলয়া'—অব-হেলাক্রমে (অনায়াসে) নখের দ্বারাই বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সভার দ্বারদেশে—বাহিরে বা ভিতরে নয়, উরুর উপরে রাখিয়া—ভূমিতে বা শূন্যে নয়, নখের দ্বারা—প্রাণহীন বা প্রাণীর দ্বারা নয়, এই প্রকার দিবা ও রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাকালে, শ্রীহরি অসুরকে বিদীর্ণ করিলেন—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ২৯ ॥

সংরম্ভদুষ্প্রেক্ষ্যকরাললোচনো
ব্যাত্তাননান্তং বিলিহন্ স্বজিহ্বয়া।
অসৃগ্লবাক্তারুণকেশরাননো
যথান্ত্রমালী দ্বিপহত্যয়া হরিঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা সঃ নৃসিংহঃ) সংরম্ভদুষ্প্রেক্ষ্য-করাললোচনঃ (সংরম্ভেন ক্রোধেন দুষ্প্রেক্ষ্যাণি করা-লানি লোচনানি যস্য সঃ অতিশয়ক্রোধবেগেন ভীম-নেত্রঃ ব্যাত্তাননান্তং (ব্যাত্তং বিকাশিতং যদাননং মুখং তস্যান্তং) স্বজিহ্বয়া বিলিহন্ অসৃগ্লবাক্তারুণকেশরা-ননঃ (অসৃজঃ রক্তস্য লবৈঃ বিন্দুভিঃ আক্তাঃ সিক্তাঃ অতএব অরুণাঃ কেশরাঃ আননঞ্চ যস্য সঃ) হরিঃ (সিংহঃ) যথা দ্বিপহত্যয়া (দ্বিপস্য গজস্য হত্যায়া বধেন উপলক্ষিতঃ ভাতি তথা) অন্ত্রমালী (অন্ত্রৈঃ মালী মালাধরঃ মালারূপেণ অন্ত্রং দধানঃ সন্ বভৌ ইতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—রক্তবিন্দুসিক্তকেশরানন, ক্রোধদুর্দ্দর্শ-লোচন ভগবান্ নৃসিংহ স্বীয় জিহ্বাদ্বারা বিস্তারিত বদনের প্রান্তভাগ অবলেহন করিতে করিতে গজবধ-প্রমত্ত সিংহের ন্যায় অন্ত্রের মাল্য-ভূষিত হইয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অসৃজো রক্তস্য লবৈর্বিন্দুভিরাক্তাঃ সিক্তাঃ। অতএবারুণাঃ কেশরা আননঞ্চ যস্য। অন্ত্রমালী মালারূপেণান্ত্রং দধান ইত্যর্থঃ। দ্বিপহত্যয়া হস্তিবধেনান্বিতো হরিঃ সিংহ ইব ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসৃক্'—ইত্যাদি, রক্তের বিন্দুর দ্বারা সিক্ত, অতএব অরুণবর্ণ কেশর ও আনন যাঁহার, সেই নৃসিংহদেব। 'অন্ত্রমালী'—মালারূপে যিনি গলদেশে অন্ত্রের মালা ধারণ করিয়া-ছেন। 'দ্বিপহত্যয়া'—হস্তীকে হত্যা করিয়া সিংহ যেরূপ সর্ব্বশরীরে শোণিতাক্ত হয়, (তদ্রূপ শ্রীনৃসিংহ শোভিত হইয়াছিলেন।) ॥ ৩০ ॥

নখাঙ্কুরোৎপাটিতহৃৎসরোরুহং
বিসৃজ্য তস্যানুচরানুদায়ুধান্।
অহন্ সমস্তান্নখশস্ত্রপাণিভি-
র্দোর্দ্দণ্ডযূথোঽনুপথান্ সহস্রশঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—দোর্দ্দণ্ডযূথঃ (দোর্দ্দণ্ডানাং ভুজদণ্ডানাং

যূথানি যস্য সঃ) নখাঙ্কুরোৎপাটিতহৃৎসরোরুহং (নখাঙ্কুরৈঃ উৎপাটিতং হৃৎসরোরুহং হৃদয়কমলং যস্য তং দৈত্যেন্দ্রং) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) উদায়ুধান্ (উদ্যতানি আয়ুধানি যৈঃ তান্) তস্য সহস্রশঃ অনুচরান্ (ভৃত্যান্) অনুপথান্ (তং দৈত্যং হিরণ্যকশিপুম্ অনুপন্থাঃ যেষাং তান্ অন্যান্ চ তৎপক্ষপাতিনঃ) নখশস্ত্রপাণিভিঃ (নখৈঃ শস্ত্রৈঃ পাণিভিশ্চ) সমন্তাৎ অহন্ (হতবান্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—বহু বাহুদণ্ড ভগবান্ নৃসিংহদেব নখাঙ্কুরদ্বারা হিরণ্যকশিপুর হৃদয়পদ্ম উৎপাটনপূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, যুদ্ধার্থে আগত শস্ত্রধারী তদনুবর্ত্তি অনুচর সহস্র সহস্র অসুরকে নখররূপ শস্ত্রের দ্বারা নিহত করিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—নখাঙ্কুরৈরুৎপাটিতং হৃৎসরোরুহং যস্যেতি যত্রাহমেব প্রতিক্ষণং সুখমবসং তত্র সংপ্রত্যয়ং মন্দভাগ্যঃ ক্রোধমৎসরাদিকং তামসং কথং বাসয়তি স্মেতি দ্রষ্টুমিবেত্যুৎপ্রেক্ষা সরোরুহরূপকেণ ব্যজ্যতে। অতএবাঙ্কুররূপকং সরোরুহভঙ্গাভাবায়ৈব বুদ্ধ্যতে। দোর্দ্দণ্ডানাং যূথানি যস্য সঃ। অনুপথান্ অনুবর্ত্তিনঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নখাঙ্কুরোৎপাটিত-হৃৎসরোরুহং'—নখরূপ অঙ্কুরের দ্বারা উৎপাটিত হইয়াছে হৃদয়রূপ কমল যাহার, সেই হিরণ্যকশিপুকে (পরিত্যাগ করিয়া তাহার অগণিত অনুচরগণকে শ্রীনৃসিংহ নিহত করিলেন)। এখানে শ্রীনৃসিংহদেব কর্ত্তৃক দানবের হৃদয়রূপ কমলকে স্বীয় নখরূপ অঙ্কুরের দ্বারা উৎপাটিত করিবার কারণ—যে হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ আমি সুখে অবস্থান করিতাম, সেইস্থানে সম্প্রতি এই মন্দভাগ্য দানব ক্রোধ ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি তামসভাবকে কেন স্থান দিয়াছে, ইহা দেখিবার নিমিত্তই যেন—এইরূপ উৎপ্রেক্ষা সরোরুহ রূপকের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব অঙ্কুর-রূপকে সরোরুহভঙ্গের অভাবই বুঝাইতেছে। 'দোর্দ্দণ্ড-যূথঃ'—ভুজদণ্ডসকলের যূথ যাঁহার, সেই শ্রীনৃসিংহ। 'অনুপথান্'—হিরণ্যকশিপুর অনুচরদিগকে ॥ ৩১ ॥

সটাবধূতা জলদাঃ পরাপতন্
গ্রহাশ্চ তদ্দৃষ্টিবিমুষ্টরোচিষঃ।
অম্ভোধয়ঃ শ্বাসহতা বিচুক্ষুভু-
র্নির্হ্রাদভীতা দিগিভা বিচুক্রুশুঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(তস্য) সটাবধূতাঃ (সটাভিঃ জটাভিঃ অবধূতাঃ প্রকম্পিতাঃ) জলদাঃ (মেঘাঃ) পরাপতন্ ব্যশীর্য্যন্ত যেন চ মেঘান্তরিতাঃ দেবাঃ স্পষ্টং পশ্যন্তু ইত্যাজ্ঞাং দত্তবান্ ইত্যর্থঃ।) গ্রহাঃ চ (খেচরাঃ) তদ্দৃষ্টিবিমুষ্টরোচিষঃ (তস্য নৃসিংহস্য দৃষ্ট্যা বিমুষ্টম্ অপহৃতং রোচিঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ তিরস্কৃতপ্রভাঃ অভবন্ ইত্যর্থঃ) অম্ভোধরঃ (সমুদ্রঃ) শ্বাসহতাঃ (তস্য নৃসিংহস্য শ্বাসেন হতাঃ সন্তঃ) বিচুক্ষুভুঃ (সঙ্কেলুঃ)। নির্হ্রাদভীতাঃ (তস্য নির্হ্রাদাৎ শব্দাৎ ভীতাঃ) দিগিভাঃ (দিগ্‌গজাঃ) বিচুক্রুশুঃ (আর্ত্তনাদং চক্রুঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ নৃসিংহের জটাদ্বারা মেঘসকল কম্পিত ও বিশীর্ণ হইয়াছিল, তাঁহার দৃষ্টিতে গ্রহগণের জ্যোতিঃ নিষ্প্রভ হইয়াছিল, তাঁহার নিঃশ্বাসে আহত হইয়া সমুদ্রসকল ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, তাঁহার ঐ প্রকার ভয়ঙ্কর শব্দে ভীত হইয়া দিগ্‌হস্তীসকল আর্ত্তনাদ করিয়াছিল ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—তৎপ্রতাপানাহ,—সটেত্যাদি ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার প্রতাপ বলিতেছেন—'সটা', তাঁহার জটার আঘাতে আকাশের মেঘসমূহ বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি ॥ ৩২ ॥

দ্যৌস্তৎসটোৎক্ষিপ্তবিমানসঙ্কুলা
প্রোৎসর্পত ক্ষ্মা চ পদাভিপীড়িতা।
শৈলাঃ সমুৎপেতুরমুষ্য রংহসা
তত্তেজসা খং ককুভো ন রেজিরে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—তৎসটোৎক্ষিপ্তবিমানসঙ্কুলা (তস্য সটাভিঃ জটাভিঃ উৎক্ষিপ্তানি যানি বিমানানি তৈঃ সঙ্কুলা ব্যাপ্তা) দ্যৌঃ প্রোৎসর্পত (প্রচলিতা এব অভূৎ)। ক্ষমা চ (পৃথিবী অপি) পদাভিপীড়িতা (পদ্ভ্যাম্ অতীব পীড়িতা অভূৎ)। অমুষ্য (তস্য) রংহসা (অসহ্যেন বেগেন) শৈলাঃ সমুৎপেতুঃ। তত্তেজসা (তস্য তেজসা) খম্ (আকাশঃ) ককুভঃ (দিশশ্চ) ন রেজিরে (নৈব শুশুভিরে সর্ব্বেষাং তেজস্বিনাং তেজঃ তিরোহিতমভূৎ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ নৃসিংহের জটাসমূহের দ্বারা উৰ্দ্ধক্ষিপ্ত বিমানব্যাপ্ত স্বর্গ এবং পাদতাড়িতা পৃথিবী তাঁহার বেগবশতঃ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইয়াছিল, পৰ্ব্বত উৎপতিত এবং তাঁহার তেজে আকাশ ও দিক্‌সকল দীপ্তিরহিত হইয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—সটাভিরূর্দ্ধং ক্ষিপ্তৈশ্চালিতৈর্বিমানৈঃ সঙ্কুলা ব্যাপ্তা ক্ষ্মা চ প্রোৎসর্পত অড়াগমাভাবতঙাবার্ষ্যো তির্য্যগূর্দ্ধাধোভাবেনাতিষ্ঠৎ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সটোৎক্ষিপ্ত-বিমান-সঙ্কুলা'—নৃসিংহদেবের উৰ্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত জটাসমূহের দ্বারা আকাশমণ্ডল বিমানের দ্বারা ব্যাপ্ত হইল এবং পৃথিবী পাদভরে পীড়িত হইয়া 'প্রোৎসর্পত'—তির্য্যগ্, উৰ্দ্ধ ও অধোভাগে অবস্থান করিতে লাগিল। এই স্থলে অট্ আগমের অভাব এবং আত্মনেপদ আর্ষপ্রয়োগ ॥ ৩৩ ॥

ততঃ সভায়ামুপবিষ্টমুত্তমে
নৃপাসনে সংভৃততেজসং বিভুম্।
অলক্ষিতদ্বৈরথমত্যমর্ষণং
প্রচণ্ডবক্ত্রং ন বভাজ কশ্চন ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ সভায়াম্ উত্তমে নৃপাসনে উপবিষ্টং সম্ভৃততেজসং (সম্ভৃতং পূর্ণং তেজঃ যস্য তম্) অলক্ষিতদ্বৈরথং (ন লক্ষিতঃ দ্বৈরথঃ প্রতিযোদ্ধা যেন তম্) অত্যমর্ষণম্ (অতিভয়ঙ্করং) প্রচণ্ডবক্ত্রং (প্রচণ্ডম্ উগ্রং বক্ত্রং যস্য তং) বিভুং (শ্রীনৃসিংহং) কশ্চন (অপি সেবকঃ) ন বভাজ (সেবিতুং সমীপং ন জগাম্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর ক্রুদ্ধ, বিভু, প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, সম্পূর্ণপ্রকাশ প্রচণ্ডানন ভগবান্ নৃসিংহ সভামধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট রাজাসনে উপবেশন করিলে ভীতিক্রমে কেহই তাঁহার সেবা করিতে সমর্থ হইল না ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—নৃপাসনে উপবিষ্টমিতি যেন যঃ পরাভূয়তে তেন তদধিকারঃ স্বীক্রিয়তে ইতি রাজনীতিং প্রদর্শয়ন্তমিব ; যদ্বা, শাপগ্রস্তেঽপি স্বভৃত্যে স্বাভিমানত্যাগাভাবো ব্যঞ্জিতঃ। যঃ কিল ঋষিভিরপি সমর্পিতানন্যানুপহতান্মন্ত্রপূতানপ্যাসনাদ্যুপহারান্ সাক্ষান্নাঙ্গীকরোতি স এব ভগবান্ স্বভক্তেনাসুরভাবগ্রস্তেন শাপভ্রষ্টেনাপ্যদত্তমপি তদুপভুক্তমপি সিংহাসনং যৎ স্বয়মেবাধ্যাস্ত, তদ্ভক্তসৌভাগ্যমেব সৰ্ব্বান্ দর্শয়ামাসেতি তত্ত্বম্। সংভৃততেজসং সম্পূর্ণপ্রকাশং, ন লক্ষিতো দ্বৈরথঃ প্রতিযোদ্ধা যেন তম্। ন বভাজ ভয়াদ্ব্যজনাদিনা ভক্তোঽপি কোঽপি নাসেবেত ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নৃপাসনে উপবিষ্টম্'—হিরণ্যকশিপুর সেই রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীনৃসিংহদেবকে (কেহই সেবা করিতে অগ্রসর হইলেন না)। এখানে যিনি যাহাকে পরাভূত করেন, তিনি তাহার অধিকার গ্রহণ করেন—এই রাজনীতি প্রদর্শনের নিমিত্তই যেন শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে পরাজিত করিয়া তাহার সিংহাসন অধিকার করিলেন। অথবা—নিজভৃত্য শাপগ্রস্ত হইলেও তাহাতে স্বাভিমান (এই ব্যক্তি আমার ভৃত্য—এইরূপ অভিমান) ত্যাগের অভাব ব্যঞ্জিত হইল। যিনি ঋষিগণের দ্বারাও সাদরে সমর্পিত মন্ত্রপূত আসনাদি উপহারসমূহ সাক্ষাৎ অঙ্গীকার করেন না, সেই ভগবানই শাপভ্রষ্ট অসুরভাবাপন্ন নিজ ভক্ত কর্ত্তৃক অদত্ত হইলেও তাহার উপভুক্ত সিংহাসনে যে নিজেই সমাসীন হইলেন, তাহাতে স্বভক্তের সৌভাগ্যই সকলকে দেখাইলেন—এই তত্ত্ব। 'সংভৃত-তেজসং'—সম্পূর্ণ প্রকাশ, 'অলক্ষিত-দ্বৈরথং'—যাঁহার আর কোন প্রতিযোদ্ধা লক্ষিত হয় নাই সেই নৃসিংহদেবকে, 'ন বভাজ'—ভীতিবশতঃ কোন ভক্তও ব্যজনাদির দ্বারা সেবা করিতে অগ্রসর হইলেন না ॥ ৩৪ ॥

নিশাম্য লোকত্রয়মস্তকজ্বরং
তমাদিদৈত্যং হরিণা হতং মৃধে।
প্রহর্ষবেগোৎকলিতাননা মুহুঃ
প্রসূনবর্ষৈর্ববৃষুঃ সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—লোকত্রয়মস্তকজ্বরং (লোকত্রয়স্য ত্রিভুবনস্য মস্তকজ্বরং শিরোব্যথামিব দুঃসহং) তম্ আদিদৈত্যং (হিরণ্যকশিপুং) হরিণা (শ্রীনৃসিংহেণ) মৃধে হতং নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) প্রহর্ষবেগোৎকলিতাননাঃ (প্রহর্ষবেগেন উৎকলিতানি বিকসিতানি আননানি যাসাং তাঃ) সুরস্ত্রিয়ঃ (সুরাণাং স্ত্রিয়ঃ) মুহুঃ (পুনঃ

পুনঃ প্রসূনবর্ষৈঃ ববৃষুঃ (তং নৃহরিং প্রতি পুষ্পবৃষ্টিং চক্রুঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—লোকত্রয়ের শিরঃপীড়া-স্বরূপ আদি-দৈত্য হিরণ্যকশিপু নৃসিংহ-হস্তে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে দেখিয়া অতি হর্ষবশে প্রফুল্লাননা সুরস্ত্রীগণ নৃসিংহোপরি মুহুর্ম্মুহু পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—নিশাম্য দৃষ্ট্বা মস্তকস্য জ্বরমিব দুঃসহম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিশাম্য'—দেখিয়া। 'মস্তকজ্বরং'—মস্তকের জ্বরের ন্যায় দুঃসহ (অর্থাৎ ত্রিভুবনের শিরঃপীড়াস্বরূপ দুঃসহ আদিদৈত্য হিরণ্যকশিপু যুদ্ধে শ্রীহরিকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে দেখিয়া সুররমণীগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন।) ॥৩৫॥

তদা বিমানাবলিভির্নভস্তলং
দিদৃক্ষতাং সঙ্কুলমাস নাকিনাম্।
সুরানকা দুন্দুভয়োঽথ জঘ্নিরে
গন্ধর্ব্বমুখ্যা ননৃতুর্জগুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—তদা দিদৃক্ষতাং (দ্রষ্টৃণাং দর্শনার্থমাগতানাং) নাকিনাং (স্বর্গবাসিনাং দেবানাং) বিমানাবলিভিঃ (বিমানপঙ্ক্তিভিঃ) নভস্তলং (আকাশং) সঙ্কুলং (ব্যাপ্তম্) আস (বভূব)। অথ (অনন্তরমেব) সুরানকাঃ (সুরাণাম্ আনকাঃ পটহাঃ দুন্দুভয়ঃ জঘ্নিরে (বাদিতাঃ ; তৈঃ বাদিতৈঃ) গন্ধর্ব্বমুখ্যাঃ (গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠাঃ) জগুঃ স্ত্রিয়ঃ (অপ্সরসঃ ননৃতুঃ) ॥৩৬॥

অনুবাদ—তখন দ্রষ্টৃদেবগণের বিমানসমূহে আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত ও দেবগণের পটহ ও দুন্দুভি বাদিত হইয়াছিল, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠগণ সঙ্গীত এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—নাকিনাং স্বর্গিণাং আস বভূব ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নাকিনাম্'—স্বর্গবাসিগণের বিমানে আকাশ পরিব্যাপ্ত হইল ॥ ৩৬ ॥

তত্রোপব্রজ্য বিবুধা ব্রহ্মেন্দ্রগিরিশাদয়ঃ।
ঋষয়ঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধরমহোরগাঃ ॥ ৩৭ ॥
মনবঃ প্রজানাং পতয়ো গন্ধর্ব্বাপ্সরচারণাঃ।
যক্ষাঃ কিম্পুরুষাস্তাত বেতালাঃ সহকিন্নরাঃ ॥৩৮॥
তে বিষ্ণুপার্ষদাঃ সর্ব্বে সুনন্দকুমুদাদয়ঃ।
মূর্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলিপুটা আসীনং তীব্রতেজসম্।
ঈড়িরে নরশার্দ্দুলং নাতিদূরচরাঃ পৃথক্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত ! (হে বৎস !) তত্র ব্রহ্মেন্দ্রগিরিশাদয়ঃ বিবুধাঃ (দেবাঃ) ঋষয়ঃ পিতরঃ সিদ্ধাঃ বিদ্যাধরমহোরগাঃ মনবঃ প্রজানাং পতয়ঃ গন্ধর্ব্বাপ্সরচারণাঃ যক্ষাঃ কিম্পুরুষাঃ সহকিন্নরাঃ (কিন্নরসহিতাঃ) বেতালাঃ বিষ্ণুপার্ষদাঃ তে সর্ব্বে সুনন্দকুমুদাদয়ঃ উপব্রজ্য (আগত্য) মূর্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ ন অতিদূরচরাঃ (সমীপবর্ত্তিনঃ সন্তঃ) আসীনং তীব্রতেজসং নরশার্দ্দুলং (নৃসিংহং) পৃথক্ ঈড়িরে (প্রত্যেকতঃ তুষ্টুবুঃ) ॥ ৩৭-৩৯ ॥

অনুবাদ—হে বৎস, তদনন্তর ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মহাদেব প্রভৃতি দেবগণ, ঋষি, পিতৃ, সিদ্ধ বিদ্যাধর-মহাসর্পসকল, মনু-প্রজাপতিগণ, অপ্সরো-গন্ধর্ব্বগণ এবং চারণ যক্ষকিন্নর-বেতাল-কিংপুরুষ, সুনন্দ কুমুদ প্রভৃতি বিষ্ণুপার্ষদগণ তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক, মস্তকে অঞ্জলিপুট বন্ধন করিয়া অনতিদূরে দাঁড়াইয়া পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সেই তীব্র তেজঃ-সমন্বিত ভগবান্ নরোত্তম নৃসিংহের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৭-৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—অপ্সরচারণা ইত্যার্ষম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপ্সরচারণাঃ'—ইহা আর্ষপ্রয়োগ (কারণ অপ্সরস্ শব্দ, কাজেই অপ্সরশ্চারণাঃ হওয়া উচিত ছিল।) ॥ ৩৭-৩৯ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

নতোঽস্ম্যনন্তায় দুরন্তশক্তয়ে
বিচিত্রবীর্য্যায় পবিত্রকর্ম্মণে।
বিশ্বস্য সর্গস্থিতিসংযমান্ গুণৈঃ
স্বলীলয়া সন্দধতেঽব্যয়াত্মনে ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ,—অনন্তায় (দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদরহিতায়) দুরন্তশক্তয়ে (দুরন্তাঃ অনন্তাঃ শক্তয়ঃ যস্য তস্মৈ অতীবশক্তিশালিনে) বিচিত্রবীর্য্যায় (বিচিত্রাণি আশ্চর্য্যজনকানি বীর্য্যাণি প্রভাবাঃ যস্য তস্মৈ অদ্ভুতপ্রভাববতে) পবিত্রকর্ম্মণে (পবিত্রাণি অবিদ্যাদি-দোষনিবর্ত্তকানি শ্রবণমাত্রেণ দেহেন্দ্রিয়-

শোধকানি কর্ম্মাণি যস্য তস্মৈ) গুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) স্বলীলয়া (অনায়াসেনৈব) বিশ্বস্য সর্গস্থিতি-সংযমান্ সন্দধতে (সম্যক্ কুর্ব্বতে) অব্যয়াত্মনে (অপ্রচ্যুত-স্বরূপায় তুভ্যং, ত্বাং প্রসাদয়িতুং) নতঃ অস্মি ॥৪০॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্ত, দুর্জ্জেয়-শক্তিমান্ অদ্ভুতপ্রভাব, পবিত্রকর্ম্ম, অনায়াসে সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা অব্যয়াত্মা আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—সনকাদীন্ কোপয়সি স্বভক্তৌ ভ্রংশয়সি ময়া বরান্ দাপয়সি দৈত্যগৃহে ভক্তরাজমাবির্ভাবয়সি। দৈত্যং প্রের্য্য ভক্তং জিঘাংসয়সি ভক্তরক্ষার্থং স্বয়মেবমাবির্ভবসীতি তব বিধিৎসিতং ন কোঽপি বেত্তীত্যাহ,—নতোঽস্মীতি। অনন্তায় ন জ্ঞাতুং শক্যোঽন্তো যস্য তস্মৈ অনন্তং ত্বাং প্রসাদয়িতুং দুরন্তশক্তয়ে দুর্জ্জেয়োঽন্তো যাসাং তথাভূতাঃ শক্তয়ো যস্য তস্মৈ বিচিত্রবীর্য্যায় ক্ষণমাত্রেণ সর্ব্বাজেয়-দৈত্যনিহন্ত্রে। ক্রোধচেষ্টিতত্বেঽপি শুদ্ধসত্ত্বময়ত্বাৎ পবিত্রং কর্ম্ম যস্য তস্মৈ। সন্দধতে কুর্ব্বতে ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সনকাদি মুনিগণের কোপ উৎপন্ন করাইয়াছ, নিজ ভক্তদ্বয়কে বৈকুণ্ঠ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছ, আমার দ্বারা বরদান করাইয়াছ, দৈত্যগৃহে ভক্তশ্রেষ্ঠের আবির্ভাব ঘটাইয়াছ, দৈত্যকে প্রেরণ করিয়া ভক্তকে হননোদ্যত করাইয়াছ, আবার ভক্তরক্ষার নিমিত্ত নিজেই আবির্ভূত হইয়াছ—এইরূপ তোমার বিধিৎসিত কেহই বুঝিতে পারে না, ইহা বলিতেছেন—'নতোঽস্মি' ইত্যাদি। 'অনন্তায়'—যাঁহার অন্ত কেহ জানিতে সমর্থ নহে, সেই অনন্ত তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত (আমি প্রণাম করি)। 'দুরন্ত-শক্তয়ে'—যাহাদের অন্ত কেহ জানিতে পারে না, তাদৃশ শক্তিসমূহ যাঁহার, তাঁহাকে। 'বিচিত্রবীর্য্যায়'—বিচিত্র অর্থাৎ আশ্চর্য্যজনক বীর্য্য বলিতে প্রভাব যাঁহার, তাঁহাকে, অর্থাৎ ক্ষণকালমধ্যেই সকলের অজেয় দৈত্যের নিহন্তা তোমাকে নমস্কার। 'পবিত্রকর্ম্মণে'—ক্রোধচেষ্টিতত্ব হইলেও (ক্রোধের কার্য্য করিলেও) শুদ্ধসত্ত্বময় বলিয়া পবিত্র কর্ম্ম যাঁহার, তাঁহাকে। 'সন্দধতে'—সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা লীলায় বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনকর্ত্তা তোমাকে নমস্কার ॥ ৪০ ॥

শ্রীরুদ্র উবাচ—

কোপকালো যুগান্তস্তে হতোঽয়মসুরোঽল্পকঃ।
তৎসুতং পাহ্যুপসৃতং ভক্তং তে ভক্তবৎসল ॥ ৪১॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরুদ্রঃ উবাচ,—(হে) ভক্তবৎসল! যুগান্তঃ (দ্বিপরার্দ্ধাবসানমেব) কোপকালঃ (সংহারার্থং ক্রোধোদ্রেকস্তদৈব ভবতি ইতি ভাবঃ। তে (তব অস্য দুরাত্মনঃ হিরণ্যকশিপোঃ হননার্থং কোপঃ কৃতশ্চেৎ তদা) অয়ং (তু) অসুরঃ অল্পকঃ (অতি তুচ্ছঃ এব, ন তব কোপযোগ্যঃ ; যদি তু ভক্তরক্ষান্যথানুপপত্ত্যা কোপাবিষ্কারঃ, তদা সঃ অপি) তে (ত্বয়া) হতঃ (এব, তস্মাৎ কোপস্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং ন দৃশ্যতে, অতঃ) উপসৃতং (সমীপবর্ত্তিনং শরণাগতং) তে (তব) ভক্তং তৎসুতং (প্রহলাদং) পাহি ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—শ্রীরুদ্র কহিলেন,—যুগান্ত আপনার কোপের সময় ; এক্ষণে এই ক্ষুদ্র অসুর নিহত। হে ভক্তবৎসল, আপনার শরণাগত ভক্ত তৎপুত্র প্রহলাদকে রক্ষা করুন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—তব ঘোরস্বরূপমালক্ষ্য প্রলয়শঙ্কয়া সর্ব্বে বিভ্যতি ন ত্বহমিত্যাহ,—কোপেতি। যুগান্তঃ প্রলয়ঃ, তব কোপস্য কালঃ প্রলয়স্তত্র সংহারে কর্ম্মণি অহমেব ত্বদংশো বর্ত্ত এবেতি ভাবঃ। ভক্তবাৎসল্যার্থময়ং কোপ ইতি চেৎ অল্পকঃ ত্বদপেক্ষয়া অত্যল্পোঽয়মসুরো হত এব। অতস্তৎসুতং প্রহলাদং উপসৃতমনুগতম্ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার ঘোরস্বরূপ অবলোকন করিয়া প্রলয়ের আশঙ্কায় সকলে ভীত হইয়াছে, কিন্তু আমি নহি, ইহা বলিতেছেন—'কোপকালঃ' ইত্যাদি। 'যুগান্তঃ'—সহস্র যুগ পর্য্যন্ত আপনার কোপের কাল, অর্থাৎ প্রলয়কাল, সেই সময় এখন উপস্থিত হয় নাই, আর সেই সংহার কর্ম্মে আপনার অংশ আমিই তো রহিয়াছি—এই ভাব। ভক্তবাৎসল্যবশতঃ এই কোপ, ইহা যদি বলেন, তাহাতে বলিতেছেন—'অল্পকঃ', আপনার অপেক্ষায় অতি ক্ষুদ্র এই অসুর হিরণ্যকশিপু তো নিহতই হইয়াছে, অতএব তাহার পুত্র আপনার শরণাগত প্রহলাদকে রক্ষা করুন ॥ ৪১ ॥

শ্রীইন্দ্র উবাচ—

প্রত্যানীতাঃ পরম ভবতা ত্রায়তা নঃ স্বভাগা
দৈত্যাক্রান্তং হৃদয়কমলং তদ্গৃহং প্রত্যবোধি।
কালগ্রস্তং কিয়দিদমহো নাথ শুশ্রূষতাং তে
মুক্তিস্তেষাং নহি বহুমতা নারসিংহাপরৈঃ কিম্ ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীইন্দ্রঃ উবাচ, (হে) পরম (হে পরমেশ্বর, সর্ব্বান্তর্য্যামিন্) নঃ (অস্মান্) ত্রায়তা (রক্ষতা) ভবতা স্বভাগাঃ (স্বীয়াঃ এব ভাগাঃ) প্রত্যানীতাঃ দৈত্যাৎ প্রত্যাহৃতাঃ। বস্তুতঃ অন্তর্য্যামিণস্তবৈব যজ্ঞেষু ভোক্তৃত্বাৎ ততশ্চ) দৈত্যাক্রান্তং (স্মৃতিপথমারূঢ়েন দৈত্যেন সর্ব্বদা ব্যাপ্তং) তদ্গৃহং (তবৈব আবাসভূতং) হৃদয়কমলং (অস্মাকং হৃদয়পদ্মং) প্রতিবোধি (তদ্বধাৎ ভয়াপকরণেন ত্বয়া বিকাশং নীতম্। এতাবৎকালপর্য্যন্তং দৈত্যতমআক্রান্তত্বাৎ সঙ্কুচিতং সম্প্রতি তব নৃসিংহসূর্য্যস্য উদয়ে বিকসিতমিত্যর্থঃ) অহো! (হে নাথ! কালগ্রস্তম্ ইদং (ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যং) কিয়ৎ (অতি তুচ্ছমেব অতএব) (হে) নারসিংহ, (নরস্য সিংহস্য চ আকারাভ্যামাবির্ভূত) তে (ত্বাং) শুশ্রূষতাং (সেবমানানাং) তেষাং (তত্তন্মহাজনানাং) মুক্তিঃ (পরমপুরুষার্থতয়া মুক্তিঃ অপি) ন হি বহুমতা (ন আদৃতা, মুক্তিরপি তুচ্ছীক্রিয়তে ত্বৎ-সেবকৈরিত্যর্থঃ) হি (যদ্যেবং তর্হি) অপরৈঃ (যোগৈশ্বর্য্যাদিভিঃ পুরুষার্থৈঃ) কিং (প্রয়োজনম্!) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—শ্রীইন্দ্র কহিলেন,—হে পরমেশ্বর, আমাদের ত্রাণকর্ত্তা আপনা-কর্ত্তৃক স্বীয় যজ্ঞভাগসমূহ প্রত্যাহৃত হইয়াছে। দৈত্যব্যাপ্ত আপনার আবাসস্থল আমাদের হৃৎপদ্ম পুনরায় বিকসিক করিয়াছেন। হে নাথ, আপনার শুশ্রূষাশীলের পক্ষে ঐ কালগ্রস্ত ঐশ্বর্য্য অতি তুচ্ছ, এমন কি (পরমপুরুষার্থ) মুক্তিও তাঁহাদের বহুমত নহে। হে নারসিংহ, অন্য প্রয়োজন বিষয়ে বক্তব্য কি? ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—এতাবদ্দিনপর্য্যন্তং ত্বচ্চরণস্মরণবিমুখ এবাহং বর্ত্তে ইত্যাহ,—হে পরম! নোঽস্মাংস্ত্রায়তা রক্ষতা ভবতা স্বীয়া এব ভাগা দৈত্যাৎ প্রত্যানীতাঃ প্রত্যাহৃতাঃ ইন্দ্রাদীনাং তদ্দাসানামস্মাকং বস্তুষু প্রভোস্তবৈব স্বত্বৌচিত্যাৎ, কিঞ্চাস্মাকং হৃদয়ং খলু কমলং তত্র শশ্বত্তবৈব ধ্যাতত্বাত্তদ্গৃহম্। তচ্চ কমলং যথা নিঃশ্রীকং রাত্রৌ তমসাক্রান্তং মলিনং নিদ্রিতং ভবেৎ, তথৈব দৈত্যজন্মারভ্য এতাবদ্দিনপর্য্যন্তং ভয়াদ্দৈত্যস্যৈব ধ্যাতত্বাদ্দৈত্যাক্রান্তং, সম্প্রতি তব নৃসিংহসূর্য্যস্যোদয়ে সতি প্রত্যবোধি ত্বচ্চরণাক্রান্তং সদ্বাকসদিত্যর্থঃ; যদ্বা, তদ্গৃহং বৈকুণ্ঠং প্রতি অবোধি তচ্চরণসেবার্থং বুদ্ধিং প্রাপেত্যর্থঃ। ননু ভক্তাভিমানিন্নিন্দ্রপদং গৃহাণেতি তত্র সত্যমহং সকামো ভক্তিশূন্যো গ্রহীষ্যামীত্যাহ,—ত্বন্নিষ্কামভক্তানান্ত কালগ্রস্তমিতি ইদমিন্দ্রপদং অপরৈর্যোগৈশ্বর্য্যাদিভিঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এতদিন পর্য্যন্ত আমি আপনার শ্রীচরণকমলের স্মরণে বিমুখ হইয়াই ছিলাম, ইহা বলিতেছেন—হে পরমেশ্বর! আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আপনার স্বীয় (যজ্ঞ-)ভাগই দৈত্যের নিকট হইতে ফিরাইয়া আনিলেন, আপনার দাস আমাদের বস্তুতে প্রভু আপনারই সত্ত্ব উচিত, আর আমাদের হৃদয়ই কমল, সেখানে নিরন্তর আপনারই ধ্যানযোগ্যত্বহেতু উহা আপনার গৃহ। কমল যেরূপ রাত্রিকালে শোভাহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন মলিন ও নিদ্রিত হয়, তদ্রূপ সেই কমল এই দৈত্যের জন্মকাল হইতে এতদিন পর্য্যন্ত ভয়ে দৈত্যেরই ধ্যান করায় দৈত্যাক্রান্তই ছিল, সম্প্রতি আপনার নৃসিংহরূপ সূর্য্যের উদয়ে 'প্রত্যবোধি'—আপনার চরণাক্রান্ত হওয়ায় (শ্রীচরণস্পর্শে) বিকসিত হইয়াছে—এই অর্থ। অথবা—'তদ্ গৃহং প্রতি অবোধি', বৈকুণ্ঠধামে সেই চরণের সেবার নিমিত্ত বুদ্ধি করুন, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামে গমনের অভিলাষ করুন, এই অর্থ। যদি বলেন—হে ভক্তাভিমানিন্! ইন্দ্রপদ গ্রহণ কর, তাহার উত্তরে —সত্য, ভক্তিশূন্য সকাম আমি উহা গ্রহণ করিব, ইহা বলিতেছেন—আপনার নিষ্কাম ভক্তগণের নিকট কিন্তু এই কালগ্রস্ত ইন্দ্রপদ এবং 'অপরৈঃ'—অন্যান্য যোগৈশ্বর্য্যাদিরই বা কি প্রয়োজন? (যেহেতু মুক্তিকেও তাঁহারা বহুমাননা করেন না) ॥ ৪২ ॥

—— –

শ্রীঋষয় উচুঃ—

ত্বং নস্তপঃ পরমমাত্থ যদাত্মতেজো
যেনেদমাদিপুরুষাত্মগতং সসর্ক্থ।
তদ্বিপ্রলুপ্তমমুনাদ্য শরণ্যপাল
রক্ষাগৃহীতবপুষা পুনরন্বমংস্থাঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষয়ঃ উচুঃ,—(হে) শরণ্য, (হে শরণার্হ,) হে পাল, (হে পালক,) ত্বং নঃ (অস্মাকম্ ঋষীণাম্) আত্মতেজঃ (আত্মনঃ তব তেজোরূপং) যৎ পরমং (সর্ব্বসাধনোৎকৃষ্টং ধ্যানলক্ষণং) তপঃ আত্থ (উপদিষ্টবান্)। (হে) আদিপুরুষ, ভগবান্ যেন (তপসা) আত্মগতম্ (আত্মনি লীনম্) ইদং (বিশ্বং) সসর্ক্থ (সৃষ্টবান্) অমুনা তদ্বিপ্রলুপ্তং (তদমুনা দৈত্যেন বিপ্রলুপ্তং প্রলোপিতং জাতম্) অদ্য (ত্বং) রক্ষাগৃহীতবপুষা (রক্ষার্থং গৃহীতেন অনেন বপুষা) পুনঃ (অপি তপঃ কুরুত ইতি) অন্বমংস্থাঃ (তদ্বধেন অনুজ্ঞাপিতবানসি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীঋষিগণ কহিলেন,—হে আশ্রিত-পালক আদিপুরুষ, আপনি আমাদিগকে আপনার প্রভাবস্বরূপ যে পরম তপস্যার বিষয় উপদেশ দিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা আপনি আপনাতে লীন এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন, সেই তপস্যা এই দৈত্যকর্ত্তৃক লোপপ্রাপ্ত হইয়াছিল ; রক্ষণার্থ গৃহীত এই শরীরদ্বারা পুনর্ব্বার আমাদিগকে তাহারই বধে অনুজ্ঞা করিলেন, (আপনাকে প্রণাম করি) ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—এতাবদ্দিনপর্য্যন্তমস্মাভির্ন তপস্তপ্তমিত্যাহুঃ,—ত্বং নোঽস্মাকং পরমং যুষ্মদ্ধ্যানময়ং যত্তপস্তৎ আত্মনঃ স্বস্য তেজঃ আত্থ অস্মাসু তপঃ প্রবর্ত্তনার্থমিতি ভাবঃ। যেন তেজসা তপোরূপেণ আত্মনি লীনমিদং বিশ্বং সসর্ক্থ অস্রাক্ষীঃ ; সসর্জ্জেত্যপি পাঠঃ,—সৃজামি তপসৈবেদমিতি তদুক্তেঃ। তত্তপঃ অমুনা দৈত্যেন সৌরং তেজো রাহুণেব বিপ্রলুপ্তম্। তৎ সংপ্রতি রক্ষার্থং গৃহীতেনানেন বপুষা নৃসিংহাকারেণ অন্বমংস্থাঃ পুনরপ্যস্মৎকর্ত্তব্যত্বেন অনুমতং সম্মতমকরোঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এতদিন পর্য্যন্ত আমরা কোন তপস্যাচরণ করিতে পারি নাই, ইহা বলিতেছেন—'ত্বং নঃ তপঃ' ইত্যাদি। 'পরমং'—আপনার ধ্যানময় যে তপস্যা, যাহা 'আত্মতেজঃ'—আপনার প্রভাবস্বরূপ, তাহা আপনি উপদেশ করিয়াছিলেন আমাদিগকে তপস্যায় প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত—এই ভাব। 'যেন'—যে তপোরূপ তেজের দ্বারা আপনার স্বরূপে লীন এই বিশ্বকে আপনি 'সসর্ক্থ'—সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই স্থলে 'সসর্জ্জ'—এইরূপ পাঠও আছে। শ্রীভগবান্ নিজেই ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন—"সৃজামি তপসৈবেদম্" (২।৯।২৩), অর্থাৎ হে অনঘ! তপস্যা আমারই শক্তি। তাহা আমার হৃদয় এবং আমি স্বয়ং তপস্যার স্বরূপ। আমি তপস্যাদ্বারাই এই জগতের সৃজন করি, তপস্যাদ্বারাই এই বিশ্বের পালন করি, তপস্যাদ্বারাই এ সমুদয়কে পুনরায় সংহার করি, অতএব দুশ্চর তপস্যাই আমার শক্তি। সেই তপস্যা এই দৈত্যের দ্বারা রাহুকর্ত্তৃক সৌর তেজের ন্যায় বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। সম্প্রতি উহা রক্ষার নিমিত্ত এই নৃসিংহাকার বিগ্রহ প্রকটনের দ্বারা 'অন্বমংস্থা'—পুনরায় আমাদের কর্ত্তব্যত্বরূপে সম্মত করিলেন (অর্থাৎ আমাদিগকে তপস্যা করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।) ॥ ৪৩ ॥

———

শ্রীপিতর উচুঃ—

শ্রাদ্ধানি নোঽধিবুভুজে প্রসভং তনূজৈ-
র্দত্তানি তীর্থসময়েঽপ্যপিবৎ তিলাম্বু।
তস্যোদরান্নখবিদীর্ণবপাদ্য আর্চ্ছৎ
তস্মৈ নমো নৃহরয়েঽখিলধর্ম্মগোপ্ত্রে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপিতরঃ উচুঃ,—(যঃ অসভ্যঃ দৈত্যঃ হিরণ্যকশিপুঃ) নঃ (অস্মভ্যং) তনূজৈঃ (পুত্রাদিভিঃ) দত্তানি (প্রদত্তানি) শ্রাদ্ধানি (শ্রাদ্ধসম্বন্ধীনি শ্রদ্ধয়া অর্পিতানি অন্নানি) প্রসভং (বলাৎ স্বয়ম্) অধিবুভুজে (অধিকৃত্য স্বীকৃতবান্) তীর্থসময়ে (পুণ্যতীর্থস্নানকালে প্রদত্তং) তিলাম্বু (তিলোদকম্) অপি অপিবৎ ; যঃ নখ-বিদীর্ণবপাৎ (নখৈঃ বিদীর্ণা বপা অন্ত্রভাগঃ যস্য উদরস্য তস্মাৎ) তস্য উদরাৎ (তস্য দৈতস্য হিরণ্যকশিপোঃ উদরাৎ) আর্চ্ছৎ (শ্রদ্ধানি তিলমম্বু চ আহৃত্য অস্মভ্যঃ দত্তবান্) তস্মৈ অখিলধর্ম্ম গোপ্ত্রে (সর্ব্বধর্ম্মপালকায়) নৃহরয়ে নমঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—পিতৃগণ কহিলেন,—যে দৈত্য বলপূর্ব্বক আমাদের তনয়গণকর্ত্তৃক প্রদত্ত শ্রাদ্ধপিণ্ডাদি অধিকৃত করিয়া ভোজন করিত এবং তীর্থস্নানে অর্পিত তিলোদক পান করিত, তাহার নখবিদীর্ণ উদর হইতে যিনি তাহা আহরণ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বধর্ম্মপালক নৃহরিকে আমরা নমস্কার করি ॥৪৪॥

বিশ্বনাথ—বয়মেতাবদ্দিনপর্য্যন্তমুপবাসপরা এবা-

ভূমেত্যাহঃ,—শ্রাদ্ধানি শ্রাদ্ধপিণ্ডাদীনি। তীর্থস্নানসময়ে তিলাম্বু তিলতর্পণোদকং তানি তচ্চ। তস্য উদরাদ্য আচ্ছে্ৎ আহৃতবান্। কথম্ভূতাৎ নখৈর্বিদীর্ণা বপা মেদো যস্য তস্মাৎ,—"বপা বিবরমেদসোঃ" ইতি মেদিনী। বপাং বিদার্য্য পিণ্ডতিলোদকাদীন্যেবাস্মান্ দর্শয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমরা এতদিন পর্য্যন্ত উপবাসীই ছিলাম, ইহা বলিতেছেন—'শ্রাদ্ধানি', পুত্রগণ শ্রদ্ধার সহিত পিণ্ডাদি প্রদান করিলে বা তীর্থস্নান সময়ে 'তিলাম্বু'—তিল সহ তর্পণের জলাদি দিলে (দুরাত্মা দৈত্য নিজেই উহা ভক্ষণ ও পান করিত)। তাহার উদর হইতে 'যঃ আচ্ছে্ৎ'—যে আপনি তাহা আহরণ করিলেন (সেই আপনাকে নমস্কার)। কি প্রকার উদর হইতে? তাহাতে বলিতেছেন—'নখবিদীর্ণ-বপাৎ', নখের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়াছে বপা বলিতে মেদ যাহার, সেইরূপ উদর হইতে। মেদিনীকোষে উক্ত হইয়াছে—বপা শব্দে বিবর ও মেদ বুঝায়। বপা বিদীর্ণ করিয়া পিণ্ড, তিলোদকাদিই আমাদিগকে দেখাইলেন, এই অর্থ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীসিদ্ধা উচুঃ—

যো নো গতিং যোগসিদ্ধামসাধু-
রহারষীদ্‌যোগতপোবলেন।
নানাদর্পং তং নখৈবিদদার
তস্মৈ তুভ্যং প্রণতাঃ স্মো নৃসিংহ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসিদ্ধাঃ উচুঃ,—যঃ অসাধুঃ (দুরাত্মা দৈত্যঃ হিরণ্যকশিপুঃ) যোগতপোবলেন (যোগবলেন তপোবলেন চ) নঃ (অস্মাকং) যোগসিদ্ধাং (যোগেন সিদ্ধাং) গতিম্ (অণিমাদিরূপাং সিদ্ধিম্) অহার্ষীৎ (অপহৃতবান্ যঃ) নখৈঃ তং নানাদর্পং (নানা অনেকে দর্পাঃ যস্য তং ধনাদিজনিতানেক গর্ব্বযুক্তং) বিদদার (বিদারিতবান্) হে নৃসিংহ, তস্মৈ তুভ্যং (বয়ং) প্রণতাঃ স্মঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীসিদ্ধগণ কহিলেন,—হে নৃসিংহ, আমাদের তপস্যালব্ধ অণিমাদিসিদ্ধি যে অসাধু স্বীয় যোগ ও তপস্যার বলে হরণ করিয়াছিল, সেই নানারূপে গর্ব্বিত দুরাত্মাকে আপনি নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—যোগৈশ্বর্য্যসম্পত্তিহীনা রঙ্কা এব বয়মেতং কালং প্রতীক্ষামহে ইত্যাহঃ—যো নো গতিমণিমাদিসিদ্ধিং নানাদর্পমনেকদর্পবন্তং তমসুরম্ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যোগৈশ্বর্য্যরূপ সম্পত্তিহীন দরিদ্র হইয়াই আমরা এতকাল প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, ইহা বলিতেছেন—'যঃ নঃ', যে অসাধু দুরাত্মা আমাদের গতি বলিতে অণিমাদি সিদ্ধি হরণ করিয়াছিল, 'নানাদর্পং'—ধনাভিজনাদি-জনিত অনেক গর্ব্বযুক্ত সেই অসুরকে (আপনি নখদ্বারা বিদারিত করিয়াছেন, অতএব আপনাকে আমরা প্রণাম করি।) ॥ ৪৫ ॥

শ্রীবিদ্যাধরা উচুঃ—

বিদ্যাং পৃথগ্ধারণয়ানুরাদ্ধাং
ন্যষেধদজ্ঞো বলবীর্য্যদৃপ্তঃ।
স যেন সংখ্যে পশুবদ্ধতস্তং
মায়ানৃসিংহং প্রণতাঃ স্ম নিত্যম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদ্যাধরাঃ উচুঃ,—(যঃ) বলবীর্য্যদৃপ্তঃ (বলং দেহশক্তিঃ বীর্য্যং পরাভবসামর্থ্যং তাভ্যাং গর্ব্বিতঃ) অজ্ঞঃ পৃথক্ ধারণয়া (নানাবিধ-মনোধারণয়া) অনুরাদ্ধাং (সংপ্রাপ্তাং সিদ্ধাম্ অস্মাকং) বিদ্যাম্ (অন্তর্দ্ধানাদিলক্ষণাং) ন্যষেধৎ (নিবারিতবান্) সংখ্যে (যুদ্ধে) যেন সঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) পশুবৎ হতঃ তং মায়ানৃসিংহং (স্বমায়য়া নৃসিংহমূর্ত্তিধারিণং) নিত্যং প্রণতাঃ স্ম (ননামঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিদ্যাধরগণ কহিলেন—আমাদিগের পৃথক্ পৃথক্ ধারণায় প্রাপ্ত অন্তর্দ্ধানাদি বিদ্যা, যে মূঢ় বল-বীর্য্যমত্ত হইয়া নিষেধ করিয়াছিল, তাহাকে যুদ্ধে যিনি পশুবৎ নিহত করিয়াছেন, সেই লীলা-নৃসিংহবিগ্রহকে নিত্য প্রণাম করি ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—বয়মপ্যেতাবদ্দিনপর্য্যন্তং বিদ্যারহিতা এবাস্মেত্যাহঃ,—বিদ্যামন্তর্দ্ধানাদিলক্ষণাম্; রাদ্ধাং সিদ্ধাম্; সংখ্যে যুদ্ধে; মায়ানৃসিংহং কৃপাপ্রধানং নৃসিংহম্ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমরাও এতকাল পর্য্যন্ত বিদ্যারহিত হইয়াই ছিলাম, ইহা বলিতেছেন—'বিদ্যাম্', অন্তর্দ্ধানাদি বিদ্যা, যাহা পৃথক্ পৃথক্ ধারণার দ্বারা প্রাপ্ত (তাহা বলবীর্য্যদৃপ্ত দানব নিষেধ করিয়াছিল)। 'সংখ্যে'—যুদ্ধে (সেই দানবকে যিনি পশুর মত বধ করিয়াছেন), 'মায়া-নৃসিংহং'—কৃপাপ্রধান সেই নৃসিংহদেবকে (আমরা প্রণাম করি।) ॥ ৪৬ ॥

শ্রীনাগা ঊচুঃ —

যেন পাপেন রত্নানি স্ত্রীরত্নানি হৃতানি নঃ।
যদ্বক্ষঃপাটনেনাসাং দত্তানন্দ নমোঽস্তু তে ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনাগাঃ উচুঃ,—যেন পাপেন (দুরাচারেণ) নঃ (অস্মাকং) রত্নানি (ফণাসু স্থিতানি রত্নানি) স্ত্রীরত্নানি (উত্তমাঃ স্ত্রিয়শ্চ) হৃতানি তদ্বক্ষঃ-পাটনেন (তস্য বক্ষঃপাটনেন বিদারণেন) আসাং (স্ত্রীণাং) দত্তানন্দ, (দত্তঃ আনন্দঃ যেন ইতি সম্বোধনং, হে এবম্ভূতহিরণ্যকশিপুঘাতিন্,) তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীনাগগণ কহিলেন,—যে দুরাত্মা হিরণ্যকশিপু আমাদের ফণাস্থিত রত্ন ও উত্তম স্ত্রী-গণকে হরণ করিয়াছিল, তাহার বক্ষঃস্থল বিদারণ করিয়া যিনি ঐ সকল স্ত্রীকে আনন্দ প্রদান করিলেন, আপনাকে আমরা নমস্কার করি ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—হৃতধনা হৃতস্ত্রীকা এব বয়মেতাবদ্দিন-পর্য্যন্তং সন্তপ্তা এবেত্যাহুঃ,—যেনেতি। তদ্বক্ষসঃ পাটনেন বিদারণেন আসাং স্ত্রীণাং, হে দত্তানন্দ ॥৪৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হৃতধনাঃ'—আমাদের ধন ও স্ত্রীগণকে হরণ করায় এতকাল পর্য্যন্ত আমরা সন্তপ্তই ছিলাম, ইহা বলিতেছেন—'যেন' ইত্যাদি। সেই পাপাত্মার বক্ষ বিদারণের দ্বারা এই সকল রমণী-গণের যিনি আনন্দ দান করিয়াছেন, হে দত্তানন্দ! (সেই আপনাকে নমস্কার।) ॥ ৪৭ ॥

শ্রীমনব উচুঃ—

মনবো বয়ং তব নিদেশকারিণো
দিতিজেন দেব পরিভূতসেতবঃ।
ভবতা খলঃ স উপসংহৃতঃ প্রভো
করবাম তে কিমনুশাধি কিঙ্করান্ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমনবঃ উচুঃ—(হে) দেব, তব নিদেশকারিণঃ (কৈঙ্কর্য্যকারিণঃ) মনবঃ (ধর্ম্মপালকাঃ) বয়ম্ (এতাবন্তং কালং যেন) দিতিজেন (দানবেন হিরণ্যকশিপুনা) পরিভূতসেতবঃ (পরিভূতাঃ সেতবঃ বর্ণাশ্রম-মর্য্যাদাঃ যেষাং তে তাদৃশাঃ বভূবিমঃ, অধুনা) সঃ খলঃ (দিতিজঃ হিরণ্যকশিপুঃ) উপসংহৃতঃ (ত্বয়া হতঃ, অতঃ) হে প্রভো, তে (তব) কিং (কৈঙ্কর্য্যং) করবাম, কিঙ্করান্ (ভৃত্যান্ অস্মান্ তৎ) অনুশাধি (আজ্ঞাপয়) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীমনুগণ কহিলেন,—হে দেব, আমরা আপনার আজ্ঞাকারী মনু, দৈত্যকর্ত্তৃক আমাদের বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা বিনষ্ট হইয়াছিল। হে প্রভো! আপনি ঐ খলকে সংহার করিয়াছেন। আপনার কিঙ্কর আমরা কি করিব ; আজ্ঞা করুন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—নৃসিংহেনাকস্মাদবলোক্যমানা মনবো মূর্দ্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলয়ো বয়ং ত্বদাজ্ঞাকারিণো মনবো ভবা-মেত্যাহুঃ,—এবমগ্রেঽপ্যবতারিকা জ্ঞেয়া মনব ইতি। সেতবো বর্ণাশ্রমধর্ম্মমর্য্যাদাঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীনৃসিংহ কর্ত্তৃক সহসা অব-লোকিত হইয়া মনুগণ মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক বলিলেন—আমরা আপনার আজ্ঞাকারী (নির্দ্দেশ পালনকারী) মনু, ইহা বলিতেছেন, 'মনবঃ' ইত্যাদি। এরূপ পরেও জানিতে হইবে। 'সেতবঃ'—সেতু বলিতে বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের মর্য্যাদা ॥ ৪৮ ॥

শ্রীপ্রজাপতয় উচুঃ—

প্রজেশা বয়ং তে পরেশাভিসৃষ্টা
ন যেন প্রজা বৈ সৃজামো নিষিদ্ধাঃ।
স এষ ত্বয়া ভিন্নবক্ষা নু শেতে
জগন্মঙ্গলং সত্ত্বমূর্ত্তেঽবতারঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপ্রজাপতয়ঃ উচুঃ, (হে) পরেশ, (পরেষাং ব্রহ্মাদীনামপি ঈশ,) বয়ং তে (ত্বয়া) অভিসৃষ্টাঃ (উৎপাদিতাঃ) প্রজেশাঃ (প্রজোৎপাদকাঃ) যেন (দৈত্যেন) নিষিদ্ধাঃ (সন্তঃ) প্রজাঃ ন বৈ সৃজামঃ। সঃ এষঃ ত্বয়া ভিন্নবক্ষাঃ (ভিন্নং বক্ষঃ

যস্য তথাভূতঃ) নু (নিশ্চিতং মৃতঃ এব) শেতে (অতঃ হে) সত্ত্বমূর্ত্তে, (তব অয়ম্) অবতারঃ জগন্মঙ্গলং (বিশ্বস্য মঙ্গলপ্রদঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রজাপতিগণ কহিলেন,—হে পরেশ, আপনার সৃষ্ট প্রজাপতি আমরা যাহার নিষেধে সৃষ্টি করিতে পারি নাই, এই সে ব্যক্তি আপনাকর্ত্তৃক বিদীর্ণ বক্ষ হইয়া শায়িত আছে। হে সত্ত্বমূর্ত্তে, আপনার এই অবতার বিশ্বের মঙ্গলস্বরূপ ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—হে পরেশ, পরমেশ্বর, নিষিদ্ধাঃ অরে মা প্রজাঃ সৃজতেত্যুক্তাঃ। হে সত্ত্বমূর্ত্তে, তবাবতারো জগন্মঙ্গলম্ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরেশ'—হে পরমেশ্বর! 'নিষিদ্ধাঃ'—অরে! প্রজাসৃষ্টি করিও না, (এইরূপ বলিয়া যে আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছিল, আপনি তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া নিহত করিয়াছেন)। 'সত্ত্বমূর্ত্তে'—হে সত্ত্বমূর্ত্তি! আপনার এই অবতার জগতের মঙ্গলের জন্য ॥ ৪৯ ॥

শ্রীগন্ধর্ব্বা উচুঃ—

বয়ং বিভো তে নটনাট্যগায়কা
যেনাত্মসাদ্বীর্য্যবলৌজসা কৃতাঃ।
স এষ নীতো ভবতা দশামিমাং
কিমুৎপথস্থঃ কুশলায় কল্পতে ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীগন্ধর্ব্বাঃ উচুঃ—(হে) বিভো, তে (ত্বদীয়াঃ) নটনাট্যগায়কাঃ (নটাঃ নর্ত্তকাঃ, নাট্যে নৃত্যে গায়কাঃ চ) বয়ং যেন বীর্য্যবলৌজসা (বীর্য্যং শৌর্য্যং বলং শক্তিঃ তাভ্যাম্ ওজঃ প্রভাবঃ যস্য তেন তথাভূতেন আত্মসাৎকৃতাঃ (অধীনীকৃতাঃ) সঃ এষঃ ভবতা ইমাং দশাং (মৃতিং) নীতঃ (প্রাপিতঃ বর্ত্ততে) উৎপথস্থঃ (তদ্ভজনবিরোধিমার্গস্থঃ) কিং কুশলায় কল্পতে (কিং ক্ষেমীভবতি, ন ভবত্যেব ইত্যর্থঃ) ॥৫০॥

অনুবাদ—শ্রীগন্ধর্ব্বগণ কহিলেন,—হে বিভো, আপনার নট ও নৃত্যকালীন গায়ক আমরা বলবীর্য্য-প্রভাবশালী যাহা-কর্ত্তৃক আয়ত্তীকৃত হইয়াছিলাম, আপনা-কর্ত্তৃক সেই হত্যাকার দশাগ্রস্ত হইয়াছে। উন্মার্গগামী ব্যক্তিগণের কখনও কি কুশল হয়? ৫০॥

বিশ্বনাথ—যেন দৈত্যেনাত্মসাৎকৃতাঃ সন্তস্তস্যৈব নটা নাট্যে তস্যৈব গায়কাশ্চাভূমেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যেন'—দৈত্য আমাদিগকে আত্মসাৎ (অধীন) করিয়াছিল, তাহারই নাট্যে আমরা এতদিন নট (অভিনয়কারী) ও তাহারই গায়ক হইয়াছিলাম, এই অর্থ ॥ ৫০ ॥

মধ্ব—নটনন্তু কথাবন্ধো নাট্যকং ভাবদর্শনম্ ইতি গান্ধর্ব্বে ॥ ৫০ ॥

শ্রীচারণা উচুঃ—

হরে তবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং ভবাপবর্গমাশ্রিতাঃ।
যদেষ সাধুহৃচ্ছয়স্ত্বয়াসুরঃ সমাপিতঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীচারণাঃ উচুঃ—(হে) হরে, ভবাপবর্গং (সংসার-নিবর্ত্তকং) তব অঙ্ঘ্রিপঙ্কজং (চরণকমলং বয়ম্) আশ্রিতাঃ (আশ্রয়ং গতাঃ) যৎ (যস্মাৎ) সাধুহৃচ্ছয়ঃ (সাধূনাং হৃদি ভয়জনকত্বেন শেতে তিষ্ঠতীতি তথা সঃ) এষঃ অসুরঃ (মহাবল-পরাক্রমত্বেনাতিপ্রসিদ্ধঃ অপি অসুরঃ হিরণ্যকশিপুঃ) (ত্বয়া) সমাপিতঃ (অন্তং নীতঃ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—শ্রীচারণগণ কহিলেন,—হে হরে, আমরা আপনার সংসার-নিবর্ত্তক পাদপদ্মে শরণ লইলাম, যেহেতু হে ঈশ, আপনা-দ্বারা সাধুগণের হৃদয়ে ভয়জনক এই অসুর নিহত হইয়াছে ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—সাধূনাং হৃদি ত্বচ্ছয্যায়ামপি শেতে ইতি সঃ। অতএব তদসহিষ্ণুনেব ত্বয়া সমাপিতঃ অন্তং নীতঃ। অতএবাদ্যারভ্য তেষাং হৃদি ত্বমেব শেষ্বেতি ভাবঃ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সাধু-হৃচ্ছয়ঃ'—সাধুগণের হৃদয়রূপ শয্যাতেও যে শয়ন করিত, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া আপনি তাহাকে অন্তদশায় নীত করিয়াছেন (অর্থাৎ তাহাকে নিহত করিয়াছেন।) অতএব আজ হইতে তাঁহাদের হৃদয়ে আপনিই শয়ন করুন—এই ভাব ॥ ৫১ ॥

শ্রীযক্ষা উচুঃ—

বয়মনুচরমুখ্যাঃ কর্ম্মভিস্তে মনোজ্ঞৈ-
স্ত ইহ দিতিসুতেন প্রাপিতা বাহকত্বম্।
স তু জনপরিতাপং তৎকৃতং জানতা তে
নরহর উপনীতঃ পঞ্চতাং পঞ্চবিংশ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীযক্ষাঃ উচুঃ—(হে) পঞ্চবিংশ, (চতুর্বিংশতি তত্ত্বনিয়ামক পুরুষবর, যে) মনোজ্ঞৈঃ কর্ম্মভিঃ তে (তব) অনুচরমুখ্যাঃ (অনুচরেষু মুখ্যা শ্রেষ্ঠানুচরাঃ) তে বয়ম্ ইহ (এতস্মিন্ কালে স্থানে বা) দিতিসুতেন (হিরণ্যকশিপুনা) বাহকত্বং (ভারবাহকত্বং) প্রাপিতাঃ ; (হে) নরহরে, (অচিন্ত্যমহিমন্,) তৎকৃতং (তেন দৈত্যেন কৃতং) জনপরিতাপং (জনানাং পরিতাপং দুঃখং) জানতা তে (ত্বয়া) সঃ তু (সর্ব্বদুঃখদঃ দৈত্যেন্দ্রঃ) পঞ্চতাম্ (মৃত্যুম্) উপনীতঃ (প্রাপিতঃ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—শ্রীযক্ষগণ কহিলেন,—হে পঞ্চবিংশ, (চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বনিয়ামক,) মনোজ্ঞ কর্ম্মদ্বারা আপনার অনুচরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমরা এই দিতিপুত্রদ্বারা শিবিকাবাহকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম ; হে নরহরে, তৎকৃত জীব-পরিতাপের বিষয় আপনি অবগত হইয়া তাহাকে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত করাইলেন ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—তে তব মনোজ্ঞৈঃ কর্ম্মভিরনুচরেষু মুখ্যাঃ ; যদ্বা, অনুচরাস্ত্বদ্ভক্তা এব মুখ্যা যেষাং তে বয়ং অপি শিবিকাবাহকত্বং প্রাপিতাঃ। তেন দিতিসুতেন কৃতং জনপরিতাপং জানতা ত্বয়া পঞ্চতাং মৃত্যুং, হে পঞ্চবিংশ, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বনিয়ামক ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুচরমুখ্যাঃ'—আপনার মনোজ্ঞ কর্ম্মের দ্বারা (অর্থাৎ মনের মত কাজ করিয়া) অনুচরগণের মধ্যে প্রধান আমরা, অথবা—অনুচর বলিতে আপনার ভক্তগণই মুখ্য যাহাদের, সেই আমরাও যাহার দ্বারা শিবিকাবাহকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। 'তৎকৃতং'—সেই দিতিপুত্রের দ্বারা কৃত জনগণের পরিতাপের বিষয় অবগত হইয়া, তাহাকে আপনি পঞ্চত্ব লাভ করাইয়াছেন। 'পঞ্চতাং' —বলিতে মৃত্যু। 'হে পঞ্চবিংশ'!—অর্থাৎ প্রকৃতি প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের নিয়ামক ॥ ৫২ ॥

শ্রীকিম্পুরুষা উচুঃ—

বয়ং কিম্পুরুষাস্ত্বন্তু মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ।
অয়ং কুপুরুষো নষ্টো ধিক্‌কৃতঃ সাধুভির্যদা ॥৫৩॥

অন্বয়ঃ—শ্রীকিম্পুরুষাঃ উচুঃ,—বয়ং কিম্পুরুষাঃ (কুৎসিতাঃ পুরুষাঃ তুচ্ছপ্রাণিনঃ) স্মঃ ত্বং তু মহাপুরুষঃ (মহান্ অদ্ভুতপ্রভাব অচিন্ত্যগুণপূর্ণঃ পুরুষোত্তমঃ) ঈশ্বরঃ (সর্ব্বনিয়ন্তা ভবসি, ননু অয়ং মহান্ দৈত্যঃ হত ইতি কথং ন বর্ণ্যতে ইত্যাহ—) অয়ং কুপুরুষঃ যদা সাধুভিঃ (তদুৎপীড়িতৈঃ মহাজনৈঃ) ধিক্‌কৃতঃ (নিন্দিতঃ তদৈব) নষ্টঃ (বিনাশং গতঃ অতঃ অত্র ন কিমপি বর্ণনীয়মধিকমিত্যর্থঃ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকিম্পুরুষগণ কহিলেন,—আমরা তুচ্ছ প্রাণী, আপনি পুরুষোত্তম ঈশ্বর, (সুতরাং আমরা আপনার কি স্তব করিব ?) এই কাপুরুষ যখন সাধুগণকর্তৃক ধিক্কৃত হইয়াছিল, তখনই বিনষ্ট হইয়াছিল ॥ ৫৩ ॥

শ্রীবৈতালিকা উচুঃ—

সভাসু সত্রেষু তবামলং যশো
গীত্বা সপর্য্যাং মহতীং লভামহে।
যস্তামনৈষীদ্বশমেষ দুর্জ্জনো
দিষ্ট্যা হতস্তে ভগবন্ যথাময়ঃ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবৈতালিকাঃ উচুঃ,—(হে) ভগবন্, (বয়ং) সভাসু সত্রেষু (যজ্ঞেষু চ) তব অমলং যশঃ গীত্বা মহতীং সপর্য্যাং (পূজাং) লভামহে যঃ (দৈত্যঃ) তাং (পূজাম্) বশং (আয়ত্তং) অনৈষীৎ (কৃতবান্ সঃ) এষঃ দুর্জ্জনঃ (সঃ পাপাশয়ঃ) আময়ঃ যথা (রোগঃ ইব) দিষ্ট্যা (অস্মাকং ভাগ্যবলেনৈব) তে (ত্বয়া) হতঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—বৈতালিকগণ কহিলেন,—হে ভগবন্, সভায় এবং যজ্ঞস্থলে আপনার অমল যশোগান করিয়া আমরা মহতী পূজা প্রাপ্ত হই যে দৈত্য আমাদের ঐ পূজা তাহার আয়ত্ত করিয়াছিল, আমাদের ভাগ্যক্রমে রোগের ন্যায় সেই দুষ্ট আপনা-কর্ত্তৃক নিহত হইল ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—তাং অস্মৎসম্প্রদানকসপর্য্যাং বশং স্বাধীনতাং বিশেষেণ অনৈষীৎ নীতবান্ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাং'—আমাদের প্রতি প্রদত্ত পূজা (অর্থাৎ সভা ও যজ্ঞস্থলে আপনার অমল যশোগান করিয়া আমরা যে মহতী পূজা বলিতে সমাদর লাভ করিতাম, তাহা) সেই দৈত্য বিশেষভাবে নিজের অধীন করিয়াছিল (অর্থাৎ আমাদের সেই পূজা কাড়িয়া নিয়াছিল) ॥ ৫৪ ॥

শ্রীকিন্নরা ঊচুঃ—
বয়মীশ কিন্নরগণাস্তবানুগা
দিতিজেন বিষ্টিমমুনানুকারিতাঃ।
ভবতা হরে স বৃজিনোঽবসাদিতো
নরসিংহ নাথ বিভবায় নো ভব ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীকিন্নরাঃ ঊচুঃ—(হে) ঈশ, তব অনুগাঃ (তব ভৃত্যাঃ) বয়ং কিন্নরগণাঃ অমুনা দিতিজেন বিষ্টিম্ অনুকারিতাঃ (নির্ম্মূল্যং কর্ম্ম অনু নিরন্তরং কারিতাঃ)। (হে) হরে, সঃ বৃজিনঃ (পাপঃ দৈত্যঃ) ভবতা অবসাদিতঃ (বিনাশিতঃ অতএব) হে নরসিংহ, হে নাথ (ত্বং) নঃ (অস্মাকম্ অনুচরাণাং) বিভবায় (সুখসমৃদ্ধয়ে) ভব ॥৫৫॥

অনুবাদ—শ্রীকিন্নরগণ কহিলেন,—হে ঈশ, আপনার অনুগত কিন্নর আমাদিগকে ঐ দৈত্য নিরন্তর বিনা মূল্যে কর্ম্ম করাইত, হে হরে, সেই পাপ আপনার দ্বারা বিনষ্ট হইল, অতএব হে নৃসিংহ, হে নাথ, আপনি আমাদের সমৃদ্ধির কারণ হউন ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিষ্টিং নির্ম্মূল্যং কর্ম্ম অনু নিরন্তরং কারিতাঃ। বৃজিনো দুঃখদঃ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিষ্টিং' বিনামূল্যে, অর্থাৎ এই দিতিপুত্র আমাদিগকে নিরন্তর বিনা বেতনে কাজ করাইয়া লইত। 'বৃজিনঃ'—দুঃখপ্রদায়ক সেই পাপ (আপনার দ্বারা বিনষ্ট হইল) ॥ ৫৫ ॥

শ্রীবিষ্ণুপার্ষদা ঊচুঃ।
অদ্যৈতদ্ধরিনররূপমদ্ভুতং তে
দৃষ্টং নঃ শরণদ সর্ব্বলোকশর্ম্ম।
সোঽয়ং তে বিধিকর ঈশ বিপ্রশপ্ত-
স্তস্যেদং নিধনমনুগ্রহায় বিদ্মঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে হিরণ্যকশিপুবধোঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—শ্রীবিষ্ণুপার্ষদাঃ ঊচুঃ,—(হে) নঃ শরণদ (হে অস্মাকম্ আশ্রয়প্রদ!) অদ্য তে (তব) সর্ব্বলোকশর্ম্ম (নিখিললোকমঙ্গলপ্রদম্) এতৎ অদ্ভুতং হরিনররূপং (নৃসিংহরূপং) দৃষ্টম্ (অস্মাভিঃ অবলোকিতম্ ইতঃপূর্ব্বং নৈতৎ দৃষ্টমিতি ভাবঃ) হে ঈশ, সঃ অয়ং (দৈত্যঃ) বিপ্রশপ্তঃ (বিপ্রশাপগ্রস্তঃ) তে (তব) বিধিকরঃ (তব দাসঃ ভবতি) তস্য ইদং নিধনম্ অনুগ্রহায় (মঙ্গলায়) বিদ্মঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপার্ষদগণ কহিলেন,—হে আশ্রয়দাতঃ, অদ্যই আমরা আপনার এই অদ্ভুত সর্ব্বলোকমঙ্গল নৃসিংহরূপ দর্শন করিলাম। হে ঈশ, এই দৈত্য আপনার সেই ব্রহ্মশাপগ্রস্ত ভৃত্য, তাহার এই নিধন অনুগ্রহার্থ বলিয়া জানিলাম ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—সোঽয়ং হিরণ্যকশিপুস্তে বিধিকরো দাস এব বিপ্রৈঃ সনকাদিভিঃ শপ্তঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
সপ্তমে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-সপ্তমস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ অয়ং'—এই দৈত্য হিরণ্যকশিপু 'তে বিধিকরঃ'—আপনার দাসই, 'বিপ্রশপ্তঃ'—সনকাদি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল। (আজ তাহার এই নিধন তাহার প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত বলিয়া জানিলাম) ॥ ৫৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার সপ্তম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭।৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

নবমোহধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ—

এবং সুরাদয়ঃ সর্ব্বে ব্রহ্মরুদ্রপুরঃসরাঃ।
নোপৈতুমশকন্মন্যু-সংরম্ভং সুদুরাসদম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নৃসিংহদেবের কোপ-প্রশমনার্থ ব্রহ্মার আদেশে প্রহলাদের নৃসিংহ-সন্নিধানে গমন ও স্তবপাঠ বর্ণিত হইয়াছে।

হিরণ্যকশিপুর বধান্তে নৃসিংহদেব রোষাবিষ্ট হওয়ায় ব্রহ্মাদি দেবগণ, এমন কি, স্বয়ং লক্ষ্মী পর্য্যন্তও তৎসমীপস্থ হইতে সাহসী হইলেন না। তখন ব্রহ্মা প্রহলাদকে তাঁহার কোপশান্তির জন্য প্রেরণ করিলেন। প্রহলাদ নির্ভীকচিত্তে ভগবৎ-পদান্তিকে গমন করিয়া শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইলেন। শ্রীনৃসিংহদেব বরাভয়প্রদ তাঁহার করকমল প্রহলাদের শিরোদেশে অর্পণ করিবামাত্রই প্রহলাদের নৈসর্গিক ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশমান হইল। প্রহলাদ প্রেমগদ্‌গদ-বচনে নৃসিংহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে—'আমি ভগবান্‌কে তোষণ করিতে পারি'—এরূপ গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া ভগবৎ-কৃপাশ্রয়ই শ্রেয়ঃ। কেবলাভক্তি ভিন্ন জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী, তপস্যা, যোগবল প্রভৃতি কিছুই ভগবৎপ্রীতি-উৎপাদক নহে। অভক্ত দ্বাদশ গুণযুক্ত বিপ্র অপেক্ষা, চণ্ডালকুলে অবতীর্ণ ভক্ত অতুলনীয়রূপে শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ নিজলাভে পূর্ণ, অবিদ্বান্ ক্ষুদ্রব্যক্তিগণের নিকট হইতে তাঁহার যে পূজাদিগ্রহণ, তাহা জীবের মঙ্গলার্থই। অজ্ঞ-নীচ ব্যক্তিরও ভগবন্মহিমা-বর্ণনে যোগ্যতা আছে, এবং তৎফলেই তাহার অবিদ্যানাশ ও চিত্তশুদ্ধি ঘটে। বিশ্বের মঙ্গল বা আত্মসুখ-নিমিত্তই ভগবানের লীলাপ্রাকট্য—জীবের ভীতি উৎপাদনার্থ নহে। নৃসিংহস্মরণেই জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত ভয়-নিবৃত্তি ঘটে। শ্রীনৃসিংহের শ্রীমূর্ত্তি অভক্তের নিকট ভীষণ বলিয়া প্রতীত হইলেও তাহা ভক্তের নয়নমনোমোহনকারিণ। সংসার-চক্রের দুঃখই জীবের ভীতিকারণ, অহংবুদ্ধিই সেই দুঃখের মূল হেতু। নিষ্কপটে ভগবদ্দাস্যযোগই জীবের নিস্তারোপায়। ভগবদ্দাসগণ অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মাদি-নির্ম্মুক্ত হইয়া ভক্তসঙ্গে সর্ব্বদা শ্রৌত-পারম্পর্য্যপ্রাপ্ত ভগবল্লীলা-গান-তৎপর। জীবের ভগবৎ-কৃপালাভ ব্যতীত দুঃখের আত্যন্তিক প্রতীকার অসম্ভব। ইহজগতে অপরকর্ত্তা পিত্রাদি হইতে পরকর্ত্তা ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত কেহ কেহ জীবের রক্ষকরূপে দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা সকলেই মায়াধীশ ভগবানেরই বশীভূত ভৃত্যস্বরূপ, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার কারকত্ব ভগবানেরই ইচ্ছাধীন। মায়াধীশ শরণাগতপালক শ্রীভগবানে প্রপন্ন জনগণেরই মায়ার কবল হইতে উদ্ধারপ্রাপ্তি ঘটে। ভক্ত ভগবৎসমীপে তৎপাদপদ্ম-সেবাকাঙ্ক্ষা ভিন্ন আত্মেন্দ্রিয়-সুখভোগার্থ কোন নশ্বর আপাতসুখকর অথচ পরিণাম-ভয়াবহ ভোগসুখাদি বা আত্মবিনাশরূপ মোক্ষ কামনা করেন না। কাম-দ্বারা কামপ্রমশন-চেষ্টা মূর্খতা মাত্র। ভগবানে ভক্তি বা অভক্তি অসদ্ বা সৎবংশে জন্মগ্রহণের অপেক্ষা করে না। ব্রহ্মাদি দেবতা, এমন কি, শ্রীভগবানের বক্ষঃস্থিতা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর পক্ষেও যাহা দুর্ল্লভ তাহা ভক্ত ভগবানের নিকট অনায়াসে লাভ করেন। সুর কিম্বা অসুর অর্থাৎ উত্তম বা অধম-নির্ব্বিশেষে ভগবৎকৃপা বর্ষিত হয়। শ্রীভগবান্ সেবকের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া সেবকের সঙ্কল্পানুরূপ অভীষ্ট পূরণ করেন। জীবকে জন্ম-মরণমালা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্ তাঁহার নিজজনকে প্রেরণ করেন, তাই তাঁহার (প্রহলাদের) প্রতি শ্রীনারদের কৃপা, আবার সাধুগুরুকৃপা হইতেই ভগবৎকৃপা-লাভ, সাধুর আবেদনেই ভগবান্ তাঁহার অনন্যশরণ ভক্তকে অহংগ্রহোপাসক (হিরণ্যকশিপুপ্রমুখ) কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-সঙ্গ হইতে উদ্ধার করেন। ভগবান্ স্বপরাভিনিবেশশূন্য সর্ব্বত্র সমদর্শন সম্পন্ন হইয়াও ভক্তপক্ষপাতী—ভক্তবৎসল। ইহার কারণ, ভগবান্ নিজ মায়াদ্বারা গুণ-পরিণামাত্মক জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাঁহার এক অংশে (পরমাত্মরূপে) জগতে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন বলিয়া অর্থাৎ ভগবান্ই বিশ্বের একমাত্র কারণ বলিয়া মায়াগুণদ্বারা তিনি জীবের নিকট

কখনও রক্ষক, কখনও ঘাতক, কখনও বা পালক-রূপে প্রতীত হন, বস্তুতঃ বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহারাদি স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে ; তাঁহার গুণের কার্য্য মাত্র। বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি বৈষম্য-দর্শনে ভগবানে বৈষম্য আরোপ—জীবের জড়দর্শনসম্ভূত, যেহেতু কার্য্যভূত এই বিশ্ব ভগবান্ হইতে পৃথক্ না হইলেও ভগবানের ইহা হইতে পৃথক্‌রূপে অবস্থান। ভগবৎ-কৃপা হইতেই জীবের ভগবৎস্বরূপ-জ্ঞান লাভ হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়,—ব্রহ্মা শ্রীভগবানের নাভি-পদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াও কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই, পরে তপস্যাদ্বারা ভগবান্‌কে তুষ্ট করিয়া তাঁহার দর্শন এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন ; ভগবান্ ভক্ত ব্রহ্মার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া হয়গ্রীবমূর্ত্তিতে মধুকৈটভের নিধন সাধনপূর্ব্বক বেদ উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মাকে অর্পণ করেন। ভগবান্ যুগে যুগে ঐরূপে দেব, মনুষ্য, তির্য্যক্, ঋষি, মৎস্যাদি অবতারদ্বারা শিষ্টপালন এবং দুষ্টদমন করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন, উহাতে ভগবানের বৈষম্য-দোষ আসিতে পারে না। ভগবান্ কলিযুগে ছন্নভাবে অবতীর্ণ বলিয়া তাঁহার নাম 'ত্রিযুগ'। বদ্ধজীবের চিত্ত সর্ব্বদাই বহির্ম্মুখ বিষয়ে ধাবিত—কামক্রোধাদি-পীড়িত—ত্রিতাপে জর্জ্জরিত। শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপাই এতাদৃশ জীবের এক-মাত্র ভরসাস্থল। ভগবানের ভক্তসেবা ভগবৎকৃপা-লাভের উপায়। ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তনরত ভক্ত—সংসার-ভয়-শূন্য। কীর্ত্তনপরাঙ্‌মুখ-ব্যক্তিই শোচ্য। নির্জ্জন-ভজনপ্রয়াসী মৌনব্রত মুনিগণের নিজমুক্তিসাধনেই আগ্রহ, পরন্তু ভক্ত পরদুঃখকাতর, তিনি নিজমুক্তি-লাভের ইচ্ছা-পরিত্যাগেও পরমঙ্গল কামনা করেন (উদাহরণ, যথা—প্রহলাদের অসুরবালকগণের জন্য মুক্তিপ্রার্থনা)। স্ত্রীসঙ্গাদি আপাতসুখকর হইলেও পরিণামে দুঃখ দায়ক, সুতরাং পরিত্যাজ্য। মৌন ব্রত, শ্রুত, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বকর্ম্মব্যাখ্যা, নির্জ্জনবাস, জপ ও সমাধি—এই সকল মোক্ষসাধনোপায় প্রায়ই অজিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের জীবনোপায় হইয়া থাকে। ভগবান্ প্রাকৃত বিকার ও রূপাদিরহিত, একমাত্র শুদ্ধভক্তিযোগারূঢ় ভক্তগণেরই ভগবৎস্বরূপদর্শনে সামর্থ্য। পরমাণু প্রভৃতি কখনও কার্য্য-কারণ হইতে পারে না। ভগবান্‌ই সর্ব্বকারণ-কারণ। শ্রীভগবানে নমস্কার, স্তব, কর্ম্মার্পণ, অর্চ্চন, স্মরণ ও কথাশ্রবণ, —এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতীত পরমহংসগণের প্রাপ্য ভগ-বানে ভক্তিলাভ অসম্ভব।" প্রহলাদ মহারাজ এই মর্ম্মে শ্রীনৃসিংহের স্তবস্তুতি করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার দাস্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীনৃসিংহদেবও কোপ উপসংহারপূর্ব্বক প্রহলাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া প্রহলাদকে সাধারণের পক্ষে লোভজনক নানা বর-প্রদানের লোভ-প্রদর্শন করিলেও প্রহলাদ সে সক-লের কিছুতেই প্রয়াসী হইলেন না।

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ—ব্রহ্মরুদ্রপুরঃসরাঃ সর্ব্বে সুরাদয়ঃ এবং (দূরতঃ স্থিতাঃ স্তুবন্তঃ অপি) মন্যুসংরম্ভং (মন্যুনা সংরম্ভঃ আবেশঃ যস্য তং) সুদুরাসদম্ (অতীব দুরাসদং দুষ্প্রাপং তং নৃহরিম্) উপৈতুম্ (উপসমীপে এতুং গন্তুং) ন অশকন্ (ন সমর্থাঃ বভূবুঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—ব্রহ্ম-রুদ্র-প্রমুখ দেবাদি সকলে এই ভাবে রোষাবিষ্ট সুদুর্গম তাঁহার সমীপে যাইতে অসমর্থ হইলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

সর্ব্বে বিভ্যুস্তদাগন্তুমন্তিকং নবমে হরেঃ।
প্রহলাদো ব্রহ্মণাদিষ্টস্তুষ্টাব সন্নিধিং গতঃ ॥
রমাপি যত্র ন প্রাভূদন্যেষাং তত্র কা কথা।
বাৎসল্যং মূর্ত্তিমৎ কিন্তু প্রহলাদোঽনুবভূব তম্ ॥০

ননু স্বস্বদুঃখমাবেদয়ন্তো দূরত এব স্তুবানা দেবা-দয়ঃ কিমিতি সমীপমেত্য নোপাসতে স্ম ? তত্রাহ,—এবমিতি। মন্যুনা সংরম্ভ আবেশো যস্য তম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মার আদেশে প্রহলাদ শ্রীনৃসিংহদেবের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক স্তুতি করিলে অপর সকলে তাঁহার নিকট যাইতে সক্ষম হন। অন্যের কথা কি স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও যাঁহার নিকট গমন করিতে সমর্থ হন নাই, কিন্তু প্রহলাদ তাঁহাকে বাৎসল্যের মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে অনুভব করিয়াছিলেন—ইহা এই নবম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

যদি বলেন—দেখুন, নিজ নিজ দুঃখ আবেদন করিতে দূর হইতেই স্তবকারী দেবগণ কিজন্য তাঁহার নিকট যাইয়া সেবা করিলেন না ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি। 'মন্যু-সংরম্ভং'—ক্রোধের দ্বারা সংরম্ভ বলিতে আবেশ যাঁহার, তাঁহাকে

(অর্থাৎ রোষাবিষ্ট শ্রীনৃসিংহদেবের সমীপে রুদ্রাদি কোন দেবতা গমন করিতে সমর্থ হইলেন না।) ॥১॥

সাক্ষাৎ শ্রীঃ প্রেষিতা দেবৈর্দৃষ্ট্বা তং মহদদ্ভুতম্ ।
অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্বত্বাৎ সা নোপেয়ায় শঙ্কিতা ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সাক্ষাৎ (অনেকাবতারচরিতজ্ঞাতস্য প্রেয়সী) শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ অপি) দেবৈঃ (ব্রহ্মাদিভিঃ) প্রেষিতা (প্রভোঃ ক্রোধপ্রশান্ত্যর্থং সমীপং গচ্ছ ইতি প্রার্থিতা সতী) মহদদ্ভুতং (ভয়ঙ্করং নৃসিংহরূপং) দৃষ্ট্বা অদৃষ্টাশ্রুত পূর্ব্বত্বাৎ (যৎ পূর্ব্বং ন দৃষ্টং ন চ শ্রুতং তৎ অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্বং তস্য ভাবঃ তত্ত্বং তস্মাৎ হেতোঃ) শঙ্কিতা (সতী) সা ন তম্ উপেয়ায় (তস্য সমীপং ন জগাম) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—লক্ষ্মী দেবগণকর্ত্তৃক প্রেরিতা হইলে ভগবানের এই অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত রূপ দর্শনপূর্ব্বক শঙ্কিতা হইয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইতে পারিলেন না ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্বত্বাদিতি নৃসিংহরূপস্য পূর্ব্ব কল্পদৃষ্টত্বেঽপি নৃসিংহস্য বৈকুণ্ঠে সদৈব দৃষ্টত্বেঽপি তদানীমদৃষ্টাশ্রুতত্বপ্রতীতির্লীলাশক্ত্যৈব কারিতা। অদ্ভুতরসাস্বাদপ্রাপণার্থমিত্যাহুঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্বত্বাৎ'—পূর্ব্বে অদৃষ্ট ও অশ্রুত রূপ দেখিয়া (লক্ষ্মীদেবীও শঙ্কায় তাঁহার সমীপে গেলেন না)। নৃসিংহরূপ পূর্ব্বকল্পে দৃষ্ট হইলেও এবং বৈকুণ্ঠে সর্ব্বদাই তিনি দৃষ্টরূপে থাকিলেও, তৎকালে অদৃষ্ট ও অশ্রুতরূপে যে প্রতীতি, তাহা অদ্ভুত রসের আস্বাদন প্রদানের নিমিত্ত লীলাশক্তির দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল—ইহা কেহ কেহ বলেন ॥ ২ ॥

মধ্ব—

অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্বত্বাদন্যৈঃ সাধারণৈর্জনৈঃ।
নৃসিংহং শঙ্কিতেব শ্রীর্লোকমোহায়নো যযৌ ॥
প্রহ্লাদে চৈব বাৎসল্যদর্শনায় হরেরপি।
জ্ঞাত্বা মনস্তথা ব্রহ্মা প্রহ্লাদং প্রেষয়ত্তদা ॥
একত্রৈকস্য বাৎসল্যং বিশেষাদ্দর্শয়েদ্ধরিঃ।
অবরস্যাপি মোহায় ক্রমেণৈবাপি বৎসলঃ ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ২-৩ ॥

প্রহ্লাদং প্রেষয়ামাস ব্রহ্মাবস্থিতমন্তিকে ।
তাত প্রশমযোপেহি স্বপিত্রে কুপিতং প্রভুম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ততশ্চ) ব্রহ্মা অন্তিকে (সমীপে) অবস্থিতং প্রহলাদং প্রেষয়ামাস। (হে) তাত, (হে বৎস,) উপেহি (সমীপং গচ্ছ, গত্বা চ) স্বপিত্রে (স্বপিতরং প্রতি) কুপিতং প্রভুং (নৃসিংহরূপধারিণং নারায়ণং) প্রশময় (প্রসন্নং কুরু) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর ব্রহ্মা নিকটে অবস্থিত প্রহলাদকে প্রেরণপূর্ব্বক বলিলেন,—হে বৎস, তুমি উঁহার নিকটে গিয়া তোমার পিতার প্রতি কুপিত প্রভুকে শান্ত কর ॥ ৩ ॥

তথেতি শনকৈ রাজন্ মহাভাগবতোঽর্ভকঃ ।
উপেত্য ভুবি কায়েন ননাম বিধৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন, মহাভাগবতঃ অর্ভকঃ (শিশুঃ প্রহলাদঃ) তথা ইতি (ব্রহ্মবাক্যং স্বীকৃত্য) শনকৈঃ উপেত্য (সমীপং গত্বা) বিধৃতাঞ্জলিঃ (মূর্দ্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলিঃ সন্) কায়েন ভুবি ননাম (সাষ্টাঙ্গপ্রণামমকরোৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ মহাভাগবত বালক 'তাহাই হইবে'—এই বলিয়া ধীরে ধীরে ভগবৎসমীপে উপস্থিত হইয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক দেহদ্বারা (সাষ্টাঙ্গে) ভূতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন ॥৪॥

স্বপাদমূলে পতিতং তমর্ভকং
বিলোক্য দেবঃ কৃপয়া পরিপ্লুতঃ ।
উত্থাপ্য তচ্ছীর্ষ্ণ্যদধাৎ করাম্বুজং
কালাহিবিত্রস্তধিয়াং কৃতাভয়ম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—দেবঃ (নৃসিংহঃ) স্বপাদমূলে পতিতং তম্ অর্ভকং (প্রহলাদং) বিলোক্য কৃপয়া পরিপ্লুতঃ (পরিতঃ প্লুতঃ ব্যাপ্তঃ কৃপান্বিতঃ সন্ তম্) উত্থাপ্য তচ্ছীর্ষ্ণি (তস্য প্রহলাদস্য শিরসি) কালাহিবিত্রস্তধিয়াং (কালঃ এব অহিঃ সর্পঃ তস্মাৎ বিত্রস্তা ভীতা ধীঃ যেষাং তত্ত্বয়াৎ শরণাগতানাং তেষাং) কৃতাভয়ং (কৃতম্ অভয়ম্ অভয়দানং যেন তৎ) করাম্বুজং (করকমলম্) অদধাৎ (নিহিতবান্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—প্রহলাদকে আপনার পাদমূলে পতিত দেখিয়া করুণার্দ্র ভগবান্ তাহাকে উত্থাপনপূর্ব্বক কালসর্পভীত জনগণের অভয়দাতৃ-করকমল প্রহলাদের মস্তকে অর্পণ করিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—কৃতমভয়ং যেন তৎ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃতাভয়ম্'—যাহার দ্বারা ভীতজনের অভয় প্রদান করা হয় (সেই করকমল প্রহলাদের মস্তকে অর্পণ করিলেন ।)॥ ৫ ॥

স তৎকরস্পর্শধূতাখিলাশুভঃ
সপদ্যভিব্যক্তপরাত্মদর্শনঃ ।
তৎপাদপদ্মং হৃদি নির্ব্বৃতো দধৌ
হৃষ্যত্তনুঃ ক্লিন্নহৃদশ্রুলোচনঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (প্রহলাদঃ) তৎকরস্পর্শধূতাখিলাশুভঃ (তস্য নৃসিংহরূপধারিণঃ ভগবতঃ করস্পর্শেন ধূতং নিরস্তম্ অখিলম্ অশুভং দুরদৃষ্টং বাসনারূপং যস্য সঃ অতএব) সপদি (তৎক্ষণমেব) অভিব্যক্তপরাত্মদর্শনঃ (অভিব্যক্তং প্রত্যক্ষীভূতং পরাত্মদর্শনং ব্রহ্মজ্ঞানং যস্য সঃ) নির্ব্বৃতঃ (পরমানন্দপূর্ণঃ) হৃষ্যত্তনুঃ (হৃষ্যন্তী রোমাঞ্চিতা তনুঃ যস্য সঃ উদঞ্চিতরোমযুক্ততনুঃ) ক্লিন্নহৃৎ (ক্লিন্নং প্রেমার্দ্রং হৃৎহৃদয়ং যস্য সঃ) অশ্রুলোচনঃ (অশ্রূণি আনন্দজলানি লোচনয়োঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) হৃদি (স্বহৃদয়ে) তৎ পাদপদ্মং (তস্য ভগবতঃ পাদপদ্মং) দধৌ (ধৃতবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তাঁহার করস্পর্শে সমস্ত অশুভ বিদূরিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পরমাত্মদর্শন প্রকাশিত হইলে রোমাঞ্চিতকায় প্রেমার্দ্র হৃদয় ও সাশ্রুলোচন প্রহলাদ পরমানন্দে ভগবানের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—অসুরজাতিত্বাত্তদীয়স্পর্শাদি-প্রাপ্ত্যসম্ভাবনা-লক্ষণমশুভং যৎ পূর্ব্বমাসীৎ, তৎ ধূতং নিরস্তং যস্য সঃ। তৎকরস্পর্শপ্রভাবাৎ অভিব্যক্তং পূর্ব্বসিদ্ধমেব তদানীং সর্ব্বতোভাবেন ব্যক্তীভূতং পরাত্মদর্শনং পরমাত্মানুভবো যস্য সঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধূতাখিলাশুভঃ'—অসুরজাতিতে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহার স্পর্শাদি প্রাপ্তির অসম্ভাবনারূপ যে অশুভ, তাহা (শ্রীনৃসিংহদেবের করস্পর্শে) নিরস্ত হইয়াছে যাঁহার, সেই প্রহলাদ। 'অভিব্যক্ত' বলিতে পূর্ব্বসিদ্ধই, তৎকালে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত হইয়াছে 'পরাত্মদর্শন' অর্থাৎ পরমাত্মার অনুভব যাঁহার, সেই প্রহলাদ ॥ ৬ ॥

অস্তৌষীদ্ধরিমেকাগ্রমনসা সুসমাহিতঃ ।
প্রেমগদ্গদয়া বাচা তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—একাগ্রমনসা (একাগ্রেণ মনসা) তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণঃ (তস্মিন্ ভগবতি ন্যস্তং হৃদয়মীক্ষণং চ যেন সঃ অতঃ) সুসমাহিতঃ (সংযতঃ) প্রেমগদ্গদয়া (প্রেম্না গদ্গদয়া স্খলিতাক্ষরয়া) বাচা (বাক্যেন তং) হরিম্ অস্তৌষীৎ (তথাস্তবমকরোৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—তিনি একাগ্রচিত্তে সমাহিত হইয়া তৎপ্রতি মন ও দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া প্রেমগদ্গদ বচনে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—সুসমাধিমাহ,—তস্মিন্নেব ন্যস্তং হৃদয়মীক্ষণঞ্চ যেন সঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সম্যক্রূপে সমাধি বলিতেছেন—'তন্ন্যস্ত-হৃদয়েক্ষণঃ', সেই ভগবানেই মন ও দৃষ্টি যিনি ন্যস্ত করিয়াছেন, সেই প্রহলাদ ॥ ৭ ॥

শ্রীপ্রহ্রাদ উবাচ—

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা মুনয়োঽথ সিদ্ধাঃ
সত্ত্বৈকতানগতয়ো বচসাং প্রবাহৈঃ ।
নারাধিতুং পুরুগুণৈরধুনাপি পিপ্রুঃ
কিং তোষ্টুমর্হতি স মে হরিরুগ্রজাতেঃ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপ্রহলাদঃ উবাচ,—সত্ত্বৈকতানগতয়ঃ (সত্ত্বে এব একস্মিন্ তানঃ বিস্তারঃ যস্যাঃ সা গতিঃ মতিঃ যেষাম্ অথবা সত্ত্বেষু সত্ত্বকার্য্যেষু ধর্ম্মজ্ঞানতপঃসু এব একতানা অনন্যবর্ত্তিনী মতিঃ যেষাং তে) ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণাঃ অথ মুনয়ঃ (মননশীলাঃ সনকাদয়ঃ) সিদ্ধাঃ (জ্ঞানিনঃ অপি বহুকালম্ আরাধয়ন্তঃ) অধুনা অপি (ইদানীং যাবৎ) বচসাং প্রবাহৈঃ (ভগবদ্গুণবর্ণনপ্রধানানাং বাক্যানাং সমূহৈঃ) পুরুগুণৈঃ (তথা বক্ষ্যমাণৈঃ বহুভিঃ গুণৈঃ যম্) আরাধিতুং (স্তুত্যাদিরূপারাধনদ্বারা আরাধয়িতুং) ন পিপ্রুঃ

(ন পর্য্যাপ্তাঃ ন শক্তাঃ জাতাঃ) সঃ হরিঃ উগ্রজাতেঃ (উগ্রা ঘোরা অধর্ম্মাজ্ঞানাদি স্বভাবা জাতিঃ তামসী আসুরী জাতিঃ যস্য তস্য) মে (মম) কিং তোষ্টুং (প্রসন্নো ভবিতুম্) অর্হতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহলাদ কহিলেন,—সত্ত্বগুণে অনন্য-চিত্ত ব্রহ্মাদি দেব, ঋষি ও সিদ্ধগণ অদ্যাপি বহুগুণ-যুক্ত বাক্যপ্রবাহদ্বারা যাঁহার আরাধনা করিতে সমর্থ হন নাই, ঘোর অসুরজাত্যুৎপন্ন আমার স্তবে কি সেই হরি তুষ্ট হইবেন ? ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভো দুরবগমাশ্চর্য্যপ্রভো ময়ি কং গুণ-মালক্ষ্য কৃপয়সীত্যাহ,—ব্রহ্মাদয় ইতি। সাত্ত্বিকত্ব-মপি ন তে কৃপায়াঃ কারণং কিং পুনস্তামসত্বমিত্যাহ, সত্ত্বেষু ধর্ম্মজ্ঞানতপঃস্বেব একতানা অনন্যবর্ত্তিনী মতি-র্যেষাং তে। কিং পুনরধর্ম্মাজ্ঞানবিষয়ভোগৈকতান-মতয়ো বয়মিতি ভাবঃ। "একতানোঽনন্যবৃত্তিঃ" ইত্যমরঃ। ন চ কেবলং স্তুতিবাদানামেব ত্বৎ-প্রসাদকত্বমিত্যাহ,—বচসাং প্রবাহৈঃ পুরুগুণৈর্ধ্বনি-গুণালঙ্কারযুক্তৈঃ, প্রবাহপক্ষে স্বচ্ছত্ব-শৈত্য-মাধুর্য্য-পাবিত্র্যাদ্যৈঃ। আরাধয়িতুং স্বেষু সন্তোষয়িতুমিত্যর্থঃ। ন পিপ্রুঃ নাশক্নুবন্নিত্যর্থঃ। মে ময়ীত্যর্থঃ। উগ্র-জাতের্মহাতামসজাতেঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে দুরবগম আশ্চর্য্যপ্রভো! আমাতে কোন্ গুণ লক্ষ্য করিয়া কৃপা করিতেছ? ইহা বলিতেছেন—'ব্রহ্মাদয়ঃ' ইত্যাদি। সাত্ত্বিকত্বও তোমার কৃপার হেতু নহে, তাহাতে তামসত্বের কথা কি? ইহা বলিতেছেন—'সত্ত্বৈকতানগতয়ঃ', ধর্ম্ম, জ্ঞান ও তপস্যারূপ সত্ত্বকার্য্যে একতান বলিতে অনন্যবর্ত্তিনী মতি যাঁহাদের, সেই ব্রহ্মাদিও যাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে পারিলেন না, তাহাতে অধর্ম্ম, অজ্ঞান ও বিষয়ভোগেই অনন্যচিত্ত যাহাদের, সেই আমরা কি প্রকারে তোমার তুষ্টিবিধান করিব?—এই ভাব। অমরকোষে বলা হইয়াছে—'একতান অর্থ অনন্যবৃত্তি'। কেবল স্তুতিবচনই তোমার প্রসন্নতার কারণ নহে, ইহা বলিতেছেন—'বচসাং প্রবাহৈঃ পুরুগুণৈঃ'—ধ্বনি, অলঙ্কারাদি বহু গুণযুক্ত বাক্য-প্রবাহের দ্বারাও, প্রবাহপক্ষে—স্বচ্ছত্ব, শৈত্য, মাধুর্য্য ও পবিত্রতাদির দ্বারাও। 'আরাধয়িতুং'—যাঁহার আরাধনা করিতে, অর্থাৎ নিজেদের প্রতি সন্তুষ্ট করিতে 'ন পিপ্রুঃ'—সমর্থ হন নাই, এই অর্থ। 'মে উগ্রজাতেঃ'—মহাতামস জাতিতে উৎপন্ন আমার প্রতি (সেই শ্রীহরি কি প্রকারে সন্তোষ লাভ করি-বেন ?) ॥ ৮ ॥

———

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-
স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজস্তেজঃপ্রভাব-বলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ (ধনং বিত্তম্, অভিজনঃ সৎ-কুলে জন্ম, রূপং সৌন্দর্য্যং, তপঃ স্বধর্ম্মঃ কৃচ্ছ্রাদিকং বা অনশনরূপং বা শ্রুতং পাণ্ডিত্যম্, ওজঃ ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্যং, তেজঃ কায়কান্তিঃ, প্রভাবঃ প্রতাপঃ, বলং শারীরশক্তিঃ, পৌরুষম্ উদ্যমঃ, বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞা যোগঃ যমনিয়মাদ্যষ্টাঙ্গঃ কর্ম্মযোগঃ এতে ধনাদয়ঃ দ্বাদশ অপি গুণাঃ) পরস্য পুংসঃ (পরমাত্মনঃ ভগবতঃ) আরাধনায় (সন্তোষোৎপাদনায়) ন ভবন্তি (ইতি অহং) মন্যে। হি (যস্মাৎ) ভগবান্ গজযূথপায় (ধনাদি-গুণৈঃ রহিতায় গজেন্দ্রায়) ভক্ত্যা (কেবলয়া ভক্ত্যা এব হেতুভূতয়া) তুতোষ (তুষ্টঃ বভূব) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তবে আমি মনে করি যে, ধন, সৎ-কুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, তেজ, প্রতাপ, শারীরিক বল, পৌরুষ, বুদ্ধি এবং যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ, এ-সকল গুণও সেই পরম পুরুষের আরাধনায় সমর্থ নহে; ভগবান্ শুধু ভক্তিদ্বারাই গজেন্দ্রের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ বহুধনপ্রদানাদিভিস্তুং তুষ্যসীত্যাহ,—মন্য ইতি। অভিজনং সৎকুলে জন্ম; ওজ ইন্দ্রিয়নৈপুণ্যম্, তেজঃ কান্তিঃ, প্রভাবঃ প্রতাপঃ, পৌরুষমুদ্যমঃ, যোগোঽষ্টাঙ্গঃ, কর্ম্মযোগো জ্ঞান-যোগশ্চ নারাধনায় ন সন্তোষণায়। তর্হি কেনাহং সন্তুষ্যামীত্যত আহ,—ভক্ত্যেতি। তুতোষেতি ভূত-নির্দ্দেশেন নাত্র কাপ্যন্যা যুক্তিরন্বেষ্টব্যা, কিন্তু ভবতঃ স্বভাব এবায়ং ভক্তের্বা কাপ্যদ্ভুতা শক্তিরিতি দ্যোততে। তেন চ ত্বৎসন্তোষান্যথানুপপত্ত্যা ময্যপি শ্রীনারদ-

কৃপাস্তুতো ভক্তিগন্ধো বর্ত্তত ইতি ব্যঞ্জিতম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি বহু ধনাদি প্রদানেও তুষ্ট হও না, ইহা বলিতেছেন—'মন্যে' ইত্যাদি। অভিজন বলিতে সৎকুলে জন্ম, ওজঃ—ইন্দ্রিয়ের নিপুণতা, তেজ বলিতে কান্তি, প্রভাব—প্রতাপ, পৌরুষ —উদ্যম, যোগ—যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ, কর্ম্ম-যোগ এবং জ্ঞানযোগ প্রভৃতি তোমার সন্তোষের কারণ হয় না। যদি বলেন—তবে আমি কিসের দ্বারা তুষ্ট হইয়া থাকি? তাহাতে বলিতেছেন—'ভক্ত্যা', ভক্তির দ্বারা। 'তুতোষ'—(গজেন্দ্রের প্রতি যেমন শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবান্ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন), এখানে এই ভূতকালের নির্দ্দেশের দ্বারা এই বিষয়ে কোন যুক্তি অন্বেষণ করিতে হইবে না, কিন্তু তোমার স্বভাবই এইপ্রকার, অথবা—তোমার ভক্তের কোনও অদ্ভুত শক্তি (তোমাকে আকর্ষণ করিবার)—ইহা দ্যোতিত হইতেছে। ইহার দ্বারা তোমার সন্তোষ বিধানে অন্য কোন উপায় না থাকায়, আমাতেও দেবর্ষি শ্রীনারদের কৃপাজনিত ভক্তিগন্ধ রহিয়াছে, ইহা ব্যঞ্জিত হইল ॥ ৯ ॥

———

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—দ্বিষড়্ গুণযুতাৎ (পূর্ব্বোক্তাঃ ধনাদয়ঃ যে দ্বিষট্ গুণাঃ দ্বাদশগুণাঃ তৈঃ যুতাৎ অথবা "ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ মাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষান-সূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥"—ইতি দ্বিষড়্ দ্বাদশগুণাঃ সনৎসুজা-তোক্তাঃ তৈঃ যুতাৎ) অরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ (অরবিন্দনাভস্য ভগবতঃ পাদারবিন্দাৎ বিমুখাৎ) বিপ্রাৎ (তাদৃশং বিপ্রম্ অপেক্ষ্য) তদর্পিতমনোবচনে-হিতার্থপ্রাণং (তস্মিন্ অরবিন্দনাভে অর্পিতাঃ মনঃ আদয়ঃ যেন তম্। অয়মত্র, দ্রষ্টব্যঃ,—মনসঃ অর্পণং ভগবদ্ব্যতিরিক্তস্য অচিন্তনং বচনস্য অর্পণং তদ্বার্ত্তা-কথনাতিরিক্তা কথনম্, ঈহিতং কর্ম্ম তদর্পণং তৎ-প্রীতয়ে আচরণং ন স্বার্থম্, অর্থঃ বিত্তং তস্যার্পণং তদর্থং বিনিয়োগঃ, প্রাণস্য জীবনস্য অর্পণং নাম যাবজ্জীবং তৎসেবাদিঃ ইতি) শ্বপচং (চাণ্ডালম্ অপি) বরিষ্ঠং (শ্রেষ্ঠং) মন্যে। (যতঃ) সঃ (এবম্ভূতঃ শ্বপচঃ অপি) কুলং (স্বকুলং) পুনাতি (অতঃ শ্রেষ্ঠঃ), ন তু ভূরিমানঃ (ভূরির্মানঃ গর্ব্বঃ যস্য সঃ তু বিপ্রঃ আত্মা-নম্ অপি ন পুনাতি কুতঃ কুলং যতঃ ভক্তিহীনস্য এতে গুণাঃ গর্ব্বায় এব ভবন্তি ন তু শুদ্ধয়ে অতঃ হীনঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—আরও আমার বোধ হয় যে, (পূর্ব্বোক্ত) দ্বাদশগুণভূষিত অথচ পদ্মনাভের পদারবিন্দ-বিমুখ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যাহার মন, বাক্য, কর্ম্ম, ধন এবং প্রাণ ভগবানে অর্পিত, সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, সে (চণ্ডাল) স্বীয় কুল পবিত্র করিতে পারে; কিন্তু অতি গর্ব্বা-ন্বিত ব্রাহ্মণ (আপনাকেই পবিত্র করিতে) পারেন না ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কিমন্যদ্বক্তব্যং ভক্ত্যভাব-সম্ভাবা-ভ্যামেবং বিবিচ্যেত ইত্যাহ,—ভক্তিহীনাৎ বিপ্রাদপি শ্বপচং বরিষ্ঠং মন্যে, কিমুত ক্ষত্রিয়াদিভ্যঃ। তত্রাপি দ্বিষট্ পূর্ব্বোক্তা ধনাদয়ো দ্বাদশগুণাস্তৈর্যুক্তাৎ, কিমুত সপ্তাষ্টত্রিচতুরাদিগুণযুক্তাৎ, কিমুততরাং তত্তদ্গুণ-হীনাৎ; তত্রাপি বরিষ্ঠমতিশয়েনাধিকমেব; সনৎ-সুজাতোক্তা দ্বাদশ বা গুণা দ্রষ্টব্যাঃ। তদুক্তং— "জ্ঞানঞ্চ সত্যঞ্চ দমঃ শ্রুতঞ্চ, হ্যমাৎসর্য্যং হ্রীস্তি-তিক্ষানসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শমশ্চ, মহাব্রতা দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥" ইতি অরবিন্দেতি তেন জ্ঞান-যোগাদিসত্ত্বে বিপ্রো ভগবদ্বিমুখো নোচ্যতে ইতি মতং পরাস্তম্। শ্বপচং কীদৃশং? তস্মিন্নরবিন্দনাভে অর্পিতা মন আদয়ো যেন তম্; ঈহিতং কর্ম্ম, অর্থো ধনং! বিপ্রাদ্বরিষ্ঠত্বে হেতুঃ—স শ্বপচঃ কুলং স্বীয়ং সর্ব্বমেব পুনাতি। ভূরির্মানো লোকেষ্বাদরো যস্য তথাভূতোঽপি, স তু বিপ্র আত্মানমপি ন পুনাতি, কুতঃ কুলমিতি ভাবঃ। "ভক্তিহীনস্যৈতে গুণা গর্ব্বায়ৈব ভবন্তি, ন তু শুদ্ধয়ে" ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধিক আর কি বক্তব্য; ভক্তির অভাব ও সদ্ভাববশতঃই এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে, ইহা বলিতেছেন—ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ হইতেও কুক্কুরভোজী চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি মনে করি, তাহাতে ক্ষত্রিয়াদি হইতে যে শ্রেষ্ঠ, ইহা

আর কি বক্তব্য ? তন্মধ্যেও 'দ্বিষড়্‌গুণযুতাৎ'—পূর্ব্বোক্ত ধনাদি যে দ্বাদশ গুণ, তাহাদের দ্বারা যুক্ত, (অর্থাৎ দ্বাদশ গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণও যদি সেই কমলনাভ ভগবানের চরণকমলে বিমুখ হয়, তাহা হইতে ভগবানে অর্পিত-প্রাণ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ)। আর সপ্ত, অষ্ট, ত্রি, চতুরাদি গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ হইতে যে শ্রেষ্ঠ, ইহা আর কি বক্তব্য, আবার সেই সেই গুণহীন ব্রাহ্মণ হইতেও 'বরিষ্ঠং'—অতিশয়রূপে অধিক শ্রেষ্ঠ, ইহা আর কি বক্তব্য ? অথবা—সনৎসুজাতোক্ত দ্বাদশ গুণ বুঝিতে হইবে, যথা—"জ্ঞান, সত্য, দম, শ্রুত, অমাৎসর্য্য, হ্রী (লজ্জা), তিতিক্ষা (সহনশীলতা), অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি ও শম, ইহা ব্রাহ্মণের দ্বাদশ মহাব্রত। 'অরবিন্দনাভ'—ইত্যাদি, দ্বাদশ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণও যদি কমলনাভ ভগবানের চরণকমলে বিমুখ হয়, ইহা বলায়, 'জ্ঞান, যোগাদি-সত্ত্বে ব্রাহ্মণকে ভগবদ্‌বিমুখ বলা চলে না'—এরূপ মত নিরস্ত হইল। চণ্ডাল কি প্রকার ? তাহাতে বলিতেছেন—সেই পদ্মনাভে মন প্রভৃতি অর্পিত হইয়াছে যাহার দ্বারা, সেই ব্যক্তি। 'ঈহিত'—বলিতে কর্ম্ম, 'অর্থ'—ধন। বিপ্র হইতে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ—'সঃ কুলং' ইত্যাদি, সেই চণ্ডাল ভক্তিবলে নিজের কুল পর্য্যন্ত পবিত্র করে। 'ভূরিমানঃ'—লোকে প্রভূত সমাদর যাহার, তাদৃশ ব্রাহ্মণও, তিনি নিজেকেই পবিত্র করিতে পারেন না, আর কুলকে কি প্রকারে পবিত্র করিবেন ?—এই ভাব। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—"ভক্তিহীনের এই সমস্ত গুণ গর্ব্বের নিমিত্তই হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত নহে" ॥ ১০ ॥

মধ্ব—দ্বিষড়্‌গুণযুতাৎ,—

জ্ঞানং চ সত্যং চ দমঃ শমশ্চ
হ্যমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া।
দানং চ যজ্ঞশ্চ তপঃ শ্রুতং চ
মহাব্রতা দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥

ইতি ভারতে ॥ ১০ ॥

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—নিজলাভপূর্ণঃ (নিজলাভেন আনন্দস্বরূপেণ এব পূর্ণঃ) করুণঃ (দয়ালুঃ) অয়ং প্রভুঃ (ভগবান্) অবিদুষঃ (অজ্ঞাৎ ভগবদপেক্ষয়া সর্ব্বঃ অপি জনঃ অজ্ঞঃ এব তস্মাৎ অল্পকাৎ জনাৎ যৎ) মানং (পূজাং) বৃণীতে (স্বীকরোতি তৎ) আত্মনঃ (স্বস্য অর্থায়) ন এব (ইচ্ছতি স্বাত্মনি স্বাত্মনা এব সন্তুষ্টত্বাৎ।)। জনঃ ভগবতে (ভগবন্তম্ উদ্দিশ্য) যৎ যৎ (যং যং) মানং (পূজাং) বিদধীত (কুর্য্যাৎ) তৎ চ (স স মানশ্চ) যথা মুখশ্রীঃ প্রতিমুখস্য (যথা মুখে কৃতা এব তিলকালঙ্কারাদি শ্রীঃ শোভাং প্রতিমুখস্য দর্পণাদৌ প্রতিবিম্বিতস্য প্রতিফলতি, ন তু সাক্ষাৎ প্রতিবিম্বস্য এব কর্ত্তুং শক্যতে তদ্বৎ) আত্মনে (জনস্য স্বার্থমেব ভবতীতি শেষঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ, নিজলাভে পূর্ণ দয়ালু এই প্রভু কৃপা-প্রকাশে অবিদ্বান্‌দিগের পূজা নিজের জন্য গ্রহণ করেন না। লোককৃতা ভগবৎসম্মানাদি নিজ-মুখশ্রী-প্রতিবিম্বের শোভার ন্যায় আপনার জন্যই হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি শ্রবণকীর্ত্তনার্হণাদিভির্মৎ-সম্মাননং হি ভক্তিস্তয়ৈব তুষ্যামি, নতু তপঃশ্রুতাদিভিঃ। পুংনিষ্ঠৈর্গুণৈরিতি চেন্মম স্বার্থপরত্বং প্রসক্তং তত্র নহি নহীত্যাহ,—নৈবেতি। অয়ং প্রভুরীশ্বরো ভবান্ আত্মনঃ স্বস্য মানং সম্মাননং জনাৎ জনমাত্রাৎ ন বৃণীতে। কীদৃশাৎ ? অবিদুষঃ, তদপেক্ষয়া ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ সর্ব্ব এব জনো হ্যবিদ্বানেবেত্যর্থঃ। ন হি শাস্ত্রাদিবিদ্যাজ্ঞানশূন্যজনকৃতং সম্মাননং ভব্যঃ কশ্চিদ্‌গৃহ্ণাতীতি মানাগ্রহণে জননিষ্ঠো জ্ঞানলক্ষণো ধর্ম্মো হেতুরুক্তঃ। তত্র ত্বন্নিষ্ঠো ধর্ম্মোঽপি হেতুরস্তীত্যাহ—নিজলাভেন পূর্ণঃ কিন্তু করুণঃ কৃপালুঃ সন্ বৃণীতে চ যৎ কুতশ্চিদ্‌বৃণীতে ইতি দৃশ্যতে। তত্তমনুগ্রহীতুমেবেতি মানগ্রহণেঽপি করুণত্বলক্ষণস্ত্বন্নিষ্ঠো ধর্ম্ম এব হেতুরস্তীতি ভাবঃ। ন চ প্রাকৃতজনদত্তেন মানেন তব কশ্চিদুৎকর্ষো ভবেদপি তু মানপ্রদাতুরেবেত্যাহ,—যদ্‌যৎ যং যং পূজাং ভগবতে বিদধীত কুর্য্যাৎ। তৎ স মানঃ আত্মনে স্বস্মৈ স্বোৎকর্ষায়ৈব ভবেৎ। যথা মুখশ্রীঃ মুখে কৃতা তিলকাদিশোভা

প্রতিমুখস্য প্রতিবিম্বস্য ভবেৎ ; ন তু প্রতিবিম্বে কৃতা প্রতিবিম্বস্যেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—শ্রবণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চনাদির দ্বারা আমার সম্মাননা ভক্তি, তাহাতেই আমি তুষ্ট হইয়া থাকি, কিন্তু তপস্যা, বেদাধ্যয়নাদির দ্বারা নহে, এইরূপ পুরুষনিষ্ঠ গুণের দ্বারা আমার স্বার্থপরত্বই প্রসক্ত হয়. তাহার উত্তরে বলিতেছেন—না, না, নৈব,—কখনই না। 'অয়ং প্রভুঃ'—ঈশ্বর আপনি, নিজের সম্মাননা, 'জনাৎ'—জনমাত্র হইতে গ্রহণ করেন না। কেমন জন? তাহাতে বলিতেছেন—'অবিদুষাৎ'—যাহারা অজ্ঞানী, তাদৃশ জন হইতে, তাঁহার অপেক্ষায় ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জনই অবিদ্বান্—এই অর্থ। দেখুন—শাস্ত্রাদি বিদ্যা জ্ঞানশূন্য জন কর্ত্তৃক সম্মাননা ভব্য ব্যক্তিও গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাতে সম্মান-গ্রহণে জননিষ্ঠ জ্ঞানলক্ষণ ধর্ম্ম কারণ, ইহা বলা চলে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—তদ্বিষয়ে তোমাতে অবস্থিত ধর্ম্মও কারণ, 'নিজলাভপূর্ণঃ করুণঃ', তুমি নিজলাভে পূর্ণ, তথাপি অজ্ঞানী জীবের প্রতি করুণা করিয়াই তাহাদের পূজা অঙ্গীকার করিয়া থাক, কিন্তু নিজের জন্য নহে। অতএব তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিতেই তাহাদের প্রদত্ত মানগ্রহণে তোমাতে অবস্থিত করুণত্বরূপ ধর্ম্মই হেতু—এই ভাব। কিন্তু প্রাকৃত জনের দ্বারা প্রদত্ত সম্মাননে তোমার কোন উৎকর্ষ নাই, কিন্তু উহা মান-প্রদাতারই, অর্থাৎ যাহারা তোমাকে সম্মান করিতেছে, তাহাদের নিমিত্তই, যে যে পূজা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে করা হয়, সেই সম্মান তাহাদের নিজের উৎকর্ষের নিমিত্তই। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'যথা মুখশ্রীঃ', নিজের মুখে তিলকাদি শোভা রচনা করিলে, আদর্শে প্রতিবিম্বকে আর পৃথক্ সাজাইতে হয় না, রচিত তিলকশোভা উহাতেও দেখা যায়, কিন্তু প্রতিবিম্বে কৃত শোভা প্রতিবিম্বের জন্য নহে। (অর্থাৎ ভগবান্ মূল বিম্ব, তাহাকে সাজাইলে বা সম্মান করিলে, উহা নিজের শোভা সম্মানেরই নিমিত্ত হইয়া থাকে।) ॥ ১১ ॥

———

তস্মাদহং বিগতবিক্লব ঈশ্বরস্য
সর্ব্বাত্মনা মহি গৃণামি যথামনীষম্।
নীচোঽজয়া গুণবিসর্গমনুপ্রবিষ্টঃ
পূয়েত যেন হি পুমাননুবর্ণিতেন ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (যস্মাৎ ভগবান্ কেবলয়া ভক্ত্যৈব তুষ্যতি ন জাতিগুণাদিভিঃ অতঃ) অহং নীচঃ (সর্ব্বগুণহীনঃ অপি) বিগতবিক্লবঃ (অধিকারাভাবশঙ্কাশূন্যঃ সন্) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বপ্রযত্নেন) যথামনীষং (বুদ্ধ্যনুসারেণ) ঈশ্বরস্য (ভগবতঃ) মহি (মহিমানং) গৃণামি (অনুবর্ণয়ামি) যেন অনুবর্ণিতেন (মহিম্না শ্রুতেন পঠিতেন বা) অজয়া (অবিদ্যয়া) গুণবিসর্গং (সংসারং) অনুপ্রবিষ্টঃ (অহংমমেত্যধ্যাসবিশিষ্টঃ) পুমান্ পূয়েত হি (শুধ্যেৎ অবিদ্যানিবৃত্ত্যা বিমুচ্যেত ইত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অতএব আমি নীচ হইলেও শঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রযত্নে স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনা করিব। ভগবানের মহিমা শ্রুত বা পঠিত হইলে অবিদ্যাবশতঃ সংসারপ্রবিষ্ট পুরুষও পবিত্র হয় ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মাদেবং ভবান্ ভক্ত্যৈব তুষ্যতি, ন তু সজ্জাত্যাদিভির্যস্মাচ্চ ত্বৎসম্মাননং খল্বাত্মনে এব ফলতি তস্মাদহং নীচোঽপি মহিমানং গৃণামি স্তৌমি যেন ত্বন্মহিম্না অনুবর্ণিতেন গুণবিসর্গং সংসারব্যাধিমনুপ্রবিষ্টো জনঃ পূয়েত, তস্মান্মুচ্যেতেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু আপনি ভক্তির দ্বারাই তুষ্ট হন, কিন্তু সজ্জাতি প্রভৃতির দ্বারা নহে, এবং যেহেতু আপনার সম্মাননা নিজের প্রতিই ফলবান্ হয়, 'তস্মাৎ'—অতএব আমি নীচ হইলেও আপনার মহিমা বর্ণন করিব। 'যেন'—যেহেতু আপনার মহিমা বর্ণনের দ্বারা (স্তুতির দ্বারা) 'গুণবিসর্গং'—সংসাররূপ ব্যাধিতে (অর্থাৎ অজ্ঞানময় সংসারে) পতিত জীব 'পূয়েত'—শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ তাহা হইতে মুক্ত হয়, এই অর্থ ॥ ১২ ॥

———

সর্ব্বে হ্যমী বিধিকরাস্তব সত্ত্বধাম্নো
ব্রহ্মাদয়ো বয়মিবেশ নচোদ্বিজন্তঃ।
ক্ষেমায় ভূতয় উতাত্মসুখায় চাস্য
বিক্রীড়িতং ভগবতো রুচিরাবতারৈঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, উদ্বিজন্তঃ (ত্বৎকোপাৎ

ভ্রস্যন্তঃ) অমী সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়ঃ সত্ত্বধাম্নঃ (সত্ত্বমূর্ত্তেঃ) তব বিধিকরাঃ হি (ত্বন্নিয়োগকর্ত্তারঃ ভক্তাঃ এব) ন চ বয়ম্ ইব (অসুরাঃ ইব বৈরভাবেন ন এতে ভক্তাঃ কিন্তু শ্রদ্ধয়া এব) ভগবতঃ (তব) রুচিরাবতারৈঃ (রুচিরৈঃ মনোজ্ঞৈঃ অবতারৈঃ যৎ) বিক্রীড়িতং (তৎ) অস্য (বিশ্বস্য) ক্ষেমায় (লব্ধাপরিপালনায়) ভূতয়ে (অলব্ধলাভায়) উত (অপি) আত্মসুখায় চ (স্বলীলানুভবসুখদানায় ন তু ভয়োৎপাদনায় ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ, শঙ্কিত এই ব্রহ্মাদি দেবগণ সত্ত্বমূর্ত্তি আপনারই আজ্ঞানুবর্ত্তী, অস্মদ্দৃশ নহেন। আপনার এই মনোজ্ঞ অবতারে বিবিধ লীলা জগতের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত অথবা আত্মসুখার্থ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—বয়মসুরা এবাস্মিন্ জগত্যভক্তা মন্দভাগ্যা অন্যে তু সর্ব্বে তব ভক্তা ভূরিভাগা এবেত্যাহ,—সর্ব্বে বিধিকরাস্তন্নিয়োগকর্ত্তারো দাসা এব নচ বয়মসুরা ইব বৈরভাববত্ত্বাদুদ্বিজন্তঃ স্বতো ভীতাঃ। অতোহস্য স্বভক্তরূপস্য বিশ্বস্য ক্ষেমায় ভূতয়ে সম্পত্ত্যৈ চ উত আত্মনঃ স্বস্য চ সুখার্থং তবেদমসুরবধাদি বিক্রীড়িতং ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমরা অসুরগণই এই জগতে অভক্ত এবং ভাগ্যহীন, কিন্তু অপর সকলে আপনার ভক্ত এবং পরম সৌভাগ্যবান্, ইহা বলিতেছেন—'সর্ব্বে' ইত্যাদি, এই সকল ব্রহ্মাদি দেবগণ 'বিধিকরাঃ'—আপনার নিয়োগকর্ত্তা দাসই, কিন্তু অসুরগণ আমাদের ন্যায় বৈরভাব যুক্তহেতু স্বাভাবিক ভীত নহেন। অতএব এই স্বভক্তরূপ বিশ্বের মঙ্গল এবং সম্পত্তির নিমিত্ত, অথবা নিজের সুখের জন্য আপনার এই অসুর বধাদি লীলা হইয়া থাকে (অর্থাৎ আপনার ভক্তগণের সমীপে মনোহর অবতার লীলার প্রকাশ বিশ্বের মঙ্গলের নিমিত্ত, ভয়ের জন্য নহে, এই ভাব।) ॥ ১৩ ॥

তদ্যচ্ছ মন্যুমসুরশ্চ হতস্ত্বয়াদ্য
মোদেত সাধুরপি বৃশ্চিকসর্পহত্যা।
লোকাশ্চ নির্ব্বৃতিমিতাঃ প্রতিযন্তি সর্ব্বে
রূপং নৃসিংহ বিভয়ায় জনাঃ স্মরন্তি ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ এষাং ব্রহ্মাদীনাং ভয়পরিহারায়) মন্যুং (ক্রোধং) যচ্ছ (উপসংহর)। (মদর্থম্ অয়ং মন্যুঃ সঃ) অসুরঃ চ (হিরণ্যকশিপুঃ চ) ত্বয়া অদ্য (সাধুনাং সন্তোষার্থং) হতঃ (এব অতঃপরং ক্রোধেন কার্য্য ভাবাৎ তং ক্রোধং নিযচ্ছ) বৃশ্চিকসর্পহত্যা (যথা বৃশ্চিকসর্পাদেঃ পরোপদ্রবকারিণঃ অন্যতঃ এব জাতয়াহত্যাবধেন তস্যৈব তদ্ভদ্রং জাতমিতি) সাধুঃ অপি মোদেত (এব ভয়নিবৃত্ত্যা সাধোঃ অপি মোদঃ ভবতি তথা অস্য অসুরস্য বধেনাপি ইত্যর্থঃ অতঃ) সর্ব্বে (অপি) লোকাঃ নির্ব্বৃতিম্ ইতাঃ চ (সুখং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ) প্রতিযন্তি (ক্রোধোপসংহারঃ প্রতীক্ষন্তে), হে নৃসিংহ, বিভয়ায় (ইতঃ অগ্রে ভয়নিবৃত্তয়ে তব ইদং) রূপং জনাঃ স্মরন্তি (স্মরিষ্যন্তি।) (অতঃ এতদ্রূপস্মরণাৎ এব ভয়নিবৃত্তেঃ ন মনুধারণেন তব কৃত্যমস্তীত্যর্থঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অতএব আপনি ক্রোধের উপসংহার করুন, আপনাকর্ত্তৃক অসুর নিহত হইয়াছে। সাধুগণ বৃশ্চিক ও সর্পাদি-হননজন্য আনন্দবৎ হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সকলে সুখ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যয় লাভ করিয়াছে; হে নৃসিংহ, লোকেরা ভয় নিবৃত্তির জন্য আপনার এই নৃসিংহরূপ স্মরণ করিবে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মাদ্বিশ্বস্য ক্ষেমাদ্যভূৎ তস্মান্মন্যুং যচ্ছ দূরীকুরু। ননু পরদুঃখেন সুখিত্বাৎ কথমস্য বিশ্বস্য সাধুত্বং তত্রাহ,—সাধুরপি পরোদ্বেজকবৃশ্চিক-সর্পাদীনাং হত্যয়া হিংসয়া অন্য-কৃতয়া মোদেতেতি বিধের্নাসাধুত্বমিত্যর্থঃ। প্রতিযন্তি তব দুষ্টনিগ্রহ-শিষ্টপালন-কর্ত্তৃত্বে প্রতীতিং প্রাপ্নুবন্তি। ন চাতঃপরং তবৈতাদৃশাবতারাপেক্ষাপীত্যাহ,—হে নৃসিংহ, তব রূপমেবেদং বিভয়ায় ভয়াভাবায় স্মরন্তি। তবৈতদ্রূপস্মরণেনৈবাতঃ পরং ভীতাঃ অসুরা নঙ্ক্ষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্'—যেহেতু বিশ্বের মঙ্গলাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, অতএব আপনি 'মন্যুং যচ্ছ'—ক্রোধের উপসংহার করুন। যদি বলেন—পরের দুঃখে সুখী হওয়ায়, কি প্রকারে এই বিশ্বের সাধুত্ব? তাহাতে বলিতেছেন—'সাধুঃ অপি' পরের উপদ্রবকারী বৃশ্চিক, সর্পাদি অন্যের দ্বারা নিহত হইলে, (ভালই হইল মনে করিয়া) সাধুগণও

আনন্দিত হন, এই নিয়ম অনুসারে এই সকলের অসাধুত্ব নয়, এই অর্থ। 'প্রতিযন্তি'—আপনার দুষ্টনিগ্রহ এবং শিষ্টপালন কর্তৃত্বে সকলে প্রত্যয় লাভ করিয়াছে, (তাহারা এখন আপনার ক্রোধ পরিত্যাগ করিবার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে)। অতঃপর আপনার এতাদৃশ অবতারের কোন অপেক্ষা নাই, ইহা বলিতেছেন—হে নৃসিংহ! আপনার এই রূপই 'বিভয়ায়'—ভয়ের অভাবের নিমিত্ত লোকে স্মরণ করিবে (অর্থাৎ আপনার এইরূপ স্মরণেই সকলের ভয় দূর হইয়া যাইবে)। আপনার এতাদৃশ রূপের স্মরণমাত্রেই অতঃপর ভীত হইয়া অসুরগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে—এই ভাব। (অতএব এই ক্রোধমূর্তি ধারণ করিয়া থাকার কোনও প্রয়োজন নাই, আপনি ক্রোধ ত্যাগ করুন।) ॥ ১৪ ॥

———

নাহং বিভেম্যজিত তেঽতিভয়ানকাস্য-
জিহ্বার্কনেত্রভ্রুকুটীরভসোগ্রদংষ্ট্রাৎ।
আন্ত্রস্রজঃ ক্ষতজকেশরশঙ্কুকর্ণা-
ন্নির্হ্রাদভীতদিগিভাদরিভিন্নখাগ্রাৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অজিত, তে (তব) অতিভয়ানকাস্যজিহ্বার্কনেত্রভ্রূকুটীরভসোগ্রদংষ্ট্রাৎ (আস্যঞ্চ জিহ্বা চ অর্কসদৃশনেত্রাণি চ ভ্রূকুটীনাং রভসঃ আটোপশ্চ উগ্রাঃ দংষ্ট্রাশ্চ অতিভয়ানকানি এতানি যস্মিন্ তস্মাৎ) আন্ত্রস্রজঃ (অন্ত্রময্যঃ স্রজঃ যস্মিন্ তদান্ত্রস্রক্ তস্মাৎ) ক্ষতজকেশর শঙ্কুকর্ণাৎ (ক্ষতজাক্তাঃ কেশরাঃ যস্মিন্ শঙ্কুবদুন্নতৌ স্তব্ধৌ কর্ণৌ যস্মিন্ তচ্চ তস্মাৎ) নির্হ্রাদভীতদিগিভাৎ (নির্হ্রাদেন যস্মিন্ তচ্চ তস্মাৎ) নির্হ্রাদভীতদিগিভাৎ (নিহ্রাদেন ভীষণ নিনাদেন ভীতাঃ দিগিভাঃ দিগ্‌দন্তিনঃ যস্মাৎ) অরিভিন্নখাগ্রাৎ (অরীন্ ভিন্দন্তীতি অরিভিন্দি তানি নখাগ্রাণি যস্মিন্ এবম্ভূতাৎ অপি তে রূপাৎ) অহং ন বিভেমি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে অজিত, আপনার অতিভয়ানক মুখ, জিহ্বা, অর্কসদৃশ নেত্র, ভ্রূকুটি ভঙ্গি, তীক্ষ্ণ-দন্ত-সমূহ, অন্ত্রমাল্য, শোণিতাক্ত কেশর, উন্নত কর্ণ, গর্জ্জনফলে ত্রস্তদিগ্‌গজগণের পলায়ন ও শত্রুনাশক নখাগ্র হইতে আমি ভীত হইতেছি না ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অসুরজাতিত্বেঽপ্যন্যেষামসুরাণামিব ত্বত্তো ন মে ভয়মিত্যাহ,—নাহমিতি। তেঽস্মদ্রূপাদহং ন বিভেমি। কীদৃশাৎ? অতি ভয়ানকং আস্যং জিহ্বা, অর্কতুল্য-নেত্রাণি ভ্রূকুট্যা রভস আটোপঃ উগ্রদংষ্ট্রা চ যত্র তস্মাৎ, অন্ত্রময্যঃ স্রজো যত্র তদান্ত্রস্রক্ তস্মাৎ। ক্ষতজাক্তাঃ কেশরাঃ যস্মিন্, শঙ্কুবদুন্নতৌ স্তব্ধৌ কর্ণৌ যস্মিন্, তচ্চ তচ্চ তস্মাৎ। নির্হ্রাদেন ভীতা দিগিভা যস্মাৎ। অরীন্ ভিন্দন্তীত্যরিভিন্দিতানি নখাগ্রাণি যস্মিন্ তস্মাৎ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অসুরজাতি হইলেও অন্যান্য অসুরের ন্যায় তোমা হইতে আমার ভয় নাই, ইহা বলিতেছেন—'নাহং বিভেমি' ইত্যাদি, তোমার এই রূপ হইতে আমি ভীত নই। কিপ্রকার রূপ হইতে? তাহা বলিতেছেন, অতি ভয়ানক বদন ও জিহ্বা, সূর্য্যসদৃশ নেত্র ভ্রূকুটীসমূহের আটোপ, তীক্ষ্ণ দন্তসমূহ, গলায় অন্ত্রমালা, কর্ণ ও কেশর রক্তমাখা দণ্ডায়মান (উন্নত), গর্জ্জনে দিক্‌হস্তীসকল ভীত হইয়া পলায়নপর, এবং শত্রুগনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণকারক তোমার নখাগ্র হইতে আমার ভয় হয় নাই ॥ ১৫ ॥

———

ত্রস্তোঽস্ম্যহং কৃপণবৎসল দুঃসহোগ্র-
সংসারচক্রকদনাৎ গ্রসতাং প্রণীতঃ।
বদ্ধঃ স্বকর্ম্মভিরুশত্তম তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রীতোঽপবর্গশরণং হ্বয়সে কদা নু ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কৃপণবৎসল, (হে) উশত্তম, (হে শ্রেষ্ঠ,) গ্রসতাং (হিংস্রাণামসুরাণাং ত্বন্নিন্দকানাং মধ্যে অথবা আত্মপরমাত্ম-স্মৃতিনাশকানামিন্দ্রিয়াণাম্ অন্যোন্যঘাতিনাং বদ্ধজীবানাং বা মধ্যে) প্রণীতঃ (ত্বয়া নিক্ষিপ্তঃ) স্বকর্ম্মভির্বদ্ধঃ (চ) অহং দুঃসহোগ্রসংসার-চক্রকদনাৎ (দুঃসহং যদুগ্রং সাংসারচক্রে কদনং দুঃখং তস্মাৎ) ত্রস্তঃ অস্মি, (অতঃ ত্বং) প্রীতঃ সন্, অপবর্গশরণং (অপবর্গস্য সংসারদুঃখনিবর্ত্তকস্য মোক্ষস্য শরণম্ আশ্রয়ভূতং) তে (তব) অঙ্ঘ্রিমূলং (চরণকমলং প্রতি) কদা নু (মাং) হ্বয়সে (আহ্বয়িষ্যসি কদা তবাভয়পাদপদ্মমূলং মাং প্রাপয়িষ্যসি)? ১৬ ॥

অনুবাদ—হে কৃপণবৎসল, হে উশত্তম, স্বকর্ম্ম-বদ্ধ আমি আপনাকর্ত্তৃক অসুরগণের মধ্যে নিক্ষিপ্ত

হইয়া দুঃসহ সংসার-চক্রে ভীত হইতেছি। আপনি কবে প্রসন্ন হইয়া আপনার মোক্ষাশ্রয় পাদমূলে আমাকে আহ্বান করিবেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিন্তু ত্বদ্বৈমুখ্যপ্রদায়কদুঃসঙ্গাদিভ্য এব ভীতোঽস্মীত্যাহ,—ত্রস্তোঽস্মীতি। দুঃসহং যত্ত্বন্নিন্দা-দ্বেষাদি-ময়ত্বাদুগ্রং সংসারচক্রকদনং তস্মাদেব ত্রস্তোঽস্মি, ন তু সাধারণ-সংসারাদিতি প্রহলাদা-ভিপ্রায়ো ব্যাখ্যেয়ঃ। 'নৈবোদ্বিজে পরদুরত্যয়বৈত-রণ্যাস্ত্বদ্বীর্য্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্ত' ইত্যগ্রিম-তদুক্তেঃ। যতঃ গ্রসতাং ত্বদ্ভক্তং মাং ভক্ষিতুমিবেচ্ছতামসুরাণাং মধ্যে প্রণীতো নিক্ষিপ্তঃ। ননু ত্বং কিং ময়া নিক্ষিপ্ত-স্তত্র নহি নহীত্যাহ,—বদ্ধঃ সন্ স্বকর্ম্মভিরেব। তস্মাৎ কদানু প্রীতঃ সন্ অপবর্গভূতং শরণং তবাঙ্ঘ্রিকমলং প্রতি হ্বয়সে পাদসম্বাহনার্থং মামাহ্বাস্যসি ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু তোমার বৈমুখ্যপ্রদায়ক দুঃসঙ্গাদি হইতেই আমি ভীত হইয়াছি, ইহা বলি-তেছেন—'ত্রস্তঃ অস্মি' ইত্যাদি। দুঃসহ যে তোমার নিন্দা দ্বেষাদিময়ত্বহেতু উগ্র সংসারচক্রে কদন বলিতে দুঃখ, তাহা হইতে আমি ত্রস্ত হইয়াছি, কিন্তু সাধারণ সংসার হইতে নহে,—এরূপ প্রহলাদের অভিপ্রায় অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, কারণ পরবর্ত্তী বাক্যে বলিবেন—"নৈবোদ্বিজে" (৪৩ শ্লোক) ইত্যাদি, অর্থাৎ, তোমার গুণগানরূপ অমৃতহ্রদে মগ্নচিত্ত আমি দুষ্পার ভববৈতরণী নদী পার হইবার জন্য উদ্বিগ্ন নহি। যেহেতু 'গ্রসতাং প্রণীতঃ'—তোমার ভক্ত আমাকে ভক্ষণের নিমিত্তই যেন অভিলাষী অসুর-গণের মধ্যে আমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। যদি বলেন—দেখ, তোমাকে কি আমি নিক্ষেপ করিয়াছি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—না, না, আমি নিজ কর্ম্মফলেই বদ্ধ হইয়াছি। অতএব কবে প্রীত হইয়া 'অপবর্গ-শরণং'—অপবর্গস্বরূপ শরণ্য তোমার চরণকমলে আমাকে আহ্বান করিবে, অর্থাৎ পাদসম্বাহনের নিমিত্ত আমাকে ডাকিবে? ॥ ১৬ ॥

———

যস্মাৎ প্রিয়াপ্রিয়বিয়োগসংযোগজন্ম-
শোকাগ্নিনা সকলযোনিষু দহ্যমানঃ।
দুঃখৌষধং তদপি দুঃখমতদ্ধিয়াহং
ভূমন্ ভ্রমামি বদ মে তব দাস্যযোগম্ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভূমন্, যস্মাৎ প্রিয়াপ্রিয়বিয়োগ-সংযোগজন্মশোকাগ্নিনা (প্রিয়ৈঃ অপ্রিয়ৈশ্চ সহ যথা-সংখ্যং কর্ম্মবশাৎ বিয়োগসংযোগাভ্যাং জন্ম যস্য তেন শোকাগ্নিনা) সকলযোনিষু (দেবাদিযোনিষু অপি) অহং দহ্যমানঃ (অতীব দুঃখিতঃ অস্মি) দুঃখৌষধম্ (অত্র দুঃখস্য ঔষধং প্রতিকারাত্মকং লৌকিকং ধনোপার্জ্জনাদিকং বৈদিকং চ প্রায়শ্চিত্তযজ্ঞানুষ্ঠানা-দিকং চ যৎ যৎ ভবতি) তৎ অপি দুঃখং (সর্ব্বং দুঃখাত্মমেব)। অতদ্ধিয়া (এবমপি দেহাদৌ আত্মাভি-মানেন) ভ্রমামি (মুহ্যামি চ তস্মাৎ) তব দাস্যযোগং (সর্ব্বকারণদুঃখসংসারনিবর্ত্তকং দাস্যরূপং যোগং নিস্তারোপায়ং) মে (মহ্যং) বদ (ব্রূহি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে ভূমন্, সকল যোনিতেই প্রিয় ও অপ্রিয় সংযোগ ও বিয়োগহেতু-জাত শোকানলে দগ্ধ হইয়া দুঃখের প্রতীকারস্বরূপ অন্য দুঃখ উপস্থিত হইলেও দেহাভিমানে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছি, অতএব আপনার দাস্যোপায় বলিতে আজ্ঞা হউক ॥১৭

বিশ্বনাথ—ননু মদঙ্ঘ্রিসেবয়া কিং করিষ্যসি? পৈতৃকং ত্রিজগদৈশ্বর্য্যসুখং তাবৎ ভুঙ্ক্ষেত্যত আহ,—যস্মাৎ প্রিয়ৈরপ্রিয়ৈশ্চ যথাসংখ্যং বিয়োগসংযোগাভ্যাং জন্ম যস্য তেন শোকাগ্নিনা সকলযোনিষ্বিতি রাজ-দেহেঽপি তাদৃশশোকাগ্নিদাহস্য নাসম্ভাব ইতি ভাবঃ। ননু শোকাগ্নেঃ প্রতীকারা অপি বহবো বর্ত্তন্ত ইত্যত আহ,—দুঃখস্যৌষধং প্রতীকারস্তদপি দুঃখমেব। তদপি অতদ্ধিয়া অদুঃখবুদ্ধ্যৈব শূকরাদিযোনাবপ্যহং সুখীতি বুদ্ধ্যৈব ভ্রমামি, অতস্তব দাস্যস্য যোগমুপায়ং বদ, কেনোপায়েন তব দাস্যং প্রাপ্নুয়াম্? তত্ত্ব-মেবোপদিশ, ত্বদ্দাস্যবত্ত্বে সতি নানাযোনিগতস্যাপি ন মে কিমপি দুঃখমিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, আমার চরণসেবার দ্বারা কি লাভ করিবে? বরং পৈতৃক ত্রিজগতের ঐশ্বর্য্য উপভোগ কর। ইহাতে বলিতেছেন—'যস্মাৎ', যেহেতু সকল যোনিতেই প্রিয়জনের সহিত বিয়োগ এবং অপ্রিয়জনের সহিত সংযোগরূপ শোকানলের দ্বারা দগ্ধ হইতে হয়। 'সকলযোনিষু'—ইহা বলায় রাজদেহেও তাদৃশ শোকাগ্নির দ্বারা দাহের

অভাব নাই, এই ভাব। যদি বলেন—দেখ, শোকাগ্নির প্রতীকারও বহু রহিয়াছে, ইহাতে বলিতেছেন—'দুঃখৌষধং'—দুঃখের ঔষধ, অর্থাৎ প্রতীকার, তাহাও দুঃখই। তাহাও 'অতদ্ধিয়া'—অদুঃখ অর্থাৎ সুখ-বুদ্ধিতেই শূকরাদি যোনিতেও 'আমি সুখী'—এইরূপ বুদ্ধিতে ভ্রমণ করিয়া থাকি, অতএব তোমার 'দাস্যযোগং'—দাস্যের যোগ বলিতে উপায় বল, অর্থাৎ কি উপায়ে তোমার দাস্য লাভ করিতে পারি, তাহা তুমিই উপদেশ কর। তোমার দাস্য প্রাপ্ত হইয়া নানাযোনিতে গমন করিলেও আমার কোন দুঃখ নাই, এই ভাব ॥ ১৭ ॥

সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃসিংহ, সঃ (ত্বয়া অনুগৃহীতঃ তদ্দাসঃ) অহং তে (তব) পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ (পদযুগং পদযুগলমেবালয়ঃ নিবাসস্থানং যেষাং ভক্তানাং তে এব হংসাঃ সারাসারবিবেকিনঃ তৈঃ সহ সঙ্গঃ যস্য তাদৃশঃ অহং) গুণবিপ্রমুক্তঃ (গুণৈঃ রাগাদিভিঃ বিশেষেণ প্রমুক্তঃ সন্), প্রিয়স্য সুহৃদঃ (পরমবন্ধোঃ) পরদেবতায়াঃ (পরমেশ্বরস্য) তব বিরিঞ্চগীতাঃ (বিরিঞ্চেন ব্রহ্মণা গীতাঃ তৎসম্প্রদায়প্রবৃত্তাঃ) লীলাকথাঃ অনুগৃণন্ (বর্ণয়ন্) দুর্গাণি (উপায়ান্তরসহস্রৈরপ্যনিবর্ত্তনীয়ানি মহাদুঃখানি) অঞ্জঃ (অঞ্জসা অনায়াসেন) তিতর্ম্মি (তরামি ন গণয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥১৮

অনুবাদ—হে নৃসিংহ, দাস আমি আপনার পাদনিলয়স্থ ব্যক্তির সঙ্গক্রমে রাগাদিমুক্ত হইয়া প্রিয়সুহৃৎ ও পরমদেবতা ব্রহ্মসম্প্রদায়-প্রবর্তিত আপনার লীলাকথা বর্ণনাপূর্ব্বক সুমহৎ দুঃখসকল অনায়াসে উত্তীর্ণ হইব ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মদ্দাস্যে বর্ত্তমানেঽপি ত্বয়া প্রস্তুতসাংসারিকদুঃখস্যৌষধমন্যদন্বেষ্টব্যমেবেতি তত্র সাটোপং সপ্রগল্ভাস্ফোটঞ্চাহ, সোঽহং ত্বদনন্যভক্তঃ শ্রীনারদভৃত্যত্বেন প্রসিদ্ধঃ প্রহ্লাদোঽহমন্য ইব ন জ্ঞানকর্ম্মাদিকং স্বপ্নেঽপ্যঙ্গীকরোমীতি ভাবঃ। তব লীলাকথা গৃণন্, কীর্ত্তয়ন্নেব গুণবিপ্রমুক্তো গুণাতীত ইতি যদ্যহং গুণাতীতোঽভূবং তদা মে কুতঃ প্রস্তুতদুঃখং দুঃখৌষধং বেতি ভাবঃ। ননু গুণাতীতস্য ভক্তস্যাপি দুঃখানি দৃশ্যন্তে তত্রাহ,—দুর্গাণি, ত্বদ্বিরহসন্তাপান্ অঞ্জঃ শীঘ্রং তিতর্মি অতিশয়েন তরামীতি ত্বৎসাক্ষাৎসেবাপ্রাপ্তাবপি ত্বৎকীর্ত্তনপ্রসাদান্মে নাতিবিলম্বো ভাবীতি ভাবঃ। ত্বৎপদযুগস্য কমলত্বাৎ তদালয়ৈর্হংসৈস্তৎপার্ষদৈর্মাং নেতুমাগচ্ছদ্ভিঃ সহ সঙ্গো যস্য সঃ। বিরিঞ্চগীতা ইতি কথানাং প্রামাণ্যং, ন চ ত্বৎকথা-কীর্ত্তনে কেষামপি শ্রম ইত্যাহ,—প্রিয়স্য উজ্জ্বলভক্তানাং কান্তস্য সুহৃদঃ সখ্যভক্তানাং সখ্যুঃ পরদেবতায়াঃ দাস্যভক্তানাং মদ্বিধানাং প্রভোঃ ॥১৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, আমার দাস্যভাব লাভ করিলেও প্রকৃত সাংসারিক দুঃখের অন্য ঔষধ তোমার অন্বেষণ করা উচিত, ইহার উত্তরে গর্ব্বভরে সোৎসাহে স্পষ্টরূপে বলিতেছেন—'সোঽহং', সেই আমি তোমার অনন্যভক্ত, দেবর্ষি শ্রীনারদের ভৃত্যরূপে প্রসিদ্ধ প্রহলাদ আমি, অন্যের ন্যায় জ্ঞান বা কর্ম্মাদি স্বপ্নেও অঙ্গীকার করিতে পারি না, এই ভাব। 'তব লীলাকথাঃ গৃণন্'—তোমার লীলাকথা কীর্ত্তন করিয়াই, 'গুণ বিপ্রমুক্তঃ'—রাগাদি গুণ হইতে বিশেষরূপে প্রমুক্ত হইব, অর্থাৎ গুণাতীত হইব। যদি আমি গুণাতীত হই, তাহা হইলে আমার কিপ্রকারে প্রকৃত দুঃখ, আর সেই দুঃখের ঔষধই বা কি ?—এই ভাব। যদি বলেন—দেখ, গুণাতীত ভক্তেরও দুঃখসমূহ দেখা যায়, তাহাতে বলিতেছেন—'দুর্গাণি'—অনিবর্ত্তনীয় মহাদুঃখসমূহ, অর্থাৎ তোমার বিরহজনিত সন্তাপ, 'অঞ্জঃ'—অতি শীঘ্রই, 'তিতর্ম্মি'—অতিশয়রূপে উত্তীর্ণ হইব, ইহা বলায়, তোমার সাক্ষাৎ সেবা প্রাপ্তিতেও তোমার কীর্ত্তন-প্রসাদেই (অর্থাৎ তোমার লীলাকথা উচ্চারণের ফলেই) অতি বিলম্ব হইবে না—এই ভাব। 'তে পদযুগালয়-হংস-সঙ্গঃ' তোমার পদযুগলের কমলত্বহেতু, তাহাই আলয় বলিতে বাসস্থান যাহাদের, সেরূপ হংসগণের (অর্থাৎ সারাসার-বিবেকী ভক্তগণের সঙ্গবশতঃ), অর্থাৎ আমাকে লইবার জন্য আগমনকারী তোমার পার্ষদগণের সহিত সঙ্গ যাহার, সেইরূপ আমি (অনায়াসে দুঃখসকল উত্তীর্ণ হইব)।

'বিরিঞ্চগীতাঃ'—ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক পরম্পরা-ক্রমে কীর্ত্তিত, ইহা বলায় কথাসকলের প্রামাণ্য উক্ত হইল এবং তোমার কথা কীর্ত্তনে কাহারও শ্রম নাই, ইহা বলিতেছেন—'প্রিয়স্য'—মধুররসের ভক্তগণের নিকট যিনি কান্ত, 'সুহৃদঃ'—সখ্যভক্তগণের যিনি সখা, 'পরদেবতায়াঃ'—আমাদের ন্যায় দাসভাবের ভক্তগণের যিনি প্রভু, (সেই তোমার লীলাকথা কীর্ত্তন করিয়া অনায়াসে আমরা দুঃখসকল অতি-ক্রম করিব।) ॥ ১৮ ॥

———

বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ
নার্ত্তস্য চাগদমুদন্বতি মজ্জতো নৌঃ।
তপ্তস্য তৎপ্রতিবিধির্য ইহাঞ্জসেষ্ট-
স্তাবদ্বিভো তনুভৃতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃসিংহ, (হে) বিভো, ইহ বালস্য পিতরৌ (মাতাপিতরৌ) শরণং (রক্ষকৌ) ন (ভবতঃ। যতঃ তাভ্যাং পাল্যমানস্যাপি তস্য দুঃখদর্শনাৎ। কুচিৎ অজীগর্ত্তাদিষু তাভ্যামেব তদ্বধার্থং তদ্বিক্রয়-দর্শনাৎ এবম্)। আর্ত্তস্য (রোগিণঃ) অগদম্ (ঔষধং শরণং ন। যতঃ কৃতে অপি ঔষধে মৃত্যুদর্শনাৎ ঔষধাদেব কুচিৎ রোগবৃদ্ধিদর্শনাৎ চ এবমপি) উদ-ন্বতি (সমুদ্রে) মজ্জতঃ (পুংসঃ) নৌঃ (শরণং) ন (যতঃ কদাচিৎ তয়া সহিতস্যাপি মজ্জনদর্শনাৎ অতঃ) তপ্তস্য (দুঃখিতস্য জনস্য) তৎপ্রতিবিধিঃ (তস্য দুঃখস্য প্রতিকারঃ নিবর্ত্তকঃ) ইহ (লোকে) যঃ তাবৎ ইষ্টঃ (সম্মতঃ সঃ) ত্বদুপেক্ষিতানাং তনুভৃতাং (প্রাণিনাং কিম্) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ নিবর্ত্তকঃ ভবতি, ন ভবত্যেব কিন্তু ক্ষণমাত্রমেব নত্বাত্যন্তিকঃ অতঃ কেবলং ত্বৎ-কৃপা এব নির্ভয়া ইতি হেতোঃ ত্বমেব শরণং নান্যঃ ইতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে নৃসিংহ, হে বিভো, আপনার উপে-ক্ষিত সন্তপ্ত দেহিগণের অভিলষিত প্রতীকার ক্ষণিক মাত্র। মাতাপিতা বালকের, ঔষধ পীড়িতের, তরণী সমুদ্রে নিমজ্জমানের রক্ষক নহে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ দুঃখস্য প্রতীকারা অপি ত্বাং বিনা ফলন্তীত্যাহ,—বালস্য পিতরৌ শরণং রক্ষকা-বিহ ন ভবতঃ। তাভ্যাং পাল্যমানস্যাপি তস্য দুঃখ-দর্শনাৎ কুচিদাজীগর্ত্তাদিষু তাভ্যামেব তদ্বধদর্শনাচ্চ। ন চার্ত্তস্য রোগিণঃ অগদমৌষধং শরণং, কৃতেঽপ্যৌষধে মৃত্যুদর্শনাৎ। ন চ উদন্বতি সমুদ্রে মজ্জতঃ পুংসঃ নৌঃ শরণং, তয়া সহৈব মজ্জনদর্শনাৎ। অত-স্তপ্তস্য দুঃখিনস্তৎপ্রতিবিধির্দুঃখপ্রতিকারো য ইহ ইষ্টঃ স ত্বদুপেক্ষিতানাং ত্বদিচ্ছয়া অবিষয়ীভূতানাং জনানাং নেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। তাবদিতি—বাক্যা-লঙ্কারে ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুঃখের প্রতীকারসকলও (দুঃখ দূর করিবার উপায়গুলিও) তোমা ব্যতীত সফল হয় না, ইহা বলিতেছেন—'বালস্য' ইত্যাদি, এই সংসারে মাতা-পিতা বালকের রক্ষক নহে, কারণ তাহাদের দ্বারা লালিতপালিত হইলেও তাহার দুঃখ দৃষ্ট হয়, আবার কখনও তাহাদের দ্বারাই বালকের বধ দৃষ্ট হয়, যেমন আজীগর্ত্ত প্রভৃতিতে। 'আর্ত্তস্য'—রোগীর ঔষধই রক্ষক, ইহা বলা চলে না, কারণ ঔষধ খাইয়াও অনেকের মৃত্যু ঘটে। 'উদন্বতি'—সমুদ্রে নিমজ্জমান পুরুষের নৌকা শরণ, ইহা বলা যায় না, কারণ নৌকার সহিতই অনেককে ডুবিয়া যাইতে হয়। 'তপ্তস্য'—অতএব দুঃখী জনের দুঃখ দূর করিবার যে সকল উপায় সংসারে প্রসিদ্ধ, তাহা 'ত্বদুপেক্ষিতানাং'—তোমার দ্বারা উপে-ক্ষিত, অর্থাৎ তোমার ইচ্ছার অবিষয়ীভূত জনের নিমিত্ত নহে। 'তাবৎ'—শব্দ এখানে বাক্যালঙ্কারে প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

———

যস্মিন্ যতো যর্হি যেন চ যস্য যস্মাদ্-
যস্মৈ যথা যদুত যস্ত্বপরঃ পরো বা।
ভাবঃ করোতি বিকরোতি পৃথক্স্বভাবঃ
সঞ্চোদিতস্তদখিলং ভবতঃ স্বরূপম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—পৃথক্ স্বভাবঃ (পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বরজ —আদিঃ স্বভাবঃ প্রকৃতিঃ যস্য সঃ) যঃ তু অপরঃ (অর্ব্বাচীনঃ পিত্রাদিঃ) পরঃ (ব্রহ্মাদির্বা) ভাবঃ (কর্ত্তা) যস্মিন্ (অধিকরণে), যতঃ (নিমিত্তাৎ), যর্হি (যস্মিন্ কালে), যেন চ (করণেন যেন চ কর্ত্তা বা) সঞ্চোদিতঃ (প্রেরিতঃ), যস্য (সম্বন্ধিনঃ), যস্মাৎ (অপাদানাৎ) যস্মৈ (সম্প্রদানায়), যথা

(যেন প্রকারেণ) উত (অপি চ) যৎ (ঈপ্সিততমং কর্ম্ম) করোতি (উৎপাদয়তি), বিকরোতি (রূপান্তরং নয়তি), তৎ অখিলম্ (তৎ সর্ব্বং কারকাদি) ভবতঃ (ভগবতঃ) স্বরূপম্ (এব ভবতি, ন পৃথক্) ॥২০॥

অনুবাদ—সত্ত্বাদিগুণসম্পন্ন যে পিত্রাদি কিম্বা ব্রহ্মাদি কর্ত্তা, যাহা দ্বারা নিয়োজিত হইয়া, যাহার নিমিত্ত, যে স্থানে, যে সময়ে, যাহা হইতে, যদুদ্দেশ্যে, যে প্রকারে যে কার্য্য করেন, কিম্বা রূপান্তর করেন, সে সমস্ত আপনারই স্বরূপ ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—কেষাঞ্চিদ্‌যঃ পিত্রাদিকো রক্ষকো দৃশ্যতে সোঽপি ত্বদ্রূপ এবেত্যাহ,—যস্মিন্নিতি। অপরোঽর্ব্বাচীনঃ জনঃ পরঃ প্রাচীনো ব্রহ্মাদির্বা। ভাবঃ কর্ত্তা কারকৈর্যৎ যৎ করোতি তৎ সর্ব্বং ভবতো মায়া-শক্তিযুক্তস্য স্বরূপং স্বীয়ং রূপমিত্যর্থঃ। যস্মিন্নধিকরণে, যতো নিমিত্তাৎ, যর্হি যস্মিন্ কালে, যেন করণেন, যেন হেতুনা, কর্ত্রা বা সঞ্চোদিতশ্চ, যস্য সম্বন্ধি, যস্মাদুপাদানাৎ, যস্মৈ সংপ্রদানায়, যদীপ্সিততমং যঃ কর্ত্তেত্যেবং সপ্তবিভক্ত্যর্থাঃ যথা যেন প্রকারেণ ইতি ক্রিয়াবিশেষণভূতানামব্যয়ানামর্থাঃ ত্বত্তো নির্গুণাৎ পৃথক্‌স্বভাবঃ সত্ত্বাদিপ্রকৃতিঃ করোতি উৎপাদয়তি, বিকরোতি রূপান্তরং নয়তি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কাহার কাহারও যে পিত্রাদি রক্ষক দৃষ্ট হয়, তাহাও আপনারই রূপ, ইহা বলিতেছেন—'যস্মিন্' ইত্যাদি। 'অপরঃ'—অর্ব্বাচীন জন, 'পরঃ'—বলিতে প্রাচীন ব্রহ্মাদি। ভাব অর্থাৎ কর্ত্তা যাহা যাহা করে, সেই সকল 'ভবতঃ স্বরূপং' —মায়াশক্তিযুক্ত আপনারই রূপবিশেষ, এই অর্থ। যে অধিকরণে, যে নিমিত্ত হইতে, যে কালে, যাহার দ্বারা, যে হেতু, প্রযোজ্য বা প্রযোজক কর্ত্তা, যাহার সম্বন্ধে, যে উপাদান হইতে, যাহাকে সম্প্রদানের নিমিত্ত, যে কর্ম্ম যে কর্ত্তা করে—এইরূপ সপ্ত বিভক্তির অর্থ দেখান হইল। 'যেন'—যে প্রকারে, ইহা ক্রিয়াবিশেষণরূপ অব্যয়ের অর্থ। নির্গুণ আপনা হইতে পৃথক্ স্বভাববিশিষ্ট সত্ত্বাদি-প্রকৃতি 'করোতি' —উৎপন্ন করে এবং 'বিকরোতি'—রূপান্তর ঘটায় (অর্থাৎ সর্ব্বকারক-রূপে আপনিই আছেন, এই ভাব।) ॥ ২০ ॥

মধ্ব—কর্ত্তৃকর্ম্মক্রিয়াদীনাং সত্ত্বাবৃত্তিস্তথৈব চ।
বিষ্ণ্বধীনং যতঃ সর্ব্বং সর্ব্বরূপস্তদুচ্যতে ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ২০ ॥

মায়া মনঃ সৃজতি কর্ম্মময়ং বলীয়ঃ
কালেন চোদিতগুণানুমতেন পুংসঃ।
ছন্দোময়ং যদজয়ার্পিতষোড়শারং
সংসারচক্রমজ কোঽতিতরেৎ ত্বদন্যঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—(হে) অজ, পুংসঃ (ত্বদংশস্য পুংসঃ) অনুমতেন (ঈক্ষণরূপেণ অনুগ্রহেণ প্রেরিতেন) কালেন চোদিতগুণা (চোদিতাঃ ক্ষোভিতাঃ গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ যস্যাঃ সা) মায়া (প্রকৃতিঃ) কর্ম্মময়ম্ (অনন্তকর্ম্ম-বাসনাবাসিতং কুর্ব্বদ্রূপং) বলীয়ঃ (দুর্জ্জয়ং) ছন্দোময়ং (বেদোক্তকর্ম্মপ্রধানঞ্চ) অজয়া অর্পিতষোড়-শারম্ (অজয়া জীবস্য অবিদ্যয়া তদ্‌ভাগার্থম্ অর্পিতাঃ ষোড়শ একাদশেন্দ্রিয়পঞ্চমহাভূতাত্মকাঃ অরাঃ চক্র-শলাকাঃ যস্মিন্ তৎ) যৎ সংসারচক্রং মনঃ (মনঃ-প্রধানং লিঙ্গশরীরং) সৃজতি, ত্বদন্যঃ (ত্বত্তঃ পৃথক্ স্থিতঃ বিমুখঃ) কঃ (পুমান্ তৎ) অতিতরেৎ (ন কঃ অপি ইত্যর্থঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে অজ, ত্বদীয় অংশভূত পুরুষকর্ত্তৃক অনুমিত কালপ্রেরিতা প্রকৃতি অনন্ত বাসনাময় বৈদিক কর্ম্মবহুল দুর্জ্জয় লিঙ্গদেহের সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার অনধীন কোন্ ব্যক্তি, সেই মায়া-নির্ম্মিত, ষোড়শ-বিকার, সংসারচক্রের হেতুকে অতিক্রম করিতে পারে ? ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যদাহমেব সর্ব্বরূপস্তর্হি সংসারোঽপ্যহমেব, কুতো মদ্রূপাৎ সংসারাদস্মাদ্বিমোক্তুমিচ্ছসীত্যত আহ, দ্বাভ্যাম্। মায়া ত্বদীয়-বহিরঙ্গা শক্তির্মনোম হৃদাদ্যাত্মকং লিঙ্গদেহং জীবস্যোপাধিং সৃজতি কর্ম্মাণি লৌকিকবৈদিকব্যাপারাস্তন্ময়ং বলীয়ো দুর্জ্জয়ম্। পুংসস্তদংশস্য অনুমতেন ঈক্ষণরূপেণ চোদিতাঃ ক্ষোভিতাঃ গুণা যস্যাঃ সা। ছন্দোময়ং বাসনাময়ং, ছন্দঃ পদ্যেঽভিলাষে চেত্যমরঃ। যদেব খল্বিদং সংসারচক্রং ভবেৎ। কীদৃশম্ ? অজয়া অবিদ্যয়া অর্পিতা ষোড়শ অরা বিকারা যস্মিংস্তচ্চ, তৎ কোঽতিতরেৎ ? ত্বদন্যঃ ত্বত্তঃ পৃথক্‌ভূতঃ ত্বাম-

ভজন্নিত্যর্থঃ। ত্বদনন্যভক্তস্তু তরেদেবেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—যখন আমিই সর্ব্বরূপ, তাহা হইলে সংসারও আমিই, কিজন্য মদ্রূপ এই সংসার হইতে বিমুক্তির ইচ্ছা করিতেছ ? ইহার উত্তরে দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—'মায়া' ইত্যাদি। তোমার বহিরঙ্গা শক্তি মায়া 'মনঃ সৃজতি'—মন বলিতে মহদাদিরূপ লিঙ্গ শরীর, যাহা জীবের উপাধি উৎপন্ন করে। উহা কর্ম্মময়, কর্ম্ম বলিতে লৌকিক ও বৈদিক ব্যাপারসমূহ, তন্ময় এবং 'বলীয়ঃ'—দুর্জ্জয় ঐ মন। 'পুংসঃ অনুমতেন'—তোমার অংশস্বরূপ পুরুষের ঈক্ষণরূপ অনুগ্রহে কালে মায়ার গুণ ক্ষোভিত হয়। 'ছন্দোময়'—বলিতে বাসনাময়, অমরকোষে বলা হইয়াছে—ছন্দঃ শব্দ পদ্য ও অভিলাষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'যদ্'—যাহা এই সংসার-চক্র, কিপ্রকার ? তাহাতে বলিতেছেন—'অজয়া অর্পিত-ষোড়শারং'—অবিদ্যার দ্বারা অর্পিত হইয়াছে—ষোড়শ অর (শলাকা) অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূতাত্মক বিকারসমূহ যাহাতে, সেই সংসার-চক্র কে অতিক্রম করিতে পারে ? 'ত্বদন্যঃ'—সংসারচক্রে পতিত মনকে তোমা হইতে পৃথক্ করিয়া অর্থাৎ তোমাকে ভজন না করিয়া (কে এই সংসার হইতে নিস্তার পাইতে পারে ?)। কিন্তু তোমার অনন্যভক্ত অবশ্যই উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, এই অর্থ ॥ ২১ ॥

মধ্ব—দশেন্দ্রিয়প্রাণমনোমূলং মন এব চ সংসার-চক্রম্ ॥ ২১ ॥

> **স ত্বং হি নিত্যবিজিতাত্মগুণঃ স্বধাম্না**
> **কালো বশীকৃতবিসৃজ্যবিসর্গশক্তিঃ।**
> **চক্রে বিসৃষ্টমজয়েশ্বর ষোড়শারে**
> **নিষ্পীড্যমানমুপকর্ষ বিভো প্রপন্নম্ ॥ ২২ ॥**

অন্বয়ঃ—হি (যস্মাৎ) সঃ (সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বেন স্বতন্ত্রতয়া প্রসিদ্ধঃ) স্বধাম্না (চিচ্ছক্ত্যা) নিত্যবিজিতাত্মগুণঃ (নিত্যং বিজিতাঃ দূরতঃ নিরস্তাঃ আত্মনঃ বুদ্ধেঃ গুণাঃ সুখদুঃখরাগলোভাদয়ঃ যেন সঃ) কালঃ (মায়াপ্রেরকঃ) বশীকৃতবিসৃজ্যবিসর্গশক্তিঃ (বশীকৃতাঃ বিসৃজ্যানাং কার্য্যাণাং বিসর্গাণাং সাধনানাঞ্চ শক্তয়ঃ যেন সঃ এবম্ভূতঃ) ত্বং (ভবসি, তস্মাৎ) হে ঈশ্বর, হে বিভো, অজয়া (অবিদ্যয়া) ষোড়শারে একাদশেন্দ্রিয়পঞ্চমহাভূতরূপষোড়শশলাকাযুক্তে) চক্রে (সংসারচক্রে) বিসৃষ্টং (পাতিতং) নিষ্পীড্য-মানম্ (ইক্ষুদণ্ডবন্নিষ্পীড্যমানং) প্রপন্নং (ত্বাং শরণাগতং মাম্) উপকর্ষ (সমীপং নয়) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তুমি স্বীয় চিচ্ছক্তি দ্বারা নিত্য বুদ্ধির গুণ জয়পূর্ব্বক কার্য্য-কারণ-শক্তিসমূহকে আয়ত্ত করিয়া কালস্বরূপ হইয়াছ ; হে অজেয় পরমেশ্বর, ষোড়শার চক্রে পরিত্যক্ত, নিষ্পেষিত, তোমার শরণাগত আমাকে তোমার নিকটে আকর্ষণ করিয়া লও ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—অতো মায়ায়াস্ত্বচ্ছক্তিত্বাত্তন্ময়ং সংসার-চক্রং যদ্যপি তদ্রূপং তদপি ত্বং স্বরূপশক্ত্যা তস্মাৎ পৃথগ্ভূত এব তস্মাদ্বিমোচ্য লোকমিমং স্বচরণান্তিকং নয়েত্যাহ,—স ত্বমিতি। যন্মায়া হি গুণময়ং জীবোপাধিং সৃজতি, স ত্বং স্বধাম্না স্বরূপশক্ত্যা বিজিতা আত্মগুণা বুদ্ধিগুণা যেন সঃ। যো গুণান্ ক্ষোভয়তি, স কালোঽপি ত্বং। অতএব বশীকৃতা বিসৃজ্যা মায়া-কার্য্যভূতা উপাধয়স্তেষু বিসর্গো নিঃক্ষেপঃ শক্তিরবিদ্যা চ যেন সঃ। অত ইক্ষুদণ্ডবন্নিষ্পীড্যমানং প্রপন্নং জনমুপকর্ষ সমীপং নয় ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব মায়া তোমার শক্তি বলিয়া তন্ময় এই মায়িক সংসারচক্র যদিও তোমারই, তথাপি তুমি স্বরূপশক্তির দ্বারা তাহা হইতে পৃথক্ই, অতএব আমাকে মুক্ত করিয়া তোমার চরণ-প্রান্তে টানিয়া লও, ইহা বলিতেছেন—'স ত্বম্' ইত্যাদি। যাঁহার মায়া গুণময় জীবোপাধি সৃষ্টি করে, সেই তুমি 'স্বধাম্না'—নিজের স্বরূপভূত শক্তির দ্বারা 'বিজিতাত্ম-গুণঃ'—বিজিত অর্থাৎ দূর হইতে নিরস্ত হইয়াছে 'আত্মগুণ' বলিতে বুদ্ধির ধর্ম্ম সুখ, দুঃখ, রাগাদি যাহা কর্ত্তৃক, তিনি। যিনি গুণ-সকলকে ক্ষুব্ধ করেন, সেই কালও তুমি। অতএব 'বশীকৃত-বিসৃজ্য-বিসর্গশক্তিঃ'—বশীকৃত হইয়াছে বিসৃজ্য বলিতে কার্য্য এবং বিসর্গ অর্থাৎ কারণ, তাহাদের শক্তিসমূহ যাঁহা কর্ত্তৃক, অর্থাৎ মায়ার কার্য্যভূত উপাধিসকল এবং তাহাতে নিক্ষিপ্ত অবিদ্যা-শক্তি যিনি বশীভূত করিয়াছেন। অতএব ইক্ষুদণ্ডের

মত নিষ্পীড়িত তোমার প্রপন্নজন আমাকে তোমার সমীপে আকর্ষণ করিয়া লও ॥ ২২ ॥

দৃষ্টা ময়া দিবি বিভোঽখিলধিষ্ণ্যপানা-
মায়ুঃ শ্রিয়ো বিভব ইচ্ছতি যান্ জনোঽয়ম্।
যেঽস্মৎপিতুঃ কুপিতহাসবিজৃম্ভিতভ্রূ-
বিস্ফূর্জিতেন লুলিতা স তু তে নিরস্তঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, অয়ং জনঃ (সংসারী মানবঃ) দিবি (স্বর্গে) যান্ (ভোগান্) ইচ্ছতি (অখিল-ধিষ্ণ্যপানাং (সর্ব্বলোকপালানাম্) আয়ুঃ, শ্রিয়ঃ (ভোগ্যভোগোপকরণাদিসমৃদ্ধয়ঃ) বিভবঃ (ত্রৈলোক্যা-ধিপত্যরূপম্ ঐশ্বর্য্যং তে আয়ুরাদয়ঃ ময়া) দৃষ্টাঃ, যে (আয়ুরাদয়ঃ) অস্মৎপিতুঃ কুপিতহাসবিজৃম্ভিত ভ্রূবিস্ফূর্জিতেন (কুপিতেন কোপেন যঃ হাসঃ তত্র বিজৃম্ভিতয়োঃ বিকৃতয়ো ভ্রুবো বিস্ফূর্জিতেন চেষ্টা-মাত্রেণ) লুলিতাঃ (বিলুলিতাঃ বিধ্বস্তাঃ), সঃ (অস্মৎ-পিতা অপি) তে (ত্বয়া) নিরস্তঃ (মারিতঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, লোকে যে স্বর্গস্থিত লোক-পালগণের যে আয়ু, সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্য কামনা করে, তাহা দেখিয়াছি। সেগুলি আমার ক্রুদ্ধপিতৃদেবের হাস্য সহিত বিকট ভ্রূকুটিতেই বিধ্বস্ত হইয়াছিল। সেই পিতৃদেবকে তুমি নিহত করিয়াছ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ ত্বাং বিনান্যং কমপ্যৈশ্বর্য্যবন্তং পশ্যামি যমহং প্রপদ্যেয়ং যো মাং সংসারাদুদ্ধ-রিষ্যতীত্যাহ,—দৃষ্টা ইতি। দিবিস্থানানখিললোক-পালানামায়ুরাদয়ো দৃষ্টাঃ শ্রিয়ো ধনসম্পদঃ বিভবঃ ঐশ্বর্য্যম্। যে ধিষ্ণ্যপাঃ, অস্মৎপিতুঃ কোপহাস-বিকৃতভ্রূভঙ্গমাত্রেণৈব বিধ্বস্তাঃ স চ ত্বয়া নিরস্ত,ইত্য-সাধারণপ্রভাবাদপি ত্বমেব পরমেশ্বর ইতি জানামীতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমাকে ভিন্ন অপর কোন ঐশ্বর্য্যশালীকে দেখি না, যাহার শরণ গ্রহণ করিতে পারি এবং যিনি আমাকে এই সংসার হইতে উদ্ধার করিবেন, ইহা বলিতেছেন—'দৃষ্টা' ইত্যাদি। দ্যুলোকস্থিত লোকপালগণের আয়ু, ধনসম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্যসমূহ আমি দেখিয়াছি। যে লোকপালগণ আমার পিতার কোপপূর্ণ হাস্যের সহিত বিকট ভ্রূকুটিমাত্রেই বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন, সেই আমার পিতাও তোমার নিকট নিরস্ত হইয়াছেন, এইপ্রকার অসাধারণ প্রভাব-হেতুই তুমিই পরমেশ্বর, ইহা বুঝি-লাম—এই ভাব ॥ ২৩ ॥

তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষোঽজ্ঞ
আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চ্যাৎ।
নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ
কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (তুচ্ছত্বেন নিশ্চিতত্বাৎ) অহং তনুভৃতাং (জীবানাম্) অমূঃ আশিষঃ (ভোগান্) অজ্ঞঃ তৎপরিপাকং বিদ্বান্ (আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবম্ ঐন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়ভোগ্যম্) আবিরিঞ্চ্যাৎ (ব্রহ্মণঃ ভোগমভিব্যাপ্য কিমপি) ন ইচ্ছামি, কালাত্মনা উরু-বিক্রমেণ তে (ত্বয়া) বিলুলিতান্ (বিধ্বস্তান্ অনিমা-দীন্ অপি)। মাং নিজভৃত্যপার্শ্বং (নিজভৃত্যানাং স্বসেবকানাং পার্শ্বং সমীপম্) উপনয় (প্রাপয়) ॥২৪॥

অনুবাদ—অতএব ভোগপরিণামবেত্তা আমি দেহিগণের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু আয়ু, ব্রহ্মাদিরও ভোগোপকরণ এবং কালরূপী অতীব বিক্রমশালী তোমাকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত অনিমাদি, সম্পদ্ ও সুখ ইচ্ছা করি না। হে পরমেশ্বর, তুমি আমাকে নিজেরই ভৃত্যগণের পার্শ্বে উপস্থাপিত কর ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ততঃ কিমত আহ,—তস্মাদিতি। যস্মান্মৎপিতা তাদৃশৈশ্বর্য্যসম্পত্তিমানপি নিরস্তস্তস্মা-দহং আশিষো ভোগান্ জ্ঞস্তৎপরিপাকং বিদ্বান্ ঐন্দ্রিয়ং ইন্দ্রিয়ৈর্ভোগ্যং আবিরিঞ্চ্যাৎ ব্রহ্মণো ভোগ্যমপ্য-ভিব্যাপ্য কিমপি নেচ্ছামি, তে কালস্বরূপেণ বিলু-লিতান্ বিধ্বস্তান্ অনিমাদীনপি, নিজভৃত্যপার্শ্বমিতি তদেব সর্ব্বোত্তমং জানামীতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাতে কি ? ইহা বলি-তেছেন—'তস্মাৎ' ইত্যাদি। যেহেতু আমার পিতা তাদৃশ ঐশ্বর্য্য সম্পত্তিযুক্ত হইয়াও নিরস্ত হইয়াছেন, অতএব আমি 'আশিষঃ জ্ঞঃ'—ভোগসমূহ এবং তাহার পরিপাক জানি। 'ঐন্দ্রিয়ং বিভবং'—ব্রহ্মার ভোগপর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকল আমি কিছুই চাহি না, কালস্বরূপ তোমার দ্বারা বিধ্বস্ত অনিমাদি সিদ্ধিও

চাহি না। তুমি আমাকে তোমার নিজ সেবকগণের নিকটে স্থান দান কর, উহাই আমি সর্ব্বোত্তম মনে করি, এই ভাব ॥ ২৪ ॥

———

কুত্রাশিষঃ শ্রুতিসুখা মৃগতৃষ্ণিরূপাঃ
ক্বেদং কলেবরমশেষরুজাং বিরোহঃ।
নির্ব্বিদ্যতে ন তু জনো যদপীতি বিদ্বান্
কামানলং মধুলবৈঃ শময়ন্ দুরাপৈঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রুতিসুখাঃ (শ্রুতিঃ শ্রবণং তদেব সুখং যাসু তাঃ শ্রবণপ্রিয়াঃ আপাতরম্যাঃ) মৃগতৃষ্ণিরূপাঃ (মৃগতৃষ্ণিকাবন্মিথ্যাভূতাঃ প্রতীতিমাত্রসুখাঃ) আশিষঃ (শব্দাদয়ঃ বিষয়াঃ) কুত্র? অশেষরুজাম্ (অশেষাণাং রুজাং রোগাণাং) বিরোহঃ (উদ্ভবস্থানং চ) ইদং কলেবরং ক্ব? যৎ অপি জনঃ (যদ্যপি) ইতি (এবং বিষয়াণাং নশ্বরত্বাদিকং পূর্ব্বোক্তং) বিদ্বান্ (জানাতি তথাপি) কামানলং (কামঃ এব অনলঃ তং) দুরাপৈঃ (দুর্ল্লভৈঃ অপি) মধুলবৈঃ (সুখলবৈঃ বৈষয়িক-সুখলেশৈঃ) শময়ন্ ন তু (নৈব) নির্ব্বিদ্যতে (ন কঃ অপি বিষয়বিরক্তঃ ভবতি। প্রত্যুত ঘৃত-বিন্দুভিঃ অগ্নিরিব কামঃ উদ্দীপ্যতে এব ইতি ভাবঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—মৃগতৃষ্ণিকাস্বরূপ শ্রুতিসুখাবহ প্রার্থ্যমান্ বিষয় সকলই বা কোথায়? আর সমস্ত রোগের উদ্ভবস্থান এই শরীরই বা কোথায়? ইহা জানিয়াও লোকসকল দুর্ল্লভ বিন্দুমাত্র সুখ দ্বারা কামাগ্নিকে উপশমিত করতঃ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইতেছে না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি কিমিতি ভোগৈশ্বর্য্যং সর্ব্ব এব লোকো বাঞ্ছতীতি চেৎ সর্ব্বোঽপ্যনভিজ্ঞ এবেত্যাহ,—কুত্রেতি? মৃগতৃষ্ণিরূপাঃ মৃগতৃষ্ণা যথা দৃষ্টিসুখরূপাস্তথৈবাশিষো রাজ্যাদ্যা অপি শ্রুতিসুখমাত্রাঃ স্পর্দ্ধাসূয়া-রাগদ্বেষাপায়চিন্তাদিভির্বস্তুতঃ সুখলেশস্যাপ্যভাবাৎ। অস্তু বা সুখং তস্য ভোগাসামর্থ্যান্মহদেব দুঃখমিত্যাহ,—ক্বেদমিতি। যদ্‌যতো বিদ্বানপি জন ইতি বিচার্য্যাপি ন নির্ব্বিদ্যতে ততো মূর্খঃ কিমুতেতি ভাবঃ। কীদৃশঃ? কামরূপমনলং মধুলবৈঃ সুখলেশৈঃ শময়ন্নিতি ন হি মধুলবৈরনলঃ শাম্যতি প্রত্যুত দীপ্যতে এব। দুরাপৈরিতি তে চ সুখলেশা দুঃখৈরেবোপার্জ্জ্যন্তে ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখ—সকল লোকই ভোগৈশ্বর্য্য বাঞ্ছা করে, তবে সকলেই কি অনভিজ্ঞই? ইহাতে বলিতেছেন—'কুত্র' ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সংবাদ শ্রুতিসুখ, উহা শ্রবণেন্দ্রিয়কেই সুখী করে, বাস্তবিক মরীচিতোয়ের ন্যায় উহা মিথ্যা। 'মৃগতৃষ্ণিরূপাঃ'—মৃগতৃষ্ণা যেমন দৃষ্টিসুখরূপ, তদ্রূপ 'আশিষঃ'—রাজ্য প্রভৃতিও শ্রুতিসুখমাত্রই, স্পর্দ্ধা, অসূয়া, রাগ, দ্বেষ, বিনষ্ট হইবার চিন্তা প্রভৃতির দ্বারা বস্তুতঃ উহাতে সুখলেশও নাই। আর সুখ থাকে থাকুক, কিন্তু উহার ভোগে অসামর্থ্যহেতু মহৎ দুঃখই, ইহা বলিতেছেন—'ক্বেদং কলেবরম্'—সকল রোগের উদ্ভবস্থান এই দেহই বা কোথায়? 'যদপি' যেহেতু বিদ্বান্ ব্যক্তিও উহা বিচার করিয়াও উহা হইতে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হয় না, তাহা অপেক্ষা মূর্খ আর কে? এই ভাব। কি প্রকার? 'কামানলং'—কাম অর্থাৎ সুখাভিলাষরূপ দুর্ব্বার অগ্নিকে 'মধুলবৈঃ'—ক্ষীণ সুখকণিকার দ্বারা নির্ব্বাপিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, মধুবিন্দুর দ্বারা অগ্নি কখন নির্ব্বাপিত হয় না, বরং প্রজ্জ্বলিতই হয়। 'দুরাপৈঃ'—দুর্ল্লভ, অর্থাৎ সেই সুখলেশও অতিকষ্টেই অর্জ্জন করিতে হয় ॥ ২৫ ॥

———

ক্বাহং রজঃপ্রভব ঈশ তমোঽধিকেঽস্মিন্
জাতঃ সুরেতরকুলে ক্ব তবানুকম্পা।
ন ব্রহ্মণো ন তু ভবস্য ন বৈ রমায়া
যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, রজঃপ্রভবঃ (রসসৈব প্রভবঃ যস্য সঃ ইতি) তমোঽধিকে (তমঃ অধিকে যস্মিন্ তস্মিন্) অস্মিন্ সুরেতরকুলে (সুরেতরাণাম্ অসুরাণাং কুলে) জাতঃ অহং ক্ব (কুত্র বর্ত্তে, অতিনীচ এবাহমিত্যর্থঃ) তব অনুকম্পা (চ) ক্ব (কুত্র, অতিদুর্ল্লভা ইত্যর্থঃ)। যৎ (যস্মাৎ) মে (মম) শিরসি প্রসাদঃ (প্রসাদসূচকঃ যঃ) পদ্মকরঃ (পদ্মবৎসন্তাপহর) অর্পিতঃ (ভবতা ন্যস্তঃ সঃ) ব্রহ্মণঃ ন (ব্রহ্মণোঽপি শিরসি ন অর্পিতঃ) ভবস্য তু ন (মহাদেবস্যাপি

শিরসি ন অর্পিতঃ) রমায়াঃ বৈ ন (তবাতিপ্রিয়ায়াঃ লক্ষ্যাঃ শিরসি অপি ন অর্পিতঃ, অতোঽহমলভ্য-লাভেন সুতরামেব কৃতার্থঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে পরমেশ্বর, তমোবহুল অসুরকুল হইতে রজোগুণজাত আমি বা কোথায় ? আর তোমার দয়াই বা কোথায় ? যেহেতু ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মীদেবীর মস্তকে যাহা অর্পণ কর নাই, অনুগ্রহ-সূচক সেই পদ্মহস্ত আমার মস্তকে অর্পণ করিয়াছ ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, যদ্যপি মাদৃশো নাস্তি কোঽপ্য-ধমস্তদপি ত্বং মাং সর্ব্বোত্তমমকরোস্তত্তে কৃপা-মাহাত্ম্যং কিং বর্ণয়ামীত্যাহ,—ক্বাহমিতি। যৎ যঃ পদ্মকরঃ মম শিরস্যর্পিতঃ সন্ ব্রহ্মণ ইত্যাদি ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, যদিও আমার মত কোনও অধম নাই, তথাপি তুমি আমাকে সর্ব্বোত্তম করিয়াছ, অতএব তোমার কৃপামাহাত্ম্য কি বর্ণনা করিব, ইহা বলিতেছেন—'ক্ব অহম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ কোথায় তমসাচ্ছন্ন অসুরকুলে জাত আমি, আর কোথায় আপনার অনুকম্পা ? 'যৎ'—পদ্মের ন্যায় সকলসন্তাপহারী যে হস্ত আমার মস্তকে অর্পণ করিয়াছেন, উহা ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—রমাদীনামিদানীং নার্পিতঃ। রমাদীনাম-ধিকোদয়োঽপি সেবাধিকত্বাদেব।

শ্রীব্রহ্মব্রাহ্মীবীন্দ্রাদিত্রিকতৎস্ত্রীপুরুন্টুতাঃ।
তদন্যে চ ক্রমাদেব সদামুক্তৌ স্মৃতাবপি ॥
হরিভক্তৌ চ তজ্জ্ঞানে সুখে চ নিয়মেন তু।
পরতঃ স্বতঃ কর্ম্মতো বা ন কথঞ্চিত্তদন্যথা ॥

ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ২৬ ॥

———

নৈষা পরাবরমতির্ভবতো ননু স্যা-
জ্জন্তোর্যথাত্মসুহৃদো জগতস্তথাপি।
সংসেবয়া সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ
সেবানুরূপমুদয়ো ন পরাবরত্বম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(এতে ব্রহ্মাদয়ঃ পরে উত্তমাঃ, অয়ম্ অসুরঃ অবরঃ নীচঃ ইতি) এষা পরাবর (বিষয়া) মতিঃ জন্তোঃ (প্রাকৃতস্য জনস্য) যথা (অস্তি) তথা ননু (নিশ্চিতং) জগতঃ আত্মসুহৃদঃ (আত্মনঃ অন্ত-র্য্যামিনঃ সুহৃদঃ হিতকারিণশ্চ) ভবতঃ ন স্যাৎ (নাস্ত্যেব)। অপি (তথাপি) সুরতরোঃ ইব (যথা সুরতরুঃ বিভিন্নসেবকানাং সঙ্কল্পানুসারেণ বিভিন্নানি ফলানি দদৎ ন বিষমঃ ভবতি তদ্বৎ) সংসেবয়া (আরাধনেনৈব) তে (তব) প্রসাদঃ (ভবতি। তত্র চ প্রসাদবিষয়ে) সেবানুরূপম্ (এব) উদয়ঃ (সেবা-সদৃশমেব ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবিভিন্নফললাভঃ ভবতি), পরা-বরত্বং ন (বিভিন্নফললাভে পরত্বাবরত্বাদিভাবভেদো ন কারণমিত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—প্রাণীদিগের ন্যায়, জগতের আত্মা ও বন্ধু তোমার মহৎ-ক্ষুদ্র-জ্ঞান নাই। সেবা করিলে কল্পতরুবৎ তোমার অনুগ্রহ হয় এবং সেবানুরূপ অভ্যুদয়ও জন্মে, কিন্তু উচ্চনীচ ভেদ নাই ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ ত্বং স্বকৃপয়া উত্তমাধমৌ গণয়-সীত্যাহ,—নৈষেতি। এতে চ ব্রহ্মাদয়ঃ উত্তমাঃ অয়মসুরো নীচ ইত্যেষা পরাবরমতির্জন্তোঃ প্রাকৃতস্য যথা তথা ভবতো নৈব স্যাৎ। তত্র হেতুঃ—জগতঃ আত্মনঃ সুহৃদশ্চ, তর্হি সর্ব্বত্রৈব সময়ে মৎপ্রসাদো-ঽস্তু ? তত্রাহ,—সংসেবয়া যথা সুরতরুরাশ্রিতস্যৈব সঙ্কল্পানুসারেণ ফলং দদদপি ন বিষমস্তথৈব ত্বমপি, তত্রাপি সেবানুরূপ উদয়ঃ সেবাতারতম্যেনৈব কৃপয়া উদয়তারতম্যং, ন তু পরাবরত্বম্ উৎকৃষ্টত্বমেব কৃপোদয়তারতম্যস্য কারণমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি নিজ কৃপাবশতঃই উত্তম, অধম গণনা করেন না, ইহা বলিতেছেন—'নৈষা' ইত্যাদি। 'এই ব্রহ্মাদি দেবতা উত্তম, এই অসুর নীচ'—এইরূপ উত্তমাধম বুদ্ধি প্রাকৃত জীবের যেমন আছে, আপনার তদ্রূপ কখনই হয় না। তাহার কারণ—'জগতঃ আত্মসুহৃদঃ', আপনি জগতের আত্মা (অন্তর্য্যামী) এবং সুহৃৎ। যদি বলেন—তাহা হইলে সর্ব্ব সময়েই আমার কৃপা হইত, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'সংসেবয়া', যেমন কল্পবৃক্ষ তাহার সেবকের সঙ্কল্প অনুসারে ফল দান করিলেও তাহার বৈষম্য নাই, তদ্রূপ আপনিও। তন্মধ্যেও আপনার সেবার তারতম্যেই, আপনার কৃপারও তারতম্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ আপনার সেবাই আপনার প্রসন্নতার

কারণ, কিন্তু উত্তমত্ব বা অধমত্ব কারণ নহে—এই অর্থ ॥ ২৭ ॥

———

এবং জনং নিপতিতং প্রভবাহিকূপে
কামাভিকামমনু যঃ প্রপতন্ প্রসঙ্গাৎ ।
কৃত্বাত্মসাৎ সুরর্ষিণা ভগবান্ গৃহীতঃ
সোহহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবান্ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, এবং প্রভবাহিকূপে (প্রকৃষ্টঃ ভবঃ সংসারঃ এব অহিকূপঃ কালাজগর-যুক্তঃ কূপঃ তস্মিন্) নিপতিতং কামাভিকামং (কামাঃ বিষয়াঃ তান্ অভিতঃ কাময়মানং) জনম্ অনু (অনুস্মৃত্য) প্রসঙ্গাৎ (তদাসক্তিবশাৎ) (তত্র) প্রপতন্, যঃ (অহং) সুরর্ষিণা (নারদেন) আত্মসাৎ কৃত্বা (আত্মীয়ত্বেন অঙ্গীকৃত্য) গৃহীতঃ (অনুগৃহীতঃ অস্মি সাধনজাতমুপদিষ্টঃ অস্মি) সঃ অহং (তৎফল-স্যানুভূতত্বাৎ) তব ভৃত্যসেবাং (ভৃত্যস্য সেবাং) কথং নু বিসৃজে (বিসৃজামি । অয়মেব পরমঃ অনুগ্রহঃ ন পুনঃ অতিতুচ্ছপ্রাণরক্ষাদিঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, কাম্যবস্তুর আশায় তৎ-প্রসঙ্গে সর্পযুক্ত-সংসার-কূপে নিপতিত হইলে, দেবর্ষি নারদ আপনার অধীন করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক অনু-গৃহীত করিয়াছিলেন ; তদ্রূপ আমি কি প্রকারে তোমার দাসের সেবা পরিত্যাগ করিব ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মৎসংসেবয়া ত্বয়ি মম সম্যক্-প্রসাদ ইত্যত্র সুরতরুদৃষ্টান্তেন মদ্বৈষম্যং পর্য্যহার্ষীঃ, কিন্তু সংসেবায়াঃ কিং কারণং তদ্‌ব্রূহীতি তত্রাহ,—এবং উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট-ভাবেন জনং সর্ব্বমেব কামান-ভিকাময়মানং প্রভব এবাহিযুক্তকূপস্তত্র নিপতিতং অনু তৎপ্রসঙ্গাৎ প্রপতন্নেবাহং সুরর্ষিণা শ্রীনারদেন আত্মসাৎ কৃত্বা অয়ং জীবো মদীয়ো ভবত্বিতি ময়ি স্বস্বত্বমারোপ্য গৃহীতঃ বলাৎ স্বপানিনৈব গৃহীত্বা ততঃ সকাশাৎ স্বান্তিকং নীত্বা তন্মন্ত্ররাজমুপদিশ্য স্বসেবকী-কৃতঃ ইতি ভাবঃ ; সোহহং সংসারকূপপতিত এব সংপ্রত্যহং প্রহলাদস্তদ্ভক্তো যৎপ্রসাদাদভবৎ, তস্য তব ভৃত্যস্য শ্রীমদ্‌গুরোঃ সেবাং কথং বিসৃজামি ত্যজামি, যথা কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিনঃ ফলপ্রাপ্তৌ সাধনং ত্যজন্তি তথেত্যর্থঃ । ভক্তিমার্গে হি সাধনস্যাপি ফলী-ভাবাৎ ভগবন্তং প্রাপ্তানামপি ধ্রুবাদীনাং সাধুসঙ্গাদি-সাধনস্পৃহা যথা "ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানামিতি" "ধ্যায়ং-শ্চরাম্যনুগৃহাণ, যথা স্মৃতিঃ স্যাদিতি চাতএব বিচার্য্যৈব ময়া প্রার্থিতং 'নয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বমিতি' ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, আমার আরাধনাহেতুই তোমাতে আমার সম্যক্ প্রসন্নতা, এই বিষয়ে কল্পবৃক্ষের দৃষ্টান্তে আমার বৈষম্য পরি-হার করিলে, কিন্তু আমার আরাধনার কি কারণ, তাহা বল, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'এবম্', এই-রূপ উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টভাবে সমস্ত জীব কাম্যবস্তুর অভিলাষে 'প্রভবাহিকূপে'—জন্মরূপ সর্পযুক্ত সংসার-কূপে নিপতিত হইতেছে, 'তৎপ্রসঙ্গাৎ'—তাহাদের প্রতি আসক্তিবশতঃ আমিও ঐ সংসারকূপেই পতিত হইতেছিলাম, দেবর্ষি শ্রীনারদ কৃপাপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়া, অর্থাৎ এই জীব আমার (সম্বন্ধান্বিত) হউক, এইরূপে আমাতে নিজসত্ত্ব আরোপণ করতঃ বল-পূর্ব্বক স্বহস্তেই গ্রহণ করিয়া সেই ভবকূপ হইতে নিজচরণপ্রান্তে আনয়ন করিয়া, সেই মন্ত্ররাজ উপ-দেশপূর্ব্বক নিজের সেবক করিয়া লইয়াছিলেন—এই ভাব । 'সোহহং'—সেই সংসারকূপে পতিত জনই সম্প্রতি আমি প্রহলাদ, যাঁহার কৃপায় তোমার ভক্ত হইয়াছি, 'তব ভৃত্যসেবাং'—সেই তোমার ভৃত্য মদীয় শ্রীগুরুদেবের সেবা, 'কথং নু বিসৃজে'—কি-প্রকারে পরিত্যাগ করিতে পারি ? যেমন কর্ম্মী, জ্ঞানী. যোগিগণ ফলপ্রাপ্তির পর সাধন পরিত্যাগ করেন—এই অর্থ । কিন্তু ভক্তিমার্গে ভক্তিসাধনই ফলস্বরূপ (অর্থাৎ ভক্তির সাধন ও সিদ্ধদশাতে সাধু-সঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের যাজন সমান), এই-জন্য ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াও ধ্রুবাদির সাধুসঙ্গাদি সাধনস্পৃহা দৃষ্ট হয় । যেমন—"ভক্তিং মুহুঃ প্রব-হতাং" (৪।৯।১১) ইত্যাদি, অর্থাৎ হে অনন্ত ! যে সকল অমলাশয় মহাপুরুষ আপনার প্রতি সতত ভক্তি করেন, আপনার কথা শ্রবণার্থ তাঁহাদের সহিত যেন আমার প্রসঙ্গ হয় । প্রভো ! মহৎসঙ্গ লাভ হইলেই আমি আপনার গুণকথামৃতপানে মত্ত হইয়া যত্নব্যতিরেকে এই বিপৎসঙ্কুল ভয়ঙ্কর ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব । যথা শ্রীদশমে শ্রী-

দেবর্ষির উক্তি—"ধ্যায়ংশ্চরাম্যনুগৃহাণ, যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ" (১০।৬৯।১৮), অর্থাৎ হে ভগবন্! যাহা জনগণের মুক্তিপ্রদ, অসীম জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মাদি দেব-শ্রেষ্ঠগণ হৃদয়ে যাহা ধ্যান করিয়া থাকেন এবং যাহা সংসারকূপে পতিত জনগণের উত্তরণের অবলম্বন, আপনার তাদৃশ শ্রীচরণযুগল আমি দর্শন করিলাম; অতএব আমি কৃতার্থ হইলাম। তাহা হইলেও যাহাতে আমার স্মৃতি সতত বর্ত্তমান থাকে, আপনি আমার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ করুন। আমি আপনার শ্রীচরণযুগল ধ্যান করিতে করিতে বিচরণ করিব। অতএব বিচার করিয়াই আমি প্রার্থনা করিয়াছি—'নয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্', (২৪ শ্লোক) অর্থাৎ আমাকে আপনার সেবকগণের পার্শ্বে স্থান দান করুন ॥ ২৮ ॥

———

মৎপ্রাণরক্ষণমনন্ত পিতুর্বধশ্চ
মন্যে স্বভৃত্যঋষিবাক্যমৃতং বিধাতুম্।
খড়্গং প্রগৃহ্য যদবোচদসদ্বিধিৎসু-
স্ত্বামীশ্বরো মদপরোঽবতু কং হরামি ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনন্ত, মৎপ্রাণরক্ষণং (যদেতৎ মম প্রাণরক্ষণং) পিতুঃ বধঃ চ (মৎপিতুঃ হিরণ্যকশিপোঃ বধশ্চ এতদুভয়মপি ত্বয়া কৃতং তৎ) স্বভৃত্যঋষিবাক্যম্ (স্বভৃত্যস্য ঋষেঃ নারদস্য বাক্যং, নারদঃ পূর্ব্বং মম মাত্রা মদর্থং প্রার্থিতঃ সন্ ত্বৎ-পুত্রস্য বিদ্বেষকনাশাদিনা কল্যাণং ভবতু ইতি যদ্ বাক্যমুবাচ তদ্ বাক্যমিত্যর্থঃ) ঋতং (সত্যং) বিধাতুং (কর্ত্তুমেব ইতি অহং) মন্যে। যৎ (যস্মাৎ) অসদ্বিধিৎসুঃ (অসৎ অযুক্তং বিধিৎসুঃ ত্বদ্ভক্তস্য স্বপুত্রস্য মম হিংসনং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ মৎপিতা) খড়্গং প্রগৃহ্য মদপরঃ (মদ্ব্যতিরিক্তঃ) ঈশ্বরঃ (অস্তি চেৎ তর্হি) ত্বাম্ (ইদানীম্) অবতু (রক্ষতু), কং (তব শিরঃ) হরামি (ইতি যৎ যদা) অবোচৎ (তৎ তদা মৎপ্রাণ-রক্ষণমিতি। (এতচ্চ মম বাক্যস্য সত্যং বিধাতুম্ ইতি শেষঃ)॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে অনন্ত, আপনি নিজের ভৃত্য নারদের বাক্য সত্য করিবার জন্য আমার প্রাণ রক্ষা এবং পিতার বধ করিয়াছেন, ইহাই আমি মনে করি, যেহেতু তিনি খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক অন্যায় কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—আমি তোর মস্তক লইতেছি, আমা ব্যতীত অন্য ঈশ্বর তোকে রক্ষা করুক ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—অতস্তব ভক্তবশ্যত্বাদ্ভক্তকৃপানুগামিন্যেব লোকেষু তব কৃপা দৃষ্টা, ন তু ত্বং স্বভক্তমনাশ্রিতান্ কাংশ্চিদপি কৃপয়সীতি ন তে ক্বাপি বৈষম্যং ময্যপি তব স্বভক্তানুরোধনৈব সর্ব্ব এবানুগ্রহ ইত্যাহ,—মদিতি। স্বভৃত্যঋষির্যো নারদস্তস্য বাক্যং সত্যং কর্ত্তুমিত্যহং মন্যে। মন্মাত্রা মদর্থং প্রার্থিতেন শ্রীনারদেন ত্বৎপুত্রস্য বিদ্বেষকনাশাদিনা কল্যাণং ভবিষ্যতীতি বরদানাৎ। যদুক্তং,—"ঋষিং পর্য্যচরত্তত্র ভক্ত্যা পরময়া সতী। অন্তর্বত্নী স্বগর্ভস্য ক্ষেমায়েচ্ছা প্রসূতয়ে। ঋষিঃ কারুণিকস্তস্যাঃ প্রাদাদুভয়মীশ্বরঃ ॥" ইতি। যদ্যস্মাদসৎ মদ্ধিংসনং বিধিৎসুঃ কং শিরো হরামীতি। তথাহি দিগ্-গজাদিভ্যো যথা মদ্রক্ষণং তথা তদ্ধন্তান্ন সম্ভবতীতি তদ্বধশ্চ ত্বয়া কৃত ইতি। এবং ভগবতঃ সর্ব্বত্র সাম্যেঽপি ভক্তবশ্যত্বং বিশিষ্যত ইতি প্রহলাদেন জ্ঞাপিতম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব তোমার ভক্তবশ্যত্ব গুণহেতু লোকে ভক্তকৃপানুগামিনী তোমার কৃপা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তোমার ভক্তের অনাশ্রিত কাহাকেও তুমি কৃপা কর না, এই বিষয়ে তোমার কোন বৈষম্য নাই, আমার প্রতিও তোমার নিজভক্তের অনুরোধেই এই সকল অনুগ্রহ, ইহা বলিতেছেন—'মৎপ্রাণরক্ষণম্' ইত্যাদি। 'স্বভৃত্য ঋষিবাক্যং'—তোমার নিজ ভৃত্য যে দেবর্ষি নারদ, তাঁহার বাক্য সত্য করিতে, ইহা আমি মনে করি। কারণ আমার জননী আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে দেবর্ষি শ্রীনারদ 'তোমার পুত্রের বিদ্বেষিগণের বিনাশাদির দ্বারা কল্যাণ হইবে'—এই-রূপ বর দান করিয়াছিলেন। যেমন উক্ত হইয়াছে—"ঋষিং পর্য্যচরত্তত্র" ইত্যাদি (৭।৭।১৪-১৫), অর্থাৎ আমার সতী জননী ইচ্ছানুসারে সময়মত সন্তান প্রসব করিবার উদ্দেশ্যে এবং গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গলের জন্য পরম ভক্তির সহিত আশ্রমে থাকিয়া ঋষির পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। কারুণিক ঋষি জননীর অভিলষিত উভয় বর (অর্থাৎ গর্ভের মঙ্গল

এবং স্বেচ্ছাপ্রসব) দান করিয়াছিলেন। 'যদ্ অসৎ বিধিৎসূঃ'—যেহেতু আমার পিতা অন্যায়কার্য্য করিতে অর্থাৎ আমাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিয়া খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"আমি ছাড়া অন্য ঈশ্বর আছে বলিতেছ, যদি থাকে, সে তোমাকে রক্ষা করুক। আমি তোমার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতেছি।" তখন দিগ্‌গজ প্রভৃতি হইতে আমার রক্ষার ন্যায় তাঁহার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করা সম্ভব নহে বলিয়া তুমি স্বয়ং আমার রক্ষা এবং পিতার বধ করিলে, এ দুই এর মূল তোমার নিজ সেবক দেবর্ষির বাক্য সত্যে পরিণত করা। এইরূপে ভগবানের সর্ব্বত্র সাম্য হইলেও তাঁহার ভক্তবশ্যত্ব গুণের বৈশিষ্ট্য প্রহলাদ কর্ত্তৃক জ্ঞাপিত হইল ॥ ২৯ ॥

একস্ত্বমেব জগদেতমমুষ্য যত্ত্ব-
মাদ্যন্তয়োঃ পৃথগবস্যসি মধ্যতশ্চ।
সৃষ্ট্বা গুণব্যতিকরং নিজমায়য়েদং
নানেব তৈরবসিতস্তদনুপ্রবিষ্টঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—এতৎ (চরাচরং) জগৎ ত্বম্ একঃ এব, যৎ (যতঃ) ত্বম্ অমুষ্য (বিশ্বস্য) আদ্যন্তয়োঃ (আদৌ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বম্ অন্তে প্রলয়ানন্তরং চ) পৃথক্ অবস্যসি (বিরামং করোমি সন্মাত্রতয়া কারণত্বেন অবধিত্বেন চ বর্ত্তসে ইত্যর্থঃ অতঃ) মধ্যতঃ (মধ্যে অপি ত্বম্ এব) নিজমায়য়া (প্রকৃত্যা) গুণব্যতিকরং (গুণপরিণামাত্মকম্) ইদং (জগৎ) সৃষ্ট্বা তৎ অনুপ্রবিষ্টঃ (অন্তর্য্যামিত্বেন তৎপ্রবিষ্টঃ সন্ ত্বমেব) তৈঃ (দেবতির্য্যগাদিরূপেণ পরিণতৈঃ গুণৈঃ) নানা ইব (উৎপাদকঃ ইব রক্ষকঃ ইব হন্তা ইব চ) অবসিতঃ (প্রতীতঃ বস্তুতস্তু তমঃ এব হন্তৃ সত্ত্বমেব পালকং, রজঃ এব স্রষ্টৃতেষু ঔদাসীন্যেন প্রবেশাদেব ত্বং হন্তা ইত্যাদি ব্যপদেশঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—একমাত্র তুমিই এই জগৎ, যেহেতু তুমি এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং প্রলয়ের পর পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান কর এবং মধ্যেও তুমি নিজের মায়া দ্বারা ত্রিগুণাত্মক এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া অন্তর্য্যামিরূপে তাহার ভিতর প্রবিষ্ট থাকিয়া সেই সকল গুণদ্বারা নানারূপে প্রতীত হইতেছ ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—এবং গুণাতীতানাং মাদৃশভক্তানাং গুণাতীতেন ত্বয়া ভক্তবৎসলেন পালনং গুণাতীতমেব। গুণময়স্য জগতস্তু সৃষ্টিপালন-সংহারা উদাসীনেনৈব ত্বয়া গুণময়া এবেতি বদংস্তস্য জগতস্তৎকারণকত্বাত্তন্ময়ত্বমেবেত্যাহ,—এক ইতি। যদ্‌যস্মাদমুষ্য আদাবন্তে মধ্যে চ অমুষ্যাৎ পৃথগ্‌ভূতোঽপি ত্বমেব অবস্যসি অবসীয়সে বিবেকিভিঃ প্রতীয়সে ইত্যর্থঃ। কুতস্তর্হি তথা ন প্রতীতিস্তত্রাহ,—নিজমায়য়া গুণপরিণামাত্মকমিদং জগৎ সৃষ্ট্বেতি নির্গুণস্য তব মায়াশক্তেঃ স্বরূপশক্তিত্বাভাবাদিতি ভাবঃ। তদনুপ্রবিষ্টস্ত্বং তৈর্গুণৈর্হেতুভূতৈর্নানেব হন্তেব পালক ইব উৎপাদক ইব অবসিতঃ বস্তুতস্তু তমোগুণ এব হন্তা সত্ত্বগুণ এব পালকঃ রজোগুণ এব স্রষ্টা তেষ্বৌদাসীন্যেন ত্বৎপ্রবেশাদেব ত্বং হন্তেত্যাদি ব্যপদেশঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকার গুণাতীত ভক্তবৎসল তোমার দ্বারা গুণাতীত মাদৃশ ভক্তগণের পালনও গুণাতীতই। কিন্তু গুণময় এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকার্য্য উদাসীনভাবেই তুমি করিয়া থাক, উহা গুণময়ই, ইহা বলিবার জন্য এই জগতের কারণ তুমি বলিয়া উহা তন্ময়ই ইহা বলিতেছেন—'এক' ইতি, অর্থাৎ সমগ্র জগৎ তোমার স্বরূপ। 'যদ্'—যেহেতু ইহার আদিতে, অন্তে এবং মধ্যেও এই জগৎ হইতে পৃথক্‌ভূত হইয়াও তুমিই 'অবস্যসি', অর্থাৎ বিবেকিগণের দ্বারা প্রতীত হইয়া থাক, এই অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে কিজন্য সেইরূপ প্রতীতি হয় না ? তাহাতে বলিতেছেন—'নিজমায়য়া', তুমি নিজ মায়ার দ্বারা 'গুণব্যতিকরং ইদং সৃষ্ট্বা'—গুণপরিণামাত্মক এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া, ইহা বলায় তোমার মায়াশক্তি তোমার স্বরূপশক্তি হইতে পৃথক্, ইহা বুঝান হইল—এই ভাব। 'তদনুপ্রবিষ্টঃ'—অন্তর্য্যামিরূপে উহাতে তুমি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, 'তৈঃ'—ঐ সকল গুণের দ্বারা 'নানা ইব'—নানারূপে অর্থাৎ হন্তার ন্যায়, পালকের ন্যায় এবং উৎপাদকের ন্যায় প্রতীত হইতেছ, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তমোগুণই হন্তা, সত্ত্বগুণই পালক এবং রজোগুণই স্রষ্টা, ঐ সকলে উদাসীনভাবে

তোমার প্রবেশহেতুই তুমি হন্তা ইত্যাদি রূপে কথিত হইয়া থাক ॥ ৩০ ॥

———

ত্বং বা ইদং সদসদীশ ভবাংস্ততোঽন্যো
মায়া যদাত্মপরবুদ্ধিরিয়ং হ্যপার্থা।
যদ্‌যস্য জন্ম নিধনং স্থিতিরীক্ষণঞ্চ
তদ্বৈতদেব বসুকালবদষ্টিতর্ব্বোঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, সদসৎ (কার্য্যকারণাত্মকম্) ইদং (জগৎ) ত্বং বা (ত্বম্ এব ন তু ত্বত্তঃ পৃথক্।) ভবান্ (তু) ততঃ (জগতঃ) অন্যঃ (আদ্যন্তয়োঃ পৃথগবস্থানাৎ ইতি স্বরূপতঃ ধর্ম্মতশ্চ প্রপঞ্চাতীতঃ এব ইত্যর্থঃ। অতঃ) ইয়ং যৎ আত্মপরবুদ্ধিঃ (অয়মাত্মীয়ঃ অয়ং পরঃ ইতীয়ং যা ভেদবুদ্ধিঃ সা) অপার্থা মায়া হি (সর্ব্বস্য এব জগতঃ ভবদ্রূপত্বাৎ) যৎ (যস্মাৎ) যস্য জন্ম ঈক্ষণং চ (প্রকাশশ্চ যস্মিন্) নিধনং চ স্থিতিঃ চ তদ্ বৈ তদেব অষ্টিতর্ব্বোঃ (অষ্টিবীজং কারণং তরুঃ কার্য্যং তয়োঃ) বসুকালবৎ (যথা বসুকালমাত্রত্বম্ অয়মর্থঃ। কালশব্দেন নীলাত্বাদ্যসাধারণগুণযোগাৎ পৃথ্বী, বসুশব্দেন বস্তুমাত্রং ভূতসূক্ষ্মং তত্র তরোঃ যথা পৃথ্বীময়বীজমাত্রত্বং তস্য বীজস্য চ যথা ভূতসূক্ষ্মমাত্রত্বম্ এবং সর্ব্বমপি কার্য্যকারণাত্মকং জগৎ পরমকারণাত্মকমেব ইতি) ॥৩১॥

অনুবাদ—হে পরমেশ্বর, কার্য্য-কারণাত্মক এই সমস্ত জগৎই তুমি ; কিন্তু তুমি আবার এই জগৎ হইতে ভিন্ন, তবে এই যে 'আত্ম-পর' জ্ঞান হয়, তাহা মিথ্যা মায়া ; যেহেতু যাহা হইতে উৎপত্তি ও প্রকাশ এবং বিনাশ ও স্থিতি হইয়া থাকে, সে বস্তু বীজ ও বৃক্ষের, পৃথ্বী ও ভূতসূক্ষ্মের ন্যায় তৎস্বরূপ ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু জগতো মায়িকত্বেঽপি মায়ায়া মচ্ছক্তিত্বাজ্জগতো বৈষম্যে মমাপি বৈষম্যং কিং ন স্যাদিত্যত আহ,—ত্বং বৈ ইদং সদসৎ কার্য্যকারণাত্মকং জগৎ প্রাধানিকত্বাৎ সত্যমেব, ন তু ত্বত্তঃ পৃথক্। ততোঽস্মাজ্জগতস্তু ভবানন্যঃ পৃথগেব আদ্যন্তয়োঃ পৃথগবস্থানাৎ। যদ্‌যত্তু তস্মিন্নেব জগতি আত্মা অয়ং মমাত্মীয়ঃ পরঃ অয়ং মম শত্রুরিতি বুদ্ধিঃ। সা মায়া অবিদ্যা জীবস্যাবিদ্যা-কল্পিতৈবেত্যর্থঃ। অপার্থা সা তু মিথ্যাভূতৈবেত্যর্থঃ। কার্য্যস্য কারণাভেদমপি সাধয়ন্ দৃষ্টান্তেন পরমকারণস্য ভগবতো বৈষম্যমপি নিরাকরোতি। যদ্‌যতঃ যস্য জন্ম ঈক্ষণঞ্চ প্রকাশশ্চ যস্মিন্নিধনং স্থিতিশ্চ তদ্বৈ তদেব। অষ্টিবীজং কারণং তরুঃ কার্য্যং তয়োর্বসু-কালবৎ বসুত্বকালত্বে যথেত্যর্থঃ। বসুশব্দেন—বস্তুমাত্রং ভূতসূক্ষ্মমুচ্যতে, কালশব্দেন—নীলত্বাসাধারণগুণযোগাৎ পৃথ্বী, কালশব্দোঽত্র নীলগুণবাচী। ততশ্চ কারণকার্য্যাত্মকয়োরষ্টিতর্ব্বোর্দ্বয়োরেব যথা পৃথিবীত্বং গন্ধত্বঞ্চ, তথৈব কারণকার্য্যাত্মকস্য জগতঃ প্রধানত্বং পরমেশ্বরত্বঞ্চ। অয়মর্থঃ—যথা বসুমাত্রত্বং কালস্য কালমাত্রত্বং পৃথিবীমাত্রত্বমপ্যষ্টেঃ অষ্টিমাত্রত্বং তরোঃ এবমেবেশ্বরমাত্রত্বং প্রধানস্য প্রধানমাত্রত্বং মহদাদিমাত্রত্বং দেবতির্য্যগাদিময়জগতঃ। এবঞ্চ তর্ব্বাদিসর্ব্বকার্য্যকারণাত্মকং যথা ভূতসূক্ষ্মমেকো গন্ধ এব দেবতির্য্যগাদি-সর্ব্বকার্য্যকারণাত্মক একো ভবানেব। তথা চ পারমার্ষসূত্রং—"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্য" ইতি। শ্রুতিশ্চ "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি" তেন পার্থিব-পদার্থানাং কাষ্ঠপাষাণাদীনাং বৈষম্যেঽপি তৎপরমকারণস্য গন্ধস্য যথা ন বৈষম্যং, তথৈব জগতো বৈষম্যেঽপি ন ভগবত ইতি ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—জগতের মায়িকত্ব হইলেও (অর্থাৎ জগৎ মায়ার দ্বারা সৃষ্ট হইলেও), মায়া আমার শক্তি বলিয়া জগতের বৈষম্যে আমারও বৈষম্য কিজন্য হইবে না ? তাহাতে বলিতেছেন—'ত্বং বা সদসৎ', সৎ ও অসৎ, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণাত্মক এই জগৎ আপনিই, প্রাধানিকত্বহেতু (প্রধান বলিতে প্রকৃতির উপাধি হইতে অতীত ভগবদ্রূপ বলিয়া) উহা সত্যই, আপনা হইতে পৃথক্ নহে। 'ততঃ অন্যঃ ভবান্'—কিন্তু আপনি উহা হইতে ভিন্ন, যেহেতু প্রথমে এবং শেষে আপনিই পৃথক্ অবস্থান করেন। 'যদ্ আত্মপরবুদ্ধিঃ'—সেই জগতে 'এই আত্মার আত্মীয়, এই ব্যক্তি আমার শত্রু'—এইরূপ যে বুদ্ধি. উহা মায়া বলিতে অবিদ্যা, অর্থাৎ জীবের অবিদ্যার দ্বারা কল্পিত, এই অর্থ। 'অপার্থা'—তাহা কিন্তু মিথ্যাভূতই। কারণ হইতে কার্য্যের অভেদ প্রদর্শন করতঃ দৃষ্টান্তের দ্বারা পরম কারণ ভগবানের বৈষম্যও পরিহার করিতেছেন।

'যৎ যস্য'—যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি, প্রকাশ, সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ হয়, 'তদ্ বৈ তদেব'—তাহা তদ্রূপই, সে বস্তু বীজ ও বৃক্ষের ন্যায়। 'অষ্টিতর্ব্বোঃ'—অষ্টি বলিতে বীজ কারণ এবং তরু কার্য্য; 'বসু-কালবৎ'—যেমন বসু ও কাল। 'বসু'-শব্দের দ্বারা বস্তুমাত্র, অর্থাৎ ভূতসূক্ষ্ম বলা হয় এবং 'কাল'—শব্দের দ্বারা নীলত্ব অসাধারণ গুণহেতু পৃথিবী। কাল শব্দ এখানে নীলগুণ-বাচী। অতএব কারণ ও কার্য্যাত্মক বীজ ও তরুদ্বয়ের মধ্যে যেমন পৃথিবীত্ব ও গন্ধত্ব রহিয়াছে, তদ্রূপ কারণ ও কার্য্যাত্মক জগতের প্রধানত্ব ও পরমেশ্বরত্ব।

এখানে এরূপ অর্থ—যেমন বসুমাত্রত্ব বলিতে কালের কালমাত্রত্ব ও পৃথিবীমাত্রত্ব, সেরূপ বীজের বীজমাত্রত্ব তরুরই অর্থাৎ বৃক্ষ যেমন বস্তুতঃ পৃথ্বীময় বীজমাত্র এবং সেই বীজ তদ্রূপ ভূতসূক্ষ্মমাত্র। এই প্রকার পরমেশ্বরমাত্রত্ব প্রধানের, প্রধানমাত্রত্ব মহদাদিমাত্রত্ব দেব-তির্য্যগাদিময় জগতের। অতএব তরু প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য-কারণাত্মক যেমন ভূতসূক্ষ্ম এক গন্ধই, তদ্রূপ দেবতা, তির্য্যগাদি সর্ব্বকার্য্য-কারণাত্মক সকল জগৎ পরম কারণ যে আপনি, আপনারই স্বরূপ। যেমন পারমার্ষসূত্রে (ব্রহ্মসূত্রে) উক্ত হইয়াছে—'তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ' (২।১।১৪), কারণ-বস্তু হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব, অর্থাৎ কারণ-বস্তু হইতে কার্য্য অত্যন্ত ভিন্ন নহে, আরম্ভণ-শব্দে উক্ত হওয়ায়। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্' ইত্যাদি (ছান্দোগ্য —৬।১।৪), অর্থাৎ মৃত্তিকাই সত্য, ঘট-শরাবাদি নামে প্রকাশিত বিকারসকল কেবল পৃথক্ নাম দ্বারাই পৃথক্ হইয়াছে। (ছান্দোগ্য উপনিষদে ষষ্ঠ প্রপাঠকে আরম্ভণবাক্যে, একের বিজ্ঞানেই সর্ব্ববিষয়ের বিজ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞা সাধন করিবার নিমিত্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে গিয়া শ্রুতি বলিলেন—হে সৌম্য (শ্বেতকেতো)! যেমন এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলেই মৃণ্ময় সকল বস্তুর জ্ঞান হয়, ঘট, শরাবাদি নামে প্রকাশিত বিকারসকল ভিন্ন ভিন্ন নাম দ্বারাই পৃথক্ হইয়াছে, বস্তুতঃ উহারা মৃত্তিকাই)। অতএব পার্থিব পদার্থ কাষ্ঠ ও পাষাণাদির বৈষম্য হইলেও তাহার পরম কারণ গন্ধের যেমন বৈষম্য হয় না, তদ্রূপ জগতের বৈষম্য হইলেও শ্রীভগবানের বৈষম্য হয় না ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—যথা বৃক্ষশ্চ বৃক্ষদাহশ্চ দৈবকালাধীনত্বাদ্দৈব কালশ্চেত্যুচ্যতে। এবং ত্বদধীনত্বাৎ সর্ব্বস্য সর্ব্বং ত্বমিত্যুচ্যতে। স্বতস্তভিন্নোঽপি। অহং চান্যশ্চ পরমেশ্বর এবেত্যপার্থা ভ্রান্তি। তদধীনত্বাদেব সহ ইত্যুচ্যতে। ন স্বরূপত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

———

ন্যস্যেদমাত্মনি জগদ্বিলয়াম্বুমধ্যে
শেষেঽত্মনা নিজসুখানুভবো নিরীহঃ।
যোগেন মীলিতদৃগাত্মনিপীতনিদ্রস্তুর্য্যে
স্থিতো ন তু তমো ন গুণাংশ্চ যুঙ্ক্ষে ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—নিজসুখানুভবঃ (নিজসুখস্য স্বরূপানন্দস্য অনুভবঃ সাক্ষাৎকারঃ যস্য সঃ) নিরীহঃ (ক্রিয়াশূন্যঃ) যোগেন (স্বরূপানুসন্ধানলক্ষণেন) মীলিতদৃক্ (মীলিতে দৃশৌ যেন সঃ নিদ্রিতঃ ইব সন্) আত্মনিপীতনিদ্রঃ (আত্মনা স্বরূপপ্রকাশেন নিপীতা নিরস্তা নিদ্রা যেন সঃ তথা) তুর্য্যে (জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিরূপাবস্থাত্রয়াতীতে স্বরূপে) স্থিতঃ (ত্বম্) আত্মনা (স্বেনৈব) আত্মনি (স্বস্মিন্নেব) ইদং জগৎ ন্যস্য (নিক্ষিপ্য স্বসুখমেব অনুভবন্ নিষ্ক্রিয়ঃ সন্), বিলয়াম্বুমধ্যে (প্রলয়োদকমধ্যে) শেষে (শয়নমিব করোষি ন তু স্বপিষ্যেব অতঃ সুপ্তঃ জীববৎ আত্মনা) তমঃ ন তু যুঙ্ক্ষে (ন যোজয়সি), ন (জাগ্রৎস্বপ্নয়োরিব) গুণান্ চ (বিষয়ান্ চ যুঙ্ক্ষে ইতি শেষঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে জগদীশ্বর, তুমি আত্মাতে এই জগৎ ন্যস্ত করিয়া যোগে নিমীলিতাক্ষ, স্বরূপপ্রকাশহেতু বিনষ্টনিদ্র, ও তুরীয়ভাবে অবস্থিত হইয়া আত্মসুখ অনুভব করিয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থায় প্রলয়-সমুদ্র মধ্যে শায়িত থাক; কিন্তু তমঃ অথবা বিষয়-যোজন কর না ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—আদ্যন্তমধ্যাবস্থানেনোক্তং জগৎকারণত্বং প্রপঞ্চয়তি,—ন্যস্যেতি পঞ্চভিঃ। ইদং জগৎ আত্মন্যেব ন্যস্য বিলয়ানি বিগতলয়ান্যনশ্বরাণি অম্বূনি যস্য তস্য কারণার্ণবস্য মধ্যে শেষে স্বপিষি। আত্মনা আত্মস্বরূপশক্ত্যৈব নিজসুখস্যানুভবো যস্য সঃ। নিরীহঃ মায়িকলীলামনিচ্ছুঃ। তর্হি কিং জীবস্যেব

মমাপি তমোবৃত্তিরূপা নিদ্রাস্তি ? ন হি ন হি বহির্বৃত্ত্যভাবসাম্যান্নিদ্রোচ্যতে ইত্যাহ,—যোগেন মীলিতে দৃশৌ যেন, আত্মনা স্বরূপপ্রকাশেন নিপীতা নিদ্রা যেন। যতস্তুরীয়ে অবস্থাত্রয়াতিরিক্তে স্বরূপে স্থিত এব ন তু তমঃ সুষুপ্ত ইব যুঙ্ক্ষে জীববৎ স্বীকরোষি, নাপি জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োরিব গুণান্ বিষয়ান্ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আদিতে, অন্তে ও মধ্যে অবস্থানের দ্বারা উক্ত জগৎকারণত্ব বিবৃত করিতেছেন—'নস্য' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকের দ্বারা। এই জগৎ আপনি নিজেই নিজের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, 'বিলয়াম্বুমধ্যে'—বিলয় বলিতে বিগত হইয়াছে লয় যাহা হইতে, অর্থাৎ অনশ্বর জলসমূহ যাহার তাদৃশ কারণ সমুদ্রের মধ্যে (প্রলয়জলে) শয়ন করেন। 'অত্মনা'—(এখানে হ্রস্বত্ব আর্ষপ্রয়োগ, ছন্দের অনুরোধে) 'আত্মনা'—নিজের স্বরূপ শক্তির দ্বারাই। 'নিজসুখানুভবঃ'—নিজসুখের অনুভব যাঁহার, তাদৃশ তুমি। 'নিরীহং'—নিষ্ক্রিয়, অর্থাৎ মায়িক লীলা করিতে অনিচ্ছুক। দেখুন—তাহা হইলে কি জীবের ন্যায় আমারও তমোবৃত্তিরূপ নিদ্রা আছে ? তাহাতে বলিতেছেন—না, না, তবে বহির্বৃত্তির অভাবের সাম্যবশতঃ, অর্থাৎ বাহিরের সকল ক্রিয়াশূন্য বলিয়া নিদ্রা বলা হইতেছে। জীবের মত আপনার নিদ্রা নহে, আপনার নিদ্রা যোগনিদ্রা। 'যোগেন মীলিতদৃক্'—স্বরূপানুসন্ধানরূপ যোগের দ্বারা মীলিত হইয়াছে নয়নযুগল যাঁহা কর্ত্তৃক। 'আত্ম-নিপীতনিদ্রঃ'—আত্মা বলিতে স্বরূপ প্রকাশের দ্বারা নিপীত অর্থাৎ নিরস্ত হইয়াছে নিদ্রা যাঁহা কর্ত্তৃক, সেই আপনি। যেহেতু 'তুর্য্যে স্থিতঃ'—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়ের অতিরিক্ত-স্বরূপে আপনি স্থিত, এইজন্য জীবের মত সুষুপ্ত হইয়া তমোগুণ স্বীকার করেন না, কিম্বা জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে বিষয়ও আপনি দেখেন না ॥ ৩২ ॥

মধ্ব—তুর্য্যস্থিতঃ ॥ ৩২ ॥

তস্যৈব তে বপুরিদং নিজকালশক্ত্যা
সঞ্চোদিতপ্রকৃতিধর্ম্মণ আত্মগূঢ়ম্।
অম্ভস্যনন্তশয়নাদ্বিরমৎসমাধে-
র্নাভেরভূৎ স্বকণিকাবটবন্মহাব্জম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(যঃ ত্বম্ অম্ভসি শেষে) তস্য এব তে (তব) ইদং (বিশ্বং) বপুঃ (স্বরূপং নান্যস্য অতঃ মধ্যতশ্চাপি ত্বমেবেত্যর্থঃ। কুতঃ এবং যতঃ) আত্মগূঢ়ম্ (আত্মনি ত্বয্যেব গূঢ়ং লীনং সৎ পুনঃ) নিজকালশক্ত্যা সঞ্চোদিত-প্রকৃতিধর্ম্মণঃ (সঞ্চোদিতাঃ কার্য্যার্থং সম্প্রেরিতাঃ প্রকৃতেঃ ধর্ম্মাঃ সত্ত্বাদয়ঃ গুণাঃ যেন তস্য) অনন্তশয়নাৎ (শেষপর্য্যঙ্কাৎ) বিরমৎসমাধেঃ (বিরমন্ সমাধিঃ যস্য তস্য তব) নাভেঃ (সকাশাৎ) অম্ভসি (একার্ণবোদকে) স্বকণিকাবটবৎ (যথা স্বকণিকাতঃ সূক্ষ্মাৎ বটবীজাৎ মহাবটো ভবতি তদ্বৎ) মহাব্জং (লোকপদ্মম্) অভূৎ (ইতি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—এই জগৎ সেই তোমারই শরীর। তোমার নিজ কালশক্তি দ্বারা প্রকৃতির ধর্ম্মগুলি প্রেরিত হইয়া শেষ পর্য্যঙ্ক হইতে সমাধির বিরামপূর্ব্বক অবস্থিত তোমার নাভি হইতে—ক্ষুদ্র বীজ হইতে মহাবটবৃক্ষের ন্যায় তোমাতে লীন মহালোকপদ্ম কারণবারিতে জন্মিয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তস্যৈব তব পুনঃ সৃষ্ট্যারম্ভে নিজকালশক্ত্যা সঞ্চোদিতাঃ প্রকৃতের্ধর্ম্মাঃ সত্ত্বাদয়ো যেন তস্য আত্মনি ত্বয়ি নিগূঢ়মেব ইদং ব্রহ্মাণ্ডরূপং বপুঃ প্রকৃতেঃ সকাশাৎ প্রকটমভূৎ, ততশ্চ অম্ভসি তদণ্ডগর্ব্ভোদে শয়ানস্য তব অনন্তশয়নাৎ বিরমন্ সমাধির্যস্য, তত নাভেঃ সকাশাৎ মহাব্জমভূৎ, স্বকণিকাতঃ সূক্ষ্মাদ্বটবীজান্মহাবট ইব ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্যৈব তে'—পুনরায় সৃষ্টির আরম্ভে আপনিই নিজ কালশক্তিকে প্রেরণা দিয়া প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণের প্রকাশ করেন। সেই আপনাতে নিগূঢ় এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ বপু প্রকৃতির নিকট হইতে প্রকটিত হয়, তারপর অনন্তশয়নে সমাধি হইতে বিরত হইবার সময় আপনার নাভি হইতে এক মহাপদ্মের আবির্ভাব হয়। 'স্বকণিকাতঃ'—সূক্ষ্ম বটবীজ হইতে বিরাট বটবৃক্ষের জন্মের মত (সেই নাভিপদ্ম হইতে চতুর্দ্দশ ভুবনময় জগৎ হইয়াছে) ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—

জগদাত্মকমব্জমপি ভগবদ্বশত্বাত্তদ্বপুঃ।

স্থাবরাণাং তু সর্ব্বেষাং দেবতা যাভিমানিনী।
বিশেষাদ্বটবীজে চ সাশ্বত্থে চ ব্যবস্থিতা ॥
অদৃশ্যা কনিকা নাম ॥ ৩৩ ॥

তৎসম্ভবঃ কবিরতোহন্যদপশ্যমান-
স্ত্বাং বীজমাত্মনি ততং স বহির্বিচিন্ত্য।
নাবিন্দদব্দশতমপ্সু নিমজ্জমানো
জাতেহঙ্কুরে কথমুহোপলভেত বীজম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—তৎসম্ভবঃ (তস্মিন্ অব্জে সম্ভবঃ যস্য সঃ) কবিঃ (সূক্ষ্মদর্শী অপি ব্রহ্মা) অতঃ (পদ্মাৎ) অন্যৎ (পৃথগ্) অপশ্যমানঃ ত্বাং বীজম্ (উপাদান-কারণভূতম্) আত্মনি (স্বস্মিন্) ততং (ব্যাপ্তং সন্তমপি) বহিঃ (এব বর্ত্তমানং) বিচিন্ত্য (বিচার্য্য) সঃ (ব্রহ্মা) অব্দশতম্ (সহস্রপরিসংবৎসরান্ স্থিত্বা) অপ্সু নিমজ্জমানঃ (অন্বিষ্যন্নপি) ন অবিন্দৎ (ত্বাং ন জ্ঞাতবান্), উহ (অহো,) অঙ্কুরে জাতে (সতি) বীজং (তদনুগতং কারণং পুমান্) কথম্ উপলভ্যেত (পৃথক্ পশ্যেৎ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—সেই মহাপদ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মা, সেই পদ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই না দেখিয়া আপনাতেই ব্যাপ্ত বীজস্বরূপ তোমাকে বহির্দ্দেশে চিন্তা করিয়া সহস্রপরিবৎসর যাবৎ জলে মগ্ন থাকিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হন নাই। কারণ অঙ্কুর জন্মিলে কিরূপে বীজ দেখিতে পাইবে? ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ-সম্ভবঃ তদব্জজাতঃ কবির্ব্রহ্মা অতোঽব্জাদন্যদপশ্যন্ তদ্বীজং স্বশক্ত্যৈবোপাদান-কারণং ত্বাং আত্মনি স্বস্মিন্ বিততং ব্যাপ্যা সন্তমপি স্ববহিরেব বর্ত্তমানং বিচার্য্য অব্দশতং ব্যাপ্যান্বিষ্যন্নপি নাবিন্দৎ। যুক্তঞ্চৈতৎ। উ অহো, অঙ্কুরে জাতে তত্র স্বাংশেন বর্ত্তমানমপি বীজং তত্রাঙ্কুরেঽধিকরণে কথং উপলভেত, কিন্তু তত্তলে এব উপলভেতেত্যর্থঃ। কমল-শূরণাদীনামঙ্কুরেষূৎপদ্যোৎপদ্য নষ্টেষ্বপি বীজনাশাদৃষ্টেঃ। তত্তলন্তু তদানীং ব্রহ্মণোঽগম্য-মেবাসীৎ ইতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎসম্ভবঃ কবিঃ'—সেই পদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া 'কবি' বলিতে ক্রান্তদর্শী ব্রহ্মা, 'অতঃ'—সেই পদ্ম ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পান নাই। উপাদান কারণ-স্বরূপে আপনি তাঁহার দেহে ব্যাপ্ত থাকিলেও, নিজের বাহিরে বর্ত্তমান বিবেচনাপূর্ব্বক শতবর্ষ পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়াও আপনাকে লাভ করিতে পারেন নাই। ইহা যুক্তিযুক্তই, 'উ'—অহো! অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে, সেখানে অংশরূপে বর্ত্তমান বীজকে সেই অঙ্কুরের মধ্যে কেমন করিয়া দেখা যাইবে? কিন্তু তাহার তলদেশেই উহা উপলব্ধ হয়। কমল, শূরণ প্রভৃতির অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া বারম্বার নষ্ট হইলেও বীজনাশ দৃষ্ট হয় না। তাহার তল-দেশ তৎকালে ব্রহ্মার অগম্যই ছিল—এই ভাব ॥৩৪॥

মধ্ব—সা ব্রহ্মান্ ব্যঞ্জয়ত্যপি। অতো বীজমিতি প্রোক্তা সা জাতেঽপ্যঙ্কুরে স্থিতা।
এবং হরিঃ কারণেষু স্থিতঃ কার্য্যজনরেণু।
কার্য্যাণ্যনুপ্রবিষ্টঃ সন্ প্রথমং নাত্র দৃশ্যতে ॥
ইতি চ ॥ ৩৪ ॥

স ত্বাত্মযোনিরতিবিস্মিত আশ্রিতোঽব্জং
কালেন তীব্রতপসা পরিশুদ্ধভাবঃ।
ত্বামাত্মনীশ ভুবি গন্ধমিবাতিসূক্ষ্মং
ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ে বিততং দদর্শ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ তু আত্মযোনিঃ (ব্রহ্মা) অতি-বিস্মিতঃ (অন্বেষণান্নিবৃত্তঃ) অব্জম্ (এব) আশ্রিতঃ (আস্থিতঃ সন্), কালেন তীব্রতপসা (তীব্রেণ তপসা ধ্যানেন) পরিশুদ্ধভাবঃ (চ সন্) (হে) ঈশ, ভূতেন্দ্রিয়া-শয়ময়ে আত্মনি (স্বদেহে এব উপাদানসদ্রূপেণ) বিত-তম্ অতি সূক্ষ্মং ত্বাং ভুবি গন্ধম্ ইব (তৎকারণভূতং সূক্ষ্মং গন্ধং বিততং যথা বিবেকী পশ্যতি তথা) দদর্শ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—সেই আত্মযোনি ব্রহ্মা অতিবিস্মিত হইয়া পদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক তীব্র তপস্যা দ্বারা বহুকালে বিশুদ্ধভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে পরমেশ্বর, পৃথি-বীতে গন্ধের ন্যায় ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময় আপন-শরীরে সূক্ষ্মরূপে ব্যাপ্ত তোমাকে দেখিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—আস্থিতঃ অন্বেষণান্নিবৃত্য অব্জমেবা-শ্রিতঃ সন্, তীব্রতপসা ত্বদীয়ধ্যানেন আত্মনি স্বদেহে এব ভুবি কার্য্যভূতায়াং স্থিতং কারণগন্ধমিব ত্বাং দদর্শ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আশ্রিতঃ' (আস্থিতঃ)—তারপর ব্রহ্মা অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সেই (জন্মস্থান) পদ্মকে আশ্রয় করিয়া, 'তীব্রতপসা'—আপনার ধ্যানে নিজ দেহের মধ্যেই; 'ভুবি'—কার্য্যভূত ভূমিতে স্থিত কারণের গন্ধের ন্যায় আপনাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৩৫ ॥

এবং সহস্রবদনাঙ্ঘ্রিশিরঃকরোরু-
নাসাদ্যকর্ণনয়নাভরণায়ুধাঢ্যম্ ।
মায়াময়ং সদুপলক্ষিতসন্নিবেশং
দৃষ্ট্বা মহাপুরুষমাপ মুদং বিরিঞ্চঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(তস্মিন্ সময়ে) এবং সহস্রবদনাঙ্ঘ্রি-শিরঃ-করোরু-নাসাদ্যকর্ণ-নয়নাভরণায়ুধাঢ্যম্ এবম্প্রকারেণ সহস্রম্ অপরিমিতানি যানি বদনাদীনি তৈঃ আঢ্যং সমৃদ্ধং) মায়াময়ং (মায়াপ্রধানং) সদুপলক্ষিত-সন্নিবেশং (সতা প্রপঞ্চেন পাতালাদিনা উপলক্ষিতঃ সন্নিবেশঃ পাদাদিরচনা যস্য তং) মহাপুরুষং (বিরাজং পুরুষং চ) দৃষ্ট্বা বিরিঞ্চঃ (ব্রহ্মা) মুদং (হর্ষম্) আপ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—তখন সহস্র সহস্র বদন, চরণ, মস্তক, হস্ত, উরু, নাসিকা, কর্ণ, নয়ন, অলঙ্কার ও অস্ত্রদ্বারা সুসজ্জিত চিদানন্দবিগ্রহ পাতালাদিপাদযুক্ত মহাপুরুষরূপে তোমাকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা আনন্দলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—এবমনেন প্রকারেণ সহস্রমপরিমিতানি যানি বদনাদীনি তৈরাঢ্যং মহাপুরুষং চিদানন্দবিগ্রহং যতো মায়াময়ং স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতং,—"অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি মনীষিণঃ" ইতি শ্রুতেঃ ; যদ্বা, মায়য়া জীবস্যাবিদ্যয়া আময়ং রোগমিব বিনাশকং, সন্ সমুচিতত্বেনোত্তমঃ উপ আধিক্যেন লক্ষিতঃ সামুদ্রকলক্ষণাঙ্কিতঃ সন্নিবেশো নয়নগ্রীবাদিবিন্যাসো যস্য তম্ ; যদ্বা, তমেব কারণকার্য্যয়োরৈক্যাৎ সতা প্রপঞ্চেন পাতালাদিনা উপলক্ষিতঃ সন্নিবেশঃ পাদাদিরচনা যস্য তথা-ভূতং বৈরাজং মায়াময়ং দৃষ্ট্বেতি সম্বন্ধঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবম্'—এই প্রকারে সহস্র বলিতে অপরিমিত যে-সকল বদনাদি, তাহাদের দ্বারা যুক্ত (অর্থাৎ সহস্র কর-চরণাদি-সম্বলিত) 'মহাপুরুষ' রূপ দর্শন করিয়া ব্রহ্মা হর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ রূপ বলিতে আপনার চিদানন্দ বিগ্রহ, যেহেতু উহা 'মায়াময়', অর্থাৎ আপনার স্বরূপভূত মায়া নামক নিত্যশক্তির দ্বারা যুক্ত। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'মনীষিগণ বিষ্ণুকে মায়াময় বলিয়া থাকেন' অথবা—'মায়াময়ং' (মায়য়া আময়ং), মায়া বলিতে জীবের অবিদ্যা, তাহার দ্বারা 'আময়' বলিতে রোগের ন্যায় বিনাশক (অর্থাৎ যে রূপ জীবের অবিদ্যারোগ বিনাশ করে)। 'সদুপলক্ষিত-সন্নিবেশং'—'সৎ' বলিতে সমুচিতত্বরূপে উত্তম, উপ অর্থাৎ আধিক্যরূপে লক্ষিত হইয়াছে সামুদ্রিক লক্ষণযুক্ত 'সন্নিবেশ' বলিতে নয়ন গ্রীবাদির বিন্যাস যাঁহার, তাঁহাকে। অথবা—কারণ ও কার্য্যের ঐক্যবশতঃ পাতালাদি প্রপঞ্চ দ্বারা পাদাদি রচনা হইয়াছিল যাঁহার, তথাভূত আপনার বৈরাজ মায়াময় রূপ দর্শন করিয়া (ব্রহ্মা আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।)॥ ৩৬ ॥

মধ্ব—মায়াময়ং জ্ঞানস্বরূপম্। সদুপলক্ষণসন্নিবেশম্ আনন্দাদিলক্ষণসমুদায়রূপম্।

গন্ধাখ্যা দেবতা যদ্বৎ পৃথিবীং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
এবং ব্যাপ্তং জগদ্বিষ্ণুং ব্রহ্মাত্মস্থং দদর্শ হ ॥
ইতি চ ॥ ৩৬ ॥

তস্মৈ ভবান্ হয়শিরস্তনুবং হি বিভ্রদ্-
বেদদ্রুহাবতিবলৌ মধুকৈটভাখ্যৌ।
হত্বানয়চ্ছ্রুতিগণাংশ্চ রজস্তমশ্চ
সত্ত্বং তব প্রিয়তমাং তনুমামনন্তি ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভবান্ হয়শিরস্তনুবং (শ্রীহয়গ্রীবমূর্ত্তিং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্ সন্), বেদদ্রুহৌ অতিবলৌ রজঃ তমঃ চ (রজস্তমরূপৌ) মধুকৈটভাখ্যৌ (দৈত্যৌ) হত্বা তস্মৈ (ব্রহ্মণে) শ্রুতিগণান্ চ অনয়ৎ (সমর্পিতবান্, অতঃ) তব প্রিয়তমাং তনুং (হয়গ্রীবাত্মিকাং মূর্ত্তিং) সত্ত্বং (শুদ্ধসত্ত্বময়ীম্ ইতি) আমনন্তি (ঋষয়ঃ কীর্ত্তয়ন্তি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—আপনি হয়গ্রীব-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বেদদ্রোহী ও অত্যন্ত বলবান রজস্তমোরূপ 'মধু' ও 'কৈটভ' নামক অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিয়া সেই

ব্রহ্মাকে বেদসমূহ অর্পণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই মহর্ষিগণ আপনার সেই প্রিয়তম শরীরকে শুদ্ধসত্ত্ব-ময় বলিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—স্বভক্তং তঞ্চ পুনঃ পুনরবতীর্য্য ত্বম-রক্ষীরিত্যাহ—তস্মৈ ইতি। হয়গ্রীবমূর্ত্তিং দধৎ শ্রুতিগণান্ অনয়ৎ তস্মৈ সমর্পয়ামাস। মধুকৈট-ভাখ্যৌ কীদৃশৌ রজস্তমস্বাভাবাবিত্যর্থঃ। তয়োর্হননে হেতুঃ—সত্ত্বমিতি যদ্যপি গুণমাত্র এবোদাসীনস্য হরেঃ সত্ত্বগুণো ন প্রিয়োঽপি, তদপি তৎস্বরূপভূতে শুদ্ধ-সত্ত্বে সত্ত্বগুণস্য প্রাতিকূল্যাভাবদর্শনাদেব প্রিয়তমত্ব-মুৎপ্রেক্ষিতম্। ন তু বস্তুতঃ প্রিয়তমত্বমপি। কিন্তু সাত্ত্বিকলোকপক্ষপাতিত্বমেব তব তাদৃশোৎপ্রেক্ষায়াং হেতুঃ। অতঃ শিষ্টপালনার্থমেব তব দুষ্টনিগ্রহো যত্তৎ খলু গুণানামেব স্বভাবো ন তু বস্তুতস্ত্বয়ি বৈষম্য-মিতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বভক্ত তাঁহাকে (ব্রহ্মাকে) পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়া তুমিই রক্ষা করিয়া থাক, ইহা বলিতেছেন—'তস্মৈ' ইত্যাদি। তুমি হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া (মধু-কৈটভ নামে দুই অসুরকে বধ করতঃ) 'শ্রুতিগণান্'—বেদসমূহ ব্রহ্মাকে সমর্পণ করিয়াছিলে। মধু ও কৈটভ কিপ্রকার? তাহাতে বলিতেছেন—রজস্তম-স্বভাববিশিষ্ট। তাহাদের বিনাশে হেতু—'সত্ত্বম্', অর্থাৎ সত্ত্বই তোমার প্রিয়-তম। যদিও গুণমাত্রেই উদাসীন শ্রীহরির সত্ত্বগুণ প্রিয় না হইলেও, তথাপি নিজ স্বরূপভূত শুদ্ধসত্ত্বে সত্ত্বগুণের প্রাতিকূল্যের অভাবদর্শন-হেতুই এখানে প্রিয়তমত্ব উৎপ্রেক্ষা করা হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্রিয়তমত্বও নহে, কিন্তু সাত্ত্বিক লোকের পক্ষ-পাতিত্বই তোমার তাদৃশ উৎপ্রেক্ষার কারণ। অতএব শিষ্টজনের পালনের নিমিত্ত তোমার যে দুষ্টনিগ্রহ, উহা গুণসকলেরই স্বভাব, কিন্তু বস্তুতঃ তোমাতে কোন বৈষম্য নাই—এই ভাব ॥ ৩৭ ॥

———

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—হে মহাপুরুষ, ইত্থং নৃতির্য্যগৃষি-দেব-ঝষাবতারৈঃ (কৃষ্ণ-বরাহ-পরশুরাম-মৎস্যকূর্ম্মাদিভিঃ) অবতারৈঃ লোকান্ বিভাবয়সি (পালয়সি), জগৎ-প্রতীপান্ (জগতঃ প্রতীপান্ প্রতিকূলান্ অসুরাদীন্) হংসি (ঘাতয়সি), যুগানুবৃত্তং ধর্ম্মং (চ) পাসি ; যৎ (যস্মাৎ) ত্বং কলৌ ছন্নঃ (প্রচ্ছন্ন রূপবান্) অভবঃ (ভবিষ্যসি), অথ তস্মাৎ (ত্রিষু এব যুগেষু আবির্ভাবাৎ) সঃ (এবম্ভূতঃ ত্বং) ত্রিযুগঃ (ইতি প্রসিদ্ধঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—এইভাবে আপনি নর, তির্য্যক্, ঋষি, দেবতা ও মৎস্য প্রভৃতি অবতারকর্ত্তৃক ত্রিভুবন পালন করেন এবং জগৎদ্রোহীদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। হে মহাপুরুষ, আপনি যুগক্রমাগত ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন ; আর কলিযুগে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আপনি ত্রিযুগ-নামে অভিহিত ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—যথা বিরিঞ্চস্য কৃতে হয়গ্রীবাবতার-স্তথৈবান্যেষামপি ভক্তানাং কৃতে অন্যেঽপ্যবতারা ইত্যাহ,—ইত্থমিতি। বিভাবয়সি পালয়সি, হংসি ঘাতয়সি যুগে যুগে অনুরূপং বৃত্তং চরিত্রং যস্য সঃ যদ্‌যস্মাৎ ত্বং কলৌ ছন্নঃ অন্যদীয়রূপভাবাভ্যাং রহিতাচ্ছন্নঃ, অতএব ত্বং ত্রিযুগ ইতি প্রসিদ্ধঃ। সত্যাদিযুগত্রয় এব স্বস্য প্রখ্যাপনাৎ ন তু কলাবিত্যর্থঃ। অতএবাগ্রে তৎপ্রমাণবচনমপ্যর্থান্তরাচ্ছন্নতয়ৈব বক্ষ্যতে "নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু" "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।" ইতি ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেরূপ ব্রহ্মার জন্য হয়গ্রীব অবতার, তদ্রূপ অপর ভক্তবৃন্দের নিমিত্তও তোমার অন্যান্য অবতারসমূহ, ইহা বলিতেছেন—'ইত্থম্' ইত্যাদি। 'বিভাবয়সি'—অনুকূল জনের পালন কর এবং 'হংসি'—প্রতিকূল জনের বিনাশ করিয়া থাক। 'যুগানুবৃত্তং'—যুগে যুগে অনুরূপ 'বৃত্ত' বলিতে চরিত্র যাঁহার, সেই তুমি (যুগানুরূপ ধর্ম্মের সংরক্ষণ করিয়া থাক)। যৎ—যেহেতু কলিযুগে অন্যদীয় রূপ ও ভাবের অভাববশতঃ কোন অবতার মূর্ত্তি প্রকাশ না করিয়া নিজের রূপ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ, এজন্য তোমার এক নাম 'ত্রিযুগ'। সত্যাদি তিন যুগে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছ, কিন্তু কলিতে নহে। অত-এব অগ্রে (একাদশ স্কন্ধে) তাহার প্রমাণবচনও

অর্থান্তরে আচ্ছন্নরূপেই বলিবেন—"নানাতন্ত্রবিধানেন" (১১।৫।৩১-৩২), অর্থাৎ অনন্তর কলিযুগের কথা শ্রবণ কর। কলিকালে যিনি স্বরূপে কৃষ্ণবর্ণ বা নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিতেছেন, কিন্তু অঙ্গকান্তিতে (অর্থাৎ হলাদিনী-সারভূত শ্রীরাধিকার অঙ্গকান্তিতে) গৌরবর্ণ, সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদের সহিত যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, সুবুদ্ধি জনগণ সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞের দ্বারা সেই পুরুষোত্তমকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ইত্যাদি ॥ ৩৮ ॥

নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত্তং
তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃষামি দীনঃ॥৩৯

অন্বয়ঃ—(হে) বিকুণ্ঠনাথ, দুরিতদুষ্টং দুরিতৈঃ দুষ্টম্) অসাধু (বহির্ম্মুখং) তীব্রম্ (অবিনীতং দুর্দ্ধর্ষং) কামাতুরং (কামেষু আতুরম্ আসক্তং হর্ষ-শোক-ভয়ৈষণার্ত্তং (হর্ষ-শোকভয়ৈঃ এষণা ত্রয়েণ চ আর্ত্তং দুঃখিতমপি) এতৎ মনঃ তব কথাসু ন সম্প্রীয়তে (নৈব প্রীতিযুক্তং ভবতি, অতঃ) তস্মিন্ (দুষ্টে এবম্ভূতে মনসি সতি) দীনঃ (তদধীনঃ অহং) তব গতিং (তত্ত্বং) কথং বিমৃষামি (বিচারয়ামি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে বৈকুণ্ঠনাথ, আমার এই পাপদুষ্ট বহির্ম্মুখ দুর্দ্ধর্ষ কামাতুর এবং হর্ষ, শোক, ভয় ও ধনাদি-ভাবনাদ্বারা নিপীড়িত মন আপনার কথায় প্রীতি লাভ করে না। সুতরাং দীন আমি কি-প্রকারে আপনার তত্ত্ব বিচার করিব ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং মুহুরপ্যবতীর্য্য ত্বং স্বীয়রূপগুণলীলামৃতং বর্ষসি, তদপ্যস্মাকং পাপিষ্ঠং মনস্তত্র ন প্রীণাতি, দুর্ব্বিষয়গর্ত্ত এব মুহুঃ পততি, কিং কুর্ম্ম ইত্যাহ,—নৈতদিতি ত্রিভিঃ। তব রূপগুণলীলাদীনাং কথাসু। নন্বতিস্বাদ্বীষ্বপি কথাসু কিমিতি ন প্রীয়তে ? তত্রাহ,—দুরিতদুষ্টং যথা পিত্তদুষ্টা রসনা সিতাস্বিত্যর্থঃ। তীব্রং দুর্ব্বারম্; এষণা ধনাদিবাসনা তস্মিন্ মনসি তব গতিং তত্ত্বং কথং বিমৃশামি ? যদ্যপি মহাভাগবতস্য প্রহলাদস্য মনো ন প্রাকৃতমেতাদৃশং "তদ্বীর্য্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ" ইত্যস্যৈবাগ্রিমোক্তেস্তদপি প্রেম্ণো বিবিধবিচিত্রতরঙ্গবত্ত্বেনাতিদৈন্যোদয়াদেব প্রেমিলোকস্যৈব-মুক্তির্ন বিরুদ্ধ্যতে ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে তুমি বারম্বার অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় রূপ, গুণ, লীলামৃত বর্ষণ করিয়া থাক, তথাপি আমাদের পাপিষ্ঠ মন তাহাতে প্রীতিলাভ করে না, দুর্ব্বিষয়রূপ গর্ত্তেই মুহুঃ পতিত হয়, কি করি! ইহা বলিতেছেন—'নৈতৎ' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। 'কথাসু'—তোমার রূপ, গুণ, লীলাদির কথাতে। যদি বলেন—অতি মধুর কথাতে কিজন্য প্রীতি হয় না? তাহাতে বলিতেছেন—'দুরিতদুষ্টং', দুরদৃষ্টবশতঃ পাপে কলুষিত আমার মন, যেমন পিত্তাধিক্য হইলে জিহ্বায় মিষ্ট বস্তুও তিক্তবোধ হয়—এই অর্থ। 'তীব্রং'—দুর্ব্বার, 'এষণা' —ধনাদি বাসনা যেখানে, সেই মনে তোমার তত্ত্ববিচার কি প্রকারে করিব? যদিও মহাভাগবত প্রহলাদের মন এতাদৃশ প্রাকৃত নহে, কারণ পরেই তিনি বলিবেন—'তদ্বীর্য্য-গায়ন-মহামৃত-মগ্নচিত্তঃ' (৪৩ শ্লোক), অর্থাৎ তোমার গুণগানামৃতে আমার চিত্ত ডুবিয়া গিয়াছে। তথাপি প্রেমের বিবিধ বিচিত্র তরঙ্গহেতু অতিশয় দৈন্যের উদয়েই প্রেমী জনের এই-প্রকার উক্তি বিরুদ্ধ হয় না ॥ ৩৯ ॥

জিহ্বৈকতোহচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোহন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোহন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অচ্যুত, অবিতৃপ্তা (বহুবিষয়ভোগেনাপি তৃপ্তিমনধিগচ্ছন্তী) (এবং সর্ব্বত্র লিঙ্গব্যত্যয়েনেদং বিশেষণং যোজ্য) জিহ্বা মা (মাম্) একতঃ বিকর্ষতি (মধুরাদিরসং প্রতি আকর্ষতি), শিশ্নঃ অন্যতঃ (কামিনীং প্রতি আকর্ষতি), ত্বক্ (স্রক্‌চন্দনাদিকং প্রতি আকর্ষতি), উদরং (ক্ষুধাতপ্তম্ আহারং প্রতি আকর্ষতি), শ্রবণং (শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ং কুতশ্চিৎ গীতাদিশব্দং প্রতি আকর্ষতি), ঘ্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ম্) অন্যতঃ (সুগন্ধং প্রতি আকর্ষতি), চপলদৃক্ (চপলা দৃক্ চক্ষুঃ রূপং প্রতি আকর্ষতি), কর্ম্মশক্তিঃ (কর্ম্মণি ধর্ম্মো-

পার্জ্জনাদৌ শক্তিং যস্য সঃ হস্তাদিঃ উপলক্ষণতয়া সর্ব্বাণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি স্ব-স্বব্যাপারং প্রতি) গেহপতিং (স্বামিনং) বহ্ব্যঃ সপত্ন্যঃ ইব (যথা বহ্ব্যঃ সপত্ন্যঃ স্বামিনমেকং স্বগৃহং প্রতি আকর্ষন্তি তথা) লুনন্তি (ত্রোটয়ন্তি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে অচ্যুত, স্বামীকে বহু সপত্নীর ন্যায় আমার অপরিতৃপ্ত জিহ্বা একদিকে, উপস্থ অন্যদিকে, চর্ম্ম ভিন্নদিকে, উদর অপরদিকে, কর্ণ পৃথক্‌দিকে, নাসিকা ইতরদিকে, চঞ্চল দৃষ্টি একদিকে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় অন্যদিকে আমাকে আকর্ষণ করিয়া বিনাশ করিতেছে ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—মনসো দুষ্টত্বেঽপি মৎকীর্ত্তনাদিনা জনঃ কৃতার্থী-ভবতীতি চেত্তত্রাহ,—জিহ্বা বাগিন্দ্রিয়ং রসনেন্দ্রিয়ঞ্চ অবিতৃপ্তা সতী ভো অচ্যুত, মামাকর্ষতি, গ্রাম্যকটুমিথ্যাদিপ্রলাপং প্রতি মধুরাদিরসং প্রতি চেতি ভাবঃ। অন্যতস্ততোঽপ্যন্যত্র কামিনীষু ধর্ম্মধনো-পার্জ্জনাদাবন্যতাড়নাদৌ বা শক্তিঃ সামর্থ্যং লুনন্তি ত্রোটয়ন্ত্যতস্তৎকীর্ত্তনাদাববকাশমেব ন প্রাপ্নোমীতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—মন দুষিত হইলেও আমার কীর্ত্তনাদির দ্বারা লোকে কৃতার্থ হইয়া থাকে, তাহাতে বলিতেছেন—'জিহ্বা' ইত্যাদি। হে অচ্যুত! আমার জিহ্বা বলিতে বাগিন্দ্রিয় এবং রসনেন্দ্রিয় অপরিতৃপ্ত হইয়া আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় গ্রাম্য কটু মিথ্যাদি প্রলাপের প্রতি এবং রসনেন্দ্রিয় মধুরাদি রস আস্বাদনের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে—এই ভাব। 'অন্যতঃ'—এই-ভাবে শিশ্ন, ত্বক্, উদর প্রভৃতি অন্যদিকে অর্থাৎ কামিনী, ধর্ম্ম, ধন উপার্জ্জনাদিতে অথবা অপরের তাড়নাদিতে আকর্ষণ করিয়া আমার শক্তি নষ্ট করিতেছে, (ঠিক যেন সপত্নীগণ গৃহস্বামীকে নিজে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া ব্যস্ত করিয়া তোলে, সেইরূপ এই ইন্দ্রিয়গণের আকর্ষণ)। ইহাতে তোমার কীর্ত্তনাদিতে অবসরই পাই না—এই ভাব ॥ ৪০ ॥

এবং স্বকর্ম্মপতিতং ভববৈতরণ্যা-
মন্যোন্যজন্মমরণাশনভীতভীতম্।
পশ্যন্ জনং স্বপরবিগ্রহবৈরমৈত্রং
হন্তেতি পারচর পীপৃহি মূঢ়মদ্য ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পারচর, (তস্যাঃ সংসারবৈতরণ্যাঃ পারে চরতীতি হে ভবার্ণবকর্ণধার,) এবং ভববৈতরণ্যাং (ভবঃ সংসারঃ এব বৈতরণী যমদ্বার-নদী তস্যাং) স্বকর্ম্মপতিতং (স্বকর্ম্মভিঃ দুরদৃষ্টৈঃ পতিতম্) অন্যোঽন্যজন্মমরণাশন-ভীতভীতং (কর্ম্ম-বশাৎ অন্যঃ অন্যতঃ যানি জন্মাদীনি তেভ্যঃ ভীত-ভীতমতিভীতং) স্বপরবিগ্রহবৈরমৈত্রং (স্বেষাং পরেষাং চ বিগ্রহে দেহে যথাযথং বৈরং মৈত্রং চ যস্য তম্ এবম্ভূতং) মূঢ়ং জনং পশ্যন্ হন্ত ইতি (অহো কষ্ট-মিত্যেবমনুকম্প্য) অদ্য পীপৃহি (বৈতরণীম্ উত্তার্য্য পালয়) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে পারচর, এক্ষণে স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারে সংসাররূপ বৈতরণীতে পতিত, পরস্পর জন্ম, মরণ ও ভোজন প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত ভীত, স্বপর-দেহে যথাযথ শত্রুতা ও মিত্রতা-সাধক মূঢ় জনগণকে দেখিয়া অনুকম্পাপূর্ব্বক পালন কর ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলমহমেক এব অপি তু সাংসারিকঃ সর্ব্ব এব জনঃ ক্লিশ্যতীতি তদুদ্ধারং প্রার্থয়তে, —এবমিতি। ভব এব বৈতরণী যমদ্বারনদী তস্যাং, স্বেষাং পরেষাঞ্চ বিগ্রহে যথাযথং বৈরং মৈত্রঞ্চ যস্য তং। হে পারচর, এবম্ভূতবৈতরণ্যাঃ পার এব বিরচিতক্রীড় ইতি হেতোর্হন্ত কৃপয়া পীপৃহি বৈতরণী-মুত্তার্য্য পালয় ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবল আমি একাকীই নহি, কিন্তু সাংসারিক সকল জনই ক্লেশপ্রাপ্ত হইতেছে, এইজন্য তাহাদের উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি। 'ভববৈতরণ্যাম্'—সংসারই (জন্মমৃত্যু-প্রবাহ) বৈতরণী যমদ্বারনদী, তাহাতে নিজকর্ম্ম-দোষে আমি পতিত হইয়াছি। 'স্বপর-বিগ্রহ-বৈর-মিত্রং'—আপন পর বুদ্ধিতে কাহারও প্রতি বৈরভাব, কাহারও প্রতি মিত্রভাবাপন্ন আমি অতি দীন। 'হে পারচর'!—এইরূপ বৈতরণীর পারেই যিনি ক্রীড়াশীল, অর্থাৎ ভবনদীর পারস্থিত হে প্রভু! আমাকে আপনি 'পীপৃহি'—নদীপারের ব্যবস্থা করিয়া কৃপা-পূর্ব্বক পালন করুন ॥ ৪১ ॥

কো ন্বত্র তেঽখিলগুরো ভগবন্ প্রয়াস
উত্তারণেঽস্য ভবসম্ভবলোপহেতোঃ।
মূঢ়েষু বৈ মহদনুগ্রহ আর্ত্তবন্ধো
কিং তেন তে প্রিয়জনাননুসেবতাং নঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অখিলগুরো (হে) ভগবন্, (হে) আর্ত্তবন্ধো, অত্র উত্তারণে (সর্ব্বজনোত্তারণে) অস্য (বিশ্বস্য) ভবসম্ভবলোপহেতোঃ (ভবসম্ভবলোপানাম্ উৎপত্তি-স্থিতিসংহারাণাং হেতোঃ কর্ত্তুঃ) তে (তব) কো নু প্রয়াসঃ (ন কোঽপি ইতি) মূঢ়েষু বৈ মহদনুগ্রহঃ (উচিতঃ ইতি শেষঃ); তে (তব) প্রিয়জনান্ (যে প্রিয়জনাঃ ভক্তাঃ তান্) অনুসেবতাম্ (অনুসেবমানানাং) নঃ (অস্মাকং) তেন (সংসারোত্তারনেন) কিং ? (ন কিমপীত্যর্থঃ। তদ্ভক্তসেবাপ্রভাবাৎ বয়ং তু সংসারং তরিষ্যামঃ এব অতস্তদন্যতারণে এব তব যশঃ ভবেৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—হে জগৎগুরো ভগবন্, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারণ তোমার লোকের উদ্ধারে কি পরিশ্রম ? হে আর্ত্তবন্ধো, মূঢ়দিগের প্রতিই মহতের অনুগ্রহ কর্ত্তব্য, তোমার ভক্তদিগের সেবক আমাদের উদ্ধারে কি হইবে ? ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—একেন ময়া কথং সর্ব্বো জনস্তারণীয় ইতি চেত্তত্রাহ,—কো ন্বিতি। অখিলগুরো গুরুরূপ-ধারিণা একেনাপি ত্বয়া পরঃ পরার্দ্ধেনাপি ভবিতুং সমর্থেন সর্ব্ব এব জনো নিস্তার্য্যতামিতি ভাবঃ। ন চৈতাবৎ সামর্থ্যং মে নাস্তীতি বাচ্যমিত্যাহ,—অস্য বিশ্বস্য জন্ম-স্থিতি-সংহারকারণস্য যদি জন্মাদেঃ কারণমভূস্তদা উদ্ধারস্যাপি কারণং ভবিতুমর্হস্যেবেতি ভাবঃ। উচিতমেবৈতদিত্যাহ,—মূঢ়েম্বেতি। ত্বাঞ্চ ত্বদীয়াংশ্চ তারয়িষ্যামি ইদমতিদুরাগ্রহং মা কৃথা ইতি চেত্তত্রাহ,—তব যে প্রিয়জনা ভক্তাস্তাননুসেবমানানাং নোঽস্মাকং তেন ত্বৎকর্ত্তৃকোত্তারণেন কিং ত্বদ্ভক্তসেবাপ্রভাবাৎ স্বয়মেব বয়ং তরিষ্যাম ইতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, একাকী আমি কিপ্রকারে সকল জনকে উদ্ধার করিব ? তাহাতে বলিতেছেন—'কো ন্বত্র' ইত্যাদি। 'অখিল-গুরো'! হে অখিল জগতের গুরু! গুরুরূপধারী এক আপনিই পর পরার্দ্ধ হইতে সমর্থ, অতএব সকল জনকে উদ্ধার করুন—এই ভাব। আমার এরূপ সামর্থ্য নাই, ইহা বলিতে পারেন না, যেহেতু 'ভব-সম্ভব-লোপ-হেতোঃ'—আপনি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণস্বরূপ, যদি জন্মাদির কারণ হন, তবে উদ্ধারেরও কারণ আপনি হইতে পারেন—এই ভাব। ইহা যুক্তিযুক্তই, তাহা বলিতেছেন—'মূঢ়েষু' অর্থাৎ মূঢ়জনের প্রতিই মহতের অনুগ্রহ কর্ত্তব্য। যদি বলেন—তোমাকে এবং ত্বদীয় জন-গণকে উদ্ধার করিব, এইরূপ অতি দুরাগ্রহ করিও না, তাহাতে বলিতেছেন—তোমার প্রিয়জন যে সকল ভক্ত, তাহাদের সেবক আমাদের তোমা কর্ত্তৃক উদ্ধা-রের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ? কারণ তোমার ভক্তজনের সেবার প্রভাবেই আমরা স্বয়ংই উদ্ধারপ্রাপ্ত হইব—এই ভাব ॥ ৪২ ॥

নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যা
স্তদ্বীর্য্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ।
শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পর, (হে সর্ব্বোত্তম,) ত্বদ্বীর্য্য-গায়ন-মহামৃতমগ্নচিত্তঃ (ত্বদ্বীর্য্যস্য প্রভবস্য গায়নমেব মহামৃতং তস্মিন্ মগ্নং চিত্তং যস্য সঃ অহং) দুর-ত্যয়বৈতরণ্যাঃ (দুরত্যয়া দুস্তরা যা ভববৈতরণী তস্যাঃ সকাশাৎ) ন এব উদ্বিজে (নৈব বিভেমি), (পরন্তু) ততঃ (ত্বদ্বীর্য্যগায়নমহামৃতাৎ) বিমুখচেতসঃ (বিমুখং চেতঃ যেষাং তান্) ইন্দ্রিয়ার্থমায়াসুখায় (ইন্দ্রিয়ার্থং যৎ মায়াসুখং বিষয়সুখং তদর্থং) ভরং (কুটুম্বাদিভারম্) উদ্বহতঃ বিমূঢ়ান্ শোচে (শোচামি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে সর্ব্বোত্তম, তোমার গুণগানরূপ বিশাল অমৃতহ্রদে মগ্নচিত্ত আমি দুস্তর বৈতরণী নদী হইতে ভয় করি না, কিন্তু তাহা হইতে বিমুখচিত্ত ভারবাহী ইন্দ্রিয়ার্থমায়াসুখহেতু কুটুম্বাদি মূর্খদিগের জন্য আমি শোক করিতেছি ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চাহং স্বার্থন্তু সংসারতরণং নৈবার্থয় ইত্যাহ,—নৈবেতি। হে পর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বৈতরণ্যাঃ সকাশান্নোদ্বিজে। তত্র হেতুঃ—ত্বদ্বীর্য্যেতি, কিন্তু

বিমূঢ়ান্ শোচামি, ইন্দ্রিয়ার্থহেতুকং যন্মায়াময়ং সুখং তদর্থং ভরং কুটুম্বভরণাদিভারমুদ্বহতঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, আমি কিন্তু নিজের জন্য সংসার-তারণ প্রার্থনা করি না, ইহা বলিতেছেন—'নৈবোদ্বিজে', অর্থাৎ হে পর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! আমি দুষ্পার ভববৈতরণী নদী পার হইবার জন্য উদ্বিগ্ন হই নাই। তাহার কারণ—'ত্বদ্বীর্য্য' ইত্যাদি, অর্থাৎ তোমার গুণগানরূপ মহান্ অমৃতহ্রদে আমার চিত্ত নিমগ্ন হইয়াছে। কিন্তু বিমূঢ় জনের জন্য শোক করিতেছি, অর্থাৎ যে সকল মূঢ়লোক তোমার লীলা-গান-মহামৃত হইতে বিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়জন্য মায়া-ময় সুখভোগে কুটুম্বাদি ভরণপোষণের ভার বহন করিয়া ক্লান্ত, তাহাদিগকে দেখিয়া আমার অতিশয় দুঃখ হয় ॥ ৪৩ ॥

———

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেব, প্রায়েণ স্ববিমুক্তিকামাঃ (নিজমোক্ষার্থিনঃ) মুনয়ঃ বিজনে মৌনং চরন্তি। পরার্থনিষ্ঠাঃ ন (অন্যজনত্রাণার্থং ন চেষ্টন্তে ইতি শেষঃ, অহং তু) কৃপণান্ (দীনান্) এতান্ (দৈত্য-বালকান্) বিহায় একঃ ন বিমুমুক্ষে (মোক্তুং নেচ্ছামি), ভ্রমতঃ অস্য (জীবস্য) ত্বৎ অন্যং (ত্বাং বিনা অপরং) শরণং ন অনুপশ্যে (ন জানামি)॥৪৪॥

অনুবাদ—হে দেব, প্রায়ই নিজমুক্তিকামী মুনি-গণ নির্জ্জনে মৌনব্রত পালন করেন, পরার্থপর নহেন। দীনগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করি না। তোমা-ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভ্রমণশীল লোকগণের রক্ষক দেখি না ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বং তাবন্মুক্তিং গৃহাণ, ত্বাংস্ত তত্ত্বজ্ঞা মুনয়ো মুক্তিসাধনমুপদেক্ষ্যন্তীতি চেত্তত্রাহ,—প্রায়েণেতি। অহন্তু ন তথা বুভূষামীত্যাহ,—নৈতানিতি। ত্বত্তোঽন্যমস্য জনস্য শরণং ন পশ্যামি ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি তাহা হইলে মুক্তি গ্রহণ কর, তোমাকে তত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ মুক্তিসাধনের উপদেশ করিবেন, ইহাতে বলিতেছেন—'প্রায়েণ', অর্থাৎ প্রায়শঃ মুনিগণ স্ব-স্ব মুক্তিকামনায় নির্জ্জনে মৌনব্রত আচরণ করিয়া ভ্রমণ করেন, পরার্থে তাহারা করেন না। আমি কিন্তু সেইরূপ হইতে ইচ্ছা করি না, ইহা বলিতেছেন—'নৈতান্', অর্থাৎ আমার সঙ্গী এই দীন অসুর-বালকগণকে পরিত্যাগ করিয়া, একাকী আমি মুক্ত হইবার ইচ্ছা করি না। 'নান্যং তদস্য'—অনন্যশরণ তোমা ভিন্ন ইহাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত অপর কাহাকেও অমি দেখি না ॥ ৪৪ ॥

মধ্ব—প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ।
আশ্রিতেষু কৃপা কার্য্যা বিশেষাত্তাত্ত্বিকৈঃ সুরৈঃ।
মুনিভিশ্চ তথা কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ কার্য্যাখিলেষ্বপি॥
তথাপি তাত্ত্বিক-সুরকৃপা বিষয়তাং গতাঃ।
অতএব বিমুচ্যন্তে তদন্যেন কথঞ্চন।
ইতি ॥ ৪৪ ॥

———

যন্মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ।
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখং (মৈথুনাদিনা স্ত্রীসম্বন্ধাদিনা গৃহমেধিনাং গৃহস্থানাং যৎ সুখং তৎ) হি (নিশ্চিতং) করয়োঃ (হস্তয়োঃ যথা) কণ্ডূয়নেন (সংঘর্ষণেন) দুঃখদুঃখং (দুঃখম্ অনু দুঃখ-মেব ভবতি, সুখন্তু ঘর্ষণকালমাত্রে মোহকল্পিতমেব তথা) ইব তুচ্ছম্ (এব ইত্যর্থঃ), বহুদুঃখভাজঃ (অপি) কৃপণাঃ (বিষয়িণঃ) ইহ (গৃহমেধিসুখে) ন তৃপ্যন্তি (অলমিতি ন মন্যন্তে; তৎ প্রসাদাদেব) ধীরঃ (এব) কণ্ডূতিবৎ মনসিজং (কামং) বিষহেত (ন তু সর্ব্বে) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হস্তদ্বয়ের কণ্ডূয়নতুল্য অত্যন্ত দুঃখ-দায়ক গৃহস্থগণের স্ত্রী-সম্ভোগাদি তুচ্ছ সুখে বহুদুঃখ-ভাক্ কামুকগণ তৃপ্তিলাভ করে না, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিই কণ্ডূয়নের ন্যায় কামবেগ সহ্য করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেতে স্ত্রীসম্ভোগাদিভিঃ সুখিন এব

ন কৃপণাস্তত্রাহ—যদিতি। করয়োঃ কণ্ডূয়নেন সংঘর্ষেণৈব দুঃখমনুদুঃখং যত্র তৎ। তর্হি দুঃখত্বাদেব ততো নির্ব্বিদ্য মুচ্যেরংস্তত্রাহ,—কৃপণাঃ কামুকাঃ বহুদুঃখভাজোঽপি ইহ গৃহমেধিসুখে দুঃখরূপে ন তৃপ্যন্তি অলমিতি ন মন্যন্তে। কণ্ডূতিবৎ কণ্ডূতাবিবেত্যর্থঃ। ননু কশ্চিৎ কশ্চিত্ততো নির্ব্বিণ্ণোঽপি দৃশ্যতে। সত্যম্, ত্বৎপ্রসাদাদ্ধীরএব মনসিজং কামং দুঃখস্বরূপমেব বিষহতে, ন তু সর্ব্বে॥ ৪৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, স্ত্রী-সম্ভোগ প্রভৃতির দ্বারা এই জনগণ সুখীই, কিন্তু দীন নহে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'যৎ'—গৃহাশ্রমে স্ত্রীসম্ভোগাদি দ্বারা যে সুখ, উহা 'করয়োঃ কণ্ডূয়নেন' —এক করদ্বারা অপর কর কণ্ডূয়নের ন্যায় দুঃখের পর দুঃখই আনয়ন করে। উহা যদি দুঃখই হইত, তবে লোকে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া পরিত্যাগ করিত, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'কৃপণাঃ', কামুক জন বহুদুঃখ পাইয়াও এই দুঃখরূপ গৃহমেধি সুখে (অর্থাৎ উক্ত কণ্ডূয়নের ন্যায় ক্ষণিক সুখভোগ করিয়াও) তৃপ্তিলাভ করে না, অর্থাৎ কখনই তাহাতে অলংবুদ্ধি হয় না। 'কণ্ডূতিবৎ'—এক করের দ্বারা অপর করের কণ্ডূয়নের ন্যায়—এই অর্থ। যদি বলেন—কেহ কেহ তাহাতে নির্ব্বেদ প্রাপ্তও হয়, ইহা দেখা যায়, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য (হ্যাঁ), তোমার প্রসাদে ধীর প্রকৃতির লোকই, 'মনসিজং'—কামকে দুঃখস্বরূপেই সহ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু সকলে নহে॥৪৫॥

———

মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্ম-
ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥ ৪৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) পুরুষ, (হে অন্তর্য্যামিন্,) মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নস্বধর্ম্মব্যাখ্যারহোজপসমাধয়ঃ (মৌনাদয়ঃ দশ যে) আপবর্গ্যাঃ (অপবর্গঃ মোক্ষঃ তৎসাধনত্বেন প্রসিদ্ধাঃ) তে তু অত্র (সংসারে) অজিতেন্দ্রিয়ানাং (তত্তদিন্দ্রিয়বিষয়ভোগার্থং মৌনাদীন্ বিক্রীণতাং) প্রায়ঃ পরং (কেবলং) বার্ত্তাঃ (জীবনোপায়াঃ এব) ভবন্তি; উত (অপি) দাম্ভিকানাং তু বা (কদাচিৎ বার্ত্তাঃ ভবন্তি, কদাচিৎ বার্ত্তাঃ অপি ন ভবন্তি, দম্ভস্য অনিয়তফলত্বাৎ)॥ ৪৬॥

অনুবাদ—হে মহাপুরুষ, মুক্তির সাধক, মৌন-ব্রত, শাস্ত্র-জ্ঞান, তপস্যা, বেদপাঠ, স্বধর্ম্মব্যাখ্যা, নির্জ্জনে অবস্থান, জপ এবং সমাধি অজিতেন্দ্রিয়গণের জীবনোপায় হইয়া থাকে; কিন্তু দাম্ভিকগণের কদাচিৎ না হইতেও পারে॥ ৪৬॥

বিশ্বনাথ—ননু ব্রাহ্মণানাং তাবন্মৌনাদিভির্মোক্ষসাধনৈঃ স্বতএব সিদ্ধৈর্মোক্ষোঽপি স্বতএব সিদ্ধস্তত্রাহ,—মৌনেতি। হে পুরুষ, অন্তর্য্যামিন্, ত্বাং কিং বিজ্ঞাপয়ামীতি ভাবঃ। যে মৌনাদয়ো দশ আপবর্গ্যা অপবর্গহেতবঃ প্রসিদ্ধাঃ. রহঃ বিবিক্তবাসঃ। তে তু প্রায়শঃ অজিতেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ভোগার্থমেব তান্ বিক্রীণতাং বার্ত্তা জীবনোপায়া এব ভবন্তি, দাম্ভিকানান্ত বার্ত্তা অপি ভবন্তি ন বা, দম্ভস্যানিয়তফলত্বাৎ॥ ৪৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—ব্রাহ্মণগণের মোক্ষের সাধন স্বতঃ সিদ্ধ যে মৌনাদি, তাহাদের দ্বারা মোক্ষও স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাতে বলিতেছেন—'মৌন-ব্রত' ইত্যাদি। হে পুরুষ! অন্তর্য্যামিন্! তুমি তো সমস্ত কিছুই জান, তোমাকে আর অধিক কি জানাইব—এই ভাব। যে মৌন প্রভৃতি দশটি 'আপবর্গ্যাঃ'—মোক্ষের সাধন বলিয়া প্রসিদ্ধ, 'রহঃ'—বলিতে নির্জ্জনে বাস, এইগুলি প্রায় অজিতেন্দ্রিয়গণের জীবনোপায় হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগাসক্ত জীব ঐগুলি বিক্রয় করিয়া, নিজের ভোগ্যসামগ্রী সংগ্রহের জন্য জীবিকার উপায়রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু দাম্ভিক-প্রকৃতির লোকের নিকট উহা কখনও জীবনোপায় হয়, আবার কখনও হয় না, যেহেতু দম্ভের ফল অনিশ্চিত॥ ৪৬॥

———

রূপে ইমে সদসতী তব বেদসৃষ্টে
বীজাঙ্কুরাবিব ন চান্যদরূপকস্য।
যুক্তাঃ সমক্ষমুভয়ত্র বিচক্ষন্তে ত্বাং
যোগেন বহ্নিমিব দারুষু নান্যতঃ স্যাৎ॥ ৪৭॥

অন্বয়ঃ—বীজাঙ্কুরৌ ইব (প্রবাহাপন্নে) বেদসৃষ্টে

(বেদেন সৃষ্টে প্রকাশিতে) ইমে সদসতী (কার্য্য-কারণাত্মকে এব) অরূপকস্য (প্রাকৃতরূপাদিরহিতস্য) তব রূপে (উপলক্ষণভূতে তব) অন্যৎ ন চ (কার্য্য-কারণাত্মকং বিশ্বং ত্বত্তঃ পৃথক্ ন ভবতি। এবম্ভূতং) ত্বাং যুক্তাঃ (বশীকৃতচিত্তাঃ) যোগেন (ভক্তিযোগেন) উভয়ত্র (কার্য্যেকারণে চ সমষ্টৌ ব্যষ্টৌ চ ইতি বা) সমক্ষং (প্রত্যক্ষমেব ত্বৎকৃপয়া) দারুষু বহ্নিম্ ইব বিচক্ষতে (পশ্যন্তি), অন্যতঃ (ভক্তিং বিনা) ন স্যাৎ, (যথা দারুষু স্থিতং বহ্নিং মথনেনৈব প্রাপ্নুবন্তি তথা স্থাবরজঙ্গমেষু স্থিতমপি ভগবন্তং কেবলয়া ভক্ত্যৈব প্রাপ্নুবন্তি ন অন্যথা) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—বীজাঙ্কুরবৎ এই বেদপ্রকাশিত কার্য্য-কারণাত্মকরূপদ্বয় প্রাকৃতরূপবিহীন তোমারই ; অন্য নহে। কাষ্ঠে অগ্নিবৎ বিবেকিগণ ভক্তিযোগদ্বারা কার্য্য ও কারণ উভয়েই তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন কিন্তু জ্ঞানাদি দ্বারা নহে ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বৎপ্রাপ্তিস্তু ভক্তিযোগং বিনা মৌনা-দিভির্নৈব ভবতীত্যাহ,—রূপে ইতি। ইমে সদসতী কার্য্যকারণে বীজাঙ্কুরাবিব প্রবাহাপন্নে সমষ্টিব্যষ্টী তবৈব রূপে। ন চ অন্যৎ সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং বিশ্ব-মিদং ত্বত্তো ভিন্নং ন ভবতি, অরূপকস্য প্রাকৃতরূপ-রহিতস্য তব। অতো যুক্তা বিবেকিনঃ ত্বাং উভয়ত্র সমষ্টৌ ব্যষ্টৌ চ বিচিন্বতে প্রাপ্তুমন্বিষ্যন্তি যতস্ত্বং কারণত্বেনোভয়ত্র বর্ত্তসে ইতি ভাবঃ। যোগেন উপা-য়েন ভক্তিযোগেনৈব ন চান্যতো জ্ঞানাদিনা "ভক্ত্যাহ-মেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি ত্বদুক্তেরিতি ভাবঃ। বহ্নিপক্ষে, —যোগেন মন্থনেন অতএব ভক্ত্যেত্যস্য স্পষ্টশব্দস্যা-প্রয়োগঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার প্রাপ্তি কিন্তু ভক্তি-যোগ ভিন্ন মৌনাদির দ্বারা কখনই হয় না, ইহা বলিতেছেন—'রূপে' ইত্যাদি। এই সৎ ও অসৎ অর্থাৎ কারণ ও কার্য্য বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় প্রবাহাপন্ন সমষ্টি ও ব্যষ্টি—ইহা তোমারই রূপ বলিয়া বেদে প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ তুমি প্রাকৃত রূপাদিশূন্য। অতএব 'যুক্তাঃ'—বিবেকিগণ তোমাকে 'উভয়ত্র' অর্থাৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয় স্থলেই পাই-বার জন্য অন্বেষণ করিতেছেন, যেহেতু তুমি কার-ণত্বরূপে উভয়ত্রই বর্ত্তমান রহিয়াছ—এই ভাব। 'যোগেন'—ভক্তিযোগরূপ উপায়ের দ্বারা, কিন্তু জ্ঞানাদি অন্য কিছুর দ্বারা তুমি লভ্য নহ, 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' (১১।১৪।২১), অর্থাৎ একমাত্র শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তির দ্বারাই আমি গ্রাহ্য—তোমার এই উক্তি অনুসারে, এই ভাব। বহ্নিপক্ষে—যোগ বলিতে মন্থনের দ্বারা, অতএব ভক্তির দ্বারা, এরূপ স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা হয় নাই। (অর্থাৎ যেমন কাষ্ঠে স্থিত বহ্নি মন্থনের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ স্থাবর জঙ্গমে সর্ব্বত্র স্থিত হইলেও ভগবান্‌কে কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারাই লাভ করা যায়, কিন্তু অন্য কোন উপায়ের দ্বারা নহে।) ॥ ৪৭ ॥

মধ্ব – কার্য্যাকারণরূপে তদ্বশত্বাপেক্ষয়া সাক্ষাৎ স্বরূপাপেক্ষয়া স্বরূপাদন্যদ্রূপং ন ॥ ৪৭ ॥

ত্বং বায়ুরগ্নিরবনির্বিয়দম্বুমাত্রাঃ
প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ।
সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্
নান্যং ত্বদস্ত্যপি মনোবচসা নিরুক্তম্ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভূমন্, (বহুরূপ,) ত্বং বায়ুঃ, অগ্নিঃ, অবনিঃ, বিয়ৎ, অম্বুমাত্রাঃ প্রাণেন্দ্রিয়াণি (প্রাণাঃ ইন্দ্রিয়াণি চ ত্বমেব) হৃদয়ং (মনঃ) চিৎ অনুগ্রহঃ চ (চিৎ চিত্তম্ অনুগ্রহঃ অহঙ্কারঃ দেবতাবর্গঃ বা) সগুণঃ (গুণ-কার্য্যং স্থূলঃ) বিগুণঃ চ (গুণকার্য্যাদ্ব্যতিরিক্তঃ সূক্ষ্মঃ জীবান্তর্য্যাম্যাদিপদার্থঃ কিং বহুনা) সর্ব্বং ত্বমেব মনোবচসা (মনশ্চ বচশ্চ মনোবচঃ তেন) নিরুক্তং (প্রকাশিতং কিমপি বস্তু) ত্বৎ (ত্বত্তঃ) অন্যৎ (ভিন্নং) ন অপি অস্তি (সর্ব্বং ত্বমেব ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—হে ভূমন্, তুমি বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল, তন্মাত্র, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, চিত্ত এবং অনুগ্রাহক এবং তুমিই সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম। মন ও বাক্য দ্বারা প্রকাশিত কোন বস্তুই তোমা-ভিন্ন নাই ॥৪৮

বিশ্বনাথ—উক্তমর্থং বিবৃণোতি,—ত্বমিতি। হৃদয়ং মনঃ ; চিৎ চিত্তং, অনুগ্রহোঽনুগ্রাহকো দেবতাবর্গঃ, সগুণঃ স্থূলঃ, বিগুণঃ সূক্ষ্মঃ, মনশ্চ, বচশ্চ, মনো-বচস্তেন নিরুক্তং প্রকাশিতং কিমপি ত্বত্তোঽন্যৎ নাস্তীতি ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত কথাই বিবৃত

করিতেছেন—'ত্বম্' ইত্যাদি। 'হৃদয়ং'—বলিতে চিত্ত, 'অনুগ্রহঃ'—অনুগ্রাহক দেবতাবর্গ, 'সগুণঃ'—গুণ-কার্য্য স্থূল, 'বিগুণঃ'—সূক্ষ্ম (জীবের অন্তর্য্যাম্যাদি পদার্থ), সব কিছুই তুমি। অধিক কি, মন ও বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত কোন বস্তুই তোমা ভিন্ন নাই, অর্থাৎ সমস্ত কিছুই তুমি ॥ ৪৮ ॥

———

নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয়ো যে
সর্ব্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহদেবমর্ত্ত্যাঃ।
আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হি ত্বা-
মেবং বিমৃষ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) উরুগায়, (উরু বহুধা গীয়তে ইতি উরুগায়, হে পুণ্যশ্লোক,) এতে গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ গুণিনঃ ন যে (চ) (গুণাধিষ্ঠাতরঃ দেবাঃ) ন মহদাদয়ঃ (মহাভূততন্মাত্রেন্দ্রিয়ান্তাঃ) সর্ব্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ (চিত্ত-বুদ্ধ্যহঙ্কারাশ্চ) সহদেবমর্ত্ত্যাঃ আদ্যন্তবন্তঃ (আগমা-পায়িনঃ প্রাণিনঃ সন্তি তে সর্ব্বে) ত্বাং ন এব হি বিদন্তি ; (তস্মাৎ) সুধিয়ঃ (বিবেকিনঃ) এবং বিমৃষ্য (ভগবদনুগ্রহেণৈব তত্তত্ত্বং জ্ঞায়তে, বহুশাস্ত্রাভ্যাস-শ্রমেণৈব ইতি নিশ্চিত্য) শব্দাৎ (শাস্ত্রাভ্যাসাৎ) বির-মন্তি (ত্বামেব সমাধিনোপাসত ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—সত্ত্ব প্রভৃতি গুণত্রয়, গুণাদ্যভিমানি-দেবগণ মহত্তত্ত্ব ও মন প্রভৃতি দেব ও মর্ত্ত্যগণ—জন্মমরণশীল। তাঁহারা তোমাকে জানিতে পারেন না। জ্ঞানীরা এইরূপ বিবেচনা করিয়া বেদাধ্যয়-নাদি ব্যাপার হইতে বিরত হন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—তজ্‌জ্ঞানং ত্বদ্ভক্ত্যৈব ভবেন্ন তু শাস্ত্রা-ধ্যয়ন-বুদ্ধি-কৌশলাদিভিরিত্যাহ,—নেতি। যদ্যেতে ত্বাং ন বিদন্তি, তর্হ্যেতৈরেব মনোবুদ্ধ্যাদিভিঃ শাস্ত্রাণ্য-ধ্যয়নাধ্যাপনাদিভির্বিচার্য্য জীবাঃ কথং জ্ঞাস্যন্তীতি বিমৃষ্য শব্দাদধ্যয়নাদিব্যাপারাদুপরমন্তি। তথাচ শ্রুতিঃ—"কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং বক্ষ্যামহে" ইতি। "নানুধ্যায়েদ্বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ" ইতি। স্মৃতিশ্চ "যদা তে মোহ-কলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥" ইত্যাদি ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই জ্ঞান তোমার ভক্তির দ্বারাই হইয়া থাকে, কিন্তু শাস্ত্রাধ্যয়ন, বুদ্ধির কুশ-লতা প্রভৃতির দ্বারা নহে, ইহা বলিতেছেন—'নৈতে গুণাঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ তুমি সর্ব্বত্র অনুগত থাকিলেও গুণসকল (গুণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা), গুণিগণ (ব্রহ্মাদি), মহদাদি, মনঃ প্রভৃতি, তথা দেবতা, মনুষ্য—ইহারা সকলেই জড়োপাধি, আদি ও অন্তবিশিষ্ট, সুতরাং নিরুপাধি যে তুমি, তোমাকে জানিতে পারে না)। ইহারাই যদি না জানেন, তাহা হইলে সেই সকল মন বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা এবং শাস্ত্রসকলের অধ্যয়ন অধ্যাপনাদির দ্বারা জীবগণ তোমাকে কিপ্রকারে জানিবে ? এইরূপ বিচার করিয়া জ্ঞানিগণ বেদ অধ্যয়নাদি ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া সমাধিযোগে আপনার উপাসনা করেন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে —'কি বস্তু আমরা অধ্যয়ন করিব, কি বা বলিব ?' এবং 'বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে না, যেহেতু উহা বাক্যের বিগ্লাপন (বিশেষ গ্লানিকারক), ইত্যাদি। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে—"যদা তে মোহকলিলং" (শ্রীগীতা—২।৫২), অর্থাৎ এই প্রকার পরমেশ্বরার্পিত নিষ্কাম-কর্ম্ম অভ্যাস করিতে করিতে যখন মোহরূপ গহনকে তোমার বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত সমস্ত শাস্ত্র হইতে নির-পেক্ষ হইয়া বিশুদ্ধ ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইবে, ইত্যাদি ॥ ৪৯ ॥

———

তত্তেঽর্হত্তম নমঃ স্তুতিকর্ম্মপূজাঃ
কর্ম্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং
ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অর্হত্তম্, (হে পূজ্যতম্,) নমঃ স্তুতিকর্ম্মপূজাঃ (নমস্কারশ্চ স্তুতিকর্ম্মস্তবকরণং পূজা সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণং চ তাঃ) চরণয়োঃ কর্ম্ম স্মৃতিঃ (চ) কথায়াং শ্রবণং (চ) ইতি (ইত্যেয়ং) ষড়ঙ্গয়া তে (তব) সংসেবয়া বিনা (সম্যক্ সেবয়া বিনা) পরমহংসগতৌ (পরমহংসানাং গতৌ প্রাপ্যে) ত্বয়ি জনঃ কিং ভক্তিং (প্রেমলক্ষণাং) লভেত (নৈব লভেত ইতি তস্মাত্ত্বমেব সর্ব্বজনমূদ্ধর ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—অতএব হে পূজ্যতম, তোমার প্রতি

নমস্কার, স্তব, কর্ম্ম সমর্পণ, পূজন, চরণযুগল স্মরণ এবং লীলা-শ্রবণ,—এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতীত লোকে কি পরমহংসগণের প্রাপ্য তোমার প্রতি ভক্তি লাভ করিতে পারে ? ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—স্তুতিমুপসংহরতি,—তদিতি। যস্মাদ-ধ্যয়নাদিভিস্তুজ্জ্ঞানং ন ভবেত্তস্মাত্ত্বজ্জ্ঞানার্থমাগ্রহং পরিত্যজ্য সর্ব্বপুরুষার্থসারস্য ত্বৎপ্রেম্ণঃ সাধনার্থমেব যতেতেত্যাহ,—হে অর্হত্তম, নমো, নমস্কারশ্চ স্তুতি-কর্ম্ম স্তবকরণঞ্চ, পূজা অর্চ্চনঞ্চ তাঃ কর্ম্ম পরিচর্য্যা, চরণয়োঃ স্মৃতিশ্চ। কথায়াং শ্রবণঞ্চেত্যেবং ষড়ঙ্গয়া সেবয়া ভক্ত্যা বিনা ত্বয়ি কিং ভক্তিং প্রেমাণং লভেত নৈব লভেতেত্যর্থঃ। পরমহংসানাং জ্ঞানিনাং গতি-র্মুক্তির্যস্মাত্তস্মিন্নিতি কথঞ্চিদ্ভক্তিমিশ্রজ্ঞানেন মুক্তি-মেব লভেতেতি ভাবঃ। তস্মাৎ সর্ব্বকৃতার্থতামূল-ত্বাৎ প্রেমভক্তিসম্পাদিনীং ষড়ঙ্গাং সংসেবামেব সর্ব্বে-ভ্যোহপি দেহি, সা দুর্ল্লভা চেৎ মুক্তিমেব দত্ত্বা সংসার-দুঃখাত্ত্রাবৎ সর্ব্বাংস্ত্রায়স্ব। অহন্তু ত্বদ্ভক্তসেবয়ৈব কৃতার্থীকৃত এব বর্ত্তে ইতি ন কাচিচ্চিন্তেতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্তুতি উপসংহার করিতেছেন —'তৎ' ইত্যাদি। যেহেতু অধ্যয়ন প্রভৃতির দ্বারা ত্বদ্বিষয়ক জ্ঞান হয় না, অতএব তোমার জ্ঞানের জন্য আগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বপুরুষার্থ-সার তোমার প্রেমের সাধনের নিমিত্তই যত্ন করিতে হইবে, ইহা বলিতেছেন—'হে অর্হত্তম'। হে পূজ্যতম! 'নমঃ'—তোমার প্রতি নমস্কার, 'স্তুতিকর্ম্ম'—স্তুতি করা, 'পূজা'—অর্চ্চন, 'কর্ম্ম'—তোমার পরিচর্য্যা, চরণযুগলের স্মরণ, এবং তোমার কথা শ্রবণ—এই ষড়ঙ্গ সেবা অর্থাৎ ভক্তি ব্যতীত, তোমাতে কি 'ভক্তিং লভেত'—ভক্তি বলিতে প্রেম লাভ হইতে পারে? কখনই নহে, এই অর্থ। 'পরমহংস-গতৌ'—পরম-হংস জ্ঞানিগণের গতি বলিতে মুক্তি যাহা হইতে; তাহাতে কোন প্রকার ভক্তিমিশ্র জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিই লভ্য হয়—এই ভাব। অতএব সর্ব্বকৃতার্থতার মূলহেতু প্রেমভক্তি-সম্পাদিনী সংসেবাই (সম্যক্রূপে সেবা) সকলকে দাও, তাহা যদি একান্ত দুর্ল্লভা হয়, তাহা হইলে মুক্তি দিয়া সকলকে সংসার-দুঃখ হইতে ত্রাণ কর। আমি কিন্তু তোমার ভক্তের সেবার দ্বারাই কৃত-কৃতার্থ হইয়া থাকিব, এই বিষয়ে কোন চিন্তা নাই, এই ভাব ॥ ৫০ ॥

———

শ্রীনারদ উবাচ—

এতাবদ্বর্ণিতগুণো ভক্ত্যা ভক্তেন নির্গুণঃ।
প্রহ্লাদং প্রণতং প্রীতো যতমন্যুরভাষত ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—নির্গুণঃ (অপি) ভক্তেন (প্রহলাদেন) ভক্ত্যা এতাবদ্বর্ণিতগুণাঃ (এতা-বন্তঃ বর্ণিতাঃ গুণাঃ করুণাদয়ঃ যস্য সঃ) প্রীতঃ (তস্মিন্ প্রহলাদে প্রীতঃ) যতঃ মন্যুঃ (উপসংহৃত-কোপঃ সন্) প্রণতং (তৎ) প্রহলাদম্ অভাষত ॥ ৫১॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—ভক্তকর্ত্তৃক ভক্তি-ভাবে প্রাকৃতগুণহীন তাঁহার গুণ বর্ণিত হইলে সেই নৃসিংহ ক্রোধ সংবরণ করিয়া প্রীতি-প্রকাশপূর্ব্বক প্রণত প্রহলাদকে বলিলেন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—গুণাঃ কারুণ্যাদয়ঃ নির্গুণঃ প্রাকৃত-গুণরহিতঃ। যতমন্যুঃ মদ্ভক্তায় প্রহলাদায়াপি দ্রুহ্য-তীতি যো দুর্ব্বারো মন্যুরভূৎ স প্রহলাদস্যানন্দদর্শনা-দুপশান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বর্ণিত-গুণঃ'—এই প্রকারে ভক্ত প্রহলাদ কর্ত্তৃক কারুণ্যাদি গুণসমূহ বর্ণিত হইলে, 'নির্গুণঃ'—প্রাকৃত গুণরহিত শ্রীনৃসিংহদেব, 'যতমন্যুঃ'—আমার ভক্ত প্রহলাদের প্রতিও যে বিদ্বেষ করিতেছে, এইহেতু যে দুর্ব্বার ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা সম্প্রতি প্রহলাদের আনন্দদর্শনে উপ-শান্ত হইল, এই অর্থ ॥ ৫১ ॥

———

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রহ্লাদ ভদ্র ভদ্রং তে প্রীতোহহং তেঽসুরোত্তম।
বরং বৃণীষ্বাভিমতং কামপূরোঽস্ম্যহং নৃণাম্ ॥৫২

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) প্রহলাদ, (হে) ভদ্র, তে (তব) ভদ্রম্ (এব ভবিষ্যতি; হে) অসুরোত্তম, অহং তে (তুভ্যং) প্রীতঃ (প্রসন্নঃ অস্মি); অহং নৃণাং (নরাণাং) কামপূরঃ (কামান্ পূরয়তীতি তথা অভীষ্টপূরকঃ পুরুষার্থপ্রবাহঃ বা অস্মি, (অতঃ ত্বম্) অভিমতং (স্বাভিমতং) বরং বৃণীষ্ব ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে ভদ্র প্রহলাদ, তোমার মঙ্গল হউক। হে অসুরোত্তম, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হইয়াছি, আমি নরদিগের অভিলাষ পূর্ণ করি, সুতরাং তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর ॥৫২

বিশ্বনাথ—অভিমতং বৃণীষ্বেতি ময়ি ভৃত্যবৎসলে পরমোদারচূড়ামণৌ কঃ সঙ্কোচ ইতি ভাবঃ। যেষাং কৃতে ত্বং মাং প্রার্থয়সে তেষামপি নৃণামহং কামপুরোঽস্মি পুরুষার্থপ্রবাহরূপ এব বর্ত্তে কিং পুনরেকাং মুক্তিমেব দদে ইতি ভাবঃ। তেন প্রহলাদবুদ্ধিবিষয়ীকৃতা-স্তাৎকালিকা জীবা নিস্তীর্ণা এব, জীবানামানন্ত্যাৎ তদন্যৈরেব জীবৈস্তদনন্তরং ব্রহ্মাণ্ডমপুরীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভিমতং বৃণীষ্ব'—তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, পরম উদারচূড়ামণি ভৃত্যবৎসল আমাতে কি সঙ্কোচ থাকিতে পারে?—এই ভাব। যাহাদের নিমিত্ত তুমি আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছ, সেই সকল মানবগণেরও আমি 'কামপূরঃ অস্মি'—সকল কামনার পূরণকারী পুরুষার্থ-প্রবাহরূপেই বর্ত্তমান রহিয়াছি, তাহাতে একটি মুক্তি দিব, ইহা আর অধিক কি?—এই ভাব। ইহার দ্বারা প্রহলাদ যে সকল জীবগণের মুক্তির বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, তৎকালীন সকল জীবই উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়াছিল, পুনরায় জীবসমূহ অনন্ত বলিয়া অন্য জীবের দ্বারা তৎপরেই ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৫২ ॥

মামপ্রণীত আয়ুষ্মন্ দর্শনং দুর্ল্লভং হি মে।
দৃষ্ট্বা মাং ন পুনর্জন্তুরাত্মানং তপ্তুমর্হতি ॥৫৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) আয়ুষ্মন্, মাম্ অপ্রীণতঃ (অপ্রীণয়তঃ জনস্য) মে (মম) দর্শনং দুর্ল্লভম্ (এব) হি, জন্তুঃ মাং দৃষ্ট্বা পুনঃ আত্মানং তপ্তুং (শোচিতুং) ন অর্হতি (অপূর্ণকামঃ ন স্যাদেব) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—হে আয়ুষ্মন্, আমাকে প্রসন্ন না করিয়া আমার দর্শন অতিশয় দুর্ল্লভ, আমাকে দর্শন করিয়া প্রাণিগণকে আত্মার্থে শোক করিতে হয় না ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—অপ্রীণতঃ অপ্রীণয়তঃ, তপ্তুমপূর্ণকামত্বেন শোচিতুম্ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপ্রীণতঃ'—আমার প্রীতি উৎপন্ন করিতে না পারিলে, আমার দর্শন অতিশয় দুর্ল্লভ। 'তপ্তুম্'—আমার দর্শন হইলে কামনা পূরণ হইল না বলিয়া কাহাকেও অনুতপ্ত হইতে হয় না ॥ ৫৩ ॥

প্রীণন্তি হ্যথ মাং ধীরাঃ সর্ব্বভাবেন সাধবঃ।
শ্রেয়স্কামা মহাভাগ সর্ব্বাসামাশিষাং পতিম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ হি (অতএব) (হে) মহাভাগ, শ্রেয়স্কামাঃ (মঙ্গলার্থিনঃ) ধীরাঃ সাধবঃ সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বান্তঃকরণেন) সর্ব্বাসাম্ আশিষাং পতিং মাং প্রীণন্তি (প্রসন্নং কুর্ব্বন্তি) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—অতএব হে মহাভাগ, মঙ্গলার্থী জ্ঞানী সাধুগণ সর্ব্বভাবে সর্ব্বমঙ্গলপতি আমাকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রীণন্তি প্রীণয়ন্তি ; মাং প্রতি তুষ্যন্তীতি বা। সর্ব্বভাবেন দাস্যসখ্যাদিনা ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রীণন্তি'—ধীর প্রকৃতির সাধুগণ মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমাকে প্রীতি করিয়া থাকেন, অথবা সর্ব্বভাবে আমার সন্তোষ জন্মাইয়া থাকেন। 'সর্ব্বভাবে' বলিতে দাস্য, সখ্যাদি ভাবের দ্বারা ॥ ৫৪ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

এবং প্রলোভ্যমানোঽপি বরৈর্লোকপ্রলোভনৈঃ।
একান্তিত্বাদ্ভগবতি নৈচ্ছত্তানসুরোত্তমঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদানুচরিতে নবমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—অসুরোত্তমঃ (প্রহলাদঃ) লোকপ্রলোভনৈঃ (মোহজনকৈঃ) বরৈঃ এবং প্রলোভ্যমানঃ অপি (ভগবতা প্রলোভয়িতুম্ আরভ্যমানোঽপি) ভগবতি একান্তিত্বাৎ (ভগবৎপ্রেমাকৃষ্টত্বাৎ) তান্ (বরান্) নৈচ্ছৎ (ন প্রার্থিতবান্) ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—অসুরোত্তম

প্রহলাদ লোকসকলের মোহজনক তাদৃশ বহুবিধ বর দ্বারা প্রলোভিত হইয়াও ভগবানে ঐকান্তিকতা-প্রযুক্ত সেগুলি অভিলাষ করিলেন না ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—একান্তিত্বাৎ "একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তীতি" তল্লক্ষণাৎ ॥ ৫৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
সপ্তমে নবমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একান্তিত্বাৎ'—ভগবান্ অনেক বরের কথা বলিয়া লোভ দেখাইলেও, একান্তী (নিরুপাধিক) ভক্ত অসুরগণের শ্রেষ্ঠ প্রহলাদ কিছুই লইতে ইচ্ছা করিলেন না। একান্তীর লক্ষণ হইতেছে —"একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি" (৮।৩। ২০), অর্থাৎ শ্রীগজেন্দ্র বলিলেন—যাঁহার একান্তী ভক্তগণ কিছুই বাঞ্ছা করেন না, যেহেতু তাঁহারা ভগবৎ-প্রপন্ন, সেই তোমাকে আমি স্তুতি করি ইত্যাদি ॥ ৫৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার সপ্তম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধের নবম অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭।৯ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-সপ্তমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে নবমোহধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-সপ্তমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-সপ্তমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

দশমোহধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ—

ভক্তিযোগস্য তৎ সর্ব্বমন্তরায়তয়ার্ভকঃ।
মন্যমানো হৃষীকেশং স্ময়মান উবাচ হ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে প্রহলাদকে বরদান করিয়া শ্রীভগবান্ নৃহরির অন্তর্ধান এবং প্রসঙ্গক্রমে রুদ্রপতি শ্রীভগবানের অনুগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবান্ হৃষীকেশ প্রহলাদকে যে যে বর দিতে চাহিলেন, প্রহলাদ তাহা ভক্তিপথের অন্তরায় জ্ঞানে স্বীকার না করিয়া ভগবৎপাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলেন এবং কহিলেন,—যে ব্যক্তি ভগবানের নিকট আত্মেন্দ্রিয়সুখের কামনা করেন, সে কখনও ভগবানের 'ভৃত্য' বা 'ভক্ত' পদবাচ্য নহে; পরন্তু ব্যবসায়ী বণিক্ মাত্র। আবার যে ব্যক্তি ভৃত্য হইতে নিজ প্রভুত্বোচিত সম্মান বাঞ্ছা করিয়া তাহাকে ভোগাদি-বিষয় দান করেন, তিনিও 'প্রভু'পদবাচ্য হইতে পারেন না। কামনা দ্বারা যে সেব্য-সেবক ভাব তাহা সোপাধিক মাত্র। প্রহলাদ নৃসিংহদেবকে বলিলেন যে, যদি ভগবানের একান্তই তাঁহাকে (প্রহলাদকে) বর দিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি প্রহলাদকে এই বর প্রদান করুন, যেন কখনও তাঁহার হৃদয়ে ফলানুসন্ধিৎসা উদিত না হয়। কাম অতিশয় অনিষ্টকর। উহার উদয়ে ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ, আত্মা, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, তেজঃ, স্মৃতি, সত্য—সমুদয়ই একেবারে বিনষ্ট হয়। কামপরিশূন্য হইলেই ভগবানের সেবালাভের যোগ্য

হয়। শ্রীভগবান্ প্রহলাদের ঐকান্তিকতায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রহলাদের ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভার্থ কামনীয় বিষয় কিছু না থাকিলেও তাঁহাকে মন্বন্তর কাল দৈত্যেশ্বরদিগের ভোগ্য সকল ভোগ, নিরন্তর ভগবৎপ্রিয়-কথা-শ্রবণ ও সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণরূপ কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কাম ভক্তি-যোগাবলম্বনে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিবার আদেশ করিলেন। প্রহলাদ তাহা স্বীকার করিয়া হিরণ্যকশিপুর ভগবান্ ও ভক্তসকাশে কৃতাপরাধমোচনজন্য প্রার্থনা জানাইলে শ্রীভগবান্ হিরণ্যকশিপুর পবিত্রত্ব তথা বৈষ্ণবের কুল ও দেশপাবনত্ব কীর্ত্তন করিয়া প্রহলাদকে কেবলমাত্র ব্যবহার-রক্ষার্থ হিরণ্যকশিপুর ঊর্দ্ধ্ব-দেহিক কার্য্য করিতে বলিলে, প্রহলাদ তাহা পালন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা শ্রীনৃসিংহের বহু স্তব করিলেন এবং দেববৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবান্‌কে তাঁহার অসুরসংহার-কার্য্য ও ভক্ত প্রহলাদের প্রতি কৃপা-বিষয় উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলে, ভগবান্ ব্রহ্মাকে ক্রূরস্বভাব অসুরগণকে আর বর দান করিয়া তাহাদের আসুরবৃত্তির প্রশ্রয় দান করিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর শ্রীনৃসিংহের অন্তর্ধান প্রহলাদের ব্রহ্মাদি দেবতা-বন্দন, ব্রহ্মা শুক্রাদি কর্ত্তৃক প্রহলাদের দৈত্য ও দানবাধিপত্যে অভিষেক, প্রহলাদের প্রতি ব্রহ্মাদি দেবগণের আশীর্ব্বচন প্রভৃতি বর্ণন করিয়া শ্রীনারদ যুধিষ্ঠির মহারাজকে আদি দৈত্য-দ্বয়বধের পর ত্রেতায় রাবণ-কুম্ভকর্ণের রামচন্দ্রের হস্তে নিধন তথা দ্বাপরে শিশুপাল দন্তবক্রের বৈরানু-বন্ধনদ্বারা যোগাদি সাধনব্যতীত ও ভগবানে সাযুজ্য-প্রাপ্তি, প্রহলাদচরিত্র পাঠ ও শ্রবণের ফল এবং পর-ব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের গৃহে প্রিয়, সুহৃদাদি-রূপে অবস্থিত, মুনিগণ তদ্দর্শনার্থ যাঁহাদের গৃহে সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া থাকেন, সেই কৃষ্ণপ্রিয় পাণ্ডবদিগের সৌভাগ্যবত্তা যে প্রহলাদের অপেক্ষাও অধিক, তাহা জ্ঞাপন করিলেন। তৎপর শ্রীনারদের ভগবৎকৃপা-বর্ণন-প্রসঙ্গক্রমে মায়াবান্ ময়দানব যে প্রকারে অসুরদিগকে মায়াবিনির্ম্মিত ত্রিপুর দান করিয়া অসুরকর্ত্তৃক দেবগণের পরাজয় ঘটাইয়া রুদ্রের যশঃ বিনষ্ট করিয়াছিল এবং রুদ্র যাঁহার কৃপায় আবার ত্রিপুর ধ্বংস করিয়া 'ত্রিপুরারি' নাম ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বদেববন্দিত হইয়াছিলেন, সেই আখ্যায়িকাদ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—অর্ভকঃ (বালকো-হপি প্রহলাদঃ) তৎসর্ব্বং (বরজাতং) ভক্তিযোগস্য অন্তরায়তয়া (বিঘ্নতয়া) মন্যমানঃ (মত্বা) স্ময়মানঃ (অহো সর্ব্বজ্ঞঃ অপি প্রলোভয়তীত্যাশ্চর্য্যযুক্তঃ সন্) হৃষীকেশম্ উবাচ হ (কথয়ামাস) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—বালক প্রহলাদ ভগবান্ নৃসিংহ-কথিত ঐ সকল বর ভক্তিযোগের অন্তরায় বিবেচনা করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

প্রহলাদায় বরং দত্ত্বা দশমেঽন্তর্হিতে হরৌ।
তস্যৈবানুগ্রহাদীশঃ পুরস্ত্রিস্রো দদাহ সঃ ॥ ০ ॥

তৎসর্ব্বং বরজাতম্, স্ময়মান ইতি মাং বালকমজ্ঞং প্রলোভয়ন্ প্রভুরয়ং মদ্বুদ্ধিং পরীক্ষতে ইতি বিচারোত্থং স্থিতম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দশম অধ্যায়ে প্রহলাদকে বরদান করিয়া ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের অন্তর্দ্ধান এবং প্রসঙ্গক্রমে তাঁহারই অনুগ্রহে শ্রীরুদ্রদেবের ত্রিপুরদহন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'তৎসর্ব্বং'—ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব যে সকল বর দিতে চাহিলেন, তাহা। 'স্ময়মানঃ'—অজ্ঞ বালক আমাকে প্রলুব্ধ করিয়া, আমার প্রভু আমার বুদ্ধি পরীক্ষা করিতেছেন, এইরূপ বিচারপূর্ব্বক বিস্ময় প্রকাশ করতঃ বলিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ—

**মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ।
তৎসঙ্গভীতো নির্ব্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ ॥ ২ ॥**

অন্বয়ঃ—শ্রীপ্রহলাদঃ উবাচ,—(হে ভগবন্,) উৎপত্ত্যা কামেষু সক্তং (স্বভাবতঃ এব কামাসক্তং) মাং তৈঃ বরৈঃ কামপূরকৈঃ বরৈঃ) মা প্রলোভয় (লুব্ধং মা কার্ষীঃ) তৎসঙ্গভীতঃ (যতঃ অহং কামনা-সঙ্গাৎ ভীতঃ) নির্ব্বিণ্ণঃ (বিষয়-বিরক্তঃ) মুমুক্ষুঃ (মুক্তিমিচ্ছুশ্চ সন্) ত্বাম্ উপাশ্রিতঃ (ভবন্তং শরণং গতঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহলাদ কহিলেন,—হে ভগবন্, স্বভাবতঃ কামাসক্ত আমাকে ঐ সকল বরের দ্বারা লুব্ধ করিবেন না, আমি কাম সঙ্গভীত, নির্ব্বেদপ্রাপ্ত এবং মুমুক্ষু হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি ॥২॥

বিশ্বনাথ—উৎপত্ত্যা স্বভাবেনৈব বরৈর্ব্বরদানৈস্তেষাং কামানাং সঙ্গাদ্ভীতঃ। অতএব মুমুক্ষুস্তান্ মোক্তুমিচ্ছুঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উৎপত্ত্যা'—আমি স্বাভাবিকভাবে কামনায় আসক্ত। 'বরৈঃ'—ঐ সকল কামপূরক বরদানের দ্বারা আমাকে লুব্ধ করিবেন না। 'তৎসঙ্গ-ভীতঃ'—আমি কামসমূহের আসক্তি হইতে ভীত, অতএব 'মুমুক্ষুঃ'—সেই কামনাসকল পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া (আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি) ॥ ২ ॥

ভৃত্যলক্ষণজিজ্ঞাসুর্ভক্তং কামেষ্বচোদয়ৎ।
ভবান্ সংসারবীজেষু হৃদয়গ্রন্থিষু প্রভো ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, ভবান্ হৃদয়গ্রন্থিষু (হৃদয়স্য গ্রন্থিবৎ বন্ধেষু দুর্ব্বিমুচ্যেষু) সংসারবীজেষু (জন্মমরণাদিসংসারস্য বীজেষু) কামেষু ভক্তং (মাং যৎ) অচোদয়ৎ (প্রেরিতবান্ তৎ কার্য্যং) ভৃত্যলক্ষণজিজ্ঞাসুঃ (ভৃত্যস্য অনন্য প্রয়োজনত্বরূপং লক্ষণং জিজ্ঞাসুঃ জ্ঞাতুমভিপ্রায়বান্ সন্নেব অকরোৎ ইতি)॥৩

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনি ভক্তের লক্ষণজিজ্ঞাসু হইয়া, হৃদয়ের গ্রন্থি এবং সংসারের বীজস্বরূপ, কামে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কিমহং ভক্তং প্রলোভয়ামি ? নহি নহি স্বভক্তস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টাং নিষ্ঠাং লোকে খ্যাপয়সীত্যাহ,—ভৃত্যেতি। ময়া দীয়মানান্ বরান্ কথং ন গৃহ্ণাসীত্যুক্তে মদ্ভৃত্য এব মদ্ভৃত্যস্য লক্ষণং কথয়িষ্যতীত্যভিপ্রায়স্তবাবগম্যত ইতি ভাবঃ। প্রভুরিতি—সর্ব্বজ্ঞস্য তব জিজ্ঞাসা নোপপদ্যতে ইত্যতঃ সর্ব্বান্ জ্ঞাপয়িতুমেবেতি ভাবঃ। অখিলগুরো সর্ব্বহিতোপদেষ্টুস্তব ব্রহ্মরুদ্রাদীনামিবেতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আমি কি আমার ভক্তকে লোভ দেখাইতেছি ? তাহার উত্তরে—না, না, নিজ ভক্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিষ্ঠা জগতে (প্রকাশ) করিতেছেন, ইহা বলিতেছেন—'ভৃত্য' ইত্যাদি। তাহা হইলে আমার প্রদত্ত বরসকল কিজন্য গ্রহণ করিতেছ না ? তাহাতে বলিতেছেন—'ভৃত্যলক্ষণজিজ্ঞাসুঃ'—আমার ভক্তই আমার ভক্তের পরিচয় প্রদান করিবে, এইরূপ তোমার অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে, এই ভাব। 'প্রভো !' —তুমি সকলের প্রভু, সর্ব্বজ্ঞ তোমার জিজ্ঞাসা অসঙ্গত, এইহেতু সকলকে জানাইবার নিমিত্তই তোমার এই প্রয়াস, এই ভাব। 'অখিলগুরো !' —(ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের অংশ)। তুমি সকলের হিতোপদেষ্টা, ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতির ন্যায় (অনর্থসাধনে প্রবৃত্তিদান তোমার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না) —এই ভাব ॥ ৩ ॥

নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটেত করুণাত্মনঃ।
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—হে অখিলগুরো, (সর্ব্বহিতোপদেষ্টুঃ) অন্যথা এবং নচেৎ তদা করুণাত্মনঃ তে ন ঘটতে (অনর্থসাধনে স্বভক্তপ্রবর্ত্তনং ন সম্ভবতি) যঃ (পুমান্) তে (ত্বত্তঃ) আশিষঃ (বিষয়ান্) আশাস্তে (ত্বৎসেবয়া কামান্ অভিলষতি) সঃ (তব) ভৃত্যঃ (সেবকঃ ভক্তঃ) ন (ভবতি)। (তস্মিন্ অনন্যপ্রয়োজনত্বে সতি সেবকত্বরূপস্য ভৃত্যলক্ষণস্য অভাবাৎ কিন্তু স্বপ্রয়োজনানুরোধেনান্যানুবৃত্তি স্বরূপস্য বণিগ্‌লক্ষণস্য সত্ত্বাৎ) সঃ বৈ বণিক্ (এব ভবতি যতঃ তুভ্যং কিঞ্চিৎ পত্রপুষ্পাদিকং দত্ত্বা ইন্দ্রাদিপদং জিঘৃক্ষতি ইতি ভাবঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—নতুবা হে অখিলগুরো, করুণাময়, আপনাকর্ত্তৃক অন্য প্রকার সম্ভব নহে। আপনা হইতে যে ব্যক্তি বিষয়াদি ভোগ প্রার্থনা করে, সে আপনার ভৃত্য নহে, বণিক্ ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদ্‌ব্রূহি ভৃত্যলক্ষণমিতি চেৎ স্বামিভৃত্যয়োরুভয়োরপি লক্ষণং ব্রবীমীত্যাহ,—য ইতি। তে ত্বত্তঃ। বণিগিতি তুভ্যং কিঞ্চিৎ পত্রপুষ্পনৈবেদ্যাদিকং দত্ত্বা হস্ত্যশ্বরথাদিমতীং সম্পত্তিং ব্রহ্মেন্দ্রাদিপদং বা জিঘৃক্ষতীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—ভৃত্যের লক্ষণ কি ? ইহা বল, তাহার উত্তরে প্রভু ও ভৃত্য উভয়েরই

লক্ষণ বলিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ তোমাকে পাইয়া যে ব্যক্তি সাংসারিক মঙ্গল প্রার্থনা করে, সে তোমার ভৃত্য নহে, সে ব্যবসায়ী বণিক্)। 'তে'—তোমার নিকট হইতে। 'বণিক্' তোমাকে কিছু পত্র, পুষ্প, নৈবেদ্যাদি দিয়া, হস্তী, অশ্ব, রথাদিযুক্ত, সম্পত্তি অথবা—ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতির পদ গ্রহণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে—এই ভাব ॥ ৪ ॥

আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—(যঃ) স্বামিনি আত্মনঃ আশিষঃ আশাসানঃ (কাময়মানঃ অপেক্ষমাণঃ ভবতি সঃ) ভৃত্যঃ বৈ (শুদ্ধঃ ভক্তঃ) ন (ভবতি এবং) যঃ ভৃত্যতঃ স্বাম্যং (স্বামিনঃ স্বস্য কার্য্যম্) ইচ্ছন্ (তস্মৈ) চ আশিষঃ রাতি (দদাতি সঃ অপি) স্বামী (শুদ্ধঃ স্বামী-প্রভুঃ) ন (এব ভবতি কিন্তু সোঽপি বণিগেব তল্লক্ষণ সত্ত্বাৎ ইতি ভাবঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—স্বামীর নিকট কল্যাণকামী ব্যক্তি ভৃত্য নহে এবং ভৃত্য হইতে স্বীয় প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী ঐশ্বর্য্যদাতা ব্যক্তিও প্রভু নহেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তমেবার্থং পুষ্যতি,—আশাসান ইতি। ভৃত্যহেতুকমাত্মনঃ স্বাম্যমৈশ্বর্য্যং ইচ্ছন্ যো ভৃত্যায় দদাতি স চ নৈব স্বামী ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই পরিপুষ্ট করিতেছেন—'আশাসানঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ প্রভুর নিকট যে নিজের কল্যাণ প্রার্থনা করে, সে ভৃত্য নয়, অপর পক্ষে 'ভৃত্যতঃ স্বাম্যম্ ইচ্ছন্'—যিনি ভৃত্যের উপরে প্রভুত্ব করিবার নিমিত্ত ভৃত্যকে অর্থাদি দান করেন, তিনিও প্রভু নহেন ॥ ৫ ॥

অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অহং তু অকামঃ (অনন্য প্রয়োজনঃ এব) ত্বদ্ভক্তঃ ত্বং চ অনপাশ্রয়ঃ (নিরভিসন্ধিঃ সেবকাৎ প্রয়োজনং নাশ্রয়সে ইতি তথাবিধঃ এব) স্বামী। ইহ আবয়োঃ (তব মম চ) অর্থঃ (সেবা-সেবক-ভাবঃ) রাজসেবকয়োঃ ইব অন্যথা ন (যথালোকে পরস্পরং স্বার্থাপেক্ষয়া এব স্বামিভৃত্যভাবঃ ভবতি আবয়োঃ স্বামিভৃত্যভাবঃ তথা ন ভবতি, উভয়োরপি নিষ্কামত্বাৎ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত এবং আপনি আমার নিরুপাধিক স্বামী, অতএব রাজা ও ভৃত্যের ন্যায় আমাদের অন্যপ্রকার (ভাব) আবশ্যক নাই ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—আবয়োস্তু স্বামি-ভৃত্যভাবস্তাত্ত্বিক ইত্যাহ,—অহন্ত্বিতি। অনপাশ্রয়ঃ সেবকাধীনমপকৃষ্টমৈশ্বর্য্যং নাশ্রয়সে ইত্যর্থঃ। অন্যথা স্বকামিতাভিসন্ধিনা তেনাভিসন্ধিকঃ স্বামিভৃত্যভাবো লোকে প্রসিদ্ধোঽপি সোপাধিত্বাদ্বিগীত এবেতি দ্যোতিতম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদের উভয়ের কিন্তু প্রভু-ভৃত্য ভাব তাত্ত্বিক, ইহা বলিতেছেন,—'অহং তু', অর্থাৎ আমি তোমার নিষ্কাম ভক্ত। 'অনপাশ্রয়ঃ'—তুমি সেবকের অধীন অপকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য আশ্রয় কর না (অর্থাৎ তুমি আমার অভিসন্ধিরহিত প্রভু)। অন্যথা নিজের কামনা অভিসন্ধিতে যে প্রভু ও ভৃত্যের ভাব লোকে প্রসিদ্ধ, উহা সোপাধিক বলিয়া নিন্দিতই—ইহা দ্যোতিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বরদর্ষভ, (হে বরদানাম্ ঋষভ, শ্রেষ্ঠ,) যদি ত্বং মে (মহ্যং) কামান্ (ইষ্টান্) বরান্ (দাস্যসি তর্হি) ভবতঃ (সকাশাৎ অহং মম) হৃদি কামানাং (কামাঙ্কুরাণাং কামবাসনানাম্) অসংরোহং তু (অনুৎপত্তিরূপং) বরং বৃণে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে বরদর্ষভ, আপনি যদি আমাকে আমার অভীষ্ট বরই দান করেন, তবে আমি আপনার নিকট হৃদয়ে কাম-বাসনার অনুৎপত্তি প্রার্থনা করি ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তথাপি মম পরমোদারস্য সুখার্থং কিমপি বৃণিবতি চেদত আহ,—অসংরোহং মম হৃদি কামা নোৎপদ্যন্তামিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তথাপি পরম

উদার আমার সুখের নিমিত্ত সামান্য কিছুও গ্রহণ কর, ইহাতে বলিতেছেন—'হৃদি অসংরোহং', আমার হৃদয়ে কামনার অঙ্কুরও যেন উদ্গত না হয়, এই বর তোমার নিকট প্রার্থনা করি ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণ আত্মা ধর্ম্মো ধৃতির্মতিঃ।
হ্রীঃ শ্রীস্তেজঃ স্মৃতিঃ সত্যং যস্য নশ্যন্তি জন্মনা ॥৮

অন্বয়ঃ—যস্য (কামাঙ্কুরস্য) জন্মনা (হৃদি সংরোহমাত্রেণৈব) ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণঃ আত্মা (দেহঃ) ধর্ম্মং ধৃতিঃ মতিঃ হ্রীঃ (লজ্জা) শ্রীঃ (সম্পৎ) তেজঃ স্মৃতিঃ সত্যম্ (এতানি) নশ্যন্তি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—(যেহেতু) তাহার উৎপত্তি মাত্রে ইন্দ্রিয়-সকল, মন, প্রাণ, দেহ, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, লজ্জা, সম্পদ, তেজ, স্মৃতি এবং সত্য, সকলই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য কামস্য ইন্দ্রিয়াদীনাং তন্মাধুর্য্যা-গ্রহণমেব কুপথগামিতা সৈব নাশঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্য জন্মনা'—যে কামনার উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি সকলই নষ্ট হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়াদির তাহার মাধুর্য্য অগ্রহণই কুপথ-গামিতা, উহাই নাশ। (অর্থাৎ মানবের ইন্দ্রিয়াদি ভগবৎসেবার উপযোগী, তাহা না করিয়া, কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগে উন্মুখ হইলে উহার সার্থকতা বিনষ্ট হইয়া যায়।) ॥ ৮ ॥

বিমুঞ্চতি যদা কামান্ মানবো মনসি স্থিতান্।
তর্হ্যেব পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবত্ত্বায় কল্পতে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পুণ্ডরীকাক্ষ মানবঃ (মনুষ্যঃ) যদা মনসি স্থিতান্ কামান্ (বিষয়ান্) বিমুঞ্চতি তর্হি এব (তদৈব সঃ) ভগবত্ত্বায় (তৎকৃপয়া ত্বৎসমানৈ-শ্বর্য্যাদিলাভায়) কল্পতে (সমর্থঃ ভবতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—মানুষ যখন নিজের মনস্থিত কামনা সকল পরিত্যাগ করে, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, তখন আপনার তুল্য ঐশ্বর্য্যলাভে সমর্থ হয় ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যদি কামং ন কাময়সে, তর্হি "বদ মে তব দাস্যযোগমিতি" ব্রুবন্ কথং মদ্দাস্যং কাময়সে? তত্রাহ,—বিমুঞ্চতীতি। মনসি স্থিতান্ স্থায়িভাবতয়া বর্ত্তমানান্ কামান্ অপ্রাকৃতাংস্তদ্দাস্যসখ্যাদীনপি যদা বিশেষেণ মুঞ্চতি ভগবত্ত্বায় সাযুজ্যায়, তচ্চ সাযুজ্যং মে নাভীষ্টং, "কিন্তৈগু্র্ণব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধাঃ ধর্ম্মাদয়ঃ কিমগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন সারং জুষাং চরণয়োরুপগায়তাং ন" ইতি মদুক্তেরেবাতো ভবদ্দাস্য-রূপমপ্রাকৃতং কামমহং বৃণে এব। "ভগবত্ত্বায় ভগ-বৎসমানৈশ্বর্য্যায়" ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—যদি কামনার আকাঙ্ক্ষাই না কর, তাহা হইলে 'বদ মে তব দাস্য-যোগম্' (৭।৯।৩৭), অর্থাৎ 'কি প্রকারে তোমার দাস্য লাভ করিতে পারি, তাহা উপদেশ কর'—এই বলিয়া কিজন্য আমার দাস্য কামনা করিলে? তাহাতে বলিতেছেন—'মনসি স্থিতান্', মনে স্থায়ি-ভাবরূপে অবস্থিত অপ্রাকৃত তোমার দাস্য, সখ্যাদি কামনাসকলও যখন 'বিমুঞ্চতি'—বিশেষরূপে পরি-ত্যাগ করে, তখন 'ভগবত্ত্বায়'—তোমার সাযুজ্য লাভের যোগ্য হয়, কিন্তু সেই সাযুজ্যও আমার অভীষ্ট নহে, "কিং তৈ গু্র্ণব্যতিকরাদিহ" (৭।৬।২৫), অর্থাৎ গুণ-পরিণামে দৈবাৎ আত্মসিদ্ধ ধর্ম্মাদি-ফলে কি হইবে? গুণাতীত মোক্ষের আকা-ঙ্ক্ষায় বা কি ফল? আমরা সর্ব্বদা তোমার নাম-কীর্ত্তন ও তোমার চরণারবিন্দের সুধারস সেবন করি, অতএব মোক্ষের প্রয়োজন নাই, ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেইজন্য তোমার দাস্যরূপ অপ্রাকৃত কামনাই প্রার্থনা করিয়াছি। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ, 'ভগবত্ত্বায়' শব্দের শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যলাভে সমর্থ হয়, এরূপ অর্থ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং পুরুষায় মহাত্মনে।
হরয়েঽদ্ভুতসিংহায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতে (সর্ব্বশক্তিমতে) পুরুষায় (সর্ব্বান্তর্য্যামিনে) মহাত্মনে (সর্ব্বব্যাপকায়) হরয়ে (দুঃখহন্ত্রে) অদ্ভুতসিংহায় (অপূর্ব্বরূপধারিণে) ব্রহ্মণে (সর্ব্বতঃ বৃহদ্বস্তুনে) পরমাত্মনে তুভ্যং নমঃ ॥১০॥

অনুবাদ—ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, পরমপুরুষ, মহাত্মা,

সকলদুঃখহন্তা, অদ্ভুত সিংহাকার, পরব্রহ্ম পরমাত্ম-স্বরূপ আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মৎসাযুজ্যমাত্মারামমুনিভিরপ্যাদরণীয়ং কিমুতাসুরবালকোঽপি ভূত্বা তত্র কটাক্ষয়সীতি ভগবদ্বাচা পরাজিতম্মন্যঃ প্রণমতি,—ওঁ নম ইতি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, আমার সাযুজ্য আত্মারাম মুনিগণেরও আদরণীয়, আর তুমি অসুরবালক হইয়াও তাহাতে কটাক্ষ করিতেছ?—এইরূপ ভগবদ্বাক্যে নিজেকে পরাজিত মনে করিয়া কেবল প্রণাম করিতেছেন—'ওঁ নমঃ' ইত্যাদি ॥১০॥

———

শ্রীভগবানুবাচ—

নৈকান্তিনো মে ময়ি জাত্বিহাশিষ
আশাসতেঽমুত্র চ যে ভবদ্বিধাঃ।
তথাপি মন্বন্তরমেতদত্র
দৈত্যেশ্বরাণামনুভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—যে ভবদ্বিধাঃ (ত্বৎ-সদৃশাঃ) ময়ি একান্তিনঃ (অনন্যপ্রয়োজনাঃ ভক্তাঃ তে) ইহ (অস্মিন্ লোকে) অমুত্র চ জাতু (কদাচিদপি) মে (মত্তঃ অপি পরলোকে চ) আশিষঃ (বিষয়ান্) ন আশাসতে (নৈববাঞ্ছতি) তথা অপি এতৎ মন্বন্তরং (যাবৎ) অত্র (স্থিত্বা) দৈত্যেশ্বরাণাম্ (অধিপঃ ভূত্বা) ভোগান্ অনুভুঙ্ক্ষ্ব ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—ভবাদৃশ মদীয় একান্ত ভক্ত ঐহিক বা পারত্রিক কোন কল্যাণ প্রার্থনা করে না, তথাপি তুমি এই মন্বন্তরপর্য্যন্ত এস্থানে দৈত্যদিগের অধীশ্বর হইয়া বিষয়সকল উপভোগ কর ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলং তবৈবায়ং স্বভাবঃ অপি তু সর্ব্বেষামেব মদ্ভক্তানামিত্যাহ,—নেতি। এতৎ মন্বন্তরমাত্রং নত্বধিকং দদামি মা ক্রুধ্যেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবল তোমারই এরূপ স্বভাব, ইহা নহে, কিন্তু আমার সকল ভক্তেরই এরূপ স্বভাব, ইহা বলিতেছেন—'নৈকান্তিনঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ তোমার মত ভক্ত ইহকাল বা পরকালের কোন মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করে না। তবু আমার আজ্ঞা পালন কর। তুমি এই মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত এখানে থাকিয়া দৈত্যেশ্বরগণের ভোগ্য রাজ্য ভোগ কর)। এই মন্বন্তর কালমাত্র, তাহার অধিক দিতেছি না, অতএব ক্রুদ্ধ হইও না—এই ভাব ॥ ১১ ॥

———

কথা মদীয়া জুষমাণঃ প্রিয়াস্ত্ব-
মাবেশ্য মামাত্মনি সন্তমেকম্।
সর্ব্বেষু ভূতেষ্বধিযজ্ঞমীশং
যজস্ব যোগেন চ কর্ম্ম হিন্বন্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং প্রিয়াঃ মদীয়াঃ কথাঃ জুষমাণং (শৃণ্বন্) সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তম্ একম্ ঈশম্ অধিযজ্ঞং (যজ্ঞাধিষ্ঠাতারং) মাম্ আত্মনি (স্বচিত্তে) আবেশ্য (বিভাব্য) যোগেন (ময্যর্পণেন) কর্ম্ম হিন্বন্ চ (ত্যজন্ চ) যজস্ব (যজ্ঞৈঃ আরাধয়স্ব। তেন কর্ম্মণা তব বন্ধঃ ন স্যাৎ নাপি কর্ম্মকরণদোষঃ চ ইতি ভাবঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—আমার প্রিয় কথাসকল সেবন করিয়া সর্ব্বভূতে বিদ্যমান একমাত্র আমাকে যজ্ঞেশ্বর চিন্তা করিয়া আমাতে অর্পণদ্বারা কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার আরাধনা কর ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মাং বিষয়ান্ধকূপে কেনাপরাধেন ক্ষিপসীত্যত আহ,—কথা ইতি। অধিযজ্ঞং সর্ব্বযজ্ঞাধীশ্বরং মাং স্বযোগেন স্বীয়ভক্তিযোগেনৈব যজ ভজেত্যকৃতা অপি অশ্বমেধাদয়ো যজ্ঞাঃ কৃতা এব ভবিষ্যন্তীত্যধিযজ্ঞপদেন দ্যোত্যতে। কর্ম্ম বৈদিকং লৌকিকঞ্চ হিন্বন্, মদ্ভক্ত্যধিকারিণঃ কর্ম্মকরণানৌচিত্যাৎ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, কোন্ অপরাধে আমাকে বিষয়ান্ধকূপে নিক্ষেপ করিতেছেন? ইহাতে বলিতেছেন—'কথাঃ মদীয়াঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ মদ্গতচিত্ত হইয়া তুমি আমার প্রিয় কথা সেবা কর, সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান যজ্ঞেশ্বর আমাকে যজ্ঞ-দ্বারা আরাধনা কর এবং অন্যান্য কর্ম্ম পরিত্যাগ কর)। 'অধি-যজ্ঞং'—সকল যজ্ঞের অধীশ্বর আমাকে, 'স্বযোগেন'—স্বীয় ভক্তিযোগের দ্বারাই, 'যজ'—ভজনা কর। ইহাতে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ না করিলেও কৃতই হইবে, ইহা অধিযজ্ঞ-পদের দ্বারা দ্যোতিত হইল। 'কর্ম্ম

হিন্বন্’—বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, যেহেতু আমার ভক্তিতে অধিকারী জনের (ভগবৎ-সেবারূপ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য) কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অনুচিত ॥ ১২ ॥

ভোগেন পুণ্যং কুশলেন পাপং
কলেবরং কালজবেন হিত্বা।
কীর্ত্তিং বিশুদ্ধাং সুরলোকগীতাং
বিতায় মামেষ্যসি মুক্তবন্ধঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভোগেন (সুখানুভবেন) পুণ্যং (প্রারব্ধং পুণ্যং তথা) কুশলেন (পুণ্যাচরণেন) পাপং (তথা) কালজবেন কলেবরং (চ) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) সুরলোক-গীতাং (দেবলোকবন্দনীয়াং) বিশুদ্ধাং কীর্ত্তিং (লোকে) বিতায় (সর্ব্বথা বিস্তার্য্য) মুক্তবন্ধঃ (সন্) মাম্ এষ্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—সুখানুভব দ্বারা প্রারব্ধ পুণ্য এবং পুণ্যাচরণ দ্বারা পাপ ও কালগতি দ্বারা শরীর পরি-ত্যাগ করিয়া দেবলোক-বন্দনীয় বিশুদ্ধ কীর্ত্তি বিস্তার-পূর্ব্বক মুক্ত-বন্ধন হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥১৩॥

বিশ্বনাথ—ভোগহেতুকাৎ কর্ম্মবন্ধাত্তু নৈব শঙ্কিষ্ঠা-স্তব পূর্ব্বজন্মন্যেব সর্ব্বং কর্ম্ম নষ্টমেবেত্যাহ,—ভোগেন সুখানুভবেন প্রারব্ধং পুণ্যং কুশলেন সুকৃতা-চরণেন পাপং কলেবরং পূর্ব্বদেহঞ্চ হিত্বা এষি মাং সম্প্রতি প্রাপ্নোষি। অসি মুক্তবন্ধ ইতি অস্মিন্ জন্মনি তু মুক্তবন্ধো জীবন্মুক্ত এব বর্ত্তসে ইত্যর্থঃ। এবং প্রহলাদস্যাংশেন সাধনসিদ্ধত্বং নিত্যসিদ্ধত্বঞ্চ নারদাদি-বজ্জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভোগহেতুক কর্ম্মবন্ধন হইতে কোন আশঙ্কা করিও না, পূর্ব্ব জন্মেই তোমার সকল কর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহা বলিতেছেন—‘ভোগেন’, সুখানুভবে তোমার প্রারব্ধ পুণ্য, এবং ‘কুশলেন’—সুকৃত (পুণ্য) আচরণের দ্বারা পাপ ক্ষয় করতঃ, ‘কলেবরং’—কালের গতিতে পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া, ‘এষি’—সম্প্রতি আমাকে তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ। ‘অসি মুক্তবন্ধঃ’—এই জন্মে তুমি জীবন্মুক্ত হইয়াই অবস্থান করিতেছ, এই অর্থ। এই প্রকারে প্রহলাদের অংশে সাধনসিদ্ধত্ব ও নিত্যসিদ্ধত্ব দেবর্ষি নারদের ন্যায় বুঝিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

য এতৎ কীর্ত্তয়েন্মহ্যং ত্বয়া গীতমিদং নরঃ।
ত্বাঞ্চ মাঞ্চ স্মরন্ কালে কর্ম্মবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—যঃ নরঃ ত্বাং চ মাং চ ইদং (মম চরিত্রং চ) স্মরন্ মহ্যং (মম) এতৎ ত্বয়া গীতং (স্তোত্রং) কীর্ত্তয়েৎ (সঃ অপি) কালে (প্রারব্ধা-বসানকালে) কর্ম্মবন্ধাৎ (পাপপুণ্যাত্মকাৎ কর্ম্মবন্ধাৎ) প্রমুচ্যতে (কৃতস্তব বন্ধশঙ্কা ইতি ভাবঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি তোমাকে আমাকে, বা আমার চরিত্র স্মরণ করিয়া তোমাকর্ত্তৃক গীত এই স্তোত্র কীর্ত্তন করে; সে কালে কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তব কর্ম্মবন্ধাভাবে কৈমুত্যং শৃণ্বিত্যাহ,—য ইতি। মহ্যং মাং প্রসাদয়িতুম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার কর্ম্মবন্ধনের অভাবে কৈমুত্য শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—‘যঃ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ তোমার কথা দূরে থাকুক, তোমার এই স্তব স্মরণ করিয়া তোমাকে ও আমাকে মনে রাখিয়া যে ব্যক্তি এই কথা অধ্যয়ন করিবে, সেও কর্ম্মমুক্ত হইবে। ইহাতে বন্ধনের আশঙ্কা নাই। ‘মহ্যং’—আমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত (যে এই স্তোত্র কীর্ত্তন করিবে, সেও মুক্ত হইবে।) ॥ ১৪ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ—

বরং বরয় এতৎ তে বরদেশান্মহেশ্বর।
যদনিন্দৎ পিতা মে ত্বামবিদ্বাংস্তেজ ঐশ্বরম্ ॥১৫॥
বিদ্ধামর্ষাশয়ঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বলোকগুরুং প্রভুম্।
ভ্রাতৃহেতি মৃষাদৃষ্টিস্ত্বদ্ভক্তে ময়ি চাঘবান্ ॥ ১৬ ॥
তস্মাৎ পিতা মে পূয়েত দুরান্তাদ্দুস্তরাদঘাৎ।
পূতস্তেহপাঙ্গসংদৃষ্টস্তদা কৃপণবৎসল ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপ্রহলাদঃ উবাচ,—(হে) মহেশ্বর, বরদেশাৎ (বরদাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ তেষাম্ অপি ঈশাৎ) তে (ত্বত্তঃ) এতৎ বরং বরয়ে (প্রার্থয়ামি যৎ, হে) কৃপণবৎসল, ভক্তবাঞ্ছাপ্রদঃ, (যদ্যপি) তদা (মরণ-

সময়ে) তে (তব) অপাঙ্গসংদৃষ্টঃ (অপাঙ্গেন কটাক্ষেণ সম্যক্ কৃপয়া দৃষ্টঃ অতঃ) পূতঃ (পবিত্রঃ এব তথাপি) মে (মম) পিতা ঐশ্বরম্ (ঈশ্বরস্য তব ইদং) তেজঃ (প্রভাবম্) অবিদ্বান্ (অজ্ঞাত্বা) বিদ্ধামর্ষাশয়ঃ (বিদ্ধঃ অমর্ষেণ ক্রোধেন আশয়ঃ অন্তঃকরণং যস্য স অতীবক্রোধনঃ সন্) ভ্রাতৃহা ইতি (অয়ং মে ভ্রাতৃহন্তা ইতি) মৃষাদৃষ্টিঃ (মিথ্যাদৃষ্টিঃ) ত্বদ্ভক্তে ময়ি চ অঘবান্ (কৃতদ্রোহঃ পাপাচারী অপি) মে (মম) পিতা (হিরণ্যকশিপুঃ) সর্ব্বলোকগুরুং সাক্ষাৎ প্রভুং ত্বাং (প্রতি) যৎ অনিন্দৎ (নিন্দিতবান্ তৎ) তস্মাৎ (দুরন্তাৎ) দুস্তরাৎ অঘাৎ (পাপাৎ) পূয়েত (বিশুদ্ধেৎ) ॥ ১৫-১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহলাদ কহিলেন,—হে মহেশ্বর, আমি আপনার নিকট হইতে এই বর প্রার্থনা করি যে, হে কৃপণবৎসল, আমার পিতার মৃত্যুসময়ে আপনার কটাক্ষ দর্শনে পবিত্র হইলেও আপনার ঐশ্বরিক তেজ না জানিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে আপনাকে ভ্রাতৃহন্তৃরূপে মিথ্যা দর্শনপূর্ব্বক আপনার ভক্ত আমার প্রতি যে পাপাচরণ এবং সাক্ষাৎ প্রভু সর্ব্বলোকগুরু আপনার প্রতি যেসকল নিন্দা করিয়াছেন, সেই সকল দুস্তর পাপ হইতে তিনি পবিত্র হউন ॥ ১৫-১৭ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ পূর্ব্বং সংসারিণাং নৃণাং মোক্ষায় শ্রীমচ্চরণেষু প্রার্থিতং, সম্প্রতি যদ্যেতাদৃশং সৌভাগ্যং মহ্যনদাস্তর্হ্যেকস্য মহাপরাধিনোহপি নিস্তারায় প্রার্থয়ে ইত্যাহ,—বরমিতি ত্রিভিঃ। বরয়ে বৃণে। বিদ্ধোহমর্ষেণাশয়ো যস্য সঃ। যদ্যপি অপাঙ্গেন দৃষ্টঃ পূতঃ এব তদপি শ্রীমুখাৎ প্রসাদবাচং শ্রোতুং কার্পণ্যাৎ প্রার্থয়ে ইতি ভাবঃ ॥ ১৫-১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, পূর্ব্বে সংসারী জনগণের মুক্তির জন্য তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, এক্ষণে যদি এতাদৃশ সৌভাগ্য আমাকে প্রদান কর, তবে একজন মহাপরাধীরও নিস্তারের নিমিত্ত তোমার নিকট প্রার্থনা করি, ইহা বলিতেছেন—'বরং বরয়ে' ইত্যাদি, অর্থাৎ তুমি বর দিতে চাহিতেছ, তোমার নিকট একটি বর চাহিতেছি। 'বিদ্ধামর্ষাশয়ঃ'—ক্রোধবশতঃ যাহার অন্তঃকরণ বিদ্ধ হইয়াছে (অর্থাৎ আমার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া মিথ্যা দৃষ্টিতে সর্ব্বলোকগুরু তোমাকে ভ্রাতৃহন্তা বলিয়া কটূক্তি করিয়াছেন)। 'পূতঃ তে অপাঙ্গ-সংদৃষ্টঃ' যদিও তিনি তোমার অপাঙ্গ দৃষ্টিতে পবিত্র হইয়াছেন, তথাপি তাহা তোমার শ্রীমুখ হইতে প্রসন্নতা বচন শ্রবণের জন্য কার্পণ্যবশতঃ আমি প্রার্থনা করিতেছি—এই ভাব ॥ ১৫-১৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্রিঃসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ।
যৎ সাধোঽস্য কুলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ ॥১৮

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) অনঘ (নিষ্পাপ,) (হে) সাধো, যৎ (যস্মাৎ) অস্য কুলে (হিরণ্যকশিপোঃ গৃহে) কুলপাবনঃ ভবান্ বৈ জাতঃ (অতঃ) তে (তব) পিতা ত্রিংসপ্তভিঃ পিতৃভিঃ সহ (পূর্ব্বপুরুষৈঃ সহ) পূতঃ (অভূৎ যদ্যপি কশ্যপঃ মরীচিঃ ব্রহ্মা চেতি তৎপিতুঃ ত্রয়ঃ এব পিতরঃ তথাপি প্রাক্‌কল্পগত-পিত্রভিপ্রায়েণ ত্রিঃসপ্তভিঃ সহ ইতি জ্ঞেয়ম্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, —হে অনঘ, হে সাধো, পূর্ব্বতন একবিংশতি পুরুষের সহিত তোমার পিতা পবিত্র হইয়াছে, কারণ সেই বংশে কুলপাবন তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রিঃসপ্তভিরিত্যস্মিন্ জন্মন্যয়ং তব পিতা পূত ইতি কিং বক্তব্যং তব ত্রিসপ্তজন্মসু যে ত্রিসপ্তসংখ্যাঃ পিতরোঽভূবন্ তেঽপি পূতা ইত্যর্থঃ। পিতৄন্ পুনাসীত্যেতদপি কিয়ৎ যতস্ত্বং কুলপাবনঃ পিতৃমাত্রাদি-কুলমপি তে পূতম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রিঃসপ্তভিঃ'—এই জন্মে তোমার এই পিতা পবিত্র হইয়াছেন, ইহা আর অধিক কি বক্তব্য, তোমার ত্রিসপ্তজন্মে (একুশবার জন্মে) যে সকল একুশ সংখ্যক পিতা ছিলেন, তাহারাও পবিত্র হইয়াছেন, এই অর্থ। পিতৃগণকে পবিত্র করিতেছ, ইহা আর অধিক কি? যেহেতু তুমি 'কুলপাবনঃ' —পিতা, মাতা প্রভৃতির সমস্ত কুলই তোমার দ্বারা পবিত্র হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

মধ্ব—জন্মান্তরপিতৃভিস্ত্রিসপ্তভিঃ ॥ ১৮ ॥

যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
সাধবঃ সমুদাচারাস্তে পূয়ন্তেহপি কীকটাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র যত্র চ (দেশে) প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ সাধবঃ সমুদাচারাঃ (সম্যক্ উত্তমং আচারঃ যেষাং তে) মদ্ভক্তাঃ (তিষ্ঠন্তি) তে কীকটাঃ অপি (অশুদ্ধা দেশাঃ তৎতুল্যা বংশ্যাশ্চ তন্নিবাসিনঃ প্রাণিনঃ চ) পূয়ন্তে (শুদ্ধাঃ ভবন্তি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যেখানে যেখানে প্রশান্ত, সমদর্শী, সাধু, সদাচারযুক্ত আমার ভক্তগণ বাস করে, তথায় কীকটেরাও পবিত্র হয় ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—মদ্ভক্তঃ স্বসঙ্গিনং দেশমপি পুনাতি কিমুত পিত্রাদীনিত্যাহ, যত্রেতি। পূয়ন্তি পূয়ন্তে পূতা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার ভক্ত যেখানে বাস করেন, তাহার সম্পর্কে সেই দেশও পবিত্র হয়, আর তাহার পিত্রাদি যে পবিত্র হইবে, ইহাতে অধিক কি বক্তব্য ; ইহা বলিতেছেন—'যত্র' ইত্যাদি। 'পূয়ন্তে' —পবিত্র হয়, অর্থাৎ আমার ভক্তগণ যেখানে থাকেন, সেখানে কীকটাদি নিকৃষ্ট দেশবাসিগণও পবিত্র হয়, এই অর্থ ॥ ১৯ ॥

———

সর্ব্বাত্মনা ন হিংসন্তি ভূতগ্রামেষু কিঞ্চন।
উচ্চাবচেষু দৈত্যেন্দ্র মদ্ভাববিগতস্পৃহাঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দৈত্যেন্দ্র, মদ্ভাববিগতস্পৃহাঃ (মদ্ভাবেন মদ্ভক্ত্যা এব বিগতাঃ হিংসা-মূলক্রোধ-কারণভূতাঃ স্পৃহাঃ যেষাং তে মদ্ভক্তাঃ) উচ্চাবচেষু (উৎকৃষ্টাপকৃষ্টেষু) ভূতগ্রামেষু (প্রাণিসমূহেষু) সর্ব্বাত্মনা (কামক্রোধাদিপারবশ্যেনাপি) কিঞ্চন (কৃকলাস-সর্পাদিকমপি) ন হিংসন্তি (ন পীড়য়ন্তি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে দৈত্যেন্দ্র, আমার প্রতি ভক্তিহেতু বিগতস্পৃহ ভক্তগণ, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট প্রাণিসমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রযত্নে কাহারও কোন হিংসা করে না ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বদ্ভক্তানাময়ং মহিমা ন চিত্রং, অহন্তু তাদৃশো ন ভবামীতি চেৎ তত্রাহ,—সর্ব্বেতি। যে পুরুষাস্ত্বামনুব্রতা ভবন্তি তেহপি মদ্ভক্তা ভবন্তি। কীদৃশাঃ ? মম ভাবেন প্রেম্নৈব বিগতবিষয়স্পৃহাঃ সর্ব্বাত্মনা অহিংসকাশ্চ ভবন্তি, অতস্তব মহিমা কেন নিরুচ্যতামিতি ভাবঃ। যতো ভবান্ মে ভক্তানাং প্রতিরূপধৃক্ উপমানাস্পদং তেষু শ্রেষ্ঠত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২০-২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আপনার ভক্তজনের এইরূপ মহিমা কোন আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু আমি তো সেরূপ নহি, ইহাতে বলিতেছেন—'সর্ব্বাত্মনা' ইত্যাদি। যে সকল লোক তোমার অনুব্রত হইবে, তাহারাও আমার ভক্ত। কিরূপ তাহারা ? তাহাতে বলিতেছেন—'মদ্ভাব-বিগতস্পৃহাঃ', আমার ভাব, অর্থাৎ প্রেমেই বিগত হইয়াছে বিষয়স্পৃহা যাহাদের, তাহারা ছোট বড় কাহাকেও হিংসা করে না। অতএব তোমার মহিমা কে নিরূপণ করিবে ? —এই ভাব। যেহেতু তুমি আমার ভক্তগণের 'প্রতিরূপধৃক্'—উপমাস্থল, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, এই ভাব ॥ ২০-২১ ॥

———

ভবন্তি পুরুষা লোকে মদ্ভক্তাস্ত্বামনুব্রতাঃ।
ভবান্ মে খলু ভক্তানাং সর্ব্বেষাং প্রতিরূপধৃক্ ॥২১

অন্বয়ঃ—লোকে (যে কেচিৎ) পুরুষাঃ ত্বাম্ অনুব্রতাঃ (ত্বল্লক্ষণসম্পন্নাঃ তে) মদ্ভক্তাঃ ভবন্তি (অতঃ) ভবান্ (তু) খলু (নিশ্চয়েন) মে (মম) সর্ব্বেষাং ভক্তানাং প্রতিরূপধৃক্ (উপমানাস্পদং, শ্রেষ্ঠঃ এবেত্যর্থঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তোমার অনুব্রত ব্যক্তিগণই আমার ভক্ত ; তুমিই আমার ভক্তদিগের উপমাস্থল অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥ ২১ ॥

মধ্ব—

ঋতে তু তাত্ত্বিকান্ দেবান্ নারদাদীংস্তথৈব চ।
প্রহ্লাদাদুত্তমঃ কো নু বিষ্ণুভক্তো জগত্ত্রয়ে ॥
ইতি স্কান্দে ॥ ২১ ॥

———

কুরু ত্বং প্রেতকৃত্যানি পিতুঃ পূতস্য সর্ব্বশঃ।
মদঙ্গস্পর্শনেনাঙ্গ লোকান্ যাস্যতি সুপ্রজাঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ, (হে প্রহলাদ) ত্বং মদঙ্গ-

স্পর্শনেন (এব) সর্ব্বশঃ পূতস্য (সর্ব্বতঃ পাপাৎ পূতস্যাপি তে) পিতুঃ প্রেতকৃত্যানি (শাস্ত্রপরিপালনায় লোকসংগ্রহায় চ দাহশ্রাদ্ধতর্পণাদীনি) কুরু (তথা সতি) সুপ্রজাঃ (সুষ্ঠু প্রজাভবাদৃশঃ পুত্রঃ যস্য তাদৃশঃ সঃ) লোকান্ (উত্তমান্ লোকান্) যাস্যতি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে অঙ্গ, আমার অঙ্গ স্পর্শ-মাত্রেই সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র তোমার পিতার পুত্রের কর্ত্তব্য প্রেতকার্য্য সম্পাদন কর ; তাহা হইলে সে সুপ্রজা হইয়া উত্তম লোকে গমন করিবে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—মদঙ্গস্পর্শনেনৈব সর্ব্বশঃ পূতস্য তে পিতুঃ পাপশঙ্কৈব নাস্তি, তদপি প্রেতকার্য্যাণি প্রেতস্যেব কৃত্যানি কুরু কেবলং ব্যবহাররক্ষার্থমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার অঙ্গস্পর্শের দ্বারাই সর্ব্বতোভাবে পবিত্র তোমার পিতার কোন পাপের আশঙ্কা নাই, তথাপি 'প্রেতকার্য্যাণি'—মৃত লোকের ঊর্দ্ধদেহিক (দাহ, শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক) কার্য্য সম্পাদন কর, কেবল ব্যবহার-রক্ষার নিমিত্ত, এই অর্থ ॥২২॥

মধ্ব—

মধুকৈটভৌ ভক্ত্যভাবা দূরৌ ভগবতো মৃতৌ ।
তম এব ক্রমাদাপ্তৌ ভক্ত্যা চেদ্যো হরিং যযৌ ॥২২

———

পিত্র্যঞ্চ স্থানমাতিষ্ঠ যথোক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
ময্যাবেশ্য মনস্তাত কুরু কর্ম্মাণি মৎপরঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—পিত্র্যং চ স্থানং (পিতৃসম্বন্ধিদানবাধিপত্যস্থানম্) আতিষ্ঠ (অধিতিষ্ঠ, হে) তাত, মৎপরঃ (অহমেব পরঃ ফলরূপঃ যস্য তথাভূতঃ সন্) মনঃ ময়ি আবেশ্য (যদ্যপি এবম্ভূতস্য তব কৃত্যং নাস্তি তথাপি লোকানুগ্রহার্থং) ব্রহ্মবাদিভিঃ (বেদবাদিভিঃ) যথা উক্তং (তৎ অনতিক্রম্য) কর্ম্মাণি কুরু ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর তুমি তোমার পৈতৃক পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাতে মনোনিবেশপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া বেদজ্ঞগণের উক্তি অতিক্রম না করিয়া কর্ম্ম কর ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যপি মদ্ভক্তস্য তব নাস্তি কর্ম্মাধিকারস্তদপি মদাজ্ঞয়ৈব ব্যবহাররক্ষার্থং কর্ম্মাণি কুরু, —মৎপর ইতি । কর্ম্মসু শ্রদ্ধাশূন্যঃ ইত্যতঃ কর্ম্মণাং করণমপ্যকরণ এব পর্য্যবস্যতীতি মা শুচ ইতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদিও আমার ভক্ত তোমার কর্ম্মে অধিকার নাই, তথাপি আমার আজ্ঞাতেই ব্যবহার-রক্ষার নিমিত্ত কর্ম্ম কর, ইহা বলিতেছেন—'মৎপরঃ' ইত্যাদি। 'কর্ম্মে শ্রদ্ধাশূন্য'—ইহার ফলে (অশ্রদ্ধায়) কর্ম্ম করিলেও তাহা না করার মধ্যেই পর্য্যবসিত হয়, অতএব দুঃখ করিও না, এইভাব ॥ ২৩ ॥

———

শ্রীনারদ উবাচ—

প্রহ্লাদোঽপি তথা চক্রে পিতুর্য্যৎ সাম্পরায়িকম্ ।
যথাহ ভগবান্ রাজন্নভিষিক্তো দ্বিজাতিভিঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, ভগবান্ যথা আহ (তথা চ) দ্বিজাতিভিঃ (ব্রাহ্মণৈঃ) অভিষিক্তঃ (রাজপদে অভিষিক্তঃ) প্রহলাদঃ অপি পিতুঃ যৎ সাম্পরায়িকং (প্রেতোদ্দেশেন যৎকর্ত্তব্যং তৎ) চক্রে ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—হে রাজন্, ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া ভগবান্ যে প্রকার আজ্ঞা করিলেন, সেইরূপেই প্রহলাদ পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন ॥ ২৪ ॥

———

প্রসাদসুমুখং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা নরহরিং হরিম্ ।
স্তুত্বা বাগ্‌ভিঃ পবিত্রাভিঃ প্রাহ দেবাদিভির্বৃতঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—দেবাদিভিঃ বৃতঃ ব্রহ্মা (পূর্ব্বং ভয়ঙ্করং দৃষ্ট্বা ভীতঃ ইদানীং) প্রসাদসুমুখং (প্রসাদেন সুষ্ঠু সৌম্যং মুখং যস্য তং তথাভূতং) নরহরিং হরিং দৃষ্ট্বা পবিত্রাভিঃ বাগ্‌ভিঃ স্তুত্বা প্রাহ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—দেবাদিদ্বারা পরিবেষ্টিত ব্রহ্মা প্রসাদসুমুখ নৃসিংহরূপী ভগবান্ হরিকে দর্শন করিয়া পবিত্র বাক্যদ্বারা স্তব করণান্তর বলিলেন ॥ ২৫ ॥

———

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

দেবদেবাখিলাধ্যক্ষ ভূতভাবন পূর্ব্বজ ।
দিষ্ট্যা তে নিহতঃ পাপো লোকসন্তাপনোঽসুরঃ ॥২৬

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ,—(হে) দেবদেব, (হে)

অখিলাধ্যক্ষ, (হে) ভূতভাবন, (হে) পূর্ব্বজ, তে (ত্বয়া অয়ং) পাপঃ (পাপাত্মা) লোকসন্তাপনঃ (সর্ব্বেষাং লোকানাং দুঃখদঃ) অসুরঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) দিষ্ট্যা (অস্মাকং শুভাদৃষ্টবশাৎ) নিহতঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেবদেব, হে অখিলাধ্যক্ষ, হে ভূতভাবন, হে পূর্ব্বজ, সকল লোক-সন্তাপকারী হিরণ্যকশিপু আমাদের সৌভাগ্য-বলে আপনার দ্বারা নিহত হইল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভূতভাবনাঃ ব্রহ্মমরীচাদয়ঃ পূর্ব্বজাঃ প্রথমজাতা যস্মাৎ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভূতভাবন-পূর্ব্বজ'—প্রাণি-গণের স্রষ্টা ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি 'পূর্ব্বজ', অর্থাৎ যাঁহা হইতে প্রথম জাত ॥ ২৬ ॥

———

যোঽসৌ লব্ধবরো মত্তো ন বধ্যো মম সৃষ্টিভিঃ।
তপোযোগবলোন্নদ্ধঃ সমস্তনিগমানহন্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ অসৌ মম সৃষ্টিভিঃ (ময়া সৃষ্টৈঃ দেব মনুষ্যাদিভিঃ) ন বধ্যঃ (হন্তুমশক্যঃ ইতি) মত্তঃ (মৎসকাশাৎ) লব্ধবরঃ (লব্ধঃ বরঃ যেন সঃ) তপোযোগবলোন্নদ্ধঃ (তপোযোগাভ্যাং যদ্বলং তেন উন্নদ্ধঃ গর্ব্বিতঃ সন্) সমস্তনিগমান্ (সমস্তান্ নিগমান্ বেদবিহিতান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্) অহন্ (হতবান্) (সঃ ত্বয়া নিহতঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ঐ অসুর মদীয় সৃষ্টপ্রাণিগণের অবধ্য বর মৎসমীপে গ্রহণ করিয়া তপোযোগবলে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া সমস্ত বেদবিহিত ধর্ম্মাদি উচ্ছেদ করিয়াছিল ॥ ২৭ ॥

———

দিষ্ট্যা তত্তনয়ঃ সাধুর্মহাভাগবতোঽর্ভকঃ।
ত্বয়া বিমোচিতো মৃত্যোর্দিষ্ট্যা ত্বাং সমিতোঽধুনা ॥২৮

অন্বয়ঃ—সাধুঃ মহাভাগবতঃ অর্ভকঃ (শিশুঃ) তত্তনয়ঃ (তস্য তনয়ঃ প্রহলাদঃ) মৃত্যোঃ (সকাশাৎ) দিষ্ট্যা ত্বয়া বিমোচিতঃ (এতদপি) অধুনা দিষ্ট্যা ত্বাং সমিতঃ (সম্যক্ শরণং প্রাপ্তঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—ভাগ্যক্রমে সেই হিরণ্যকশিপুর পুত্র মহা-ভাগবত সাধু বালক আপনার শরণাগত প্রহলাদকে আপনি মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

———

এতদ্বপুস্তে ভগবন্ ধ্যায়তঃ পরমাত্মনঃ।
সর্ব্বতো গোপ্তৃ সন্ত্রাসান্মৃত্যোরপি জিঘাংসতঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, পরমাত্মনঃ তে (তব) এতৎ বপুঃ নৃসিংহরূপং ধ্যায়তঃ (পুংসঃ) সর্ব্বতঃ সন্ত্রাসাৎ (ভয়াৎ কিং বহুনা) জিঘাংসতঃ (হন্তু-মিচ্ছতঃ) মৃত্যোঃ অপি (সকাশাৎ এতদ্বপুঃ) গোপ্তৃ (রক্ষকম্ ভবতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, পরমাত্মা আপনার এই শরীর নৃসিংহরূপ-ধ্যাতাকে সকলপ্রকার ভয় ও আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—মৃত্যোঃ সকাশাদপি গোপ্তৃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মৃত্যোঃ অপি গোপ্তৃ'—আপনার এই শ্রীনৃসিংহবিগ্রহ, ধ্যানকারী ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার ভয়, এমন কি মৃত্যু হইতেও রক্ষক ॥২৯॥

———

শ্রীভগবানুবাচ—

মৈবং বিভোঽসুরাণান্তে প্রদেয়ঃ পদ্মসম্ভব।
বরঃ ক্রূরনিসর্গাণামহীনামমৃতং যথা ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) বিভো, পদ্ম-সম্ভব, (হে) ক্রূরনিসর্গাণাং (ক্রূরঃ নিসর্গঃ স্বভাবঃ যেষাং তেষাম্) অসুরাণাং তে (ত্বয়া) এবং বরঃ (অতি বৃহত্তমঃ বরঃ) যথা অহীনাম্ অমৃতং (সুধা ইব) মা প্রদেয়ঃ (নৈব দাতব্যঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে বিভো পদ্ম-সম্ভব, সর্পদিগকে অমৃতদানের ন্যায় অতিশয় ক্রূর-স্বভাব অসুরদিগকে আপনি এপ্রকার বর প্রদান করি-বেন না ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—এবং বরো বরঃ অতিবৃহত্তমো বরঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবং বরঃ'—এই প্রকার অতি বৃহত্তম বর (অসুরগণকে আর দিবেন না) ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—

যথা হিরণ্যকস্যাদানন্তস্থিতহরীরিতঃ।
তথানাদাত্তদন্যস্য ব্রহ্মা দৈত্যস্য কস্যচিৎ॥
ইতি চ॥ ৩০॥

শ্রীনারদ উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ রাজংস্ততশ্চান্তর্দধে হরিঃ।
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং পূজিতঃ পরমেষ্ঠিনা॥৩১॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বপ্রাণিনাম্) অদৃশ্যঃ (প্রত্যক্ষাতীতঃ) ভগবান্ হরিঃ (ব্রহ্মাণং প্রীতি) ইত্যুক্ত্বা (তেন) পরমেষ্ঠিনা পূজিতঃ (সন্) ততঃ (তস্মাৎ এব) অন্তর্দ্ধে॥ ৩১॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—হে রাজন্, প্রাণিগণের প্রত্যক্ষাতীত ভগবান্ হরি ব্রহ্মাকে এই প্রকার কহিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন॥ ৩১॥

ততঃ সম্পূজ্য শিরসা ববন্দে পরমেষ্ঠিনম্।
ভবং প্রজাপতীন্ দেবান্ প্রহ্লাদো ভগবৎকলাঃ॥৩২

অন্বয়ঃ—ততঃ প্রহলাদঃ (অপি) ভগবৎকলাঃ (ভগবতঃ অংশরূপান্) পরমেষ্ঠিনং (ব্রহ্মাণং) ভবং (মহাদেবং) প্রজাপতীন্ দেবান্ (ইন্দ্রাদীংশ্চ) সম্পূজ্য শিরসা ববন্ধে॥ ৩২॥

অনুবাদ—তদনন্তর প্রহলাদও ভগবানের অংশ ব্রহ্মা, মহাদেব ও প্রজাপতিগণ ও দেবগণকে পূজা করিয়া মস্তকদ্বারা বন্দনা করিলেন॥ ৩২॥

ততঃ কাব্যাদিভিঃ সার্দ্ধং মুনিভিঃ কমলাসনঃ।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ প্রহ্লাদমকরোৎ পতিম্॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—ততঃ কাব্যাদিভিঃ (কাব্যঃ শুক্রঃ তদাদিভিঃ) মুনিভিঃ সার্দ্ধং কমলাসনঃ (ব্রহ্মা) প্রহলাদং দৈত্যানাং দানবানাং চ পতিম্ অকরোৎ॥৩৩

অনুবাদ—তাহার পর পদ্মাসন শুক্র প্রভৃতি মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রহলাদকে দৈত্য ও দানবদিগের অধিপতি করিলেন॥ ৩৩॥

প্রতিনন্দ্য ততো দেবাঃ প্রযুজ্য পরমাশিষঃ।
স্বধামানি যযু রাজন্ ব্রহ্মাদ্যাঃ প্রতিপূজিতাঃ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, ততঃ (প্রহলাদেন) প্রতিপূজিতাঃ ব্রহ্মাদ্যাঃ দেবাঃ (প্রহলাদং) প্রতিনন্দ্য (ভোঃ প্রহলাদ, ভগবদনুগ্রহভাজনমসি ভোগান্ চ ভুঙ্ক্ষ-ইত্যেবং প্রকারেণ প্রশস্য) পরমাশিষঃ প্রযুজ্য (চ) স্বধামানি যযুঃ॥ ৩৪॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তদনন্তর প্রহলাদকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রহলাদকে আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগে অভিনন্দিত করিয়া স্ব-স্ব-ধামে প্রস্থান করিলেন॥ ৩৪॥

এবং চ পার্ষদৌ বিষ্ণোঃ পুত্রত্বং প্রাপিতৌ দিতেঃ।
হৃদি স্থিতেন হরিণা বৈরভাবেন তৌ হতৌ॥ ৩৫॥

অন্বয়ঃ—এবম্ (ইত্থং পূর্ব্বং) তৌ (জয়বিজয়-সংজ্ঞকৌ) বিষ্ণোঃ পার্ষদৌ (সনকাদিশাপেন) দিতেঃ পুত্রত্বং প্রাপিতৌ বৈরভাবেন (হেতুনা) হৃদিস্থিতেন হরিণা (নৃসিংহরূপং বিভ্রতা) হতৌ (বিনাশিতৌ)॥৩৫॥

অনুবাদ—এই প্রকারে সেই বিষ্ণু-পার্ষদদ্বয় দিতির পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া বৈরভাবে হৃদয়স্থিত নৃসিংহকর্ত্তৃক বিনাশপ্রাপ্ত হইল॥ ৩৫॥

বিশ্বনাথ—শিশুপালদন্তবক্রয়োঃ সাযুজ্যং কথমিতি যৎ পৃষ্টং তত্তয়োঃ পূর্ব্বজন্মকথনাদিভিরুপাদিতমিত্যুপসংহরতি এবমিতি॥ ৩৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শিশুপাল, দন্তবক্র কি প্রকারে সাযুজ্য লাভ করিল?' —ইহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে তাহাদের পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত বর্ণনাপূর্ব্বক উপসংহার করিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি॥ ৩৫॥

পুনশ্চ বিপ্রশাপেন রাক্ষসৌ তৌ বভূবতুঃ।
কুম্ভকর্ণদশগ্রীবৌ হতৌ তৌ রামবিক্রমৈঃ॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ—পুনঃ চ (জন্মত্রয়পর্য্যন্তেন) বিপ্রশাপেন (সনকাদি বিপ্রশাপেন) তৌ কুম্ভকর্ণদশগ্রীবৌ রাক্ষসৌ বভূবতুঃ। তৌ (চ রাক্ষসৌ) রামবিক্রমৈঃ (রামস্য বিক্রমৈঃ পরাক্রমৈঃ) হতৌ (বিনাশিতৌ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণগণের শাপেই তাহারা কুম্ভকর্ণ ও দশগ্রীব (রাবণ) নামে রাক্ষস হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রমে বিনষ্ট হইয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

———

শয়ানৌ যুধি নির্ভিন্ন-হৃদয়ৌ রামশায়কৈঃ।
তচ্চিত্তৌ জহতুর্দেহং যথা প্রাক্তনজন্মনি ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—রামশায়কৈঃ (রামস্য শায়কৈঃ বাণৈঃ) নির্ভিন্নহৃদয়ৌ (নির্ভিন্নং হৃদয়ং যয়োঃ তৌ) যুধি (যুদ্ধে) শয়ানৌ (সন্তৌ) যথা প্রাক্তনজন্মনি (তথা) তচ্চিত্তৌ (তস্মিন্ শ্রীরামে এব চিত্তং যয়োঃ তৌ শ্রীরামম্ এব চিন্তয়ন্তৌ) দেহং জহতুঃ (তত্যজতুঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীরামচন্দ্রের বাণে নির্ভিন্নহৃদয় ও রণে শায়িত তাহারা পূর্ব্বজন্মের ন্যায় ভগবচ্চিত্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

———

তাবিহাথ পুনর্জাতৌ শিশুপাল-করূষজৌ।
হরৌ বৈরানুবন্ধেন পশ্যতস্তে সমীয়তুঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—অথ ইহ (মনুষ্যেষু) তৌ (এব) পুনঃ শিশুপালকরূষজৌ (শিশুপালদন্তবক্রৌ সন্তৌ) জাতৌ (হরিণা চ হতৌ) হরৌ বৈরানুবন্ধেন (শত্রুভাবেন হেতুনা) তে (তব) পশ্যতঃ (সমক্ষে এব সাযুজ্যম্) সমীয়তুঃ (যোগাদিসাধনং বিনৈব সম্যগীয়তুঃ হরি চরণং গতবন্তৌ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—সেই দুই ব্যক্তিই পুনরায় শিশুপাল ও দন্তবক্র-নামে জন্মিয়া শ্রীহরিতে বৈরভাব-হেতু তোমার সমক্ষে ভগবানে সাযুজ্য প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৮ ॥

মধ্ব—তদাত্মানস্তত্রাধিষ্ঠাস্ত তদ্ভক্তাঃ বৈরোপসর্জ্জনেনানুবন্ধেনেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৮-৩৯ ॥

———

এনঃ পূর্ব্বকৃতং যৎ তদ্রাজানঃ কৃষ্ণবৈরিণঃ।
জহুস্তেঽন্তে তদাত্মানঃ কীটঃ পেশস্কৃতো যথা ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণবৈরিণঃ রাজানঃ পূর্ব্বকৃতং যৎ এনঃ (নিন্দারূপং পাপং) তৎ তু অন্তে (প্রারব্ধ-ভোগানন্তরং) কীটঃ যথা পেশস্কৃতঃ (ভ্রমরবিশেষস্য ধ্যানাৎ তদাকারাদিধর্ম্মা ভবতি তদ্বৎ) তদাত্মানঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যেব আত্মা স্বভাবগুণাকারাদিঃ ধর্ম্মঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ সন্তঃ) জহুঃ (তত্যজুঃ) ॥৩৯॥

অনুবাদ—কৃষ্ণদ্বেষী রাজগণ কীটের পেশস্কারিত্বের ন্যায় পূর্ব্বকৃত পাপ চিন্তা করিতে করিতে তদাত্ম হইয়া শেষে তাহা ত্যাগ করিয়াছিল ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—এনোঽপরাধঃ কৃষ্ণনিন্দাদিনেত্যর্থঃ। পূর্ব্বকৃতং যৎ পাপং তদপি তদ্ধ্যানেন তদাত্মানঃ সন্তো জহুঃ। তদাত্মত্বে দৃষ্টান্তঃ,—কীটঃ পেশস্কৃতঃ কীট-বিশেষস্য ধ্যানেন যথা তদাত্মা ভবতীতি ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এনঃ'—অপরাধ, অর্থাৎ কৃষ্ণবৈরী রাজগণ শ্রীকৃষ্ণের নিন্দাদি দ্বারা যে অপরাধ করিয়াছিলেন, এবং পূর্ব্বকৃত যে পাপ, তাহাও তাঁহার অনুধ্যানপ্রভাবে তদাত্ম হইয়া পরিত্যাগ করেন। তদাত্মত্বে দৃষ্টান্ত—যেমন কীট পেশস্কৃতের (ভ্রমর-বিশেষের) ধ্যানে তন্ময়তা লাভ করে ॥ ৩৯ ॥

———

যথা যথা ভগবতো ভক্ত্যা পরময়াভিদা।
নৃপাশ্চৈদ্যাদয়ঃ সাত্ম্যং হরেস্তচ্চিন্তয়া যযুঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—অভিদা (ভেদশূন্যয়া ব্যবধানরহিতয়া) ভগবতঃ পরময়া ভক্ত্যা যথা যথা হরেঃ সাত্ম্যং (তৎ-সারূপ্যং) যযুঃ (তথৈব) চৈদ্যাদয়ঃ নৃপাঃ (অপি বৈরানুবন্ধেন তচ্চিন্তয়া) (তস্য হরেঃ চিন্তয়া তৎ-সারূপ্যং যযুঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—ভক্তগণ ভগবানের ব্যবধানশূন্য পরম-ভক্তিদ্বারা যেরূপে ভগবান্ হরির সারূপ্য প্রাপ্ত হন, তদ্রূপ শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণও (শত্রুতাদ্বারা) তাঁহার চিন্তা করিয়া তৎসারূপ্য লাভ করিয়াছে ॥৪০॥

বিশ্বনাথ—ভক্ত্যা যথা যথা অভিদা অভেদেন জ্ঞানিভক্তা হরেঃ সাত্ম্যং যযুঃ। তথা চৈদ্যাদয়োঽপি তচ্চিন্তয়া তদ্‌যযুঃ। ভক্ত্যা কীদৃশ্যা তদীয়জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিভ্যোঽপি পরময়া, অগ্রেঽপ্যেবং "নিভৃত-মরুন্মনঃ" ইত্যত্র "তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ" ইতি বক্ষ্যতে ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভক্ত্যা'—ভক্তি-সহকারে যেমন যেমন ভাবে 'অভিদা'—অভেদের দ্বারা জ্ঞানী ভক্তগণ শ্রীহরির 'সাত্ম্যং'—সারূপ্য লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ চৈদ্য প্রভৃতি নৃপতিবৃন্দও তাঁহার চিন্তায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিপ্রকার ভক্তির দ্বারা? তাহাতে বলিতেছেন—তদীয় জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতি হইতেও 'পরময়া'—শ্রেষ্ঠ ভক্তির দ্বারা। পরেও বলিবেন—"নিভৃতমরুন্মনঃ" এই স্থলে "তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ" (১০।৮৭।২০) অর্থাৎ শ্রুতিগণ বলিলেন—বায়ু, মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযম করিয়া দৃঢ় যোগাভ্যাসে রত মুনিগণ হৃদয়ে যে ব্রহ্মের উপাসনা করেন, বিদ্বেষী অসুরাদিও আপনাকে শত্রুরূপে স্মরণ করিয়া সেই ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

মধ্ব—

পৌণ্ড্রকে নরকে চৈব শাল্বে কংসে চ রুক্মিণি।
আবিষ্টাস্তু হরের্ভক্তাস্তদ্ভক্ত্যা হরিমাপিরে।
অসুরাস্তু স্বয়ং তে তু মহাতমসি পাতিতাঃ।
ইতি চ ॥ ৪০ ॥

———

আখ্যাতং সর্ব্বমেতৎ তে যন্মাং ত্বং পরিপৃষ্টবান্ ॥
দমঘোষসুতাদীনাং হরেঃ সাত্ম্যমপি দ্বিষাম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—দমঘোষসুতাদীনাং (শিশুপালাদীনাং) দ্বিষাম্ অপি হরেঃ সাত্ম্যং (কথমিতি) যৎ ত্বং মাং পরিপৃষ্টবান্ (তৎ) এতৎ সর্ব্বং তে (তুভ্যং ময়া) আখ্যাতং (কথিতম্) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—দমঘোষ-তনয়াদি ও দ্বেষিগণের ভগবৎসাযুজ্যলাভ তোমাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত সমস্তই তোমাকে বলিলাম ॥ ৪১ ॥

———

এষা ব্রহ্মণ্যদেবস্য কৃষ্ণস্য চ মহাত্মনঃ।
অবতারকথা পুণ্যা বধো যত্রাদিদৈত্যয়োঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মণ্যদেবস্য (ব্রহ্মণি সাধুঃ ব্রহ্মণ্যঃ সঃ চাসৌ দেবশ্চ ব্রহ্মণ্যদেবঃ তস্য) মহাত্মনঃ কৃষ্ণস্য চ এষা পুণ্যা (শ্রোত্রাদীনাং পুণ্যাবহা) অবতারকথা (নৃসিংহাবতারকথা ময়া আখ্যাতা); যত্র (যস্যাং কথায়াম্) আদিদৈত্যয়োঃ (হিরণ্যাক্ষহিরণ্যকশিপুরূপয়োঃ দৈত্যয়োঃ) বধঃ (নিরূপিতঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মণ্যদেব মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই পবিত্র অবতার-কথা বর্ণিত হইল, তাহাতে আদিদৈত্যদ্বয়ের বধ-বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

———

প্রহ্লাদস্যানুচরিতং মহাভাগবতস্য চ।
ভক্তির্জ্ঞানং বিরক্তিশ্চ যাথার্থ্যঞ্চাস্য বৈ হরেঃ ॥৪৩॥
সর্গস্থিত্যপ্যয়েশস্য গুণকর্ম্মানুবর্ণনম্।
পরাবরেষাং স্থানানাং কালেন ব্যত্যয়ো মহান্ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—(যত্র) মহাভাগবতস্য প্রহলাদস্য অনুচরিতং চ (পাঠোপদেশাদিবর্ণিতং) ভক্তিঃ (তথা তস্য ভক্তিযোগানুষ্ঠানপ্রকারঃ বর্ণিতঃ), জ্ঞানং (তথা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানং চ তস্য বর্ণিতং) বিরক্তিঃ চ (তথা তস্য প্রহলাদস্য বিরক্তিশ্চ বর্ণিতা) অস্য হরেঃ যাথার্থ্যং (স্বরূপঞ্চ বর্ণিতঃ); সর্গস্থিত্যপ্যয়েশস্য (সর্গঃ উৎপত্তিঃ স্থিতিঃ পালনম্ অপ্যয়ঃ প্রলয়ঃ তেষাম্ ঈশস্য কর্ত্তুঃ) গুণকর্ম্মানুবর্ণনং (গুণাঃ ঐশ্বর্য্যাদয়ঃ কর্ম্মাণি সৃষ্ট্যাদীনি তেষাম্ অনুবর্ণনং কৃতং) পরাবরেষাং (দেবাসুরাদীনাং) স্থানানাং (যানি স্থানানি তেষাং) কালেন (নিমিত্তেন) মহান্ ব্যত্যয়ঃ (বিপর্য্যাসঃ অপি বৈরাগ্যার্থং নিরূপিতঃ) ॥ ৪৩-৪৪ ॥

অনুবাদ—এবং মহাভাগবত প্রহলাদের চরিত্র ও তাঁহার ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং প্রহলাদকর্ত্তৃক সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের ঈশ্বর ভগবান্ হরির গুণ ও কর্ম্মের বর্ণনা, দেবতা ও অসুরদিগের কালবশে স্ব স্ব স্থানের মহান্ ব্যত্যয় প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে ॥ ৪৩-৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—অনুচরিতং আখ্যাতমিতি পূর্ব্বেণ সমাম্নাতমিতি পরেণ বান্বয়ঃ। হরের্য্যাথাত্ম্যং হরেঃ স্বরূপং অনতিক্রম্য স্বার্থে ষ্যঞ্। সর্গেতি সৃষ্ট্যাদয়োঽপি উক্তাঃ। পরাবরেষাং দেবদৈত্যাদীনাং যানি স্থানানি তেষাং ব্যত্যয়ো বিনাশঃ ॥ ৪৩-৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুচরিতং'—প্রহলাদের চরিতকথা, 'আখ্যাতং' (৪১ শ্লোক) অথবা পরবর্ত্তী 'সমাম্নাতং' (৪৫ শ্লোক), অর্থাৎ বর্ণিত হইল, ইহার সহিত অন্বয় হইবে। 'হরেঃ যাথাত্ম্যং'—শ্রীহরির স্বরূপ অতিক্রম না করিয়া, এখানে স্বার্থে

ষ্যঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'সর্গ' ইত্যাদি, অর্থাৎ সৃষ্টি প্রভৃতিও উক্ত হইয়াছে। 'পরাবরেষাং'—দেবতা, দৈত্য প্রভৃতির যে সকল স্থান, তাহার 'ব্যত্যয়', অর্থাৎ বিনাশও নিরূপিত হইয়াছে ॥ ৪৩-৪৪ ॥

মধ্ব—ভগবান্ যেন গম্যতে ইত্যনেন ভাগবতধর্ম্মৈর্নৈবভগবান্ গম্যতে, ন দ্বেষাদিনেত্যুপসংহ্রীয়তে। আবৃত্তানুকথনঞ্চ তদর্থত্বেনৈব। জ্ঞানস্য বিশেষাযাথাত্ম্যাদয়ঃ।

ভক্তির্জ্ঞানং বিরক্তিশ্চ নবকঃ শ্রবণাদিকঃ।
ধর্ম্মো ভাগবতঃ প্রোক্তস্তদ্ভক্তেষু তথা নব ॥

ইতি তন্ত্রসারে ॥ ৪৩-৪৪ ॥

ধর্ম্মো ভাগবতানাঞ্চ ভগবান্ যেন গম্যতে।
আখ্যানেঽস্মিন্ সমাম্নাতমাধ্যাত্মিকমশেষতঃ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—যেন (ধর্ম্মেন) ভগবান্ গম্যতে (প্রাপ্যতে সঃ তথাবিধঃ) ভাগবতানাং ধর্ম্মঃ চ (অনন্যপরত্বে সতি ভগবৎপরত্বরূপঃ বর্ণিতঃ) আধ্যাত্মিকম্ (আত্মানম্ অধিকৃত্য বর্ত্তমানম্ আত্মানাত্মবিবেকাদিকম্) অশেষতঃ অস্মিন্ আখ্যানে সমাম্নাতম্ (সম্যগ্ বর্ণিতম্) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—যে ধর্ম্মদ্বারা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ভাগবত-ধর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিশেষরূপে ইহাতে বর্ণিত হইল ॥ ৪৫ ॥

য এতৎ পুণ্যমাখ্যানং বিষ্ণোর্বীর্য্যোপবৃংহিতম্।
কীর্ত্তয়েচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রুত্বা কর্ম্মপাশৈর্বিমুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ) যঃ বিষ্ণোঃ বীর্য্যোপবৃংহিতং (বীর্য্যেণ পরাক্রমেণ উপবৃংহিতং তৎপ্রতিপাদনে বিস্তীর্ণং গুণকর্ম্মসমন্বিতং) পুণ্যম্ এতৎ আখ্যানং শ্রদ্ধয়া শ্রুত্বা কীর্ত্তয়েৎ (সঃ) কর্ম্মপাশাৎ (পুণ্যপাপাত্মকাৎ কর্ম্মবন্ধাৎ) বিমুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্‌বিষ্ণুর বীর্য্যপূর্ণ এই পবিত্র আখ্যান যিনি শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া কীর্ত্তন করেন তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥ ৪৬ ॥

এতদ্য আদিপুরুষস্য মৃগেন্দ্রলীলাং
দৈত্যেন্দ্রযূথপবধং প্রযতঃ পঠেত।
দৈত্যাত্মজস্য চ সতাং প্রবরস্য পুণ্যং
শ্রুত্বানুভাবমকুতোভয়মেতি লোকম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ এতৎ (এতাং) দৈত্যেন্দ্রযূথপবধং (দৈতেন্দ্রস্য যূথপনাঞ্চ বধম্) আদিপুরুষস্য (বিষ্ণোঃ) মৃগেন্দ্রলীলাং (মৃগেন্দ্রস্য নৃসিংহরূপস্য লীলাং) প্রযতঃ (সমাহিতচিত্তঃ সন্) পঠেত, সতাং (ভগবদ্ভক্তানাং মধ্যে) প্রবরস্য (শ্রেষ্ঠস্য) দৈত্যাত্মজস্য (প্রহলাদস্য) পুণ্যং (পুণ্যাবহম্) অনুভাবং (প্রভাবং) চ (শ্রুত্বা পঠেৎ সঃ) অকুতোভয়ং (ন কুতঃ অপি ভয়ং যত্র তথাভূতং) লোকং (বৈকুণ্ঠম্) এতি (প্রাপ্নোতি) ॥৪৭॥

অনুবাদ—আদিপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর এই নৃসিংহলীলারূপে দৈত্যপতির বধ-বৃত্তান্ত যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে পাঠ করেন এবং দৈত্যাত্মজ সাধুশ্রেষ্ঠ প্রহলাদের পবিত্র প্রভাব শ্রবণ করেন, তিনি অকুতোভয় বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—এতৎ এতাং, মৃগেন্দ্রস্য সিংহস্য, পক্ষে নৃসিংহলীলাং 'ঋদ্ধস্য রাজমাতঙ্গা' ইতিবৎ সমাস আর্ষঃ। লীলামাহ,—দৈত্যেন্দ্র এব যূথপো হস্তী তস্য, দৈত্যেন্দ্রাণাং যূথপস্য হিরণ্যকশিপোশ্চ বধম্ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতৎ'—এতাম্ মৃগেন্দ্রলীলাং'—মৃগেন্দ্র বলিতে পশুরাজ সিংহ, পক্ষে আদিপুরুষ শ্রীনৃসিংহদেবের লীলা। ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন—'ঋদ্ধস্য রাজমাতঙ্গাঃ'—ইহার ন্যায় এখানে সমাস আর্ষপ্রয়োগ হইয়াছে (অর্থাৎ সমাসে ব্যপেক্ষা না থাকায় 'ঋদ্ধস্য রাজমাতঙ্গাঃ' এইরূপ প্রয়োগ প্রামাদিক, কারণ ঋদ্ধ (সমৃদ্ধ) এই পদের সহিত রাজার সম্বন্ধ আছে, কিন্তু মাতঙ্গের সহিত নাই)। লীলা বলিতেছেন—দৈত্যেন্দ্ররূপ হস্তী, তাহার, পক্ষে দৈত্যেন্দ্রগণের যূথপতি হিরণ্যকশিপুর বধ-বৃত্তান্ত (যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া পাঠ করিবেন, তিনি বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবেন) ॥ ৪৭ ॥

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্-
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—বত (অহো ন কেবলং প্রহলাদঃ ভাগ্যবান্ অপি তু) নৃলোকে যূয়ং (প্রহলাদাপেক্ষয়া অপি) ভূরিভাগাঃ (পরমভাগ্যবন্তঃ যস্মাৎ) মনুষ্যলিঙ্গং (মানবরূপধারি) গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম) যেষাং (যুষ্মাকং) গৃহান্ সাক্ষাৎ আবসতি ইতি (মত্বা) লোকং পুনানাঃ (সমদর্শনাদিনা পবিত্রীকুর্ব্বন্তঃ) মুনয়ঃ (অপি যুষ্মাকং গৃহান্) অভিযন্তি (সর্ব্বতঃ আগচ্ছন্তি) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—মনুষ্য-লোকে তোমরা অতিশয় ভাগ্যবান্, কারণ তোমাদের গৃহে মনুষ্য-রূপী শ্রীকৃষ্ণাখ্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম গূঢ়রূপে বাস করেন; ইহা জানিয়াই ভুবনপাবন মুনিগণ সর্ব্বদা তোমাদের গৃহে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—অহো প্রহ্লাদস্য ভাগ্যং যেন দেবো দৃষ্টঃ। বয়ন্তু মন্দভাগ্যা ইতি বিষীদন্তং রাজানং প্রতি যূয়ং প্রহ্লাদাৎ প্রহ্লাদগুরোর্মত্তোঽপি অন্যেভ্যোঽপি ভক্তেভ্যো যুষ্মৎপূর্ব্বজেভ্যো যদুপুরূরবঃ-প্রভৃতিভ্যোঽপি বশিষ্ঠমরীচিকশ্যপাদ্যৃষিভ্যোঽপি ব্রহ্মরুদ্রাভ্যামপি ভূরি সৌভাগ্যবন্ত ইত্যাহ,—যূয়ং নৃণাং জীবানাং লোকমধ্যে ভূরিভাগাঃ যেষাং যুষ্মাকং গৃহান্ লোকং স্বদর্শনদানাদিনা পবিত্রীকুর্ব্বন্তোঽপি মুনয়োঽভি সর্ব্বতোভাবেন স্বকৃতার্থীকরণাদিনা হেতুনাপি গচ্ছন্তি। যতো গূঢ়ং সর্ব্বতোঽপি রহস্যং যন্মনুষ্যলিঙ্গং নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম তৎ সম্যক্-প্রকারেণ যুষ্মাভিরনাহূতমপ্যাসক্তিপূর্ব্বকং যেষাং গৃহেষু সাক্ষাৎ বসতি সদৈব। ন হি প্রহলাদাদীনাং গৃহেষু নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম সাক্ষাদ্বসতি। ন চ তদ্দর্শনেন কৃতার্থীভবিতুং মুনয়ো গচ্ছন্তীতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অহো! প্রহলাদের কি সৌভাগ্য যে ভগবানের দর্শন লাভ করিলেন, কিন্তু আমরা হতভাগ্য', এইরূপ বিষাদপ্রাপ্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দেবর্ষি নারদ বলিতেছেন—তোমরা প্রহলাদ হইতে, তাহার গুরু আমা হইতেও, অন্যান্য ভক্তবৃন্দ হইতে, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ যদু, পুরূরব প্রভৃতি হইতে, বশিষ্ট, মরীচি, কশ্যপাদি ঋষিগণ হইতে, ব্রহ্মা, রুদ্রাদি হইতেও অতিশয় সৌভাগ্যশালী, ইহা বলিতেছেন—'যূয়ং নৃলোকে' ইত্যাদি। তোমরা এই জীবজগতের মধ্যে অতিশয় ভাগ্যবান্, যে তোমাদের গৃহে নিজ দর্শনাদির দ্বারা জগৎ পবিত্রকারী মুনিগণ নিজদিগকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া থাকেন। 'গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম'—যেহেতু যিনি সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যজনক নরাকৃতি পরব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণ), তিনি সম্যক্ প্রকারে তোমাদের দ্বারা অনাহূত হইয়াও স্বয়ং আসক্তিপূর্ব্বক যে তোমাদের গৃহে সর্ব্বদাই সাক্ষাৎরূপে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু প্রহলাদ প্রভৃতির গৃহে নরাকৃতি পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ বাস করেন না, কিম্বা তাঁহার দর্শনের দ্বারা নিজদিগকে কৃতার্থ করিতে মুনিগণও আগমন করেন না—এই ভাব ॥ ৪৮ ॥

স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্য-
কৈবল্যনির্ব্বাণসুখানুভূতিঃ।
প্রিয়ঃ সুহৃদ্বঃ খলু মাতুলেয়
আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্গুরুশ্চ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ— মহদ্বিমৃগ্যকৈবল্যনির্ব্বাণসুখানুভূতিঃ (মহদ্ভিঃ বিবেকিভিঃ বিমৃগ্যম্ অন্বেষণীয়ং যৎ কৈবল্যং নির্ব্বাণসুখং নিরুপাধিঃ পরমানন্দঃ তদনুভূতিঃ অনুভবরূপং) ব্রহ্ম সঃ বৈ (এব) অয়ং খলু (প্রসিদ্ধঃ নরাকৃতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) বঃ (যুষ্মাকং) প্রিয়ঃ (প্রীতিবিষয়ঃ) সুহৃৎ (মিত্রং হিতচিন্তকঃ) মাতুলেয়ঃ (মাতুলপুত্রঃ) আত্মা (দেহবৎ স্বাধীনঃ) অর্হণীয়ঃ (ঈশ্বরত্বেন আরাধনীয়ঃ) বিধিকৃৎ (আজ্ঞানুবর্ত্তী) গুরুঃ চ (হিতোপদেষ্টা) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—সেই নর-রূপী শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম, নিরুপাধি পরমানন্দের অনুভবস্বরূপ ও মহাজনের অন্বেষণীয়, তিনি তোমাদের প্রিয়, সুহৃৎ, মাতুল-পুত্র, আত্মা, পূজনীয়, আজ্ঞানুবর্ত্তী ও গুরু অর্থাৎ হিতোপদেষ্টা ॥৪৯॥

বিশ্বনাথ—ন চ পরং ব্রহ্মৈব নরাকৃতিঃ কৃষ্ণোঽভূদিতি বাচ্যং, কিন্তু কৃষ্ণ এব পরং ব্রহ্ম ভবতীত্যাহ,—সোঽয়ং প্রসিদ্ধো নরাকৃতিঃ কৃষ্ণ এব ব্রহ্ম। কীদৃশং? মহদ্ভির্বিমৃগ্যং যৎ কৈবল্যনির্ব্বাণসুখং নিরুপাধিঃ পরমানন্দস্তস্যানুভূতিরনুভবরূপমিত্যর্থঃ। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইতিবদনুবাদাবিধেয়ভাবেন ব্যাখ্যেয়মত্র প্রমাণং; "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইতি গীতোপনিষদেব এতাবদর্থস্য নিশ্চায়িকেতি বৈ-শব্দার্থঃ। ন

কেবলং স যুস্মদ্গৃহে বসতিমাত্রং কিন্তু প্রিয়ঃ সন্নিতি যুষ্মাকং তেনানন্দনীয়ত্বং সুহৃদিতি হিতে প্রবর্ত্তনীয়ত্বং মাতুলেয় ইতি সম্বন্ধবিশেষেনানুগম্যত্বং আত্মেতি স্বীয়-শরীরভাবেনাভিমন্তব্যত্বং অর্হণীয় ইতি কৃপয়া প্রতি-পাল্যত্বম্। বিধিকৃৎ কিঙ্কর ইতি সারথ্যাদিনো-পাস্যত্বং গুরুরিত্যনুশাসনীয়ত্বমিতি। ন চ প্রহলাদা-দীনাং গৃহেষু স গুরুকিঙ্করাদিভাবেন তিষ্ঠতীতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরব্রহ্মই মনুষ্যাকারে কৃষ্ণ হইয়াছেন, এরূপ বলা চলে না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই পরম-ব্রহ্ম, ইহা বলিতেছেন—'স বা অয়ং' ইত্যাদি। সেই এই প্রসিদ্ধ নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম। কেমন তিনি? তাহাতে বলিতেছেন—মহাজনগণের অন্বেষণীয় যে কৈবল্যনির্ব্বাণসুখ অর্থাৎ নিরুপাধি পরমানন্দ, তাহার অনুভব-স্বরূপ এই শ্রীকৃষ্ণই—এই অর্থ। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' (১৩।২৮), অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এই স্থলের ন্যায় এখানেও অনুবাদ ও বিধেয়ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—তিনি পরমব্রহ্ম)। এই বিষয়ে প্রমাণ শ্রীভগবদ্ গীতোপনিষৎ, সেখানে উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" (১৪।২৭), অর্থাৎ আমিই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)। এই অর্থের নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত এই স্থলে 'বৈ'—শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কেবল তিনি তোমাদের গৃহে বাস করেন ইহা নহে, কিন্তু 'প্রিয়ঃ' তোমাদের প্রীতির বিষয় হইয়া আনন্দপ্রদ, 'সুহৃৎ'—তোমাদের হিতকার্য্যের প্রবর্ত্তক, 'মাতুলেয়ঃ'—সম্বন্ধ-বিশেষের দ্বারা তোমাদের অনুগামী, 'আত্মা'—নিজ দেহের ন্যায় স্বাধীন, 'অর্হণীয়ঃ'—কৃপাপূর্ব্বক তোমাদের প্রতি-পাল্য, 'বিধিকৃৎ'—সারথ্যাদি কার্য্যের দ্বারা তোমাদের কিঙ্কর এবং 'গুরুঃ'—তোমাদের হিতোপদেষ্টা। কিন্তু প্রহলাদ প্রভৃতির গৃহে সেই ভগবান্ গুরু, কিঙ্করাদি ভাবে অবস্থান করেন না—এই ভাব ॥৪৯॥

মধ্ব—নির্ব্বাণ-সুখম্—অশরীর-সুখম্, "এতদ্বাণ-মবষ্ঠভ্য" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪৯ ॥

ন যস্য সাক্ষাদ্ভবপদ্মজাদিভী
রূপং ধিয়া বস্তুতয়োপবর্ণিতম্।
মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ
প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতি ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) রূপং (তত্ত্বং) ভবপদ্মজাদিভিঃ (ভবঃ মহাদেবঃ পদ্মজঃ ব্রহ্মা তদা-দিভিঃ অপি) ধিয়া (অপি) বস্তুতয়া (যাথার্থ্যেন) সাক্ষাৎ ন উপবর্ণিতং (ন চ বিষয়ীকৃতং) সঃ এষঃ সাত্বতাং পতিঃ (ভক্তানাং পালকঃ ভগবান্) মৌনেন (মৌনপূর্ব্বকধ্যানবিচারাদিনা) ভক্ত্যা (শ্রবণাদি-রূপয়া) উপশমেন (ইন্দ্রিয়াদিবিজয়েন) পূজিতঃ (আরাধিতঃ অস্মাকং) প্রসীদতাম্ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা মহাদেব প্রভৃতিও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব যথার্থরূপে বর্ণনা করিতে পারেন নাই; মৌনব্রত, ভক্তি এবং উপশমদ্বারা পূজিত সেই ভক্ত-পালক শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবং সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা-ভূতস্যাস্য গ্রাম্যাণামস্মাদৃশানাং কৈঙ্কর্য্যাদৌ কিং কারণমিতি চেৎ? সত্যং, অস্য মহৈশ্বর্যস্য প্রেমবশ্য-তায়াশ্চ তত্ত্বং বিজ্ঞাতুং কোঽহং বরাকঃ যতঃ ব্রহ্মাদ্যা অপি ন জানন্তীত্যাহ,—ন যস্যেতি। রূপং তত্ত্বং বস্তুতয়া যাথার্থ্যেন ইদমিত্থমিতি সাক্ষান্নোপবর্ণিতম্, ধিয়েতি তত্র বুদ্ধেঃ প্রবেশাভাবাদেবেতি ভাবঃ। মৌনে-নেত্যস্মদাদয়ো যৎ প্রসাদং মৌনাদিভিঃ সাধনৈঃ প্রার্থয়ন্তে স কৃষ্ণো যুষ্মৎপ্রসাদং কৈঙ্কর্য্যাদিনা প্রার্থয়ত ইতি যুষ্মদাদ্যস্মদাদ্যোরেতদেবান্তরমিতি ভাবঃ ॥৫০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, যিনি সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ (আশ্রয়রূপ), তাঁহার পক্ষে আমাদের ন্যায় গ্রাম্য জনের কৈঙ্কর্য্যা-দিতে কি কারণ থাকিতে পারে? ইহার উত্তরে বলি-তেছেন—সত্য, ইঁহার মহান্ ঐশ্বর্য্য এবং প্রেমবশ্যতার তত্ত্ব জানিতে আমি কোন্ অতিতুচ্ছ, কারণ ব্রহ্মাদিও যাঁহার তত্ত্ব জানেন না, ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন —'ন যস্য' ইত্যাদি, অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণ স্ব স্ব বুদ্ধি দ্বারা—যাঁহার 'রূপ' বলিতে তত্ত্ব, বস্তুত্বরূপে অর্থাৎ ইহা এই প্রকার, এইরূপে সাক্ষাৎ বর্ণন করিতে পারেন নাই, কারণ সেখানে বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না—এই ভাব। 'মৌনেন'—আমরা যাঁহার প্রসাদ (কৃপাকটাক্ষ) মৌনব্রতাদি সাধনের দ্বারা প্রার্থনা করিয়া থাকি, সেই শ্রীকৃষ্ণ কৈঙ্কর্য্য

প্রভৃতির দ্বারা তোমাদের প্রসন্নতা প্রার্থনা করেন—ইহাই তোমাদের ও আমাদের মধ্যে মহৎ পার্থক্য—এই ভাব ॥ ৫০ ॥

স এষ ভগবান্ রাজন্ ব্যতনোদ্বিহতং যশঃ ।
পুরা রুদ্রস্য দেবস্য ময়েনানন্তমায়িনা ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, সঃ এষঃ ভগবান্ (বিষ্ণুঃ) পুরা (পূর্ব্বং) অনন্তমায়িনা ময়েন বিহতং দেবস্য রুদ্রস্য যশঃ ব্যতনোৎ (বিস্তারিতবান্) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, পূর্ব্বে অনন্ত মায়াধারী ময়দানব দ্বারা বিনষ্ট দেবদেব রুদ্রের যশ এই ভগবান্ বিষ্ণু পুনর্ব্বার বিস্তার করেন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু পদ্মজো ন জানাতু ভবস্ত্বীশ্বর এব, সত্যং তস্যাপৈশ্বর্য্যমেতদ্দত্তমেবেতি বক্তুমাখ্যানমারভতে,—স এষ ইতি ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ব্রহ্মা না জানুন, কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব তো ঈশ্বরই, তাহার উত্তরে—হ্যাঁ, তাঁহারও ঐশ্বর্য্য এই কৃষ্ণ কর্ত্তৃকই প্রদত্ত, ইহা বলিবার জন্য আখ্যান আরম্ভ করিতেছেন—'স এষঃ' ইত্যাদি ॥ ৫১ ॥

মধ্ব—

তদধীনং বা সর্ব্বং ন বেত্তি সংশয়ং রুদ্রস্যাহনৎ ।
অল্পকেনৈব ময়েন রুদ্রস্য প্রতিকারং কৃত্বা ॥
কস্মিন্ কর্ম্মণি ময়ো বিপরীতং চকার ।
সাপেক্ষং ন তু দোষায় যত্র সিদ্ধমপেক্ষিতম্ ॥
ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ৫১-৫২ ॥

রাজোবাচ—

কস্মিন্ কর্ম্মণি দেবস্য ময়োঽহন্ জগদীশিতুঃ ।
যথা চোপচিতা কীর্ত্তিঃ কৃষ্ণেনানেন কথ্যতাম্ ॥৫২॥

অন্বয়ঃ—রাজা উবাচ,—জগদীশিতুঃ দেবস্য (মহাদেবস্য) কীর্ত্তিঃ কস্মিন্ কর্ম্মণি ময়ঃ অহন্ (হতবান্) যথা চ অনেন কৃষ্ণেন (সা কীর্ত্তিঃ) উপচিতা (পুনঃ বিস্তারিতা তদেতৎ দ্বয়ং ত্বয়া) কথ্যতাম্ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন,—ময়দানব কি-জন্য জগতের ঈশ্বর মহাদেবের যশ বিনষ্ট করিয়াছিল এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে তাহা বিস্তার করেন, এই দুইটি বিষয় আপনি বলুন ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, অহন্ কীর্ত্তিম্ ॥৫২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রাজা'—রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন। 'অহন্ কীর্ত্তিম্'—কোন্ কর্ম্মে ময়দানব রুদ্রের যশ বিনাশ করিয়াছিল (এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় কিভাবে তাহার মহিমা বিস্তার করেন, তাহা আপনি বলুন।) ॥ ৫২ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

নির্জ্জিতা অসুরা দেবৈর্যুধ্যনেনোপবৃংহিতৈঃ ।
মায়িনাং পরমাচার্য্যং ময়ং শরণমাযযুঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—অনেন (শ্রীকৃষ্ণেন) উপবৃংহিতৈঃ (সংবর্দ্ধিতৈঃ) দেবৈঃ যুধি নির্জ্জিতাঃ অসুরাঃ মায়িনাং পরমাচার্য্যং (শ্রেষ্ঠং গুরুং মহামায়াবিনং) ময়ং শরণম্ আযযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-দ্বারা সংবর্দ্ধিত দেবগণের সহিত যুদ্ধে অসুরগণ পরাজিত হইয়া মায়াবিদিগের শ্রেষ্ঠ ময়দানবের শরণাপন্ন হইয়াছিল ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—অনেন কৃষ্ণেন ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনেন'—এই কৃষ্ণের দ্বারা সংবর্দ্ধিত দেবগণ অসুরগণকে পরাজিত করেন ॥৫৩

স নির্ম্মায় পুরস্তিস্রো হৈমীরৌপ্যায়সীর্বিভুঃ ।
দুর্লক্ষ্যাপায়সংযোগা দুর্ব্বিতর্ক্যপরিচ্ছদাঃ ॥ ৫৪ ॥
তাভিস্তেঽসুরসেনান্যো লোকাংস্ত্রীন্ সেশ্বরান্নৃপ ।
স্মরন্তো নাশয়াঞ্চক্রুঃ পূর্ব্ববৈরমলক্ষিতাঃ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (সমর্থঃ) সঃ (ময়ঃ) দুর্লক্ষ্যাপায়সংযোগাঃ (দুর্লক্ষ্যৌ অপায়সংযোগৌ গমনাগমনে যাসাং তাঃ অন্যৈঃ অলক্ষিতগমনাগমনাঃ) দুর্ব্বিতর্ক্যপরিচ্ছদাঃ (দুর্ব্বিতর্ক্যাঃ পরিচ্ছদাঃ উপকরণানি যাসু তা।) হৈমীরৌপ্যায়সীঃ (হৈমী চ রৌপ্যা চ আয়সী চ ইতি) তিস্রঃ পুরঃ নির্ম্মায় (তেভ্যঃ অসুরেভ্যঃ দদৌ); হে নৃপ, তাভিঃ (বিমানরূপাভিঃ অপেক্ষিতদেশগমন-

ক্ষমাভিঃ পুরীভিঃ) তে অসুরসেনান্যঃ (অসুরসেনা-পতয়ঃ) অলক্ষিতাঃ (সন্তঃ) পূর্ব্ববৈরং স্মরন্তঃ (চ) সেশ্বরান্ (সপালান্) ত্রীন্ লোকান্ নাশয়াঞ্চক্রুঃ (নাশয়িতুমারব্ধবন্তঃ) ॥ ৫৪-৫৫ ॥

অনুবাদ—ময়দানব দুর্লক্ষ্যসঞ্চার অতর্ক্যোপকরণ স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহনির্ম্মিত পুরীত্রয় অসুরগণকে প্রদান করে। হে নৃপ, অসুর সেনাপতিগণ ঐ সকল পুরী-দ্বারা অলক্ষিত থাকিয়া পূর্ব্ব শত্রুতা স্মরণপূর্ব্বক অধিপতিগণের সহিত লোকত্রয় বিনাশ করিতে আরম্ভ করে ॥ ৫৪-৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্লক্ষ্যৌ অপায়সংযোগৌ গমনাগমনে যাসাং তা। নির্ম্মায়াসুরেভ্যো দদাবিতি শেষঃ ॥ ৫৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুর্লক্ষ্যাপায়-সংযোগা'—যাহাদের গমনাগমন অন্যের পক্ষে অলক্ষিত ছিল (অর্থাৎ ঐ পুরীর মধ্যে দানবগণ কে কখন কোথা দিয়া যাওয়া আসা করিত, তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না)। এইরূপ স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ দ্বারা তিনটি পুরী নির্ম্মাণ করিয়া ময়দানব অসুরগণকে অর্পণ করেন ॥ ৫৪-৫৫ ॥

———

ততস্তে সেশ্বরা লোকা উপাসাদ্যেশ্বরং নতাঃ।
ত্রাহি নস্তাবকান্ দেব বিনষ্টাংস্ত্রিপুরালয়ৈঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে বিভো,) ততঃ তে সেশ্বরাঃ (ইন্দ্রাদি লোকপালৈঃ সহিতাঃ) লোকাঃ (জনাঃ) ঈশ্বরং (রুদ্রম্) উপাসাদ্য (প্রাপ্য) নতাঃ (প্রণতাঃ বভূবুঃ); হে দেব, ত্রিপুরালয়ৈঃ (ত্রীণি পুরাণি আলয়াঃ স্থানানি যেষাং তৈঃ অসুরৈঃ) বিনষ্টান্ (বিনষ্টপ্রায়ান্) তাবকান্ (ত্রস্তান্ ত্বদীয়ান্) নঃ (অস্মান্) ত্রাহি (পালয়) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর অধিপতিগণের সহিত সকল লোক মহাদেব-সমীপে গমনপূর্ব্বক প্রণত হইলেন এবং বলিলেন,—হে দেব, ত্রিপুরবাসী অসুরগণকর্ত্তৃক বিনষ্টপ্রায় ত্বদীয়জনগণকে রক্ষা করুন ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—ঈশ্বরং রুদ্রম্ ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঈশ্বরং'—রুদ্রের নিকট (গমনপূর্ব্বক লোকপালসহ লোকসকল বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন।) ॥ ৫৬ ॥

———

অথানুগৃহ্য ভগবান্ মা ভৈষ্টেতি সুরান্ বিভুঃ।
শরং ধনুষি সন্ধ্যায় পুরেষ্বস্ত্রং ব্যমুঞ্চত ॥ ৫৭॥

অন্বয়ঃ—অথ (তান্) সুরান্ (দেবান্) মা ভৈষ্ট ইতি মা ভয়ং কুরুত ইতি) অনুগৃহ্য ভগবান্ বিভুঃ (রুদ্রঃ) ধনুষি শরং সন্ধায় (তস্মিন্) অস্ত্রং (পাশুপতং সংযোজ্য) পুরেষু অমুঞ্চত (চিক্ষেপ) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ বিভু রুদ্র 'ভয় করিও না' ইহা দেবতাদিগকে বলিয়া ধনুতে পাশুপত অস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক ঐ সকল পুরীতে নিক্ষেপ করিলেন ॥৫৭॥

———

ততোঽগ্নিবর্ণা ইষব উৎপেতুঃ সূর্য্যমণ্ডলাৎ।
যথা ময়ূখসন্দোহা নাদৃশ্যন্ত পুরো যতঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—যথা সূর্য্যমণ্ডলাৎ ময়ূখসন্দোহাঃ (রশ্মি-সমূহাঃ উৎপতন্তি তথা) ততঃ (ধনুষঃ শরাৎ বা) অগ্নিবর্ণাঃ ইষবঃ উৎপেতুঃ, যতঃ (যেভ্যঃ প্রচ্ছন্নাঃ) পুরঃ ন অদৃশ্যন্ত ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—সূর্য্যমণ্ডল হইতে রশ্মিসমূহের ন্যায় মহাদেবের ধনু হইতে অগ্নিবর্ণ বাণসমূহ উৎপতিত হইয়া ঐ পুরীত্রয় আচ্ছন্ন করিলে তাহা অগোচর হইল ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—যথেতি সূর্য্যমণ্ডলাদিত্যস্মাৎ পূর্ব্বং যোজ্যম্। যতো যেভ্য ইষুভ্যো হেতুভ্যঃ ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথা' —ইহা 'সূর্য্যমণ্ডলাৎ' এই পদের পূর্ব্বে যোগ করিতে হইবে, অর্থাৎ যেমন সূর্য্যমণ্ডল হইতে রশ্মিসমূহ উৎপতিত হয়, সেইরূপ মহাদেবের ধনু হইতে বহু অগ্নিবর্ণ শর উৎপতিত হইল। 'যতঃ'—ঐ সকল বাণের দ্বারা পুরীত্রয় আচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টির অগোচর হইল ॥ ৫৮ ॥

———

তৈঃ স্পৃষ্টা ব্যসবঃ সর্ব্বে নিপেতুঃ স্ম পুরৌকসঃ।
তানানীয় মহাযোগী ময়ঃ কূপরসেঽক্ষিপৎ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—তৈঃ (ইষুভিঃ) স্পৃষ্টাঃ তাড়িতাঃ পুরৌকসঃ (ত্রীণি পুরাণি ওকাংসি যেষাং তে) সর্ব্বে (অসুরাঃ) ব্যসবঃ (বিগতপ্রাণাঃ সন্তঃ) নিপেতুঃ। তান্ (ব্যসূন্) আনীয় মহাযোগী (মহামায়াবী)

ময়ঃ কূপরসে (স্বয়ং নির্ম্মিতে কূপামৃতে মৃতসঞ্জীবয়িতরি) অক্ষিপৎ (অপাতয়ৎ)॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—বাণ-স্পর্শে তাড়িত ঐ পুরত্রয়বাসী অসুরগণ বিগত প্রাণ হইয়া পতিত হইল, তদনন্তর মহামায়াবী ময়দানব উহাদিগকে লইয়া কূপামৃতে নিক্ষেপ করিল ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ—কূপরসে স্বনির্ম্মিতকূপরসামৃতে ॥ ৫৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কূপরসে'—মহামায়াবী ময়দানব স্বনির্ম্মিত অমৃতময় কূপে মৃত দানবগণকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

———

সিদ্ধামৃতরসস্পৃষ্টা বজ্রসারা মহৌজসঃ।
উত্তস্থুর্মেঘদলনা বৈদ্যুতা ইব বহ্নয়ঃ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—সিদ্ধামৃতরসস্পৃষ্টাঃ (তেন সিদ্ধামৃতরসেন স্পৃষ্টাঃ অসুরাঃ) বজ্রসারাঃ (বজ্রবদতিদৃঢ়াঙ্গাঃ) মহৌজসঃ (মহাবলাঃ সন্তঃ) মেঘদলনাঃ (মেঘভেদিনঃ) বৈদ্যুতাঃ (বিদ্যুদ্রূপাঃ) বহ্নয়ঃ ইব উত্তস্থুঃ (জীবিতাঃ সন্তঃ উদ্‌গতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৬০॥

অনুবাদ—সিদ্ধামৃতরসে স্পৃষ্ট, বজ্রদৃঢ়াঙ্গ মহাবল অসুরগণ মেঘ-ভেদী বিদ্যুদগ্নির ন্যায় উত্থিত হইল ॥ ৬০ ॥

বিশ্বনাথ—মেঘদলনা মেঘভেদিনো বিদ্যুদ্রূপা বহ্নয় ইব মেঘস্থা বিদ্যুতো যথা মেঘকান্তিতিরস্কারিণ্যস্তথৈব তে বীরা অপি শ্যামবিমানকান্তিতিরস্কারিণ ইত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মেঘদলনাঃ'—মেঘদলনকারী বিদ্যুদ্রূপ অগ্নির ন্যায়, অর্থাৎ মেঘস্থিত বিদ্যুৎ যেমন মেঘের কান্তিকে তিরস্কৃত করে, সেইরূপ সিদ্ধ অমৃতরসের স্পর্শে সেই বীর দানবগণও শ্যাম বিমানের কান্তিকে তিরস্কৃত করিতে লাগিল (অর্থাৎ ঐ দানবগণ মহাতেজোদ্দীপ্ত ও বজ্রের মত দৃঢ়শরীর হইয়া মেঘভেদী বিদ্যুতের ন্যায় পুনরুত্থিত হইল ।) ॥ ৬০ ॥

———

বিলোক্য ভগ্নসংকল্পং বিমনস্কং বৃষধ্বজম্ ।
তদায়ং ভগবান্ বিষ্ণুস্তত্রোপায়মকল্পয়ৎ ॥ ৬১ ॥

অন্বয়—তদা অয়ং ভগবান্ বিষ্ণুঃ ভগ্নসংকল্পং (ভগ্নঃ সঙ্কল্পঃ যস্য তং) বিমনস্কং (দুঃখিতমনস্কং) বৃষধ্বজং (রুদ্রং) বিলোক্য তত্র (সিদ্ধামৃতরসবিনাশে) উপায়ম্ অকল্পয়ৎ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—মহাদেবকে ভগ্ন-সঙ্কল্প ও বিমনস্ক দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু সেই বিষয়ে এক উপায় স্থির করিলেন ॥ ৬১ ॥

———

বৎসশ্চাসীৎ তদা ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুরয়ং হি গৌঃ ।
প্রবিশ্য ত্রিপুরং কালে রসকূপামৃতং পপৌ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—তদা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখঃ বৎসঃ আসীৎ ; অয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়ং হি গৌঃ (আসীৎ); এবং সবৎসা গৌঃ (ভূত্বা) কালে (মধ্যাহ্নকালে) ত্রিপুরং প্রবিশ্য রসকূপামৃতং (রসকূপগতম্ অমৃতং) পপৌ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর চতুর্ম্মুখ গোবৎস ও স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু গাভি হইয়া মধ্যাহ্নকালে ত্রিপুরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সেই কূপামৃত পান করিলেন ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—কালে মধ্যাহ্নে ॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালে'—বলিতে মধ্যাহ্নকালে, (ব্রহ্মাকে বৎস করিয়া স্বয়ং বিষ্ণু নিজে গাভীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ত্রিপুরের মধ্যে প্রবেশ করতঃ অমৃতময় কূপের সমস্ত অমৃত পান করিলেন) ॥৬২॥

———

তেঽসুরা হ্যপি পশ্যন্তো ন ন্যষেধন্ বিমোহিতাঃ ।
তদ্বিজ্ঞায় মহাযোগী রসপালানিদং জগৌ ।
স্ময়ন্ বিশোকং শোকার্ত্তান্ স্মরন্ দৈবগতিঞ্চ তাম্ ॥

অন্বয়ঃ—তে (রক্ষকাঃ) অসুরাঃ পশ্যন্তঃ (পানং কুর্ব্বতীং গাং পশ্যন্তঃ) অপি হি (যস্মাৎ) বিমোহিতাঃ (ভগবন্মায়য়া বিমোহিতাঃ অতঃ) ন ন্যষেধন্ (নৈব বারয়ামাসুঃ) মহাযোগী (মায়াবী ময়ঃ) তদ্ বিজ্ঞায় (অমৃতপানং জ্ঞাত্বা) তাম্ (অচিন্ত্যকার্য্যকর্ত্তৃত্বরূপাং) দৈবগতিং চ (দৈবস্য ভগবতঃ গতিং চ) স্ময়ন্ (বিস্ময়ং প্রাপ্তঃ সন্) বিশোকঃ শোকার্ত্তান্ রসপালান্ (অসুরান্) ইদং (বক্ষ্যমাণং) জগৌ (উবাচ) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—সেই অসুরগণ দেখিয়াও ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া নিষেধ করিতে পারিল না,

মহামায়াবী শোকহীন বিস্মিত ময়দানব তাহা অবগত হইয়া দৈবগতি স্মরণপূর্ব্বক অমৃতরক্ষক শোকার্ত্ত অসুরগণকে বলিল ॥ ৬৩ ॥

দেবাঽসুরো নরোঽন্যো বা নেশ্বরোঽস্তীহ কশ্চন।
আত্মনোঽন্যস্য বা দিষ্টং দৈবেনাপোহিতুং দ্বয়োঃ ॥৬৪

অন্বয়ঃ—দেবঃ অসুরঃ (বা) নরঃ (মনুষ্যঃ) অন্যঃ বা কশ্চন (যক্ষরক্ষোগন্ধর্ব্বাদিঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) অন্যস্য বা দ্বয়োঃ (বা) দৈবেন (ঈশ্বরেণ) দিষ্টং (যদ্দিষ্টমুপকল্পিতং তৎ) অপোহিতুং (পরিহর্ত্তুম্ অন্যথা কর্ত্তুম্) ঈশ্বরঃ (সমর্থঃ) ন অস্তি ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে আপনার কিম্বা অপরের অথবা আত্মপর উভয়ের প্রতি দৈবকর্ত্তৃক কল্পিত বিষয়ের অন্যথা করিতে দেবতা, অসুর, মনুষ্য বা অন্যে সমর্থ নহে ॥ ৬৪ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনো বা অন্যস্য বা দ্বয়োরপি বা দৈবেনোপকল্পিতং দিষ্টম্ অপোহিতুং দূরীকর্ত্তুং ইহ কশ্চিদপীশ্বরঃ সমর্থো নাস্তি ॥ ৬৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মনো বা' ইত্যাদি—আপনার অথবা অন্যের কিম্বা আত্মপর উভয়ের প্রতি যাহা দৈব কর্ত্তৃক উপকল্পিত (নির্দ্দিষ্ট) হইয়া থাকে, তাহার অন্যথা করিতে কেহই সমর্থ নহে ॥ ৬৪ ॥

মধ্ব—বিষ্ণুমাদিষ্টং ব্যপোহিতুং দেবোঽসুরোঽন্যো বা ন সমর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

অথাসৌ শক্তিভিঃ স্বাভিঃ শম্ভোঃ প্রাধানিকং ব্যধাৎ।
ধর্ম্মজ্ঞানবিরক্ত্যৃদ্ধিতপোবিদ্যাক্রিয়াদিভিঃ ॥ ৬৫ ॥
রথং সূতং ধ্বজং বাহান্ ধনুর্বর্ম্ম শরাদি যৎ।
সন্নদ্ধো রথমাস্থায় শরং ধনুরুপাদদে ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরম্) অসৌ (শ্রীকৃষ্ণঃ অপি) ধর্ম্মজ্ঞানবিরক্ত্যৃদ্ধিতপোবিদ্যা ক্রিয়াদিভিঃ স্বাভিঃ শক্তিভিঃ শম্ভোঃ (রুদ্রস্য) রথং সূতং (সারথিং) ধ্বজং বাহান্ (অশ্বান্) ধনুঃ বর্ম্মশরাদি যৎ প্রাধানিকং (সংগ্রামসাধনং তৎ) ব্যধাৎ (নর্ম্মায় দদৌ, শঙ্করশ্চ) সন্নদ্ধঃ (কবচাবৃতঃ) রথম্ আস্থায় ধনুঃ শরম্ উপাদদে (জগ্রাহ) ॥ ৬৫-৬৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ স্বীয় শক্তি এবং ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্য-ঐশ্বর্য্য-তপস্যা-বিদ্যা ও ক্রিয়াদিদ্বারা মহাদেবের সংগ্রাম-সাধন রথ, সারথি, ধ্বজ, অশ্ব, ধনু, বর্ম্ম, বাণ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিলেন, তদনন্তর মহাদেব বর্ম্মদ্বারা সজ্জিত হইয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন ॥ ৬৫-৬৬ ॥

বিশ্বনাথ—অসৌ কৃষ্ণঃ প্রধনং সংগ্রামস্তদর্হং রথাদিকং স্বাভিঃ শক্তিভিরাবিশ্যটং ক্রমেণ ব্যধাদিতি স্বশক্তীনামনশ্বরত্বাজ্জিষ্ণুত্বাচ্চ তদাবিষ্টানাং রথাদীনামপি তাদৃশত্বম্। এতৎ স্বীয়ধর্ম্মস্য ভক্তিযোগস্যাবেশো রথে ভক্তিযোগাশ্রিতানাং জ্ঞানাদীনাং রথাশ্রিতেষু সূতাদিষু জ্ঞেয়ঃ ॥ ৬৫-৬৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসৌ'—সেই শ্রীকৃষ্ণ, 'প্রাধানিকং'—প্রধন বলিতে সংগ্রাম, তাহার উপযুক্ত রথাদি, 'স্বাভিঃ শক্তিভিঃ'—নিজের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট করতঃ যথাক্রমে প্রস্তুত করিয়া দিলেন (অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের শক্তি ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সম্পৎ, তপস্যা, বিদ্যা ও ক্রিয়াদ্বারা শঙ্করের যুদ্ধের উপকরণ রচনা করিয়া দিলেন)। নিজের শক্তিসমূহের অনশ্বরত্ব ও জয়শীলত্বহেতু তদাবিষ্ট রথাদিরও তাদৃশত্বই। এইরূপে নিজধর্ম্ম ভক্তিযোগের আবেশ রথে এবং ভক্তিযোগাশ্রিত জ্ঞানাদির আবেশ রথাশ্রিত সারথি প্রভৃতিতে বুঝিতে হইবে ॥৬৫-৬৬॥

শরং ধনুষি সন্ধায় মুহূর্ত্তেঽভিজিতীশ্বরঃ।
দদাহ তেন দুর্ভেদ্যা হরোঽথ ত্রিপুরো নৃপ ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, অথ ঈশ্বরঃ (শক্তিমান্) হরঃ অভিজিতি মুহূর্ত্তে (মধ্যাহ্নে) ধনুষি শরং সন্ধায় তেন দুর্ভেদ্যাঃ ত্রিপুরঃ দদাহ (ভস্মসাৎ চকার) ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ, অনন্তর শক্তিমান্ হর স্বীয়-ধনুতে শর-সন্ধানপূর্ব্বক মধ্যাহ্নসময়ে সেই দুর্ভেদ্য অসুর-পুরত্রয় ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬৭ ॥

বিশ্বনাথ—অভিজিতি মধ্যাহ্নে ॥ ৬৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভিজিতি'—অভিজিৎ মুহূর্ত্ত বলিতে মধ্যাহ্ন সময়ে (ভগবান্ শঙ্কর ধনুকে

শরযোজনাপূর্ব্বক দুর্ভেদ্য দানবের তিনটি পুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ।) ॥ ৬৭ ॥

দিবি দুন্দুভয়ো নেদুর্বিমানশতসঙ্কুলাঃ ।
দেবর্ষিপিতৃসিদ্ধেশা জয়েতি কুসুমোৎকরৈঃ ।
অবাকিরন্ জগুর্হৃষ্টা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়ঃ—দিবি দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ বিমানশতসঙ্কুলাঃ (বিমানানাং শতানি সঙ্কুলানি সঙ্কীর্ণানি যেষাং তে) দেবর্ষিপিতৃসিদ্ধেশাঃ "জয়ইতি" (জয়শব্দং কৃত্বা) কুসুমোৎকরৈঃ (কুসুম বর্ষৈঃ) অবাকিরন্ (শম্ভুং প্রতি পুষ্পবৃষ্টিং চক্রুঃ)। অপ্সরোগণাঃ হৃষ্টাঃ (সন্তঃ) জগুঃ ননৃতুঃ চ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। শত শত আকাশ-যানে দেবর্ষি-পিতৃ-সিদ্ধেশ্বরগণ জয় জয় বলিয়া পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অপ্সরোগণ হৃষ্ট হইয়া গান ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল॥

এবং দগ্ধ্বা পুরস্তিস্রো ভগবান্ পুরহা নৃপ ।
ব্রহ্মাদিভিঃ স্তূয়মানঃ স্বং ধাম প্রত্যপদ্যত ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়ঃ—হে নৃপ, পুরহা (ত্রিপুরান্তকঃ) ভগবান্ (শিবঃ) এবং তিস্রঃ পুরঃ দগ্ধ্বা ব্রহ্মাদিভিঃ স্তূয়মানঃ (সন্) স্বং ধাম প্রত্যপদ্যত (স্বম্ আশ্রমং গতবান্) ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ, এইরূপে পুরত্রয় দগ্ধ করিয়া ত্রিপুরহন্তা ভগবান্ শিব ব্রহ্মাদিকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া স্বধামে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৬৯ ॥

এবংবিধান্যস্য হরেঃ স্বমায়য়া
বিড়ম্বমানস্য নৃলোকমাত্মনঃ
বীর্য্যাণি গীতান্যৃষিভির্জগদ্গুরো-
র্লোকং পুনানান্যপরং বদামি কিম্ ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদচরিতং পুরবিজয়শ্চ দশমোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—স্বমায়য়া নৃলোকং (নরাকারং) বিড়ম্বমানস্য (অনুকুর্ব্বতঃ) অস্য জগদ্গুরোঃ আত্মনঃ হরেঃ এবম্বিধানি বীর্য্যাণি ঋষিভিঃ গীতানি লোকং পুনানানি (পবিত্রীকরাণি, ভূয়ঃ) অপরং কিং বদামি ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—স্বীয় মায়াদ্বারা নরাকারের অনুকরণকারী জগদ্গুরু পরমাত্মা হরির এই প্রকার ঋষিগণস্তুত লোকসকলের পবিত্রতা সম্পাদক বীর্য্যাবলীসম্বন্ধে আর কি বলিব, বল ॥ ৭০ ॥

বিশ্বনাথ—স্বমায়য়া বিড়ম্বমানস্য অতএব মোহবশাৎ নৃলোকস্তং ন ভজত ইতি ভাবঃ ॥ ৭০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
সপ্তমে দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বমায়য়া বিড়ম্বমানস্য'—নিজমায়ায় নরাকারের অনুকরণকারী শ্রীহরি এইরূপ লীলা করিয়া থাকেন। অতএব মোহবশতঃ মানবগণ তাঁহাকে ভজনা করে না—এই ভাব ॥ ৭০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার সপ্তম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭।১০ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

শ্রুত্বেহিতং সাধুসভা-সভাজিতং
মহত্তমাগ্রণ্য উরুক্রমাত্মনঃ।
যুধিষ্ঠিরো দৈত্যপতের্মুদান্বিতঃ
পপ্রচ্ছ ভূয়স্তনয়ং স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সাধারণভাবে মনুষ্যমাত্রের ধর্ম্ম এবং বিশেষভাবে বর্ণধর্ম্ম ও স্ত্রীধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রহলাদ-চরিত্র শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া শ্রীনারদের নিকট মনুষ্যমাত্রের সনাতন-ধর্ম্ম তথা বর্ণ ও আশ্রমসকলের আচার শ্রবণেচ্ছু হইলে নারদ নারায়ণপ্রোক্ত বর্ণ-ধর্ম্মতত্ত্ব-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বলিলেন,—ধর্ম্মের মূল কারণ শ্রীবিষ্ণু। সত্য, দয়া, তপস্যাদি ত্রিংশৎ লক্ষণসম্পন্ন পরমধর্ম্ম মনুষ্যমাত্রেরই ধর্ম্ম বা 'সনাতন-ধর্ম্ম' বলিয়া কথিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী বর্ণ। যাহাতে মন্ত্রসম্বলিত গর্ব্তাধানাদি সংস্কার ব্রহ্মা হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান, তিনিই দ্বিজ; বিচ্ছিন্নসংস্কার 'দ্বিজবন্ধু' বলিয়া কথিত। ব্রাহ্মণের যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ষট্ কর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ-রক্ষণরূপ সেবন, প্রজাপালন এবং ব্রাহ্মণ-ভিন্ন অন্য বর্ণের নিকট করগ্রহণ, দণ্ডকরণ ও শুল্কাদি-গ্রহণ, বৈশ্যের কৃষি-বাণিজ্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণানুগত্য এবং শূদ্রের ঐ ত্রিবর্ণের শুশ্রূষা-মাত্র বিহিত। বিপ্রগণের মুখ্য ও অনুকল্পভেদে বার্ত্তা, শালীন, যাযাবর ও শিলোঞ্ছন—এই চারিটী বৃত্ত্যন্তর বিহিত, ইহাদের মধ্যে পর-পর গুণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নীচ ব্যক্তি আপৎকাল উপস্থিত না হইলে উত্তম ব্যক্তির জীবিকা অবলম্বন করিবে না। আপৎকালে এক ক্ষত্রিয় ভিন্ন সকল জাতিই সকলপ্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে। ক্ষত্রিয় আপৎকালেও প্রতিগ্রহ স্বীকার করিতে পারিবেন না। ঋত (শিলোঞ্ছ) বা অমৃত (অযাচিত), মৃত (নিত্যযাচ্ঞা) বা প্রমৃত (কৃষি), সত্যানৃত (বাণিজ্য)—ইহার যে কোন উপায়ে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যে জীবন ধারণ করিতে পারে; কিন্তু বিপ্র ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্ববৃত্তি অর্থাৎ নীচ-সেবা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। অতঃপর শ্রীনারদ শম-দমাদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ, শৌর্য্য-বীর্য্যাদি ক্ষত্রিয়-লক্ষণ, দেবগুরু-বিষ্ণু-ভক্তি প্রভৃতি বৈশ্য-লক্ষণ, সন্নতি-শৌচ-সেবাদি শূদ্র-লক্ষণ, তথা পতি-সেবাদি স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া অনুলোমজ ও প্রতিলোমজদিগের বৃত্তিসম্বন্ধে উল্লেখপূর্ব্বক কহিলেন যে, তাহাদের স্ব-স্ব-কুলপরম্পরাপ্রাপ্ত বৃত্তিই বৃত্তি। উৎকট বাসনা-বিশিষ্ট ব্যক্তির সহসা কাম-ত্যাগ অসম্ভব হওয়ায় স্বভাব অর্থাৎ সত্ত্বাদি প্রকৃতি-বিহিত কর্ম্ম করিতে করিতে পুরুষ ক্রমে ক্রমে সেই স্বভাবজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণতা প্রাপ্ত হইতে পারেন। মনুষ্যের বর্ণাভিব্যঞ্জক যেসকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যে কোন কুলে উদ্ভূত পুরুষে দৃষ্ট হইবে, তাহাকে সেই বর্ণেই নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কেবল জন্মের দ্বারা বা জাতিনিমিত্ত কোন বর্ণ নিরূপিত হইবে না।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—মহত্তমাগ্রণ্যঃ (মহত্তমানাম্ অগ্রণ্যঃ মুখ্যঃ) যুধিষ্ঠিরঃ উরুক্রমাত্মনঃ (উরুক্রমে ভগবতি বাসুদেবে আত্মা মনঃ যস্য তস্য) দৈত্যপতেঃ (প্রহলাদস্য) সাধুসভা-সভাজিতং (সাধূনাং ব্রহ্মাদীনাং ভগবদ্ভক্তানাং সভাসু সভাজিতং সৎকৃতং সাধুজনাদরণীয়ম্) ঈহিতং (চরিতং) শ্রুত্বা (প্রীত্যা) মুদা অন্বিতঃ (প্রীতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) ভূয়ঃ স্বয়ম্ভুবঃ তনয়ং (নারদং) পপ্রচ্ছ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মহত্তমদিগের অগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির ভগবদাত্ম দৈত্যপতির সাধুসভায় আদরণীয় চরিত্র শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া পুনর্বার ব্রহ্ম-তনয় নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১॥

বিশ্বনাথ—

বাসনা ভগবদ্ভক্তসঙ্গাৎ সাধ্বী নিরূপিতা।
দশভিঃ পঞ্চভিশ্চার্থঃ সৎকর্ম্মপ্রভবোচ্যতে ॥
নৃণাং সাধারণান্ ধর্ম্মান্ বিপ্রাদীনাং বিশেষতঃ।
স্ত্রীণাং সঙ্করজাতীনাং চোবাচৈকাদশে মুনিঃ ॥০॥

তদেবং নির্গুণভক্তিবাসনায়াঃ কারণত্বে মহৎ-কৃপাং দশভিরধ্যায়ৈরুক্ত্বা সগুণভক্তিবাসনায়াঃ কারণং

নিষ্কাম-কর্ম্মযোগং পঞ্চভিরধ্যায়ৈর্বক্তুমারভতে,—শ্রুত্বেতি। সাধূনাং সভাসু সভাজিতং সৎকৃতম্। মহত্তমানামগ্রণ্যো মুখ্যস্য প্রহলাদস্য ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সপ্তম স্কন্ধে দশটি অধ্যায়ের দ্বারা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গহেতু সদ্‌-বাসনার কথা নিরূপিত হইয়াছে। অপর পাঁচটি অধ্যায়ে সৎকর্ম্মজনিত ফল বলিবেন। তন্মধ্যে এই একাদশ অধ্যায়ে নরগণের সাধারণ ধর্ম্ম, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণাদির, স্ত্রীগণের এবং সঙ্কর জাতির ধর্ম্ম মহামুনি (নারদ) বর্ণনা করিতেছেন ॥ ০ ॥

এই প্রকারে দশটি অধ্যায়ের দ্বারা মহৎকৃপাই নির্গুণ ভক্তিবাসনার কারণত্বরূপে নিরূপণ করতঃ, সগুণ ভক্তিবাসনার কারণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ পাঁচটি অধ্যায়ে বলিবার জন্য আরম্ভ করিতেছেন—'শ্রুত্বা' ইত্যাদি। 'সাধুসভা-সভাজিতং'—সজ্জনগণের সভাতে সমাদৃত (পবিত্র চরিতকথা)। 'মহত্তমাগ্রণ্যঃ'—মহত্তমগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রহলাদের (চরিত্রকথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্রহ্মতনয় নারদকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। 'অগ্রণ্যঃ'—ইহা 'অগ্রণী' শব্দের ষষ্ঠীর একবচন, প্রহলাদের বিশেষণ।) ॥১॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি নৃণাং ধর্ম্মং সনাতনম্।
বর্ণাশ্রমাচারযুতং যৎ পুমান্ বিন্দতে পরম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীযুধিষ্ঠিরঃ উবাচ,—(হে) ভগবন্, (হে সর্ব্বজ্ঞ, অহং) বর্ণাশ্রমাচারযুতং (বর্ণানাং ব্রাহ্মণাদীনাম্ আশ্রমানাং ব্রহ্মচর্য্যাদ্যাশ্রমনিষ্ঠানাং চ আচারৈঃ যুতং) সনাতনম্ (অনাদিপরম্পরাগতং) নৃণাং ধর্ম্মং শ্রোতুম্ ইচ্ছামি, যৎ (যস্মাৎ ধর্ম্মাৎ) পুমান্ পরং (ভক্তিলক্ষণং ভগবজ্‌জ্ঞানং) বিন্দতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীযুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্, যে ধর্ম্ম হইতে পুরুষ ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্ত হয়, আমি আপনার নিকট মনুষ্যদিগের সেই বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত সনাতন ধর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—সনাতনং ফলপ্রাপ্তাবপি স্থায়ুং ভক্তিযোগমিত্যর্থঃ। বর্ণাশ্রমাচারযুতমিতি বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সনাতনম্'—সনাতন ধর্ম্ম, যাহা ফলপ্রাপ্তিতেও নিত্য, ভক্তিযোগ, অর্থাৎ ভক্তিযোগই সনাতন ধর্ম্ম—এই অর্থ। 'বর্ণাশ্রমাচারযুতং'—ব্রাহ্মণাদি বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের আচারযুক্ত ধর্ম্মও শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, এই অর্থ ॥২॥

ভবান্ প্রজাপতেঃ সাক্ষাদাত্মজঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
সুতানাং সম্মতো ব্রহ্মংস্তপোযোগসমাধিভিঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, (যতঃ) ভবান্ প্রজাপতেঃ পরমেষ্ঠিনঃ (ব্রহ্মণঃ) সাক্ষাৎ আত্মজঃ (পুত্রঃ; অতঃ) তপোযোগসমাধিভিঃ (হেতুভিঃ) সুতানাং সম্মতঃ (অন্যেষাং ব্রহ্মসুতানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতয়া অভিমতঃ ইতি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, আপনি পরমেষ্ঠী প্রজাপতির সাক্ষাৎ আত্মজ এবং তপস্যা, যোগ ও সমাধি দ্বারা তাঁহার অন্য পুত্রগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩ ॥

নারায়ণপরা বিপ্রা ধর্ম্মং গুহ্যং পরং বিদুঃ।
করুণাঃ সাধবঃ শান্তাস্ত্বদ্বিধা ন তথাপরে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ) ত্বদ্বিধাঃ (ভগবৎসদৃশাঃ) শান্তাঃ করুণাঃ (দয়ালবঃ) নারায়ণপরাঃ (নারায়ণঃ এব পরঃ উপাস্যঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ) সাধবঃ বিপ্রাঃ (যথা) পরম্ (উৎকৃষ্টং) গুহ্যং ধর্ম্মং বিদুঃ (জানন্তি), তথা অপরে (অন্যে স্মৃত্যাদিশাস্ত্ররচয়িতারঃ জনাঃ) ন (জানন্তি, অতঃ ত্বয়া এব বক্তব্যম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—আপনার ন্যায় শান্তস্বভাব, দয়াবান্ এবং নারায়ণপরায়ণ সাধু ব্রাহ্মণগণই যেরূপ গুহ্য পরম ধর্ম্ম অবগত আছেন, সেরূপ অপরে নাই ॥৪॥

বিশ্বনাথ—নন্বন্যে মুনয়ঃ স্মার্ত্তাঃ পৃচ্ছ্যন্তামিত্যত আহ,—নারায়ণেতি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন এই বিষয়ে স্মার্ত্ত মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহাতে বলিতেছেন—'নারায়ণপরাঃ', নারায়ণপরায়ণ আপনাদের ন্যায় ব্রাহ্মণগণই পরমগুহ্য ধর্ম্ম অবগত আছেন, অপরে তদ্রূপ নহেন ॥ ৪ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

নত্বা ভগবতেঽজায় লোকানাং ধর্ম্মসেতবে।
বক্ষ্যে সনাতনং ধর্ম্মং নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ৫॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—লোকানাং ধর্ম্ম-সেতবে (ধর্ম্মরক্ষকায়) ভগবতে অজায় (নিত্যায় শ্রীনারায়ণায়) নত্বা নারায়ণমুখাৎ শ্রুতং (তস্যৈব নারায়ণস্য মুখাৎ শ্রুতং) সনাতনম্ (অনাদিপরম্পরা-সিদ্ধং ধর্ম্মং বক্ষ্যে (কথয়ামি ত্বং শৃণু) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—লোকসকলের ধর্ম্ম-রক্ষক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া নারায়ণ প্রমুখাৎ শ্রুত সনাতন-ধর্ম্ম কহিতেছি (শ্রবণ কর) ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অজায় শ্রীকৃষ্ণায় ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজায়'—জন্মরহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে (নমস্কার করিয়া নারায়ণের শ্রীমুখে শ্রুত সনাতন ধর্ম্ম বলিতেছি।) ॥ ৫ ॥

———

যোঽবতীর্য্যাত্মনোঽংশেন দাক্ষায়ণ্যান্তু ধর্ম্মতঃ।
লোকানাং স্বস্তয়েঽধ্যাস্তে তপো বদরিকাশ্রমে ॥ ৬॥

অন্বয়ঃ—যঃ (ভগবান্ নারায়ণঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) অংশেন (অংশভূতেন নরেণ সহ) ধর্ম্মতঃ দাক্ষায়ণ্যাং তু (দক্ষদুহিতরি মূর্ত্তৌ) অবতীর্য্য (আবির্ভূয়) লোকানাং (নিখিলপ্রাণিনাং) স্বস্তয়ে (ধর্ম্মজ্ঞানাদি প্রবর্ত্তনেন মঙ্গলায় বদরিকাশ্রমে (অদ্যাপি) তপঃ অধ্যাস্তে (করোতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তিনি স্বীয় অংশের সহিত ধর্ম্মের ঔরসে দক্ষকন্যা মূর্ত্তির গর্ভে আবির্ভূত হইয়া, নিখিল প্রাণিগণের মঙ্গলের জন্য অদ্যাপি বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিতেছেন ॥ ৬ ॥

———

ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।
স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, সর্ব্ববেদময়ঃ ভগবান্ হরিঃ (এব) হি (নিশ্চিতং) ধর্ম্মমূলং (ধর্ম্মস্য মূলং কারণং প্রমাণং চ তথা) তদ্বিদাং (বেদবিদাং ধর্ম্মজ্ঞানাং চ) স্মৃতং চ (স্মৃতিশ্চ প্রমাণং) যেন (ধর্ম্মেণ) আত্মা (মনঃ) চ প্রসীদতি (তুষ্যতি) ॥৭॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সর্ব্ববেদময় ভগবান্ হরিই ধর্ম্মের মূল ও বেদবেত্তাদিগের স্মৃতি ও প্রমাণস্বরূপ; যে ধর্ম্ম দ্বারা মন প্রসন্ন হয় ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মস্য মূলং কারণং প্রমাণঞ্চ হি নিশ্চিতং ভগবানেব যতঃ সর্ব্ববেদেতি। তদ্ভক্ত্যা বিনা ধর্ম্মা নৈব সিদ্ধ্যন্তীতি ভাবঃ। স্মৃতং স্মৃতিঃ তদ্বিদাং সর্ব্ববেদময়-ভগবদ্বিদাম্। তেন প্রাথমিক-বিষ্ণুপূজাবিরহিতশ্রাদ্ধাদিসপ্তমীবিদ্ধরোহিণ্যষ্টমীব্রতাদি-বিধায়িকাঃ স্মৃতয়ো ব্যাবৃত্তাঃ; যেন চ আত্মা মনঃ প্রসীদতীতি—"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তি-রধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি" ইতিবৎ সুশব্দাপ্রয়োগাৎ যথা কেবলয়া ভক্ত্যা ন তথা ধর্ম্মাদিমিশ্রয়া ভক্তিমিশ্রকর্ম্মণা বা মনঃ প্রসীদতীতি জ্ঞাপিতং, ভক্তিরহিতো ধর্ম্মস্তগ্রাহ্য এব, তেন "শ্রুতি-স্মৃতিসদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতম্।" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তেঃ। "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্। আচারশ্চাপি সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ ॥" ইতি মনূক্তেরপি সকাশাৎ ধর্ম্মমূলং হি ভগবানিতি নারদোক্তিরেব শ্রেয়সী। যদুক্তং নারসিংহে,—"সনকাদয়ো নিবৃত্তাখ্যে তে চ ধর্ম্মে নিয়োজিতাঃ। প্রবৃত্তাখ্যে মরীচ্যাদ্যা মুক্ত্বৈকং নারদং মুনিম্ ॥" ইতি। নারদস্যৈব তেভ্য উভয়েভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং সর্ব্বধর্ম্মসার-বিজ্ঞত্বঞ্চ ধ্বনিতম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধর্ম্মমূলং'—ভগবান্ শ্রীহরিই ধর্ম্মের মূল বলিতে কারণ ও প্রমাণ (প্রমাপক), ইহা নিশ্চিতই, যেহেতু তিনি সর্ব্ববেদময় (সর্ব্ববেদস্বরূপ)। অতএব তাঁহাতে ভক্তি ব্যতীত ধর্ম্ম কখনই সিদ্ধ হয় না—এই ভাব। 'স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং'—সর্ব্ববেদময় ভগবান্ হরি—ইহা যাঁহারা জানেন, সেই বেদবেত্তাগণের স্মৃতিও প্রমাণস্বরূপ। ইহাতে প্রাথমিক বিষ্ণু-পূজা বিরহিত শ্রাদ্ধাদি (অর্থাৎ বিষ্ণুর নিবেদিত দ্রব্যাদির দ্বারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি যাহারা করেন না) এবং সপ্তমী-বিদ্ধা রোহিণীযুক্ত জন্মাষ্টমী ব্রতাদি যেখানে বিহিত হইয়াছে, সেই সকল স্মৃতি ব্যাবৃত্ত হইল। 'যেন চাত্মা প্রসীদতি'—যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা আত্মা বলিতে মন প্রসন্ন হয়।

এখানে "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ' (১।২।৬), অর্থাৎ যে (নিবৃত্তলক্ষণ) ধর্ম্ম হইতে ফলাভিসন্ধানরহিতা এবং বিঘ্ন কর্তৃক অপ্রতিহতা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি জন্মে, তাহাই পরম ধর্ম্ম, তাহাই পরম মঙ্গল, যেহেতু তাহার দ্বারা চিত্ত সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে, ইত্যাদি স্থলের ন্যায় 'সু'—শব্দের অপ্রয়োগহেতু যেরূপ কেবলা (অহৈতুকী) ভক্তির দ্বারা মনের সুপ্রসন্নতা হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মাদি-মিশ্র, অথবা ভক্তি-মিশ্র কর্ম্মের দ্বারা মন প্রসন্ন হয় না—ইহা জ্ঞাপিত হইল, অতএব ভক্তিরহিত ধর্ম্ম অগ্রাহ্যই। ইহার দ্বারা "শ্রুতি-স্মৃতি-সদাচারঃ", অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মার প্রিয় সম্যক্ সঙ্কল্পজ কামনাসকল ধর্ম্মমূল বলিয়া স্মৃত হইয়াছে—এই যাজ্ঞবল্ক্য মুনির বাক্য, এবং "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং", অর্থাৎ অখিল বেদই ধর্ম্মের মূল ও বেদবেত্তাদিগের স্মৃতি, স্বভাব, আচরণ এবং সাধুগণের আত্মার তুষ্টিই প্রমাণ ইত্যাদি মনু-কথিত বচন হইতেও "ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্", অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরিই ধর্ম্মের মূল, দেবর্ষি শ্রীনারদের এই উক্তিই শ্রেষ্ঠ। নৃসিংহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে—"সনকাদয়ো নিবৃত্তাখ্যে", অর্থাৎ সনকাদি মুনিগণ নিবৃত্তপর ধর্ম্মে নিযুক্ত, মরীচি প্রভৃতি প্রবৃত্তিপর ধর্ম্মে এবং একমাত্র শ্রীনারদ মুক্তিধর্ম্মে নিযুক্ত। সুতরাং শ্রীনারদেরই তাহাদের উভয় হইতে শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্ব্ব-ধর্ম্মের সার-বিজ্ঞত্ব ধ্বনিত হইল ॥ ৭ ॥

সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ।
অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জ্জবম্ ॥ ৮ ॥
সন্তোষঃ সমদৃক্‌সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ।
নৃণাং বিপর্যয়েহেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্শনম্ ॥ ৯ ॥
অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব ॥ ১০ ।
শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্ ॥ ১১ ॥
নৃণাময়ং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশল্লক্ষণবান্ রাজন্ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—সত্যং (যথার্থভাষণং), দয়া (পরদুঃখ-প্রহানায় ইচ্ছা), তপঃ (একাদশ্যুপবাসাদি), শৌচং (স্নানাদিনা ভগবন্নামস্মরণাদিনা চ শুদ্ধত্বং), তিতিক্ষা (শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বম্), ঈক্ষা (যুক্তাযুক্তবিবেকঃ), শমঃ, (মনসঃ সংযমঃ), দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহঃ), অহিংসা (সদৈব পরেষাং ত্রিবিধপীড়া-বর্জ্জনং), ব্রহ্মচর্য্যং চ (বৃথা রেতঃপাতনিষেধঃ পরস্ত্রী-বর্জ্জনঞ্চ, অপি চ নিষিদ্ধদেশকালাদৌ স্বস্ত্রীবর্জ্জনঞ্চ), ত্যাগঃ (দানং), স্বাধ্যায়ঃ (যথোচিতজপঃ ভাগবত-শাস্ত্রাদ্যধ্যয়নঞ্চ), আর্জ্জবং (সারল্যং, মনসঃ কৌটিল্য-বর্জ্জনঞ্চ), সন্তোষঃ (দৈবলব্ধেন অলং বুদ্ধিঃ), সমদৃক্‌সেবা (সমদৃশাং মহতাং ভগবদ্ভক্তানাং সেবা পরিচর্য্যাদিক্রিয়া), শনৈঃ গ্রাম্যেহোপরমঃ (গ্রাম্যেহাভ্যঃ প্রবর্ত্তককর্ম্মভ্যঃ উপরমঃ নিবৃত্তিঃ) নৃণাং বিপর্য্যয়ে-হেক্ষা (বিপর্য্যয়েহাঃ নিষ্ফলক্রিয়াঃ তাসাম্ ঈক্ষা ঈক্ষণং পর্য্যালোচনং), মৌনং (বৃথালাপনিবৃত্তিঃ), আত্মবিমর্শনং (দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মানুসন্ধানম্), অন্নাদ্যাদেঃ (অন্নম্ ওদনম, আদ্যম্ অদনীয়ং মোদ-কাদি, আদি-পদেন বস্ত্রাদিগ্রহণং তদাদেঃ). ভূতেভ্যঃ চ যথার্হতঃ (যথোচিতং (সংবিভাগঃ) বিভজ্য প্রদানং পঞ্চযজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানং) তেষু (ভূতেষু) আত্মদেবতাবুদ্ধিঃ (আত্মা ইতি দেবতা ইতি চ বুদ্ধিঃ ; হে) পাণ্ডব, নৃষু (নরেষু) সুতরাং (এব তথাবুদ্ধিঃ) মহতাং (ভগ-বদ্ভক্তানাং) গতেঃ (শরণভূতস্য) অস্য (ভগবতঃ) শ্রবণং কীর্ত্তনং স্মরণং চ (স্বরূপগুণবিভূতীনাং চিন্তনং চ) সেবা (পাদসংবাহনাদিরূপা), ইজ্যা (পূজা অর্ঘ্যপাদ্যাদিদানরূপা), অবনতিঃ (নমস্কারঃ) দাস্যং (দাসবৎ স্বকৃতকর্ম্মফলস্য ভগবতি সমর্পণং), সখ্যং (তদ্বাক্যবিশ্বাসাদি), আত্মসমর্পণং (দেহসমর্পণং যথা বিক্রীতস্য গবাশ্বাদেঃ ভরণপালনাদিচিন্তা ন ক্রিয়তে তথা দেহং তস্মৈ সমর্প্য তচ্চিন্তাবর্জ্জনমিত্যর্থঃ, হে) রাজন্, সর্ব্বেষাং নৃণাম্ অয়ং ত্রিংশৎ লক্ষণবান্ পরঃ (ধর্ম্মান্তরেভ্যঃ উৎকৃষ্টঃ) ধর্ম্মঃ সমুদাহৃতঃ (ঋষিভিঃ সম্যগুদাহৃতঃ নিরূপিতঃ) যেন (ধর্ম্মেণ আচরিতেন) সর্ব্বাত্মা (ভগবান্) তুষ্যতি (সন্তুষ্টঃ ভবতি) ॥৮-১২॥

অনুবাদ—(মনুষ্য-মাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম কথন) সত্য দয়া, তপস্যা (একাদশী প্রভৃতিতে উপবাস), শৌচ (স্নান), তিতিক্ষা, ঈক্ষা (যুক্তাযুক্ত বিবেক), শম (মনের সংযম), দম (বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন), অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, দান, স্বাধ্যায় (যথোচিত জপ),

—আর্জ্জব (সরলতা), সন্তোষ, সমদর্শী মহতের সেবা, ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, মানবগণের নিষ্ফল কার্য্যদর্শন, মৌন (বৃথা আলাপ-পরিত্যাগ), আত্ম-বিবেক, প্রাণিদিগকে যথাযোগ্য অন্নাদিবিভাগ, সকল ভূতে আত্ম ও দেবতা-জ্ঞান, মনুষ্যগণকেও তদ্রূপ বুদ্ধি, মহদ্গণের আশ্রয়, ভগবানের গুণকর্ম্ম-শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা (পূজা), অবনতি, (নমস্কার), দাস্য, সখ্য, আত্মসমর্পণ, হে রাজন্, এই ত্রিশটী মনুষ্যমাত্রেরই পরম ধর্ম্মরূপে ঋষিগণকর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা সর্ব্বাত্মা ভগবান্ সন্তোষ প্রাপ্ত হন ॥ ৮-১২ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র তাবন্নরমাত্রসাধারণং সনাতনং ভক্তিযোগং ধর্ম্মমাহ,—সত্যমিতি পঞ্চভিঃ। তত্র সত্যাদ্যা একবিংশতির্ভক্ত্যুপকরণীভূতাঃ। শ্রবণাদ্যা নব তু সাক্ষাদ্ভক্তিরেবেতি জ্ঞেয়ম্। তপ একাদশ্যুপবাসাদি। শমো মনসো নিগ্রহঃ। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়াণাম্। স্বাধ্যায়ো যথোচিতজপঃ, সমদৃশাং মহতাং সেবা। বিপর্য্যয়েহা নিষ্ফলক্রিয়াস্তাসাং পর্য্যালোচনম্। মৌনং বৃথাবাক্যনিবৃত্তিঃ। আত্মবিমর্শনমাত্মনো দেহভিন্নত্বভাবনা। অন্নাদ্যাদেঃ অন্নমোদনং আদ্যং মোদকাদি তত্তদাদের্বস্ত্রস্রক্চন্দনাদের্যথোচিতং বিভজ্যৈব গ্রহণং আত্মবৎ দেবতাবচ্চ বুদ্ধির্ভাবনা ॥৮-১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নরমাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম সনাতন ভক্তিযোগ, ইহা বলিতেছেন—'সত্যম্' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে। তন্মধ্যে সত্য প্রভৃতি একুশটি ভক্তির উপকরণীভূতা (সামগ্রীরূপা), কিন্তু শ্রবণাদি নয়টি সাক্ষাৎ ভক্তিই—ইহা জানিতে হইবে। 'তপস্যা'—বলিতে শ্রীএকাদশী ব্রতাদি। শম—মনের নিগ্রহ, দম—বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম। স্বাধ্যায়—যথোচিত জপ। 'সমদৃক্-সেবা'—সমদর্শী মহদ্গণের পরিচর্য্যাদি। 'বিপর্য্যয়েহা'—নিষ্ফল কর্ম্মের পর্য্যালোচনা। 'মৌনং'—বৃথা কথা ত্যাগ। 'আত্ম-বিমর্শনম্'—দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মার অনুসন্ধান। 'অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগঃ'—অন্ন বলিতে ওদন, আদ্য, অর্থাৎ অদনীয় মোদকাদি, আদি পদের দ্বারা বস্ত্র, মাল্য চন্দনাদি প্রাণিগণকে যথোচিত বিভাগ করিয়া দিয়া গ্রহণ। 'আত্মদেবতাবুদ্ধিঃ'—সকল প্রাণীর প্রতি আপনবুদ্ধি ও দেবতাজ্ঞান ॥ ৮-১২ ॥

মধ্ব—

অনাদ্যনন্তকালেষু মুক্তৌ সংসার এব চ।
ময়ি স্থিতশ্চোদয়তি হ্যেকো বিষ্ণুঃ সদৈব তু ॥
ইতি সম্প্রীতিকং জ্ঞানং বিদ্যাদাত্মসমর্পণম্।
বহিস্ত্বেশ্বরদাসত্বং দাস্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥
ইতি তন্ত্রমালায়াম্ ॥ ১১ ॥

সংস্কারা যত্রাবিচ্ছিন্নাঃ স দ্বিজোঽজো জগাদ যম্।
ইজ্যাধ্যয়নদানানি বিহিতানি দ্বিজন্মনাম্।
জন্মকর্ম্মাবদাতানাং ক্রিয়াশ্চাশ্রমচোদিতাঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (যস্মিন্) সংস্কারাঃ (মন্ত্রবন্তঃ গর্ভাধানাদয়ঃ) অবিচ্ছিন্নাঃ (নিত্যাঃ স্যুঃ) যং (চৈবম্ভূতম্ অবিচ্ছিন্নসংস্কারবত্বেন) অজঃ (ব্রহ্মা) জগাদ (অনুমোদিতবান্) সঃ দ্বিজঃ। (যত্র চ সংস্কারবিচ্ছেদঃ সঃ দ্বিজবন্ধুঃ ইত্যর্থঃ। শূদ্রং তু ন মন্ত্রবৎ সংস্কারযুক্তং জগাদ, ন চোপনয়নবন্তম্ অতঃ ন অসৌ দ্বিজঃ। অতঃ শূদ্রস্য বিবাহব্যতিরিক্তসংস্কারস্য অনাবশ্যকত্বাৎ "গায়ত্র্যা ব্রাহ্মণমসৃজৎ ত্রিষ্টুভা রাজন্যং জগত্যা বৈশ্যং ন কেনচিৎ শূদ্রমিতি" ইত্যনয়া শ্রুত্যা উপনয়নস্য তু সর্ব্বথা নিষেধাৎ, ন তস্য দ্বিজত্বমিত্যর্থঃ) জন্মকর্ম্মাবদাতানাং (জন্মনা বিশুদ্ধেন কুলেন, কর্ম্মণা আচারেণ চ অবদাতানাং শুদ্ধানাং) দ্বিজন্মনাং (দ্বিজাতীনাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাম্) ইজ্যাধ্যয়নদানানি বিহিতানি (দুষ্কুলানাং দুরাচারাণাং চ নৈতানি বিহিতানি) আশ্রমচোদিতাঃ (ব্রহ্মচর্য্যাদ্যাশ্রমেষু চোদিতাঃ বিহিতাঃ) ক্রিয়াঃ চ (প্রোক্তাঃ ইতি শেষঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যাঁহার সমন্ত্রক গর্ভাধানাদি সংস্কারসকল অবিচ্ছিন্ন এবং ব্রহ্ম যাঁহাকে অনুমোদন করেন, তিনিই দ্বিজ। কুল এবং আচারে পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্য যজন অধ্যয়ন, দান এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-বিহিত ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে ॥১৩॥

বিশ্বনাথ—ইদানীং বর্ণধর্ম্মান্ বক্তুং দ্বিজানাং লক্ষণমাহ,—সংস্কারা মন্ত্রবন্তো গর্ভাধানাদয়ো যস্মিন্ স দ্বিজঃ। বিচ্ছিন্নসংস্কারো দ্বিজবন্ধুরিত্যর্থঃ। অজো ব্রহ্মা যং জগাদেতি ব্রহ্মসৃষ্ট্যারম্ভত এব প্রবৃত্তায়াং

দ্বিজজাতৌ বিশুদ্ধমাতাপিতৃকং জন্মৈব মুখ্যলক্ষণ-মিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে বর্ণসকলের ধর্ম্ম নিরূপণ-প্রসঙ্গে দ্বিজগণের লক্ষণ বলিতেছেন—'সংস্কারাঃ যত্র অবিচ্ছিন্নাঃ'—সংস্কার বলিতে মন্ত্রযুক্ত গর্ভাধানাদি যেখানে অবিচ্ছিন্ন, তিনি দ্বিজ, আর যাহাদের সংস্কার বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহারা দ্বিজবন্ধু (অধম দ্বিজ)—এই অর্থ। 'অজঃ যং জগাদ'—অজ বলিতে ভগবান্ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মার সৃষ্টির আরম্ভ হইতেই প্রবৃত্ত দ্বিজ-জাতিতে বিশুদ্ধ মাতা ও পিতা হইতে যে জন্ম, উহাই দ্বিজগণের মুখ্য লক্ষণ, এই অর্থ ॥ ১৩ ॥

বিপ্রস্যাধ্যয়নাদীনি ষড়ন্যস্যাপ্রতিগ্রহঃ।
রাজ্ঞো বৃত্তিঃ প্রজাগোপ্তুরবিপ্রাদ্বা করাদিভিঃ ॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ—(তত্র) বিপ্রস্য অধ্যয়নাদীনি (অধ্যয়নাধ্যাপনযজনযাজনদান প্রতিগ্রহরূপাণি চ) ষট্ (কর্ম্মাণি বিহিতানি তত্র ইজ্যাধ্যয়নদানানীতি ত্রীণি অবশ্যানুষ্ঠেয়ধর্ম্মরূপাণি, যাজনাধ্যাপনপ্রতিগ্রহরূপাণি তু জীবিকা-সাধনানি) অন্যস্য (ক্ষত্রিয়স্য) অপ্রতিগ্রহঃ (প্রতিগ্রহব্যতিরিক্তানাং যাজনাদীনাং পঞ্চানাম্ অনুষ্ঠানং বিহিতং) প্রজা-গোপ্তুঃ (প্রজাপালকস্য) রাজ্ঞঃ অবিপ্রাৎ (ব্রাহ্মণব্যতিরিক্তাৎ) বা করাদিভিঃ বৃত্তিঃ (জীবিকা বিহিতা) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণের অধ্যয়নাদি ষট্ কর্ম্ম, ক্ষত্রিয়-জাতির প্রতিগ্রহ ব্যতীত অন্য পঞ্চকর্ম্ম ও প্রজাপালক রাজার ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের নিকট হইতে করগ্রহণ প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা বিহিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রাহ্মণাদীনাং চতুর্ণাং বৃত্তিরূপান্ ধর্ম্মানাহ,—বিপ্রস্যেতি সার্দ্ধৈঃ সপ্তভিঃ। ষট্ বিহিতানীত্যনুষঙ্গঃ। তত্র তু অধ্যাপনং যাজনং প্রতিগ্রহশ্চ জীবিকা। তথাচ মনুঃ,—"ষণ্ণান্তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা। যজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥" ইতি। অন্যস্য ক্ষত্রিয়স্য অপ্রতিগ্রহ ইতি যাজনাধ্যাপনে আপদ্‌বৃত্তী। প্রতিগ্রহস্তস্যাপদ্যপি নিষিদ্ধঃ। প্রজাগোপ্তুরিতি পাল্যমানাভিঃ প্রজাভির্দত্তং প্রণত্যুপায়নমেব বৃত্তিরিত্যর্থঃ। বিপ্রভিন্নাৎ লোকাৎ করদণ্ডশুল্কাদিভির্বা ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রাহ্মণাদি চারিটি বর্ণের বৃত্তিরূপ ধর্ম্ম বলিতেছেন—'বিপ্রস্য' ইত্যাদি সার্দ্ধ সপ্ত শ্লোকে। 'ষট্'—ব্রাহ্মণের জন্য অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ, এই ছয়টি কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহ—জীবিকা। যেমন মনু বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণের ছয়টি কর্ম্মের মধ্যে তিনটি কর্ম্ম জীবিকা—যজন, অধ্যাপন এবং বিশুদ্ধস্থান হইতে প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়-জাতির প্রতিগ্রহ ভিন্ন অপর পাঁচটি জীবিকা, তাহাদের যজন ও অধ্যাপন আপৎকালীন বৃত্তি। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিপৎকালেও প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ। 'প্রজাগোপ্তুঃ'—তবে যে ক্ষত্রিয় প্রজাপালনে নিযুক্ত, পাল্যমান প্রজাগণের দ্বারা প্রণতিপূর্ব্বক উপায়নই তাহার বৃত্তি—এই অর্থ। তিনি ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য প্রজা হইতে কর-গ্রহণাদি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবেন ॥১৪॥

বৈশ্যস্তু বার্ত্তা-বৃত্তিঃ স্যান্নিত্যং ব্রহ্মকুলানুগঃ।
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা বৃত্তিশ্চ স্বামিনো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—বৈশ্যঃ তু নিত্যং ব্রহ্মকুলানুগঃ (ব্রহ্মকুলম্ অনুগচ্ছতি অনুবর্ত্ততে ইতি তথাভূতঃ ব্রহ্মকুলানুগঃ সন্) বার্ত্তাবৃত্তিঃ (কৃষিবাণিজ্যাদিলক্ষণা বৃত্তিঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ) স্যাৎ (ভবেৎ), শূদ্রস্য দ্বিজ-শুশ্রূষা (দ্বিজানাং ব্রাহ্মণানাং শুশ্রূষা ধর্ম্মঃ ভবেৎ) স্বামিনঃ বৃত্তিঃ চ (স্বামিদত্তেন জীবনযাত্রা চ ভবেৎ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—বৈশ্য জাতি সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণকুলের অনুগত থাকিয়া কৃষি-বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবে; শূদ্রজাতির দ্বিজ-সেবা এবং তাহাই তাহার জীবিকা ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—বার্ত্তা কৃষিবাণিজ্যাদয়ো বৃত্তির্যস্য সঃ। দ্বিজশুশ্রূষা ধর্ম্মঃ স্বামিনো দ্বিজস্য শুশ্রূষা সেবাবৃত্তিশ্চ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বার্ত্তা-বৃত্তিঃ'—কৃষি, বাণিজ্য এবং ব্রাহ্মণানুকূল্য বৈশ্যগণের বৃত্তি। 'দ্বিজ-শুশ্রূষা'

—শূদ্রগণের দ্বিজসেবাই ধর্ম্ম এবং তাহাই তাহাদের জীবিকা ॥ ১৫ ॥

বার্ত্তা বিচিত্রা শালীনযাযাবরশিলোঞ্ছনম্ ।
বিপ্রবৃত্তিশ্চতুর্দ্ধেয়ং শ্রেয়সী চোত্তরোত্তরা ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিচিত্রা বার্ত্তা (কৃষিগোরক্ষা-বাণিজ্যাদি-রূপা) শালীন-যাযাবর-শিলোঞ্ছনং (শালীনং ধার্ষ্ট্যং বিনৈব প্রাপ্তম্ অযাচিতং, যাযাবরং প্রত্যহং ধান্য-যাচ্ঞা, শিলং শালিক্ষেত্রাদৌ স্বামিত্যক্তকণিশোপাদানম্ উঞ্ছনম্ আপণাদিপতিতকণোপাদানম্), ইয়ং চতুর্দ্ধা বিপ্রবৃত্তিঃ (প্রকারান্তরব্রাহ্মণবৃত্তিঃ বিহিতা তত্র) উত্তরোত্তরা চ শ্রেয়সী (আসাং চতসৃণাং বৃত্তীনাং মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষয়া উত্তরোত্তরা বৃত্তিঃ উত্তমা ইত্যর্থঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—কৃষি, গো-রক্ষা প্রভৃতি অযাচিত প্রাপ্তি এবং প্রত্যহ ধান্য-যাচ্ঞা, ধান্য-ক্ষেত্রাদিতে ক্ষেত্রস্বামি-পরিত্যক্ত শস্যশীর্ষ-গ্রহণ এবং আপণাদিতে পতিত-শস্যকণাসংগ্রহ—এই চারিপ্রকার বিপ্রবৃত্তি। ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৃত্তি অপেক্ষা পর পরবৃত্তিই শ্রেষ্ঠ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিপ্রস্য বৃত্ত্যন্তরাণ্যাহ,—বার্ত্তা বিচিত্রা বিবিধা তত্র শালীনমযাচিতম্। যাযাবরং প্রত্যহং ধান্যমাত্রযাচঞা। শিলং শালিক্ষেত্রাদৌ স্বামিত্যক্তকণিশোপাদানম্। উঞ্ছনং আপণাদিপতিতকণোপাদানম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিপ্রের প্রধান ও অপ্রধান-ভাবে অন্য বৃত্তি বলিতেছেন—'বার্ত্তা বিচিত্রা' ইত্যাদি। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্যাদিরূপ বিবিধ জীবিকা। তন্মধ্যে 'শালীন'—অর্থাৎ অযাচিত প্রাপ্ত সামগ্রী, 'যাযাবর'—প্রত্যহ ধান্যমাত্র যাচঞা। 'শিল'—ধান্য ক্ষেত্রাদিতে স্বামি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ধান্যাদির শিস্ সংগ্রহ। 'উঞ্ছন'—দোকানের ধারে পরিত্যক্ত শস্য-কণা সংগ্রহ। (এইগুলির মধ্যে পর পর বৃত্তি উত্তম) ॥ ১৬ ॥

জঘন্যো নোত্তমাং বৃত্তিমনাপদি ভজেন্নরঃ ।
ঋতে রাজন্যমাপৎসু সর্ব্বেষামপি সর্ব্বশঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—জঘন্যঃ (নীচঃ) নরঃ অনাপদি (স্ববৃত্ত্যালাভরূপাপদভাবে) উত্তমাম্ (অধ্যাপনাদি-রূপাং) বৃত্তিং ন ভজেৎ (ন স্বীকুর্য্যাৎ কিন্তু স্বকীয়-বৃত্তিদ্বারেণৈব জীবিকানির্ব্বাহং কুর্য্যাৎ) ; আপৎসু রাজন্যম্ ঋতে (ক্ষত্রিয়ং বিনা) সর্ব্বেষাম্ অপি সর্ব্বশঃ (সর্ব্বাঃ বৃত্তয়ঃ বিহিতাঃ, কিন্তু ক্ষত্রিয়স্য আপদ্যপি প্রতিগ্রহং বিহায় অন্যাঃ বৃত্তয়ঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—বিপদ্ উপস্থিত না হইলে নীচ মনুষ্য শ্রেষ্ঠ বৃত্তি অবলম্বন করিবে না, আপৎকালে ক্ষত্রিয় ভিন্ন সকলের সকল বৃত্তি বিহিত আছে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—আপদ্বৃত্তীরাহ,—জঘন্যো নীচঃ উত্তমাং অধ্যাপনাদিরূপাম্। ঋতে রাজন্যং ক্ষত্রিয়স্তু প্রতিগ্রহাদন্যাং ভজেৎ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপৎকালীন বৃত্তি বলিতে-ছেন—'জঘন্যঃ' অর্থাৎ নীচ জাতি আপৎকাল উপ-স্থিত না হইলে কখন অধ্যাপনাদিরূপ উত্তম বৃত্তি অবলম্বন করিবে না। 'ঋতে রাজন্যং'—কিন্তু আপৎকালে ক্ষত্রিয় ব্যতিরেকে সকল জাতিই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে। ক্ষত্রিয় জাতি আপৎ-কালে প্রতিগ্রহ ভিন্ন অন্য সকল বৃত্তি স্বীকার করিতে পারে ॥ ১৭ ॥

ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত মৃতেন প্রমৃতেন বা ।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন ॥ ১৮ ॥
ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তমমৃতং যদযাচিতম্ ।
মৃতং তু নিত্যযাচঞা স্যাৎ প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্ ॥১৯
সত্যানৃতঞ্চ বাণিজ্যং শ্ববৃত্তির্নীচসেবনম্ ।
বর্জ্জয়েত্তাং সদা বিপ্রো রাজন্যশ্চ জুগুপ্সিতাম্ ।
সর্ব্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্ব্বদেবময়ো নৃপঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ঋতামৃতাভ্যাং মৃতেন প্রমৃতেন বা সত্যা-নৃতাভ্যাং (বা) জীবেত, কদাচন শ্ববৃত্ত্যা ন (পর-দাসত্বেন ন জীবেত ইত্যর্থঃ) ; উঞ্ছশিলম্ ঋতং প্রোক্তম্ ; যৎ অযাচিতং (তৎ) অমৃতম্ ; নিত্য-যাচঞা তু মৃতং স্যাৎ ; প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্ ; বাণিজ্যং চ সত্যানৃতং, নীচসেবনং (পরদাসত্বং চ) শ্ববৃত্তিঃ। বিপ্রঃ রাজন্যঃ চ তাং জুগুপ্সিতাং (নিন্দিতাং

পরদাস্যরূপাং বৃত্তিং) সদা বর্জ্জয়েৎ ; (যতঃ) বিপ্রঃ সর্ব্ববেদময়ঃ, নৃপঃ (চ) সর্ব্বদেবময়ঃ (ভবতি ইতি) ॥ ১৮-২০ ॥

অনুবাদ—ঋত ও অমৃতদ্বারা অথবা মৃত ও প্রমৃত দ্বারা কিংবা সত্যানৃত দ্বারাও জীবনধারণ করিবে ; কিন্তু কখনও শ্ব-বৃত্তিদ্বারা জীবনধারণ করিবে না। উঞ্ছ-শীল, ঋত, অযাচিত প্রাপ্তি, অমৃত, প্রত্যহ যাচঞা, মৃত, কৃষিকার্য্য প্রমৃত, বাণিজ্য, সত্যানৃত ও নীচসেবাকে শ্বৃত্তি বলে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই নিন্দিত সেবা-কর্ম্ম সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। কারন ব্রাহ্মণ সর্ব্ববেদময় এবং ক্ষত্রিয় সর্ব্বদেবময় ॥১৮-২০॥

বিশ্বনাথ—বিপ্রবৃত্তীর্বৈশ্যবৃত্তীশ্চ কাশ্চিৎ সর্ব্বেষামপ্যাপদ্যনুজানীতে। ঋতামৃতাভ্যামিতি শ্লোকমিমং ব্যাচষ্টে ঋতমিতি সার্দ্ধেন। তয়োস্তদ্বর্জ্জনে হেতুমাহ,—সর্ব্বেতি। তেন বৈশ্যশূদ্রয়োর্নীচসেবয়াপ্যাপদি ন তাবান্ দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ১৮-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন কোন বিপ্রবৃত্তি ও বৈশ্যবৃত্তি আপৎকালে সকলেরই অনুমোদিত। 'ঋতামৃতাভ্যাম্'—শ্লোকের অর্থ পরবর্ত্তী সার্দ্ধ শ্লোকে বলিতেছেন—'ঋত' শব্দের অর্থ উঞ্ছ ও শীল (ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত ও আপনাদিতে পরিত্যক্ত শস্যকণাদি), 'অমৃতের' অর্থ অযাচিত প্রাপ্তি, 'মৃত' বলিতে প্রাত্যহিক ভিক্ষালব্ধ বস্তু, 'সত্য অনৃত'—অর্থ বাণিজ্য এবং শ্ব-বৃত্তির অর্থ নীচসেবা। শ্ব-বৃত্তি নিন্দিত, সুতরাং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উহা সর্ব্বদা ত্যাগ করিবেন, তাহার কারণ বলিতেছেন—সর্ব্ববেদময় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় সর্ব্বদেবস্বরূপ। ইহাতে আপৎকালে বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে নীচসেবা ততটা দোষাবহ নহে—এই ভাব ॥ ১৮-২০ ॥

———

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—শমঃ (মনসঃ সংযমঃ) দমঃ (ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ), তপঃ, শৌচং, সন্তোষঃ, ক্ষান্তিঃ (ক্রোধাভাবঃ), আর্জ্জবং (সরলতা), জ্ঞানং (বিবেকঃ), দয়া, অচ্যুতাত্মত্বং (শ্রীবিষ্ণুপরত্বং ইদমেব স্বরূপলক্ষণমিতি জ্ঞেয়ম্), সত্যং চ (যথার্থভাষণং চ) ব্রহ্মলক্ষণং (ব্রাহ্মণত্বাভিব্যঞ্জকম্ ইদং লক্ষণমিত্যর্থঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, ভগবানে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ এবং সত্যভাষণ—এই সকল ব্রাহ্মণের লক্ষণ ॥২১॥

বিশ্বনাথ—বর্ণানামভিব্যঞ্জকানি লক্ষণান্যাহ,—শম ইতি চতুর্ভিঃ। অচ্যুতাত্মত্বং বিষ্ণুমনস্কত্বম্ ॥২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বর্ণসকলের অভিব্যঞ্জক লক্ষণ বলিতেছেন—'শম' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। 'অচ্যুতাত্মত্ব'—বলিতে বিষ্ণুমনস্কত্ব (অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুতে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ) ॥ ২১ ॥

———

শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—শৌর্য্যং (যুদ্ধোৎসাহঃ), বীর্য্যং (প্রভাবঃ পরৈঃ অনভিভাব্যত্বং), ধৃতিঃ (ধৈর্য্যম্ আপদ্যপি অদুঃখত্বং), তেজঃ (প্রাগল্ভ্যং পরাভিভবসামর্থ্যং), ত্যাগঃ (দানম্), আত্মজয়ঃ (আত্মনঃ মনসঃ জয়ঃ দেহাদিধর্ম্মৈঃ ক্ষুৎপিপাসাদিভিঃ অনভিভাব্যত্বং), ক্ষমা (পরাপরাধসহিষ্ণুতা), ব্রহ্মণ্যতা (ব্রাহ্মণকুলানুবৃত্তিঃ ব্রাহ্মণপরায়ণতা চ) প্রসাদঃ চ (প্রসন্নতা), সত্যং চ ক্ষত্রলক্ষণং (ক্ষত্রস্য ক্ষত্রিয়ত্বাভিব্যঞ্জক লক্ষণমিত্যর্থঃ) ২২ ॥

অনুবাদ—শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজ, দান, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রাহ্মণপরায়ণতা, প্রসন্নতা এবং সত্যভাষণ,—এই সকল ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ ॥ ২২ ॥

———

দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—দেবগুর্ব্বচ্যুতে (দেবাশ্চ গুরবশ্চ অচ্যুতশ্চ তত্র) ভক্তিঃ (সেবা-বুদ্ধিঃ), ত্রিবর্গপরিপোষণং (ত্রিবর্গাণাং ধর্ম্মার্থকামানাং পরিপোষণম্ অনুষ্ঠানম্), আস্তিক্যং (বেদেষু গুরুণা চ যৎ প্রোক্তং তেষু বিশ্বাসবুদ্ধিঃ), নিত্যম্ উদ্যমঃ (অর্থাদীনাম্ অর্জ্জনে প্রযত্নঃ) নৈপুণ্যং (বার্ত্তাসু নিপুণতা চ) বৈশ্যলক্ষণং (বৈশ্যস্য বৈশ্যত্ব-প্রতিপাদকং-লক্ষণমিত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—দেবতা, গুরু এবং বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম—এই ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান, বেদ ও গুরু-বাক্যে বিশ্বাস, অর্থার্জ্জনের জন্য নিত্য উদ্যম ও নিপুণতা,—এই সকল বৈশ্যের লক্ষণ ॥ ২৩ ॥

শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—সন্নতিঃ (ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয়ে নম্রতা নমস্কারঃ ইত্যর্থঃ), শৌচং (শুদ্ধত্বং), স্বামিনি (প্রভৌ) অমায়য়া (নিষ্কপটভাবেন) সেবা (পরিচর্য্যা), অমন্ত্রযজ্ঞঃ (নমস্কারেণৈব পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানম্) অস্তেয়ম্ (অচৌর্য্যং পরস্বাপহরণনিষেধঃ), সত্যং (যথার্থভাষণং) গো-বিপ্র-রক্ষণং (গবাং বিপ্রাণাং চ রক্ষণং) শূদ্রস্য হি (শূদ্রত্বাভিব্যঞ্জকং লক্ষণম্ ইতি ভাবঃ) ॥২৪॥

অনুবাদ—ত্রিবর্ণের প্রণাম, শৌচ (শুদ্ধতা), অকপটে সেবা, অমন্ত্রযজ্ঞ, অচৌর্য্য, সত্যভাষণ, গো-ব্রাহ্মণরক্ষা,—এই সকল শূদ্রের লক্ষণ ॥ ২৪ ॥

স্ত্রীণাঞ্চ পতিদেবানাং তচ্ছুশ্রূষানুকূলতা।
তদ্বন্ধুষ্বনুবৃত্তিশ্চ নিত্যং তদ্‌ব্রতধারণম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—পতিদেবানাং (পতিঃ এব দেবঃ যাসাং তাসাং পতিব্রতানাং) স্ত্রীণাং (নারীণাং) তচ্ছুশ্রূষানুকূলতা (তস্যা পত্যুঃ শুশ্রূষা পরিচর্য্যা পাদসম্বাহাদিরূপা পতিসেবা অনুকূলতা পতিবশ্যতা পত্যুঃ হিতাচরণং চ), তদ্বন্ধুষু (তস্য পত্যুঃ বন্ধুষু পিতৃভ্রাত্রাদিষু) অনুবৃত্তিঃ (অনুকূলাচরণং শ্রদ্ধাদি চ) নিত্যং (সর্ব্বদা) তদ্‌ব্রতধারণং (তস্য পত্যুঃ যদ্‌ব্রতং নিয়মঃ তস্য ধারণম্ আচরণম্,—এতচ্চতুষ্টয়ং পতিব্রতানাং লক্ষণং ধর্ম্মশ্চ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—পতি-শুশ্রূষা, তাঁহার অনুকূলতা, পতিবন্ধুগণের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সর্ব্বদা তাঁহার ব্রতধারণ,—এই চারিটি পতিব্রতা স্ত্রীদিগের লক্ষণ ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—সাধ্বীনাং লক্ষণানি ধর্ম্মাংশ্চাহ,—স্ত্রীণামিতি পঞ্চভিঃ। পতিরেব দেবঃ পূজ্যো যাসাম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাধ্বী রমণীগণের লক্ষণ ও ধর্ম্ম বলিতেছেন—'স্ত্রীণাং' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে। 'পতিদেবানাং'—বলিতে পতিই দেব অর্থাৎ পূজ্য যাহাদের, (সেই সকল পতিব্রতা নারীর ধর্ম্ম পতির আনুকূল্য এবং শুশ্রূষা করা ইত্যাদি) ॥ ২৫ ॥

সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং গৃহমণ্ডনবর্ত্তনৈঃ।
স্বয়ঞ্চ মণ্ডিতা নিত্যং পরিমৃষ্টপরিচ্ছদা ॥ ২৬ ॥
কামৈরুচ্চাবচৈঃ সাধ্বী প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
বাক্যৈঃসত্যৈঃপ্রিয়ৈঃপ্রেম্ণা কালেকালেভজেৎপতিম্ ॥

অন্বয়ঃ—(এবম্ভূতা পূর্ব্বোক্তলক্ষণযুক্তা সাধ্বী) স্বয়ং চ নিত্যং মণ্ডিতা (অলঙ্কৃতা) পরিমৃষ্ট-পরিচ্ছদা (পরিমৃষ্টাঃ উদ্বর্ত্তনাদিনা নির্ম্মলীকৃতাঃ পরিচ্ছদাঃ বস্ত্রাদীনি গৃহোপকরণানি চ যয়া তাদৃশী সতী) সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং গৃহমণ্ডনবর্ত্তনৈঃ (গৃহস্য জলেন সেকঃ মণ্ডনম্ অলঙ্কারঃ বর্ত্তনং নিত্যং স্বগৃহে এব অবস্থানঃ তৈঃ) উচ্চাবচৈঃ (নানাবিধৈঃ পত্যুরপেক্ষিতৈঃ) কামৈঃ (অভীষ্টৈঃ) প্রশ্রয়েণ (বিনয়েন) দমেন চ (ইন্দ্রিয়সংযমেন চ) সত্যৈঃ (যথার্থৈঃ) প্রিয়ৈঃ (প্রীতিজনকৈঃ) বাক্যৈঃ (আলাপৈঃ) প্রেম্ণা (পরমপ্রেমভাবেন) কালে কালে (তত্তদুচিতাবসরে) পতিং ভজেৎ ॥ ২৬-২৭ ॥

অনুবাদ—সাধ্বী স্ত্রী নিত্য স্বয়ং অলঙ্কৃতা ও শুদ্ধপরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া এবং সম্মার্জন, উপলেপন দ্বারা গৃহোপকরণের শুদ্ধিসম্পাদন, গৃহমণ্ডন, সুগন্ধীকরণ এবং পত্যনুকূলা নানাবিধ ইচ্ছা, বিনয়, দম, সত্য, প্রীতিজনক বাক্য এবং প্রেম দ্বারা যথোচিতাবসরে পতির সেবা করিবে ॥ ২৬-২৭ ॥

সন্তুষ্টালোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—সন্তুষ্টা (স্বয়ং চ যথালাভেন প্রীতা প্রফুল্লবদনা চ), আলোলুপা (তাবন্মাত্রে অপি ভোগে অলুব্ধা), দক্ষা (অনলসা কার্য্যনিপুণা), ধর্ম্মজ্ঞা, প্রিয়সত্যবাক্ (প্রিয়া সত্যা চ বাক্ যস্যাঃ সা), অপ্রমত্তা (সর্ব্বত্রাপি পতিশুশ্রূষণাদৌ অবহিতা সাবধানা),

শুচিঃ (স্নানাদিনা শুদ্ধা) স্নিগ্ধা (স্নেহযুক্তা সতী) অপতিতং (মহাপাতকশূন্যং) পাতং তু ভজেৎ ॥২৮॥

অনুবাদ—যথালাভে সন্তুষ্টা, অলুব্ধা, নিপুণা, ধর্ম্মজ্ঞা, প্রিয়সত্যবাদিনী, সাবধানা, শুচি ও স্নেহযুক্তা হইয়া মহাপাতকশূন্য পতির ভজনা করিবে ॥ ২৮ ॥

———

যা পতিং হরিভাবেন ভজেৎ শ্রীরিব তৎপরা ।
হর্য্যাত্মনা হরের্লোকে পত্যা শ্রীরিব মোদতে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঃ ইব (শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ যথা হরিপরা সতী হরিং ভজতে তদ্বৎ) যা (স্ত্রী) তৎপরা (পতিপরায়ণা সতী) হরিভাবেন (বিষ্ণুবুদ্ধ্যা) পতিং ভজেৎ (সা) শ্রীঃ ইব হর্য্যাত্মনা পত্যা (স্বপতিনা সহ তত্র বৈকুণ্ঠে) মোদতে (সুখং লভতে) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যে নারী লক্ষ্মীর ন্যায় পতিপরায়ণা হইয়া হরিভক্ত-বুদ্ধিতে পতির সেবা করে, সে তদ্বৎ হরিপরায়ণ পতির সহিত বৈকুণ্ঠে সুখলাভ করে॥২৯॥

বিশ্বনাথ—হর্য্যাত্মনা পত্যা সহ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হর্য্যাত্মনা পত্যা'—হরিরূপ পতির সহিত (অর্থাৎ যে নারী হরিভাবে পতির সেবা করেন, তিনি লক্ষ্মীর ন্যায় হরি-স্বরূপ সেই পতির সহিত হরিলোকে আমোদিতা হন ।) ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—

হরিরস্মিন্ স্থিত ইতি স্ত্রীণাং ভর্ত্তরি ভাবনা ।
শিষ্যাণাঞ্চ গুরৌ নিত্যং শূদ্রাণাং ব্রাহ্মণাদিষু ।
ভৃত্যানাং স্বামিনি তথা হরিভাব উদীরিতঃ ॥

ইতি চ ॥ ২৯ ॥

———

বৃত্তিঃ সঙ্করজাতীনাং তত্তৎকুলকৃতা ভবেৎ ।
অচৌরাণামপাপানামন্ত্যজান্তেবসায়িনাম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—অচৌরাণাম্ অপাপানাং (হিংসারহিতানাম্) অন্ত্যজান্তেবসায়িনাং ("রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ । কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে অন্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ" এতে অন্ত্যজাঃ, তেষামন্তেবসায়িনশ্চ চণ্ডালপুক্কশমাতঙ্গাদয়ঃ তেষাং) সঙ্করজাতীনাং (চ) বৃত্তিঃ তত্তৎকুলকৃতা (কুল-পরম্পরয়া আগতা বস্ত্রনির্ন্নেজনাদিরূপা) ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অচৌর ও নিষ্পাপ অন্ত্যজ এবং অন্তেবসায়ী চণ্ডাল প্রভৃতি স্ব-স্ব-কুলপরম্পরা-প্রাপ্ত বৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অনুলোম-প্রতিলোমজানাং বৃত্তিমাহ,—বৃত্তিরিতি । কুলকৃতা কুলপরম্পরা-প্রাপ্তা যথা নাপিত-রজকাদীনাং মুণ্ডন-বস্ত্র-নির্ন্নেজনাদিকা । অপাপানামিতি কুলপরম্পরা-প্রাপ্ত-মদিরা-পান-বিধবাবিবাহাদি-পাপবতাং পাপাভাব উক্তঃ । চৌর্য্যন্তু তেষামপি প্রতিসিদ্ধমিত্যাহ,—অচৌরাণামিতি । অচৌরত্বে সত্যেব বৃত্তিঃ কুলকৃতা বিহিতা পাপাভাবশ্চোক্ত ইতি ভাবঃ । তত্র প্রদর্শনার্থং কাংশ্চিৎ প্রতিলোমজবিশেষানাহ—অন্ত্যজেতি । "রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ । কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে অন্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ ॥" অন্তেবসায়িনস্তু চণ্ডালাদয়ঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনুলোম ও প্রতিলোমজাত ব্যক্তিগণের বৃত্তি বলিতেছেন—'বৃত্তিঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ যাহারা পাপাচরণ ও চৌর্য্যাদি করে না, তাহাদের স্ব স্ব কুল অনুসারে যাহার যে কর্ম্ম, তাহা করাই ধর্ম্ম । চৌর্য্য ও হিংসা ধর্ম্ম নয় ।) 'কুলকৃতা'—কুলপরম্পরাপ্রাপ্ত, যেমন নাপিত, রজক প্রভৃতির মস্তকমুণ্ডন, বস্ত্রপরিষ্কার করা প্রভৃতি । 'অপাপানাম্' —ইহা বলায় কুলপরম্পরাপ্রাপ্ত মদ্যপান, বিধবা-বিবাহাদি কার্য্যে পাপাভাব উক্ত হইল । কিন্তু চৌর্য্য তাহাদেরও নিষিদ্ধ । সুতরাং অচৌরত্ব হইলে বংশ-পরম্পরা বিহিত কর্ম্মে পাপাভাব উক্ত হইল—এই ভাব । তন্মধ্যে কোন কোন প্রতিলোমজাত ব্যক্তির বিশেষ বলিতেছেন—'অন্ত্যজ' ইত্যাদি । রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল—এই সাতটিকে 'অন্ত্যজ' বলা হয় । চণ্ডাল প্রভৃতি অন্তেবসায়ী ॥ ৩০ ॥

———

প্রায়ঃ স্বভাববিহিতো নৃণাং ধর্ম্মো যুগে যুগে ।
বেদদৃগ্‌ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ শর্ম্মকৃৎ ॥৩১

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, বেদদৃগ্‌ভিঃ (বেদজ্ঞৈঃ) যুগে যুগে স্বভাববিহিতঃ (স্বভাবেন সত্ত্বাদিপ্রকৃত্যা বিহিতঃ) নৃণাং ধর্ম্ম প্রায়ঃ প্রেত্য ইহ চ শর্ম্মকৃৎ (মঙ্গলকরঃ) স্মৃতঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, বেদজ্ঞগণ যুগে যুগে স্বভাব-বিহিত ধর্ম্মকেই ইহলোকে ও পরলোকে মঙ্গলজনক বলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রেষ্ঠাদপি পরধর্ম্মান্নীচোঽপি স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ানিত্যাহ,—প্রায় ইতি। বেদদৃগ্‌ভির্ব্বেদজ্ঞৈঃ শর্ম্মকৃৎ সুখহেতুঃ স্মৃতঃ। ভগবতা চোক্তং—"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ" ইতি। প্রায়োগ্রহণাৎ দুর্জ্জাতীনাং দুরাচারত্যাগস্তু নাশর্ম্মকৃৎ ॥ ৩১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উৎকৃষ্ট পরধর্ম্ম হইতেও নিকৃষ্ট হইলেও স্বধর্ম্ম মঙ্গলকর, ইহা বলিতেছেন—'প্রায়ঃ' ইত্যাদি। 'বেদদৃগ্‌ভিঃ'—বেদজ্ঞগণ কর্ত্তৃক (স্বভাববিহিত ধর্ম্ম) সুখের কারণ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। যেমন শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো" (শ্রী-গীতা—৩।৩৫), অর্থাৎ নির্দ্দোষভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি। 'প্রায়ঃ'—প্রায়শঃ, এই স্থলে প্রায়-শব্দ গ্রহণ করায় দুর্জ্জাতিগণের দুরাচার ত্যাগ কিন্তু অমঙ্গলকর নহে (অর্থাৎ দুর্জ্জাতিগণ যদি তাহাদের দুরাচার পরিত্যাগ করে, তাহা মঙ্গলজনকই) ॥৩১॥

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—স্বভাবকৃতয়া বৃত্ত্যা বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ (স্বধর্ম্মপরায়ণঃ জনঃ) শনৈঃ স্বভাবজং কর্ম্ম হিত্বা নির্গুণতাম্ ইয়াৎ (নিষ্কামভাবং ব্রহ্মভাবং বা লভতে) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—স্বভাবকৃত বৃত্তির সহিত বর্ত্তমান স্বধর্ম্মাচারী ধীরে ধীরে আপনার স্বভাবজাত কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিষ্কামভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—শনৈর্বহুজন্মান্তর এব; যদুক্তং,—"স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি" ইত্যাদি ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শনৈঃ'—বহু জন্মের পরেই (অর্থাৎ স্বভাব অনুসারে বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন যাপন করিতে করিতে বহু জন্মের পর সেই স্বভাবজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নির্গুণতা লাভ করে।) যেমন উক্ত হইয়াছে—"স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ" (৪।২৪। ২৯), অর্থাৎ শ্রীরুদ্রদেব বলিলেন, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বহুজন্মের পর ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার পরে আমাকে পায়, কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত, তাঁহার দেহান্তেই প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ লাভ হয়, ইত্যাদি ॥ ৩২ ॥

উপ্যমানং মুহুঃ ক্ষেত্রং স্বয়ং নির্ব্বীর্য্যতামিয়াৎ।
ন কল্পতে পুনঃ সূত্যৈ উপ্তং বীজঞ্চ নশ্যতি ॥ ৩৩ ॥
এবং কামাশয়ং চিত্তং কামানামতিসেবয়া।
বিরজ্যেত যথা রাজন্নগ্নিবৎ কামবিন্দুভিঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, যথা মুহুঃ (বারম্বারম্) উপ্যমানং ক্ষেত্রং স্বয়ং নির্ব্বীর্য্যতাম্ ইয়াৎ পুনঃ সূত্যৈ (শস্যোৎপাদনায়) ন কল্পতে (সমর্থঃ ভবতি) উপ্তং বীজং চ নশ্যতি। অগ্নিবৎ কামবিন্দুভিঃ যথা ন (যথা প্রজ্বলিতঃ অগ্নিঃ ঘৃতবিন্দুভিঃ ন শাম্যতি, কিন্তু প্রচুরঘৃতনিক্ষেপেণ উপশাম্যতি) এবং (তথা) কামাশয়ং (কামাঃ বিষয়াঃ আশেরতে বাসনারূপেণ যস্মিন্ তৎ) চিত্তং (চ) কামানাং (বিষয়াণাম্) অতিসেবয়া (অতিশয়ভোগেন) বিরজ্যেত (ততঃ বিরক্তং ভবতি; অয়ং ভাবঃ—উৎকটবাসনাযুক্তস্য পুরুষস্য সহসৈব কামত্যাগাসম্ভবাৎ বেদোক্তনিয়মেন বহুশঃ কামান্ ভুঞ্জানস্যৈবং নিত্যনৈমিত্তিকৈর্বিশুদ্ধচেতসঃ তদ্দোষ-দর্শনেন যযাতিপ্রমুখানামিব শনৈঃ শনৈর্বিরাগো ভবতি; যথা সুবীর্য্যং ক্ষেত্রং নির্ব্বীর্য্যং ভবতি, তদ্বৎ নির্ব্বীর্য্যং ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, বারম্বার বীজবপনে ক্ষেত্র নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়ে এবং পুনরায় শস্যোৎপাদনে অসমর্থ হয় ও কদাচিৎ উপ্ত বীজও নষ্ট হইয়া যায়। ঘৃতবিন্দুসমূহদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইলেও প্রচুর ঘৃতনিক্ষেপফলেই যেমন নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ কামসকলের অতিশয় সেবা দ্বারা কামাশয় চিত্ত অবশেষে বিরক্ত হয় ॥ ৩৩-৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—অত্যুৎকটবাসনাবিশিষ্টানাং তু বেদোক্ত-নিয়মেন কামত্যাগাসম্ভবাৎ বহুশঃ কামান্ নিষিদ্ধেতরান্ যযাতিসৌভরিপ্রমুখানামিব ভুঞ্জানানামকুটিল-চিত্তানাং বিরাগঃ স্যাদিতি সদৃষ্টান্তমাহ—উপ্যমান-মিতি দ্বাভ্যাম্। নির্ব্বীর্য্যতামেবাহ,—কৃচিৎ সূত্যৈ শস্যপ্রসবায় ন কল্পতে, কৃচিৎ উপ্তমেব বীজং নশ্যতি

জ্বলতি কামা আ সম্যগেব শেরতে বাসনারূপেণ যত্র তৎ। নাগ্নিবদিতি যথা প্রজ্বলিতোহগ্নির্ন ঘৃতবিন্দুভিঃ শাম্যতি, কিন্তু মহতা ঘৃতপূরেণ শাম্যত্যেব তদ্বৎ ॥৩৩-৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতি উৎকট বাসনাবিশিষ্ট পুরুষগণের কিন্তু বেদোক্ত-নিয়মে কামত্যাগ অসম্ভব-হেতু, নিষিদ্ধেতর বহু কামনা যযাতি, সৌভরি প্রভৃতির ন্যায় ভোগ করিবার পর অকুটিল-চিত্তদিগের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'উপ্যমানং' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। নির্বীর্য্যতা বলিতেছেন—একই ক্ষেত্রে বার বার বীজ বপন করিয়া শস্য উৎপাদন করিলে, সেই ভুমি যেমন স্বভাবতঃই উর্ব্বরতা শক্তি হারাইয়া ফেলে, কখনও উপ্ত বীজও নষ্ট হয়, সেইরূপ কাম্য কর্ম্ম করিয়া ফল ভোগ করিতে করিতে পরিশেষে কর্ম্মবীজ নষ্ট হয়। 'কামাশয়ং চিত্তং'—কামসকল যে চিত্তে সম্যক্‌রূপে বাসনারূপে শয়ন করিয়া থাকে। 'অগ্নিবৎ' —যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ঘৃতবিন্দুর দ্বারা প্রশমিত হয় না, কিন্তু প্রচুর ঘৃতনিক্ষেপেই উহা নির্ব্বাপিত হয়, (তদ্রূপ কামসকলের অতিশয় সেবার দ্বারা কামাশয় চিত্ত অবশেষে উপশমিত হয়।) ॥ ৩৩-৩৪

———

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে
সদাচারনির্ণয় একাদশোহধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যস্য পুংসঃ (ব্রাহ্মণাদেঃ) বর্ণাভিব্যঞ্জকং (ব্রাহ্মণত্বাদিবর্ণপ্রকাশকং) যৎ (শমাদিরূপং) লক্ষণং প্রোক্তং, (তৎ লক্ষণং) যৎ (যদি) অন্যত্র (বর্ণান্তরে) অপি দৃশ্যেত, (তর্হি) তৎ (বর্ণান্তরং) তেন এব (লক্ষণ নিমিত্তেনৈব বর্ণেন) বিনির্দ্দিশেৎ (ব্যবহরেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেন ইতি ভাবঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—যে পুরুষের বর্ণ-প্রকাশক যে লক্ষণ উক্ত হইল, যদি অন্যবর্ণেও তাহা দৃষ্ট হয়, তবে তাহার বর্ণও সেই লক্ষণ দ্বারা বিনির্দ্দিষ্ট হইবে ॥৩৫॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, যস্য পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং যল্লক্ষণং বর্ণং ব্রাহ্মণাদিজাতিমভিব্যঞ্জয়তি যৎ তচ্চ সামান্যতো বিহিতমেব শমদমাদিকং, নতু বিশেষতো বিহিতং সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকং যদ্যন্যত্র জাত্যন্তরেহপি দৃশ্যেত তজ্জাত্যন্তরমপি তেনৈব ব্রাহ্মণাদিশব্দেনৈব বিনির্দিশেদিতি ব্রাহ্মণাদিতুল্যাদরং লক্ষয়তি। ন চ "পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" ইতি বাচ্যম্, শমদমাদীনাং পরধর্ম্মত্বাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশঃ সপ্তমস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্য যল্লক্ষণং'—যে পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি জাতিত্ব-প্রকাশক শমদমাদি সামান্যতঃ যাহা বলা হইল, কিন্তু বিশেষভাবে সন্ধ্যা, উপাসনা নহে, তাহা যদি অন্য জাতিতেও দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই জাতিকেও ব্রাহ্মণাদি শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে হইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদিতুল্য সমাদর করিতে হইবে, ইহাই লক্ষিত হইল। ইহার দ্বারা "পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" (শ্রীগীতা —৩।৩৫), অর্থাৎ স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মে থাকিয়া নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম তদপেক্ষা ভয়ানক'—ইহা বলিতে পারেন না, যেহেতু শম, দমাদি পরধর্ম্ম নহে—এই ভাব ॥ ৩৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার সপ্তম স্কন্ধের সজ্জন-সঙ্গত একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের একাদশ স্কন্ধের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭।১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের
অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও
বিবৃত সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ—

ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্ দান্তো গুরোর্হিতম্।
আচরন্ দাসবন্নীচো গুরৌ সুদৃঢ়সৌহৃদঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মচারী এবং বানপ্রস্থের অসাধারণ এবং আশ্রম-চতুষ্টয়ের সাধারণ ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বাধ্যায়ে শ্রীনারদ বর্ণ-ধর্ম্ম বর্ণন করিয়া এই অধ্যায়ে আশ্রম-ধর্ম্ম কহিতেছেন,—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারিটী আশ্রম। গুরুকুলে বাস, শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বদা প্রণত হইয়া তদাজ্ঞাবাহী ভৃত্যরূপে অনুক্ষণ তৎপ্রীত্যর্থ তৎ-সেবানুষ্ঠানতৎ-পরতা, শ্রীগুরুপ্রদত্ত ভজননিষ্ঠা, শ্রীগুরুদেবের আহ্বান-ক্রমে সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া বেদাধ্যয়ন, মেখলা, অজিন, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু, উপবীত, কুশাদি যথাবিধি ধারণ, প্রাতঃ ও সায়ংকালে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য শ্রীগুরুকে নিবে-দন ও গুরুদেবের আদেশক্রমে তৎপ্রসাদ-সেবন, নচেৎ অনাহারে দিনযাপন, সুশীল, মিতাহারী, কার্য্য,-দক্ষ, শ্রদ্ধাশীল এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্ত্রী এবং স্ত্রীজিত ব্যক্তিদিগের নিকট যাবদর্থ ব্যবহার, স্ত্রীলোকসহ অবস্থান ও নির্জ্জনালাপাদি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ, স্ত্রী, তৈল, আমিষাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভোগত্যাগ, গুরুসকাশে যথাসামর্থ্য বেদাধ্যয়নান্তে শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছাক্রমে যথাশক্তি গুরুদক্ষিণা দান ও পরে গুরুদেবের আদেশ-ক্রমে নিজপ্রবৃত্তি অনুসারে নৈষ্ঠিক ব্রতাবলম্বন কিংবা অন্যান্য আশ্রমাবলম্বন প্রভৃতি ব্রহ্মচারীর পালনীয় কর্ত্তব্য বর্ণিত হইয়াছে। গৃহস্থ ও যতির পক্ষেও এই প্রকার ধর্ম্ম বিহিত। কেবল গৃহস্থ ভোগবুদ্ধিরহিত হইয়া যথাশাস্ত্র স্ত্রীলোকের সহিত ব্যবহার করিতে পারিবেন। অনন্তর বানপ্রস্থাশ্রমীর পক্ষে কৃষিজাত, অকালপক্ব ও অগ্নিপক্ব ফলাদি ব্যতীত সূর্য্যপক্ব ফলা-হার, বনজাত নীবারাদি দ্বারা দৈনন্দিন চরু ও পুরো-ডাশাদি পাক, নবান্নপ্রাপ্তিতে পূর্ব্বান্নত্যাগ, অগ্নিস্থাপনের নিমিত্তই পর্ণকুটীরাদি আশ্রয়, কিন্তু নিজে শীতগ্রীষ্মাদি সহ্যকরণ, নখ-কেশাদি রক্ষণ, দন্তধাবন, গাত্রসং-মার্জ্জনাদি ত্যাগ, বৃক্ষবল্কলাদি পরিধান, দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ, যাহাতে তপস্যাক্লেশে বুদ্ধি-বিপর্য্যয় না হয়,—এরূপে দ্বাদশ, অষ্ট, চারি, দুই বা একবর্ষ বনবাস, শেষে জরাদি বশতঃ নিজ-ক্রিয়া-সম্পাদনে নিতান্ত অশক্ত হইলে উপবাসাদি দ্বারা জীবন-ত্যাগবিধি প্রভৃতি বিষয় বর্ণনদ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—ব্রহ্মচারী দান্তঃ (জিতেন্দ্রিয়ঃ) নীচঃ (নতঃ) গুরৌ সুদৃঢ়সৌহৃদঃ (সুদৃঢ়ং সৌহৃদং যস্য তাদৃশঃ সন্) দাসবৎ গুরোঃ হিতম্ আচরন্ (অনুতিষ্ঠন্) গুরুকুলে (গুরুগৃহে) বসন্ (তিষ্ঠন্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—জিতেন্দ্রিয়, নত ও গুরুতে দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়া ব্রহ্মচারী দাসবৎ গুরুর হিতাচরণপূর্ব্বক গুরুকুলে বাস করিবে ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বাদশে বর্ণিনো ধর্ম্মো বনস্থস্যাপি বর্ণ্যতে।
সাধারণশ্চাশ্রমাণাং দেহত্যাগবিধিস্তথা ॥ ০॥
ব্রহ্মচারী গুর্ব্বাদীনুপাসীতেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। ব্রহ্ম গায়ত্রীম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বাদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থের অসাধারণ ধর্ম্ম, চারিটি আশ্রমের সাধা-রণ ধর্ম্ম এবং দেহত্যাগ-বিধি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'ব্রহ্মচারী'— গুরু, অগ্নি প্রভৃতির উপাসনা করিবে, ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। 'ব্রহ্ম' —বলিতে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবে ॥ ১ ॥

———

সায়ং প্রাতরুপাসীত গুর্ব্বগ্ন্যর্কসুরোত্তমান্।
সন্ধ্যে উভে চ যতবাগ্ জপন্ ব্রহ্ম সমাহিতঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্ম (গায়ত্রীং) জপন্ (ত্রিসন্ধ্যাং কুর্ব্বন্ ইত্যর্থঃ) সায়ং প্রাতঃ (তু) সমাহিতঃ (তন্মনাঃ সন্) যতবাক্ (মৌনী ভূত্বা) গুর্ব্বগ্ন্যর্কসুরোত্তমান্ (গুরুম্ অগ্নিম্ অর্কং সূর্য্যং সুরোত্তমং বিষ্ণুং চ) উভে সন্ধ্যে চ উপাসীত ॥ ২ ॥

অনুবাদ—গায়ত্রী জপ করতঃ সায়ং ও প্রাতঃ-

কালে সমাহিত-চিত্তে মৌনী হইয়া, গুরু, অগ্নি, সূর্য্য ও পুরুষোত্তম বিষ্ণুর উপাসনা করিবে ॥ ২ ॥

ছন্দাংস্যধীয়ীত গুরোরাহূতশ্চেৎ সুযন্ত্রিতঃ।
উপক্রমেঽবসানে চ চরণৌ শিরসা নমেৎ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—চেৎ (যদি গুরুণা) আহূতঃ (স্যাৎ তদা) সুযন্ত্রিতঃ (সাবধানঃ সন্) গুরোঃ (সকাশাৎ) ছন্দাংসি (বেদান্) অধীয়ীত (প্রপঠেৎ), উপক্রমে (অধ্যয়নস্য প্রারম্ভে) অবসানে চ (অধ্যয়নস্য অন্তে চ প্রত্যহং) শিরসা (গুরোঃ) চরণৌ নমেৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—আহূত হইলে সাবধানে গুরুর নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করিবে এবং প্রত্যহই অধ্যয়নের প্রারম্ভে ও শেষে মস্তকদ্বারা গুরুচরণে প্রণাম করিবে ॥ ৩ ॥

মেখলাজিনবাসাংসি জটাদণ্ডকমণ্ডলূন্।
বিভৃয়াদুপবীতঞ্চ দর্ভপাণির্যথোদিতম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—দর্ভপাণিঃ (দর্ভঃ পবিত্রং পাণৌ যস্য সঃ কুশহস্তঃ) মেখলাজিনবাসাংসি জটাদণ্ডকমণ্ডলূন্ উপবীতং চ (যজ্ঞসূত্রং চ) যথা উদিতং (পালাশঃ দণ্ডঃ ব্রাহ্মণস্যেত্যাদিনিয়মমনতিক্রম্য গুরোঃ আদেশানুরূপঞ্চ) বিভৃয়াৎ (ধারয়েৎ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—কুশহস্ত হইয়া যথাবিহিত মেখলা, মৃগচর্ম্ম, বসন, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু এবং উপবীত ধারণ করিবে ॥ ৪ ॥

সায়ং প্রাতশ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং গুরবে তন্নিবেদয়েৎ।
ভুঞ্জীত যদ্যনুজ্ঞাতো নো চেদুপবসেৎ কৃচিৎ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—সায়ং প্রাতঃ ভৈক্ষ্যং (ভিক্ষাবৃত্তিং) চরেৎ (কুর্য্যাৎ) তৎ (ভিক্ষালব্ধম্ অন্নং) গুরবে (গুরোঃ পুরতঃ নিবেদয়েৎ (সমর্পয়েৎ) যদি আনুজ্ঞাতঃ (গুরুণা ভোজনায় অনুজ্ঞাতঃ আদিষ্টঃ স্যাৎ, তদা তদন্নং) ভুঞ্জীত, নো চেৎ (যদি গুরোঃ অনুজ্ঞা ন ভবেৎ, তদা) কৃচিৎ (একাদশ্যাদৌ গুরোঃ আদেশাভাবে) উপবসেৎ (উপবাসং কুর্য্যাৎ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ বস্তু গুরুকে সমর্পণ করিবে এবং আদিষ্ট হইলে ভোজন করিবে, নতুবা কদাচিৎ উপবাস করিবে ॥ ৫ ॥

সুশীলো মিতভুগ্দক্ষঃ শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
যাবদর্থং ব্যবহরেৎ স্ত্রীষু স্ত্রীনির্জ্জিতেষু চ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সুশীলঃ (সুস্বভাবঃ) মিতভুক্ (মিতং পরিমিতং ভুঙ্ক্তে ইতি মিতভুক্ পরিমিতাহারী) দক্ষঃ (অনলসঃ) শ্রদ্দধানঃ (শাস্ত্রগুরূপদিষ্টার্থেষু বিশ্বাসবান্) জিতেন্দ্রিয়ঃ (চ সন্) স্ত্রীষু স্ত্রীনির্জ্জিতেষু চ (স্ত্রীভিঃ নির্জ্জিতাঃ যে পুরুষাঃ তেষু চ) যাবদর্থং (যাবৎ প্রয়োজনং ভিক্ষাগ্রহণপর্য্যন্তম্ ইত্যর্থঃ) ব্যবহরেৎ (নাধিকমিতি ভাবঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—সুশীল, পরিমিতাহারী, অনলস, গুরুবাক্যে বিশ্বস্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্ত্রী ও স্ত্রৈণদিগের সহিত যাবৎ প্রয়োজন ব্যবহার করিবে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—যাবদর্থং গুরুসেবার্থং গুরুগৃহে, ভিক্ষার্থং গৃহস্থগৃহেষু চ যথোপযোগমেব ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানবাদ—'যাবদর্থং'—শ্রীগুরুসেবার প্রয়োজনে গুরুগৃহে এবং ভিক্ষার নিমিত্ত গৃহস্থগণের গৃহে কেবল প্রয়োজনমত অবস্থান করিবে ॥ ৬ ॥

বর্জ্জয়েৎ প্রমদাগাথামগৃহস্থো বৃহদ্ব্রতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্ত্যপি যতের্মনঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অগৃহস্থঃ (গৃহস্থাশ্রমম্ অপ্রবিষ্টঃ) বৃহদ্ব্রতঃ (ব্রহ্মচর্য্যবান্ পুরুষঃ) প্রমদাগাথাং (প্রমদানাং গাথাং স্ত্রীভিঃ কথোপকথনমিত্যর্থঃ) বর্জ্জয়েৎ (পরিহরেৎ ; যতঃ) প্রমাথীনি (প্রমথনশীলানি বলবন্তি) ইন্দ্রিয়াণি যতেঃ (বিরক্ত) অপি মনঃ হরন্তি ॥৭॥

অনুবাদ—অগৃহস্থ ব্রহ্মচারী স্ত্রীদিগের সহিত কথোপকথন পরিত্যাগ করিবে, যেহেতু বলশালী ইন্দ্রিয়গণ সংযতচিত্ত যতিদিগেরও মন হরণ করে ॥৭॥

বিশ্বনাথ—অগৃহস্থো গৃহস্থভিন্নঃ সর্ব্বোঽপি বৃহদ্ব্রতো ব্রহ্মচারী ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অগৃহস্থঃ'—গৃহস্থ ভিন্ন সকল বৃহদ্‌ব্রতধারী ব্রহ্মচারী স্ত্রী-প্রসঙ্গ পরিহার করিবে ॥৭

কেশপ্রসাধনোন্মর্দ্দস্নপনাভ্যঞ্জনাদিকম্।
গুরুস্ত্রীভির্যুবতিভিঃ কারয়েন্নাত্মনো যুবা ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যুবা (ব্রহ্মচারী) যুবতিভিঃ গুরুস্ত্রীভিঃ আত্মনঃ (স্বস্য) কেশপ্রসাধনোন্মর্দ্দস্নপনাভ্যঞ্জনাদিকং ন কারয়েৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—যুবক ব্রহ্মচারী যুবতী গুরুপত্নীর দ্বারা আপনার কেশপ্রসাধন, গাত্রমর্দ্দন, স্নান এবং তৈল-মৃক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য করাইবে না ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—কারয়েদিতি। গুরুপত্ন্যো হি শিষ্য-মপি পুত্রমিব বাৎসল্যেন পশ্যন্ত্যো যদি কেশপ্রসাধনা-দিকং স্বেচ্ছয়ৈব কুর্ব্বন্তি, তদপি ন কারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন কারয়েৎ'—গুরুপত্নীগণ শিষ্যকেও নিজ পুত্রের ন্যায় বাৎসল্যভাবে দেখিয়া যদি তাহার কেশপ্রসাদনাদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করেন, তাহা হইলেও যুবক ব্রহ্মচারী যুবতী গুরুপত্নীর দ্বারা কেশপ্রসাদনাদি করাইবে না—এই অর্থ ॥ ৮ ॥

নন্বগ্নিঃ প্রমদা নাম ঘৃতকুম্ভসমঃ পুমান্।
সুতামপি রহো জহ্যাদন্যদা যাবদর্থকৃৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ননু (নিশ্চিতমেতৎ যৎ) প্রমদা নাম (স্ত্রী) অগ্নিঃ (অগ্নিসদৃশী), পুমান্ ঘৃতকুম্ভসমঃ (তথা চ যথা অগ্নিসমীপে ঘৃতকুম্ভঃ ক্ষরতি তথা পুমান্ অপি প্রমদাসাহচর্য্যাৎ ক্ষরতি অতঃ) রহঃ (একান্তে) সুতাম্ অপি জহ্যাৎ (ত্যজেৎ নিজকন্যয়া সহ অপি নির্জ্জনে ন তিষ্ঠেৎ) অন্যদা (কেশপ্রসাধনাদিব্যতিরিক্তাবসরে অনেকান্তাবসরে বা) যাবদর্থকৃৎ (যাবৎ প্রয়োজনং তাবন্মাত্রং করোতি ইতি তাদৃশঃ ভবেদিত্যর্থঃ) ॥৯॥

অনুবাদ—নিশ্চিতই যুবতী স্ত্রী অগ্নির সমান এবং পুরুষ ঘৃত-কুম্ভ তুল্য ; সুতরাং স্বীয় কন্যার সহিতও নির্জ্জনে অবস্থান করিবে না। অনির্জ্জন স্থানে অন্য সময়ে যাবৎপ্রয়োজন অবস্থিতি করিবে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র হেতুঃ,—নন্বগ্নিরিতি। রহঃ রহসি একান্তে, অন্যদা অন্যত্র অনৈকান্তেঽপি যাবদর্থকৃৎ। যাবতাবস্থানেনার্থঃ প্রয়োজনং সিদ্ধ্যেত্তাবদেব স্থিতিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তদ্বিষয়ে কারণ বলিতেছেন—'নন্বগ্নিঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ যুবতী স্ত্রী অগ্নির সমান এবং পুরুষ ঘৃতকুম্ভ-তুল্য। 'রহঃ'—নির্জ্জনস্থানে স্বীয় কন্যার সহিতও অবস্থান করিবে না, 'অন্যদা'—অনির্জ্জন স্থানেও অন্যসময়, 'যাবদর্থকৃৎ'—যেটুকু অবস্থানের দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সেই সময়টুকুই অবস্থিতি করিবে, এই অর্থ ॥ ৯ ॥

কল্পয়িত্বাত্মনা যাবদাভাসমিদমীশ্বরঃ।
দ্বৈতং তাবন্ন বিরমেৎ ততো হ্যস্য বিপর্য্যয়ঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—যাবৎ (অসৌ জীবঃ) আত্মনা (স্বরূপ-সাক্ষাৎকারেণ) ইদং (দেহেন্দ্রিয়াদিকম্) আভাসম্ (আভাসমাত্রং) কল্পয়িত্বা (নিশ্চিত্য) ঈশ্বরঃ (স্বতন্ত্রঃ ন ভবেৎ) তাবৎ দ্বৈতম্ (অহং পুমান্ ইয়ং স্ত্রীতি ভেদঃ) ন বিরমেৎ ; ততঃ হি (দ্বৈতদর্শনাৎ) অস্য (পুরুষস্য) বিপর্য্যয়ঃ (গুণাধ্যাসেন ভোগ্যতাবুদ্ধিঃ ভবেৎ অতঃ জহ্যাদেবেত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যে পর্য্যন্ত না জীব স্বরূপসাক্ষাৎকার দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি আভাসমাত্র নিশ্চয় করিয়া স্বতন্ত্র না হয়, তাবৎ দ্বৈতবোধ (অর্থাৎ আমি পুরুষ, ইনি স্ত্রী, এই প্রকার ভেদবুদ্ধি) বিরত হয় না ; সুতরাং তাহা হইতে পুরুষের বুদ্ধিবিপর্য্যয় হইয়া থাকে ॥১০॥

বিশ্বনাথ—ননু নিরস্তাভিমানস্য বিজিতেন্দ্রিয়স্য জ্ঞানিনো যুবতয়ঃ কিমপকর্ত্তুং প্রভবেয়ুস্তত্রাহ,—কল্পয়িত্বেতি। ঈশ্বরো জ্ঞানসমর্থোঽপি ইদং দেহ-দৈহিক-বিষয়াভিমানাদিকং বাধিতানুবৃত্তি-ন্যায়েনা-ভাসং কল্পয়িত্বা তত্ত্বজ্ঞানেন বিজিতং নামমাত্রেণৈব স্থিতমকিঞ্চিৎকরং কৃত্বাপি যাবদাত্মনা মনসা সহ বর্ত্তেত, তাবৎ দ্বৈতং 'অহং পুমান্ ইয়ং স্ত্রী ইদং মে প্রিয়মিতি' ভেদবুদ্ধির্ন বিরমেৎ। ততশ্চ বিপর্য্যয়ঃ পূর্ব্ববৎ সংসারাবৃত্তিঃ, যদ্বা, ননু ত্যক্তসুতভগিন্যাদিবন্ধুবর্গস্য জিতেন্দ্রিয়স্য কিমস্মাদ্ভয়ং ? তত্রাহ,—কল্পয়িত্বেতি। ব্যবহারং ব্যবহারিকং বস্তু চ ত্যক্ত্বাপি আত্মনা মনসা যাবৎ যৎ-প্রমাণকং ইদং আভাসং ইয়ং মে ভগিন্যেব

ইয়ং মাতা ইয়ং সুতেত্যাদিসম্বন্ধাভাসং কল্পয়িত্বা ঈশ্বরঃ তত্তৎকৃতস্নেহোত্থসুখেন ঈশিতস্তাবৎ তৎ-প্রমাণকং দ্বৈতং ভেদো ন বিরমেৎ। নন্বস্য স্তোকত্বাৎ কল্পিতত্বাচ্চ ন কাচিচ্চিন্তা ? তত্রাহ,—ততো হীতি ॥১০

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, নিরস্তাভিমান বিজিতেন্দ্রিয় জ্ঞানিগণের যুবতীগণ কি অপকার করিতে সক্ষম হইবে ? তাহাতে বলিতেছেন—'কল্পয়িত্বা' ইত্যাদি। 'ঈশ্বর'—বলিতে জ্ঞানসমর্থ হইলেও এই দেহ, দৈহিক বিষয়াভিমানাদি বাধিতানুবৃত্তি (নিরাকৃত বিষয়ের পুনরুত্থাপন) ন্যায়ে আভাস (মায়াময়) কল্পনা করতঃ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিজিত, অর্থাৎ নামমাত্রে অকিঞ্চিৎকররূপে যে পর্য্যন্ত মনের সহিত বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত দ্বৈত অর্থাৎ আমি পুরুষ, এই স্ত্রী, ইহা আমার প্রিয় বস্তু—এইরূপ ভেদবুদ্ধি যায় না। তারপর 'বিপর্য্যয়ঃ'—বিপর্য্যয় অর্থাৎ পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন। অথবা—যদি বলেন, যিনি পুত্র, ভগিনী প্রভৃতি বন্ধুবর্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ইহাতে কি ভয় আছে ? তাহাতে বলিতেছেন—'কল্পয়িত্বা' ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্যবহার, ব্যবহারিক বস্তু ত্যাগ করিয়াও মনের সহিত যে পরিমাণ এই আভাস (দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাস), অর্থাৎ ইনি ভগিনী, ইনি মাতা, ইনি কন্যা ইত্যাদি সম্বন্ধের আভাস কল্পনা করতঃ সেই সেই স্নেহোত্থসুখে যে পরিমাণ যুক্ত থাকিবেন, সেই পরিমাণে দ্বৈতভেদ বিরত হইবে না। দেখুন—এই সামান্য কল্পনাতে কোন চিন্তা নাই। তাহাতে বলিতেছেন—'ততো হ্যস্য বিপর্য্যয়ঃ', সেই দ্বৈতবুদ্ধি হইতেই এই পুরুষের বিপর্য্যয় (অর্থাৎ কর্ম্মাধ্যাস দ্বারা ভোগ্যতা বুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার ফলে নরকাদি দুঃখভোগ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।) ॥ ১০ ॥

মধ্ব—

বহুত্বেনৈব বস্তূনাং যথার্থজ্ঞানমুচ্যতে।
অদ্বৈতজ্ঞানমিত্যেতদ্দ্বৈতজ্ঞানং তদন্যথা ॥
যথা জ্ঞানং তথা বস্তু যথা বস্তুস্তথা মতিঃ।
নৈব জ্ঞানার্থয়োর্ভেদস্তত একত্ব-বেদনম্ ॥

ইতি চ ॥ ১০ ॥

এতৎ সর্ব্বং গৃহস্থস্য সমাম্নাতং যতেরপি।
গুরুবৃত্তিবিকল্পেন গৃহস্থস্যর্ত্তুগামিনঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—এতৎ সর্ব্বং (সুশীলত্বাদি) গৃহস্থস্য যতেঃ অপি সমাম্নাতং (অনুষ্ঠানত্বেন বর্ণিতম্); ঋতুগামিনঃ ("ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" ইত্যাদিশাস্ত্রানুসারেণ ঋতাবেব ভার্য্যামুপগচ্ছতঃ) গৃহস্থস্য গুরুবৃত্তিঃ (গুর্ব্বীবৃত্তিঃ ব্রহ্মচর্য্যমিত্যর্থঃ ; গুরোরনুবর্ত্তনং) বিকল্পেন (জ্ঞেয়া ; পত্ন্যাঃ ঋতুকালে ন স্যাৎ, অন্যদা স্যাদিত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—এই সমস্ত কথিতধর্ম্ম গৃহস্থ এবং যতিব্যক্তির পালনীয় ; কিন্তু ঋতুসহবাসী গৃহস্থের গুরুবৃত্তি বিকল্পে হইবে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—এতৎ সর্ব্বং "সুশীলঃ" ইত্যাদ্যুক্তম্ ; বিকল্পেন কর্ত্তব্যা ন কর্ত্তব্যা বেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতৎ সর্ব্বং'—এই সুশীল, মিতভুক্ যে সকল ধর্ম্ম (ব্রহ্মচারীর জন্য বলা হইল, উহা গৃহস্থ ও যতি সন্ন্যাসীরও পালনীয়)। 'গুরুবৃত্তি-বিকল্পেন'—যে গৃহস্থ কেবল ঋতুকালে স্ত্রীর সহিত মিলিত হয়, উহাই তাহার বিকল্পভাবে গুরুবৃত্তি বা গুরুর আনুগত্য ধর্ম্ম ॥ ১১ ॥

মধ্ব—গুরোরাজ্ঞানুরোধেন দুরস্থো বা গৃহী ভবেৎ ইতি চ ॥ ১১ ॥

অঞ্জনাভ্যঞ্জনোন্মর্দ্দস্ত্র্যবলেখামিষং মধু।
স্রগ্গন্ধলেপালঙ্কারাংস্ত্যজেয়ুর্যে বৃহদ্‌ব্রতাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যে বৃহদ্‌ব্রতাঃ (ব্রহ্মচর্য্যবন্তঃ জনাঃ তে) অঞ্জনাভ্যঞ্জনোন্মর্দ্দস্ত্র্যবলেখামিষম্ (অঞ্জনং তৈলাদিনা শরীরস্য অথবা কজ্জলাদিনা নেত্রয়োঃ, অভ্যঞ্জনং শিরসঃ তৈলোদ্বর্ত্তনাদিনা, উন্মর্দ্দং হস্তাদিনা শরীরস্য, স্ত্রিয়ং চ অবলেখাঞ্চ চিত্রং কর্ম্ম, স্ত্রীণাং কুড্যাদৌ লেখনং বা তন্নিরীক্ষণং বা আমিষং মাংসং) মধু (মদ্যপানং) স্রগ্গন্ধলেপালঙ্কারান্ (চ) ত্যজেয়ুঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মচারিগণ অঞ্জন, তৈললেপন, গাত্রসম্বাহন, স্ত্রী, চিত্রকর্ম্ম, আমিষ, মদ্য, মাল্য, গন্ধ, অনুলেপন এবং অলঙ্কার পরিত্যাগ করিবে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অঞ্জনং শরীরস্যাভ্যঞ্জনং শিরসঃ স্ত্রিয়ঞ্চ

অবলেখাং চিত্রকর্ম্ম চ, অভ্রাভ্যঙ্গাদিকং স্বরূপত এব নিষিধ্যতে, পূর্ব্বন্তু কথঞ্চিদাপদি প্রাপ্তমপি স্ত্রীকর্ত্তৃকং নিষিদ্ধমিতি ভেদঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অঞ্জনং'—ইত্যাদি, বৃহদ্ ব্রতধারী ব্রহ্মচারী চক্ষুতে কাজল দেওয়া, মাথায় তেলমাখা, গাত্রমার্জ্জন, স্ত্রীলোকের ছবি আঁকা প্রভৃতি বর্জ্জন করিবে। এখানে অভ্যাঞ্জন প্রভৃতি স্বরূপতঃই নিষিদ্ধ. কিন্তু আপৎকালে অর্থাৎ কোন রোগাদি অবস্থায় গাত্রমার্জ্জনাদি করিতে হইলেও, স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক উহা করান নিষিদ্ধ বুঝিতে হইবে ॥ ১২ ॥

———

উষিত্বৈবং গুরুকুলে দ্বিজোঽধীত্যাববুধ্য চ।
ত্রয়ীং সাঙ্গোপনিষদং যাবদর্থং যথাবলম্ ॥ ১৩ ॥
দত্ত্বা বরমনুজ্ঞাতো গুরোঃ কামং যদীশ্বরঃ।
গৃহং বনং বা প্রবিশেৎ প্রব্রজেৎ তত্র বা বসেৎ ॥১৪

অন্বয়ঃ—দ্বিজঃ (ত্রৈবর্ণিকঃ) এবম্ (উক্ত প্রকারেণ) গুরুকুলে উষিত্বা সাঙ্গোপনিষদম্ (অঙ্গৈঃ শিক্ষাদিভিঃ উপনিষদ্ভিশ্চ সহিতাং) ত্রয়ীং (বেদত্রয়ং) যথাবলম্ যাবদর্থং (স্বাধিকারানুসারেণ চ) অধীত্য অববুধ্য চ (তদর্থং চ বিচার্য্য চ) যদি ঈশ্বরঃ (সমর্থঃ স্যাৎ তর্হি) গুরোঃ কামম্ (অপেক্ষিতং) বরং (গুরুদক্ষিণাং) দত্ত্বা অনুজ্ঞাতঃ (তদনুজ্ঞাতঃ সন্) গৃহং প্রবিশেৎ (গার্হস্থাশ্রমং স্বীকুর্য্যাৎ) বনং বা (বানপ্রস্থং বা স্বীকুর্য্যাৎ) প্রব্রজেৎ (অথবা সন্ন্যাসাশ্রমং স্বীকুর্য্যাৎ) তত্র বা (গুরুগৃহে নৈষ্ঠিকঃ সন্) বসেৎ (তিষ্ঠেৎ) ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুবাদ—দ্বিজ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে গুরুকুলে বাস করিয়া ষড়ঙ্গ এবং উপনিষৎ-সহিত বেদত্রয় যথাশক্তি ও অধিকারানুসারে অধ্যয়নপূর্ব্বক এবং বিচার করিয়া, সমর্থ হইলে গুরুর অভিমত দক্ষিণা দিয়া, তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম অথবা বানপ্রস্থাশ্রম স্বীকার করিবে কিংবা সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, অথবা গুরুগৃহেই বাস করিবে ॥ ১৩-১৪ ॥

বিশ্বনাথ—যদীশ্বরঃ শক্তস্তদা গুরোঃ কামমপেক্ষিতং বরং দত্ত্বা গৃহং প্রবিশেৎ গৃহস্থো ভবেদিত্যর্থঃ। তত্রৈব বা বসেৎ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী স্যাৎ ॥১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদীশ্বরঃ'—যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে গুরুর অভিমত দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে 'গৃহং প্রবিশেৎ'—গৃহে প্রবেশ করিবে, অর্থাৎ গৃহস্থ হইবে, এই অর্থ। 'তত্রৈব বা বসেৎ'—অথবা সেই গুরুগৃহেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিবে ॥ ১৩-১৪ ॥

———

অগ্নৌ গুরাবাত্মনি চ সর্ব্বভূতেষ্বধোক্ষজম্।
ভূতৈঃ স্বধামভিঃ পশ্যেদপ্রবিষ্টং প্রবিষ্টবৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অগ্নৌ গুরৌ আত্মনি সর্ব্বভূতেষু চ স্বধামভিঃ স্বাশ্রয়ভূতৈঃ) ভূতৈঃ (জীবৈঃ সহ) অপ্রবিষ্টম্ (অপি তন্নিয়ন্তৃতয়া) প্রবিষ্টবৎ অধোক্ষজং (ভগবন্তং) পশ্যেৎ (মন্যেত) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—সকল আশ্রমেই অগ্নি, গুরু, আত্মা আপনার আশ্রয়, জীবগণের সহিত সর্ব্বভূতে নিয়ন্তৃত্বরূপে ভগবান্ অতীন্দ্রিয় বিষ্ণুকে প্রবিষ্টের ন্যায় দর্শন করিবে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—স্বধামভিঃ স্বাশ্রয়ৈর্জীবৈঃ সহ তন্নিয়ন্তৃতয়া ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বধামভিঃ'—আপনার আশ্রয় জীবগণের সহিত ভগবান্ অধোক্ষজকে সর্ব্বভূতের নিয়ন্তৃত্বরূপে অপ্রবিষ্ট হইলেও প্রবিষ্টের ন্যায় দর্শন করিবে ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—

অপ্রবিষ্টঃ সর্ব্বগতঃ প্রবিষ্টস্তনুরূপবান্।
এবং দ্বিরূপো ভগবান্ হরিরেকো জনার্দ্দনঃ ॥

ইতি ॥ ১৫ ॥

———

এবংবিধো ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থো যতির্গৃহী।
চরন্ বিদিতবিজ্ঞানঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—এবংবিধঃ চরন্ (সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শী) ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থঃ যতিঃ গৃহী বিদিতবিজ্ঞানঃ (বিদিতং বিজ্ঞানং বিজ্ঞেয়ং যেন সঃ তথাবিধঃ সন্) পরং ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—এবংবিধ আচারযুক্ত সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শী (অর্থাৎ ভগবৎসত্তানুভবকারী) ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ,

যতি অথবা গৃহী বিজ্ঞেয়বস্তু জ্ঞাত হইয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

বানপ্রস্থস্য বক্ষ্যামি নিয়মান্ মুনিসম্মতান্।
যানাস্থায় মুনির্গচ্ছেদৃষিলোকমুহাঞ্জসা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—উহ (ভো রাজন্,) বানপ্রস্থস্য মুনিসম্মতান্ (মুনীনাং সম্মতান্ তৈঃ উক্তান্) নিয়মান্ (ধর্ম্মান্) বক্ষ্যামি, যান্ (নিয়মান্) আস্থায় (ইহলোকে আচরন্) মুনিঃ (মননশীলঃ) অঞ্জসা (অনায়াসেন) ঋষিলোকঃ (মহর্লোকং) গচ্ছেৎ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, বানপ্রস্থাশ্রমীর ঋষি-সম্মত ধর্ম্ম বলিব,—যাহা আশ্রয়পূর্ব্বক মুনিগণ অনায়াসে মহর্লোক প্রাপ্ত হয় ॥ ১৭ ॥

ন কৃষ্টপচ্যমশ্নীয়াদকৃষ্টঞ্চাপ্যকালতঃ।
অগ্নিপক্বমথামং বা অর্কপক্বমুতাহরেৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্টপচ্যং (ভূমিকর্ষণেন জাতং শস্যং ন অশ্নীয়াদিত্যর্থঃ) অকৃষ্টম্ (ভূমিকর্ষণং বিনা জাতং শস্যম্) অপি অকালতঃ (পাককালাৎ পূর্ব্বমেব নিষ্পন্নম্) অগ্নিপক্বম্ আমম্ (ফলাদিকং) চ ন অশ্নীয়াৎ, অথ (অনন্তরম্) উত (অপি তু) অর্কপক্বং (স্ব-স্ব-কালে সূর্য্যকিরণপক্বং ফলাদিকম্ এব) আহরেৎ (অশ্নীয়াৎ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—কর্ষণোৎপন্ন পক্ব বা অকর্ষণোৎপন্ন পক্ব অথবা অকালপক্ব এবং অগ্নিপক্ব ও অপক্ব ফলাদি ভোজন করিবে না ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অকালতঃ পাককালাৎ পূর্ব্বমেব পক্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অকালতঃ'—পাককালের পূর্ব্বেই পক্ব, অর্থাৎ অকালপক্ব ফলাদি বানপ্রস্থাশ্রমী ভোজন করিবেন না ॥ ১৮ ॥

বন্যৈশ্চরুপুরোডাশান্ নির্ব্বপেৎ কালচোদিতান্।
লব্ধে নবে নবেঽন্নাদ্যে পুরাণঞ্চ পরিত্যজেৎ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—বন্যৈঃ (বনজাতৈঃ নীবারাদিভিঃ) কালচোদিতান্ (নিত্যান্) চরুপুরোডাশান্ নির্ব্বপেৎ (সম্পাদয়েৎ) নবে নবে (নূতনে) অন্নাদ্যে লব্ধে (সতি) পুরাণং চ (পূর্ব্বসঞ্চিতম্ অন্নাদ্যং চ) পরিত্যজেৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যথাকালে বন্য-নীবারাদি দ্বারা চরু ও পুরোডাশ (পিষ্টক) সম্পাদন করিবে, নূতন নূতন অন্নাদি প্রাপ্ত হইলে পুরাতন পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—বন্যৈর্নীবারাদিভিঃ নির্ব্বপেৎ দদ্যাৎ। কালে চোদিতান্ বিহিতান্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বন্যৈঃ'—বন্য নীবারাদি ধান্যদ্বারা, 'কালচোদিতান্'—যথাকালে বিহিত অর্থাৎ নিত্য চরু ও পুরোডাশাদি সম্পাদন করিবে ॥ ১৯ ॥

অগ্ন্যর্থমেব শরণমুটজং বাদ্রিকন্দরম্।
শ্রয়েত হিমবায়্বগ্নিবর্ষার্কাতপষাট্ স্বয়ম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—অগ্ন্যর্থং (বহ্নীনাং স্থাপনার্থম্) এব উটজং (পর্ণশালাত্মকং) শরণং (গৃহং স্বীকুর্য্যাৎ) অথবা অদ্রিকন্দরং (পর্ব্বতগুহাং) শ্রয়েত (আশ্রয়েত, কিন্তু) স্বয়ং চ হিমবায়্বগ্নিবর্ষার্কাতপষাট্ (হিমাদিসহনশীলঃ ভবেৎ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অগ্নিস্থাপনের জন্যই গৃহ, পর্ণকুটীর অথবা পর্ব্বত-গুহা আশ্রয় করিবে, কিন্তু স্বয়ং হিম, বায়ু, অগ্নি, বর্ষা ও সূর্য্যাতপ সহনশীল হইবে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—হিমাদীন্ সহত ইতি সঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হিম-বায়্বগ্নি-' ইত্যাদি—বানপ্রস্থাশ্রমী নিজে হিম, বায়ু, অগ্নিতাপ, বর্ষা, রৌদ্র প্রভৃতি সহ্য করিবে ॥ ২০ ॥

কেশরোমনখশ্মশ্রুমলানি জটিলো দধৎ।
কমণ্ডল্বজিনে দণ্ডবল্কলাগ্নিপরিচ্ছদান্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—জটিলঃ (জটাঃ অস্য সন্তীতি জটাধারী) কেশরোমনখশ্মশ্রুমলানি (কেশাদীন্) কমণ্ডল্বজিনে দণ্ডবল্কলাগ্নিপরিচ্ছদান্ (দণ্ডাদীন্ অগ্নিবর্ণপরিচ্ছদান্) দধৎ (ধারয়ন্ তিষ্ঠেৎ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—জটাধারী হইয়া কেশ, রোম, শ্মশ্রু ও শরীরের মালিন্য এবং কমণ্ডলু, মৃগচর্ম্ম, দণ্ড, বল্কল এবং অগ্নিবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিবে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—মলানি দন্তাদ্যধাবনোত্থানি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মলানি'—দন্ত প্রভৃতি পরিষ্কার না করার জন্য যে মলিনতা, তাহা দূর করিবে না ॥ ২১ ॥

চরেদ্বনে দ্বাদশাব্দানষ্টৌ বা চতুরো মুনিঃ।
দ্বাবেকং বা যথা বুদ্ধির্ন বিপদ্যেত কৃচ্ছ্রতঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—মুনিঃ (মননশীলঃ ভূত্বা) বনে দ্বাদশ অব্দান্ অষ্টৌ চতুরঃ বা (অব্দান্) দ্বৌ একং বা যথা কৃচ্ছ্রতঃ (তপঃক্লেশাৎ) বুদ্ধিঃ ন বিপদ্যেত (ন বিনশ্যেৎ তথা) চরেৎ (বানপ্রস্থধর্ম্মান্ আচরেৎ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—মননশীল হইয়া দ্বাদশবর্ষ, কিম্বা অষ্টবর্ষ, চারি বর্ষ, দুই বর্ষ, কিংবা একবর্ষ তপস্যার ক্লেশে যাহাতে বুদ্ধি বিনষ্ট না হয়, তদ্রূপ আচরণ করিবে ॥ ২২ ॥

যদাকল্পঃ স্বক্রিয়ায়াং ব্যাধিভির্জররাথবা।
আন্বীক্ষিক্যাং বা বিদ্যায়াং কুর্য্যাদনশনাদিকম্ ॥২৩

অন্বয়ঃ—যদা ব্যাধিভিঃ অথবা জরয়া স্বক্রিয়ায়াং (স্বকীয়ক্রিয়ায়াম্) আন্বীক্ষিক্যাম্ (আত্মবিচাররূপায়াং) বিদ্যায়াং বা অকল্পঃ (অসমর্থঃ স্যাৎ তদা) অনশনাদিকম্ (আহারাদি পরিত্যাগম্) কুর্য্যাৎ ॥২৩॥

অনুবাদ—যে সময়ে ব্যাধিদ্বারা অথবা জরাদি বশতঃ স্বীয় কার্য্যে বা জ্ঞানাভ্যাসে অসমর্থ হইবে, তখন অনশনাদি আচরণ করিবে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—যদা দ্বাদশাব্দাদি মধ্য এব অকল্পঃ অসমর্থঃ। আন্বীক্ষিক্যাং জ্ঞানাভ্যাসে ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদাকল্পঃ'—দ্বাদশ বর্ষাদির মধ্যেই যদি কর্ম্মসম্পাদনে অথবা জ্ঞানাভ্যাসে অসমর্থ হয় (তাহা হইলে অনশনাদি ব্রত করিবে, অর্থাৎ অনশনদ্বারা দেহত্যাগ করিবে।) ॥ ২৩ ॥

আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য সন্ন্যস্যাহংমমাত্মতাম্।
কারণেষু ন্যসেৎ সম্যক্ সংঘাতং তু যথার্হতঃ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—আত্মনি অগ্নীন্ সমারোপ্য অহং মমাত্মতাং (দেহাদৌ অহন্তাং মমতাং চ) সন্ন্যস্য (ত্যক্ত্বা) যথার্হতঃ (যথাযোগ্যং) কারণেষু (স্ব-স্ব-কারণেষু আকাশাদিষু) সংঘাতং (দেহং) তু সম্যক্ ন্যসেৎ (প্রবিলাপয়েৎ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—আত্মাতে অগ্নি সমারোপণ করিয়া, দেহাদির মমতা পরিত্যাগ করিয়া, দেহকে যথাযোগ্য স্বীয় কারণে (আকাশাদিতে) বিলীন করিবে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অনশনাদি করিষ্যতঃ পূর্ব্বকৃত্যমাহ,—আত্মনীত্যাদি যাবৎসমাপ্তি। যথার্হতঃ যথাযোগ্যম্। স্বকারণেষ্বাকাশাদিষু। সংঘাতং দেহং ন্যসেৎ প্রবিলাপয়েৎ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনশনাদি আচরণকারীর (অর্থাৎ অনশন দ্বারা দেহত্যাগকারীর) পূর্ব্বকৃত্য বলিতেছেন—'আত্মনি', আত্মাতে বলিতে স্বদেহে অগ্নি সমারোপণ করিয়া—এখান হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত। 'যথার্হতঃ'—যথাযোগ্য স্ব স্ব কারণে সংঘাত বলিতে দেহেন্দ্রিয়াদিসমূহ বিলীন করিবে। (এখানে কার্য্যের কারণের সহিত লয়জ্ঞানই বিলাপন।) ॥২৪॥

মধ্ব—কার্য্যস্যকারণলয়জ্ঞানমাত্রং বিলাপনম্। ইতি চ ॥ ২৪ ॥

খে খানি বায়ৌ নিশ্বাসাংস্তেজঃসূষ্মাণমাত্মবান্।
অপ্সসৃক্শ্লেষ্মপূয়ানি ক্ষিতৌ শেষং যথোদ্ভবম্ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—আত্মবান্ (ধীমান্) যথোদ্ভবম্ (উদ্ভবমনতিক্রম্য স্ব স্ব কারণে) খে (আকাশে) খানি (দেহগতছিদ্রাণি) বায়ৌ নিশ্বাসান্ প্রাণাপানাদীন্) তেজঃসু উষ্মাণং (শরীরতেজঃ) অপ্সু অসৃক্শ্লেষ্মপূয়ানি (অসৃক্রুধিরঞ্চ শ্লেষ্মাণং পূয়ং মূত্রাদি চ তানি) শেষম্ (অস্থিমাংসাদিকঠিনাংশং) ক্ষিতৌ (ন্যাসেদিতি শেষঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ধীমান্ ব্যক্তি উৎপত্ত্যনুসারে দেহগত ছিদ্রসকলকে আকাশে, নিশ্বাস বায়ুতে, উষ্মাকে তেজে, শুক্রশোণিত ও শ্লেষ্মাদিকে জলে, অবশিষ্ট অস্থ্যাদিকে পৃথিবীতে বিলীন করিবে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—খানি দেহচ্ছিদ্রাণি অভিনিবেশয়েদিত্যুত্তরেণৈব সর্ব্বেষামন্বয়ঃ। শেষং অস্থিমাংসাদিকঠিনাংশম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'খানি'—দেহস্থ ছিদ্রসকলকে আকাশে, 'অভিনিবেশয়েৎ' অভিনিবিষ্ট করিবে—এই পরবর্ত্তী পদ, সকলের সহিত অন্বিত হইবে। 'শেষং'—অবশিষ্ট অস্থি মাংস প্রভৃতি দেহের কঠিন অংশকে (পৃথিবীতে লয় করিবে) ॥ ২৫ ॥

———

বাচমগ্নৌ সবক্তব্যামিন্দ্রে শিল্পং করাবপি।
পদানি গত্যা বয়সি রত্যোপস্থং প্রজাপতৌ ॥ ২৬ ॥
মৃত্যৌ পায়ুং বিসর্গঞ্চ যথাস্থানং বিনির্দ্দিশেৎ।
দিক্ষু শ্রোত্রং স নাদেন স্পর্শেনাধ্যাত্মনি ত্বচম্ ॥ ২৭॥
রূপাণি চক্ষুষা রাজন্ জ্যোতিষ্যভিনিবেশয়েৎ।
অপ্সু প্রচেতসা জিহ্বাং ঘ্রেয়ৈর্ঘ্রাণং ক্ষিতৌ ন্যসেৎ ॥

অন্বয়ঃ—সবক্তব্যাং (বক্তব্যসহিতাং) বাচম্ অগ্নৌ (ন্যসেৎ), শিল্পং (অদানাদিরূপং ব্যাপারম্) করৌ অপি ইন্দ্রে (ন্যসেৎ), গত্যা (গমনক্রিয়য়াসহ) পদানি বয়সি (কালাত্মকে বিষ্টৌ ন্যসেৎ), রত্যা (আনন্দেন) সহ উপস্থম্ (উপস্থেন্দ্রিয়ং) প্রজাপতৌ (ন্যসেৎ), মৃত্যৌ পায়ুং (তদিন্দ্রিয়ং) বিসর্গং চ (পায়ুকার্য্যঞ্চ) যথাস্থানং বিনির্দ্দিশেৎ। সঃ (আত্মবান্ জনঃ) নাদেন (শব্দেন সহ) শ্রোত্রং দিক্ষু স্পর্শং ত্বচং (স্পর্শেন কার্য্যেন সহ ত্বচম্ ইন্দ্রিয়ম্) অধ্যাত্মনি (বায়ৌ বিনির্দ্দিশেৎ) (হে) রাজন্, চক্ষুষা (সহ) রূপাণি (তত্তদ্বিষয়ভূতানি) জ্যোতিষি (সূর্য্যে তদধিদৈবতে) অভিনিবেশয়েৎ (বিলয়ং ভাবয়েৎ), প্রচেতসা (বরুণেন অধিদৈবতেন সহ) জিহ্বাম্ (রসনেন্দ্রিয়ম্) অপ্সু (রসরূপাসু অভিনিবেশয়েৎ) ঘ্রাণং (ঘ্রাণশব্দেনাশ্বিনোরপ্যুপলক্ষণম্ অশ্বিভ্যাং সহ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং) ঘ্রেয়ৈঃ (গন্ধৈরুপলক্ষিতায়াং) ক্ষিতৌ ন্যসেৎ ॥ ২৬-২৮ ॥

অনুবাদ—তাহার পরে বাক্যের সহিত বাগিন্দ্রিয়কে অগ্নিতে, শিল্পসহ করদ্বয়কে ইন্দ্রে, গতির সহিত পদদ্বয়কে বিষ্ণুতে, রতির সহিত উপস্থকে প্রজাপতিতে লয় এবং বিসর্গের সহিত পায়ুকে যথাস্থানে বিন্যাস করাইবে। শব্দের সহিত শ্রোত্রকে দিকসকলে, স্পর্শের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়কে বায়ুতে, চক্ষুর সহিত রূপকে তেজে, বরুণের সহিত জিহ্বাকে জলে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়সহ ঘ্রাণকে ভূমিতে বিলীন করাইবে ॥ ২৬-২৮ ॥

বিশ্বনাথ—স্থূলশরীরস্য লয়মুক্ত্বা লিঙ্গশরীরলয়মাহ,—বাচমিতি। ইন্দ্রিয়াণাং তদ্বিষয়াণাঞ্চ প্রবর্ত্তকত্বেন দেবতাস্বেবাত্র লয় উক্তঃ। বয়সি বিষ্ণৌ। যথাস্থানং স্থানমনতিক্রম্য তত্তৎ স্থানং স্পৃষ্ট্বা বিনির্দ্দিশেৎ। প্রথমং ইমাং বাচমগ্নৌ বিলাপয়ামীতি প্রযুঞ্জীত। ততোঽভিনিবেশয়েদিত্যন্বয়ঃ। স জ্ঞানী নাদেন সহেত্যর্থঃ। অধ্যাত্মনি বায়ৌ, জ্যোতিষি সূর্য্যে। প্রকৃষ্টং চেতো যত্র স প্রচেতা মধুরাদিরসস্তেন সহ জিহ্বাং অপ্সু জলাধিষ্ঠাতরি বরুণে। ঘ্রেয়ৈর্বিবিধগন্ধৈঃ সহ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং ক্ষিতৌ ক্ষীয়তে লীয়তেঽত্রেতি ক্ষিতিস্তদাধিষ্ঠাতৃদেবতা তস্যামশ্বিনোরিত্যর্থঃ ॥ ২৬-২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্থূল শরীরের লয় বলিয়া লিঙ্গ শরীরের লয় বলিতেছেন—'বাচম্', অর্থাৎ বাক্ শক্তিকে অগ্নিতে ইত্যাদি। ইন্দ্রিয় এবং তাহার বিষয়সকলের প্রবর্ত্তকত্বরূপে দেবতাতে লয় বলা হইয়াছে। 'বয়সি'—বলিতে বিষ্ণুতে (গতিশক্তিসহিত পদদ্বয়কে লয় করাইবে)। 'যথাস্থানং'—বলিতে সেই সেই স্থান স্পর্শ করিয়া নির্দ্দেশ করিবে। প্রথমতঃ এই বাক্‌শক্তিকে অগ্নিতে লয় করিতেছি, এইরূপ বলিয়া পরে 'অভিনিবেশয়েৎ'—লয় করাইবে, এই অন্বয়। 'সঃ নাদেন'—সেই জ্ঞানী ব্যক্তি শব্দের সহিত শ্রোত্রকে দিক্‌সকলে। 'অধ্যাত্মনি'—বায়ুতে স্পর্শ-সহিত ত্বগিন্দ্রিয়কে লয়প্রাপ্ত করাইবে। 'জ্যোতিষি' —সূর্য্যে চক্ষুর সহিত রূপকে। 'প্রচেতসা'—প্রকৃষ্ট চিত্ত যেখানে, তাহা প্রচেতা, মধুরাদি রস, তাহার সহিত অর্থাৎ বরুণের সহিত জিহ্বাকে জলাধিষ্ঠাতা বরুণে অর্থাৎ জলে লয় করিবে। 'ঘ্রেয়ৈঃ'—বিবিধ গন্ধের সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে 'ক্ষিতৌ'—যেখানে সমস্ত কিছু লয়প্রাপ্ত হয় ক্ষিতি, তাহাতে, অর্থাৎ তাহার অধিষ্ঠাতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ে বিলীন করাইবে—এই অর্থ ॥ ২৬-২৮ ॥

———

মনো মনোরথৈশ্চন্দ্রে বুদ্ধিং বোধ্যৈঃ কবৌ পরে।
কর্ম্মাণ্যধ্যাত্মনা রুদ্রে যদহংমমতাক্রিয়া।
সত্ত্বেন চিত্তং ক্ষেত্রজ্ঞে গুণৈর্বৈকারিকং পরে ॥ ২৯ ॥

অপ্সু ক্ষিতিমপো জ্যোতিষ্যদো বায়ৌ নভস্যমুম্ ।
কূটস্থে তচ্চ মহতি তদব্যক্তেঽক্ষরে চ তৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—মনোরথৈঃ (ব্যাপারৈঃ সহ) মনঃ চন্দ্রে (ন্যসেৎ), বোধ্যৈঃ (বিষয়ৈঃ সহ) বুদ্ধিং পরে (শ্রেষ্ঠে) কবৌ (ব্রহ্মণি ন্যসেৎ), অধ্যাত্মনা (অহঙ্কারেণ সহ) কর্ম্মাণি (দেহাদ্যভিমানরূপাণি) রুদ্রে (তদধিদৈবতে ন্যসেৎ), যৎ (যস্মাৎ অহঙ্কারাৎ দেহাদৌ) অহং মমতাক্রিয়া (ভবতীতি শেষঃ); সত্ত্বেন (চেতনয়া সহ) চিত্তং ক্ষেত্রজ্ঞে (ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞকে জীবে ন্যসেৎ), গুণৈঃ (গুনকার্য্যৈঃ প্রাগবশিষ্টৈঃ দেবৈঃ সহ) বৈকারিকং (ভোক্তৃত্বাদিবিকারবন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং) পরে (নির্ব্বিকারে ব্রহ্মণি প্রবিলাপয়েৎ) অপ্সু ক্ষিতিং (ন্যসেৎ), অপঃ জ্যোতিষি (ন্যসেৎ), অদঃ (জ্যোতিঃ) বায়ৌ (ন্যসেৎ), অমুং (বায়ুং) নভসি (তৎকারণভূতে আকাশে ন্যসেৎ) তৎ চ (আকাশং) কূটস্থে (অহং তত্ত্বে ন্যসেৎ) ; তৎ (কূটস্থং) মহতি (মহত্তত্ত্বে ন্যসেৎ) ; তৎ (মহত্তত্ত্বম্) অব্যক্তে (প্রধানে ন্যসেৎ), তৎ চ (অব্যক্তং চ) অক্ষরে (পরমাত্মনি ন্যসেৎ) ॥ ২৯-৩০ ॥

অনুবাদ—এবং অভিলাষের সহিত মনকে চন্দ্রে, বোধ্য বিষয়ের সহিত বুদ্ধিকে পরব্রহ্মে, অহংতা-মমতাক্রিয়ানির্ব্বাহক অহঙ্কারের সহিত কর্ম্মসমূহকে রুদ্রে, চেতনার সহিত চিত্তকে ক্ষেত্রজ্ঞে এবং গুণাভিমানী দেবগণের সহিত বিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রজ্ঞকে নির্ব্বিকার পরব্রহ্মে, পৃথিবীকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে, সেই আকাশকে কূটস্থ অহংতত্ত্বে, অহংতত্ত্বকে মহত্তত্ত্বে মহত্তত্ত্বকে প্রধানে, প্রধানকে পরমাত্মাতে লয় করাইবে ॥ ২৯-৩০ ॥

বিশ্বনাথ—মনোরথৈর্মননীয়ৈর্বিষয়ৈঃ বোধ্যৈ র্বুদ্ধিবিষয়ৈঃ পরে কবৌ ব্রহ্মণি। অধ্যাত্মনা অহঙ্কারেণ সহ কর্ম্মাণি তদ্বিষয়ান্ রুদ্রে, যদ্‌যস্মাদহংমমতাপূর্ব্বিকা ক্রিয়া ভবতি তস্মিন্ রুদ্রে। সত্ত্বেন চেতনয়া সহ ক্ষেত্রজ্ঞে চিত্তাধিষ্ঠাতরি বাসুদেবে। গুণৈর্গুণকার্য্যৈর্দেবৈঃ সহেতি বাসুদেবস্য গুণকার্য্যত্বাভাবাত্তদিতরৈরিত্যর্থঃ। বৈকারিকং জীবং পরে ব্রহ্মণি। ননু তদপি কথমদ্বয়ব্রহ্মজ্ঞানং স্যাৎ সমষ্টিতত্ত্বানাং পৃথিব্যাদীনাং বর্ত্তমানত্বাদিতি চেত্তেষামপি যথোদ্ভবং লয়ং জ্ঞাতবত এবেত্যাহ,—অপ্সিতি। অদো জ্যোতিঃ অমুং বায়ুং তচ্চ নভঃ কূটস্থেঽহঙ্কারে। তঞ্চ কূটস্থং মহতি মহত্তত্ত্বে তদব্যক্তে প্রধানে তদক্ষরে পরমাত্মনি ॥ ২৯-৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনোরথৈঃ'—মননীয় বিষয়ের সহিত মনকে চন্দ্রে, 'বোধ্যৈঃ'—বোধ্য বিষয়ের সহিত বুদ্ধিকে 'পরে কবৌ'—শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মে, 'অধ্যাত্মনা'—অহঙ্কারের সহিত কর্ম্মসকলকে তদ্বিষয় রুদ্রে লয় করাইবে। যেহেতু এই রুদ্র হইতে 'আমি, আমার' ইত্যাদি জ্ঞানপূর্ব্বক ক্রিয়া হইয়া থাকে। 'সত্ত্বেন'—চেতনা সহ চিত্তকে 'ক্ষেত্রজ্ঞে'—অর্থাৎ চিত্তের অধিষ্ঠাতা বাসুদেবে। 'গুণৈঃ'—গুনকার্য্য দেবগণের সহিত, ইহা বলায় বাসুদেবের গুণকার্য্যত্বের অভাবহেতু তদিতর দেবগণের সহিত, এই অর্থ। 'বৈকারিকং'—বিকারপ্রাপ্ত জীবকে নির্ব্বিকার পরব্রহ্মে লয় করাইবে। যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলেও কিপ্রকারে অদ্বয় জ্ঞান হইতে পারে সমষ্টিতত্ত্ব পৃথিবী প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিতে? তাহাতে তাহাদেরও যথোদ্ভব (অর্থাৎ যেখান হইতে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতে) লয় বুঝিতে হইবে, ইহা বলিতেছেন—অপ্সু ইত্যাদি, অর্থাৎ পৃথিবীকে জলে, জলকে তেজে, 'অদঃ'—বলিতে জ্যোতি, অর্থাৎ তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে, আকাশকে কূটস্থ অহঙ্কারতত্ত্বে, 'তচ্চ'—সেই কূটস্থ অহঙ্কারতত্ত্বকে মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্বকে 'অব্যক্তে'—প্রধানে (প্রকৃতিতে), এবং প্রধানকে 'অক্ষরে'—অর্থাৎ পরমাত্মাতে লয় করাইবে ॥ ২৯-৩০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
সপ্তমে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-সপ্তমস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার সপ্তমস্কন্ধের সজ্জন-সঙ্গত দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭।১২ ॥

মধ্ব—
পরঃ কবির্বৃহস্পতিঃ।
চিত্তং হিরণ্যগর্ভে তু বিলাপ্য পরমাত্মনি।
ক্ষেত্রজ্ঞান্যে লাপয়েচ্চ ততোনান্যৎ স্মরেদ্বুধঃ।
ইতি চ॥ ২৯॥

ইত্যক্ষরতয়াত্মানং চিন্মাত্রমবশেষিতম্।
জ্ঞাত্বাহদ্বয়োহথ বিরমেদ্দগ্ধযোনিরিবানলঃ॥৩১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে আশ্রমধর্ম্মো দ্বাদশোহধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—ইতি (এবং কৃতে) অক্ষরতয়া চিন্মাত্রম্ অবশেষিতম্ আত্মানং জ্ঞাত্বা (সম্যগ্ বিজ্ঞায়) অথ অদ্বয়ঃ (একাত্মভাবঃ সন্) দগ্ধযোনিঃ (দগ্ধকাষ্ঠঃ) অনলঃ ইব বিরমেৎ (নিরতঃ স্যাৎ)॥ ৩১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে দ্বাদশোহধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—এইভাবে সকল উপাধির লয় হইলে, অবশিষ্ট চিন্মাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে অক্ষরস্বরূপে অবগত হও দ্বৈতরহিত হইয়া দগ্ধকাষ্ঠ অগ্নির ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিরত হইবে॥ ৩১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

মধ্ব—আত্মানং পরমাত্মানং অদ্বয়স্ততোহন্যৎ স্মৃতিবর্জ্জিতঃ। দগ্ধযোনির্যথানল ইতি কৃত্যাভাবমাত্রম্।
ন হরিং স্মরতঃ কৃত্যং দগ্ধেন্ধনহুতাশবৎ॥
ইতি চ॥ ৩১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ—
কল্পস্ত্বেবং পরিব্রজ্য দেহমাত্রাবশেষিতঃ।
গ্রামৈকরাত্রবিধিনা নিরপেক্ষশ্চরেন্মহীম্॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সাধক যতির ধর্ম্ম এবং অবধূতের ইতিহাসকীর্ত্তনদ্বারা সাধকের সিদ্ধাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীনারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট পূর্ব্ব অধ্যায়ে অন্যান্য আশ্রমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়া এই অধ্যায়ে যতিধর্ম্ম কহিতেছেন,—বানপ্রস্থাবলম্বনে জ্ঞানাভ্যাসে সমর্থব্যক্তি দেহমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া প্রব্রজ্যায় গমন করিবেন। নিরপেক্ষ হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন, দিগবসন অথবা কৌপীনমাত্র স্বীকার, ব্যবহারিক জনসঙ্গ ত্যাগ, দণ্ডভিন্ন অন্যান্য পরিত্যক্ত চিহ্ন আপৎকাল বিনা অস্বীকার, ভিক্ষুক, অনপাশ্রয়, আত্মারাম সর্ব্বভূতসুহৃৎ, শান্ত, নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া একাকী বিচরণ, পরব্রহ্মানুগত আত্মদর্শন, নিশ্চিত মৃত্যু বা অনিশ্চিত জীবন—কোনটীকেই অভিনন্দন না করিয়া উপযুক্ত কালাপেক্ষা, অসচ্ছাস্ত্রে অনাসক্তি, নক্ষত্রবিদ্যাদি দ্বারা জীবিকার্জ্জনপন্থাবর্জ্জন, বাগ্‌বিতণ্ডাযুক্ত তর্কপন্থা-ত্যাগ, নিরপেক্ষতা, প্রলোভনাদি দ্বারা বহুশিষ্য-অকরণ, বহুগ্রন্থকলাভ্যাস বর্জ্জন, শাস্ত্রব্যাখ্যাদি দ্বারা জীবিকার্জ্জন-পন্থা-ত্যাগ, মঠাদি আরম্ভশূন্যতা ইত্যাদি সাধক যতিলক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া সিদ্ধ পরমহংসলক্ষণ কীর্ত্তনমুখে বলিতেছেন যে, যে যতি—শান্ত ও সমচিত্ত, তিনি তাঁহার ইচ্ছামত লোকসংগ্রহার্থ নিয়মাদিধারণ অথবা বর্জ্জন করিতেও পারেন। পরমহংসের বহির্লিঙ্গ অব্যক্ত, কেবল

আত্মানুসন্ধানমাত্র ব্যক্ত। তিনি পণ্ডিত হইয়াও মূকের ন্যায় এবং বুদ্ধিমান্ হইয়াও উন্মত্ত ও বালকের ন্যায়। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীনারদ, প্রহলাদ ও অজাগর-ব্রতী এক মুনির উপাখ্যান-বর্ণন দ্বারা পরমহংসের লক্ষণ বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিলেন। পরমহংস নিত্যানিত্য বিবেকসম্পন্ন, আত্মেন্দ্রিয়-সুখভোগেচ্ছা-রহিত হইয়া সর্ব্বদা ভগবৎসেবা-সুখতৎপর, শরীর-রক্ষার্থ নিশ্চেষ্ট, যদৃচ্ছালাভে পরিতৃপ্ত, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব বা দ্বৈতভাবশূন্য এবং বিধি ও নিষেধের অতীত। তিনি কখনও বা কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, আবার কখনও বা অন্যের ইচ্ছায় বিষয় স্বীকার করিতেও পারেন। তাঁহার ভগবৎপ্রীত্যর্থ চেষ্টা ভোগী, মনোধর্ম্মী, বিষয়ী জীবের অক্ষজ-বিচারের বিষয়ীভূতা নহে।

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদ উবাচ,—কল্পঃ (তুর্য্যাশ্রমানুষ্ঠানসমর্থঃ, জ্ঞানাভ্যাসসমর্থঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তম্ অনুসন্দধৎ) পরিব্রজ্য (সন্ন্যস্য) দেহমাত্রাবশেষিতঃ (দেহমাত্রেণ অবশিষ্টঃ, তদ্রক্ষোপযোগিবস্তুতিরিক্তং পরিত্যজ্য) গ্রামৈকরাত্রবিধিনা (একৈকস্মিন্ গ্রামে একৈকাং রাত্রিং নয়েৎ ইতি বিধিনা) নিরপেক্ষঃ (বিষয়াভিলাষশূন্যঃ সন্) মহীং চরেৎ (পৃথিবীং পরিভ্রমেৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—জ্ঞানাভ্যাসে সমর্থ ব্যক্তি এই প্রকারে সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া প্রতিগ্রামে একরাত্রি অবস্থান-বিধিক্রমে বিষয়াভিলাষশূন্য হইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিবে॥১

বিশ্বনাথ—

ত্রয়োদশে যতের্দ্ধর্ম্মস্তস্য চাজগরী পরা।
দশাবধূত-প্রহলাদসংবাদেনৈব বর্ণ্যতে ॥ ০ ॥

এবং ধ্যাত্বাহকল্পশ্চেদনশনাদিকং কুর্য্যাৎ। আন্বীক্ষিক্যাং কল্পস্ত্বেবং ধ্যাত্বা পরিব্রজ্য চরেদিতি সম্বন্ধঃ। তস্য ধর্ম্মানাহ,—গ্রামৈকরাত্রেতি ত্রিভিঃ॥১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যতির ধর্ম্ম এবং তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ আজগরী বৃত্তি অবধূত ও প্রহলাদের সংবাদের দ্বারাই বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে রোগাদিবশতঃ জ্ঞানাভ্যাসে অসমর্থ হইলে অনশনাদির দ্বারা দেহত্যাগ করিবে, ইহা বলা হইয়াছে। আর যদি জ্ঞানাভ্যাসে সমর্থ হন, তবে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে চিন্তা করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক বিচরণ করিবেন—এই অন্বয়। তাহার ধর্ম্ম বলিতেছেন—'গ্রামৈকরাত্রবিধিনা' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে ॥১

বিভৃয়াদ্‌যদ্যসৌ বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্।
ত্যক্তং ন লিঙ্গাদ্দণ্ডাদেরন্যং কিঞ্চিদনাপদি ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—অসৌ (সন্ন্যাসী) যদি বাসঃ বিভৃয়াৎ (তর্হি) পরং (কেবলং) কৌপীনাচ্ছাদনং (গুহ্যাচ্ছাদনযোগ্যং বাসঃ বিভৃয়াৎ) অনাপদি (ন আপদি ইতি অনাপদি আপদ্ ব্যতিরিক্তে সময়ে) লিঙ্গাদ্দণ্ডাদেঃ (পরিব্রাজক চিহ্নাৎ) অন্যৎ ত্যক্তং কিঞ্চিৎ (বস্তু চ ন বিভৃয়াৎ, আপদে দেহসংরক্ষার্থং কম্বলৌষধশয্যাদেস্ত্যক্তস্যাপি গ্রহণে ন দোষঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—বসন পরিধান করিলে কেবল গুহ্যাচ্ছাদনযোগ্য বস্ত্র ধারণ করিবেন। অনাপৎকালে দণ্ড প্রভৃতি পরিব্রাজক-চিহ্ন ব্যতীত পরিত্যক্ত অন্য কোন বস্তু ধারণ করিবেন না ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ত্যক্তং ব্যবহারিকজনসঙ্গং ন বিভৃয়াৎ। লিঙ্গদণ্ডাদিকাদন্যদ্বস্তুপি ন। অনাপদীতি—আপদি তু দেহরক্ষার্থং ত্যক্তমপি ধারয়েৎ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্যক্তং'—ব্যবহারিক জনসঙ্গাদি করিবেন না, পরিব্রাজকের চিহ্ন দণ্ডাদি ব্যতীত পরিত্যক্ত অন্য কোন বস্তুও ধারণ করিবেন না। 'অনাপদি'—কিন্তু আপৎকালে দেহরক্ষার নিমিত্ত পরিত্যক্ত বস্ত্র (কম্বল, ঔষধ, শয্যাদি) গ্রহণ করিতে পারেন ॥ ২ ॥

এক এব চরেদ্ভিক্ষুরাত্মারামোহনপাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বভূতসুহৃচ্ছান্তো নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভিক্ষুঃ (ভিক্ষান্নোপজীবী) আত্মারামঃ সর্ব্বভূতসুহৃৎ শান্তঃ নারায়ণপরায়ণঃ অনপাশ্রয়ঃ (রাজাদ্যাশ্রয়রহিতঃ সন্) একঃ এব চরেৎ (ভ্রমেৎ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সন্ন্যাসী ভিক্ষোপজীবী, আত্মারাম, আশ্রয়হীন, সর্ব্বভূতের সুহৃদ্, শান্ত এবং নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া বিচরণ করিবেন ॥ ৩ ॥

পশ্যেদাত্মন্যদো বিশ্বং পরে সদসতোঽব্যয়ে।
আত্মানঞ্চ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সদসন্ময়ে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সদসতঃ পরে (কার্য্যকারণাত্মক প্রপঞ্চাতীতে) অব্যয়ে (ক্ষয়শূন্যে) আত্মনি অদঃ বিশ্বং পশ্যেৎ, (তথা) সদসন্ময়ে (প্রপঞ্চে) সর্ব্বত্র পরং ব্রহ্ম আত্মানং চ পশ্যেৎ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—সন্ন্যাসী কার্য্যকারণাত্মক প্রপঞ্চাতীত অব্যয় আত্মাতে এই বিশ্বদর্শন করিবেন এবং পরব্রহ্ম-স্বরূপ আত্মাকে জগতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত দর্শন করিবেন ॥৪॥

বিশ্বনাথ—সদসতঃ পরে কার্য্যকারণব্যতিরিক্তে ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সদসতঃ পরে'—সৎ ও অসৎ, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণাত্মক প্রপঞ্চের অতীত পরমাত্মাতে এই বিশ্ব দর্শন করিবেন ॥ ৪ ॥

মধ্ব—আত্মনি পরমাত্মনি ॥ ৪ ॥

———

সুপ্তিপ্রবোধয়োঃ সন্ধ্যাবাত্মনো গতিমাত্মদৃক্।
পশ্যন্ বন্ধঞ্চ মোক্ষঞ্চ মায়ামাত্রং ন বস্তুতঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—সুপ্তিপ্রবোধয়োঃ সন্ধৌ (সুষুপ্তৌ হি তমসাবৃতম্ আত্মতত্ত্বং, জাগ্রৎ স্বপ্নয়োস্তু বিক্ষিপ্তং প্রকাশতে সন্ধৌ তু ন তমঃ নাপি বিক্ষেপঃ অতঃ তদা) আত্মদৃক্ (আত্মানং লক্ষীকৃত্য স্থিতঃ সন্) আত্মনঃ গতিং (তত্ত্বং) পশ্যন্ (অতএব) বন্ধং মোক্ষং চ মায়ামাত্রম্ (অবিদ্যয়া দেহাদ্যধ্যাসেন কল্পিতং) ন বস্তুতঃ (ইতি চ পশ্যন্ আত্মানং পরং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র পশ্যেৎ ইতি অনুষঙ্গঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সুষুপ্তি ও জাগরণের সন্ধিসময়ে যতি ব্যক্তি আত্মাতে অবস্থিত হইয়া আত্মতত্ত্ব দর্শনপূর্ব্বক বন্ধন ও মোক্ষকে মায়া-মাত্র ও অবাস্তবিক বিবেচনা করিয়া সর্ব্বত্র পরব্রহ্ম দর্শন করিবেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—সুপ্তে সুষুপ্তে হি তমসাবৃতমাত্মতত্ত্বং জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োস্তু বিক্ষিপ্তং প্রকাশতে সন্ধৌ তু ন তমো নাপি বিক্ষেপঃ। অতস্তদা আত্মদৃক্ আত্মানং লক্ষ্মীকৃত্য স্থিতঃ সন্নাত্মনো গতিং তত্ত্বং পশ্যন্ অতএব বন্ধং মোক্ষঞ্চ মায়ামাত্রং পশ্যন্ আত্মানং পরং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র পশ্যেদিত্যন্বয়ঃ। তদুক্তং যোগগ্রন্থে—"নিদ্রাদৌ জাগরস্যান্তে যো ভাব উপজায়তে। তং ভাবং ভাবয়ন্নিত্যং মুচ্যতে নেতরো যতিঃ ॥" ইতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুপ্তি-প্রবোধয়োঃ'—সুপ্তি বলিতে সুষুপ্তি দশায় আত্মতত্ত্ব তমসাচ্ছন্ন থাকে, জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে বিক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু সুষুপ্তি ও জাগরণ এই দুই অবস্থার সন্ধিসময়ে তমঃ বা বিক্ষেপ কিছুই থাকে না। সেইজন্য তৎকালে আত্মদর্শী যোগী, 'আত্মনঃ গতিম্'—আত্মার গতি বলিতে তত্ত্ব, অর্থাৎ তখন নিজ স্বরূপ অনুভবের জন্য সচেষ্ট হইবেন। অতএব বন্ধ ও মোক্ষ এই উভয়ই মায়ামাত্র জানিয়া সর্ব্বত্র পরব্রহ্ম দর্শন করিবেন—এই অন্বয়। যেমন যোগগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—"নিদ্রাদৌ জাগরস্যান্তে" ইত্যাদি, অর্থাৎ নিদ্রার পূর্ব্বে ও জাগরণের পর যে ভাব চিত্তে উৎপন্ন হয়, তাহা নিত্য চিন্তা করিয়া যোগী মুক্ত হন, কিন্তু অপরে নহে (অর্থাৎ নিদ্রাকালে ও নিদ্রোত্থিত হইয়া যোগী ভগবানের স্মরণ করেন, সেই ভগবানের নিত্য চিন্তাতেই তিনি মুক্ত হন।) ॥ ৫ ॥

———

নাভিনন্দেদ্ধ্রুবং মৃত্যুমধ্রুবং বাস্য জীবিতম্।
কালং পরং প্রতীক্ষেত ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(যথা অজ্ঞঃ জনঃ) ধ্রুবং (নিশ্চিতমপি) মৃত্যুং (দুঃখানুভবদশায়াম্ অভিবাঞ্ছতি সুখানুভবাবস্থায়াং তু) অধ্রুবম্ (অপি) জীবিতম্ (অভিনন্দতি তথা) অস্য (দেহস্য) ধ্রুবং (নিশ্চিতম্ অপি) মৃত্যুং ন অভিনন্দেৎ তথা অধ্রুবম্ অপি জীবিতং নাভিনন্দেৎ) পরং (কেবলং) ভূতানাং প্রভাবাপ্যয়ং (প্রভবঃ অপ্যয়শ্চ যস্মাৎ তং) কালম্ (এব) প্রতীক্ষেত (প্রতিপালয়েৎ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—দেহের নিশ্চিত মৃত্যু এবং অনিশ্চিত জীবনকে অভিনন্দিত করিবে না, এবং প্রাণীদিগের জন্মনাশহেতু কাল প্রতীক্ষা করিবে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—অস্য দেহস্য ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্য'—এই দেহের (নিশ্চিত মৃত্যু ও জন্ম জানিয়া সাধক উহাদের আদর করিবেন না।) ॥ ৬ ॥

———

নাসচ্ছাস্ত্রেষু সজ্জেত নোপজীবেত জীবিকাম্ ।
বাদবাদাংস্ত্যজেৎ তর্কান্ পক্ষং কঞ্চ ন সংশ্রয়েৎ ॥৭

অন্বয়ঃ—অসচ্ছাস্ত্রেষু (অনাত্মপরেষু নাটকাদিষু) ন সজ্জেত (আসক্তঃ ন ভবেৎ) জীবিকাং ন উপজীবেত (শাস্ত্রেণ জীবিকাং ন সম্পাদয়েৎ), বাদবাদান্ জল্পবিতণ্ডাদিনিষ্ঠান্) তর্কান্ ত্যজেৎ ; কং চ পক্ষং ন সংশ্রয়েৎ (নির্ব্বন্ধেন ন আশ্রয়েৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অনাত্ম-শাস্ত্রে আসক্ত হইবে না, শাস্ত্রের দ্বারা জীবিকা সম্পাদন করিবে না, জল্পাদিনিষ্ঠ তর্ক পরিত্যাগ করিবে, এবং কোন পক্ষ আশ্রয় করিবে না ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, কমপি পক্ষং ন সংশ্রয়েৎ ॥ ৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কঞ্চ পক্ষং'—(পরস্পর বিবাদস্থলে) কোনও পক্ষ আশ্রয় করিবেন না ॥ ৭ ॥

মধ্ব—

অপ্রয়োজনপক্ষং ন সংশ্রয়েৎ ।
নাপ্রয়োজনপক্ষী স্যান্ন বৃথা শিষ্যবন্ধকৃৎ ।
ন চোদাসীনঃ শাস্ত্রাণি ন বিরুদ্ধানি চাভ্যসেৎ ॥
ন ব্যাখ্যয়োপজীবেত ন নিষিদ্ধান্ সমাচরেৎ ।
এবম্ভূতো যতির্যাতি তদেকশরণো হরিম্ ॥
ইতি সমাচারে ॥ ৭-৮ ॥

ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্ ।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(বৃত্তিহেতোঃ) শিষ্যান্ ন অনুবধ্নীত (প্রলোভনবলাদিনা নাপাদয়েৎ), বহূন্ গ্রন্থান ন এব অভ্যসেৎ (সাধনাদ্যনুষ্ঠানং বিনা কেবলং পাণ্ডিত্যলাভার্থং বহুশাস্ত্রাভ্যাসং ন কুর্য্যাৎ ; অতএব গ্রন্থানাং) ব্যাখ্যাং ন উপযুঞ্জীত (অন্যান্ ন পাঠয়েৎ), আরম্ভান্ (মঠাদিব্যাপারান্) ক্বচিৎ (অপি) ন আরভেৎ ॥ ৮॥

অনুবাদ—প্রলোভনাদি দ্বারা বহুশিষ্য সংগ্রহ, বহুশাস্ত্র অভ্যাস, গ্রন্থব্যাখ্যা দ্বারা উপজীবিকা কল্পন, এবং মঠাদি নির্ম্মাণ করিবে না ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—নানুবধ্নীয়াৎ প্রলোভনাদিনা বলান্ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ । আরম্ভান্ মঠাদি-ব্যাপারান্ ॥ ৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন অনুবধ্নীত'—প্রলোভনাদির দ্বারা বলপূর্ব্বক শিষ্য করিবেন না । 'আরম্ভান্'—মঠ প্রভৃতি নির্ম্মাণে আগ্রহ করিবেন না ॥ ৮ ॥

ন যতেরাশ্রমঃ প্রায়ো ধর্ম্মহেতুর্মহাত্মনঃ ।
শান্তস্য সমচিত্তস্য বিভৃয়াদুত বা ত্যজেৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—মহাত্মনঃ শান্তস্য সমচিত্তস্য যতেঃ আশ্রমঃ প্রায়ঃ ধর্ম্মহেতুঃ ন (ভবতি, কিং বহুনা ? বিহিতং দণ্ডাদিলিঙ্গম্ অপি লোকসংগ্রহার্থং) বিভৃয়াৎ (ধারয়েৎ) উত বা (অথবা) ত্যজেৎ ; (অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং বহূদকাদিলিঙ্গমাশ্রিত্য সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং যমান্ নিয়মান্ চ আচরন্ এব জ্ঞানোৎপত্তৌ যতেত, উৎপন্নে তু জ্ঞানে নিয়মৈর্ন কৃত্যমস্তি যমাশ্চ স্বতঃ এব স্যুঃ অতএব অস্য তদা লিঙ্গাদিভিঃ প্রয়োজনভাবাৎ লোকসংগ্রহার্থং ধারয়েৎ বা ত্যজেদিতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—মহাত্মা, শান্ত ও সমচিত্ত যতি ব্যক্তির আশ্রমাচার প্রায়ই ধর্ম্মার্থ হয় না, অতএব আশ্রম-চিহ্নাদি ধারণ বা বর্জ্জন করিবেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—সন্ন্যাসিনাং মধ্যে পরমহংসস্য বিশেষমাহ,—যতেরিতি । যতেরাশ্রমো ন ধর্ম্মপ্রয়োজনকঃ তস্য লক্ষণং শান্তস্যেত্যাদি । প্রায় ইত্যনেন কথঞ্চিৎ কশ্চিদপরিপক্বজ্ঞানস্তু সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং যমনিয়মধর্ম্মাংশ্চাচরেদপি জ্ঞানপরিপাকে তু ন নিয়মৈঃ কৃত্যমস্তি যমাশ্চ স্বতএব স্যুঃ । অতস্তদা লিঙ্গাদিভিঃ প্রয়োজনাভাবাল্লোকসংগ্রহার্থং ধারয়েৎ ত্যজেদ্বা ইতি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সন্ন্যাসিগণের মধ্যে পরমহংসদিগের বিশেষ বলিতেছেন—'ন যতেঃ' ইত্যাদি, পরমহংস সাধুর সন্ন্যাস আশ্রম প্রায় ধর্ম্ম পালনের নিমিত্ত হয় না, তাঁহার বিশেষ লক্ষণ হইতেছে যে তিনি শান্ত ও সমচিত্ত হইয়া থাকেন । 'প্রায়'—ইহা বলায় কোন অপরিপক্ব জ্ঞানী সত্ত্ব-শুদ্ধির নিমিত্ত যম, নিয়মাদি ধর্ম্মের আচরণ করিলেও জ্ঞান পরিপক্ব হইলে আর নিয়মাদির প্রয়োজন থাকে না, স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার সংযম হইয়া যায় । অতএব তখন পরিব্রাজক চিহ্নাদির প্রয়োজন না থাকায় লোকসংগ্রহের জন্য উহা ধারণ করিবেন, বা ত্যাগ করিবেন ॥ ৯ ॥

অব্যক্তলিঙ্গো ব্যক্তার্থো মনীষ্যুন্মত্তবালবৎ।
কবির্মূকবদাত্মানং স দৃষ্ট্যা দর্শয়েন্নৃণাম্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—অব্যক্তলিঙ্গঃ (অব্যক্তং ন বহির্ব্যক্তং লিঙ্গং চিহ্নং যস্য সঃ) ব্যক্তার্থঃ (ব্যক্তঃ অর্থঃ প্রয়োজনম্ আত্মানুসন্ধানং যস্য সঃ) সঃ মনীষী (অপি) উন্মত্তবালবৎ (উন্মত্তবৎ বালবৎ অজ্ঞবচ্চ তথা) কবিঃ (বাগ্মী অপি) নৃণাং (সমীপে) আত্মানং মূকবৎ দৃষ্ট্যা দর্শয়েৎ (তে তং যথোন্মত্তাদিরূপং মন্যেরন্ তথা বর্ত্তেত) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—তিনি অব্যক্তচিহ্ন ও ব্যক্তপ্রয়োজন হইয়া মনীষী হইলেও নরচক্ষুতে উন্মত্ত বালকবৎ, বাগ্মী হইলেও মূকবৎ আপনাকে প্রদর্শন করিবেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—স চ যোগভ্রংশপরিহারার্থমেবস্তুতো ভবেদিত্যাহ,—ন বহির্ব্যক্তং লিঙ্গং যস্য সঃ, ব্যক্তোঽর্থঃ প্রয়োজনমাত্মানুসন্ধানং যস্য সঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তখন তিনি যোগভ্রংশ-পরিহারের নিমিত্ত এইরূপ হইবেন, ইহা বলিতেছেন—'অব্যক্তলিঙ্গঃ', বাহিরে ব্যক্ত হয় নাই লিঙ্গ বলিতে আশ্রমচিহ্ন যাঁহার, অর্থাৎ বাহিরে কোনও আশ্রমচিহ্ন ধারণ না করিলেও, 'ব্যক্তার্থঃ'—ব্যক্ত হইয়াছে অর্থ বলিতে আত্মানুসন্ধানরূপ প্রয়োজন যাঁহার (সেই মনীষী সাধু লোকের সমীপে উন্মত্ত বা বালকের মত অবস্থান করিবেন।) ॥ ১০ ॥

———

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
প্রহ্লাদস্য চ সংবাদং মুনেরাজগরস্য চ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অত্র অপি (স্বমাহাত্ম্যাচ্ছাদনেনাবস্থানেঽপি) প্রহলাদস্য চ আজগরস্য চ (অজগরবৃত্তেশ্চ) মুনেঃ সংবাদং (সংবাদরূপং) পুরাতনম্ ইমম্ ইতিহাসম্ উদাহরন্তি (দৃষ্টান্তত্বেন বুধাঃ দর্শয়ন্তি ইত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে পণ্ডিতগণ প্রহলাদ ও অজগরবৃত্তি মুনি-বিষয়ক একটি পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—আজগরস্য অজাগরবৃত্তেঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আজগরস্য'—এই বিষয়ে প্রহলাদ ও অজাগরবৃত্তি মুনির (দত্তাত্রেয়ের) সংবাদ-রূপ একটি পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি ॥ ১১ ॥

———

তং শয়ানং ধরোপস্থে কাবের্য্যাং সহ্যসানুনি।
রজস্বলৈস্তনূদেশৈর্নিগূঢ়ামলতেজসম্ ॥ ১২ ॥
দদর্শ লোকান্ বিচরন্ লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া।
বৃতোঽমাত্যৈঃ কতিপয়ৈঃ প্রহ্লাদো ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥১৩

অন্বয়ঃ—(কদাচিৎ) লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া (লোকানাং প্রাণিনাং তত্ত্বস্য সাধুত্বলক্ষণস্য বিবিৎসয়া বেদিতুম্ ইচ্ছয়া) কতিপয়ৈঃ অমাত্যৈঃ বৃতঃ ভগবৎপ্রিয়ঃ প্রহলাদঃ লোকান্ বিচরন্ (সন্) কাবের্য্যাং (কাবেরী-নদীতীরে) সহ্যসানুনি (সহ্যাখ্যস্য পর্ব্বতস্য সানুনি) ধরোপস্থে (ভুমৌ) শয়ানং রজস্বলৈঃ (রজোভিঃ ধূসরৈঃ) তনূদেশৈঃ (দেহাবয়বৈঃ) নিগূঢ়ামলতেজসং (নিগূঢ়ম্ অমলং তেজঃ যস্য তং) তং (মুনিং) দদর্শ (দৃষ্টবান্) ॥ ১২-১৩ ॥

অনুবাদ—কোন সময়ে ভগবৎপ্রিয় প্রহলাদ লোকতত্ত্ব-পরিজ্ঞানেচ্ছায় অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া সকল লোকে বিচরণ করিতে করিতে কাবেরী-নদীর তীরে সহ্যাদ্রিতটে ধূলিধূসরিততনু ও গুপ্তবিমলতেজাঃ সেই মুনিকে ধরাপৃষ্ঠে শায়িত দেখিলেন ॥ ১২-১৩ ॥

বিশ্বনাথ—সহ্যনাম্নঃ পর্ব্বতস্য সানৌ। তনূদেশৈঃ তন্ববয়বৈঃ ॥ ১২-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সহ্যসানুনি'—সহ্য পর্ব্বতের তটে। 'তনূদেশৈঃ'—তাঁহার শরীরের উপর ধূলি পড়িয়া নির্ম্মল তেজ লুক্কায়িত ছিল ॥ ১২-১৩ ॥

———

কর্ম্মণাকৃতিভির্বাচা লিঙ্গৈর্বর্ণাশ্রমাদিভিঃ।
ন বিদন্তি জনা যং বৈ সোঽসাবিতি ন বেতি চ ॥১৪

অন্বয়ঃ—জনাঃ কর্মণা আকৃতিভিঃ (কর্ম্মভিঃ দেহচিহ্নৈঃ চ) বাচা বর্ণাশ্রমাদিভিঃ লিঙ্গৈঃ (চিহ্নৈঃ) যং বৈ সঃ অসৌ ইতি ন বা ইতি চ ন বিদন্তি (ন জানন্তি তং দদর্শ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—লোকসমূহ তাঁহাকে কর্ম্ম, আকৃতি,

বাক্য এবং বর্ণাশ্রমাদির চিহ্ন দ্বারা ইনি সেই কিনা, তাহা জানিতে পারে নাই ॥ ১৪ ॥

তং নত্বাভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ পাদয়োঃ শিরসা স্পৃশন্ ।
বিবিৎসুরিদমপ্রাক্ষীন্মহাভাগবতোঽসুরঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—তং বিধিবৎ অভ্যর্চ্চ্য (পূজয়িত্বা) পাদয়োঃ শিরসা স্পৃশন্ নত্বা (ততঃ তত্ত্বং) বিবিৎসুঃ (জ্ঞাতুম্ ইচ্ছুঃ) মহাভাগবতঃ অসুরঃ (প্রহলাদঃ) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) অপ্রাক্ষীৎ (পৃষ্টবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—মহাভাগবত প্রহলাদ আজগর মুনিকে যথাবিধি অর্চ্চনপূর্ব্বক মস্তকদ্বারা তাঁহার পদদ্বয় স্পর্শ করতঃ তত্ত্ব-পরিজ্ঞানেচ্ছায় এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—জনাস্তজ্জন্মভূমি-নিবাসিনোঽপি, বিবিৎসুঃ বিবিদিষুঃ। মহাভাগবত ইতি মহাভাগবতত্বাদেব স্বচিত্তকর্ষণলিঙ্গেনৈব তং মহানুভাবং নিশ্চিত্যৈবেতি ভাবঃ ॥ ১৪-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জনাঃ'—তাঁহার জন্মভূমি-নিবাসী জনগণও তাঁহাকে জানিতে পারে নাই। 'বিবিৎসুঃ'—প্রহলাদ তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া। 'মহাভাগবতঃ'—প্রহলাদ নিজে মহাভাগবত, এই-জন্য স্বচিত্তের আকর্ষণ-চিহ্নের দ্বারাই, তাঁহাকে মহানুভাব বলিয়া নিশ্চয় করতঃ (প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন।) ॥ ১৪-১৫ ॥

বিভর্ষি কায়ং পীবানং সোদ্যমো ভোগবান্ যথা ॥১৬
বিত্তঞ্চৈহোদ্যমবতাং ভোগো বিত্তবতামিহ ।
ভোগিনাং খলু দেহোঽয়ং পীবা ভবতি নান্যথা ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—সোদ্যমঃ (উদ্যমশীলঃ) ভোগবান্ যথা পীব্যানং (স্থূলং) কায়ং (দেহং) (বিভর্ত্তি তথা ত্বম্ উদ্যমাদিরহিতঃ অপি পীবানং কায়ং) বিভর্ষি, ইহ (লোকে) উদ্যমবতাম্ এব বিত্তং চ (ভবতি), বিত্ত-বতাম্ (এব) ভোগঃ (ভবতি), ভোগিনাং খলু অয়ং দেহঃ (পাঞ্চভৌতিকত্বাৎ দেহঃ) পীবা (অতিস্থূলঃ) ভবতি, অন্যথা (ভোগং বিনা পীবা) ন (ভবতি) ॥ ১৬-১৭ ॥

অনুবাদ—আপনি উদ্যমশীল ভোগবান্ ব্যক্তির ন্যায় স্থূলদেহ ধারণ করিতেছেন। এই সংসারে উদ্যমশীলেরই ধন, ধনবানের ভোগ ও ভোগিব্যক্তির এইপ্রকার স্থূলদেহ হইয়া থাকে ; নতুবা হয় না ॥ ১৬-১৭ ॥

বিশ্বনাথ—পীবানং স্থূলম্। ন চ স্বভাবেনৈব মৎকায়ঃ পীবেতি বাচ্যমিত্যাহ,—উদ্যমবতাং বিত্তং, বিত্তবতাং ভোগঃ, ভোগবতামেব দেহঃ পীবেতি পীবত্ব-স্যাদিকারণমুদ্যম এব, ন তু স্বভাব ইত্যর্থঃ ॥১৬-১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পীবানং'—স্থূল (আপনি উদ্যমশীল ভোগবান্ ব্যক্তির ন্যায় স্থূলদেহ ধারণ করিয়াছেন)। 'স্বভাবতঃই আমার শরীর স্থূল'—এরূপ বলিতে পারেন না, কারণ এই জগতে উদ্যম-শীলেরই ধন, ধনবানের ভোগ এবং ভোগী ব্যক্তিরই এইপ্রকার স্থূলদেহ হইয়া থাকে, অতএব স্থূলদেহের কারণ উদ্যম, কিন্তু স্বভাব নহে, এই অর্থ ॥১৬-১৭॥

ন তে শয়ানস্য নিরুদ্যমস্য
ব্রহ্মন্ নু হার্থো যত এব ভোগঃ ।
অভোগিনোঽয়ং তব বিপ্র দেহঃ
পীবা যতস্তদ্বদ নঃ ক্ষমঞ্চেৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, (হে) বিপ্র, নিরুদ্যমস্য শয়ানস্য তে (তব) অর্থঃ (বিত্তং) ন (অস্তি), যতঃ এব নু (ইতি নিশ্চয়ে) হ (প্রসিদ্ধৌ) ভোগঃ (ভবতি), অভোগিনঃ (ভোগরহিতস্য) তব অয়ং দেহঃ যতঃ (কারণাৎ) পীবা (স্থূলঃ) ক্ষমং (অস্মাকং শ্রোতুং যোগ্যং) চেৎ (তর্হি) নঃ (অস্মাকং সমীপে) তৎ বদ (কথয়) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, হে বিপ্র, নিরুদ্যম ও শায়িত আপনার ভোগসাধন অর্থ নাই, অথচ ভোগ-রহিত আপনার এই দেহ স্থূল হইয়াছে, যদি আমাদের শ্রবণযোগ্যতা থাকে, তাহা হইলে বলুন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে ইতিবন্মোদ্যমাদিকমনুমীয়তামিতি চেত্তত্রাহ,—নেতি। নু নিশ্চয়ে, হ স্পষ্টং, হে বিপ্রেতি ব্রহ্মতেজসৈব বিপ্রত্বস্যাবগমাৎ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—'দেবদত্ত স্থূল-

কায়. দিনে ভোজন করে না' (অর্থাৎ রাত্রিতে ভোজন করে)—এই অর্থাপত্তির ন্যায় আমারও উদ্যমাদি অনুমান করিতে পার। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'ন তে শয়ানস্য', অর্থাৎ আপনি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শয়ন করিয়া আছেন ইত্যাদি। 'নু'—নিশ্চয় অর্থে, 'হ'—স্পষ্টার্থে। 'হে বিপ্র!'—হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মতেজের দ্বারাই আপনার বিপ্রত্ব অনুমিত হইতেছে ॥ ১৮ ॥

কবিঃ কল্পো নিপুণদৃক্ চিত্রপ্রিয়কথঃ সমঃ।
লোকস্য কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম শেষে তদ্বীক্ষিতাপি বা ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—কবিঃ (বিদ্বান্) কল্পঃ (দক্ষঃ) নিপুণদৃক্ (চতুরঃ) চিত্রপ্রিয়কথঃ (চিত্রাঃ প্রিয়াঃ লোকরঞ্জনাঃ কথাঃ যস্য সঃ) (তথাপি) লোকস্য কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ (সতঃ) তদ্বীক্ষিতা অপি বা (তৎ সর্ব্বং পশ্যন্ অপি) সমঃ (উদাসীনঃ সন্) শেষে (শয়নং করোষি তত্র কিংকারণম্ ইতি তৎ বদ ইতি শেষঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—আপনি বিদ্বান, দক্ষ, চতুর এবং বিচিত্র প্রিয়বাদী কর্ম্মচেষ্টাবান্ লোকদিগকে দেখিয়াও নিরুদ্যম্ হইয়া কি কারণে শয়ান আছেন ? ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—কিমেবং তে বিচারেণ ইতি চেৎ ত্বদ্দেহে সামুদ্রক-সল্লক্ষণদৃষ্ট্যা কবিত্বকল্পত্বাদিকমনুমায় ত্বয়া স্বং কৃতার্থীকর্ত্তুং কমপ্যালাপামৃতমিচ্ছামীত্যাহ,—কবিরিতি। কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ কর্ম্মোদ্যমবন্তং লোকমনাদৃত্য তমপশ্যন্নেব শেষে শয়নং করোষি তস্য বীক্ষিতা কৌতুকেন তং পশ্যন্নেব বা ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তোমার এ-সকল বিচারের কি প্রয়োজন ? তাহার উত্তরে—আপনার দেহে সামুদ্রিক সল্লক্ষণের দ্বারা কবিত্ব, দক্ষত্বাদি অনুমান করিয়া, আপনার দ্বারা নিজেকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত আপনার কোনও কথামৃত শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছি, ইহা বলিতেছেন—'কবিঃ', অর্থাৎ আপনি জ্ঞানী, কর্ম্মদক্ষ, চতুর, লোকরঞ্জক কথা বিস্তার করিতে সমর্থ ইত্যাদি। 'কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ' —লোকে কর্ম্ম করিতেছে, ইহা যেন না দেখিয়াই তাহাদের অনাদরপূর্ব্বক শয়ন করিয়া আছেন, অথবা —কৌতুকবশতঃ উহা দেখিয়াও উদ্যমহীন হইয়া শয়ন করিয়া আছেন—ইহার কি কারণ, বলুন ॥১৯॥

শ্রীনারদ উবাচ—

স ইত্থং দৈত্যপতিনা পরিপৃষ্টো মহামুনিঃ।
স্ময়মানস্তমভ্যাহ তদ্বাগমৃতযন্ত্রিতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—দৈত্যপতিনা (প্রহলাদেন) ইত্থম্ (এবম্প্রকারং) পরিপৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) স মহামুনিঃ (আজগরঃ) তদ্বাগমৃতযন্ত্রিতঃ (তস্য বাক্ এব অমৃতং তেন যন্ত্রিতঃ বশীকৃতঃ সন্) স্ময়মানঃ (ঈষৎ হাস্যযুক্তঃ সন্) তম্ অভ্যাহ (তৎ প্রতি উত্তরং দত্তবান্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—দৈত্যপতি প্রহলাদ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত এবং তাঁহার বাক্যামৃতে বশীকৃত হইয়া, সেই মহামুনি ঈষৎ হাস্যসহকারে প্রহলাদকে বলিলেন ॥ ২০ ॥

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ—

বেদেদমসুরশ্রেষ্ঠ ভবান্ নন্বার্য্যসম্মতঃ।
ঈহোপরময়োর্নৃণাং পদান্যধ্যাত্মচক্ষুষা ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ,—(হে) অসুরশ্রেষ্ঠ, ননু আর্য্যসম্মতঃ (আর্য্যাণাং জ্ঞানিনাং সম্মতঃ) ভবান্ অধ্যাত্মচক্ষুষা (অন্তর্দৃষ্ট্যা) ইদং (লোকচরিতং) বেদ (জানাত্যেব, তথা) নৃণাম্ ঈহোপরময়োঃ (প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যোঃ) পদানি (স্থানানি চ বেদ জানাতি) ॥২১॥

অনুবাদ—শ্রীব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে অসুরশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণের পূজ্য, তুমি অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা এই লোকচরিত্র এবং মানবগণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-বিষয়সকলও অবগত আছ ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—অধ্যাত্মচক্ষুষা অন্তর্দৃষ্ট্যা ইদং ভবান্ বেদৈব। কিং ঈহোপরময়োঃ সকামত্বনিষ্কামত্বয়োঃ পদানি স্থানানি ফলানীত্যর্থঃ। ভোগার্থমুদ্যমৈর্দেহং পুষ্টীকুর্ব্বতাং লোকানাং দুঃখং যদ্যহং নাজ্ঞাস্যং তদা উদ্যমমহমপ্যকরিষ্যমিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধ্যাত্মচক্ষুষা'—অন্তর্দৃষ্টিতে তুমি এ সকল অবগতই আছ। তাহা কি ? তাহাতে

বলিতেছেন—'ঈহোপরময়োঃ পদানি', মানুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সকল ফলই, এই অর্থ। ভোগার্থে উদ্যমের দ্বারা দেহ পুষ্টিকারী লোকদের দুঃখ যদি আমি না জানিতাম, তবে আমিও উদ্যম করিতাম—এই ভাব ॥ ২১ ॥

———

যস্য নারায়ণো দেবো ভগবান্ হৃদ্গতঃ সদা।
ভক্ত্যা কেবলয়াঽজ্ঞানং ধুনোতি ধ্বান্তমর্কবৎ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—কেবলয়া (অনন্যপ্রয়োজনয়া) ভক্ত্যা (হেতুভূতয়া) ভগবান্ নারায়ণঃ দেবঃ সদা যস্য (ভবতঃ) হৃদ্গতঃ (সন্) অর্কবৎ (সূর্য্যঃ ইব) অজ্ঞানং ধ্বান্তম্ (অজ্ঞানরূপম্ অন্ধকারম্) ধুনোতি (নাশয়তি স ভগবান্ ইদং বেদ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—কেবলা ভক্তিদ্বারা ভগবান্ নারায়ণ তোমার হৃদ্মধ্যস্থ হইয়া সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বদা তোমার অজ্ঞান অন্ধকার নাশ করিতেছেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—বেদেত্যত্র হেতুঃ—যস্যেতি। কেবলয়া জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রয়া ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি যে জান, ইহার কারণ 'যস্য' ইত্যাদি, অর্থাৎ যে তোমার অন্তরে ভগবান্ নারায়ণ বর্ত্তমান থাকিয়া, 'কেবলয়া'—জ্ঞান ও কর্ম্মাদির দ্বারা অমিশ্রিত তোমার কেবলা ভক্তির দ্বারাই (সকল অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিতেছেন।) ॥ ২২ ॥

———

তথাপি ব্রূমহে প্রশ্নাংস্তব রাজন্ যথাশ্রুতম্।
সম্ভাষণীয়ো হি ভবানাত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, (যদ্যপি ভবান্ সর্ব্বং বেদ) তথা অপি যথাশ্রুতং তব প্রশ্নান্ ব্রূমহে (প্রশ্নানাম্ উত্তরাণি বদামি), হি (যস্মাৎ) আত্মনঃ (অন্তঃকরণস্য) শুদ্ধিম্ ইচ্ছতা (জনেন) ভবান্ সম্ভাষণীয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তথাপি তোমার প্রশ্নসকলের যথাশ্রুত উত্তর বলিতেছি; যেহেতু আত্মশুদ্ধিকামী তুমি আমার সম্ভাষণযোগ্য ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—অতো ময়া ত্বং সম্মাননীয় এবেত্যতঃ সর্ব্বত্র মৌনবতাপি ত্বয়ি মৌনমনাদৃত্যৈবোচ্যতে ইত্যাহ,—তথাপীতি। যদ্যপি ভবান্ বেদৈব অথাপীতি যথাশ্রুতং ন তু স্বকপোলকল্পিতম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব আমা কর্ত্তৃক তুমি সম্মাননীয়ই, এইহেতু সর্ব্বত্র মৌন থাকিলেও, তোমাতে মৌন ভঙ্গ করিয়াই বলিব, ইহা বলিতেছেন—'তথাপি', যদিও তুমি জানই, তথাপি তোমার প্রশ্নের উত্তর, 'যথাশ্রুতং'—যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি তদ্রূপ বলিতেছি, কিন্তু উহা স্বকপোল-কল্পিত নহে ॥ ২৩ ॥

———

তৃষ্ণয়া ভববাহিন্যা যোগ্যৈঃ কামৈরপূর্য্যয়া।
কর্ম্মাণি কার্য্যমাণোঽহং নানা-যোনিষু যোজিতঃ ॥২৪

অন্বয়ঃ—যোগ্যৈঃ কামৈঃ অপূর্য্যয়া (পূরয়িতুম্ অশক্যয়া) ভববাহিন্যা (জন্মপরম্পরা-কারিণ্যা) তৃষ্ণয়া কর্ম্মাণি কার্য্যমাণঃ অহং (পূর্ব্বং) নানাযোনিষু যোজিতঃ (প্রবেশিতঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—উপযুক্তভোগেও অপূরণী সংসারপ্রবাহকারিণী তৃষ্ণা দ্বারা কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইয়া আমি পূর্ব্বে নানাযোনিতে প্রবেশিত হইয়াছিলাম ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—যদহং নিরুদ্যমোঽস্মি তত্র কারণং শৃণ্বিত্যাহ,—তৃষ্ণয়েতি ত্রিভিঃ। ভবসম্বন্ধিন্যা বাহিন্যা নদ্যেতি যথা নদ্যা অন্তো দুষ্প্রাপঃ তৃষ্ণয়া অপি। কিঞ্চ, নদী ইন্দ্রেণ বৃষ্যমাণৈরম্বুভিঃ পূর্য্যতে, ইয়ন্তু ব্রহ্মণাপি বৃষ্যমাণৈঃ কামৈর্ন পূর্য্যত ইত্যাহ,—যোগ্যৈরিতি। যথা চ নদ্যা বাহিতোঽর্থস্তৃণ-কাষ্ঠপাষাণ-কণ্টকাদিষু যোজ্যতে, তথৈবাহমপি নানাযোনিষু, যথা চ নদ্যা গ্রাহ-কচ্ছপাবর্ত্তাদিভির্ভীষয়িত্বা তৎপরিত্রাণায় নানাসাধনানি কার্য্যন্তে, তথৈবাহমপি কর্ম্মাণি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে নিমিত্ত আমি নিরুদ্যম, তদ্বিষয়ে কারণ শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'তৃষ্ণয়া' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। 'ভববাহিন্যা তৃষ্ণয়া'—সংসার-প্রবাহের হেতুস্বরূপ অপূরণীয় ভোগতৃষ্ণার দ্বারা, যেমন নদীর অন্ত দুষ্প্রাপণীয়, তেমনি তৃষ্ণারও। আরও, নদী ইন্দ্রের বারিবর্ষণে পূর্ণ হয়, কিন্তু এই তৃষ্ণারূপিণী নদী ব্রহ্মার কাম-বর্ষণেও কখন পূর্ণ হয় না, ইহা বলিতেছেন—'যোগ্যৈঃ', যথোপযুক্ত ভোগেও অপূরণীয়। যেমন নদীর স্রোতে প্রবাহিত বস্তু তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ ও কণ্টকাদিতে যুক্ত হয়,

তদ্রূপ আমিও নানা যোনিতে যোজিত হইয়াছি (জন্মগ্রহণ করিয়াছি)। আরও, যেমন নদী গ্রাহ, কচ্ছপ, আবর্ত্তনাদির দ্বারা ভয় প্রদর্শন করতঃ তাহার পরিত্রাণের জন্য নানা সাধন (চেষ্টা) করায়, তদ্রূপ আমিও সংসারভয়ে ভীত হইয়া নানা কর্ম্ম করিয়াছি ॥ ২৪ ॥

যদৃচ্ছয়া লোকমিমং প্রাপিতঃ কর্ম্মভির্ভ্রমন্।
স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং তিরশ্চাং পুনরস্য চ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—কর্ম্মভিঃ যদৃচ্ছয়া ভ্রমন্ (অহং) স্বর্গাপবর্গয়োঃ দ্বারং (পুণ্যেন স্বর্গস্য দ্বারং সাধনং, জ্ঞানভক্তিভ্যাম্ অপবর্গস্য দ্বারং তথা পাপেন) তিরশ্চাং (শূকরাদি-যোনের্দ্বারং পুণ্যপাপমিশ্রেণ কর্ম্মণা) পুনঃ (সম্প্রতি) অস্য চ (মনুষ্যলোকস্য চ দ্বারম্) ইমং লোকং (মনুষ্যদেহং) প্রাপিতঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—আমি যদৃচ্ছাক্রমে কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই তৃষ্ণাকর্ত্তৃক স্বর্গাপবর্গ ও তির্য্যগ্‌যোনির দ্বার এই মনুষ্যদেহ সম্প্রতি প্রাপ্ত হইয়াছি ॥২৫

বিশ্বনাথ—যথা চ নদ্যা কদাচিৎ চতুষ্পথসৈকতদেশমপি প্রাপ্যতে তথৈবাহমপি সাম্প্রতমিমং লোকং নৃশরীরং, কীদৃশং? পুণ্যেন স্বর্গস্য দ্বারং সাধনম্। জ্ঞানভক্তিভ্যামপবর্গস্য, পাপেন তিরশ্চাং শূকরাদিযোনেরপি পুণ্যপাপাভ্যাং চকারাত্তদ্ভোগান্তে চ পুনরপ্যস্য নৃজন্মনোঽপি দ্বারম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেমন নদী কখনও চতুষ্পথ, বালুময় স্থানও প্রাপ্ত করায়, তদ্রূপ আমিও কর্ম্মবশে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে সম্প্রতি 'ইমং লোকং'—এই মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। কিরূপ এই মনুষ্যশরীর? তাহাতে বলিতেছেন—পুণ্যের দ্বারা স্বর্গের দ্বারস্বরূপ, জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা অপবর্গের এবং পাপের দ্বারা তির্য্যক্ শূকরাদি যোনির দ্বারস্বরূপ। 'পুনঃ অস্য চ'—এখানে 'চ'-কার প্রয়োগের দ্বারা পুণ্য ও পাপহেতু সেই সেই ফল ভোগের পর পুনরায় এই মনুষ্যজন্মেরও দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

তত্রাপি দম্পতীনাঞ্চ সুখায়ান্যাপনুত্তয়ে।
কর্ম্মাণি কুর্ব্বতাং দৃষ্ট্বা নিবৃত্তোঽস্মি বিপর্য্যয়ম্ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—তত্র অপি (মনুষ্যজন্মন্যপি) সুখায় অন্যাপনুত্তয়ে চ (অন্যস্য দুঃখস্য অপনুত্তয়ে নিবৃত্তয়ে চ) কর্ম্মাণি কুর্ব্বতাং দম্পতীনাং বিপর্য্যয়ং (দুঃখপ্রাপ্তিরূপং) দৃষ্ট্বা (সর্ব্বেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ) নিবৃত্তঃ অস্মি (সংসারবিরক্তঃ ভবামি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—এই মনুষ্যজন্মেও সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তির জন্য কর্ম্মকারী স্ত্রীপুরুষদিগের দুঃখপ্রাপ্তিরূপ বিপর্য্যয় দেখিয়া কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি ॥ ২৬॥

বিশ্বনাথ—অত্রাপি মনুষ্যত্বেঽপি। অন্যাপনুত্তয়ে দুঃখনিবৃত্ত্যৈ বিপর্য্যয়ং দুঃখমেব দৃষ্ট্বা নিবৃত্তোঽস্মি কর্ম্মমাত্রেভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অত্রাপি'—এই মনুষ্যদেহেও, 'অন্যাপনুত্তয়ে'—সুখ লাভ এবং দুঃখ পরিহার করিবার নিমিত্ত, 'বিপর্য্যয়ং'—(অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের কর্ম্মবিষয়ে) বিপর্য্যয় দেখিয়া নিবৃত্ত হইয়াছি, অর্থাৎ কর্ম্মমাত্র হইতেই নিবৃত্ত হইয়াছি, এই অর্থ ॥ ২৬ ॥

সুখমস্যাত্মনো রূপং সর্ব্বেহোপরতিস্তনুঃ।
মনঃসংস্পর্শজান্ দৃষ্ট্বা ভোগান্ স্বপ্স্যামি সংবিশন্ ॥

অন্বয়ঃ—সুখং (হি) অস্য (জীবস্য) আত্মনঃ রূপং (স্বরূপম্ এব) সর্ব্বেহোপরতিঃ (সর্ব্বক্রিয়ানিবৃত্তিঃ) তনুঃ (তনোতীতি তনুঃ অস্য সুখস্য প্রকাশিকা), (সর্ব্বক্রিয়ানিবৃত্তৌ সুখং প্রকাশতে ইত্যর্থঃ) ভোগান্ মনঃসংস্পর্শজান্ (মনোরথমাত্রজান্) দৃষ্ট্বা সংবিশন্ (তিষ্ঠন্ প্রারব্ধান্ ভোগান্ ভুঞ্জানঃ এব) স্বপ্স্যামি (স্বপিমি নিরুদ্যমঃ অস্মি ইত্যর্থঃ) ॥২৭॥

অনুবাদ—জীবের স্বরূপই সুখ, সর্ব্বক্রিয়ানিবৃত্তিই উহার প্রকাশক এবং ভোগসমূহকে সংকল্পজমাত্র জানিয়া নিরুদ্যমে শায়িত আছি ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মণা কদাচিৎ সুখং স্যাদপি সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্ত্যা কিং স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—সুখমস্য জীবস্য মম স্বরূপমেব, তর্হি কিং ন প্রকাশতে? তত্রাহ,—সর্ব্বেতি। সর্ব্বা ঈহাঃ কর্ম্মাণি তদ্ধেতু-তৃষ্ণা চ। তাসাং উপরতিরেব তনুঃ, তনুং বিনা যথা সুখং নোপ-

লভ্যতে তথা তামপি বিনেত্যর্থঃ। ভোগাংস্তু প্রাকৃতান্ মনঃস্পর্শজান্ মনোরথমাত্রজান্ ক্ষণভঙ্গুরান্ দৃষ্ট্বা তত্রারুচিরেব সংবিশন্ স্বাভাবিকানশ্বরাত্মসুখমুপভুঞ্জানঃ স্বপ্স্যামি স্বপিমি বৈতৃষ্ণ্যাদি-দিব্যকুসুম-শয্যায়ামিতি স্বস্য পীনত্বে সুখভোগ এব হেতুরুক্তঃ,—নির্ব্বৃতিঃ পুষ্টীকরণানামিতি বৈদ্যকোক্তেঃ ; যদ্বা, স্বপ্স্যামি সম্প্রত্যপি তৃষ্ণাভাসস্যানিবৃত্ত্যা যদ্যপি সম্যগাত্মসুখানুপলম্ভস্তথাপি পঞ্চভির্দিনৈস্তস্যাপি নিবৃত্ত্যা সম্যক্‌সংবিশন্ শয়িষ্য ইত্যর্থঃ। "সং বেশঃ স্বাপস্ত্রীরতবন্ধয়োঃ" ইতি মেদিন্যুক্তেরত্র সামান্যত এবোপভোগবাচী সংবেশ-শব্দো জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, কর্ম্মের দ্বারা কখন সুখও হইয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বকর্ম্মের নিবৃত্তি হইতে কি লাভ হইবে ? তাহাতে বলিতেছেন—'সর্ব্বেহোপরতিঃ'—সকল প্রকার 'ঈহা' বলিতে কর্ম্মসমূহ এবং তাহার হেতু তৃষ্ণা (বিষয়বাসনা), তাহাদের উপরতিই (নিবৃত্তিই) 'তনুঃ'—সুখের প্রকাশিকা, যেমন তনু (শরীর) ব্যতীত সুখের উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ বাসনার নিবৃত্তি ভিন্ন সুখ লাভ হয় না, এই অর্থ। 'মনঃ-সংস্পর্শজান্'—কিন্তু প্রাকৃত ভোগসমূহ মনোরথমাত্র এবং ক্ষণভঙ্গুর, তাহা দেখিয়া তাহাতে অরুচিবশতঃই 'সংবিশন্'—স্বাভাবিক অনশ্বর আত্মসুখ উপভোগ করতঃ, 'স্বপ্স্যামি'—বৈতৃষ্ণ্যাদি দিব্যকুসুম শয্যাতে শয়ন করিয়া আছি। ইহার দ্বারা নিজের স্থূলত্ববিষয়ে সুখভোগই কারণ, ইহা উক্ত হইল। যেমন বৈদ্যকশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—'আনন্দই পুষ্টিকারক' (অর্থাৎ আনন্দ না থাকিলে কখনই দেহাদির পুষ্টি হয় না)। অথবা—'স্বপ্স্যামি', এখনও তৃষ্ণাভাসের অনিবৃত্তিহেতু শয়ন করিয়া আছি (অর্থাৎ নিরুদ্যম হইয়া প্রারব্ধমাত্র ভোগ করিতেছি), যদিও এখন সম্যক্‌প্রকারে আত্মসুখের অনুপলব্ধি, তথাপি পঞ্চ দিনের মধ্যে তাহারও নিবৃত্তির দ্বারা সম্যক্‌রূপে শয়ন করিব, এই অর্থ। মেদিনী অভিধানে উক্ত হইয়াছে—'সংবেশ শব্দের অর্থ নিদ্রা ও স্ত্রীর পারবশ্যতা'। এই স্থলে সাধারণভাবে উপভোগবাচী সংবেশ-শব্দ বুঝিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

ইত্যেতদাত্মনঃ স্বার্থং সন্তং বিস্মৃত্য বৈ পুমান্।
বিচিত্রামসতি দ্বৈতে ঘোরামাপ্নোতি সংসৃতিম্ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—পুমান্ ইতি এতৎ সন্তং (স্বস্মিন্ এব বিদ্যমানং) আত্মনঃ স্বার্থ (স্বরূপভূতং পুরুষার্থং) বিস্মৃত্য বৈ দ্বৈতে অসতি (দুঃখহেতুভূতে নিবিষ্টঃ সন্) ঘোরাং (জন্মমরণাদিভির্ভয়ঙ্করাং) বিচিত্রাং (দেবতির্য্যক্‌নরাদিনানারূপাং) সংসৃতিং (সংসারম্) আপ্নোতি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—এইরূপ আপনাতেই বিদ্যমান আত্ম-পুরুষার্থ বিস্মৃত হওয়াতে অবিদ্যমান দ্বৈতে অভিনিবিষ্ট হইয়া ঘোরতর বিচিত্র সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—এবঞ্চেৎ সর্ব্বেঽপ্যেবং কিমিতি সুখিনো ন স্যুস্তত্রাহ,—ইত্যেতদিতি। স্বার্থং স্বীয়ং সুখরূপমর্থং বিস্মৃত্য দ্বৈতে দুঃখরূপে অসতি দেহাদৌ বস্তুত আত্মনোঽবিদ্যমানেঽপি ; যদ্বা অসতি অসার্ব্বকালিকে ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি এইরূপই হয়, তবে সকলেই কিজন্য সুখী হয় না ? তাহাতে বলিতেছেন—'ইত্যেতৎ' (অর্থাৎ এইভাবে যদিও সুখই আত্মার স্বরূপ এবং আত্মা সঙ্গেই আছেন, তথাপি তাঁহাকে ভুলিয়া মানুষ মিথ্যা দ্বৈতভাবে অজ্ঞানময় সংসারে ভ্রমণ করে)। 'স্বার্থং'—বলিতে নিজের সুখরূপ অর্থ, 'বিস্মৃত্য'—বিস্মৃত হইয়া, 'দ্বৈতে'—দুঃখরূপ অনিত্য দেহাদিতে, বস্তুতঃ 'আত্মনঃ'—পুরুষের দ্বৈত না থাকিলেও (ঘোরতর বিচিত্র সংসার ভোগ করিয়া থাকে)। অথবা—'অসতি', দ্বৈত সর্ব্বদা না থাকিলেও (মিথ্যা দ্বৈতভাবে আসক্ত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করে) ॥ ২৮ ॥

জলং তদুদ্ভবৈশ্ছন্নং হিত্বাজ্ঞো জলকাম্যয়া।
মৃগতৃষ্ণামুপাধাবেৎ তথান্যত্রার্থদৃক্ স্বতঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অজ্ঞঃ (জনঃ যথা) তদুদ্ভবৈঃ (তৃণশৈবালাদিভিঃ) ছন্নং জলং হিত্বা (ত্যক্ত্বা) জলকাম্যয়া (জলস্য ইচ্ছয়া) মৃগতৃষ্ণাং (মরীচিকা তোয়ম্) উপাধাবেৎ তথা (জীবশ্চ) স্বতঃ (পুরুষার্থভূতাৎ আত্মনঃ

সকাশাৎ) অন্যত্র (বিষয়েষু) অর্থদৃক্ (ভবতি, পুরুষার্থং পশ্যন্ আত্মানং হিত্বা বিষয়ান্ উপধাবতি)।।২৯।।

অনুবাদ—আত্মস্বরূপ হইতে অন্যত্র পুরুষার্থদ্রষ্টা জীব বারি-কামনায় জলজাত তৃণাচ্ছন্ন পানীয় পরিহারপূর্ব্বক মরীচিকার প্রতি অজ্ঞবৎ অন্যত্র ধাবিত হয় ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—এতদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি,—জলমিতি। তদুদ্ভবৈর্জল এবোদ্ভূতৈর্ন তু জলাদুদ্ভূতৈস্তৃণশৈবালাদিভিশ্ছন্নমিবাত্মসুখং তত্রোদ্ভূতৈর্মায়িকতৃষ্ণাদিভিশ্ছন্নং হিত্বা স্বতোঽন্যত্র পুরুষার্থং পশ্যন্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্টভাবে বলিতেছেন—'জলম্' ইত্যাদি। 'তদুদ্ভবৈঃ'—জলেই উদ্ভূত, কিন্তু জল হইতে পৃথক্ উদ্ভূত নহে, এমন তৃণ শৈবালাদির দ্বারা আচ্ছন্ন জল ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি জল কামনায়, মৃগতৃষ্ণার প্রতি ধাবমান হয়, তাহার মত যে অজ্ঞ ব্যক্তি আত্মায় সুখ না দেখিয়া, মায়িক তৃষ্ণাদি দ্বারা আচ্ছন্ন অন্য পদার্থে পুরুষার্থ অনুসন্ধান করে, সে মানুষ সংসারাবদ্ধ হয় ॥ ২৯ ॥

দেহাদিভির্দৈবতন্ত্রৈরাত্মনঃ সুখমীহতঃ।
দুঃখাত্যয়ং চানীশস্য ক্রিয়া মোঘাঃ কৃতাঃ কৃতাঃ ॥৩০

অন্বয়ঃ—দৈবতন্ত্রৈঃ (কর্ম্মায়ত্তৈঃ) দেহাদিভিঃ আত্মনঃ (স্বস্য) সুখং দুঃখাত্যয়ং চ (দুঃখস্যাত্যয়ং নিবৃত্তিং চ) ঈহতঃ (ঈহমানস্য ইচ্ছতঃ) অনীশস্য কৃতাঃ কৃতাঃ (পুনঃ পুনঃ আরব্ধাঃ) ক্রিয়াঃ মোঘাঃ (ব্যর্থাঃ ভবন্তি ন সুখজনিকাঃ নাপি দুঃখনিবর্ত্তিকাঃ ভবন্তি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—দৈবাধীন দেহাদি দ্বারা আপনার সুখকামী ও দুঃখপরিহারেচ্ছু নিরীশ্বর ব্যক্তির প্রারব্ধ সকল ক্রিয়াই ব্যর্থ হইয়া যায় ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—বিপর্য্যয়ং দৃষ্ট্বেতি যদুক্তং তদ্বিবৃণোতি,—দেহাদিভিরিতি পঞ্চভিঃ। সুখং দুঃখাত্যয়ঞ্চ ঈহতঃ ঈহমানস্য ক্রিয়াঃ মোঘাঃ নিষ্ফলম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপর্য্যয়ং দৃষ্ট্বা' (২৬ শ্লোক), অর্থাৎ আমার নিরুদ্যম হওয়ার কারণ বিপর্য্যয়দৃষ্টি, ইহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বিবৃত করিতেছেন—'দেহাদিভিঃ', পাঁচটি শ্লোকে। 'সুখং দুঃখাত্যয়ং চ ঈহতঃ'—দৈবাধীন দেহাদির দ্বারা যে ব্যক্তি নিজের সুখ ও দুঃখের নিবৃত্তি বাঞ্ছা করে, সেই নির্দ্দৈব ও অদৃষ্টহীন ব্যক্তির সকল কর্ম্মই নিষ্ফল হয় (অর্থাৎ সুখপ্রদ বা দুঃখ-নিবর্ত্তক কিছুই হয় না) ॥ ৩০ ॥

আধ্যাত্মিকাদিভির্দুঃখৈরবিমুক্তস্য কর্হিচিৎ।
মর্ত্ত্যস্য কৃচ্ছ্রোপনতৈরর্থৈঃ কামৈঃ ক্রিয়েত কিম্ ॥

অন্বয়ঃ—আধ্যাত্মিকাদিভিঃ (আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকৈঃ) দুঃখৈঃ কর্হিচিৎ (কদাচিৎ অপি) অবিমুক্তস্য মর্ত্ত্যস্য (মরণশীলস্য) কৃচ্ছ্রোপনতৈঃ (কৃচ্ছ্রেণ দুঃখেন উপনতৈঃ প্রাপ্তৈঃ) অর্থৈঃ (বিত্তৈঃ) কামৈঃ (বিষয়ৈশ্চ) কিং (কিয়ৎ সুখং) ক্রিয়েত ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বদাই আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ-কর্ত্তৃক অপরিত্যক্ত মরণধর্ম্মী জীবের অতি দুঃখপ্রাপ্ত অর্থ ও কামদ্বারা কি পরিমাণ সুখ হইতে পারে ? ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—যদি কদাচিৎ সফলাঃ স্যুস্তদপি ফলভোগাসামর্থ্যমাহ,—আধ্যাত্মিকাদিভিরিতি। দুঃখসহিতঃ সুখভোগোঽপি নেত্যাহ,—মর্ত্ত্যস্য অকস্মাদেব সম্ভাবিতমৃত্যোঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি কখনও সফলও হয়, তাহা হইলে ফলভোগে অসামর্থ্য বলিতেছেন—'আধ্যাত্মিকাদিভিঃ' ইত্যাদি। দুঃখযুক্ত সুখভোগও তাহার হয় না, ইহা বলিতেছেন—'মর্ত্ত্যস্য'—মরণশীল ব্যক্তির অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটিতে পারে ॥ ৩১ ॥

পশ্যামি ধনিনাং ক্লেশং লুব্ধানামজিতাত্মনাম্।
ভয়াদলব্ধনিদ্রাণাং সর্ব্বতোঽভিবিশঙ্কিনাম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—লুব্ধানাম্ অজিতাত্মনাং ভয়াৎ অলব্ধনিদ্রাণাং (ধনাপহারভয়াৎ ন লব্ধা নিদ্রা যৈ তেষাং) সর্ব্বতঃ (পিতৃপুত্রাদিভ্যঃ অপি) অভিবিশঙ্কিনাম্ (অয়ম্ অপহরিষ্যতীতি শঙ্কাবতাং) ধনিনাং ক্লেশং পশ্যামি ॥

অনুবাদ—লুব্ধ অজিতেন্দ্রিয় অপ্রাপ্তনিদ্র সর্ব্বতোভীত ধনবানদিগের ক্লেশ দেখিতেছি ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবমর্থৈর্ন দুঃখনিবৃত্তিঃ, প্রত্যুত দুঃখাধিক্যমেবেত্যাহ,—পশ্যামীতি ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব অর্থের দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি হয় না, বরং দুঃখাধিক্যই, ইহা বলিতেছেন—

'পশ্যামি' ইত্যাদি (অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ধনিদের নিয়তই ক্লেশ দেখিতেছি।)॥ ৩২॥

রাজতশ্চৌরতঃ শত্রোঃ স্বজনাৎ পশুপক্ষিতঃ।
অর্থিভ্যঃ কালতঃ স্বস্মান্নিত্যং প্রাণার্থবদ্ভয়ম্ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—রাজতঃ (নৃপাৎ) চৌরতঃ শত্রোঃ স্বজনাৎ পশুপক্ষিতঃ অর্থিভ্যঃ (যাচকেভ্যঃ) কালতঃ স্বস্মাৎ নিত্যং প্রাণার্থবদ্ভয়ং (প্রাণবতাম্ অর্থবতাঞ্চ ভীতিঃ বর্ত্ততে)॥ ৩৩॥

অনুবাদ—বলবান্ ও অর্থবান্ লোকদিগের রাজা, চৌর, শত্রু, স্বজন, পশু, পক্ষী, প্রার্থী, কাল এবং আপনা হইতে ভয় সতত বর্ত্তমান আছে॥ ৩৩॥

বিশ্বনাথ—স্বস্মাদিতি স্বত এব কথঞ্চিদ্দান-ভোগ-বিস্মরণাদিনা নাশঃ স্যাদিতি প্রাণেষু অর্থেষু চাসক্তি-মতাং ভয়ং, প্রাণোঽত্র শারীরবলং সম্ভোগাদি-প্রযোজকং জ্ঞেয়ম্। জীবনমাত্রন্তু বিহিতমেব "জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা" ইত্যাদৌ॥ ৩৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বস্মাৎ'—আপনা হইতেই (স্বাভাবিকভাবেই) কোন প্রকার দান ও ভোগাদির বিস্মরণের দ্বারাও নাশ হয়। 'প্রাণার্থবদ্ভয়ম্'—প্রাণ ও অর্থে অসামর্থ্যবান্ ব্যক্তিদের ভয় হয়, 'প্রাণ' বলিতে এখানে শারীরিক বল, যাহা সম্ভোগাদির প্রয়োজক বুঝিতে হইবে। কিন্তু জীবন ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য, যেমন উক্ত হইয়াছে—"জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা" (১।২।১০) অর্থাৎ কামেরও ফল ইন্দ্রিয়প্রীতিমাত্র নহে, কিন্তু যে পরিমাণে জীবনধারণ হইতে পারে, তাবন্মাত্রই কামের ফল। এইরূপ জীবেরও ইহলোক-সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম-কর্ম্ম দ্বারা যে স্বর্গাদি প্রসিদ্ধ আছে, তাবন্মাত্রই তাহার ফল নহে, কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসাই তাহার ফল, ইত্যাদি॥ ৩৩॥

শোকমোহভয়ক্রোধ-রাগক্লৈব্যশ্রমাদয়ঃ।
যন্মূলাঃ স্যুর্নৃণাং জহ্যাৎ স্পৃহাং প্রাণার্থয়োর্বুধঃ॥

অন্বয়ঃ—নৃণাং যন্মূলাঃ (যৌ প্রাণার্থৌ মূলং যেষাং তাদৃশাঃ) শোক-মোহ-ভয়-ক্রোধ-রাগ-ক্লৈব্য-শ্রমাদয়ঃ স্যুঃ বুধঃ (বিবেকী) (তয়োঃ) প্রাণার্থয়োঃ স্পৃহাং জহ্যাৎ (অত্যাগ্রহং পরিহরেৎ)॥ ৩৪॥

অনুবাদ—বিবেকিগণ মনুষ্যদিগের শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ, রাগ, দৈন্য ও শ্রম প্রভৃতির মূলীভূত বল ও অর্থের স্পৃহা পরিত্যাগ করিবে॥ ৩৪॥

বিশ্বনাথ—প্রাণার্থয়োঃ স্পৃহাং জহ্যাদিতি শারীর-বলাধিক্যার্থং ধনাধিকার্থঞ্চ ন যতেত, স্বল্পেনাপি বলেন, স্বল্পেনাপি ধনেন পারমার্থিককৃত্যসিদ্ধেরিতি ভাবঃ॥৩৪

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাণার্থয়োঃ স্পৃহাং জহ্যাৎ'—প্রাণ ও অর্থ, অর্থাৎ শারীরিক বলাধিক্য ও ধনাধিক্যের নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি যত্ন করিবেন না, যেহেতু সামান্য বল ও ধনের দ্বারা পারমার্থিক কৃত্য সিদ্ধ হইতে পারে—এই ভাব॥ ৩৪॥

মধুকারমহাসর্পৌ লোকেঽস্মিন্নো গুরূত্তমৌ।
বৈরাগ্যং পরিতোষঞ্চ প্রাপ্তা যচ্ছিক্ষয়া বয়ম্॥ ৩৫॥

অন্বয়ঃ—অস্মিন্ লোকে মধুকার মহাসর্পৌ (মধুকারঃ মধুমক্ষিকা মহাসর্পঃ অজগরঃ তৌ) নঃ (অস্মাকম্) গুরূত্তমৌ (গুরুষু উত্তমৌ ভবতঃ) যচ্ছিক্ষয়া (যয়োঃ শিক্ষয়া বৃত্তপর্য্যালোচনয়া) বয়ং বৈরাগ্যং পরিতোষং চ প্রাপ্তাঃ॥ ৩৫॥

অনুবাদ—ইহলোকে আমরা যাহাদিগের স্বভাব পর্য্যালোচনদ্বারা বৈরাগ্য ও পরিতোষ প্রাপ্ত হই, সেই মধুমক্ষিকা ও অজগর সর্প আমাদিগের গুরুশ্রেষ্ঠ হই-য়াছে॥ ৩৫॥

বিশ্বনাথ—ননু কস্মাদ্ গুরোরেতত্ত্বয়া শিক্ষিতম্? তত্রাহ,—মধুকারেতি॥ ৩৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—কোন্ গুরুর নিকট হইতে আপনি ইহা শিক্ষা করিয়াছেন? তাহাতে বলিতেছেন—'মধুকার-মহাসর্পৌ' ইত্যাদি (অর্থাৎ মধুকর ভ্রমর ও অজগর সর্প, এই দুইএর নিকট হইতে যথাক্রমে বৈরাগ্য ও পরিতোষ শিক্ষা করি-য়াছি। ইহারা উত্তম গুরু।)॥ ৩৫॥

বিরাগঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ শিক্ষিতো মে মধুব্রতাৎ।
কৃচ্ছ্রাপ্তং মধুবদ্বিত্তং হত্বাপ্যন্যো হরেৎ পতিম্॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—মে (ময়া) মধুব্রতাৎ (মধুকরাৎ) সর্ব্বকামেভ্যঃ (সর্ব্ববিষয়েভ্যঃ) বিরাগঃ শিক্ষিতঃ

(যস্মাৎ) কৃচ্ছ্রাপ্তং (কৃচ্ছ্রেণ আপ্তং প্রাপ্তং) মধুবৎ বিত্তং পতিং (মধুকরং) হত্বা অপি অন্যঃ হরেৎ (ইতি কিং বিত্তেন অনর্থহেতুত্বাৎ যথা মধুব্রতৈঃ কৃচ্ছ্রেণ সঞ্চিতং মধু মধুব্রতান্ হত্বা অন্যঃ হরতি তদ্‌বৎ লোকে অপি একঃ অন্যং হত্বা বিত্তং হরতি ইত্যর্থঃ) ॥

অনুবাদ—আমি মধুমক্ষিকা হইতে সকল বিষয়ে বিরাগ শিক্ষা করিয়াছি, কারণ অন্যে বিত্তস্বামীকে বধ করিয়া মধুতুল্য প্রাপ্ত বিত্ত হরণ করিয়া থাকে ॥৩৬॥

বিশ্বনাথ—মধুমক্ষিকাতঃ শিক্ষিতমাহ,—বিত্তপতিং হত্বাপ্যন্যো বিত্তং হরেদিতি মে বিত্তে বিরাগঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মধুমক্ষিকা হইতে শিক্ষা বলিতেছেন—'বিরাগঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ মধুমক্ষিকার সমীপে সর্ব্বকামনা হইতে বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়াছি)। 'বিত্তপতিং'—অন্য লোক বিত্তপতিকে বধ করিয়াও মধুকরের ন্যায় তাহার অনেক কষ্টে সংগৃহীত মধুরূপ বিত্ত হরণ করে, ইহাতে আমার বিত্তে বিরাগ ॥

অনীহঃ পরিতুষ্টাত্মা যদৃচ্ছোপনতাদহম্।
নো চেচ্ছয়ে বহ্বহানি মহাহিরিব সত্ত্ববান্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—অনীহঃ (নিরুদ্যমঃ) অহং যদৃচ্ছোপনতাৎ (যদৃচ্ছয়া উপনতাৎ দৈবাৎ লব্ধাৎ) পরিতুষ্টাত্মা (পরিতুষ্টঃ আত্মা মনঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ অস্মি), নোচেৎ (যদৃচ্ছোপনতং ন চেৎ তদাপি) সত্ত্ববান্ (ধৈর্য্যবান্ সন্) মহাহিঃ (অজগরঃ) ইব বহ্বহানি (বহূনি দিনানি নিরুদ্যমঃ) শয়ে (শয়ানঃ ভবামি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—আমি নিরুদ্যম ও যদৃচ্ছালাভে পরিতুষ্ট থাকি, নতুবা অজগরের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ হইয়া বহুদিন শয়ান অবস্থায় থাকি ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—অজগরাচ্ছিক্ষিতমাহ,—অনীহ ইতি। শয়ে স্বপিমি সত্ত্ববান্ ধৈর্য্যবান্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অজগরের নিকট শিক্ষা বলিতেছেন—'অনীহ' ইত্যাদি। 'শয়ে'—শয়ন করিয়া থাকি। 'সত্ত্ববান্'—ধৈর্য্যবান্ (অর্থাৎ অজগরের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আমি নিশ্চেষ্ট ও যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকি। কোনও সময় কিছু না পাইলেও ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অজগরের মত শয়ন করিয়া থাকি।) ॥ ৩৭ ॥

ক্বচিদল্পং ক্বচিদ্ভূরি ভুঞ্জেঽন্নং স্বাদ্বস্বাদু বা।
ক্বচিদ্ভূরিগুণোপেতং গুণহীনমুত ক্বচিৎ।
শ্রদ্ধয়োপহৃতং ক্বাপি কদাচিন্মানবর্জ্জিতম্।
ভুঞ্জে ভুক্ত্বাথ কস্মিংশ্চিদ্দিবানক্তং যদৃচ্ছয়া ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অহং) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) অল্পং, ক্বচিৎ ভূরি (বহু ক্বচিৎ), স্বাদু (রসবৎ ক্বচিৎ), অস্বাদু (রসবর্জ্জিতং) বা ক্বচিদ্ ভূরি গুণোপেতং (সৌরভ্যাদি গুণযুক্তম্), উত (অথবা) ক্বচিৎ গুণহীনম্ অন্নং ভুঞ্জে যদৃচ্ছয়া ক্ব অপি শ্রদ্ধয়া উপহৃতম্ (শ্রদ্ধয়া উপহৃতম্ আনীতং), কদাচিৎ (বা) মানবর্জ্জিতং (অশ্রদ্ধোপহৃতং) ভুঞ্জে অথ কস্মিংশ্চিৎ (দিনে) দিবা ভুক্ত্বা নক্তং ভুঞ্জে (কদা ন নক্তং ভুক্ত্বা দিবা ভুঞ্জে) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—কখন অল্প, কখন প্রচুর, কখন সুস্বাদু, অথবা রসহীন কখন সৌরভাদি বহুগুণযুক্ত বা গুণহীন, কদাচিৎ শ্রদ্ধাদত্ত অথবা অশ্রদ্ধাপিত অন্ন ভোজন করি, কখনও বা দিবারাত্র যদৃচ্ছা আহার গ্রহণ করি ॥

ক্ষৌমং দুকূলমজিনং চীরং বল্কলমেব বা।
বসেঽন্যদপি সংপ্রাপ্তং দিষ্টভুক্ তুষ্টধীরহম্ ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—এব দিষ্টভুক্ (প্রারব্ধকর্ম্মফলভোগী) তুষ্টধীঃ (সদা সন্তুষ্টচিত্তঃ) অহং ক্ষৌমং দুকূলম্ অজিনং চীরং বল্কলম্ এব বা অন্যৎ অপি (যদৃচ্ছয়া) সংপ্রাপ্তং বসে (পরিদধে) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—এইরূপে প্রারব্ধ ভোগী ও সর্ব্বদাই সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া ক্ষৌম বসন, দুকূল, মৃগচর্ম্ম, কৌপীন, বল্কল, অথবা যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত অন্য কিঞ্চিৎ পরিধান করি ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—বসে পরিদধে ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বসে'—পরিধান করি (অর্থাৎ কখনও ক্ষৌমবসন, কখনও দুকূল, কখনও মৃগচর্ম্ম, কৌপীন, বল্কল অথবা যা কিছু পাই, তাহাই পরিধান করি) ॥ ৩৯ ॥

কৃচিচ্ছয়ে ধরোপস্থে তৃণপর্ণাশ্মভস্মসু।
কৃচিৎ প্রাসাদপর্য্যঙ্কে কশিপৌ বা পরেচ্ছয়া ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ ধরোপস্থে (ভূপৃষ্ঠে) তৃণপর্ণাশ্মভস্মসু, কৃচিৎ পরেচ্ছয়া প্রাসাদপর্য্যঙ্কে (প্রাসাদমধ্যে পর্য্যঙ্কে) কশিপৌ বা (তুলিকায়াং বা) শয়ে (স্বপিমি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—কখন ধরাক্রোড়ে তৃণ-পত্র-প্রস্তর ভস্মের উপর, কখন অন্যেচ্ছাক্রমে প্রাসাদ-মধ্যে পর্য্যঙ্কের উপর উত্তম শয্যায় শয়ন করি ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ধরোপস্থে ধরাক্রোড়ে,—"উপস্থঃ শেফসি তথা ক্রোড়ে মদনমন্দিরে" ইতি মেদিনী ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধরোপস্থে'—উপস্থ বলিতে ক্রোড়, ধরার ক্রোড়ে অর্থাৎ ভূমিতে (শয়ন করি)। মেদিনী অভিধানে বলা হইয়াছে –'উপস্থ শব্দের অর্থ শেফঃ, ক্রোড়, মদনমন্দির' ইত্যাদি ॥ ৪০ ॥

কৃচিৎ স্নাতোঽনুলিপ্তাঙ্গঃ সুবাসাঃ স্রগ্ব্যলঙ্কৃতঃ।
রথেভাশ্বৈশ্চরে কৃাপি দিগ্বাসা গ্রহবদ্বিভো ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, (প্রহলাদ) কৃচিৎ, কৃচিৎ স্নাতঃ অনুলিপ্তাঙ্গঃ (অনুলিপ্তং চন্দনাদিনাঙ্গং যস্য সঃ) সুবাসাঃ স্রগ্বী (মালাধারীঅ) লঙ্কৃতঃ (বিভুষিতাঙ্গঃ) রথেভাশ্বৈঃ (রথাদিভির্য্যানৈঃ) চরে (সঞ্চরামি) কৃাপি দিগ্বাসাঃ গ্রহবৎ (দিগম্বরঃ এব চরে বিচরামি)॥৪১॥

অনুবাদ—হে বিভো, কখন স্নাত ও অনুলিপ্তাঙ্গ হইয়া মনোহর বসন ও মাল্যাদিদ্বারা বিভুষিত হইয়া রথ, হস্তী অথবা অশ্বে ভ্রমণ করি। কোন সময় গ্রহবৎ দিগম্বর হইয়া ভ্রমণ করি ॥ ৪১ ॥

নাহং নিন্দে ন চ স্তৌমি স্বভাববিষমং জনম্।
এতেষাং শ্রেয় আশাসে উতৈকাত্ম্যং মহাত্মনি ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—অহং স্বভাববিষমং (প্রকৃত্যা গহিতকর্ম্মনিরতং চ) জনং ন নিন্দে (ন নিন্দামি) ন চ স্তৌমি ; এতেষাং (জনানাং সর্ব্বেষাং) শ্রেয়ঃ উত মহাত্মনি (বিষ্ণৌ) ঐকাত্ম্যং বা আশাসে (প্রার্থয়ামি) ॥

অনুবাদ—আমি স্বভাবতঃ বিষম ব্যক্তিকে নিন্দা বা প্রশংসা করি না ; উহাদের মঙ্গল অথবা মহাত্মা বিষ্ণুতে ঐকান্তিকতা প্রার্থনা করিয়া থাকি ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রেয়ো ভক্তিযোগং, তস্য ভগবতঃ সকাশাৎ দুর্ল্লভত্বমাশঙ্ক্যাহ,—উতেতি। ঐকাত্ম্যং মোক্ষং মহাত্মনি পরমাত্মনি ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রেয়ঃ'—(সকলের মঙ্গল কামনা করি), 'শ্রেয়ঃ' বলিতে ভক্তিযোগ, ভগবানের নিকট হইতে উহা দুর্ল্লভ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন —'উত', অথবা পরমাত্মাতে তাহাদের 'ঐকাত্ম্য' বলিতে মোক্ষ কামনা করি ॥ ৪২ ॥

বিকল্পং জুহুয়াচ্চিত্তৌ তাং মনস্যর্থবিভ্রমে।
মনো বৈকারিকে হুত্বা তং মায়ায়াং জুহোত্যনু ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—বিকল্পং (জাতিরূপাদিভেদং) চিত্তৌ (ভেদগ্রাহকমনোবৃত্তৌ) জুহুয়াৎ (ঐক্যং ভাবয়েৎ) তাং (বৃত্তিম্) অর্থবিভ্রমে (অর্থস্য বিভ্রমঃ বিপর্য্যয়ঃ যস্মিন্ তস্মিন্) মনসি (জুহুয়াৎ) মনঃ বৈকারিকে (অহঙ্কারে) হুত্বা অনু (অনন্তরং) তং (অহঙ্কারং মহৎতত্ত্বদ্বারা) মায়ায়াং জুহোতি (জুহুয়াৎ) ॥ ৪৩॥

অনুবাদ—মনোবৃত্তিতে ভেদের ঐক্য চিন্তা করিবে। মনোবৃত্তি সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনে, পরে সেই মনকে অহঙ্কারে, তদনন্তর সেই অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্ব দ্বারা মায়াতে বিলীন করিবে ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবম্ভূতত্বেন যোগিনঃ স্থিতাবুপায়মাহ, —বিকল্পমিতি দ্বাভ্যাম্। বিবিধং কল্পত ইতি বিকল্পো ব্যবহারস্তং চিত্তৌ মনোবৃত্তৌ তত এব তস্য প্রবৃত্তেঃ। তাং মনসি অর্থানাং বিবিধং ভ্রমণং যাতায়াতং যতস্তস্মিন্। বৈকারিকে অহঙ্কারে তং মহতি তঞ্চ মহান্তং মায়ায়াং অত্র তং মহতীতি পদদ্বয়মধ্যাহার্য্যম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে যোগীর অবস্থিত হইবার উপায় বলিতেছেন—'বিকল্পম্' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'বিকল্প' বলিতে যাহা বিবিধ কল্পনা করে, অর্থাৎ ব্যবহার, তাহা মনোবৃত্তিতে ঐক্য ভাবনা করিবে, যেহেতু মনেই তাহার প্রবৃত্তি হয়। সেই মনোবৃত্তিকে 'অর্থবিভ্রমে মনসি'—অর্থসকলের বিবিধ ভ্রমণ বলিতে যাতায়াত যেখানে, সেই মনে লয় করিবে। তারপর সেই মনকে বৈকারিক অহঙ্কারে

লয় করিবে। আবার সেই অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে এবং সেই মহত্তত্ত্ব মায়াতে বিলীন করিবে। এইস্থলে 'তং মহতি'—এই পদদ্বয় অধ্যাহার করিতে হইবে ॥৪৩॥

মধ্ব—চিত্তে মনোবৃত্ত্যভিমানিনে। অর্থবিভ্রমে অর্থেষু ভ্রমমাণে।

চিত্তাখ্যাগ্নেরধীনং হি জগদেতদ্বিচিন্তয়েৎ।
মনোনামেন্দ্রবশগমগ্নিং চ প্রবিচিন্তয়েৎ ॥
ইত্যাদি চ ॥ ৪৩ ॥

আত্মানুভূতৌ তাং মায়াং জুহুয়াৎ সত্যদৃঙ্মুনিঃ।
ততো নিরীহো বিরমেৎ স্বানুভূত্যাত্মনি স্থিতঃ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—মুনিঃ (মননশীলঃ) তাং মায়াম্ আত্মানুভূতৌ (স্বয়ংপ্রকাশে ব্রহ্মণি) জুহুয়াৎ ততঃ সত্যদৃক্ (সত্যম্ এব পরমাত্মানং পশ্যতীতি তথাভূতঃ) স্বানুভূত্যাত্মনি (স্বপ্রকাশাত্মনি) স্থিতঃ নিরীহঃ (সর্ব্বক্রিয়াশূন্যঃ সন্ কৃত্যাৎ) বিরমেৎ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—মননশীল ব্যক্তি ঐ মায়াকে স্ব-প্রকাশ ব্রহ্মে বিলয়পূর্ব্বক সত্যদ্রষ্টা স্বানুভবানন্দে অবস্থিত ও চেষ্টাশূন্য হইয়া কার্য্য হইতে বিরত হইবে ॥ ৪৪ ॥

স্বাত্মবৃত্তং ময়েত্থং তে সুগুপ্তমপি বর্ণিতম্।
ব্যপেতং লোকশাস্ত্রাভ্যাং ভবান্ হি ভগবৎপরঃ ॥৪৫

অন্বয়ঃ—লোকশাস্ত্রাভ্যাং ব্যপেতং (তন্মর্য্যাদারহিতং ন তু তত্ত্বদৃষ্ট্যা) সুগুপ্তম্ অপি স্বাত্মবৃত্তং (স্বস্য আত্মনঃ ইদং বৃত্তং) ময়া তে (তুভ্যম্) ইত্থম্ (এবম্প্রকারং) বর্ণিতং হি (যস্মাৎ) ভবান্—ভগবৎপরঃ (ভগবৎপ্রিয়ঃ ভবতি) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—তুমি ভগবৎপ্রিয়, সেই হেতু লোকও শাস্ত্রমর্য্যাদাশূন্য; এই অতি গুপ্ত আত্ম-বৃত্তান্ত তোমার নিকট এইভাবে বর্ণনা করিলাম ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—লোকশাস্ত্রাভ্যাং ব্যপেতং রহিতমিতি মন্দদৃষ্ট্যা ন তু তত্ত্বদৃষ্ট্যা, কিঞ্চ হীতি যতো ভবান্ ভগবৎপ্রিয়ো মহাভাগবতস্তবানেন প্রয়োজনাভাব ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রয়োদশঃ সপ্তমস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লোকশাস্ত্রাভ্যাং ব্যপেতং'—(আমার নিজের এই বৃত্তান্ত অত্যন্ত গোপনীয় হইলেও তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম।) মন্দদৃষ্টিতে লোক ও শাস্ত্রের বিধান হইতে পৃথক্ মনে হইলেও তত্ত্বদৃষ্টিতে ইহা সেরূপ নয়। 'ভবান্ হি ভগবৎপ্রিয়ঃ' যেহেতু তুমি ভগবানের প্রিয় মহাভাগবত, অতএব তোমার ইহাতে প্রয়োজন নাই, এই ভাব ॥ ৪৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার সপ্তমস্কন্ধে সজ্জন-সম্মত ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭।১৩ ॥

মধ্ব—

অশাস্ত্রীয়ত্বান্মুখতঃ শাস্ত্যপেতমিদং বিদুঃ।
শাস্ত্রনির্ণয়গম্যত্বাচ্ছাস্ত্রীয়মভিধীয়তে ॥
ইতি চ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

ধর্ম্মং পারমহংস্যং বৈ মুনেঃ শ্রুত্বাসুরেশ্বরঃ।
পূজয়িত্বা ততঃ প্রীত আমন্ত্র্য প্রযযৌ গৃহম্ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে যতিধর্ম্মস্ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—অসুরেশ্বরঃ (প্রহলাদঃ) মুনেঃ (সকাশাৎ) এবং পারমহংস্যং (পরমহংস-সম্বন্ধিনং) ধর্ম্মং শ্রুত্বা (তং) পূজয়িত্বা আমন্ত্র্য (পৃষ্ট্বা চ) প্রীতঃ (সন্) ততঃ (স্থানাৎ) গৃহং প্রযযৌ (গতবান্) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—অসুরেশ্বর প্রহলাদ মুনির নিকট উক্ত প্রকার পারমহংস্য-ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বন্দনপূর্ব্বক অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রীতচিত্তে গৃহে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—

গৃহস্থ এতাং পদবীং বিধিনা যেন চাঞ্জসা।
যায়াদ্দেবঋষে ব্রূহি মাদৃশো গৃহমূঢ়ধীঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গৃহস্থের পরমধর্ম্ম এবং দেশ-কালাদিভেদে শ্রেয়স্কর ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ গৃহস্থ-ধর্ম্মের বিষয় শ্রবণেচ্ছু হইলে শ্রীনারদ—"বাসুদেবে সমর্পণপূর্ব্বক যথাবিহিত ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠান করিয়া যথাকালে মহর্ষিগণের উপাসনা, সর্ব্বদা সৎসঙ্গে পরিবৃত হইয়া সন্মুখ-নিঃসৃত ভগবদ্বার্ত্তা শ্রবণ, তৎফলে স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তি ত্যাগ, প্রয়োজনমাত্র অর্থাদি স্বীকারপূর্ব্বক অন্তরে দেহ-গেহাদি বিষয়ে ঔদাসীন্য, কিন্তু বাহিরে তত্তদ্বিষয়ে অনুরক্তের ন্যায় লোকমধ্যে পুরুষাকার-প্রকাশ, আত্মীয়-স্বজনের কথার এবং প্রার্থনার অনুমোদন, অথচ নিজের তদ্বিষয়ে মমতাশূন্যতা, কৃষ্যাদি-জাত কিংবা দৈবাৎপ্রাপ্ত ধনাদি ঐ সকল নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের জন্যই রক্ষণাবেক্ষণ, অধিকলাভ-জন্য অভিমান-ত্যাগ, দেহরক্ষার্থ যাবদর্থ প্রয়োজন, তাবন্মাত্রেই দেহিগণের স্বত্ব, তদতিরিক্ত অর্থাভিমানী পুরুষ ভগবদ্বিত্তাপহারক বলিয়া দণ্ডার্হ, সুতরাং অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার, মৃগাদি পশুপক্ষীতে পুত্রসম বুদ্ধি, অতিকষ্টোপলব্ধ ত্রিবর্গ-সেবার পরিবর্ত্তে দৈবক্রমে লব্ধ বস্তুর সেবন, কুক্কুর ও চণ্ডালাদিকেও নিজ ভোগ্য বস্তুসকল যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া প্রদান, অতিথির সেবাবিধান জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্য্যাতেও স্বত্বাভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভার্য্যাকে অতিথি-সেবায় নিয়োগ, দৈবলব্ধ অর্থদ্বারা পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান অর্থাৎ দেব, ঋষি, মনুষ্য, ভূত, পিতৃগণ এবং আত্মা—ইহাদিগকে নিজবিত্তদ্বারা যথাবিধি অর্চ্চন এবং সেই যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহন, কিন্তু যজ্ঞার্থ অতিশয় নির্ব্বন্ধ বর্জ্জন" ইত্যাদি শ্রেয়স্কর ধর্ম্ম কীর্ত্তনপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠানযোগ্য কাল ও শ্রেয়োনিকেতন পুরাণ-প্রসিদ্ধ হরিক্ষেত্রসমূহ বর্ণন করিয়া পরে একমাত্র সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর, সর্ব্বজীবপ্রভু শ্রীহরির অর্চ্চনেই যে সকল জীবের তথা আত্মার পরিতৃপ্তি, তাহা বলিলেন। অনন্তর ত্রেতাদি যুগে ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তি প্রকটনাদি কীর্ত্তন-দ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীযুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—(হে) দেবঋষে, (দেবর্ষে,) গৃহমূঢ়ধীঃ (গৃহে মূঢ়া প্রসক্তা ধীর্যস্য সঃ) মাদৃশঃ গৃহস্থঃ যেন চ বিধিনা (প্রকারেণ) অঞ্জসা (সুখেন) এতাং (পূর্ব্বোক্তাং মোক্ষলক্ষণাং) পদবীং (গতিং) যায়াৎ (তং) ব্রূহি (কথয়) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীযুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে দেবর্ষে, মাদৃশ গৃহব্রত-ব্যক্তি যে বিধিদ্বারা সুখে এইরূপ মোক্ষগতি প্রাপ্ত হয়, তাহা বলুন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

নিবৃত্তং ত্রিষু নির্বর্ণ্য প্রবৃত্তস্তু গৃহাশ্রমে।
দেশকালাদিভেদেন ধর্ম্ম উক্তশ্চতুর্দ্দশে ॥ ০ ॥

তদেবং ব্রতচারি-বানপ্রস্থ-যতিষু ত্রিষ্বধিকারিষু নিবৃত্তধর্ম্মমুক্ত্বা প্রবৃত্তধর্ম্মমেকস্মিন্ গৃহস্থ এবাধিকারিণি বক্তুং প্রবর্ত্তমানং মুনিং প্রত্যলং প্রবৃত্তধর্ম্মেণ জন্মমৃত্যুপ্রবাহানুকূলেন বক্তব্যেন, যদি চ প্রবৃত্তধর্ম্মেণাপি নিবৃত্তিধর্ম্মফলং মোক্ষঃ সিদ্ধ্যেত্তর্হি তং ব্রূহীত্যাশয়েনাহ, গৃহস্থ ইতি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তিনটি অধ্যায়ে নিবৃত্ত ধর্ম্ম নিরূপণ করতঃ, এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে দেশকালাদি-ভেদে গৃহাশ্রমের প্রবৃত্ত ধর্ম্ম উক্ত হইতেছে ॥ ০ ॥

এই প্রকারে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতি এই তিন অধিকারীর পক্ষে নিবৃত্ত ধর্ম্ম বলিয়া, প্রবৃত্ত ধর্ম্মে একমাত্র গৃহস্থই অধিকারী—এইরূপ বলিতে প্রবৃত্তমান মুনিকে লক্ষ্য করিয়া, জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহের অনুকূল প্রবৃত্ত ধর্ম্ম বলিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু যদি প্রবৃত্ত ধর্ম্মের দ্বারা নিবৃত্তিধর্ম্মের ফল মোক্ষ সিদ্ধ হয়, তবে তাহা বলুন, এই অভিপ্রায়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিতেছেন—'গৃহস্থঃ' ইত্যাদি ॥ ১ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—
গৃহেষ্ববস্থিতো রাজন্ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্ যথোচিতাঃ।
বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীত মহামুনীন্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ—(হে) রাজন্, গৃহেষু অবস্থিতঃ (গৃহস্থঃ প্রতিদিনং) যথোচিতাঃ ক্রিয়াঃ (গৃহোচিতাঃ স্নানতর্পণসন্ধ্যোপাসনপঞ্চমহাযজ্ঞাদিরূপাঃ ক্রিয়াঃ) সাক্ষাৎ (ফলসঙ্কল্পম্ অন্তরেণ বাসুদেবার্পণং (যথা ভবতি তথা) কুর্ব্বন্ মহামুনীন্ (ভগবদ্‌ভক্তান্) উপাসীত (সেবেত) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—হে রাজন্, গৃহে অবস্থিত হইয়া গৃহস্থ ব্যক্তি প্রত্যহ যথোচিত ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক নিষ্কামভাবে সমস্ত অনুষ্ঠানাদি বাসুদেবে সমর্পণপূর্ব্বক মহর্ষিগণের সেবা করিবে ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—বাসুদেবার্পণং যথাস্যাত্তথা কুর্ব্বন্ মহামুনীন্ উপাসীত। যথাকালং কালে কালে অপরাহ্ণাদৌ। উপশান্তজনাবৃতঃ সন্ কথামৃতমভীক্ষ্ণং শৃণ্বন্, ন তু কথাশ্রবণকালে বার্ত্তান্তরং শৃণ্বন্নিত্যর্থঃ ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাসুদেবার্পণং'—বাসুদেবে যেভাবে অর্পণ হয়, অর্থাৎ ফলান্তর-কামনাশূন্য হইয়া সমস্ত কর্ম্ম ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে সমর্পণ করিবে এবং তৎপরে মহামুনিগণের উপাসনা করিবে। 'যথাকালং'—অবকাশমত অপরাহ্ণাদি কালে, উপশান্ত জনের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবানের কথামৃত নিরন্তর শ্রবণ করিবে, কিন্তু কথাশ্রবণকালে অন্য কথা শ্রবণ করিবে না—এই অর্থ ॥ ২-৩ ॥

———

শৃণ্বন্ ভগবতোঽভীক্ষ্ণমবতার-কথামৃতম্।
শ্রদ্দধানো যথাকালমুপশান্তজনাবৃতঃ ॥ ৩ ॥
সৎসঙ্গাচ্ছনকৈঃ সঙ্গমাত্মজায়াত্মজাদিষু।
বিমুঞ্চেন্মুচ্যমানেষু স্বয়ং স্বপ্নবদুত্থিতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—যথা কালম্ (আবশ্যক-কর্ম্মানুষ্ঠানাবশেষিতং কালম্) উপশান্ত-জনাবৃতঃ (উপশান্ত জনৈঃ ভগবদ্ভক্তৈঃ আবৃতঃ) সৎসঙ্গাৎ (সতাং সঙ্গাৎ) ভগবতঃ অবতারকথামৃতম্ অভীক্ষ্ণং (নিরন্তরং) শ্রদ্দধানঃ (সন্) শৃণ্বন্ (কথা-শ্রবণকালে চ বার্ত্তান্তরম্ অশৃণ্বন্) স্বয়ম্ (এব) মুচ্যমানেষু (বিযুজ্যমানেষু) আত্মজায়াত্মজাদিষু (দেহকলত্র-পুত্রাদিষু) সঙ্গম্ (অহং মম ইত্যভিমানম্) উত্থিতঃ স্বপ্নবৎ শনকৈঃ বিমুঞ্চেৎ (যথা শয়নাদুত্থিতঃ প্রবুদ্ধঃ পুরুষঃ স্বপ্নদৃষ্টেষু পুত্রাদিষু সঙ্গং বিমুঞ্চতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—কালে কালে প্রত্যহ ভগবদ্ভক্তগণে বেষ্টিত হইয়া সৎসঙ্গে শ্রদ্ধায় অমৃতস্বরূপ ভগবানের অবতার-কথা শ্রবণ করিতে করিতে জাগরিত পুরুষের স্বপ্নবৎ স্বয়ং মুচ্যমান দেহ-কলত্র-পুত্রাদিতে ধীরে ধীরে সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩-৪ ॥

বিশ্বনাথ—স্বয়মেব মুচ্যমানেষু বিযুজ্যমানেষু। যথা উত্থিতঃ প্রবুদ্ধঃ পুমান্ স্বপ্নদৃষ্টেষু সঙ্গং মুঞ্চতি তদ্বৎ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুচ্যমানেষু'—এই প্রকার সাধুসঙ্গের প্রভাবে আপনা হইতেই পুত্রাদির প্রতি স্নেহ-মমতা ছিন্ন হইয়া যাইবে, যেমন নিদ্রা হইতে উত্থিত ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট পুত্রাদির আসক্তি পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ ॥ ৪ ॥

———

যাবদর্থমুপাসীনো দেহে গেহে চ পণ্ডিতঃ।
বিরক্তো রক্তবত্তত্র নৃলোকে নরতাং ন্যসেৎ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—যাবদর্থং (যাবতা প্রাণধারণং ক্রিয়ানির্ব্বাহশ্চ তাবদেব ভোগ্যবস্তূনি) উপাসীনঃ (স্বীকুর্ব্বন্) পণ্ডিতঃ দেহে গেহে চ বিরক্তঃ (অপি) তত্র নৃলোকে (জনমধ্যে) রক্তবৎ (আসক্তবৎ) নরতাং (মনুষ্যত্বং) ন্যসেৎ (পুরুষাকারম্ আবিষ্কুর্য্যাৎ) ॥৫॥

অনুবাদ—যথাপ্রয়োজন ভোগ্য-স্বীকারপূর্ব্বক জ্ঞানী দেহে ও গৃহে বিরক্ত হইয়া জন-সমাজে আসক্তবৎ পুরুষাকার প্রকাশ করিবে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—উপাসীনো ভোগ্যাদি-বস্তূনীতি শেষঃ। দেহে গেহে চ বিষয়ে পণ্ডিত ইতি তত্র তত্র ঔদাসীন্যেন বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। রক্তবৎ অন্তর্বিরক্তো বহিস্ত্বাসক্তবৎ। তত্র গৃহমধ্যবর্ত্তিনি। নরতাং পুরুষত্বং ন্যসেৎ, পুরুষাকারমাবিষ্কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপাসীনঃ'—প্রাণধারণের উপযোগী যে পরিমাণ ভোগ্যাদি বস্তু প্রয়োজন, উহাই স্বীকার করিবে। 'দেহে গেহে চ পণ্ডিতঃ'—স্বদেহে ও গৃহে অভিজ্ঞ, অর্থাৎ তত্তৎস্থলে উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিবে, এই অর্থ। 'রক্তবৎ'—অন্তরে

বৈরাগ্য, কিন্তু বাহিরে অনুরক্তের মত ব্যবহার করিবে। 'তত্র'—সেই গৃহমধ্যে পুরুষকার প্রকাশ করিবে, এই অর্থ ॥ ৫ ॥

জ্ঞাতয়ঃ পিতরৌ পুত্রা ভ্রাতরঃ সুহৃদোঽপরে।
যদ্বদন্তি যদিচ্ছন্তি চানুমোদেত নির্ম্মমঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—জ্ঞাতয়ঃ পিতরৌ (পিতা চ মাতা চ) পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ সুহৃদঃ অপরে (চ) যৎ বদন্তি যৎ ইচ্ছন্তি চ (তৎ সর্ব্বং স্বয়ং) নির্ম্মমঃ (সন) অনুমোদেত (ক্বাপ্যাগ্রহং ন কুর্য্যাৎ অন্যথা কলহাদিনা বিক্ষেপঃ স্যাৎ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—জ্ঞাতি, মাতাপিতা, পুত্র, ভ্রাতা, সুহৃদ্ এবং অন্যান্য ব্যক্তি যাহা বলেন ও ইচ্ছা করেন, মমতাশূন্য হইয়া তাহাই অনুমোদন করিবে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—নির্ম্মমঃ অনাসক্ত এব অনুমোদেত ॥৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নির্ম্মমঃ'—অনাসক্ত হইয়াই, আত্মীয়-স্বজন যে যাহা চায়, তাহাতে অনুমোদন করিবে ॥ ৬ ॥

দিব্যং ভৌমঞ্চান্তরীক্ষং বিত্তমচ্যুতনির্ম্মিতম্।
তৎ সর্ব্বমুপযুঞ্জান এতৎ কুর্য্যাৎ স্বতো বুধঃ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—দিব্যং (বৃষ্ট্যাদিভির্জাতং ধান্যাদি) ভৌমং (ভূম্যাং লব্ধং সুবর্ণাদি) আন্তরীক্ষং চ (অকস্মাৎ প্রাপ্তঞ্চ) স্বত (এব) অচ্যুতনির্ম্মিতং (অচ্যুতেন ভগবতা নির্ম্মিতং প্রাপিতং) তৎ সর্ব্বং বিত্তম্ উপযুঞ্জানঃ (স্বীকুর্ব্বন্) বুধঃ এতৎ (প্রাণধারণাদিকং) কুর্য্যাৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অচ্যুতসৃষ্ট বৃষ্ট্যাদিজাত ভূমিতে লব্ধ অকস্মাৎ প্রাপ্তধনাদি স্বীকার করিয়া প্রাণধারণাদি কর্ম্ম করিবে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—দিব্যং বৃষ্ট্যাদিভির্জাতং ধান্যাদি। ভৌমমাকরাদ্যুত্থম্। আন্তরীক্ষমকস্মাৎ প্রাপ্তম্। তত্তদ্রূপত্বেন সর্ব্বমচ্যুতেনৈব বিনির্ম্মিতমতো বিত্তার্থং নৈব চিন্তাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। এতৎ পূর্ব্বোক্তং নিত্যনৈমিত্তিকাদি। স্বতঃ স্বং বিত্তং তেনেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দিব্যং'—বৃষ্ট্যাদি দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষেত্রজাত ধান্যাদি, 'ভৌমং'—ভূমিখননের দ্বারা আকর হইতে উত্থিত রত্নাদি, 'আন্তরীক্ষং'—দৈবাৎ প্রাপ্ত ধন। 'অচ্যুত-নির্ম্মিতং'—সেই সেই রূপে সমস্ত কিছুই ভগবান্ অচ্যুতের দ্বারা প্রাপিত, অতএব ধনাদির নিমিত্ত কখনই চিন্তা করা উচিত নয়—এই অর্থ। 'এতৎ'—পূর্ব্বোক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি। 'স্বতঃ'—স্ব বলিতে ধন, তাহার দ্বারা, অর্থাৎ উপরোক্ত প্রকারে প্রাপ্ত ধনাদির দ্বারা সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিবে, এই অর্থ ॥ ৭ ॥

যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥৮॥

অন্বয়ঃ—যাবৎ (যাবতা) জঠরম্ (উদরং) ভ্রিয়েত (পূর্য্যেত), তাবৎ হি (এব) দেহিনাং স্বত্বং (তাবৎ স্বীকারে ন দোষঃ) যঃ (তু ততঃ) অধিকম্ অভিমন্যেত (স্বকীয়ত্বেনাঙ্গীকুর্য্যাৎ) সঃ স্তেনঃ (চৌর এব) দণ্ডং (জন্মমরণাদিদুঃখানুভবলক্ষণম্) অর্হতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—যে পরিমাণ অর্থাদি দ্বারা উদর পূর্ণ হয় তদুপযোগী অর্থাদিতেই শরীরিগণের অধিকার। ইহা অপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষাকারী চৌর, অতএব দণ্ডার্হ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—দৈবাদ্ভূরিলাভে জাতেঽপি ন তত্রাভিমানো নাপি যথেষ্টোপভোগঃ কার্য্য ইত্যাহ,—যাবৎ যাবতা ভ্রিয়েত পূর্য্যেত ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দৈববশে অধিক লাভ হইলেও তাহাতে অভিমান করিবে না, অথবা যথেষ্ট উপভোগ করিবে না, ইহা বলিতেছেন—'যাবৎ' ইত্যাদি, যে পরিমাণ ধনাদিতে উদরপূর্ত্তি হয় (অর্থাৎ জীবিকা নির্ব্বাহ হয়), উহাতেই দেহিদিগের স্বত্ব ॥ ৮ ॥

মৃগোষ্ট্রখরমর্কাখুসরীসৃপ্ খগমক্ষিকাঃ।
আত্মনঃ পুত্রবৎ পশ্যেৎ তৈরেষামন্তরং কিয়ৎ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—মৃগোষ্ট্রখরমর্কাখুসরীসৃপ খগমক্ষিকাঃ (মর্কঃ মর্কটঃ আখুঃ উন্দুবশ্চ সরীসৃপঃ সর্পশ্চ খগঃ পক্ষী মক্ষিকাশ্চ) আত্মনঃ পুত্রবৎ পশ্যেৎ (যথা পুত্রান্

পালয়তি সুখান্ন নিবারয়তি, তথা মৃগাদীন্ অপি গৃহং ক্ষেত্রং বা প্রবিশ্য ভুঞ্জানান্ন নিবারয়েৎ যতঃ) তৈঃ (পুত্রৈঃ) এষাং (মৃগাদীনাম্) অন্তরং (তারতম্যং) কিয়ৎ (ন কিঞ্চিদপি ইত্যর্থঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—মৃগ, উষ্ট্র, গর্দভ, মর্কট, মূষিক, সর্প, পক্ষী ও মক্ষিকা ইহাদিগকে স্বীয় পুত্রের তুল্য দর্শন করিবে ; যেহেতু পুত্রাদি হইতে ইহাদিগের পার্থক্য কি পরিমাণ ? ৯ ॥

বিশ্বনাথ—পুত্রবদিতি যথা পুত্রেভ্যো ভোজ্যং বিভজেৎ তথৈব যথোচিতমেভ্যোহপি বিভজেদিত্যর্থঃ ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুত্রবৎ'—যেমন পুত্রগণকে ভোজ্যদ্রব্য বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়, তদ্রূপ মৃগ, উষ্ট্র প্রভৃতিকেও যথোচিত ভাগ করিয়া দিবে—এই অর্থ ॥ ৯ ॥

———

ত্রিবর্গং নাতিকৃচ্ছ্রেণ ভজেত গৃহমেধ্যপি ।
যথাদেশং যথাকালং যাবদ্দৈবোপপাদিতম্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—গৃহমেধী অপি (গৃহস্থঃ অপি) অতিকৃচ্ছ্রেণ ত্রিবর্গং (ধর্ম্মার্থকামাখ্যং) ন ভজেত (ন সেবেত, কিন্তু অল্পায়াসেন) যথা দেশং যথাকালং (দেশকালানুসারেণ) যাবৎ দৈবোপপাদিতং (যাবৎ দৈবেন উপপাদিতং উপস্থাপিতং তাবদেব) ভজেত (সেবেত) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—গৃহস্থ-ব্যক্তি অতি কষ্টে ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষের যত্ন করিবে না। পরন্তু দেশকালানুসারে দৈব কর্ত্তৃক উপস্থাপিত তাহাদিগের সেবা করিবে ॥১০॥

বিশ্বনাথ—অতিকৃচ্ছ্রেণ সম্যক্ সংপাদ্য ন ভজেৎ কিন্তু স্বল্পায়াসেনৈব দৈবপ্রাপিতং যাবৎ তাবদেব ন তু ভূরি-সম্ভারমপেক্ষেতেত্যর্থঃ। অপি-কারাদ্ ব্রহ্মচর্য্যাদিস্তু গুরুকৃত্যাদিষু কিমুতেতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতিকৃচ্ছ্রেণ'—গৃহস্থ অত্যন্ত কষ্ট করিয়া ত্রিবর্গের সেবা করিবে না (অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনা পরিপূর্ণ করিবার জন্য অধিক চেষ্টা করিবে না)। অল্প পরিশ্রমে দৈব-প্রাপিত যাহা, তাহাতেই, কিন্তু প্রভূত সম্ভারের অপেক্ষা করিবে না এই অর্থ। 'গৃহমেধ্যপি'—এই স্থলে 'অপি'—শব্দের দ্বারা গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্যাদিও গুরুকৃত্যের ন্যায় পালনীয়—এই ভাব ॥ ১০ ॥

———

আশ্বাঘান্তেঽবসায়িভ্যঃ কামান্ সংবিভজেদ্‌যথা ।
অপ্যেকামাত্মনো দারাং নৃণাং স্বত্বগ্রহো যতঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—আশ্বাঘান্তেঽবসায়িভ্যঃ (শ্বানশ্চ অঘাশ্চ পতিতাঃ অন্তেঽবসায়িনশ্চ চাণ্ডালাদয়ঃ তান্ অভিব্যাপ্য) যথা (যথার্হং) কামান্ সংবিভজেৎ (স্বভোগ্যান্ বিভজ্য দদ্যাৎ) যতঃ (যস্যাং) নৃণাং স্বত্বগ্রহঃ (মমৈব ইত্যাগ্রহঃ তাম্) একাম্ অপি আত্মনঃ দারাং (ভার্য্যাং) সংবিভজেৎ (আত্মনঃ সেবাম্ অনপেক্ষ্যানি অতিথ্যাদি শুশ্রূষণে নিযুঞ্জীত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—কুকুর, পতিত ব্যক্তি এবং চণ্ডাল প্রভৃতিকে যথাযোগ্য ভোগ্যবস্তু বিভাগ করিয়া দিবে। মমতাস্পদ একমাত্র ভার্য্যাকে আত্মসেবায় উপেক্ষা করিয়াও অতিথি-সেবায় নিযুক্ত করিবে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—শ্বানশ্চ অঘাঃ পতিতাশ্চ অন্তেবসায়িনশ্চ চণ্ডালাদয়ঃ তানপ্যভিব্যাপ্য যথার্হং কামান্ স্বভোগ্যান্। দারামিতি স্ত্রীত্বৈকত্বে আর্ষে। যদ্যপ্যেকৈবাত্মনঃ সৈব ভার্য্যা তস্যামতিথিশুশ্রূষণে নিযুক্তায়াং স্বস্য শুশ্রূষা হীয়তে তদপি তামপি বিভজেৎ অতিথ্যাদিশুশ্রূষণে নিযুঞ্জীতৈব। "নত্বন্যথা মন্তব্যং যথার্হং সংবিভজেদিত্যুক্তত্বাৎ" ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। অন্যেত্বন্যথাপি ব্যাচক্ষতে। যৎ যস্যাম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আশাঘান্তেঽবসায়িভ্যঃ'—কুকুর, পতিত জন অথবা চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল প্রাণীকে যথাযোগ্য স্বভোজ্যবস্তু বিভাগ করিয়া দিবে। 'দারাম্'—এখানে স্ত্রীলিঙ্গ ও একবচন আর্ষ-প্রয়োগ (কারণ 'দারাক্ষত-লাজাসূনাং বহুত্বং চ'—অর্থাৎ দার, অক্ষত, লাজ এবং অসু শব্দ পুংলিঙ্গ এবং সর্ব্বদা বহুবচনান্ত হইবে)। যদিও নিজের একমাত্র পত্নী, তাহাকেও অতিথির সেবায় নিযুক্ত করিলে যদি নিজের শুশ্রূষার ত্রুটি হয়, তাহাও স্বীকার করিয়া তাহাকে অতিথির সেবায় নিযুক্ত করিবে। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—'ন ত্বন্যথা মন্তব্যং, যথার্হং সংবিভজেৎ ইত্যুক্তত্বাৎ''—অর্থাৎ ইহাতে অন্যথা মনে করা উচিত নহে, যেহেতু যথাযোগ্যভাবে বিভাগ করিয়া দিবে,

ইহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু অন্যে (দুর্জ্জন জন) অন্য প্রকার বলিতে পারেন। 'যতঃ'—যে পত্নীতে নরগণের 'স্বত্বগ্রহঃ'—একমাত্র আমারই, এইরূপ আগ্রহ ॥ ১১ ॥

জহ্যাদ্‌যদর্থে স্বান্ প্রাণান্ হন্যাদ্বা পিতরং গুরুম্ ।
তস্যাং স্বত্বং স্ত্রিয়াং জহ্যাদ্‌যস্তেন হ্যজিতো জিতঃ ॥১২

অন্বয়ঃ—যদর্থে (যন্নিমিত্তং) স্বান্ প্রাণান্ জহ্যাৎ পিতরং গুরুং বা হন্যাৎ যঃ তস্যাং (স্ত্রিয়াং) স্বত্বং (স্বকীয়ত্বাভিমানং) জহ্যাৎ (ত্যজেৎ অন্যৈঃ) অজিতঃ হি (ভগবান্) তেন জিতঃ (বশীকৃতঃ ভবতি তৎপ্রসাদাৎ তস্য ন কিঞ্চিৎ দুর্ল্লভম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যাহার জন্য পুরুষ আপন প্রাণ পরিত্যাগ করে এবং পিতা ও গুরুকেও হত্যা করে, যে ব্যক্তি সেই স্ত্রীতে স্বত্ব পরিত্যাগ করে, তাহা কর্ত্তৃক অজিত ঈশ্বরও বিজিত হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—স্বভার্য্যায়ামভিমানত্যাগোঽতিদুষ্কর ইত্যাহ,—জহ্যাদিতি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজ পত্নীতে অভিমান (স্বামিত্ব-ভাবনা) ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন—ইহা বলিতেছেন—'জহ্যাৎ' ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

কৃমিবিড়্ভস্মনিষ্ঠান্তং ক্বেদং তুচ্ছং কলেবরম্ ।
ক্ব তদীয়রতির্ভার্য্যা ক্বায়মাত্মা নভশ্ছদিঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—কৃমিবিড়্ভস্মনিষ্ঠান্তং (কৃমিবিড়্ভস্মরূপেণ নিষ্ঠাপর্য্যবসানম্ অন্তে যস্য তৎ) ইদং তুচ্ছং কলেবরং ক্ব (কুত্র)? তদীয় রতিঃ ভার্য্যা (তদীয়া দেহার্থারতির্য্যস্যাঃ সা ভার্য্যা) ক্ব (কুত্র)? নভশ্ছদিঃ (স্বমহিম্না নভোঽপি ছাদয়তীতি তথা) অয়ম্ আত্মা ক্ব? ১৩ ॥

অনুবাদ—কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে যাহার শেষ পরিণতি, সেই তুচ্ছ শরীর কোথায়, দেহের সহিত রতিমতী ভার্য্যাই বা কোথায়, এবং স্বীয় মহিমাদ্বারা সর্ব্ব-ব্যাপী আত্মাই বা কোথায়? ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যামভিমানত্যাগে বিবেকং দর্শয়তি—কৃমিবিড়্ভস্মসু নিষ্ঠা পর্য্যবসানমন্তে যস্য তদীয়া রতির্যস্যাং সা ক্ব, আত্মা পরমেশ্বরঃ স্বমহিম্না নভোঽপি ছাদয়তীতি স ক্বেতি যদি তস্যামভিমানত্যাগেনৈব স প্রাপ্যতে তর্হি কিয়দেতৎ ইতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাতে অভিমান-ত্যাগে বিবেক প্রদর্শন করিতেছেন—যে শরীরের শেষ পরিণতি কৃমি, বিষ্ঠা, আর না হয় ভস্ম, এই শরীর কোথায়, আর যাহার দেহে রতি, সেই পত্নীই বা কোথায়? আর যে আত্মা বলিতে পরমেশ্বর স্বমহিমায় আকাশকেও আচ্ছাদন করিয়াছেন, তিনি কোথায়? (অর্থাৎ আকাশব্যাপী আত্মার সঙ্গে কাহার তুলনা?) যদি পত্নীতে অভিমানত্যাগে সেই পরমাত্মা লাভ করা যায়, তাহা হইলে এই সকল বস্তু কি? (এইরূপ বিবেচনা করিলে দেহ বা ভার্য্যা কোনও পদার্থেই মমতা থাকিবে না)—এই ভাব ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—নভশ্ছদিঃ নভো ব্যাপ্য স্থিতঃ পরমাত্মা ॥১৩

সিদ্ধৈর্যজ্ঞাবশিষ্টার্থৈঃ কল্পয়েদ্‌বৃত্তিমাত্মনঃ ।
শেষে স্বত্বং ত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ পদবীং মহতামিয়াৎ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—সিদ্ধৈঃ (দৈবলব্ধৈঃ) যজ্ঞাবশিষ্টার্থৈঃ (পঞ্চযজ্ঞশেষৈঃ অন্নাদিভিঃ) প্রাজ্ঞঃ আত্মনঃ বৃত্তিং কল্পয়েৎ (সম্পাদয়েৎ) শেষে (তদবশিষ্টার্থে) স্বত্বং (মমতাং) ত্যজন্ মহতাং (নিবৃত্তানাং) পদবীম্ ইয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—প্রাজ্ঞব্যক্তি দৈবলব্ধ পঞ্চযজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি দ্বারা আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, এই অবশিষ্টাংশ স্বত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাজনগণের পদবী প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—যাবতা উদরভরণং স্যাৎ তাবত্যেব বস্তুনি অভিমানং কুর্য্যাদিতি যৎ পূর্ব্বোক্তং তত্রাপি ব্যবস্থামাহ—সিদ্ধৈর্দিব্যভৌমান্তরীক্ষৈর্যজ্ঞাবশিষ্টার্থৈঃ পঞ্চযজ্ঞশেষৈরন্নাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে পরিমাণ ধনাদিতে উদরপূর্ত্তি হয়, তন্মাত্রেই অভিমান করিবে—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা বলিতেছেন—'সিদ্ধৈঃ'—দিব্য, ভৌম, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি হইতে অদৃষ্ট অনুসারে প্রাপ্ত অর্থাদির দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবে, ইহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার দ্বারা

অর্থাৎ পঞ্চযজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ॥ ১৪ ॥

———

দেবানৃষীন্ নৃভুতানি পিতৃ়নাত্মানমন্বহম্ ।
স্ববৃত্ত্যাগতবিত্তেন যজেত পুরুষং পৃথক্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অন্বহং (প্রতিদিনং) স্ববৃত্ত্যা (যাজনাধ্যাপনাদিরূপয়া পূর্ব্বোক্তয়া) আগতবিত্তেন (উপার্জ্জিতবিত্তেন) দেবান্ ঋষীন্ নৃভূতানি (নৃন্ মনুষ্যান্ ভূতানি) পিতৃ়ন্ (পঞ্চমহাযজ্ঞদেবতাঃ) আত্মানং (চ) পৃথক্ (যজন্) পুরুষং (সর্ব্বান্তর্য্যামিণম্ এব) যজেত ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—প্রতিদিন স্ব-বৃত্তিদ্বারা উপার্জ্জিত বিত্তে দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, ভূত, পিতৃগণ ও আত্মাকে পৃথক্ তৃপ্ত করিয়া সর্ব্বান্তর্য্যামীর অর্চ্চনা করিবে ॥ ১৫ ॥

———

যর্হ্যাত্মনোঽধিকারাদ্যাঃ সর্ব্বাঃ স্যুর্যজ্ঞসম্পদঃ ।
বৈতানিকেন বিধিনা অগ্নিহোত্রাদিনা যজেৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—যর্হি (যদা) আত্মনঃ (স্বস্য) অধিকারাদ্যাঃ সর্ব্বাঃ যজ্ঞসম্পদঃ স্যুঃ, (তদা) বৈতানিকেন (বিতানঃ যজ্ঞগ্রন্থঃ শ্রৌতকল্পসূত্রাদিরূপঃ তদুক্তেন) বিধিনা অগ্নিহোত্রাদিনা (পুরুষং) যজেৎ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—যে সময়ে অথিত্ব, সমর্থত্ব প্রভৃতি সকল-যজ্ঞ-সম্পদ উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে বৈতানিক বিধি-অনুসারে অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা পরম-পুরুষের যজ্ঞ করিবে ॥ ১৬ ॥

———

ন হ্যগ্নিমুখতোঽয়ং বৈ ভগবান্ সর্ব্বযজ্ঞভুক্ ।
ইজ্যেত হবিষা রাজন্ যথা বিপ্রমুখে হুতৈঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, হি (যস্মাৎ) সর্ব্বযজ্ঞভুক্ (সর্ব্বযজ্ঞভাগভোক্তা তৎফলদাতা) অয়ং ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বৈ বিপ্রমুখে হুতৈঃ (ঘৃতান্নাদিভিঃ) ইজ্যেত (যথা পূজ্যেত) তথা অগ্নিমুখতঃ হবিষা (ঘৃতেন) ন (এব সংতুষ্যতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রমুখে হুত অন্নাদি দ্বারা যেরূপ তৃপ্ত হইয়া থাকেন, অগ্নিমুখে হুত ঘৃতের দ্বারা তাদৃশ হন না ॥১৭

বিশ্বনাথ—ন পুনরতিনির্ব্বন্ধো যজ্ঞার্থমেব ইত্যাহ, —নহীতি। যথা বিপ্রমুখে হুতৈরন্নাদিভিরিজ্যেত তথা ন অগ্নিমুখে ইজ্যেতেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু যজ্ঞের জন্যও অতিশয় নির্বন্ধ করিবার প্রয়োজন নাই, ইহা বলিতেছেন—'ন হি' ইত্যাদি, যেহেতু সকল যজ্ঞের ভোক্তা ভগবান্ শ্রীহরি ব্রাহ্মণের মুখে হুত অন্নাদি দ্বারা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ভোজনে) যেরূপ তৃপ্ত হন, অগ্নিমুখে আহুতি দিলে সেরূপ তৃপ্ত হন না—এই অর্থ ॥ ১৭ ॥

———

তস্মাদ্ব্রাহ্মণদেবেষু মর্ত্ত্যাদিষু যথার্হতঃ ।
তৈস্তৈঃ কামৈর্যজস্বৈনং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রাহ্মণাননু ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ ব্রাহ্মণদেবেষু (ব্রাহ্মণেষু দেবেষু চ তথা) ব্রাহ্মণান্ অনু (ব্রাহ্মণযজনানন্তরং) মর্ত্ত্যাদিষু (মনুষ্যেষু পশ্বাদিষু চ) যথার্হতঃ (যথাশক্তিঃ) তৈঃ তৈঃ কামৈঃ (বিষয়ৈঃ) এনং (যজ্ঞভোক্তারং) ক্ষেত্রজ্ঞং (সর্ব্বান্তর্য্যামিনং) যজস্ব (অর্চ্চয়) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সুতরাং ব্রাহ্মণে, দেবে ও ব্রাহ্মণানন্তর মর্ত্ত্যাদিতে যথাশক্তি সেই সেই বিষয় দ্বারা সর্ব্বান্তর্য্যামীর অর্চ্চনা কর ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রাহ্মণা এব দেবাস্তেষু ভোজ্যদানৈঃ ক্ষেত্রজ্ঞং পরমেশ্বরং যজস্ব। ব্রাহ্মণাননু ব্রাহ্মণ-পূজানন্তরং মর্ত্ত্যাদিষু চ। ব্রাহ্মণাননমিতি পাঠঃ স্পষ্ট ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রাহ্মণদেবেষু'—ব্রাহ্মণগণই দেবতা, তাঁহাদিগকে ভোজ্যদানের দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বরের যজ্ঞ করিবে। 'ব্রাহ্মণাননু'—ব্রাহ্মণ-গণের পূজার পর, 'মর্ত্ত্যাদিষু চ'—অন্যান্য জীবেও ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার যজ্ঞ করিবে। এই স্থলে 'ব্রাহ্মণাননম্' —এরূপ পাঠ স্পষ্ট (অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণই আনন যাঁহার, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্য্যামীর যজ্ঞ করিবে, এই অর্থ।) ॥ ১৮ ॥

———

কুর্য্যাদপরপক্ষীয়ং মাসি প্রৌষ্ঠপদে দ্বিজঃ ।
শ্রাদ্ধং পিত্রোর্যথাবিত্তং তদ্বন্ধূনাঞ্চ বিত্তবান্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—দ্বিজঃ (যদি) বিত্তবান্ (তদা) যথা-বিত্তং (স্ববিত্তানুসারেণ) প্রৌষ্ঠপদে (ভাদ্রপদে) মাসি (আশ্বিনে ইত্যর্থঃ) পিত্রোঃ তদ্বন্ধূনাং চ অপরপক্ষীয়ং (কৃষ্ণপক্ষীয়ং) শ্রাদ্ধং (মহালয়াখ্যং) কুর্য্যাৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ধনবান্ ব্রাহ্মণ ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে মাতা-পিতা এবং মাতৃপিতৃ-বন্ধুগণের অপর পক্ষীয় (মহালয়া) শ্রাদ্ধ করিবে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রৌষ্ঠপদে ভাদ্রপদে ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রৌষ্ঠপদে'—ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে (অর্থাৎ আশ্বিন মাসে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর নিবেদিত দ্রব্যের দ্বারা অপরপক্ষীয় শ্রাদ্ধ করিবে) ॥ ১৯ ॥

অয়নে বিষুবে কুর্য্যাদ্ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে।
চন্দ্রাদিত্যোপরাগে চ দ্বাদশ্যাং শ্রবণেষু চ ॥ ২০ ॥
তৃতীয়ায়াং শুক্লপক্ষে নবম্যামথ কার্ত্তিকে।
চতসৃষ্বপ্যষ্টকাসু হেমন্তে শিশিরে তথা ॥ ২১ ॥
মাঘে চ সিতসপ্তম্যাং মঘারাকাসমাগমে।
রাকয়া চানুমত্যা চ মাসর্ক্ষাণি যুতান্যপি ॥ ২২ ॥
দ্বাদশ্যামনুরাধা স্যাচ্ছ্রবণস্তিস্র উত্তরাঃ।
তিসৃষ্বেকাদশী বাসু জন্মর্ক্ষশ্রোণযোগযুক্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অয়নে (অয়নাদি কালেষু) বিষুবে (মেষসংক্রান্তিঃ তুলাসংক্রান্তিশ্চ তস্যাং) ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে (তিথিক্ষয়দিনে ত্র্যহস্পর্শে) চন্দ্রাদিত্যোপরাগে চ (চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণ-সময়ে) দ্বাদশ্যাং শ্রবণেষু চ শুক্লপক্ষে তৃতীয়ায়াম্ অথ কার্ত্তিকে নবম্যাং হেমন্তে তথা শিশিরে (চ) চতসৃষু অপি অষ্টকাসু (মার্গশীর্ষাদি-মাসচতুষ্টয়ে অপি যাশ্চতস্রোঽষ্টকাঃ তাসু) মাঘে সিতসপ্তম্যাং চ (শুক্লসপ্তম্যাং চ) মঘারাকাসমাগমে (মঘানক্ষত্রযুক্ত-পূর্ণিমায়াং) রাকয়া চ অনুমত্যা চ যুতানি মাসর্ক্ষাণি অপি (সম্পূর্ণচন্দ্রা পৌর্ণমাসী রাকা ন্যূনচন্দ্রা সৈবানুমতিস্তয়াসহ মাসর্ক্ষাণি তন্মাস নাম প্রবৃত্তি নিমিত্তানি নক্ষত্রানিযুতানি যদা স্যুঃ তদা তথা) দ্বাদশ্যাম্ অনুরাধা স্যাৎ শ্রবণঃ তিস্রঃ উত্তরাঃ (উত্তরফল্গুনী উত্তরাষাঢ়া উত্তরভাদ্রপদা বা ইতি তিস্রঃ উত্তরাঃ স্যুঃ) আসু তিসৃষু (উত্তরাসু) একাদশী বা (যদা স্যাৎ) জন্মর্ক্ষশ্রোণ যোগযুক্ (স্বীয় জন্মনক্ষত্রং তস্য শ্রোণস্য শ্রবণস্য বা যোগেন যুক্তং যদ্দিনং স্যাৎ তদাপি কুর্য্যাৎ) ॥ ২০-২৩ ॥

অনুবাদ—অয়নদ্বয়ে, বিষুবদ্বয়ে, ব্যতীপাতে, দিনক্ষয়ে (ত্র্যহস্পর্শে), চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণ সময়ে দ্বাদশীতে ও শ্রবণানক্ষত্রে, অক্ষয়তৃতীয়া, কার্ত্তিকী শুক্লা-নবমীতে এবং হেমন্ত ও শিশির ঋতুর চারি অষ্টকাতে, মাঘমাসের শুক্লা-সপ্তমীতে মঘাযুক্ত পূর্ণিমায় এবং মাসনাম-নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমায় বা চতুর্দ্দশীতে, দ্বাদশীতিথিযুক্ত অনুরাধা, শ্রবণা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে অথবা উত্তরত্রয়যুক্ত একাদশীতে (উপবাসযোগ্য হইলে), স্বীয় জন্মনক্ষত্রে ও শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দিনে (পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিবে) ॥ ২০-২৩ ॥

বিশ্বনাথ—অয়নে বিষুবে চ কুর্য্যাদিতি শ্রাদ্ধমিতি পূর্ব্বস্যানুষঙ্গঃ। এবমগ্রেঽপি শুক্লপক্ষে অক্ষয়-তৃতীয়ায়াম্ ইত্যর্থঃ। হেমন্তে শিশিরেষু চ যাশ্চতস্রোঽষ্টকা ভবন্তি তাসু। মাসর্ক্ষাণি বৈশাখাদি মাসেষু বিশাখাদীন্ রাকয়া পূর্ণচন্দ্রয়া পৌর্ণমাস্যা অনুমত্যা ন্যূনচন্দ্রয়া বা তয়া যদি যুক্তানি স্যুস্তদা তেষ্বিত্যর্থঃ। "কলাহীনে সানুমতিঃ পূর্ণে রাকা নিশাকরে" ইতি অমরঃ ॥ অনুরাধা শ্রবণা উত্তরফল্গুনী উত্তরাষাঢ়া উত্তরভাদ্রপদা বা যদি দ্বাদশ্যাং স্যাৎ, আসূত্তরাসু তিসৃষু একাদশী বা স্যাদিতি সাত্রোপবাসানর্হ্যৈব গ্রাহ্যা। তত্র শ্রাদ্ধনিষেধাৎ, যদুক্তং ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—"যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধঞ্চৈকাদশীদিনে। ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ।" ইতি। উপবাসানর্হায়াস্তস্যা অপ্রাপ্তৌ তু পরদিনে। যদুক্তং পাদ্মে—"একাদশ্যান্তু প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোর্মৃতেঽহনি। দ্বাদশ্যাং তৎপ্রদাতব্যং নোপবাসদিনে ক্বচিৎ॥" পুষ্করখণ্ডে চ—"একাদশ্যাং যদা রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ। তদ্দিনন্তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ" ইতি। জন্মর্ক্ষং স্বীয়জন্মনক্ষত্রং তস্য শ্রোণস্য শ্রবণস্য বা যোগেন যুক্তং যদি দিনং স্যাত্তদা তত্রাপি যোগগ্রহণং সম্বন্ধবাহুল্যার্থম্ ॥ ২০-২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অয়নে বিষুবে চ'—অয়নদ্বয়ে (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে) এবং বিষুবদ্বয়ে (সমরাত্রিদিন কালে) 'শ্রাদ্ধ করিবে', ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বয়। এইরূপ পরেও বুঝিতে হইবে। 'তৃতীয়ায়াং শুক্লপক্ষে'—অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে, এই অর্থ। 'চত-

সৃষু অষ্টকাসু'—হেমন্ত ও শীতকালে, অর্থাৎ অগ্রহায়ণাদি চারিমাসে যে চারিটি অষ্টকা হয়, তাহাতে শ্রাদ্ধ করিবে। 'মাসর্ক্ষাণি'—বৈশাখাদি মাসে বিশাখাদি নক্ষত্রে, অর্থাৎ যে যে নক্ষত্র হইতে যে যে মাসের নাম হয়, সেই সকল নক্ষত্র যখন (রাকা) পূর্ণিমা বা অনুমতি তিথির সহিত মিলিত হয়, সেই সময় শ্রাদ্ধ করিবে। অমরকোষে উক্ত আছে—'কলাহীন হইলে অনুমিতি এবং পূর্ণচন্দ্রের সহিত যুক্ত পৌর্ণমাসী তিথিকে রাকা বলে।'

'দ্বাদশ্যাম্'—অনুরাধা, শ্রবণা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্র—এই সকল নক্ষত্রে যদি দ্বাদশী হয়, তন্মধ্যে উত্তরাদি তিনটিতে অর্থাৎ উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ এই তিন নক্ষত্রে যদি একাদশী হয়, তাহাতে শ্রাদ্ধ করিবে। এখানে 'উপবাসের অযোগ্য' একাদশীই গ্রহণ করিতে হইবে, যেহেতু উপবাসযোগ্য একাদশী তিথিতে শ্রাদ্ধ নিষেধ। যেমন ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উক্ত হইয়াছে—"যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল" ইত্যাদি, অর্থাৎ হে মহারাজ! একাদশী দিনে (ব্রতযোগ্য একাদশী তিথিতে) যাহারা শ্রাদ্ধ করে, তাহারা তিনজনই নরকে গমন করে—দাতা, ভোক্তা ও পরলোকবাসী পিতৃপুরুষগণ। 'উপবাসের অযোগ্য' —ইহা বলায়, তদ্রূপ একাদশী তিথি না পাইলে পরদিন দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে। যেমন পাদ্মে স্পষ্টতঃই উল্লেখ রহিয়াছে—"মাতা-পিতার মৃত দিনে যদি একাদশী তিথি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে, কিন্তু উপবাস দিনে কখনই নহে।" পুষ্করখণ্ডেও বলা হইয়াছে—"হে রাম! যখন একাদশীতে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ হইবে, সেই দিন পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে" ইত্যাদি। 'জন্মর্ক্ষং'—নিজের জন্মনক্ষত্রের, অথবা শ্রবণানক্ষত্রের যোগযুক্ত দিনে শ্রাদ্ধ করিবে। এখানে সম্বন্ধবাহুল্যবশতঃ 'যোগ'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে॥ ২০-২৩॥

মধ্ব—

সপ্তম্যাদিত্রয়ং চৈব তথা চৈত্রত্রয়োদশী।
চতস্রস্ত্বষ্টকাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বপক্ষাদ্বিশেষতঃ॥
ইতি চ ব্যাসস্মৃতৌ।

হেমন্তে শিশিরে চৈব নিত্যশাস্ত্রং গুণোত্তরম্।
ইতি চ॥ ২১॥

ত এতে শ্রেয়সঃ কালা নৃণাং শ্রেয়ো-বিবর্দ্ধনাঃ।
কুর্য্যাৎ সর্ব্বাত্মনৈতেষু শ্রেয়োঽমোঘং তদায়ুষঃ॥২৪

অন্বয়ঃ—তে এতে (পূর্ব্বোক্তাঃ অয়নাদয়ঃ ন কেবলং শ্রাদ্ধস্যৈব) কালাঃ (অপি তু) নৃ্ণাং শ্রেয়োবিবর্দ্ধনাঃ (ভবন্তি) এতেষু (কালেষু) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বপ্রযত্নেন) শ্রেয়সঃ (বক্ষ্যমাণং স্নানাদিকং) কুর্য্যাৎ তদা (তস্য) আয়ুষঃ অমোঘম্ (অমোঘত্বং সাফল্যং ভবতি)॥ ২৪॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত কালসমূহ মনুষ্যগণের মঙ্গলবর্দ্ধক। ঐ সময়ে সর্ব্বপ্রযত্নে মঙ্গলকার্য্য করা উচিৎ; তাহাতে পরমায়ুর সাফল্য হয়॥ ২৪॥

বিশ্বনাথ—শ্রেয়সো ধর্ম্মমাত্রস্যৈব ন কেবলং শ্রাদ্ধমাত্রস্যেত্যর্থঃ। তদৈব আয়ুষঃ অমোঘমমোঘত্বম্॥ ২৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রেয়সঃ'—এইসকল কাল কেবল শ্রাদ্ধের নিমিত্তই প্রশস্ত নহে, কিন্তু মানবগণের মঙ্গলবর্দ্ধক। 'তদায়ুষঃ'—ঐ সকল সময়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পরমায়ুর সাফল্য হয়॥ ২৪॥

এষু স্নানং জপো হোমো ব্রতং দেবদ্বিজার্চ্চনম্।
পিতৃদেবনৃভূতেভ্যো যদ্দত্তং তদ্ধ্যনশ্বরম্॥ ২৫॥

অন্বয়ঃ—এষু (কালেষু যৎ) স্নানং জপঃ হোমঃ ব্রতং দেবদ্বিজার্চ্চনং (কৃতং), যৎ (অপি) পিতৃদেব নৃভূতেভ্যঃ (পিত্রাদ্যুদ্দেশেন) দত্তং (দীয়তে) তৎ হি অনশ্বরম্ (অক্ষয়ফল-সাধনং ভবতীত্যর্থঃ)॥২৫॥

অনুবাদ—এইকালে কৃত স্নান, জপ, হোম, ব্রত, দেবব্রাহ্মণার্চ্চনা এবং পিতৃ, দেব, মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণিগণকে প্রদত্ত সমস্তই অনশ্বর (অক্ষয়ফলসাধক) হইয়া থাকে॥ ২৫॥

সংস্কারকালো জায়ায়া অপত্যস্যাত্মনস্তথা।
প্রেতসংস্থা মৃতাহশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যুদয়ে নৃপ॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, (যঃ) জায়ায়াঃ অপত্যস্য তথা আত্মনঃ সংস্কারকালঃ (জায়ায়াঃ পুংসবনাদি অপত্যস্য জাতকর্ম্মাদি আত্মনঃ যজ্ঞদীক্ষাদি) প্রেতসংস্থা (প্রেতদাহাদিকর্ম্ম) মৃতাহঃ চ (সাংবৎসরিকং

অন্যস্মিন্ অপি) অভ্যুদয়ে কর্ম্মণি (মঙ্গলকর্ম্মণি শ্রেয়ঃ কুর্য্যাৎ ইত্যর্থঃ)॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ, জায়া, অপত্য ও আপনার সংস্কারকালে, মৃতাহে এবং আভ্যুদয়িক কর্ম্মসময়ে মাঙ্গলিক কার্য্য করিবে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—সংস্কারকালে জায়ায়াঃ পুংসবনাদি। অপত্যস্য জাতকর্ম্মাদি। আত্মনো যজ্ঞদীক্ষাদি। প্রেতসংস্থা প্রেতস্য দাহনাদি। মৃতাহঃ পিত্রাদেঃ সাম্বৎসরিকং শ্রাদ্ধম্। এতেষু অন্যস্মিন্নভ্যুদয়ে চ শ্রেয়ঃ কুর্য্যাদিত্যনুষঙ্গঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংস্কারকালঃ'—পত্নীর পুংসবনাদি সংস্কারকালে, পুত্রকন্যার জাতকর্ম্মাদি সময়ে, নিজের যজ্ঞদীক্ষাদি সময়ে, 'প্রেতসংস্থা'—প্রেতের দাহনাদিতে, 'মৃতাহঃ'—মাতাপিতার সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধে, এবং অন্যান্য আভ্যুদয়িক কার্য্যে (স্নান-দানাদি যাহাই করিবে, তাহা অনশ্বর হইবে।)॥ ২৬ ॥

———

অথ দেশান্ প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মাদি-শ্রেয়-আবহান্।
স বৈ পুণ্যতমো দেশঃ সৎপাত্রং যত্র লভ্যতে ॥২৭॥
বিম্বং ভগবতো যত্র সর্ব্বমেতচ্চরাচরম্।
যত্র হ ব্রাহ্মণকুলং তপো-বিদ্যা-দয়ান্বিতম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) ধর্ম্মাদি-শ্রেয়-আবহান্ (মঙ্গলবর্দ্ধকান্) দেশান্ প্রবক্ষ্যামি। যত্র সৎপাত্রং লভ্যতে স বৈ পুণ্যতমঃ। যত্র সর্ব্বম্ এতৎ চরাচরং (জগৎ তিষ্ঠতি তৎ) ভগবতঃ বিম্বং (মূর্ত্তিঃ) (যত্র লভ্যতে সঃ দেশঃ পুণ্যতমঃ), যত্র হ তপোবিদ্যা-দয়ান্বিতং ব্রাহ্মণকুলং (তিষ্ঠতি সোঽপি দেশঃ পুণ্য-তমঃ)॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ধর্ম্মাদি মঙ্গলবর্দ্ধক দেশ বলিতেছি। যে দেশে বৈষ্ণব প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই দেশ পুণ্যতম। সমগ্র চরাচর বিশ্বের আধার ভগবানের প্রতিমা যে দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে দেশ অতি পুণ্যতম। যে দেশে তপোবিদ্যাদয়ান্বিত ব্রাহ্মণবংশ অবস্থান করেন, সেই দেশও পুণ্যতম ॥ ২৭-২৮ ॥

বিশ্বনাথ—সন্ সাধুশ্চাসৌ পাত্রঞ্চেতি সৎপাত্রং বৈষ্ণবঃ। তচ্চ কীদৃশম্? যত্র চরাচরমেতজ্জগৎ তস্য ভগবতো বিম্বং বিম্বতুল্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৭-২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সৎপাত্রং'—তাহাই পুণ্যতম দেশ যেখানে সৎপাত্র পাওয়া যায়, 'সৎপাত্র' বলিতে সাধু যে পাত্র অর্থাৎ বৈষ্ণব। সেই সৎপাত্র কিরূপ? তাহাতে বলিতেছেন—'বিম্বং', যাহাতে এই চরাচর বিশ্ব বিদ্যমান, সেই ভগবানের বিম্বতুল্য সৎপাত্র ॥ ২৭-২৮ ॥

———

যত্র যত্র হরেরর্চ্চা স দেশঃ শ্রেয়সাং পদম্।
যত্র গঙ্গাদয়ো নদ্যঃ পুরাণেষু চ বিশ্রুতাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র যত্র হরেঃ অর্চ্চা (প্রতিমা তিষ্ঠতি) যত্র চ পুরাণেষু বিশ্রুতাঃ (প্রসিদ্ধাঃ) গঙ্গাদয়ঃ নদ্যঃ (সন্তি) সঃ দেশঃ শ্রেয়সাং (পুণ্যানুষ্ঠানানাং) পদং (স্থানম্)॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যে স্থানে হরির প্রতিমা থাকে এবং যে স্থানে পুরাণ-প্রসিদ্ধ গঙ্গাদি নদী বর্ত্তমান, সেই দেশ মঙ্গলের আশ্রয় ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিমা হি প্রতিবিম্বরূপেতি। তস্যাঃ সকাশাদপি ভক্তস্যোৎকর্ষঃ। অতএব "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" ইতি; "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥" ইতি চ বক্ষ্যতে। অর্চ্চা প্রতিমা শালগ্রামাদিরূপা। অর্চ্চা স্থিরপ্রতিমা শ্রীজগন্নাথাদিস্তদাশ্রিতা উৎকলাদয়ঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যত্র যত্র হরেঃ অর্চ্চা'—যেখানে যেখানে ভগবান্ শ্রীহরির 'অর্চ্চা' বলিতে প্রতিমা বিদ্যমান, সেই সকল দেশ মঙ্গলের নিকেতন। 'প্রতিমা' হইতেছে প্রতিবিম্বরূপা, ইহাতে তাহা হইতে ভক্তের উৎকর্ষ বলা হইল। অতএব শ্রীএকাদশে বলিবেন—"মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা" (১১।১৯।২১), আমা হইতে আমার ভক্তের পূজা শ্রেষ্ঠ, এবং "অর্চ্চয়ামেব হরয়ে" (১১।২।৪৭), অর্থাৎ যিনি শ্রীহরির অর্চ্চা-বিগ্রহে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করেন, কিন্তু তাঁহার ভক্তের বা অন্যের সমাদর করেন না, তাহাকে প্রাকৃত ভক্ত (কনিষ্ঠ ভক্ত, কোমল-শ্রদ্ধ) বলা হয়। অর্চ্চা প্রতিমা শালগ্রামাদি, আর অর্চ্চা স্থিরপ্রতিমা শ্রীজগন্নাথাদি, তদাশ্রিত উৎকলাদি দেশও মঙ্গলের আশ্রয় ॥ ২৯ ॥

———

সরাংসি পুষ্করাদীনি ক্ষেত্রাণ্যর্হাশ্রিতান্যুত ।
কুরুক্ষেত্রং গয়শিরঃ প্রয়াগঃ পুলহাশ্রমঃ ॥ ৩০ ॥
নৈমিষং ফাল্গুনং সেতুঃ প্রভাসোঽথ কুশস্থলী ।
বারাণসী মধুপুরী পম্পা বিন্দুসরস্তথা ॥ ৩১ ॥
নারায়ণাশ্রমো নন্দা সীতারামাশ্রমাদয়ঃ ।
সর্ব্বে কুলাচলা রাজন্ মহেন্দ্রমলয়াদয়ঃ ॥ ৩২ ॥
এতে পুণ্যতমা দেশা হরেরর্চ্চাশ্রিতাশ্চ যে ।
এতান্ দেশান্ নিষেবেত শ্রেয়স্কামো হ্যভীক্ষ্ণশঃ ।
ধর্ম্মো হ্যত্রেহিতঃ পুংসাং সহস্রাধিফলোদয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—পুষ্করাদীনি সরাংসি উত অর্হাশ্রিতানি অর্হৈঃ উত্তমৈঃ আশ্রিতানি) ক্ষেত্রাণি কুরুক্ষেত্রং গয়শিরঃ (গয়াসুরশিরঃ) প্রয়াগঃ (গঙ্গাযমুনয়োঃ সঙ্গমস্থানং) পুলহাশ্রমঃ নৈমিষং ফাল্গুনং সেতুঃ (শ্রীরামনিবদ্ধঃ সেতুঃ) প্রভাসঃ (শঙ্খোদ্ধার-তীর্থবিশেষঃ) অথ কুশস্থলী (দ্বারবতী) বারাণসী (কাশী) মধুপুরী (মথুরা) পম্পা (পম্পাখ্যং সরঃ) তথা বিন্দুসরঃ (কর্দ্দমাশ্রমঃ) নারায়ণাশ্রমঃ নন্দা (নদী) সীতারামাশ্রমাদয়ঃ (সীতায়াঃ রামস্য চ আশ্রমঃ চিত্রকূটাদ্রিরাদির্যেষাং তে, হে) রাজন্, মহেন্দ্রমলয়াদয়ঃ (যে) সর্ব্বেকুলাচলাঃ (শ্রেষ্ঠপর্ব্বতাঃ) এতে হরেঃ অর্চ্চাশ্রিতাঃ চ (অর্চ্চা স্থিরপ্রতিমা শ্রীজগন্নাথাদিঃ তদাশ্রিতাঃ উৎকলাদয়ঃ) যে পুণ্যতমাঃ দেশাঃ (সন্তি) শ্রেয়স্কামঃ (পুমান্) অভীক্ষ্ণশঃ (পুনঃ পুনঃ) এতান্ (এব) দেশান্ হি (নিতরাং) নিষেবেত, পুংসাং (যৎফলসাধনত্বেন যঃ) ধর্ম্মঃ (উদিতঃ সঃ) হি (যস্মাৎ) অত্র (এষু দেশেষু) ঈহিতঃ (অনুষ্ঠিতঃ) সহস্রাধিফলোদয়ঃ (সহস্রগুণম্ অধিকস্য ফলস্য উদয়ঃ যস্মাৎ তাদৃশঃ ভবতি) ॥ ৩০-৩৩ ॥

অনুবাদ—পুষ্কর প্রভৃতি সরোবর এবং উত্তমাশ্রিত ক্ষেত্রসকল, কুরুক্ষেত্র, গয়াশির, প্রয়াগ, পুলহাশ্রম, নৈমিষারণ্য, ফল্গুনদী, সেতুবন্ধ, প্রভাস, কুশস্থলী (দ্বারবতী), বারাণসী, মধুপুরী, পম্পা সরোবর, বিন্দুসরোবর, নারায়ণাশ্রম, নন্দা (নদী) এবং সীতা ও রামের আশ্রমসমূহ এবং হে রাজন্, মহেন্দ্র ও মলয়াদি কুলাচল এবং হরির স্থিরবিগ্রহাধিষ্ঠিত দেশ পুণ্যতম। মঙ্গলকামী ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ ঐ সকল স্থানের সেবা করিবেন। পুরুষদিগের এইসমস্ত স্থানে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সহস্রগুণাধিক ফলোৎপাদন করে ॥ ৩০-৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—দেশান্তরাৎ সহস্রগুণাধিকস্য ফলস্য উদয়ো যস্মাৎ সঃ ॥ ৩০-৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সহস্রাধিক-ফলোদয়ঃ'—অন্যান্য দেশ হইতে পুষ্করাদি স্থানে আচরিত ধর্ম্ম সহস্রগুণ ফলদায়ক ॥ ৩০-৩৩ ॥

পাত্রং ত্বত্র নিরুক্তং বৈ কবিভিঃ পাত্রবিত্তমৈঃ ।
হরিরেবৈক উর্ব্বীশ যন্ময়ং বৈ চরাচরম্ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) উর্ব্বীশ, (পৃথিবীনাথ,) পাত্রবিত্তমৈঃ কবিভিঃ (বিবেকিভিঃ) একঃ তু হরিঃ এব অত্র (লোকে) পাত্রং নিরুক্তং (নির্ণীতং) বৈ (যতঃ) চরাচরং (সর্ব্বং বিশ্বং) যন্ময়ম্ (এব ইত্যর্থঃ) ॥৩৪॥

অনুবাদ—হে পৃথিবীনাথ, শ্রেষ্ঠ পাত্রগণ এই চরাচরাধার একমাত্র হরিকেই এই লোকে পাত্র বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র ধর্ম্মার্থং কস্মৈ দেয়মিতি চেৎ সাক্ষাদ্ধরয়ে বৈষ্ণবেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ সর্ব্বপ্রাণিভ্যশ্চেতি বক্তুং প্রথমং দানস্য পাত্রং নির্ব্বক্তি,—পাত্রমিতি ॥৩৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে ধর্ম্মের নিমিত্ত কাহাকে দান করা উচিত ? ইহার উত্তরে বৈষ্ণবগণ হইতে, ব্রাহ্মণগণ হইতে এবং সকল প্রাণী হইতে সাক্ষাৎ হরিকেই দান করা উচিত, ইহা বলিবার জন্য প্রথমতঃ দানের পাত্র নির্ণয় করিতেছেন—'পাত্রম্' ইত্যাদি (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পাত্রবিদ্গণ শ্রীহরিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, কারণ এই চরাচর বিশ্বই তন্ময় ।) ॥ ৩৪ ॥

দেবর্ষ্যর্হৎসু বৈ সৎসু তত্র ব্রহ্মাত্মজাদিষু ।
রাজন্ যদগ্রপূজায়াং মতঃ পাত্রতয়াচ্যুতঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, দেবর্ষ্যর্হৎসু (দেবেষু ঋষিসু অর্হৎসু তপোযোগাদিসিদ্ধেষু) ব্রহ্মাত্মজাদিষু (সনকাদিষু অপি) সৎসু বৈ তত্র (তদীয় রাজসূয়ে) যৎ (যস্মাৎ) অগ্রপূজায়াম্ পাত্রতয়া অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ এব) মতঃ (সর্ব্বসম্মতঃ জাতঃ) ॥ ৩৫॥

অনুবাদ—হে, রাজন্, দেব, ঋষি, তপঃসিদ্ধগণ ও সনকাদি উপস্থিত থাকিলেও তোমার রাজসূয়ে অগ্র-

পূজাসময়ে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বসম্মত পাত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—হরেঃ পাত্রত্বে নির্ব্বিবাদত্বং তব রাজসূয় যজ্ঞ এব সিদ্ধমিত্যাহ,—দেবেষু ঋষিষু অর্হৎষু তপোযজ্ঞাদিসিদ্ধেষু ব্রহ্মাদিষু তদাত্মজাদিষু সনকাদিষু চ। অগ্রপূজায়াং পাত্রতয়া অচ্যুত এব মতঃ ॥ ৩৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীহরির পাত্রত্বে নির্ব্বিবাদত্ব তোমার রাজসূয় যজ্ঞেই স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহা বলিতেছেন—'দেবর্ষ্যর্হৎসু', দেবতা, ঋষি, তপোযজ্ঞাদি সিদ্ধ, ব্রহ্মাদি এবং তাঁহার পুত্র সনকাদি মহর্ষিগণ তোমার অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত থাকিলেও, অগ্রপূজায় ভগবান্ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বসম্মত সৎপাত্র বিবেচিত হন ॥ ৩৫ ॥

জীবরাশিভিরাকীর্ণ অণ্ডকোষাঙ্ঘ্রিপো মহান্।
তন্মূলত্বাদচ্যুতেজ্যা সর্ব্বজীবাত্মতর্পণম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—জীবরাশিভিঃ (জীবানাং রাশিভিঃ) আকীর্ণঃ (ব্যাপ্তঃ অয়ং) মহান্ অণ্ডকোষাঙ্ঘ্রিপঃ (ব্রহ্মাণ্ডকোষ এব অঙ্ঘ্রিপঃ বৃক্ষঃ) তন্মূলত্বাৎ (তস্য মূলত্বাৎ) অচ্যুতেজ্যা (এব) সর্ব্বজীবাত্মতর্পণং (সর্ব্বজীবানাম্ আত্মনশ্চ তর্পণং পূজা ভবতি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—জীবরাশিতে ব্যাপ্ত এই ব্রহ্মাণ্ড কোষরূপ মহান্ বৃক্ষের মূলও সেই শ্রীকৃষ্ণ ; সুতরাং তাঁহার পূজায় নিখিল জীবগণের এবং আপনার তৃপ্তি হয় ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—সম্মতত্বে হেতুমাহ,—জীবেতি। য অণ্ডকোষস্তস্য মূলত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার সর্ব্ব-সম্মতত্বের কারণ বলিতেছেন—'জীবরাশিভিঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার জীবরাশিদ্বারা পরিপূর্ণ এই ব্রহ্মাণ্ডকোষরূপ সুবৃহৎ বৃক্ষের (সংসার-বৃক্ষের) মূলও এই ভগবান্ অচ্যুত, (অতএব তাঁহার অর্চ্চনা করা হইলে সকল জীবেরই তৃপ্তিবিধান করা হয়।) ॥ ৩৬ ॥

পুরাণ্যনেন সৃষ্টানি নৃতির্য্যগৃষিদেবতাঃ।
শেতে জীবেন রূপেণ পরেষু পুরুষো হ্যসৌ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—অনেন (ভগবতা) নৃতির্য্যগৃষিদেবতাঃ (নৃতির্য্যগাদিরূপাণি) পুরাণি (শরীরাণি) সৃষ্টানি (তেষু) পুরেষু হি (যস্মাৎ) জীবেন রূপেণ (অন্তর্য্যামিরূপেণ চ স্বয়ম্ এব) শেতে (তস্মাৎ) অসৌ পুরুষঃ (ইতি প্রসিদ্ধঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ঋষি এবং দেবতারূপ শরীরসকল সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং অন্তর্য্যামিরূপে তাহাদিগের মধ্যে শায়িত থাকেন, এই কারণে তিনি পুরুষনামে প্রসিদ্ধ ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—অতস্তস্যাবতারসময়ে সাক্ষাত্তস্মাদেব, অন্যদা তু তদ্ভক্তায়, 'সৎপাত্রং যত্র লভ্যতে' 'বিম্বং ভগবত, ইতি পূর্ব্বোক্তেঃ। তদনন্তরন্তু প্রাণিমাত্রেভ্য ইত্যাহ,—পুরাণ্যনেনেতি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব তাঁহার অবতারকালে সাক্ষাৎ তাঁহাকেই সৎপাত্ররূপে দান করিতে হইবে, অন্য সময়ে তাঁহার ভক্তকে সৎপাত্র বিবেচনা করিবে। যেহেতু "সৎপাত্রং যত্র লভ্যতে, বিম্বং ভগবতঃ" (২৭ ও ২৮ শ্লোক), অর্থাৎ সৎপাত্র যে দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায় ইত্যাদি এবং ভক্ত, শ্রীভগবানের বিম্বস্বরূপ—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তদনন্তর প্রাণিমাত্রকে দান করিবে, ইহা বলিতেছেন—'পুরাণি অনেন' ইত্যাদি (অর্থাৎ ভগবান্ পশু, পক্ষী প্রভৃতি নানারূপ শরীর বা পুর সৃষ্টি করিয়া সেই সকল পুরে অন্তর্য্যামীরূপে প্রত্যগংশে শয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া তিনি পুরুষ নামে অভিহিত) ॥ ৩৭ ॥

মধ্ব—জীবেন রূপেণ সহ ॥ ৩৭ ॥

তেষ্বেব ভগবান্ রাজংস্তারতম্যেন বর্ত্ততে।
তস্মাৎ পাত্রং হি পুরুষো যাবানাত্মা যথেয়তে ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্. ভগবান্ তেষু এব (দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিষু) তারতম্যেন (অধিক-ন্যূনভাবেন তির্য্যগাদিভ্যঃ পুরুষে মনুষ্যে আধিক্যেন) বর্ত্ততে তস্মাৎ পুরুষঃ পাত্রং হি যাবান্ আত্মা (জ্ঞানাংশঃ) যথা (তপ আদিযোগেন যত্র যত্র) ঈয়তে (প্রতীয়তে, তথা তথা অসৌ পাত্রমিত্যর্থঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সেই শরীরসমূহে ন্যূনাধিকভাবে ভগবান্ অধিষ্ঠিত আছেন ; সুতরাং পুরুষই

পাত্র। যাবৎ পরিমিত জ্ঞানাংশ যাহাতে প্রতীত হয়, তাহা তদ্রূপ পাত্র হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—তারতম্যেন তির্য্যগাদিভ্যঃ পুরুষে যস্মাদাধিক্যেন বর্ত্ততে, তস্মাৎ পুরুষঃ পাত্রম্। তথাপি যথাযথা জ্ঞানবৈরাগ্যাদিভির্যাবানাত্মা জীবঃ উৎকৃষ্টো ভবেৎ, যঃ স পাত্রম্। তথাচ শ্রুতিঃ "পুরুষত্বে চাবিস্তরামাত্মা" ইত্যাদি ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তারতম্যেন'—ভগবান্ তারতম্যভাবে তির্য্যগাদি অপেক্ষা পুরুষে যেহেতু অধিকরূপে বর্ত্তমান থাকেন, সেইহেতু পুরুষই পাত্র। তন্মধ্যে যেরূপ জ্ঞান, বৈরগ্যাদির দ্বারা যে জীব উৎকৃষ্ট হয়, তিনিই পাত্র। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"পুরুষত্বে চাবিস্তরামাত্মা"—অর্থাৎ পুরুষে অধিকরূপে তাঁহার প্রকাশ, ইত্যাদি ॥ ৩৮ ॥

মধ্ব—

ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু ন বিশেষো হরেঃ কৃচিৎ।
ব্যক্তিমাত্রবিশেষেণ তারতম্যং বদন্তি চ ॥

ইতি ॥ ৩৮ ॥

দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ।
ত্রেতাদিষু হরেরর্চ্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, কবিভিঃ (ঋষিভিঃ) তেষাং নৃণাং মিথঃ অবজ্ঞানাত্মতাম্ (অবজ্ঞানম্ অসম্মানঃ তস্মিন্ আত্মা বুদ্ধির্যেষাং তেষাং ভাবং) দৃষ্ট্বা ক্রিয়ায়ৈ (পূজার্থং) ত্রেতাদিষু হরেঃ অর্চ্চা (প্রতিমা-পূজা) কৃতা (বিহিতা) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ, ঋষিগণ ঐসকল মনুষ্যের পরস্পর অবজ্ঞা দর্শন করিয়া অর্চ্চনার্থ ত্রেতাদি যুগে হরির প্রতিমূর্ত্তিপূজা প্রচার করেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বপ্রাণিসম্মাননাসমর্থানামবজ্ঞা-স্পর্দ্ধাদিমতাস্ত ভগবৎপ্রতিমৈব পাত্রমিত্যাহ,—দৃষ্ট্বেতি। মিথঃ পরস্পরমবজ্ঞানে এবাত্মা বুদ্ধির্যেষাং তেষাং ভাবস্তম্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি সম্মান করিতে অসমর্থ, অবজ্ঞা ও স্পর্দ্ধাদিযুক্ত মনুষ্যগণের পক্ষে শ্রীভগবানের প্রতিমাই পাত্র, ইহা বলিতেছেন—'দৃষ্ট্বা' ইত্যাদি। 'অবজ্ঞানাত্মতাং'—পরস্পর অবজ্ঞা-বিষয়ে আত্মা বলিতে বুদ্ধি যাহাদের, তাহাদের ভাব লক্ষ্য করিয়া (ঋষিগণ ত্রেতাদিযুগে ভগবানের অর্চ্চনার জন্য শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন।) ॥ ৩৯ ॥

ততোঽর্চ্চায়াং হরিং কেচিৎ সংশ্রদ্ধায় সপর্য্যয়া।
উপাসত উপাস্তাপি নার্থদা পুরুষদ্বিষাম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ কেচিৎ সংশ্রদ্ধায় সপর্য্যয়া (পূজোপকরণেন) অর্চ্চায়াং হরিম্ উপাসতে পুরুষদ্বিষাম্ উপাস্তা অপি (উপাসিতা অপি অর্চ্চা) অর্থদা ন (পরমার্থপ্রদা নভবতি পুরুষেষু দ্বেষং হিত্বা অর্চ্চিতা সতী সাপি মন্দাধিকারিণাং পুরুষার্থপ্রদা ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর কেহ কেহ শ্রদ্ধা-সহকারে পূজোপকরণাদি দ্বারা প্রতিমাতে হরির পূজা করেন। কিন্তু পুরুষ (বিষ্ণু) দ্বেষী ব্যক্তি দ্বারা পূজিত হইয়াও ঐ প্রতিমূর্ত্তি পরমার্থপ্রদা হন না ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—উপাস্তা উপাসিতাপি পুরুষদ্বিষাং নার্থদেতি অবজ্ঞাদিভ্যোঽপি দ্বেষেঽপরাধাধিক্যং সূচয়তি ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপাস্তা'—শ্রীবিগ্রহের উপাসনা করিলেও মানুষের প্রতি বিদ্বেষকারিগণের পক্ষে উহা সিদ্ধিপ্রদ হয় না, ইহাতে অবজ্ঞাদি হইতেও বিদ্বেষে অপরাধের আধিক্যই সূচনা করিতেছে ॥৪০॥

পুরুষেষ্বপি রাজেন্দ্র সুপাত্রং ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা ধত্তে বেদং হরেস্তনুম্ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজেন্দ্র, পুরুষেষু অপি ব্রাহ্মণং সুপাত্রং বিদুঃ (যতঃ ব্রাহ্মণঃ) তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা (চ) হরেঃ তনুং বেদং ধত্তে ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র, পুরুষগণ-মধ্যেও ব্রাহ্মণকেই সুপাত্র জানিবে; কারণ, ব্রাহ্মণ তপস্যা, বিদ্যা এবং তুষ্টিদ্বারা ভগবান্ হরির শরীরস্বরূপ বেদ ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষস্যেব জাত্যা তপ আদিভিশ্চ শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—পুরুষেষ্বপীতি। বেদং ব্রহ্মশব্দবাচ্যং

ধত্তে জ্ঞানেন স ব্রাহ্মণ ইতি তদধীতে তদ্বেদেত্যনেন ব্রাহ্মণপদ-ব্যুৎপত্তির্দর্শিতা ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুরুষগণের মধ্যেও জাতি, তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করিতেছেন—'পুরুষেষু' ইত্যাদি ; অর্থাৎ মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণকেই সুপাত্র জানিবে। 'বেদং ধত্তে'—বেদ বলিতে ব্রহ্ম, তাহা যিনি জ্ঞানের দ্বারা ধারণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ। ইহাতে 'তদধীতে তদ্বেদ বা', অর্থাৎ তাহা অধ্যয়ন করে, অথবা জানে—এই ব্যাকরণের সূত্রানুসারে ব্রাহ্মণ-পদের ব্যুৎপত্তিও প্রদর্শিত হইল ॥ ৪১ ॥

মধ্ব—শিলাবৎ প্রতিমাঃ সন্তো বিপ্রাদ্যাশ্চ হরে স্মৃতাঃ ইতি চ ॥ ৪১ ॥

———

নন্বস্য ব্রাহ্মণা রাজন্ কৃষ্ণস্য জগদাত্মনঃ।
পুনন্তঃ পাদরজসা ত্রিলোকীং দৈবতং মহৎ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে সদাচার-নির্ণয়ে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—ননু (হে) রাজন্, (হে নৃপ,) পাদরজসা ত্রিলোকীং (ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ তাং) পুনন্তঃ (পবিত্রী কুর্ব্বন্তঃ) ব্রাহ্মণাঃ জগদাত্মনঃ অস্য কৃষ্ণস্য (অপি) মহৎ দৈবতং (তেনাপি দৈবতবৎ আদৃতাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ) ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে রাজন্, স্ব-পদধূলিদ্বারা ত্রিলোক-পাবন ব্রাহ্মণগণ জগদাত্মা শ্রীকৃষ্ণেরও মহা-পূজ্য (অত্যাদরের পাত্র) ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণস্য মহৎ দৈবতমিতি তেনাপ্যাদ্রিয়তে ব্রহ্মণ্যত্বাৎ ন চ তদ্দৈবতত্বাৎ ব্রাহ্মণাস্তস্মাৎ সকাশাদপি বস্তুতএব পূজ্যা ইতি সিদ্ধান্ত এবেতি বাচ্যং, রাজসূয়ে বহুষ্বপি ব্রাহ্মণেষু বিদ্যমানেষু কৃষ্ণস্যৈবাগ্রপূজনাৎ ॥ ৪২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্দ্দশঃ সপ্তমস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃষ্ণস্য মহৎ দৈবতম্'—জগতের আত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও ব্রাহ্মণগণ মহান্ দৈবত, অর্থাৎ ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণও ব্রাহ্মণগণের সমাদর করেন, ইহা তাঁহার ব্রহ্মণ্যত্বই। সুতরাং দেবতারূপে ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণ হইতেও পূজ্য—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না, কারণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে বহু ব্রাহ্মণ বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণেরই অগ্রপূজা সম্মত হইয়াছিল ॥ ৪২ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার সপ্তম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭।১৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের মধ্ব সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ—

কর্ম্মনিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠা নৃপাপরে।
স্বাধ্যায়েঽন্যে প্রবচনে কেচন জ্ঞানযোগয়োঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সর্ব্বধর্ম্মসার সংগ্রহপূর্ব্বক মোক্ষ-লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীনারদ পূর্ব্বাধ্যায়ে ব্রাহ্মণোৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়া এই অধ্যায়ে ব্রাহ্মণের মধ্যে তারতম্য প্রদর্শ-নার্থ কহিতেছেন যে, ব্রাহ্মণের মধ্যে কেহ কর্ম্মনিষ্ঠ বা গৃহস্থ, কেহ তপোনিষ্ঠ বা বানপ্রস্থ, কেহ বেদপাঠ এবং বেদার্থ-ব্যাখ্যা-নিপুণ অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, আর অপর কেহ জ্ঞান ও যোগনিষ্ঠ অর্থাৎ সন্ন্যাসী। অতঃপর গৃহস্থের ধর্ম্ম কহিতেছেন যে, মোক্ষার্থী কর্ম্ম-নিষ্ঠ গৃহস্থের দেবপিত্রাদির উদ্দেশ্যে দেয় হব্য এবং কব্য জ্ঞাননিষ্ঠ বিপ্রকে দান করাই প্রশস্ত; অভাবে জ্ঞানতারতম্য বিবেচনাপূর্ব্বক অন্য ব্যক্তিতে দান হইতে পারে। পিত্রাদির শ্রাদ্ধে সামর্থ্যসত্ত্বেও শ্রাদ্ধ-কার্য্য সুষ্ঠু নির্ব্বাহের জন্য ব্রাহ্মণবাহুল্য বর্জ্জনীয়। শ্রীহরির নিকট নিবেদিত অন্ন পিত্রাদিকেও সৎপাত্রে শ্রদ্ধাসহকারে অর্পণই শ্রাদ্ধ এবং তাদৃশ শ্রাদ্ধই অক্ষয়-ফলপ্রদ। শ্রাদ্ধে আমিষ প্রদান বা ভোজন নিষিদ্ধ। প্রাণিহিংসা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। অত্যন্ত নিম্নাধি-কারিগণ প্রাণিহিংসাবহুল দ্রব্যময় যজ্ঞ করিয়া থাকে, উত্তমাধিকারী নিষ্কাম-জ্ঞানিগণ বাহ্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া থাকেন। দৈবোপপন্ন নীবারাদি দ্বারা নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ কর্ত্তব্য। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির বিধর্ম্ম, পর-ধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস, উপধর্ম্ম এবং ছলধর্ম্ম—এই পঞ্চবিধ অধর্ম্ম অবশ্য পরিত্যজ্য। স্বভাববিহিত ধর্ম্মাচরণই শ্রেয়ঃপ্রদ। অধনব্যক্তির স্ব-সুখার্থ ধনচেষ্টা সমীচীন নহে। স্ব-সুখচেষ্টাশূন্য স্বাত্মারাম ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বদিকই মঙ্গলময়। অসন্তুষ্ট-চিত্ত ব্যক্তির অধঃ-পতন অবশ্যম্ভাবী। কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, শোক, মোহ, দম্ভ, গ্রাম্যবার্ত্তা, হিংসা, ত্রিতাপ ও ত্রিগুণাদি জয় করিবার উপায় একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ। সাক্ষাদ্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাভিন্নস্বরূপ শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকিলে শাস্ত্র-শ্রবণাদি সকলই কুঞ্জরশৌচবৎ ব্যর্থ। শ্রীগুরুদেবের পিতৃ-পুত্রাদি অভিমানিগণ এবং প্রতি-বেশিগণ তাঁহাকে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া থাকেন বলিয়াই যে, তিনি মনুষ্য হইয়া যাইবেন, তাহা নহে। ইষ্টা-পূর্ত্তাদি সমুদয় বিধি কেবল ষড়বর্গ সংযমপর। ঐ সকল বিধি ভগবদ্ধ্যানধারণাদি সাধক না হইলে উহারা শ্রমাবহ মাত্র। অজিতেন্দ্রিয় বহির্ম্মুখ ব্যক্তির ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম মোক্ষসাধক হইবার পরিবর্ত্তে সংসারপ্রবর্ত্তকই হইয়া থাকে। গৃহস্থের কামাদি-জয়ে যতমান হওয়া সত্ত্বেও কুটুম্বাদি সঙ্গদোষে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তাঁহার গৃহাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস-অবলম্বন, নির্জ্জনবাস, ভিক্ষালব্ধ পরিমিত আহারাদি, তথা স্থিরচিত্তে প্রণবজপাদি মনঃসংযম, ক্রিয়ানুষ্ঠান-ক্রমে চিত্ত ব্রহ্মসুখস্পৃষ্ট হইয়া প্রশান্ত হয়। পরন্তু ত্রিবর্গপরিপূরিত গৃহ একবার পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার সেই ত্রিবর্গের সেবক হইলে তাহাকে বান্তাশী—ছর্দ্দিতভোজী নির্লজ্জ বলা হইয়া থাকে। গৃহস্থের ক্রিয়াত্যাগ, তপস্বীর গ্রামে বাস ও সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়চাপল্য, এগুলি আশ্রম-বিড়ম্বনা মাত্র। রাগদ্বেষাদি রজস্তমঃ, আবার কুচিৎ পরোপকারাদি সত্ত্ব-প্রকৃতিও জীবের ভগবৎপাদপদ্মপ্রাপ্তির পথে শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবেই উহাদিগকে জয় করা যাইতে পারে। অচ্যুতের চর-ণাশ্রয় না করা পর্য্যন্ত পদে পদে পদচ্যুতির আশঙ্কা। 'বেদবিহিত ইষ্ট পূর্ত্তাদি কর্ম্মানুষ্ঠানেও অনর্থ ঘটিবার কারণ কি?'—তদুত্তরে বলা যায় যে, প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত-ভেদে কর্ম্ম দুইপ্রকার। প্রবৃত্তকর্ম্মানুষ্ঠানে ধূম্রাদিমার্গ দ্বারা পুনর্ভব বা সংসারবন্ধনলাভ এবং নিবৃত্ত-কর্ম্মানুষ্ঠানে অর্চ্চিরাদি মার্গদ্বারা অপুনর্ভব বা সংসার-মোচন হইয়া থাকে। বেদ এই দুই বর্ত্মকে যথাক্রমে পিতৃযান এবং দেবযান-নামে অভিহিত করেন। এই দুই বর্ত্মাভিজ্ঞ ব্যক্তি দেহী হইয়াও দেহাদিতে মুগ্ধ হন না। মননশীল মুনি ভাবনার অদ্বৈত, ক্রিয়ার অদ্বৈত, দ্রব্যের অদ্বৈত এবং আত্মার অদ্বৈত আলোচনাপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বাভিজ্ঞ হইয়া জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় নিবারণ

করিতে সমর্থ হন। সমস্ত আশ্রম ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত-সার এই যে,—যে ব্যক্তির যে দ্রব্য যে-উপায়ে যে-স্থানে যাহা হইতে লইবার নিষেধ নাই, অনাপৎকালে তিনি সেই দ্রব্য দ্বারাই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। তদ্ব্যতীত অন্য বস্তু গ্রহণ করিবেন না। বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারি-ব্যক্তি যদি ভগবানে ভক্তিভাক্ হইতে পারেন, তাহা হইলে গৃহে থাকিয়াও কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে পারেন, পরন্তু ভগবান্ই ঐকান্তিক-ভক্তগণের গতি। তাঁহারা বিধিনিষেধের অতীত ও বর্ণাশ্রমাচারাদির অপেক্ষাশূন্য হইয়া ভগবদিচ্ছাক্রমে ভগবৎ-প্রীত্যর্থই ভগবৎ-কর্ম্মানুষ্ঠানপর। অনন্তর "মহাজনের প্রতি অবজ্ঞায় সেই কৃষ্ণসেবাভ্রষ্ট হয়, আবার তাঁহাদেরই কৃপায় তাহা সিদ্ধ হয়" তাহা প্রদর্শনার্থ শ্রীনারদ স্বীয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত কখন-মুখে উপবর্হণ-নামক গন্ধর্ব্ব হইতে কি করিয়া তাঁহার শূদ্রযোনিত্ব লাভ এবং ব্রহ্মবাদিমুনিগণের সেবাফলে তাঁহাদের কৃপায় তাঁহার কিপ্রকারে ব্রহ্মপুত্রত্ব-প্রাপ্তি হয়, তাহা কীর্ত্তনান্তে যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণের কৃষ্ণকৃপা লাভজন্য সৌভাগ্যসীমার প্রশংসা করিয়া শ্রীভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির নারদপ্রোক্ত এই-সকল কথা-শ্রবণে প্রেমবিহ্বল হইয়া কৃষ্ণের পূজা করিলেন। নারদও স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট শ্রীশুকদেবের এই প্রকারে দাক্ষায়ণীদিগের পৃথক্ পৃথক্ বংশ-কীর্তন দ্বারা এই স্কন্ধ সমাপ্ত হইল।

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—(হে) নৃপ, দ্বিজাঃ (ব্রাহ্মণাঃ) কেচিৎ (গৃহস্থাঃ) কর্ম্মনিষ্ঠাঃ (স্ববর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মপরায়ণাঃ ভবন্তি) অপরে (বানপ্রস্থিনঃ) তপোনিষ্ঠাঃ (অনশনাদি ব্রতপরায়ণাঃ ভবন্তি) অন্যে (নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণঃ) স্বাধ্যায়ে (জপে শাস্ত্রালোচনায়াং বা), প্রবচনে (অধ্যাপনে চ পরিনিষ্ঠিতাঃ), কেচন (সন্ন্যাসিনঃ), জ্ঞানযোগয়োঃ (জ্ঞানং যথার্থাত্মজ্ঞানং যোগঃ ভগবদ্ধ্যানং তয়োঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ ভবন্তি)॥১

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—হে নৃপ, কতকগুলি ব্রাহ্মণ কর্ম্মপরায়ণ, অপর কতকগুলি তপোনিষ্ঠ, কতিপয় বেদাধ্যয়নাধ্যাপনায় নিপুণ, অন্য কতিপয় ব্রাহ্মণ জ্ঞান ও যোগে পরিনিষ্ঠিত॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

গৃহস্থস্যৈব ধর্ম্মান্তঃ সর্ব্বধর্ম্মনিরূপণম্।
অত্র পঞ্চদশে সারসংগ্রহাখ্যে প্রদর্শিতম্॥ ০॥

পূর্ব্বত্র ব্রাহ্মণোৎকর্ষঃ প্রতিপাদিতঃ ; তেষু ব্রাহ্মণেষ্বপি তারতম্যমাহ,—কর্ম্মনিষ্ঠা গৃহস্থা বিপ্রাস্তপোনিষ্ঠা বানপ্রস্থাঃ অন্যে স্বাধ্যায়ে প্রবচনে ইতি নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণঃ কেচিৎ জ্ঞানযোগয়োরিতি সন্ন্যাসিনঃ। সমাসান্তর্বর্ত্তিনাপি নিষ্ঠাপদেনাত্রানুবর্ত্তিতেন লক্ষণয়া নিষ্ঠাবন্তো ব্যাখ্যেয়াঃ। ততশ্চৈষাং যথোত্তরমেব শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতম্॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সারসংগ্রহ নামক এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে গৃহস্থ ধর্ম্মের মধ্যেই সর্ব্বপ্রকার বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সার নিরূপণ করিতেছেন॥ ০॥

পূর্ব্ব অধ্যায়ে ব্রাহ্মণের উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও তারতম্য বলিতেছেন—'কর্ম্মনিষ্ঠাঃ' ইত্যাদি। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কর্ম্মনিষ্ঠ অর্থাৎ গৃহস্থ। কেহ তপোনিষ্ঠ অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, অপর কেহ কেহ বেদের অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় নিরত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ, আর কেহ জ্ঞান (আত্মসাক্ষাৎকার) এবং যোগে (ভগবদ্ধ্যানে) নিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, ইঁহারা সন্ন্যাসী। সমাসের অন্তর্বর্ত্তী হইলেও এখানে নিষ্ঠাপদের অনুবর্ত্তনহেতু লক্ষণার দ্বারা 'নিষ্ঠাযুক্ত'—এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তারপর ইঁহাদের যথোত্তর শ্রেষ্ঠতা দর্শিত হইল॥ ১॥

———

জ্ঞাননিষ্ঠায় দেয়ানি কব্যান্যানন্ত্যমিচ্ছতা।
দৈবে চ তদভাবে স্যাদিতরেভ্যো যথার্হতঃ॥ ২॥

অন্বয়ঃ—আনন্ত্যং (পিতৄণাম্ আত্মনশ্চ মোক্ষরূপং বা ফলম্) ইচ্ছতা (পুরুষেণ) কব্যানি (পিতৄন্ উদ্দিশ্য শ্রাদ্ধাদীনি) দৈবে চ (কর্ম্মাণি দেবান্ উদ্দিশ্য হব্যানি দ্রব্যাণি বা) জ্ঞাননিষ্ঠায় দেয়ানি তদভাবে (তস্য জ্ঞাননিষ্ঠস্য অভাবে) ইতরেভ্যঃ (কর্ম্মনিষ্ঠাদিভ্যঃ) যথার্হতঃ (যথাযোগ্যং জ্ঞানতারতম্যেন দেয়ং) স্যাৎ॥ ২॥

অনুবাদ—পিতার অথবা আত্মার মোক্ষেচ্ছু পিতৃ ও দেবগণের উদ্দেশ্যে কব্য ও হব্য জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে

ও তদভাবে অন্য ব্রাহ্মণকে জ্ঞানতারতম্যানুসারে দান করিবেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—কব্যানি পিত্রুদ্দেশ্যক-বস্তূনি। দৈবে চ হব্যানি দেবোদ্দেশ্যক-বস্তূনি চ জ্ঞাননিষ্ঠায় দেয়ানি আনন্ত্যং মোক্ষং পিতৄণাং স্বস্য বেতি। মোক্ষার্থিনা গৃহস্থেন সন্ন্যাসিন এবাধিক্যেন ভোজনীয়া ইতি পঞ্চাধ্যায়া অস্যা মোক্ষপ্রকরণত্বাৎ। অতএব শুদ্ধভক্তানাং কর্ম্মানধিকারাৎ, গৃহস্থা অপি তে অত্র কর্ম্মজ্ঞান-প্রকরণে ন পঠিতাঃ। তৈস্তু সুপ্রতিষ্ঠৈর্ব্যবহার-রক্ষা ভরতাম্বরীষাদিভিরিব স্বপ্রতিনিধিদ্বারা কর্ম্মকরণে ন ভক্তিমার্গনিন্দাবাদাদ্যনুত্থানার্থমেব ক্রিয়ত ইত্যুক্তম্ পঞ্চমে, একাদশে চ প্রতিপাদয়িষ্যতে। তস্মান্মোক্ষার্থিনাং যথা জ্ঞানিপূজৈব মুখ্যা পুরুষান্তরপূজা তু তদভাবএব, তথা প্রেমভক্ত্যর্থিনামৈকান্তিক-ভক্তপূজৈব মুখ্যেতি জ্ঞাপিতমত্রাপি,—"স বৈ পুণ্যতমো দেশঃ" ইতি পদ্য-ব্যাখ্যায়াম্,—"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥" ইত্যাদিনা; জ্ঞানিভ্যোঽপি তদুৎকর্ষ-শ্রবণাৎ,—"ন মে ভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স হি পূজ্যো যথা হ্যহম্॥" ইতি ব্রাহ্মণেতরস্যাপি তস্য সংপ্রদানত্ব-শ্রবণাচ্চ। যথা চ জ্ঞানিনামর্চ্চায়াং পূজা হি "দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণাম্" ইত্যনেন কনিষ্ঠাধিকারিণাং ব্যাখ্যাতা। ন তথা ভক্তানাং ব্যাখ্যেয়া। তেষাং হি মুখ্যাধিকারিণামপি অর্চ্চায়াং পূজাদিকং মুখ্যমেব ভক্ত্যঙ্গম্; যদুক্তমেকাদশে,—"মল্লিঙ্গ-মদ্ভক্তজন-দর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্। পরিচর্য্যা-স্তুতিপ্রহ্বগুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্। মমার্চ্চা-স্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ॥" ইতি। "বস্ত্রোপবীতাভরণপত্রস্রগ্গন্ধলেপনৈঃ। অলং কুর্ব্বীত স-প্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতম্" ইতি। "প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাম্ ইত্যাদিকং তু জ্ঞানিগরমল্পবুদ্ধীনামপীতি বা ব্যাখ্যেয়ম্। নৃসিংহপুরাণে ব্রহ্মাম্বরীষাদীনামপি তৎপূজা-শ্রবণাৎ তস্যাঃ মহিমাধিক্যম্। বিষ্ণুধর্ম্মে চ তামধিকৃত্য অম্বরীষং প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্যম্—"তস্যাং চিত্তং সমাবেশ্য ত্যজতান্যান্ ব্যপাশ্রয়ান্। পূজিতা সৈব তে ভক্ত্যা ধ্যাতা চৈবোপকারিণী। গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ ভুঞ্জংস্তামেবাগ্রে চ পৃষ্ঠতঃ। উপর্য্যধস্তথা পার্শ্বে চিন্তয়ংস্তামথাত্মনঃ॥" ইত্যাদি। স্কান্দে চ—"শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্" ইতি। পাদ্মে চ "শালগ্রাম-সমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ। কীকটেঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভবনং নরঃ।" ইতি ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কব্যানি'—পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে দেয় শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য, 'দৈবে চ হব্যানি'—দেবতার উদ্দেশ্যে দাতব্য দ্রব্য হবি প্রভৃতি জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দান করা উচিত। কিজন্য? তাহাতে বলিতেছেন—'আনন্ত্যম্ ইচ্ছতা', অনন্ত ফল বলিতে মোক্ষ লাভের ইচ্ছা করিয়া, অর্থাৎ পিতৃপুরুষগণের অথবা নিজের মোক্ষ কামনায়। মোক্ষার্থী গৃহস্থগণের পক্ষে সন্ন্যাসিগণকেই অধিকরূপে ভোজন করান উচিত, যেহেতু এই পঞ্চাধ্যায় মোক্ষপ্রকরণের অন্তর্গত। অতএব শুদ্ধভক্তগণের (কাম্য) কর্ম্মে অনধিকারহেতু গৃহস্থ হইলেও তাঁহারা এখানে কর্ম্ম ও জ্ঞানপ্রকরণে পঠিত হন নাই। তন্মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত গৃহস্থ ভক্তগণ ব্যবহার রক্ষার নিমিত্ত মহারাজ ভরত ও অম্বরীষ প্রভৃতির ন্যায় স্বপ্রতিনিধিদ্বারা কর্ম্ম করাইয়া থাকেন, যাহাতে ভক্তিমার্গের নিন্দাদি উত্থিত না হয়—ইহা পঞ্চম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে এবং একাদশ স্কন্ধেও প্রতিপাদন করিবেন। অতএব মোক্ষার্থিগণের যেমন জ্ঞানিপূজাই মুখ্য, তদভাবে পুরুষান্তরের পূজা, তদ্রূপ প্রেমভক্তির অভিলাষিগণের পক্ষে ঐকান্তিক ভক্তজনের পূজাই মুখ্য—ইহা জ্ঞাপিত হইল। এখানেও 'স বৈ পুণ্যতমঃ দেশঃ' (৭।১৪।২৭), অর্থাৎ যেখানে সৎপাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পুণ্যতম দেশ, এই পদ্যব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। আরও "মুক্তানামপি সিদ্ধানাং" (৬।১৪।৫), অর্থাৎ মুক্ত ও তত্ত্বজ্ঞগণের কোটির মধ্যেও নারায়ণ-পরায়ণ, প্রশান্তাত্মা পুরুষ অতিদুর্ল্লভ, ইত্যাদির দ্বারা জ্ঞানিগণ হইতেও ঐকান্তিক ভক্তগণের উৎকর্ষ শ্রবণ করা যায়। আবার "ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী", অর্থাৎ চতুর্ব্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমার ভক্ত নহে, আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়। তাঁহাকেই দান করিবে এবং তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে, আমার সেই ভক্তই পূজ্য যেমন আমি, ইত্যাদি বচন-প্রমাণে ব্রাহ্মণেতর হইলেও তাঁহাকে সম্প্রদান করিবার কথা শ্রবণ করা যায়।

আরও, যেমন জ্ঞানিগণের অর্চ্চাবিগ্রহে পূজা,

"দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণাম্" ইত্যাদি বাক্যে কনিষ্ঠ অধিকারীর পক্ষে উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ কিন্তু ভক্তগণের পক্ষে ব্যাখ্যা করা চলে না। যেহেতু মুখ্য অধিকারী ভক্তগণের পক্ষেও শ্রীবিগ্রহের পূজাদি মুখ্যই ভক্তির অঙ্গ। যেমন শ্রীএকাদশ স্কন্ধে বলা হইয়াছে —"মল্লিঙ্গ মদ্ভক্তজন-" ইত্যাদি (১১।১১।৩৪,৩৮), আমার শ্রীবিগ্রহের এবং আমার ভক্তজনের দর্শন, স্পর্শন, পূজা, পাদসেবাদি পরিচর্য্যা, স্তব, নমস্কার ও গুণ-কর্ম্ম-লীলাদির কীর্ত্তন এবং আমার শ্রীবিগ্রহ স্থাপনে (মন্দির উপবনাদি নির্ম্মাণে) শ্রদ্ধা, একাকী সম্ভব না হইলে মিলিত হইয়াও উদ্‌যোগ করিবে ইত্যাদি। আরও, "বস্ত্রোপবীত" (১১।২৭।৩২), অর্থাৎ বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, পত্র পুষ্প, মাল্য ও গন্ধানুলেপনের দ্বারা আমার ভক্ত প্রীতিপূর্ব্বক যথোচিতভাবে আমাকে অলঙ্কৃত করিবে, ইত্যাদি। "প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাম্"—অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি জনগণের পক্ষে প্রতিমাপূজা, ইত্যাদি বচন জ্ঞানিপর, অথবা অল্পবুদ্ধি জনের নিমিত্ত—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শ্রীনৃসিংহপুরাণে ব্রহ্মা, অম্বরীষ প্রভৃতিরও প্রতিমা-পূজা শ্রবণে প্রতিমাপূজার মহিমাধিক্যই ব্যক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুধর্ম্মেও প্রতিমাপূজা বিষয়ে অম্বরীষের প্রতি শ্রীবিষ্ণুর বাক্য—"তস্যাং চিত্তং", অর্থাৎ সেই প্রতিমাতে মন স্থির করিয়া অন্য বস্তুর আসক্তি পরিত্যাগ করিবে। ভক্তিপূর্ব্বক সেই প্রতিমা পূজিত ও ধ্যাত হইলে উপকার সাধন করে। গমনকালে, উপবেশনকালে, নিদ্রা ও ভোজনকালে সেই প্রতিমা-বিষয়েই অগ্রে, পৃষ্ঠে, উপরে, নিম্নে, পার্শ্বদেশে সর্ব্বত্রই চিন্তা করিবে, ইত্যাদি। স্কন্দপুরাণেও উক্ত আছে—"শালগ্রাম শিলা যে স্থানে অবস্থান করেন, তাহার যোজনত্রয় তীর্থস্বরূপ।" পদ্মপুরাণেও বলা হইয়াছে—"শালগ্রাম শিলার সমীপস্থ ক্রোশমাত্র চতুর্দ্দিকে কীকটদেশেও মৃত্যু হইলে, সেই ব্যক্তি বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করে, ইত্যাদি। [ইহার দ্বারা নিম্নাধিকারীর পক্ষে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাদি যে প্রতীক উপাসনা নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইল।) ॥২॥

দ্বৌ দৈবে পিতৃকার্য্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র বা।
ভোজয়েৎ সুসমৃদ্ধোঽপি শ্রাদ্ধে কুর্য্যান্নবিস্তরম্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—সুসমৃদ্ধঃ অপি দৈবে (বিশ্বদেব-স্থানে) দ্বৌ (ব্রাহ্মণৌ) ভোজয়েৎ পিতৃকার্য্যে (পিতৃন্ উদ্দিশ্য) ত্রীন্ (ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ) উভয়ত্র (দ্বয়োরপি কার্য্যয়োঃ) একৈকং বা (ব্রাহ্মণং ভোজয়েৎ) শ্রাদ্ধে বিস্তরং (ভোক্তৃবাহুল্যং) ন কুর্য্যাৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—দেবপক্ষে দুই, পিতৃপক্ষে তিন কিম্বা উভয় পক্ষেই এক একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। স্বয়ং সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইলেও শ্রাদ্ধে ভোক্তৃবাহুল্য কখন করিবে না। ৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিস্তরং ভোক্তৃবাহুল্যম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিস্তরম্'—বিস্তর বলিতে ভোক্তৃবাহুল্য বর্জ্জন করিবে (অর্থাৎ সমৃদ্ধ হইলেও শ্রাদ্ধে অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে না।) ॥ ৩ ॥

দেশকালোচিতশ্রদ্ধাদ্রব্যপাত্রার্হণানি চ।
সম্যগ্‌ভবন্তি নৈতানি বিস্তরাৎ স্বজনার্পণাৎ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—স্বজনার্পণাৎ (জামাতা নিমন্ত্র্যতে চেৎ তদ্ পিত্রাদয়ঃ কথং বর্জ্জ্যাঃ ইত্যেবং প্রাপ্তাৎ) বিস্তরাৎ দেশকালোচিত-শ্রদ্ধাদ্রব্য-পাত্রার্হণাদি চ (দেশকালৌ প্রাগুক্তৌ উচিতা শ্রদ্ধা তদুৎসাহঃ, উচিতং দ্রব্যমন্নবস্ত্রাদি, পাত্রং প্রাগুক্তম্, অর্হণং পূজনং তানি এতানি) সম্যক্ (যথাযোগ্যং) ন ভবন্তি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—বিস্তর ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধ অর্পণ করিলে দেশকালোচিত শ্রদ্ধা, দ্রব্য, পাত্র এবং অর্চ্চনা যথাযোগ্যভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—স্বজনার্পণাৎ। স্বজনেভ্যোঽন্নদানাৎ জামাতা চেন্নিমন্ত্র্যতে তৎপিত্রাদয়ঃ কথমুপেক্ষণীয়া ইত্যেবং প্রাপ্তাৎ বিস্তরাৎ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বজনার্পণাৎ'—স্বজনদিগকে শ্রাদ্ধ অর্পণ করিলে, অর্থাৎ এক জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিলে, তাহার পিত্রাদিকে কি করিয়া উপেক্ষা করা যায়—এইভাবে বহুজনকে নিমন্ত্রণ করিলে (কালানুরূপ শ্রদ্ধা, দ্রব্য, পাত্র ও আদর প্রদর্শন উপযুক্ত নাও হইতে পারে।) ॥ ৪ ॥

দেশে কালে চ সম্প্রাপ্তে মুন্যন্নং হরিদৈবতম্।
শ্রদ্ধয়া বিধিবৎ পাত্রে ন্যস্তং কামধুগক্ষয়ম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—দেশে (পুণ্যদেশে) কালে চ (পুণ্যকালে চ) সম্প্রাপ্তে মুন্যন্নম্ (আরণ্যং নীবারাদি) হরিদৈবতং (হরয়ে নিবেদিতং সৎ) শ্রদ্ধয়া (উৎসাহেন) বিধিবৎ (সৎকারপূর্ব্বকং) পাত্রে (বুভুক্ষিতে) ন্যস্তং (সকামং প্রতি) কামধুক্ (মনোরথপূরকং নিষ্কামং প্রতি তু) অক্ষয়ম্ (অক্ষয়মোক্ষ-ফলকং ভবতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—পুণ্যদেশ কিম্বা কাল প্রাপ্ত হইলে শ্রীহরি-নিবেদিত অরণ্য-নীবারাদি শ্রদ্ধা-সহকারে যথাবিধি সৎপাত্রে অর্পণ করিলে মনোরথপূর্ব্বক এবং অক্ষয় দায়ক হয় ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—মুন্যন্নং আরণ্যং ব্রীহ্যাদি। ন্যায়ার্জ্জিতং বা। হরিদৈবতং প্রথমং হরয়ে নিবেদিতম্ ; ততস্ত-দেব পিতৃভ্যো দত্তম্। ততঃ পাত্রে ন্যস্তম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুন্যন্নং'—অরণ্যজাত ব্রীহি প্রভৃতি, অথবা ন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্য। 'হরিদৈবতং'—প্রথমে শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া, তারপর তাহাই পিতৃপুরুষকে প্রদান করিবে। তদনন্তর যোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিলে (অক্ষয় ও কামনাপূরক হয়।) ॥৫॥

দেবর্ষিপিতৃভূতেভ্য আত্মনে স্বজনায় চ।
অন্নং সংবিভজন্ পশ্যেৎ সর্ব্বং তৎপুরুষাত্মকম্ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—দেবর্ষিপিতৃভূতেভ্যঃ আত্মনে স্বজনায় চ (স্ববন্ধুবর্গায় চ) অন্নং সংবিভজন্ তৎ (দেবাদিকং) সর্ব্বং (প্রাণিজাতং) পুরুষাত্মকং (ভাগবতস্বরূপং) পশ্যেৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, প্রাণিসকল এবং আত্মীয়-স্বজনগণকে যথাযোগ্য অন্ন বিভাগ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে ভাগবতস্বরূপে দর্শন করিবে ॥ ৬ ॥

ন দদ্যাদামিষং শ্রাদ্ধে ন চাদ্যাদ্ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ।
মুন্যন্নৈঃ স্যাৎ পরা প্রীতির্যথা ন পশুহিংসয়া ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ (ধর্ম্মস্য তত্ত্বং যথার্থ স্বরূপং বেত্তীতি বিদ্বান্) শ্রাদ্ধে (পিত্রাদ্যুদ্দেশেন) আমিষং (মাংসং) ন দদ্যাৎ ন চ (মাংসং স্বয়ম্ অপি) অদ্যাৎ (অশ্নীয়াৎ) মুন্যন্নৈঃ (হিংসা রহিতৈঃ আরণ্যব্রথাদিভিঃ) যথা (পিত্রাদীনাং ভগবতশ্চ) পরা (উৎকৃষ্টা) প্রীতিঃ স্যাৎ (তথা) পশু হিংসয়া ন (স্যাৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি পিত্রাদির শ্রাদ্ধে আমিষ (মৎস্য-মাংসাদি) প্রদান করিবে না এবং স্বয়ংও ভোজন করিবে না। নীবারাদি দ্বারা পিতৃগণের ও ভগবানের যেরূপ শ্রেষ্ঠা প্রীতি জন্মে, পশুহিংসায় সেরূপ হইতে পারে না ॥ ৭ ॥

নৈতাদৃশঃ পরো ধর্ম্মো নৃণাং সদ্ধর্ম্মমিচ্ছতাম্।
ন্যাসো দণ্ডস্য ভূতেষু মনোবাক্‌কায়জস্য যঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতেষু মনোবাক্‌কায়জস্য দণ্ডস্য (হিংসাদিপীড়ায়াঃ) যঃ ন্যাসঃ (ত্যাগঃ) সদ্ধর্ম্মম্ (সংশ্চাসৌ ধর্ম্মশ্চ তম্ উৎকৃষ্টং ধর্ম্মম্) ইচ্ছতাং নৃণাম্ এতাদৃশঃ পরঃ (উৎকৃষ্ট) ধর্ম্মঃ ন (অস্তি) ॥৮॥

অনুবাদ—সদ্ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী মানবের প্রাণিগণের প্রতি কায়মনোবাক্যে হিংসা-পরিত্যাগের তুল্য পরম-ধর্ম্ম আর নাই ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—দণ্ডনস্য হিংসনস্য ন্যাসস্ত্যাগঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দণ্ডস্য ন্যাসঃ'—প্রাণিগণের প্রতি হিংসা-ত্যাগের ন্যায় আর পরম ধর্ম্ম নাই ॥ ৮ ॥

একে কর্ম্মময়ান্ যজ্ঞান্ জ্ঞানিনো যজ্ঞবিত্তমাঃ।
আত্মসংযমনেঽনীহা জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অনীহাঃ (নিষ্কামাঃ) একে (কেচিৎ) জ্ঞানিনঃ (ধর্ম্মরহস্যং জানন্তঃ) যজ্ঞবিত্তমাঃ (যজ্ঞ-যাথাত্ম্যবিদঃ) কর্ম্মময়ান্ (পশুপুরোডাশাদিদ্রব্যকান্) যজ্ঞান্ জ্ঞানদীপিতে (আত্মস্ফূর্ত্তিমতি) আত্মসংযমনে (আত্মনঃ মনসঃ সংযমনং বশীকারঃ তস্মিন্ যোগাগ্নৌ) জুহ্বতি (মনঃ নিষম্য ইতরস্যান্তরায়তয়া ত্যজন্তি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—নিষ্কাম-ধর্ম্মরহস্যজ্ঞ ও যজ্ঞবিৎ জ্ঞানি-গণ জ্ঞানোদ্ভাসিত আত্ম-সংযমরূপ অগ্নিতে কর্ম্মময় যজ্ঞসকলের হোম (ত্যাগ) করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—অতএবোত্তমাধিকারিণো বাহ্যানি কর্ম্মাণি ত্যজন্তীত্যাহ,—এক ইতি। অনীহা নিষ্কামাঃ। আত্মনো মনসো যৎ সংযমনং নিগ্রহঃ। জ্ঞানেন দীপিতং তত্র কর্ম্মময়ান্ যজ্ঞান্ কর্ম্মাণি জুহ্বতি মনোনিয়মনস্যান্তরায়তয়া ত্যজন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব উত্তম অধিকারিগণ বাহ্য কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিবেন, ইহা বলিতেছেন —'একে' ইত্যাদি। 'অনীহাঃ'—নিষ্কাম (জ্ঞানিগণ), 'আত্ম-সংযমনে'—আত্মা বলিতে মন, তাহার যে সংযম অর্থাৎ নিগ্রহ, তাহাতে। 'জ্ঞানদীপিতে'—জ্ঞানের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত, অর্থাৎ জ্ঞান-প্রজ্জ্বলিত আত্ম-সংযমরূপ অগ্নিতে কর্ম্মময় যজ্ঞসকল আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ মনঃসংযমের অন্তরায় বলিয়া কর্ম্মসকল ত্যাগ করেন, এই অর্থ ॥ ৯ ॥

দ্রব্যযজ্ঞৈর্যক্ষ্যমাণং দৃষ্ট্বা ভূতানি বিভ্যতি।
এষ মাঽকরুণো হন্যাদতজ্জ্ঞো হ্যসুতৃপ্ ধ্রুবম্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—ভূতানি (পশ্বাদীনি) দ্রব্যযজ্ঞৈঃ (পশুপুরোডাশাদি-দ্রব্যৈঃ) যক্ষ্যমাণং (পুরুষং) দৃষ্ট্বা এষঃ (যষ্টা) অকরুণ (নির্দ্দয়ঃ) অতজ্জ্ঞঃ (ধর্ম্মরহস্যানভিজ্ঞঃ) অসুতৃপ্ (স্বপ্রাণপোষকঃ) (অতঃ) মা (মাং) ধ্রুবং হন্যাৎ (ইতি) বিভ্যতি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—দ্রব্যময় যজ্ঞকারি পুরুষকে দেখিয়া প্রাণিসকল, নির্দ্দয় ধর্ম্মরহস্যানভিজ্ঞ ও স্ব প্রাণপোষক, এই যজমান নিশ্চয় আমাদের হত্যা করিবে, এই মনে করিয়া ভীত হয় ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—এষঃ অকরুণঃ মা মাং হন্যাৎ হনিষ্যতি অতজ্জ্ঞঃ আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞঃ। তথাচ শ্রুতিঃ— "ন তং বিদাথ ইমা জজানান্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূব নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাশ্চাসুতৃপ্ উকথশাসশ্চরন্তি" ইতি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এষঃ অকরুণঃ'—এই অকরুণ যাজ্ঞিক আমাকে হত্যা করিবে, যেহেতু 'অতজ্জ্ঞঃ' —আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"ন তং বিদাথ" ইত্যাদি, অর্থাৎ যিনি এইসকল প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে এবং এই প্রাণিগণের সহিত তোমাদের (নিজেদের) কি পার্থক্য, ইহা না জানিয়া, নীহারের দ্বারা প্রাবৃত অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া জল্পনা করতঃ নিজপ্রাণের তর্পণকারী 'উথক্‌শাসঃ'—যাজ্ঞিকগণ বিচরণ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

তস্মাদ্দৈবোপপন্নেন মুন্যন্নেনাপি ধর্ম্মবিৎ।
সন্তুষ্টোঽহরহঃ কুর্য্যান্নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (হেতোঃ) ধর্ম্মবিৎ সন্তুষ্টঃ (সন্) দৈবোপপন্নেন মুন্যন্নেন অপি অহরহঃ (প্রতিদিনং) নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ কুর্য্যাৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—এই কারণে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি হিংসা না করিয়া দৈবপ্রদত্ত নীবারাদি দ্বারাও প্রতিদিন নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বত্র সন্তুষ্টঃ ভূতান্যহিংসন্নিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সন্তুষ্টঃ'—সর্ব্বত্র সন্তুষ্টচিত্তে, অর্থাৎ প্রাণিগণকে হিংসা না করিয়া (ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি নীবারাদির দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সম্পাদন করেন।) ॥ ১১ ॥

বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ।
অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবৎ ত্যজেৎ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—(যতঃ) বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মঃ আভাসঃ উপমাচ্ছলঃ চ ইমাঃ পঞ্চ অধর্ম্মশাখাঃ (অধর্ম্ম বৃক্ষস্য শাখাভূতাঃ ততঃ) ধর্ম্মজ্ঞঃ (এতৎ পঞ্চকম্) অধর্ম্মবৎ (সাক্ষাৎনিষিদ্ধবৎ) ত্যজেৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, আভাস, উপমা এবং ছলধর্ম্ম—এই পাঁচটী অধর্ম্ম-বৃক্ষের শাখা। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহাদিগকে নিষিদ্ধবৎ ত্যাগ করিবেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অধর্ম্মবৎ নিষিদ্ধমিব ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধর্ম্মবৎ'—নিষিদ্ধের ন্যায় (বিধর্ম্ম প্রভৃতি পাঁচটি অধর্ম্ম-শাখাকে ত্যাগ করিবেন।) ॥ ১২ ॥

ধর্ম্মবাধো বিধর্ম্মঃ স্যাৎ পরধর্ম্মোঽন্যচোদিতঃ।
উপধর্ম্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মবাধঃ (ধর্ম্মবুদ্ধ্যাপি যস্মিন্ ক্রিয়মাণে (স্বধর্ম্মবাধঃ সঃ) বিধর্ম্মঃ (বামাচারাদিরিত্যর্থঃ), অন্যচোদিতঃ (অন্যস্য চোদিতো বিহিতো যঃ সোঽন্যস্য) পরধর্ম্মঃ, (যঃ) পাষণ্ডঃ (জটাভস্মাদিধারণময়ঃ) দম্ভঃ বা (স্বস্য-ধাম্মিকত্বজ্ঞাপনময়ঃ বা সঃ) উপধর্ম্মঃ (উপমা, ধর্ম্মস্য উপমা ন তু ধর্ম্মঃ ইত্যর্থঃ), শব্দভিৎ (শব্দস্য ভিৎ ভেদঃ অন্যথা ব্যাখ্যানং যত্র) ছলঃ (ছলধর্ম্মঃ) স্যাৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—স্বধর্ম্মের বাধক কার্য্য, বিধর্ম্ম, অন্যের বিহিত ধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, জটা-ভস্মাদি-ধারণ দ্বারা গর্ব্ব, উপধর্ম্ম ও শব্দের অন্যথা ব্যাখ্যা,—ইহারা ছলধর্ম্ম হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ক্রমমনাদৃত্য পঞ্চৈমা ব্যাচষ্টে। ধর্ম্মবাধঃ ধর্ম্মবুদ্ধ্যাপি যস্মিন্ ক্রিয়মাণে স্বধর্ম্মবাধঃ স বিধর্ম্মঃ। অন্যস্য চোদিতো বিহিতো যঃ সোঽন্যস্য পরধর্ম্মঃ। যঃ পাষণ্ডঃ জটা-ভস্মাদি-ধারণময়ঃ দম্ভঃ স্বস্য ধাম্মিকত্বজ্ঞাপনাময়ো বা স উপধর্ম্মঃ উপমা ধর্ম্মস্যোপমা ন তু ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ। শব্দস্য ভিৎ ভেদঃ প্রকারান্তরেণ ব্যাখ্যানং যত্র দশাবরান্ বিপ্রান্ ভোজয়েদিত্যত্র বহুব্রীহিং ত্যক্ত্বা দশভ্যোঽবরান্ নবাষ্টৌ বা নত্বেকাদশেতি তৎপুরুষব্যাখ্যানেন যঃ শব্দভিৎ স ছলঃ, শব্দভৃদিতি পাঠে ধর্ম্মশব্দমাত্রং বিভর্ত্তীতি তৎ, যথা গাং দদ্যাদিত্যুক্তে মরিষ্যন্ত্যা গোর্দানম্ ॥ ১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ক্রম অতিক্রমপূর্ব্বক এই পাঁচটি অধর্ম্মশাখা নিরূপণ করিতেছেন —'ধর্ম্মবাধঃ' ইত্যাদি, ধর্ম্মবোধেও কৃত হইলে যাহাতে স্বধর্ম্মের বাধ হয়, উহা 'বিধর্ম্ম'। যাহা অন্যের দ্বারা বিহিত তাহা অন্যের 'পরধর্ম্ম'। 'উপধর্ম্ম'—যাহা জটা-ভস্মাদিযুক্ত পাষণ্ডতা, অথবা নিজের ধাম্মিকত্ব জ্ঞাপনরূপ দম্ভপূর্ণ কর্ম্ম, তাহা 'উপধর্ম্ম', অর্থাৎ ধর্ম্মের সদৃশ, কিন্তু ধর্ম্ম নহে—এই অর্থ। 'শব্দভিৎ'—শব্দের ভেদ অর্থাৎ প্রকারান্তরে ব্যাখ্যান। যেমন—'দশাবরান্ বিপ্রান্ ভোজয়েৎ', ইত্যাদি স্থলে দশটি ব্রাহ্মণের ন্যূন ভোজন করাইবে না, এই বহুব্রীহি সমাসের অর্থ ত্যাগ করিয়া, দশের ন্যূন নয় বা আট জনকে ভোজন করাইবে, কিন্তু একাদশ জনকে ভোজন করাইবে না, এই তৎপুরুষ সমাসের ব্যাখ্যার দ্বারা যে শব্দের ভেদ, তাহাই 'ছলধর্ম্ম'। এই স্থলে 'শব্দভৃৎ'—এই পাঠান্তরে, যাহা শব্দমাত্র ধারণ করে, এই অর্থ। যেমন 'গাং দদ্যাৎ'—গোদান কর্ত্তব্য, এই বিধিবাক্যে মুমূর্ষু অথবা অকর্ম্মণ্য গাভীর দান ॥ ১৩ ॥

যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুংভিরাভাসো হ্যাশ্রমাৎ পৃথক্।
স্বভাববিহিতো ধর্ম্মঃ কস্য নেষ্টঃ প্রশান্তয়ে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ তু পুংভিঃ ইচ্ছয়া আশ্রমাৎ পৃথক্-কৃতঃ (অবধূতাদিঃ কল্পিতঃ সঃ) আভাসঃ হি। স্বভাব-বিহিতঃ (ব্রাহ্মণত্বাদি-স্বভাবে বিহিতঃ ; যঃ পূর্ব্বোক্তঃ অধ্যয়ন-যাগাদিঃ) ধর্ম্মঃ, (সঃ) কস্য-প্রশান্তয়ে (দুঃখবিনাশায়) ন ইষ্টঃ (ন সমর্থঃ, অপি তু স এব তত্র সমর্থঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—পুরুষের স্বেচ্ছাকল্পিত আশ্রম-বিধান হইতে পৃথক্ কৃতধর্ম্ম আভাস। স্বভাববিহিত ধর্ম্ম কোন্ ব্যক্তির দুঃখবিনাশে সমর্থ হয় না ? ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ইচ্ছয়া কৃতঃ কল্পিতদেবতাপূজাদিময়ো যঃ স আভাসঃ। তস্মাৎ স্বস্য ভাবেন ন তু কেবলং জন্মনৈব ব্রাহ্মণাদি-জাতিত্বং বিহিতম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইচ্ছয়া কৃতঃ'—লোকে আপন ইচ্ছায় যাহা ধর্ম্ম বলিয়া অনুষ্ঠান করে, অর্থাৎ স্বেচ্ছাবশতঃ কল্পিত দেবপূজাদি, তাহা 'ধর্ম্মাভাস' (উহাও ধর্ম্ম নহে, যেহেতু আশ্রম ধর্ম্ম হইতে পৃথক্)। 'স্বভাব-বিহিতঃ'—অতএব স্বভাব (নিজের ভাব) অনুসারে বিহিত ধর্ম্ম, কিন্তু কেবল জন্মদ্বারাই ব্রাহ্মণাদি জাতিত্ব বিহিত ধর্ম্ম নহে। (অর্থাৎ স্বভাবে বিহিত যে ধর্ম্ম, উহা কাহার না প্রশান্তির নিমিত্ত হয় ?) ॥ ১৪ ॥

ধর্ম্মার্থমপি নেহেত যাত্রার্থং বাঽধনো ধনম্।
অনীহানীহমানস্য মহাহেরিব বৃত্তিদা ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অধনঃ (নির্দ্ধনঃ) ধর্ম্মার্থং যাত্রার্থং বা (স্বদেহ ধারণার্থং বাপি) ধনং ন ঈহেত (ন ইচ্ছেৎ ধনার্থং ন চেষ্টেত) অনীহমানস্য (দেহযাত্রার্থং ধনার্থম্ অপি চেষ্টাম্ অকুর্ব্বতঃ পুংসঃ) মহাহেঃ ইব

(অজগরস্য ইব) অনীহা (নিষ্কামভাবা এব) বৃত্তিদা (জীবিকা-সম্পাদিকা ভবতি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—দরিদ্র ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ অথবা স্বদেহ-ধারণার্থ অর্থ-চেষ্টা করিবে না ; অর্থচেষ্টাহীন ব্যক্তির অজগরের ন্যায় এই নিষ্কামতাই জীবিকা-সম্পাদিকা হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অধনো নির্দ্ধনঃ যাত্রার্থং দেহনির্ব্বাহার্থং ন ঈহেত ন বাঞ্ছেৎ ধনং, প্রতি ন চেষ্টেতেতি বা। অনীহমানস্য অবাঞ্ছতঃ অনীহা নিষ্কামত্বং নির্ব্ব্যাপারত্বং বা, মহাহেরজগরস্য ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধনঃ'—নির্দ্ধন ব্যক্তি 'যাত্রার্থং'—জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত অর্থ কামনা করিবেন না, অথবা ধনলাভের জন্য চেষ্টাও করিবেন না। 'অনীহমানস্য'—কামনাশূন্য ব্যক্তির 'অনীহা'—এই যে নিষ্কামত্ব অথবা নিশ্চেষ্টতা, তাহাই 'মহাহেঃ ইব'—মহাসর্প অজগরের ন্যায় জীবিকা সম্পন্ন করিয়া দেয় ॥ ১৫ ॥

———

সন্তুষ্টস্য নিরীহস্য স্বাত্মারামস্য যৎ সুখম্।
কুতস্তৎ কামলোভেন ধাবতোঽর্থেহয়া দিশঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—সন্তুষ্টস্য নিরীহস্য (নিষ্কামস্য) স্বাত্মারামস্য যৎ সুখং (ভবতি) কামলোভেন (বিষয়াদিলোভেন) অর্থেহয়া (অর্থচেষ্টয়া দশ) দিশঃ ধাবতঃ (ভ্রাম্যতঃ পুংসঃ) তৎ (সুখং) কুতঃ (স্যাৎ) ॥১৬॥

অনুবাদ—সন্তুষ্ট, চেষ্টাশূন্য আত্মারাম ব্যক্তি যে প্রকার সুখপ্রাপ্ত হয়, বিষয়াদিলোভে অর্থচেষ্টায় ইতস্ততঃ ধাবমান্ পুরুষের সে প্রকার সুখ কোথায় ? ॥ ১৬ ॥

———

সদা সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ শিবময়া দিশঃ।
শর্করাকণ্টকাদিভ্যো যথোপানৎপদঃ শিবম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—উপানৎপদঃ (উপানহৌ পাদয়োঃ যস্য তস্য জনস্য) যথা শর্করাকণ্টকাদিভ্যঃ শিবং (ন দুঃখং শুভম্ এব ভবতি তথা) সদা সন্তুষ্টমনসঃ (জনস্য) সর্ব্বাঃ দিশঃ শিবময়াঃ (সুখময়াঃ ভবন্তি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ভাণ্ডাদির ভগ্নাংশ ও কণ্টকাদি হইতে সপাদুক ব্যক্তির ন্যায় সন্তুষ্টচিত্তের সকল দিক্‌ই মঙ্গলময় হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—উপানহৌ পাদয়োঃ যস্য স উপানৎপাৎ তস্য ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপানৎপদঃ'—পাদুকাযুগল চরণদ্বয়ে যাহার, সেই ব্যক্তির। (যেমন যে ব্যক্তির চরণে পাদুকা থাকে তাহার শর্করা ও কণ্টকাদি হইতে কল্যাণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ যে ব্যক্তির মন সদা সন্তুষ্ট, তাহার পক্ষে সকল দিক্ সর্ব্বদাই মঙ্গলময় হয়।) ॥ ১৭ ॥

———

সন্তুষ্টঃ কেন বা রাজন্ ন বর্ত্তেতাপি বারিণা।
ঔপস্থ্যজৈহ্ব্যকার্পণ্যাদ্‌গৃহপালায়তে জনঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, কেন বা (যেন কেনাপি দ্রব্যেন) সন্তুষ্টঃ (জনঃ) বারিণা অপি ন বর্ত্তেত (কিম্ অপি তু বারিমাত্রেণৈব বর্ত্তেত) ঔপস্থ্যজৈহ্ব্যকার্পণ্যাৎ (উপস্থজিহ্বাজন্য সুখার্থদৈন্যাৎ নিমিত্তাৎ) জনঃ গৃহপালায়তে (গৃহপালঃ কুক্কুরঃ তদ্বদাচরতীত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সন্তুষ্ট ব্যক্তি যে কোন পদার্থ এমন কি, জল দ্বারাও সন্তোষ প্রাপ্ত হন। লোকে উপস্থ ও জিহ্বা-সুখার্থ দীনতা-হেতু কুক্কুরবৎ আচরণ করে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কেন বা ন বর্ত্তেত, অপি তু বারিণাপি বর্ত্তেতেত্যর্থঃ। উপস্থস্য কর্ম্ম ঔপস্থ্যং তত্র কার্পণ্যাৎ গৃহপালঃ শ্বা ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কেন বা ন বর্ত্তেত'—কোন্ বস্তুর দ্বারা তুষ্ট না হয়, কিন্তু জলমাত্রেও তুষ্ট হয় (অর্থাৎ সন্তুষ্টমনা লোক একটু জল পাইলেও সন্তুষ্ট থাকেন)। 'ঔপস্থ্য'—উপস্থের কর্ম্ম, তাহাতে দীনতা-বশতঃ (অর্থাৎ যাহার মন সন্তুষ্ট নয়, সে উপস্থ ও জিহ্বার লালসায়) 'গৃহপালায়তে'—গৃহপাল বলিতে কুকুর, তাহার ন্যায় আচরণ করে (অর্থাৎ কুকুরের মত ছুটাছুটি করে) ॥ ১৮ ॥

———

অসন্তুষ্টস্য বিপ্রস্য তেজো বিদ্যা তপো যশঃ।
স্রবন্তীন্দ্রিয়লৌল্যেন জ্ঞানঞ্চৈবাবকীর্য্যতে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অসন্তুষ্টস্য বিপ্রস্য ইন্দ্রিয়লৌল্যেন (ইন্দ্রিয়াণাং লৌল্যেন বিষয়াসক্ত্যা) তেজঃ বিদ্যা তপঃ যশঃ স্রবন্তি (ক্ষীয়ন্তে) জ্ঞানং চ (বিবেকশ্চ) অবকীর্য্যতে (অপগচ্ছতি এব) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়চাপল্যহেতু অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের তেজ, বিদ্যা, তপস্যা এবং যশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানও বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অবকীর্য্যতে অধঃক্ষিপ্তং ভবতি ॥১৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবকীর্য্যতে'—অধঃ ক্ষিপ্ত হয় (অর্থাৎ অসন্তুষ্ট বিপ্রের তেজ, বিদ্যা প্রভৃতি এবং জ্ঞানও বিনষ্ট হইয়া যায়।) ॥ ১৯ ॥

কামস্যান্তং হি ক্ষুত্তৃড্ভ্যাং ক্রোধস্যৈতৎ ফলোদয়াৎ।
জনো যাতি ন লোভস্য জিত্বা ভুক্ত্বা দিশো ভুবঃ ॥২০

অন্বয়ঃ—জনঃ ক্ষুৎতৃড্ভ্যাং (ক্ষুৎতৃষ্ণানিবৃত্ত্যা) কামস্য অন্তং (কামস্য পারং) যাতি এতৎ ফলোদয়াৎ (ক্রোধস্য যৎ ফলং হিংসা তস্যোদয়াৎ নিষ্পত্তেঃ) ক্রোধস্য (অন্তং যাতি কিন্তু) দিশঃ জিত্বা ভুবঃ ভুক্ত্বা (অপি) লোভস্য ন (লোভস্য অন্তং ন যাতি) ॥২০॥

অনুবাদ—লোকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার নিবৃত্তিদ্বারা বাসনার এবং ক্রোধের ফল হিংসা দ্বারা ক্রোধের অন্ত প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সকল দিক জয় করিয়া এবং পৃথিবী ভোগ করিয়াও লোভের অন্ত পায় না ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অসন্তোষো হি লোভমূলকো ভবতি; লোভস্য তু দুর্জ্জয়ত্বাৎ অসন্তোষো দুর্ব্বার ইত্যাহ,—কামস্যেতি দ্বাভ্যাম্। ক্ষুত্তৃড্ভ্যামিতি ভোজ্যস্যালাভে ক্ষুত্তৃষোরতিদীপ্তত্বে ধাতুদাহ-প্রবৃত্তেরিতি ভাবঃ। এতস্য ক্রোধস্য যৎফলং হিংসা তস্যোদয়ান্নিষ্পত্তেঃ। দিশো জিত্বাপি ভুবো ভুক্ত্বাপি লোভস্য বাসনাত্মকস্যান্তং ন প্রাপ্নোতি। ভক্ষ্যবিষয়কলোভস্য তূদরপূর্ত্ত্যৈব শান্তিরিতি দুরুপশমত্বাভাবান্নাসৌ পৃথঙ্‌নির্দ্দিষ্টঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অসন্তোষই লোভের মূল, কিন্তু লোভ দুর্জ্জয় বলিয়া অসন্তোষ দুর্ব্বার, ইহা বলিতেছেন—'কামস্য' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'ক্ষুত্তৃড্ভ্যাম্'—ভোজ্যবস্তুর অলাভে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অতিশয় বৃদ্ধিহেতু ধাতুদাহের প্রবৃত্তি, এই ভাব (অর্থাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইলে কাম শেষ হয়, অথবা অন্ন জল পাইলে কামনার অন্ত হয়)। 'এতৎফলোদয়াৎ'—এই ক্রোধের ফল যে (পর-পীড়নাদিরূপ) হিংসা, তাহার উদয় বলিতে নিষ্পত্তি হইলে ক্রোধেরও অন্ত পাইতে পারে। 'দিশঃ জিত্বা'—কিন্তু সকল দিক্ জয় করিয়া, অর্থাৎ সমুদয় পৃথিবী ভোগ করিয়াও কোন ব্যক্তি বাসনাত্মক লোভের অন্ত পাইতে পারে না। ভক্ষ্য-বিষয়ক লোভের কিন্তু উদরপূর্ত্তির দ্বারাই শান্তি হয়, সুতরাং উহা দুরুপশম নয় বলিয়া পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করা হয় নাই ॥ ২০ ॥

পণ্ডিতা বহবো রাজন্ বহুজ্ঞাঃ সংশয়চ্ছিদঃ।
সদসস্পতয়োঽপ্যেকে অসন্তোষাৎ পতন্ত্যধঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, বহবঃ পণ্ডিতাঃ (শাস্ত্রজ্ঞাঃ) বহুজ্ঞাঃ (বহুবিধ লৌকিকাভিজ্ঞাঃ অতএব) সংশয়চ্ছিদঃ (পরস্যাপি সংশয়ান্ ছিন্দন্তীতি তথা অতএব) সদসঃ (সভায়াঃ) পতয়ঃ অপি একে (জনাঃ) অসন্তোষাৎ (হেতোঃ) অধঃ (নরকে) পতন্তি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, বহুজ্ঞ এবং সংশয়চ্ছেত্তা অনেক পণ্ডিত এবং সভাপতিও অসন্তোষহেতু নরকে পতিত হইয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—লোভপ্রাবল্যে গুণানাং বৈয়র্থ্যমাহ,—পণ্ডিতা ইতি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—লোভের প্রবলতা হইলে পাণ্ডিত্য প্রভৃতি গুণসমূহ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়, ইহা বলিতেছেন—'পণ্ডিতাঃ' ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্ষণাৎ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অসঙ্কল্পাৎ (ভোগার্হতাবুদ্ধি বর্জ্জনাৎ) কামং (বিষয়স্পৃহাং) জয়েৎ কাম-বিবর্জ্জনাৎ ক্রোধং (তু জয়েৎ) (কামস্য ক্রোধ হেতুত্বাৎ) অর্থানর্থেক্ষয়া (অর্থস্য অনর্থহেতুত্বানুসন্ধানেন) লোভং (তু জয়েৎ) তত্ত্বাবমর্শনাৎ (তত্ত্বস্য অবমর্শনাৎ নৈনং ছিন্দন্তি

শস্ত্রাণি ইত্যাদ্যাত্মতত্ত্ববিচারাৎ অদ্বৈতানুসন্ধানাৎ বা) ভয়ং (তু জয়েৎ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সঙ্কল্প পরিত্যাগ দ্বারা বিষয়স্পৃহা, হিংসা বর্জ্জনদ্বারা ক্রোধ, অর্থের অনর্থতাদর্শন দ্বারা লোভ এবং তত্ত্ব-বিচার দ্বারা ভয়কে পরাজিত করিবে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি কথমেতান্ জয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ,—অসঙ্কল্পাৎ স্ত্রীস্মরণাদিনা কামোৎপত্তাবপি নৈব স্ত্রী ময়া সংভোক্তব্যেতি সঙ্কল্প-সদৃশান্নিশ্চয়াৎ কামং জয়েৎ। সাদৃশ্যে নঞ্, যথাদ্য ন ভোক্তব্যমিতি নিশ্চয়ে সত্যুপবাসাদৌ ক্ষুৎ-পিপাসাজয়ঃ। কাম-বিবর্জ্জনাৎ কাম ইচ্ছা বিষয়ঃ কোঽপি ন হিংসনীয় ইতি। হিংসেচ্ছাবর্জ্জনাৎ ক্রোধং জয়েৎ। অর্থে লোভ্যে বস্তুনি আয়ত্যামনর্থদর্শনাভ্যাসাল্লোভম্। তত্ত্বা-বমর্শনাৎ প্রারব্ধ-ফলস্যাবশ্য-ভোগ্যত্বেন কঃ কস্য দুঃখহেতুরিত্যাদি-তত্ত্ববিচারাৎ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে এই কামাদি কি প্রকারে জয় করা যায়, ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'অসঙ্কল্পাৎ', স্ত্রীলোকের স্মরণাদির দ্বারা কামের উৎপত্তি হইলেও, 'এই স্ত্রী আমার ভোগ্যা নহে', এই-রূপ সঙ্কল্প-সদৃশ নিশ্চয় হইতে কামকে জয় করিবে। 'অসঙ্কল্প'—এই স্থলে সাদৃশ্য অর্থে নঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে, যেরূপ আজ ভোজন করা উচিত নয়, এই-রূপ নিশ্চয় হইলে উপবাসাদিতে ক্ষুধা ও পিপাসাকে জয় করা যায়। 'কাম-বিবর্জ্জনাৎ'—কাম বলিতে ইচ্ছার বিষয়, অর্থাৎ কেহই হিংসনীয় নহে (কাহা-কেও হিংসা করা উচিত নয়)—এইরূপ হিংসার ইচ্ছা বর্জ্জন করিলে ক্রোধকে জয় করা যায়। 'অর্থানর্থেক্ষয়া'—অর্থ বলিতে লোভনীয় বস্তুতে পরি-ণামে অনর্থদর্শনের অভ্যাসের ফলে লোভকে জয় করিবে। 'তত্ত্বাবমর্শণাৎ'—প্রারব্ধ কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, এই বিষয়ে কে কাহার দুঃখের কারণ হইতে পারে, অর্থাৎ কেহ কাহারও দুঃখের কারণ নয়—এইরূপ তত্ত্ব-বিচারের দ্বারা ভয়কে জয় করিবে ॥ ২২ ॥

আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—আন্বীক্ষিক্যা (আত্মানাত্মবিবেকেন) শোকমোহৌ (জয়েৎ) মহদুপাসয়া (মহতাং সাত্ত্বি-কানাম্ উপাসয়া সেবয়া) দম্ভং (তু জয়েৎ) মৌনেন (তূষ্ণীম্ভাবেন) যোগান্তরায়ান্ (যোগস্য অন্তরায়ান্ বিঘ্নভূতান্ জয়েৎ) কামাদ্যনীহয়া (ধর্ম্মকামার্থ-দেহাদিচেষ্টারাহিত্যেন) হিংসাং (জয়েৎ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—আত্মানাত্মবিবেক (ব্রহ্মবিদ্যা) দ্বারা শোক ও মোহ, সাত্ত্বিকগণের সেবা দ্বারা দম্ভ, মৌনা-বলম্বন দ্বারা যোগের অন্তরায় এবং কামাদি চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক হিংসাকে জয় করিবে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—আন্বীক্ষিক্যা আত্মানাত্মবিচারেণ ॥২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আন্বীক্ষিক্যা'—আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মা বিচার করিয়া (শোক ও মোহকে জয় করিবে।) ॥ ২৩ ॥

কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
আত্মজং যোগবীর্য্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(যেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ স্বস্য দুঃখম্ উৎপৎস্যতে তেষ্বেব) কৃপয়া (হিতাচরণেন) ভূতজং দুঃখং (জয়েৎ) দৈবং দুঃখং (দেবোপসর্গ নিমিত্তং দুঃখং) সমাধিনা (মনঃ সমাধানেন) জহ্যাৎ (ত্যজেৎ) যোগ-বীর্য্যেণ (প্রাণায়ামাদিবলেন) আত্মজং (ব্যাধ্যাদিরূপং দুঃখং জয়েৎ) সত্ত্বনিষেবয়া (সাত্ত্বিকাহারাদি নিয়মেন) নিদ্রাম্ (জয়েৎ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—আধিভৌতিক দুঃখ হিতাচরণ দ্বারা, দৈবপ্রাপ্ত দুঃখ সমাধি দ্বারা, আধ্যাত্মিক দুঃখ প্রাণা-য়ামাদি দ্বারা এবং নিদ্রা সাত্ত্বিক আহারাদি দ্বারা জয় করিবে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—যেভ্যো ভূতেভ্যো দুঃখং জায়েত তেষ্বেব কৃপয়া হিতাচরণেনেত্যর্থঃ। দৈবং দেবোপসর্গ-নিমিত্ত-বৃথা-মনঃপীড়াদি। তদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন,—"বিমনা বিফলারম্ভঃ সংসীদত্যনিমিত্ততঃ" ইতি। সমাধিনা ভগবতি চিত্তৈকাগ্র্যেণ। আত্মজং দেহোত্থং দুঃখং যোগবীর্য্যেণ প্রাণায়ামাদিবলেন, সত্ত্বনিষেবয়া সাত্ত্বি-কাল্পাহারাদিনা প্রাণিমাত্র-পরিচর্য্যয়া বা ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভূতজং দুঃখং'—যে প্রাণি-গণ হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাদের প্রতি 'কৃপয়া'

—কৃপাপূর্ব্বক, অর্থাৎ হিত আচরণের দ্বারা (ঐ দুঃখ ত্যাগ করিবে)। 'দৈবং'—দৈবোপসর্গ নিমিত্ত বৃথা মনঃ-পীড়াদি (অর্থাৎ অজানাকারণে দুঃখ উপস্থিত হইলে, তাহা সমাধির দ্বারা জয় করিবে)। যেমন যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—অনিমিত্ত হইতে বিমনা ও বিফলোদ্যম হইয়া দুঃখভোগ করে। 'সমাধিনা'—সমাধি বলিতে ভগবানে চিত্তের একাগ্রতা, তাহার দ্বারা। 'আত্মজং'—দেহোত্থিত দুঃখ, 'যোগবীর্য্য' বলিতে প্রাণায়ামাদির বলে জয় করিবে। 'সত্ত্ব-নিষেবয়া'—সাত্ত্বিক অল্প আহারাদির দ্বারা, অথবা প্রাণিমাত্রের পরিচর্য্যার দ্বারা নিদ্রাকে জয় করিবে ॥ ২৪।

রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥২৫

অন্বয়ঃ—সত্ত্বেন রজঃ তমঃ চ (জয়েৎ) উপশমেন চ (আসক্তিরাহিত্যেন চ) সত্ত্বং চ (জয়েৎ) পুরুষঃ গুরৌ ভক্ত্যা এতৎ সর্ব্বং (কামাদিকম্) অঞ্জসা হি (অনায়াসেনৈব) জয়েৎ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—সত্ত্বগুণ দ্বারা রজঃ ও তমোগুণকে, ঔদাসীন্য দ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে, গুরুভক্তি দ্বারা পুরুষ অনায়াসে এই সকল জয় করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—রজস্তমসী সত্ত্বেন সত্ত্বাধিক্যেন। সত্ত্বঞ্চ উপশমেন তৎকার্য্যেষ্বৌদাসীন্যেন, অঞ্জসা শীঘ্রমায়াসাভাবেন সর্ব্বং জয়েৎ। সর্ব্বরোগোপশমনং মুখ্যমেকমেব মহৌষধম্ ইবেত্যর্থঃ। অত্র কামাদিজয়ো জ্ঞানিনাং গুরুভক্তেরনুসংহিতং ফলং শুদ্ধভক্তানাত্ত্বানুষঙ্গিকমিতি বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রজস্তমশ্চ'— সত্ত্বগুণের আধিক্যে রজঃ ও তমোগুণকে জয় করিবে। 'উপশমেন'—উপশম বলিতে তাহার কার্য্য ঔদাসীন্যের দ্বারা (অর্থাৎ সুখাপেক্ষারাহিত্যের দ্বারা) সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। 'এতৎ সর্ব্বং'—এই কামাদি সব কিছুই শীঘ্র অনায়াসে শ্রীগুরুদেবের প্রতি ভক্তির দ্বারা জয় করিবে, ইহাই সর্ব্বরোগের মুখ্য একমাত্র মহৌষধের ন্যায়—এই অর্থ। এখানে কামাদি জয় জ্ঞানিগণের নির্ধারিত ফল, শুদ্ধ ভক্তগণের কিন্তু উহা আনুষঙ্গিক ফল—ইহাই বিশেষ বিবেচনীয় ॥ ২৫ ॥

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—সাক্ষাৎ ভগবতি (সাক্ষাৎ ভগবৎরূপে) জ্ঞানদীপপ্রদে (জ্ঞানরূপদীপপ্রদে) গুরৌ যস্য (পুরুষস্য) মর্ত্ত্যাসদ্‌ধীঃ (মনুষ্য ইতি দুর্বুদ্ধিঃ বর্ত্ততে) তস্য শ্রুতং (শাস্ত্রাধ্যয়নাদিকং) সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ (যথা কুঞ্জরস্য স্নানং পুনঃ ধূলি প্রক্ষেপণ কৃতম্ অপি অকৃতবৎ ব্যর্থং ভবতি তথা ব্যর্থম্ ইতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—প্রত্যক্ষ ভগবান্ জ্ঞানদীপপ্রদ গুরুতে যে ব্যক্তির মর্ত্ত্যজ্ঞানরূপ দুর্বুদ্ধি থাকে, তাহার সমস্ত শাস্ত্রাধ্যয়নাদি হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয় ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ সত্যাং ভূয়স্যামপি ভক্তৌ গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিত্বে সর্ব্বমেব ব্যর্থং ভবতীত্যাহ,—যস্যেতি। সাক্ষাদ্ভগবতীতি ভগবদংশবুদ্ধিরপি গুরৌ ন কার্য্যেতি ভাবঃ, যদ্বা, উপাস্যে ভগবত্যেব সাক্ষাদ্বিদ্যমানে মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ মর্ত্ত্য ইতি দুর্ব্বুদ্ধিস্তস্য শ্রুতং ভগবন্মন্ত্রাদিকং শ্রবণমননাদিকঞ্চ ব্যর্থমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, প্রগাঢ় ভক্তি থাকিলেও শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধির ফলে সকল কিছুই ব্যর্থ হইয়া যায়, ইহা বলিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি (অর্থাৎ যে ব্যক্তির জ্ঞানরূপ প্রদীপ প্রদানকারী সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ শ্রীগুরুদেবে আমাদের ন্যায় মরণশীল জীব, এইরূপ অসতী বুদ্ধি রহিয়াছে, তাহার সকল শাস্ত্র-শ্রবণাদি হস্তিস্নানের ন্যায় অর্থহীন হয়)। এখানে সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ ইহা বলায়, শ্রীগুরুদেবে ভগবদংশ-বুদ্ধি করাও উচিত নয়, এই ভাব। অথবা —উপাস্য শ্রীভগবানই সাক্ষাৎ শ্রীগুরুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাতে 'মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ'—মর্ত্ত্য এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি যাহার, তাহার 'শ্রুতং'—ভগবন্মন্ত্রাদি ও শ্রবণমননাদি সব কিছুই ব্যর্থ হইয়া যায়—এই অর্থ। [শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভগবদভিন্নরূপে এবং তাঁহার প্রকাশরূপে ভাবনার নির্দ্দেশ রহিয়াছে—ইহা দ্রষ্টব্য।] ॥ ২৬ ॥

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।
যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্ঘ্রির্লোকো যং মন্যতে নরম্ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—(যথা) এষ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রধান পুরুষেশ্বরঃ (প্রধান পুরুষয়োঃ ঈশ্বরঃ নিয়ন্তা অতএব) যোগেশ্বরৈঃ বিমৃগ্যাঙ্ঘ্রিঃ (যোগেশ্বরৈঃ অপি অস্মাদাদিভিঃ বিমৃগ্যৌ ধ্যেয়ৌ অঙ্ঘ্রীপাদৌ যস্য সঃ) সাক্ষাৎ ভগবান্ বৈ (ভগবান্ এব তথাপি তৎ স্বরূপানভিজ্ঞঃ অয়ং) লোকঃ যং নরং মন্যতে (তথৈব গুরুরপি ভগবান্ এব ইত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর, ইঁহারই চরণ যোগীশ্বরগণের অন্বেষণীয়, তথাপি লোকে মনুষ্য বলিয়া মনে করে, (সেইরূপ গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্) ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু গুরোঃ পিতৃপুত্রাদয়ঃ প্রতিবেশিনঃ চ তং নরমেব মন্যন্তে ? কথমেক এবায়ং শিষ্যস্তং পরমেশ্বরং মন্যতামত আহ,—এষ ইতি। ভগবান্ যদুনন্দনো রঘুনন্দনো বা বৈ নিশ্চিতমেব প্রধান-পুরুষয়োরীশ্বরঃ। যং লোকস্তদবতারকালোৎপন্নো জনঃ নরং মন্যতে, তেন কিং স নরো ভবত্যপি তু পরমেশ্বর এবেত্যেবং গুরুরপীতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, গুরুদেবের পিতা, পুত্র প্রভৃতি এবং প্রতিবেশিগণ তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়াই মনে করেন, কি প্রকারে একমাত্র এই শিষ্যই তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া চিন্তা করিবেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'এষ' ইত্যাদি। এই ভগবান্ যদুনন্দন অথবা রঘুনন্দন নিশ্চিতই প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ামক, যাঁহাকে তদবতারকালে উৎপন্ন জনগণ মনুষ্য বলিয়াই মনে করিত, তাহাতে কি তিনি মনুষ্য হইয়াছেন, কিন্তু পরমেশ্বরই রহিয়াছেন, সেইরূপ শ্রীগুরুদেবও সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ—এই ভাব ॥ ২৭ ॥

ষড়্ বর্গসংযমৈকান্তাঃ সর্ব্বা নিয়মচোদনাঃ।
তদন্তা যদি নো যোগানাবহেয়ুঃ শ্রমাবহাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বাঃ (অপি) নিয়মচোদনাঃ (ইষ্টাপূর্ত্তাদিবিধয়ঃ) ষড়্ বর্গসংযমৈকান্তাঃ (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণিমনশ্চৈকম্ ইতি ষড়্ বর্গস্য যঃ সংযমঃ বশীকারঃ তস্মিন্ এব একস্মিন্ অন্তঃ যাসাং তাঃ তদেকপরা ইত্যর্থঃ) তদন্তাঃ (তদেকপরাঃ সত্যঃ অপি) যদি যোগান্ (ধারণাধ্যানসমাধীন্) নো আবহেয়ুঃ (ন সাধয়েয়ুঃ তর্হি কেবলং) শ্রমাবহাঃ (শ্রমফলা এব জাতাঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—ইষ্ট-পূর্ত্তাদি বিধিসকল ষড়্ বর্গের বশী-করণেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে ; তাদৃশ হইয়াও যদি ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে সাধনা করিতে না পারে, তাহা হইলে উহারা শ্রমদায়ক মাত্র ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, যঃ কামাদিজয়ো গুরুভক্ত্যা সাধ্যতে সএব সর্ব্বশাস্ত্রোক্ত-নানা-সাধনানামপি বাস্তবং ফলমিত্যাহ,—ষড়্ বর্গেতি। সর্ব্বা অপি নিয়মচোদনা ইষ্টাপূর্ত্তাদি বিষয়ঃ ষড়িন্দ্রিয়বর্গস্য যঃ সংযমস্তস্মিন্নেবৈকস্মিন্নন্তো যাসাং তদেকপরা ইত্যর্থঃ। ননু চ যথা গুরুভক্ত্যা কামাদয়ো জীয়ন্তে ভগবানপি প্রাপ্যতে। "তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়েতি তরন্ত্যঞ্জো ভবার্ণবম্" ইতি চ ভগবদুক্তেঃ। তথা নিয়মচোদনাভিঃ ষড়্ বর্গসংযমঃ সাধ্যতে, ভগবান্ লভ্যতে ন বা তত্রাহ,—তদন্তাস্তদেক-পরত্বাদেব যোগান্ ভগবদ্ধ্যানাদীন্ ন আবহেয়ু ন সাধয়েয়ুঃ কুতো ভগবন্তং প্রাপয়েয়ুরিত্যর্থঃ। যদি চ নাবহেয়ুস্তর্হি শ্রমাবহা এবাত্র কঃ সন্দেহ ইতি ভাবঃ ॥২৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, যে কামাদিজয় গুরুভক্তির দ্বারা সাধিত হয়, তাহাই সমস্ত শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ সাধনেরও বাস্তব ফল, ইহা বলিতেছেন—'ষড়্ বর্গ' ইত্যাদি 'সর্ব্বা নিয়মচোদনাঃ'—সমস্ত ইষ্টাপূর্ত্তাদি বিধি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন—এই ষড়্-বর্গের যে সংযম অর্থাৎ বশীকার, তাহাতেই একমাত্র অন্ত (পর্য্যাবসান) যাহাদের, অর্থাৎ তদেকপর এই অর্থ। (অর্থাৎ যত যত বিধি ও নিয়ম শাস্ত্রে আছে, সেইগুলির লক্ষ্য কাম-ক্রোধাদি ষড়্ বর্গের সংযম)। যদি বলেন – দেখুন, যেমন গুরুভক্তির দ্বারা কামাদি জয় করা যায় এবং ভগবান্‌কেও পাওয়া যায়, যেহেতু শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা" (১০।৮০।৩৩, ৩৪), অর্থাৎ সর্ব্বভূতাত্মা আমি গুরুশুশ্রূষার দ্বারা তুষ্ট হইয়া থাকি এবং জ্ঞানপ্রদ গুরুরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়া বুদ্ধিমান্ জনগণ অনায়াসে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হন, ইত্যাদি, সেই প্রকার নিয়ম-

বিধির দ্বারা যেমন ষড়্‌বর্গের সংযম হয়, তদ্রূপ ভগবান্‌কেও পাওয়া যায় কিনা ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'তদন্তাঃ'—তদেকপরত্বহেতুই 'যোগান্'—যোগ বলিতে ভগবদ্ধ্যানাদি সাধন করে না, অর্থাৎ ঐ সকল বিধি ষড়্‌বর্গ-সংযমপর হইয়াও যদি শ্রীভগবানের ধ্যানাদি সাধন না করে, তবে কিপ্রকারে ভগবান্‌কে পাইবেন ?—এই অর্থ। আর যদি (ভগবদ্ধ্যানাদি) সাধন না করে, তবে শ্রমফলই আনয়ন করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ কি ?—এই ভাব ॥ ২৮ ॥

———

যথা বার্ত্তাদয়ো হ্যর্থা যোগস্যার্থং ন বিভ্রতি ।
অনর্থায় ভবেয়ুঃ স্ম পূর্ত্তমিষ্টং তথাসতঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—হি (ইতি প্রসিদ্ধৌ) যথা বার্ত্তাদয়ঃ (কৃষ্যাদয়ঃ) অর্থাঃ হি (তৎফলানি চ) যোগস্য অর্থং (মোক্ষং) ন বিভ্রতি (ন সাধয়ন্তি অতঃ) তে অনর্থায় (সংসারায় এব) ভবেয়ুঃ, (জীবনহেতবঃ অপি পরমার্থ সাধকাঃ ন ভবন্তি) তথা অসতঃ (ভগবদ্‌বিমুখস্য) পূর্ত্তম্ ইষ্টং (চ তদাদয়ঃ লোকপ্রসিদ্ধিহেতবঃ অপি পরমার্থসাধকাঃ ন ভবন্তি) ॥২৯॥

অনুবাদ—যেরূপ কৃষ্যাদি 'যোগের' উপকারক হয় না, তদ্রূপ ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তির ইষ্টপূর্ত্তাদি কার্য্য পরমার্থ-সাধক হইতে পারে না ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—এতদেব দৃষ্টান্তেনাহ,—যথা বার্ত্তাদয়ঃ কৃষ্যাদয়োঽর্থা ভোগ্যানর্থান্ সাধয়ন্তোঽপি যোগস্যার্থং মোক্ষং ন সাধয়ন্তি। যদি চ মোক্ষং ন সাধয়ন্তি তদা তেঽনর্থায় প্রয়োজনাভাবায়ৈব ভবেয়ুস্তথৈব অসতো ভগবদভক্তস্য ইষ্টাপূর্ত্তাদিবিফলায়ৈব ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন—'যথা বার্ত্তাদয়ঃ'—কৃষিকার্য্যাদি ভোগ্য বস্তু প্রদান করিলেও, যোগসাধনার ফল যে মোক্ষ, তাহা দান করিতে পারে না। আর যদি মোক্ষ সাধন না করিতে পারে, তবে 'অনর্থায় ভবেয়ুঃ'—অনর্থ বলিতে প্রয়োজনের অভাবের নিমিত্তই হইয়া থাকে, সেইরূপ 'অসতঃ'—ভগবানের অভক্তজনের ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মও বিফলেই পর্য্যবসিত হয় (অর্থাৎ শাস্ত্রবিধিপ্রাপ্ত ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি সংসারের সুখবর্দ্ধক কর্ম্ম, ভগবদ্-বহির্ম্মুখ জনের মোক্ষসাধক না হইয়া, বরং সংসারের প্রবর্ত্তক হয়) ॥ ২৯ ॥

———

যশ্চিত্তবিজয়ে যত্তঃ স্যান্নিঃসঙ্গোঽপরিগ্রহঃ ।
একো বিবিক্তশরণো ভিক্ষুর্ভৈক্ষ্যমিতাশনঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ চিত্তবিজয়ে (চিত্তস্য বিজয়ে) যত্তঃ (উদ্যুক্তঃ সঃ) নিঃসঙ্গঃ স্যাৎ (কুটুম্বাদি পরিত্যজেৎ তথা) অপরিগ্রহঃ একঃ (এব) বিবিক্তশরণঃ (একান্তবাসী) ভিক্ষুঃ (সন্) ভৈক্ষ্যমিতাশনঃ (ভিক্ষয়া প্রাপ্তং মিতম্ অশনং যস্য তথা স্যাৎ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—চিত্তবিজয়প্রয়াসী নিঃসঙ্গ পরিবারহীন নির্জ্জনবাসী হইয়া সন্ন্যাস করিবেন এবং ভিক্ষাপ্রাপ্ত পরিমিতাহারে দেহ রক্ষা করিবেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং গৃহস্থস্যাপি কামাদিজয়ো মোক্ষপ্রকারশ্চোক্তঃ। যস্য তু কুটুম্বাদিসঙ্গদোষেণ কামাদিজয়ো যতমানস্যাপি ন স্যাৎ স তু নিঃসঙ্গো ভিক্ষুরেব স্যাদিত্যাহ,—য ইতি। যত্তো যত্নবান্ স ভিক্ষুঃ স্যাৎ। তথাচ স্মৃতিঃ—"দ্বন্দ্বাহতস্য গার্হস্থ্যে ধ্যানভঙ্গাদি কারণম্। লক্ষয়িত্বা গৃহী স্পষ্টং সংন্যসেদবিচারয়ন্" ইতি ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে গৃহস্থেরও কামাদি জয় এবং মোক্ষপ্রকার বলা হইল। কিন্তু যাহার কুটুম্বাদির সঙ্গদোষ সচেষ্ট হইলেও কামাদিজয় হয় না, তিনি নিঃসঙ্গ হইয়া ভিক্ষু (সন্ন্যাসী) হইবেন, ইহা বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি। 'যত্তঃ'—যিনি চিত্তজয়ের জন্য উদ্‌যোগী, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া নির্জ্জনে বাস করিবেন। যেমন স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"দ্বন্দ্বাহতস্য গার্হস্থ্যে", ইত্যাদি. অর্থাৎ গার্হস্থ্যধর্ম্মে রাগ-দ্বেষ, সুখ-দুঃখাদির দ্বারা আহত ব্যক্তির ধ্যানভঙ্গাদির কারণ লক্ষ্য করিয়া, গৃহী স্পষ্টরূপে কোন দিকে বিচার না করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন ॥ ৩০ ॥

———

দেশে শুচৌ সমে রাজন্ সংস্থাপ্যাসনমাত্মনঃ ।
স্থিরং সুখং সমং তস্মিন্নাসীতর্জ্বঙ্গ ওমিতি ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, শুচৌ (শুদ্ধে) সমে

(অনিম্নোন্নতে) দেশে আত্মনঃ আসনং সংস্থাপ্য (কল্পয়িত্বা) ঋজ্বঙ্গঃ (ঋজু অবক্রম্ অঙ্গং যস্য সঃ ঋজুকায়ঃ সন্) তস্মিন্ (আসনে) ওম্ ইতি (উচ্চারয়ন্) স্থিরং সমং সুখং (চ যথা স্যাৎ তথা) আসীৎ (উপবিশেৎ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, শুদ্ধ এবং সমান প্রদেশে আপনার আসন স্থাপন করিয়া ঋজুকায় হইয়া স্থিরভাবে সুখে 'ওঁ' উচ্চারণপূর্ব্বক উপবেশন করিবে ॥৩১

বিশ্বনাথ—ঋজু সমমঙ্গং যস্য সঃ। ওমিতি সমুচ্চারয়ন্নিতি শেষঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঋজ্বঙ্গঃ'—ঋজু বলিতে সমান, অঙ্গ যাহার, তিনি (অর্থাৎ তৎকালে তাহার অঙ্গ সমান হইবে)। 'ওমিতি'—'ওঁ' এই প্রণব মন্ত্র মুখে উচ্চারণ করিতে থাকিবেন ॥ ৩১ ॥

———

প্রাণাপানৌ সংনিরুন্ধ্যাৎ পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।
যাবন্মনস্ত্যজেৎ কামান্ স্বনাসাগ্রনিরীক্ষণঃ ॥ ৩২ ॥
যতো যতো নিঃসরতি মনঃ কামহতং ভ্রমৎ।
ততস্তত উপাহৃত্য হৃদি রুন্ধ্যাচ্ছনৈর্বুধঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—পূরকুম্ভকরেচকৈঃ প্রাণাপানৌ (বায়ু) সংনিরুন্ধ্যাৎ (সম্যক্ নিরুন্ধ্যাৎ), যাবৎ মনঃ কামান্ (বিষয়ান্) ত্যজেৎ (তাবৎ) স্বনাসাগ্র-নিরীক্ষণঃ (স্বস্যনাসায়াঃ অগ্রেঃ নিরীক্ষণং যস্য সঃ নাসাগ্রং নিরীক্ষমাণঃ) বুধঃ কামহতং (কামৈঃ বিষয়ৈঃ চিন্তিতৈঃ হৃতম্ আকৃষ্টম্ অতএব) ভ্রমৎ মনঃ যতঃ যতঃ নিঃসরতি (যং যং বিষয়ং বিষয়ীকরোতি) ততঃ ততঃ (বিষয়াৎ মনঃ) উপাহৃত্য শনৈঃ হৃদি রুন্ধ্যাৎ ॥ ৩২-৩৩ ॥

অনুবাদ—পূরক-কুম্ভক-রেচকদ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ুকে সম্যক্ প্রকারে নিরোধপূর্ব্বক মনের সকল কামনা পরিত্যাগ পর্য্যন্ত স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির রাখিবে। পণ্ডিতব্যক্তি বিষয়াকৃষ্ট মনকে নিঃসরণ স্থান হইতে আহরণপূর্ব্বক হৃদয় মধ্যে ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ করিবেন ॥ ৩২-৩৩ ॥

———

এবমভ্যস্যতশ্চিত্তং কালেনাল্পীয়সা যতেঃ।
অনিশং তস্য নির্ব্বাণং যাত্যনিন্ধনবহ্নিবৎ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ অনিশং (নিরন্তরম্) অভ্যস্যতঃ তস্য যতেঃ চিত্তম্ অল্পীয়সা কালেন অনিন্ধনবহ্নিবৎ (কাষ্ঠরহিতাগ্নিবৎ) নির্ব্বাণং (বহির্বৃত্তিরাহিত্যং) যাতি (যথা নিরিন্ধনঃ বহ্নির্জ্বালা ধূমাদি বহির্বৃত্তিরহিতঃ অঙ্গাররূপেণ অবশেষিতঃ ভবতি তথা ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপে নিয়ত অভ্যাসপরায়ণ যতির চিত্ত অল্পকাল মধ্যেই কাষ্ঠহীন অগ্নির ন্যায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—নির্ব্বাণং শান্তিং যাতি ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নির্ব্বাণং'—শান্ত হইয়া যায় (অর্থাৎ এই প্রকারে সর্ব্বদা অভ্যাস করিলে সন্ন্যাসীর চিত্ত অল্পকালের মধ্যেই কাষ্ঠহীন অগ্নির ন্যায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় বা শান্ত হইয়া যায়।) ॥ ৩৪ ॥

———

কামাদিভিরনাবিদ্ধং প্রশান্তাখিলবৃত্তি যৎ।
চিত্তং ব্রহ্মসুখস্পৃষ্টং নৈবোত্তিষ্ঠেত কর্হিচিৎ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—যৎ চিত্তং কামাদিভিঃ অনাবিদ্ধং (কামাঃ বিষয়াঃ তদাদিভিঃ অনাবিদ্ধম্ অক্ষুভিতং) প্রশান্তাখিলবৃত্তি (প্রশান্তাঃ অখিলাঃ বৃত্তয়ঃ যস্য তাদৃশং সৎ) ব্রহ্মসুখস্পৃষ্টং (পশ্চাৎ ব্রহ্মসুখেন স্পৃষ্টং স্যাৎ তৎ চিত্তং পুনঃ) কর্হিচিৎ (অপি) ন উত্তিষ্ঠেত এব (তং বিহায় বহির্বৃত্তি নৈবস্যাৎ ইত্যর্থঃ) ॥৩৫॥

অনুবাদ—বিষয়কর্ত্তৃক অক্ষোভিত প্রশান্ত বৃত্তিক ব্রহ্মসুখস্পৃষ্ট চিত্ত কখনও বিক্ষিপ্ত হয় না ॥ ৩৫ ॥

———

যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্ব্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ।
যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—যদি যঃ (কশ্চিৎ ভিক্ষুঃ) পূর্ব্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ (ত্রয়াণাং ধর্ম্মাদীনাং বর্গঃ আ সমন্তাদুপ্যতে যস্মিন্ তস্মাৎ ত্রিবর্গসাধকাৎ) গৃহাৎ প্রব্রজ্য (গৃহস্থাশ্রমং ত্যক্ত্বা সন্ন্যাসাশ্রমং স্বীকৃত্য) পুনঃ তান্ (গৃহধর্ম্মাদীন্) সেবেত (তদা) সঃ বৈ ভিক্ষুঃ বান্তাশী (ছর্দ্দিতভোজী) অপত্রপঃ (নির্ল্লজ্জশ্চ ভবতি) ॥৩৬॥

অনুবাদ—যদি কোনও ব্যক্তি ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গসাধক গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার গৃহ-ধর্ম্মাদির সেবা

করে, তবে সে বান্তাশী (বমনভোজী) ও নির্লজ্জ ॥৩৬॥

বিশ্বনাথ—ত্রিবর্গ আ উপ্যতে যস্মিন্ তস্মাৎ গৃহাৎ পূর্ব্বং প্রব্রজ্য পুনঃ পশ্চাত্তানেব গৃহস্থধর্ম্মান্ সেবতে। বান্তাশী ছর্দ্দিতভোজী নির্লজ্জঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রিবর্গ-বপনং'—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ যেখানে সম্যক্‌রূপে উপ্ত হয়, সেই গৃহ হইতে পূর্ব্বে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক (অর্থাৎ সেই গৃহ ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক), যদি কেহ পশ্চাৎ সেই গৃহস্থধর্ম্মেরই সেবা করে, তবে তাহাকে নির্লজ্জ 'বান্তাশী' বলে। (বান্তাশী বলিতে আগে বমি করিয়া আবার যে খায়, এরূপ ঘৃণিত কুক্কুর।)॥৩৬

যৈঃ স্বদেহঃ স্মৃতোঽনাত্মা মর্ত্ত্যো বিট্‌কৃমিভস্মবৎ।
ত এনমাত্মসাৎ কৃত্বা শ্লাঘয়ন্তি হ্যসত্তমাঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—যৈঃ (পরিব্রাড্‌ভিঃ) পূর্ব্বং (প্রথমং) স্বদেহঃ অনাত্মা (ভৌতিকত্বাৎ অনাত্মাদিরূপঃ অতএব) মর্ত্ত্যঃ (মরণশীলঃ) বিট্‌কৃমিভস্মবৎ (কেনচিৎ ভক্ষিতঃ অয়ং দেহঃ বিড্‌ভবতি, নোচেৎ কৃমি র্ভবতি, দগ্ধশ্চেৎ ভস্ম ভবতি ইত্যেবম্ভূতঃ) স্মৃতঃ (অনিত্যতয়া চিন্তিতঃ) তে (এব কেচন পরিব্রাজঃ) অসত্তমাঃ (অজিতেন্দ্রিয়াঃ মূর্খাঃ) এনম্ (স্বদেহম্) আত্মসাৎ কৃত্বা (আত্মা ইতি মত্বা) শ্লাঘয়ন্তি হি (ভাবয়ন্তি হি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—যে সকল পরিব্রাজক স্বীয় দেহকে অনাত্মা, মরণশীল, বিষ্ঠা, কৃমি অথবা ভস্মের তুল্য মনে করে, সেই অসদধমগণই আবার স্ব-দেহকেই আত্মবোধে শ্লাঘা করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—অনাত্মা দেহ আত্মা ন ভবতীতি চিন্তিতঃ। বিট্‌কৃমিভস্মবদিত্যন্তে বিট্‌কৃমিভস্মরূপো ভবিষ্যতীত্যহোঽধুনাপি বিট্‌কৃমিভস্মতুল্য ইত্যর্থঃ। অতএব এনং দেহং আত্মসাৎ কৃত্বা আত্মানমেব মন্তেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনাত্মা স্মৃতঃ'—অনাত্মা বলিতে দেহ, তাহা কখন আত্মা হয় না, এরূপ পূর্ব্বে চিন্তা করিয়াছিলেন। 'বিট্-কৃমি-ভস্মবৎ'—পরিণামে যে দেহ বিষ্ঠা, কৃমি ও ভস্মরূপ হইবে, অহো! এখনই বিষ্ঠা, কৃমি ও ভস্মতুল্য এই দেহ—এরূপ যাহারা পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলেন, 'তে এব'—তাহারাই আবার এক্ষণে সেই দেহকে 'আত্মসাৎ কৃত্বা'—আত্মা বলিয়া মনে করিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকে—এই অর্থ ॥ ৩৭ ॥

গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি।
তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা ॥ ৩৮ ॥
আশ্রমাপসদা হ্যেতে খল্বাশ্রমবিড়ম্বনাঃ।
দেবমায়াবিমূঢ়াংস্তানুপেক্ষেতানুকম্পয়া ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগঃ (স্ববর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়াত্যাগঃ), বটোঃ (ব্রহ্মচারিণঃ) অপি ব্রতত্যাগঃ (গুরুকুলবাসাদিব্রতত্যাগঃ), তপস্বিনঃ (বানপ্রস্থস্য) গ্রামসেবা (পুনর্গ্রামবাসঃ) ভিক্ষোঃ (সন্ন্যাসিনঃ) ইন্দ্রিয়লৌল্যতা (বিষয়েষু আসক্তি; এবমাদীন্ অধর্ম্মান্ যে কুর্ব্বন্তি তে) এতে হি খলু (নিশ্চয়েন) আশ্রমাপসদাঃ (আশ্রমস্থেষু অপসদাঃ নিকৃষ্টাঃ) আশ্রমবিড়ম্বনাঃ (কেবলম আশ্রমস্থান্ এব অন্যান্ বিড়ম্বয়ন্তি অনুকুর্ব্বন্তি ন তু তদ্ধর্ম্মং পালয়ন্তি ইতি তথাভূতাঃ চ) দেবমায়াবিমূঢ়ান্ (দেবস্য ভগবতঃ মায়য়া বিমূঢ়ান্ মোহিতান্) তান্ অনুকম্পয়া (কৃপয়া) উপেক্ষেতে, (ন সঙ্গং ন বা দ্বেষং কুর্য্যাৎ) ॥ ৩৮-৩৯ ॥

অনুবাদ—গৃহস্থের ক্রিয়া-ত্যাগ, ব্রহ্মচারীর ব্রতত্যাগ এবং বানপ্রস্থাশ্রমীর গ্রামে বাস ও ভিক্ষুর ইন্দ্রিয়লোলুপতা (অতীব নিন্দনীয়)। অতএব আশ্রমকলঙ্ক, আশ্রমস্থ অন্যের বিড়ম্বনাকারী, দেব-মায়ায় বিমোহিত ঐসকল ব্যক্তিকে অনুকম্পাপূর্ব্বক উপেক্ষা করিবে ॥ ৩৮-৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—লোলতা লৌল্যং, অনুকম্পয়া সহ উপেক্ষেত অনুকম্পয়া তদন্তিকমুপেত্য তত্ত্বোপদেশাদিকং কুর্য্যাৎ। তস্য তেষু বৈয়র্থ্যাদিতি ভাবঃ ॥৩৮-৩৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইন্দ্রিয়-লোলতা'—লোলতা বলিতে লোলুপতা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলের নিজ নিজ ভোগ্য বিষয়ের প্রতি যে তীব্র আসক্তি। 'অনুকম্পয়া উপেক্ষেত'—তাহাদিগকে অনুকম্পার সহিত উপেক্ষা করিবে, অর্থাৎ তাহাদিগের নিকট গিয়া তত্ত্ব উপদেশাদি প্রদান করিবে, কিন্তু তাহা তাহাদের প্রতি বৈয়র্থ্যই হয়, ইহাই উপেক্ষা—এই ভাব ॥ ৩৮-৩৯ ॥

আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ ॥৪০

অন্বয়ঃ—জ্ঞানধুতাশয়ঃ (জ্ঞানেন ভগবদ্‌জ্ঞানেন ধুতাঃ নিরস্তাঃ আশয়াঃ বাসনাঃ যস্য সঃ নির্ম্মলচিত্তঃ সন্) পরম্ আত্মানং (পরব্রহ্ম) চেৎ (যদি) বিজানীয়াৎ (তর্হি সঃ যতিঃ) কস্য বা হেতোঃ কিম্ ইচ্ছন্ (কিং সুখমিচ্ছন্ বা) লম্পটঃ (বিষয়াসক্তঃ সন্) দেহং পুষ্ণাতি ? (ন পুষ্ণাতি ইত্যর্থঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্তাকাঙ্ক্ষ আত্মজ্ঞানী যদি পরব্রহ্মকে জানিতে পারে, তবে সেই লম্পট কি অভিলাষে অথবা কোন্ হেতু দেহ পোষণ করে ? ৪০॥

বিশ্বনাথ—তেষ্বপি মধ্যে ভিক্ষুং বিশেষতো নিন্দতি, আত্মানমিতি। অত্র বিজানীয়াদিতি বিধিলিঙ্ তেন চায়মর্থ আক্ষেপলব্ধো ভবতি। জ্ঞানধুতাশয়ঃ সন্ আত্মানং বিজানীয়াদিতি বিধেবিষয়ীভূতঃ স্যাচ্চেত্তদা কিমিচ্ছন্নিত্যাদি। দেহং পুষ্ণাতীতি জিহ্বেন্দ্রিয়-লৌল্যং, লম্পট ইত্যুপস্থলৌল্যঞ্চ ব্যঞ্জিতম্। পরং দেহাৎ পৃথগ্‌ভূতম্ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাদের মধ্যেও তাদৃশ (ভোগাকাঙ্ক্ষী) সন্ন্যাসীকে বিশেষরূপে নিন্দা করিতেছেন—'আত্মানম্' ইত্যাদি, আত্মাকেই যদি জানিতে পারে (অর্থাৎ তিনি পরমাত্মাকে জানেন নাই)। এখানে 'বিজানীয়াৎ'—এই বিধিলিঙ্ প্রয়োগ আক্ষেপলব্ধ, অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা সকল বাসনা বিধৌত করিয়া পরমাত্মাকে যদি জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারিতেন, তবে কিসের লালসার কিজন্য সে লম্পট দেহ পোষণ করিবে ? এখানে 'দেহং পুষ্ণাতি'—দেহ পোষণ করে, ইহাতে জিহ্বেন্দ্রিয়ের লোলুপতা এবং 'লম্পট' ইহা বলায় ঔপস্থ্য সুখের চঞ্চলতা প্রকাশ পাইয়াছে। 'পরং'—আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্‌ভূত যদি জানিতেন, এই অর্থ ॥ ৪০ ॥

আহুঃ শরীরং রথমিন্দ্রিয়াণি
হয়ানভীষূন্ মন ইন্দ্রিয়েশম্।
বর্ত্মানি মাত্রা ধিষণাঞ্চ সূতং
সত্ত্বং বৃহদ্বন্ধুরমীশসৃষ্টম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—ঈশসৃষ্টম্ (ঈশেন ঈশ্বরেণ সৃষ্টং নির্ম্মিতং) শরীরং রথম্ আহুঃ, (ঈশসৃষ্টানি) ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্ (অশ্বান্ আহুঃ), ইন্দ্রিয়েশম্ (ইন্দ্রিয়াণাম্ ঈশং নিয়ন্তৃ ঈশসৃষ্টং) মনঃ অভীষূন্ (রশ্মীন্ আহুঃ), মাত্রাঃ (ঈশসৃষ্টান্ শব্দাদীন্ পঞ্চতন্মাত্রান্), বর্ত্মাদি (গন্তব্যদেশান্ আহুঃ), ধিষণাম্ (ঈশসৃষ্টাং বুদ্ধিং) সূতং (সারথিম্ আহুঃ), সত্ত্বং চ (ঈশসৃষ্টং চিত্তং চ) বৃহদ্বন্ধুরং (বৃহৎ দেহব্যাপি বন্ধুরং বন্ধনম্ আহুঃ ইতি শেষঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানিগণ ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট এই শরীরকে রথ, ইন্দ্রিয়সকলকে অশ্ব, ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা মন রশ্মি, শব্দাদিকে গন্তব্যদেশ, বুদ্ধিকে সারথি এবং বৃহৎ দেহব্যাপি চিত্তকে কঠিন বন্ধন-স্বরূপ বলিয়াছেন ॥৪১

বিশ্বনাথ—যদেব দেহেন্দ্রিয়াদিকং প্রমত্তস্যানর্থহেতুস্তদেবাপ্রমত্তস্য যোগিনস্ত্রিষ্টসাধনমিতীমমর্থং "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ" ইত্যাদি-শ্রুত্যুক্ত-রথরূপকদ্বারেণাহ,—আহুরিতি ষড়্‌ভিঃ। ইন্দ্রিয়েশং মনোঽভীষূন্ রশ্মীনাহুঃ। মাত্রা শব্দাদীন্ বর্ত্মানি গন্তব্যদেশানাহুঃ। সত্ত্বং চিত্তং বৃহৎদেহব্যাপি বন্ধুরং বন্ধনমাহুঃ,—চিত্তং বিনা শরীরমনিবদ্ধং ভবতীতি ভাবঃ। ঈশ-সৃষ্টিমিতি বন্ধনকর্ত্তা ত্বীশ ইতি ভাবঃ। ঈশসৃষ্টমিতি রথাদীনাং সর্ব্বেষামেব বিশেষণং। দশবিধং প্রাণমক্ষং, অভিমানমভিমানময়ং জীবং রথিনং পঠন্তি। প্রণবং গুরুপ্রসাদরূপ-মহামূল্যপ্রাপ্তং ধনুঃ। শুদ্ধং জীবং শরম্। পরং ব্রহ্ম লক্ষ্যং, যথা ধনুষা শরো লক্ষ্যে নিপাত্যতে তথা প্রবণেন জীবো ব্রহ্মণি নিপাত্যতে ইত্যর্থঃ। ননু তর্হি রথাদি-রূপকসাহচর্য্যাৎ পরব্রহ্মণোঽপি লক্ষ্যত্বেন শত্রুরূপকত্বমায়াতম্ ; শত্রুরেব রথমারুহ্য শরেণ ভিদ্যতে যুজ্যতে চ তস্য জীবশত্রুত্বং স্বমায়া-শক্ত্যা জীববন্ধকত্বাৎ ? সত্যম্। "নিভৃতমরুন্মনোক্ষ-দৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ" ইত্যরিসাহচর্য্যেণ মুনীনাং মুক্তিরিব সাধর্ম্ম্যং ব্যনক্তি। উভয়েষামপি পরমেশ্বরে শরনিক্ষেপকত্বাৎ পরমেশ্বরস্ত স্বীয়-বীররস-সুখোপকারং জ্ঞানান্তর্বর্ত্তিগুণীভূত-স্বভক্তিকলাঞ্চলক্ষ্য উভয়েভ্য এব তেভ্যো মোক্ষং দদাতীতি কেচিৎ ; অন্যে তু পরমাত্মনো লক্ষ্যত্বেঽপি দ্রৌপদ্যাদি-স্বয়ম্বরস্থ-রাধাচক্রবর্ত্তি-মীনায়মানত্বম্ এব ন ত্বন্যথা। যথা চার্জ্জুনাদ্যাস্তং স্ববাহুবলেনৈব শরেণ

ভিত্ত্বা দ্রৌপদ্যাদিকাং প্রাপুস্তথৈব জ্ঞানিনোঽপি ভক্তিবলেনৈব মুক্তিমিত্যাচক্ষতে ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে দেহেন্দ্রিয়াদি প্রমত্ত জনের অনর্থহেতু, তাহাই অপ্রমত্ত যোগিজনের ইষ্টসাধন—এই অর্থই 'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ', অর্থাৎ আত্মাকে (অভিমানী জীবকে) রথী এবং শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে, এই শ্রুত্যুক্ত রথ-রূপকের দ্বারা বলিতেছেন—'আহুঃ' ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকে। এই রথের অশ্ব ইন্দ্রিয়গুলি। 'ইন্দ্রিয়েশং'—ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা মনকে রশ্মি (ঘোড়ার মুখের বল্গা) বলিয়া জানিবে। 'মাত্রাঃ'—শব্দাদি, অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধময় বিষয়-জগৎ এই রথের গন্তব্য পথ। 'সত্ত্বং'—চিত্তই এই শরীর-রথের বন্ধন-রজ্জু, যেহেতু চিত্ত বিনা শরীরকে বন্ধন করা যায় না, এই ভাব। 'ঈশসৃষ্টং'—বন্ধনের কর্ত্তা কিন্তু পরমেশ্বরই। 'ঈশ-সৃষ্ট', ইহা রথাদি সকলেরই বিশেষণ, অর্থাৎ রথাদি সমস্ত কিছুই ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট।

'দশপ্রাণং'—দশবিধ প্রাণ, অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়—এই দশ প্রাণবায়ু চক্রের অক্ষ (অর, আল)। 'অভিমানং'—অভিমানময়, অর্থাৎ অহঙ্কারী জীবকে রথী বলা হয়। 'প্রণবং'—গুরুপ্রসাদরূপ মহামূল্য-প্রাপ্ত, অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের যে প্রসন্নতা, যাহা মহামূল্যের দ্বারা লাভ করিতে হয়, সেই (প্রণব) মন্ত্র ঐ রথীর ধনু। 'জীবং'—শুদ্ধ জীবই (জীব-স্বরূপই) উহার শর, পরব্রহ্মই লক্ষ্য, যেমন ধনুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত শর লক্ষ্যে নিপাতিত হয়, তদ্রূপ প্রণবের দ্বারা জীব ব্রহ্মে নিপাতিত হয়, এই অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, রথাদি রূপকের সাহচর্য্য-বশতঃ পরব্রহ্মের লক্ষ্যত্ব হইলে, তিনি শত্রুরূপ হইয়া পড়েন, যেহেতু রথে আরোহণপূর্ব্বক শরের দ্বারা শত্রুকেই ছিন্ন-ভিন্ন করা হয়, আর নিজমায়া-শক্তির দ্বারা জীবকে বন্ধন করেন বলিয়া, তিনি জীবের শত্রুত্বরূপেই পরিণত হইতেছেন। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য (হ্যাঁ), 'নিভৃতমরুন্মনোক্ষ'—(১০।৮৭।২৩), অর্থাৎ বায়ু, মনঃ ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া দৃঢ় যোগাভ্যাসরত মুনিগণ হৃদয়ে যে ব্রহ্মের উপাসনা করেন, বিদ্বেষী অসুরাদিও আপনাকে শত্রুরূপে স্মরণ করিয়া তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন, শ্রুতিগণের এই উক্তি অনুসারে শত্রুদের সাহচর্য্যে মুনিগণের মুক্তির ন্যায় সাধর্ম্ম্য প্রকাশ পাইয়াছে। উভয়েই (অরি ও মুনিগণ) পরমেশ্বরে শর নিক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু পরমেশ্বর স্বীয় বীর-রসরূপ সুখের উপকারক জ্ঞানান্তর্বর্ত্তী গুণীভূত স্বভক্তি-কলা অবলোকন করতঃ তাহাদের উভয়কেই মোক্ষ প্রদান করেন—ইহা কেহ কেহ বলেন। কিন্তু অপরে বলেন—পরমাত্মার লক্ষ্যত্ব হইলেও দ্রৌপদী প্রভৃতির স্বয়ম্বর সভাতে ঘূর্ণীয়মাণ চক্রের মধ্যস্থ মীনের ন্যায়ই (তিনি), কিন্তু অন্যথা নহে। সেখানে যেমন অর্জ্জুনাদি স্ববাহুবলেই তাহাকে শরের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া দ্রৌপদী প্রভৃতিকে লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ জ্ঞানিগণও ভক্তিবলেই মুক্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৪১-৪২ ॥

অক্ষং দশ প্রাণমধর্ম্মধর্ম্মৌ
চক্রেঽভিমানং রথিনঞ্চ জীবম্।
ধনুর্হি তস্য প্রণবং পঠন্তি
শরন্তু জীবং পরমেব লক্ষ্যম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—দশপ্রাণং (প্রাণাপান-সমান-ব্যানো-দান-নাগকূর্ম্ম-কৃকর-দেবদত্ত-ধনঞ্জয়াঃ ইতি দশপ্রাণাঃ দশানাং প্রাণানাং সমাহারঃ দশপ্রাণম্) অক্ষম্ (আহুঃ), অধর্ম্মধর্ম্মৌ চক্রে (চক্রদ্বয়ম্ আহুঃ), অভিমানং (সাহঙ্কারং) জীবং রথিনং চ (আহুঃ), প্রণবং হি তস্য (জীবস্য) ধনুঃ (ধনুঃ স্বরূপং) পঠন্তি জীবং তু শরং (শররূপং পঠন্তি), পরম্ এব (ব্রহ্ম) লক্ষ্যং পঠন্তি। যথা ধনুষা শরঃ লক্ষ্যে নিপাত্যতে তথা প্রণবেন জীবঃ ব্রহ্মণি নিপাত্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—ঐ প্রকার দশ প্রাণ ঐ শরীর রথের অক্ষ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম চক্র, অহঙ্কারী জীব রথি, প্রণব ধনু-স্বরূপ বলিয়া থাকেন এবং জীব তাহার শর এবং পরব্রহ্মই তাহার একমাত্র লক্ষ্য ॥ ৪২ ॥

রাগো দ্বেষশ্চ লোভশ্চ শোকমোহৌ ভয়ং মদঃ।
মানোঽবমানোঽসূয়া চ মায়া হিংসা চ মৎসরঃ ॥৪৩
রজঃ প্রমাদঃ ক্ষুন্নিদ্রা শত্রবস্ত্বেবমাদয়ঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সত্ত্বপ্রকৃতয়ঃ কৃচিৎ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—রাগঃ দ্বেষঃ চ লোভঃ চ শোকমোহৌ ভয়ং মদঃ মানঃ অবমানঃ অসূয়া চ (পরদোষাবিষ্কার-প্রবৃত্তিঃ) মায়া হিংসা মৎসরঃ চ রজঃ (অভিনিবেশঃ) প্রমাদঃ (অনবধানতা) ক্ষুৎ নিদ্রা এবমাদয়ঃ (এতে ভাবাঃ) কৃচিৎ রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ (রজস্তমসী প্রকৃতী কারণে যেষাং তে তথাভূতাঃ) কৃচিৎ (কদা বা) সত্ত্বপ্রকৃতয়ঃ (সত্ত্বং প্রকৃতিঃ কারণং যেষাং তে তথাভূতাঃ পরোপকারপ্রবৃত্তয়ঃ) শত্রবঃ তু (ব্রহ্মপ্রাপ্তেঃ প্রতিবন্ধকাঃ এব ইতি) ॥ ৪৩-৪৪ ॥

অনুবাদ—রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, শোক, ভয়, মদ, মান, অবমান, অসূয়া, মায়া, হিংসা, মাৎসর্য্য, অভিনিবেশ, প্রমাদ, ক্ষুধা ও নিদ্রা,—এইসকল শত্রু কোন স্থানে রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির হয় এবং কোন স্থানে বা সত্ত্ব প্রকৃতির হইয়া থাকে ॥ ৪৩-৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—যথা চ স্বয়ম্বর-কন্যা-প্রাপ্তিপ্রতিবন্ধক-দুষ্টরাজন্যা বলিষ্ঠেন হন্যন্তে, তথৈব ভগবদ্ভক্তিবলেন যতিনা জ্ঞানাসিমাদায় রাগদ্বেষাদয়ো হন্তব্যা ইত্যাহ,—রাগ ইতি ত্রিভিঃ। রাগদ্বেষাদয়ো রজস্তমঃ-প্রকৃতয়ঃ, কৃচিৎ পরোপকারাদয়ঃ সত্ত্বপ্রকৃতয়ঃ ॥ ৪৩-৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেমন স্বয়ম্বর কন্যার প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক দুষ্ট রাজন্যবর্গ বলিষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা নিহত হন, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তিতে বলশালী যতিগণ জ্ঞানরূপ অসি গ্রহণ করিয়া রাগ-দ্বেষাদি বিনাশ করিবেন, ইহা বলিতেছেন—'রাগো' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। রাগ, দ্বেষ, লোভ প্রভৃতি জীবের শত্রু, ইহারা রজঃ তমঃ প্রকৃতিরও হয়, আবার সাত্ত্বিক প্রকৃতিও হইতে দেখা যায়। রাগ-দ্বেষাদি রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির, কোথাও সাত্ত্বিক প্রকৃতি হইলেও (আরূঢ়-সমাধি যতির পক্ষে) পরোপকারাদি প্রবৃত্তিও শত্রুস্বরূপ, অতএব ঐগুলিকে জয় করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৩-৪৪ ॥

———

যাবন্ন্কায়-রথমাত্মবশোপকল্পং
ধত্তে গরিষ্ঠচরণার্চ্চনয়া নিশাতম্।
জ্ঞানাসিমচ্যুতবলো দধদস্তশত্রুঃ
স্বানন্দতুষ্ট উপশান্ত ইদং বিজহ্যাৎ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—যাবৎ আত্মবশোপকল্পম্ (আত্মবশঃ উপকল্পঃ ইন্দ্রিয়াদি-পরিকরঃ যস্মিন্ তথাভূতং) নৃকায়রথং (মানবদেহরূপং রথং) ধত্তে (ধারয়তি তাবৎ এব) গরিষ্ঠচরণার্চ্চনয়া (গরিষ্ঠানাং গুরুজনানাং চরণসেবয়া) নিশাতং (শাণিতং) জ্ঞানাসিং (জ্ঞান-রূপং খড়্গং) দধৎ (বিভ্রৎ) অচ্যুতবলঃ (অচ্যুতঃ এব বলঃ যস্য তাদৃশঃ অচ্যুতাশ্রয়ঃ সন্) অস্তশত্রুঃ (নিরস্তশত্রুঃ) উপশান্তঃ (নির্ম্মলান্তঃকরণঃ অতএব) স্বানন্দতুষ্টঃ (স্বানন্দেন তুষ্টঃ আত্মারামঃ ভূত্বা) ইদং (দেহরথাদিকং) বিজহ্যাৎ (পরিত্যজেৎ উপেক্ষেত ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—মানব-দেহরূপ রথের উপকরণ ইন্দ্রিয়াদি পরিকরসকলকে আত্মবশবর্ত্তী করিয়া যাবৎ এই দেহ ধারণ করে তাবৎ পূজ্যতমগণের চরণ সেবাদ্বারা তীক্ষ্ণধার জ্ঞানরূপ খড়্গ ধারণপূর্ব্বক ভগবদ্বলে শত্রু নাশ করিয়া নির্ম্মল-চিত্ত হইবে। পরে স্বীয় আনন্দে তুষ্ট হইয়া ঐ দেহ-রথাদিকে উপেক্ষা করিবে ॥৪৫॥

বিশ্বনাথ—নৃকায়রূপং রথং আত্মবশে উপকল্প ইন্দ্রিয়াদিপরিকরো যস্মিন্ তথাভূতং যাবদ্ধত্তে তাবদেব গরিষ্ঠানাং গুরূণাং চরণসেবয়া নিশিতং জ্ঞানখড়্গং বিভ্রৎ অচ্যুতভক্তিবলঃ সন্নেব নিরস্তশত্রুর্ভূত্বা স্বরাজ্যস্য স্বানন্দস্য প্রাপ্ত্যা তুষ্টো ভবন্নিদং রথাদিকং ত্যজেদুপযোগাভাবাদেবেত্যর্থঃ। অত্র যথা সাধ্যস্য শত্রুজয়স্য স্বরাজ্যলাভস্য চ সিদ্ধৌ রথাদিকাৎ ধনুঃশরাদিকাচ্চ পুরুষো বিযুজ্যতে, তথা বলাৎ শারীরান্ন বিযুজ্যতে, এবমেব জ্ঞানী প্রাধানিকাদুপাধের্ম্মুক্তি-সাধনাজ্জ্ঞানাচ্চ বিযুজ্য জ্ঞানান্তর্ভূতয়া কেবলয়া ভক্তিকলয়া সহিত এব পরমাত্মনি সাযুজ্যং লভতে নতু ততো বিযুজ্যতে। তস্যাঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন পরমাত্মৈক্যাৎ, জ্ঞানাজ্ঞানয়োস্তু মায়াশক্তি-বৃত্তিত্বাত্তদ্দ্বয়োপেক্ষা সমুচিতৈব ; অতএব ধনুর্হি তস্য প্রণবং পঠন্তি, শরস্তু জীবং পরমেব লক্ষ্যমিত্যত্রাপি যথা রথাদিভ্যো ধনুষশ্চ বিযুজ্যাপি শরঃ পুরুষবলেন বেগরূপতাম্ আপন্নেন সহৈব তৎপ্রভাবাদেব লক্ষ্যে প্রবিশতি, তথৈব শুদ্ধজীবঃ দেহেন্দ্রিয়াদিকমশুদ্ধজীবঞ্চাজ্ঞান-স্বরূপামবিদ্যাং ত্যক্ত্বা মুক্তিসাধনজ্ঞানকারণ-প্রণবস্বরূপাং বিদ্যাঞ্চ ত্যক্ত্বা অশুদ্ধজীববর্ত্তিন্যা ভক্তিকলয়ৈব কেবলয়া সহিত-স্তৎপ্রভাবাদেব পরমাত্মানং জ্ঞাত্বা তত্র সাযুজ্যং লভতে। যদুক্তং ভগবতা,—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু

ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ।। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ।।" ইত্যস্য পদ্যদ্বয়স্যায়মর্থঃ—ভক্তিমিশ্রজ্ঞান-পরিপাকেনোপাধ্যপগমে ব্রহ্মভূতঃ অনাবৃত-চৈতন্যত্বেন ব্রহ্মরূপ ইত্যর্থঃ। গুণমালিন্যাপগমাৎ প্রসন্নশ্চাসাবাত্মাচেতি সঃ। ততশ্চ পূর্ব্বদশায়ামিব নষ্টং ন শোচতি, ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভিমানাভাবাদিতি ভাবঃ। ভূতেষু ভদ্রাভদ্রেষু সমঃ বাহ্যানুসন্ধানাভাবাদিতি ভাবঃ। ততশ্চ নিরিন্ধনাগ্নাবিব জ্ঞানে শান্তেহপ্যনশ্বরাং জ্ঞানান্তর্ভূতাং মদ্ভক্তিং লভতে। তস্যা মৎস্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন মায়াশক্তিভিন্নত্বাৎ অবিদ্যাবিদ্যয়োরপগমেহপ্যনপগমাৎ। অতএব পরাং নিষ্কাম-কর্ম্মজ্ঞানাদ্যুর্ব্বরিতত্বেন কেবলাং লভত ইতি পূর্ব্বং জ্ঞানবৈরাগ্যাদিষু মোক্ষসিদ্ধ্যর্থং কলয়া বর্ত্তমানায়া অপি সর্ব্বভূতেষ্বন্তর্য্যামিন ইব তস্যাঃ স্পষ্টোপলব্ধির্নাসীদিতি ভাবঃ। অতএব কুরুতে ইত্যনুক্ত্বা লভত ইতি প্রয়োগঃ। মাষমুদ্গাদিষু মিলিতাং কালেন তেষু নষ্টেষ্বপ্যনষ্টাং কাঞ্চনমণিকামিব তেভ্যঃ পৃথক্তয়া কেবলাৎ লভত ইতিবৎ। সংপূর্ণায়াঃ প্রেমভক্তেস্তু তদানীং লাভসম্ভাবনা নৈবাস্তি, নাপি তস্যাঃ ফলং সাযুজ্যং ইত্যতঃ পরাং প্রেমলক্ষণামিতি ন ব্যাখ্যেয়ম্। ননু তয়া লব্ধয়া ভক্ত্যা তস্য কিং স্যাদিত্যতোহর্থান্তরোপন্যাসেনাহ,—ভক্ত্যেতি। অহং যাবান্ যশ্চাস্মি তং মাং তৎপদার্থং জ্ঞানী বা নানাবিধো ভক্তো বা ভক্ত্যৈব তত্ত্বতোহভিজানাতি, "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইত্যাদি মদুক্তেঃ, যস্মাদেবং তস্মাত্ততস্তয়া ভক্ত্যৈব তদনন্তরং বিদ্যোপরমাদুত্তর-কাল এব মাং জ্ঞাত্বা মাং বিশতে মৎসাযুজ্য-সুখমনুভবতি, মম মায়াতীতত্বাৎ, বিদ্যায়াশ্চ মায়াত্বাৎ বিদ্যয়াপ্যহমগম্য ইতি ভাবঃ। যত্তু "সাঙ্খ্যযোগৌ চ বৈরাগ্যং তপো ভক্তিশ্চ কেশবে। পঞ্চপর্ব্বেতি বিদ্যেয়ং যথা বিদ্বান্ হরিং বিশেৎ ।।" ইতি বিদ্যাবৃত্তিত্বেন ভক্তিঃ শ্রূয়তে, মৎসাযুজ্য-সুখমনু, তৎ খলু হলাদিনীশক্তির্বৃত্তের্ভক্তেরেব কলা কাচিদ্বিদ্যাসাফল্যার্থং বিদ্যায়াং প্রবিষ্টা যথা কর্ম্মসাফল্যার্থং কর্ম্মযোগেহপি প্রবিশতি, তয়া বিনা কর্ম্মজ্ঞানযোগাদীনাং শ্রমমাত্রত্বোক্তেরতো নির্গুণা ভক্তিঃ সত্ত্বগুণময্যা বিদ্যায়া বৃত্তির্বস্তুতো ন ভবতীতি। কিঞ্চ, "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্" ইতি স্মৃতেঃ,—সত্ত্বং জ্ঞানং বিদ্যৈব যথা, তথা ভক্ত্যুত্থং জ্ঞানং ভক্তিরেবেতি জ্ঞানমপি দ্বিবিধং দ্রষ্টব্যম্ ।। ৪৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নৃকায়-রথম্'—এই মনুষ্য-দেহরূপ রথকে, 'আত্মবশোপকল্পং'—আত্মবশে উপকল্প বলিতে ইন্দ্রিয়াদি-পরিকর যাহাতে, তাদৃশ রথকে, অর্থাৎ এই শরীর-রথের প্রধান উপকরণ যে ইন্দ্রিয়গুলি, তাহাদিগকে নিজের বশীভূত করিয়া যতদিন দেহ ধারণ করিবে, ততকালই 'গরিষ্ঠচরণার্চ্চয়া'—পূজ্যতম ভগবদ্ভক্তগণের চরণযুগল সেবার দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত জ্ঞানরূপ খড়্গ ধারণপূর্ব্বক, 'অচ্যুতবলঃ'—ভগবান্ অচ্যুতের ভক্তিতে বলশালী হইয়াই, 'অস্তশত্রুঃ'—নিরস্তশত্রু অর্থাৎ রাগাদিদোষ-রহিত হইয়া, 'স্বানন্দতুষ্টঃ'—স্বরাজ্যরূপ নিজ আনন্দের প্রাপ্তিতে তুষ্ট হইয়া, এই দেহ-রথাদি ত্যাগ (উপেক্ষা) করিবে, কারণ তখন উহাদের আর কোন প্রয়োজন নাই—এই অর্থ। এখানে যেমন সাধ্য শত্রুজয় ও স্বরাজ্যলাভের সিদ্ধিতে রথাদি এবং ধনুঃশরাদি হইতে পুরুষ বিযুক্ত হয়, সেইরূপ শারীরিক বল হইতে বিযুক্ত হয় না, এই প্রকারই জ্ঞানী প্রাধানিক (জড়) উপাধি হইতে এবং মুক্তি-সাধন জ্ঞান হইতে বিযুক্ত হইলেও, জ্ঞানান্তর্ভূত কেবলা ভক্তিকলার সহিতই পরমাত্মাতে সাযুজ্য লাভ করে, কিন্তু সেই ভক্তি হইতে বিযুক্ত হয় না, কারণ সেই ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তিত্বহেতু পরমাত্মার সহিত ঐক্যরূপ। কিন্তু জ্ঞান ও অজ্ঞান মায়াশক্তির বৃত্তি বলিয়া সেই দুইটির উপেক্ষা সমুচিতই (যুক্তি-সঙ্গতই)। অতএব "ধনুর্হি তস্য প্রণবং পঠন্তি" (৪২ শ্লোক), অর্থাৎ প্রণব সেই রথীর (অহঙ্কারী জীবের) ধনুক, শুদ্ধ জীবস্বরূপ তাহার শর এবং পরম ব্রহ্ম লক্ষ্য—এই পূর্ব্বোক্ত স্থলেও যেমন রথাদি হইতে ধনুকের দ্বারা বিযুক্ত হইয়াও শর পুরুষের শক্তিতে বেগরূপতা প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রভাবেই লক্ষ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ শুদ্ধ জীব দেহেন্দ্রিয়াদি, অশুদ্ধ জীব ও অজ্ঞানস্বরূপ অবিদ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তিসাধন জ্ঞানকারণ প্রণবস্বরূপ বিদ্যাও ত্যাগ করতঃ, অশুদ্ধ জীববর্ত্তিনী কেবলা ভক্তিকলার সহিত তাহার প্রভাবেই পরমাত্মাকে অবগত হইয়া তাহাতে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।

যেমন শ্রীগীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম-ভূতঃ প্রসন্নাত্মা" (১৮।৫৪-৫৫) ইত্যাদি। পদ্যদ্বয়ের এরূপ অর্থ—ভক্তিমিশ্র জ্ঞানের পরিপাকে জড় উপাধির অপগম হইলে, 'ব্রহ্মভূতঃ'—বলিতে অনাবৃত-চৈতন্যস্বরূপে ব্রহ্মরূপ হন (অর্থাৎ জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অনাবৃত-চৈতন্যস্বরূপে ব্রহ্মতা লাভ করেন), এই অর্থ। গুণমালিন্য অপগত হওয়ায় তৎকালে তিনি 'প্রসন্নাত্মা'—নির্ম্মলচিত্ত হন। তারপর পূর্ব্ব দশার ন্যায় নষ্ট বস্তুর নিমিত্ত শোক করেন না, কিম্বা অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষাও করেন না, যেহেতু তখন তাহার দেহাদির অভিমান নাই—এই ভাব। 'ভূতেষু সমঃ'—ভদ্র বা অভদ্র সকল প্রাণীতে বাহ্য অনুসন্ধানের অভাববশতঃই তিনি সমভাবাপন্ন, এই ভাবার্থ। তারপর ইন্ধন-বিহীন অগ্নির ন্যায় জ্ঞান শান্ত হইলেও, অনশ্বর জ্ঞানান্তর্ভূত আমার (শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ) ভক্তি লাভ করেন। সেই ভক্তি আমার স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া মায়া-শক্তি হইতে ভিন্ন, অতএব অবিদ্যা ও বিদ্যার অপগম হইলেও তাহার অপগম হয় না। অতএব 'পরাং'—নিষ্কাম কর্ম্ম-জ্ঞানাদি হইতে শ্রেষ্ঠ কেবলা ভক্তি লাভ করেন। এই স্থলে 'লভতে'—ইহা বলায়, পূর্ব্বে জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিতে মোক্ষ-সিদ্ধির নিমিত্ত অংশরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও, সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামীর অবস্থিতির ন্যায় সেই ভক্তির স্পষ্টতঃ উপলব্ধি ছিল না, এই ভাব। অতএব 'কুরুতে'—ভক্তি করে এইরূপ না বলিয়া, 'লভতে'—লাভ করে, এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। যেমন মাষ, মুদ্গ প্রভৃতির সহিত মিলিত (কাঞ্চন মণি) কালক্রমে ঐ মাষাদি নষ্ট হইলেও, অনশ্বর কাঞ্চনমণিকে তাহাদের হইতে পৃথক্‌রূপে কেবল লাভ করা যায়, তদ্রূপ। এখানে তৎকালে সম্পূর্ণ প্রেমভক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই, এবং তাহার ফল সাযুজ্যও নহে, এইজন্য 'পরা'—শব্দে প্রেমলক্ষণা ভক্তি, এরূপ ব্যাখ্যা করা হইল না।

যদি বলেন—দেখুন, সেই প্রেমভক্তি লাভে তাহার কি হইবে? ইহাতে অর্থান্তর উপন্যাসের দ্বারা বলিতেছেন—'ভক্ত্যা' ইত্যাদি। আমি যেরূপ এবং স্বরূপতঃ যাহা হই, সেই তৎপদার্থ আমাকে, জ্ঞানী কিম্বা বিভিন্ন ভক্ত ভক্তির দ্বারাই তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে) জানিতে পারেন। কারণ "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (১১।১৪।২১), অর্থাৎ একমাত্র সশ্রদ্ধ ভক্তির দ্বারাই আমি গ্রহণীয়, ইত্যাদি আমারই উক্তি। যেহেতু এইপ্রকার, অতএব সেই ভক্তির দ্বারাই তদনন্তর অর্থাৎ বিদ্যা-নিবৃত্তির পরবর্ত্তী কালেই আমাকে জানিয়া আমাতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ আমার সাযুজ্য সুখ অনুভব করেন, কারণ আমার মায়াতীতত্বহেতু এবং বিদ্যারও মায়াযুক্তত্বহেতু বিদ্যার দ্বারাও আমি অগম্য—এই ভাব। "সাঙ্খ্যযোগৌ চ"—অর্থাৎ শ্রীকেশবে সাংখ্য, যোগ, বৈরাগ্য, তপস্যা ও ভক্তি, এই পঞ্চপর্ব্বা বিদ্যা জানিয়া শ্রীহরিতে যুক্ত হইবেন, ইত্যাদি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বিদ্যাবৃত্তিরূপে যে ভক্তির কথা শোনা যায়, তাহা আমার সাযুজ্য সুখানুভূতিতে হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি ভক্তিরই কোন কলা (অংশ), বিদ্যা-সাফল্যের নিমিত্ত বিদ্যাতে প্রবিষ্টা হইয়াছেন, যেমন কর্ম্ম-সাফল্যের জন্য কর্ম্মযোগেও প্রবেশ করেন, যেহেতু সেই ভক্তি ব্যতিরেকে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির শ্রমমাত্র ফল উক্ত হইয়াছে। অতএব নির্গুণা ভক্তি বাস্তবিকপক্ষে সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যার বৃত্তি হইতে পারে না। আরও, "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্" (শ্রীগীতা—১৪।১৭), অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই স্থলে সত্ত্বোত্থিত জ্ঞান সত্ত্বই এবং সেই সত্ত্ব 'বিদ্যা'-শব্দের দ্বারা যেমন উক্ত হয়, সেইরূপ ভক্তি হইতে উত্থিত জ্ঞানও ভক্তিই। এইজন্য তাহা কোথাও 'ভক্তি'-শব্দে, এবং কোথাও 'জ্ঞান'-শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, ইহাতে জ্ঞানও দুইপ্রকার বুঝিতে হইবে। [বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদের শ্রীগীতার টীকা অবশ্য দ্রষ্টব্য।] ॥ ৪৫ ॥

———

নোচেৎ প্রমত্তমসদিন্দ্রিয়বাজিসূতা
নীত্বোৎপথং বিষয়দস্যুষু নিঃক্ষিপন্তি।
তে দস্যবঃ সহয়সূতমমুং তমোঽন্ধে
সংসারকূপ উরুমৃত্যুভয়ে ক্ষিপন্তি ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—নোচেৎ (যদি অচ্যুতাশ্রয়ং ন করোতি তর্হি) অসদিন্দ্রিয়বাজিসূতাঃ (অসন্তঃ বহির্ম্মুখাঃ বিষয়োন্মুখাঃ যে ইন্দ্রিয়বাজিনঃ ইন্দ্রিয়রূপাঃ অশ্বাঃ বুদ্ধিরূপঃ সূতশ্চ তে) প্রমত্তম্ (অসাবধানম্ এনং

দেহরূপং রথম্) উৎপথং (প্রবৃত্তি মার্গং) নীত্বা বিষয়দস্যুষু (বিষয়াখ্যেষু দস্যুষু) নিঃক্ষিপন্তি। তে (বিষয়াখ্যাঃ) দস্যবঃ সহয়সূতং (হয়ৈঃ সূতেন চ সহ বর্ত্তমানম্ ইন্দ্রিয়বুদ্ধিসহিতম্) অমুং (প্রমত্তং রথিনম্) উরুমৃত্যুভয়ে (উরু অধিকং মৃত্যুভয়ং যস্মিন্ তস্মিন্) তমোঽন্ধে (অন্ধে তমসি অন্ধতামিস্র নরকতুল্যে) সংসারকূপে ক্ষিপন্তি ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—নতুবা দুষ্ট ইন্দ্রিয়াশ্বগণ অসাবধান দেহরথকে প্রবৃত্তিমার্গে লইয়া গিয়া বিষয় দস্যুর মধ্যে নিক্ষেপ করে, তৎপরে সেই দস্যুগণ অশ্ব ও সারথির সহিত তাহাকে গুরুতর মৃত্যুভয়াকুলিত অন্ধকারময় সংসার-কূপে নিক্ষেপ করে ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—অচ্যুতবলত্বাভাবে সাধ্যং ন সিদ্ধ্যেৎ। প্রত্যুতাধঃপাতশ্চেত্যাহ,—নোচেৎ। যদি রথিনো বলং ন স্যাৎ, পক্ষে, জীবস্য যদি ভক্তির্ন স্যাদিত্যর্থঃ। প্রমত্তং জীবং বলাভাবেঽপি লক্ষ্যবেধার্থং যথারোহণমেব প্রমাদঃ। তে দস্যবঃ রাগদ্বেষাদ্যাঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবান্ অচ্যুতকে আশ্রয় না করিলে সাধ্য বস্তু কখনই সিদ্ধ হয় না, প্রকারান্তরে অধঃপতনই হয়, ইহা বলিতেছেন—'নোচেৎ', অর্থাৎ রথীর যদি বল না থাকে, পক্ষে জীবের যদি ভক্তি না থাকে, এই অর্থ। 'প্রমত্তং'—ভোগ-প্রমত্ত জীবকে, বলের অভাব থাকিলেও লক্ষ্যভেদের নিমিত্ত যেমন রথে আরোহণই প্রমাদ। 'তে দস্যবঃ'—সেই রাগ-দ্বেষাদি দস্যুগণ ॥ ৪৬ ॥

———

প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্।
আবর্ত্ততে প্রবৃত্তেন নিবৃত্তেনাশ্নুতেঽমৃতম্ ॥৪৭॥

অন্বয়ঃ—বৈদিকং কর্ম্ম প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তং চ (ইতি) দ্বিবিধং (তত্র) প্রবৃত্তেন (কর্ম্মণা) আবর্ত্ততে (পুনঃ পুনঃ সংসারে ভ্রমতি কিন্তু) নিবৃত্তেন (কর্ম্মণা) অমৃতং (ভগবজ্জ্ঞানম্) অশ্নুতে (লভতে) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—বেদবিহিত কর্ম্ম দুই প্রকার,—প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। তন্মধ্যে প্রবৃত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা সংসারে ভ্রমণ করিতে হয়; কিন্তু নিবৃত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা অমৃত ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু বিষয়ভোগোঽপি শাস্ত্রেণ বিহিতো ন তু কেবলং নিষিদ্ধ এব। সত্যমধিকারিভেদাৎ ফলভেদাচ্চ তত্র ব্যবস্থা দ্রষ্টব্যেত্যাহ,—প্রবৃত্তঞ্চেতি দশভিঃ। আবর্ত্ততে গৃহস্থঃ, অমৃতমশ্নুতে যতিঃ ॥৪৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, বিষয়-ভোগও শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, কেবল নিষিদ্ধই নহে। তাহার উত্তরে—হ্যাঁ, অধিকারিভেদে ও ফলভেদে শাস্ত্রের ব্যবস্থা জানিতে হইবে, ইহা বলিতেছেন—'প্রবৃত্তঞ্চ' ইত্যাদি দশটি শ্লোকে। 'আবর্ত্ততে'—প্রবৃত্তির পথে গৃহস্থগণ বার বার প্রত্যাবর্ত্তন করেন, আর যতিগণ নিবৃত্তির পথে 'অমৃতম্ অশ্নুতে'—অমৃত ভোগ করেন এবং তাহাদিগকে কখন ফিরিয়া আসিতে হয় না ॥ ৪৭ ॥

———

হিংস্রং দ্রব্যময়ং কাম্যমগ্নিহোত্রাদ্যশান্তিদম্।
দর্শশ্চ পূর্ণমাসশ্চ চাতুর্ম্মাস্যং পশুঃ সুতঃ ॥ ৪৮ ॥
এতদিষ্টং প্রবৃত্তাখ্যং হুতং প্রহুতমেব চ।
পূর্ত্তং সুরালয়ারামকূপাজীব্যাদিলক্ষণম্ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—অগ্নিহোত্রাদি দর্শঃ চ পূর্ণমাসঃ চ চাতুর্ম্মাস্যং পশুঃ (পশুযাগঃ) সুতঃ (সোমযাগঃ এতৎ সর্ব্বং কর্ম্ম) হিংস্রং (হিংসাবহুলং পশ্বাদিহিংসাযুক্তং,) দ্রব্যময়ং, (ব্রীহ্যাদিদ্রব্যপ্রচুরং), কাম্যং (বহুকামনা-পূর্ণম্), অশান্তিদং (দুঃখপ্রদং চ)। হুতং (বৈশ্বদেবং) প্রহুতং (বলিহরণম্) এব চ ইষ্টম্ (ইষ্টশব্দবাচ্যং তথা), সুরালয়ারামকূপাজীব্যাদিলক্ষণং (দেবালয়োপবন-কূপপানীয়শালাদিনির্ম্মাণম্) পূর্ত্তং (জনসাধারণানাম্ উপকারার্থং কৃতম্) এতৎ (সর্ব্বমেব) প্রবৃত্তাখ্যং (কর্ম্ম ভবতি) ॥ ৪৮-৪৯ ॥

অনুবাদ—অগ্নিহোত্র দর্শ, পূর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য, পশুযাগ, এবং সোমযাগ, হিংসাবহুল, দ্রব্যময় ও কাম্য বৈশ্বদেব ও বলিহরণ, ইষ্টকার্য্য দেবালয়, উপবন, কূপ ও পানীয়শালা নির্ম্মাণাদি পূর্ত্তকার্য্য প্রবৃত্তাখ্য ॥ ৪৮-৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—হিংস্রং শ্যেনাদি কর্ম্ম অশান্তিদং অত্যাসক্তিপ্রদং আদি-শব্দার্থং বিবৃণোতি—দর্শশ্চেতি পশুঃ পশুযাগঃ সুতঃ সোমযাগঃ। হুতং বৈশ্যদেবং প্রহুতং বলিহরণং এতৎ সর্ব্বমিষ্টমুচ্যতে। আজীব্যং প্রপাদি ॥ ৪৮-৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হিংস্রং'—পশ্বাদি-হিংসাযুক্ত কর্ম্ম অশান্তিদ অর্থাৎ অত্যাসক্তিপ্রদ। 'অগ্নিহোত্রাদি'—এখানে আদি-শব্দের অর্থ বিবৃত করিতেছেন—'দর্শ' ইত্যাদি। পশু—পশুযাগ, 'সুতঃ'—বলিতে সোমযাগ। 'হুতং'—বৈশ্বদেব কর্ম্ম, প্রহুতং—বলি-হরণ কর্ম্ম—এই সকলকে ইষ্ট বলে। 'আজীব্য'—প্রপাদি প্রতিষ্ঠা কর্ম্ম, অর্থাৎ পানীয়শালা নির্ম্মাণাদি পূর্ত্ত কর্ম্ম ॥ ৪৮-৪৯ ॥

———

দ্রব্যসূক্ষ্মবিপাকশ্চ ধূমো রাত্রিরপক্ষয়ঃ।
অয়নং দক্ষিণং সোমো দর্শ ওষধিবীরুধঃ ॥ ৫০ ॥
অন্নং রেত ইতি ক্ষ্মেশ পিতৃযানং পুনর্ভবঃ।
একৈকশ্যেনানুপূর্ব্ব্যা ভূত্বা ভূত্বেহ জায়তে ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ক্ষ্মেশ, (হে ভূপতে,) দ্রব্যসূক্ষ্ম-বিপাকঃ চ (দ্রব্যস্য চরুপুরোডাশাদেঃ সূক্ষ্মঃ বিপাকঃ পরিণামঃ দেহান্তরারম্ভকঃ) ধূমঃ (ধূমাভিমানিনী দেবতা) রাত্রিঃ (রাত্র্যভিমানিনী দেবতা) অপক্ষয়ঃ (কৃষ্ণপক্ষঃ) দক্ষিণম্ অয়নং (দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতা) সোমঃ (চন্দ্রলোকঃ) দর্শঃ (দর্শশব্দেন বিপরীতলক্ষণয়া বিশিষ্টভোগক্ষয়াৎ শোকাগ্নিনা দেহ-লয়েন অদর্শনমুচ্যতে। এতেন ইদমুক্তং ভবতি। ভূতসূক্ষ্মযুক্তঃ ধূমাদ্যাতিবাহিকদেবতাভিঃ সোমলোকং প্রাপিতঃ তদ্ভোগাবসানে বিলীনদেহঃ বৃষ্টিদ্বারেণ) ওষধিবীরুধঃ ওষধ্যাদিরূপেণ পরিণমতে ততঃ) অন্নং (ব্রীহি প্রভৃতি শস্যরূপেণ পরিণমতে ততঃ) রেতঃ (প্রানিনাং বীর্য্যরূপেণ পরিণমতে) ইতি (ইত্যেবং ভূতঃ) পুনর্ভবঃ পিতৃযানং (পুনর্ভবতি অস্মাদিতি পুনর্ভবঃ সংসারঃ পিতৃযান সংজ্ঞকঃ প্রবৃত্তিমার্গ ইতি) একৈকশ্যেন (একৈকস্মিন্ প্রত্যেকম্) আনুপূর্ব্ব্যা (উক্তক্রমেণ) ভূত্বা ভূত্বা (ওষধ্যাদিরূপং প্রাপ্য) ইহ (ভূমৌ) জায়তে ॥ ৫০-৫১ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, যজ্ঞাদিতে হুত চরু পুরো-ডাশাদির পরিণাম ধূম অর্থাৎ ধূমাভিমানী দেবতা, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন এবং চন্দ্রলোক প্রভৃতি ক্রমানুসারে প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করে। পরে ওষধি, লতা, শস্য এবং প্রাণিগণের বীর্য্যরূপে পরিণত হয়। এই প্রকার কর্ম্মাদি দ্বারা পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে ॥৫০-৫১

বিশ্বনাথ—প্রবৃত্তেন কর্ম্মণা আরোহাবরোহাভ্যাম্ আবৃত্তি-প্রকারমাহ,—দ্রব্যেতি। সোমপর্য্যন্তং আরো-হণে সোপানানি দর্শয়তি। প্রথমং দ্রব্যস্য চরুপুরো-ডাশাদেঃ সূক্ষ্মো বিপাকঃ পরিণামঃ দেহান্তরারম্ভকঃ। যেন পরিষ্বক্তো গচ্ছতি যএব শ্রুতাবপশব্দেনোক্তস্তং প্রথমং প্রাপ্নোতি তথাহি,—ইহ তু পঞ্চম্যামাহুতা বাপঃ পুরুষবর্চ্চসো ভবন্তীতি। দ্রব্যমুষ্মবিপাকশ্চেতি-পাঠে দ্রব্যশব্দেন তেজো-মাত্রা শব্দোক্তানি ইন্দ্রিয়াণি উষ্মবিপাকশব্দেন হৃদয়াগ্রপ্রদ্যোতঃ, তদা চ সৎকর্ম্ম-সাধকানীন্দ্রিয়াণি প্রথমং প্রাপ্নোতি ততো নির্য্যাণকালে হৃদয়াগ্রপ্রদ্যোতং প্রাপ্নোতি ততো ধূমমিত্যেবং ক্রমঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—"য ইমা স্তেজোমাত্রাঃ সমাভ্যাদদানো হৃদয়মেবানুচংক্রামতীতি।" তথাচ তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে। তেনৈবাত্মা নিষ্ক্রামতীতি। ধূমাদি-শব্দে-স্তত্তদভিমানিন্যো দেবতা উচ্যন্তে। ততো ধূমাভিমানিনীং দেবতাং প্রাপ্নোতি, ততো রাত্র্যভিমানি-নীমিত্যেবম্। অপক্ষয়ঃ কৃষ্ণপক্ষঃ সোমশ্চন্দ্রলোকঃ। ধূমাদ্যাতিবাহিক-দেবতাভিঃ সোমং লোকং প্রাপিতো ভোগান্ ভুঙ্‌ক্ত ইত্যর্থঃ। তত্র ভুক্তভোগস্য তস্যা-বরোহ-প্রকারমাহ,—দর্শ ইতি। চন্দ্রক্ষয়বত্যা অমা-বস্যায়া ভোগদেহক্ষয়ো লক্ষিতঃ। ততো বৃষ্ট্যাদি-দ্বারেণ ওষধিবীরুধাদিস্ততোঽন্নং তদেব ভুক্তং রেতঃ। হে ক্ষ্মেশ, উক্তমবরোহপ্রকারং ব্যাচষ্টে,—একৈক-শ্যেনেতি। ক্রমেণৌষধ্যাদিকং ভূত্বেত্যর্থঃ ॥৫০-৫১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রবৃত্ত কর্ম্মের দ্বারা আরো-হণ ও অবরোহণক্রমে সংসারে আবৃত্তির প্রকার বলিতেছেন—'দ্রব্যেতি'। সোমলোক পর্য্যন্ত আরো-হণে সোপানগুলি প্রদর্শিত হইতেছে। 'দ্রব্য-সূক্ষ্ম-বিপাকশ্চ'—প্রথমতঃ যজ্ঞে চরু ও পুরোডাশ (হবি-বিশেষ) ইত্যাদি আহুতি দিলে, উহার সূক্ষ্ম বিপাক অর্থাৎ পরিণাম, যাহা মৃত্যুর পর দেহান্তরের আরম্ভক হয়। যাহার সহিত যুক্ত হইয়া গমন করে, যাহা শ্রুতিতে 'অপ'-শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, প্রথমতঃ তাহা প্রাপ্ত হয়। যেমন শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"ইহ তু পঞ্চম্যামাহুতা",—অর্থাৎ এখানে আহুতিপ্রাপ্ত জল পুরুষের তেজোরূপ হয়, ইত্যাদি। 'দ্রব্যমুষ্ম-বিপাকশ্চ'—এইরূপ পাঠান্তরে, দ্রব্য শব্দের দ্বারা তেজোমাত্র শব্দোক্ত ইন্দ্রিয়সমূহ এবং উষ্মবিপাক

শব্দের দ্বারা হৃদয়ের অগ্রভাগ হইতে যাহা প্রকাশ পায়। তৎকালে সৎকর্ম্ম-সাধক ইন্দ্রিয়সকল প্রথমে প্রাপ্ত হয়, তারপর নির্য্যাণকালে হৃদয়ের অগ্রে স্থিত রশ্মি প্রাপ্ত হয়, তারপর ধূম প্রভৃতি, এই প্রকার ক্রম ' শ্রুতিতেও উক্ত আছে—'য ইমা-স্তেজোমাত্রাঃ', অর্থাৎ এই সকল তেজ ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া হৃদয়ে সঞ্চরণ করে, তারপর হৃদয়ের অগ্রে প্রকাশিত রশ্মির সহিতই আত্মা নিষ্ক্রান্ত হয়, ইত্যাদি। এখানে ধূমাদি শব্দের দ্বারা তত্তদভিমানিনী দেবতাকে বলা হইয়াছে। তারপর ধূমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়, তারপর রাত্র্যভিমানী দেবতাকে, এইরূপ। 'অপক্ষয়ঃ'—বলিতে কৃষ্ণপক্ষ 'সোমঃ'—চন্দ্রলোক। ধূমাদি আতিবাহিক দেবতার দ্বারা সোমলোক প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মানুসারে ভোগ করিয়া থাকে—এই অর্থ। চন্দ্রলোকে ভোগ শেষ হইলে তাহার 'অবরোহ' প্রকার বলিতেছেন—'দর্শ' ইত্যাদি। 'দর্শ'—শব্দে চন্দ্রের ক্ষয়যুক্ত অমাবস্যার দ্বারা ভোগদেহের ক্ষয় লক্ষিত হইয়াছে। তারপর বৃষ্ট্যাদি দ্বারা ওষধি, বীরুধ প্রভৃতি, তারপর উহার ভুক্ত বস্তু রেতঃরূপে পরিণত হয়। 'ক্ষেশ'—হে পৃথিবীপতে! (ইহা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি সম্বোধন)। উক্ত অবরোহ প্রকার বলিতেছেন—'একৈকশ্যেন' ইত্যাদি, যথাক্রমে ওষধি প্রভৃতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। (অর্থাৎ চন্দ্রলোকে ভোগের অবসান হইলে জীবের ঐ দেহ লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাতে প্রথমতঃ অদর্শন হইয়া, পরে বৃষ্টিদ্বারা যথাক্রমে ওষধি, লতা, শস্য ও শুক্ররূপে পরিণত হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। ইহার নাম পিতৃযান বা প্রবৃত্ত কর্ম্মমার্গ)॥ ৫০-৫১॥

———

নিষেকাদিশ্মশানান্তৈঃ সংস্কারৈঃ সংস্কৃতো দ্বিজঃ।
ইন্দ্রিয়েষু ক্রিয়াযজ্ঞান্ জ্ঞানদীপেষু জুহ্বতি॥ ৫২॥

অন্বয়ঃ—নিষেকাদিশ্মশানান্তৈঃ (গর্ভাধানাদ্যন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া পর্য্যন্তৈঃ) সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ দ্বিজঃ (দ্বিজ-পদবাচ্যঃ স্যাদিত্যর্থঃ। সঃ চ দ্বিজঃ) জ্ঞানদীপেষু (জ্ঞানেন দীপ্যন্তে ইতি জ্ঞানদীপাঃ তেষু) ইন্দ্রিয়েষু (জ্ঞানেন্দ্রিয়েষু) ক্রিয়াযজ্ঞান্ (ইন্দ্রিয়ব্যাপারান্ ইষ্টা-পূর্ত্তাদীন্) জুহ্বতি (তাবন্মাত্রতাং ভাবয়ন্তি)॥ ৫২॥

অনুবাদ—গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত দ্বিজ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযজ্ঞকে আহুতি দিয়া থাকেন॥ ৫২॥

বিশ্বনাথ—তত্র মুখ্যং কর্ম্মাধিকারিণমাহ,—নিষেকাদীতি। প্রবৃত্তকর্ম্মনিষ্ঠমুক্ত্বা নিবৃত্তকর্ম্ম-নিষ্ঠস্যার্চ্চিরাদি-মার্গেণ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিমাহ,—ইন্দ্রিয়েষু জ্ঞানেন দীপ্যন্তে ইতি তেষু ক্রিয়াযজ্ঞান্ জুহ্বতি ইষ্টা-পূর্ত্তাদীনাং ক্রিয়াযজ্ঞানাং ইন্দ্রিয়ব্যাপারময়ত্বাদিন্দ্রিয়-তাবন্মাত্রতাং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। এবম্ উত্তরত্রাপি॥৫২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মুখ্য কর্ম্মাধিকারিগণের কথা বলিতেছেন—'নিষেকাদি', অর্থাৎ এই পৃথিবীতে নিষেকাদি শ্মশানান্ত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইলে জীবকে দ্বিজ বলা হয়। এইরূপে প্রবৃত্ত কর্ম্মনিষ্ঠ জনের কথা বলিয়া, নিবৃত্ত কর্ম্মনিষ্ঠের অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বলিতেছেন—'ইন্দ্রিয়েষু' ইত্যাদি। নিবৃত্ত কর্ম্মনিষ্ঠগণ জীবদ্দশায় জ্ঞানদীপিত ইন্দ্রিয়-সকলে ক্রিয়াসকলকে হোম করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-ব্যাপার যে ইষ্টাপূর্ত্তাদি, সে সকলকে ইন্দ্রিয় তাবন্মাত্র-রূপে চিন্তা করিয়া থাকেন—এই অর্থ। এই প্রকার পরেও বুঝিতে হইবে॥ ৫২॥

মধ্ব—

যজ্ঞাভিমানিনো দেবান্ স্মরন্তীন্দ্রিয়মানিনাম্।
বশগাংস্তান্মনোমানি সুরেন্দ্রস্য বশেস্থিতান্॥
বেদাত্মিকায়াঃ পার্ব্বত্যাস্তাং রুদ্রস্য বশেস্থিতাম্।
বর্ণত্রয়াত্মকং রুদ্রং শেষেতু প্রণবাত্মকে।
বিন্দুরূপ সরস্বত্যাং তং তাং তস্যাং পুনর্ন্যসেৎ॥
মূলস্থানাদরূপায়াং তাং বায়ৌ তং জনার্দ্দনে।
প্রকৃতাবথবা প্রাণং তামেব পুরুষোত্তমে॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে॥ ৫২॥

———

ইন্দ্রিয়াণি মনস্যূর্ম্মৌ বাচি বৈকারিকং মনঃ।
বাচং বর্ণসমাম্নায়ে তমোঙ্কারে স্বরে ন্যসেৎ।
ওঙ্কারং বিন্দৌ নাদে তং তন্তু প্রাণে মহত্যমুম্॥৫৩॥

অন্বয়ঃ—উর্ম্মৌ (দর্শনাদিসঙ্কল্পরূপে) মনসি ইন্দ্রিয়াণি (জুহ্বতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াণাং মনোঽধীন-প্রবৃত্তিবত্ত্বাৎ তন্মাত্রতয়া ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ), বৈকারিকং (বিকারযুক্তং) মনঃ বাচি (বিধ্যাদিলক্ষণয়া বাচা

হি মনঃ কর্ত্তৃত্বাদিবিকারং ভজতি), বাচং বর্ণসমাম্নায়ে (বর্ণানাং সমাম্নায়ে সমুদায়ে জুহ্বতি তদ্বিশেষরূপত্বাৎ তন্মাত্রতয়া ভাবয়ন্তি), তং চ (বর্ণসমুদায়ং স্বরে (অকারাদিস্বরত্রয়াত্মকে) ওঙ্কারে ন্যসেৎ (জুহুয়াৎ), ওঙ্কারং বিন্দৌ (জুহ্বতি), তং (বিন্দুং) নাদে (জুহ্বতি), তং তু (নাদং) প্রাণে (সূত্রাত্মনি প্রাণসহচারিণি জীবে বা জুহ্বতি), অমুং (জীবং) মহতি (ব্রহ্মণি) ন্যসেৎ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সঙ্কল্পাত্মক মনে ইন্দ্রিয়কে এবং বিকারপ্রাপ্ত মনকে বাক্যে, বাক্যকে বর্ণসমুদায়ে, বর্ণসমুদায়কে অকারাদি স্বরত্রয়াত্মক ওঁকারে, ওঁকারকে বিন্দুতে, বিন্দুকে নাদে, নাদকে সূত্রাত্মা প্রাণে, শেষে জীবকে ব্রহ্মে হোম করিয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—উর্ম্মৌ শোকমোহাদিতরঙ্গাত্মকে। তাদৃশং মনো বাচি বিধ্যাদি-লক্ষণায়াং তয়ৈব মনঃ কর্ত্তৃত্বাদি-বিকারবত্তবতীত্যর্থঃ। বর্ণানাং সামাম্নায়ে সমূহে তদ্বিশেষত্বাদ্বাচঃ স্বরে স্বরত্রয়াত্মকে তঞ্চ বিন্দুং নাদে তঞ্চ নাদং প্রাণে সূত্রাত্মনি অমুং প্রাণং মহতি ব্রহ্মণি ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উর্ম্মৌ'—সে সকল ইন্দ্রিয়কে শোক-মোহাদি তরঙ্গাত্মক (অর্থাৎ বিবিধ সঙ্কল্পরূপ) মনে এবং বিকারযুক্ত সেই মনকে বিধ্যাদি লক্ষণ বাক্যে হোম করেন, কারণ বিধ্যাদিলক্ষণ বাক্য দ্বারাই মন কর্ত্তৃত্বাদি বিকারপ্রাপ্ত হইয়া থাকে—এই অর্থ। 'বর্ণ-সমাম্নায়ে'—বর্ণসকলের সমাম্নায় বলিতে সমূহ, অর্থাৎ সেই বাক্য বর্ণসমুদায়-বিশেষ-স্বরূপ, এইজন্য তারপর সেই বাক্যকে বর্ণসমুদায়ে হোম করিয়া, তারপর সেই বর্ণসমুদায়কে অকরাদি স্বর-ত্রয়ে, অর্থাৎ অ, উ, ম এই তিন স্বরে (ওঁকারে) হোম করেন। আবার স্বরত্রয়াত্মক ওঁকার বিন্দুতে, সেই বিন্দু নাদে, সেই নাদ সূত্রাত্মা প্রাণে; এবং সেই প্রাণকে মহৎ ব্রহ্মে আহুতি প্রদান করেন ॥ ৫৩ ॥

———

অগ্নিঃ সূর্য্যো দিবা প্রাহ্ণঃ শুক্লো রাকোত্তরং স্বরাট্।
বিশ্বোঽথ তৈজসঃ প্রাজ্ঞস্তুর্য্য আত্মা সমন্বয়াৎ ॥৫৪॥

অন্বয়ঃ—অগ্নিঃ সূর্য্যঃ দিবা (অহঃ) প্রাহ্ণঃ (তস্যৈব দিবসস্যৈব অন্তঃ) শুক্লঃ (শুক্লপক্ষঃ) রাকা (শুক্লপক্ষস্য অন্তঃ) উত্তরম্ (উত্তরায়ণং) স্বরাট্ (ব্রহ্মা) অথ (এবং ব্রহ্মলোকং গতস্য ভোগাবসানে) বিশ্বঃ চ (স্থূলোপাধিঃ) তৈজসঃ (সস্থূলং সূক্ষ্মে বিলাপ্য কারণোপাধিঃ) প্রাজ্ঞঃ (ভবতি। কারণঞ্চ সর্ব্ব-সাক্ষিত্বেন অন্বয়াৎ সাক্ষিস্বরূপে বিলাপ্য) তুর্য্যঃ (ভবতি) সমন্বয়াৎ আত্মা (তেষাং চ ব্যভিচারিণাং সাক্ষ্যাণাং লয়ে শুদ্ধঃ আত্মা ভবতি মুচ্যতে ইত্যর্থঃ) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—অগ্নি, সূর্য্য, দিবস, প্রাহ্ণ, শুক্লপক্ষ, পূর্ণিমা, উত্তরায়ণ এবং ব্রহ্মা এই ভাবে তত্তদভিমানিনী দেবতা প্রাপ্ত হন। তদনন্তর ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত ব্যক্তির ভোগাবসানে স্থূলোপাধি হয়, তখন সেই স্থূলকে সূক্ষ্মে বিলোপ করাইয়া সূক্ষ্মোপাধি তৈজস হয়, পরে সেই সূক্ষ্মকে কারণে লয় করাইয়া কারণোপাধি প্রাপ্ত হয়, কারণের সহিত সর্ব্বত্র সাক্ষিত্বের অন্বয় থাকায় সেই কারণকে সাক্ষিস্বরূপে লয় করাইয়া তুরীয় হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—অগ্নিরিতি তত্তদভিমানিন্যো দেবতাঃ তাঃ প্রাপ্নোতীতি পূর্ব্ববৎ। দিবা অহঃ প্রাহ্ণস্তস্যৈবান্তঃ, শুক্লঃ শুক্লপক্ষঃ। রাকা তস্যৈবান্তঃ। উত্তরমুত্ত-রায়ণং, স্বরাট্ ব্রহ্ম। এবং ব্রহ্মলোকং গতস্য তস্য ভোগাবসানে মোক্ষপ্রকারমাহ,—বিশ্বঃ স্থূলোপাধিঃ। সা স্থূলং সূক্ষ্মে প্রবিলাপ্য সূক্ষ্মোপাধিস্তৈজসো ভবতি সূক্ষ্মঞ্চ কারণে প্রবিলাপ্য কারণোপাধিঃ প্রাজ্ঞো ভবতি, কারণঞ্চ সর্ব্বসাক্ষিত্বেনান্বয়াৎ সাক্ষিস্বরূপে প্রবিলাপ্য তুর্য্য আত্মা ভবতি। তেষাঞ্চ ব্যভিচারিণাং সাক্ষ্যাণাং প্রলয়ে শুদ্ধ আত্মা ভবতি মুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অগ্নিঃ'—ইত্যাদি সেই সেই অভিমানিনী দেবতাগণকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ নিরত্ত কর্ম্মরত পুরুষ যথাক্রমে অগ্নি, সূর্য্য, দিবা (দিবস), প্রাহ্ণ (দিবসের অন্ত), শুক্লপক্ষ, রাকা (শুক্লপক্ষের অন্ত), উত্তরায়ণ এবং স্বরাট্ বলিতে ব্রহ্মা, ইহাদের প্রত্যেকের অভিমানিনী দেবতার সান্নিধ্য লাভ করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তির ভোগাবসানে মোক্ষ-প্রকার বলিতেছেন—'বিশ্বঃ' ইত্যাদি, অগ্রে বিশ্ব অর্থাৎ স্থূলোপাধি হয়, তারপর সেই স্থূলকে সূক্ষ্মে লয় করাইয়া সূক্ষ্মোপাধি তৈজস হয়, পরে সেই সূক্ষ্মকে

কারণে লয় করাইয়া কারণোপাধি প্রাপ্ত হয়। তার-পর সর্ব্বত্র সাক্ষিস্বরূপে অন্বয়হেতু, সেই কারণকে সাক্ষিস্বরূপে লয় করাইয়া তুরীয় হয়। পরিশেষে সেই সাক্ষিত্বের বিলয়ে শুদ্ধ আত্মস্বরূপ হয়, অর্থাৎ মুক্ত হয়, এই অর্থ ॥ ৫৪ ॥

মধ্ব—

স্বরাড়িন্দ্রঃ।

বিশ্বাদ্যা অনিরুদ্ধাদ্যা স্তে দ্বিধা সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ।

বিষ্ণুরূপাস্তদন্যে চ তান্ সর্ব্বান্ যাতি মোক্ষগঃ॥

তদন্যে চ দিবস্পুত্রাঃ সর্ব্বে চ দ্যুসমীপগাঃ।

তে দিবং প্রাপয়ন্ত্যেনং স বায়ুং স হরিং পৃথক্॥

বিশ্বাদিরূপং তুর্য্যঞ্চ বাসুদেবশ্চ নাপরঃ।

ইতি চ। অধিকো ভূত্বা সুখাদিভিঃ। "ভক্তিমান্ মার্গবিন্নৈব নীচাং গতিমবাপ্নুয়াৎ" ইতি চ ॥ ৫৪ ॥

দেবযানমিদং প্রাহুর্ভূত্বা ভূত্বানুপূর্ব্বশঃ।
আত্মযাজ্যুপশান্তাত্মা হ্যাত্মস্থো ন নিবর্ত্ততে ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—ইদং (মার্গং) দেবযানং প্রাহুঃ (বেদাঃ কথয়ন্তি। যত্র) হি উপশান্তাত্মা (রাগাদিবাসনাশূন্য-চিত্তঃ) আত্মযাজী (আত্মতত্ত্বজ্ঞঃ পরমাত্মোপাসকঃ) আত্মস্থঃ (আত্মনি তিষ্ঠন্ যথা ইতরঃ) অনুপূর্ব্বশঃ ভূত্বা ভূত্বা (নিবর্ত্ততে তথা অয়ং) ন নিবর্ত্ততে ॥৫৫॥

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা এই পথকে দেবযান বলিয়া থাকেন, যেহেতু প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বী পুরুষেরা যে প্রকার তত্তল্লোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় নিবৃত্ত হয়, কিন্তু রাগাদি বাসনাশূন্য পরমাত্মোপাসক আত্মস্থ ব্যক্তি পুনর্ব্বার আর নিবৃত্ত হন না ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—অর্চ্চিরাদি মার্গস্থো ভূত্বা অনুপূর্ব্বশঃ আনুপূর্ব্বক্রমেণ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অর্চ্চিরাদি মার্গস্থ হইয়া, অর্থাৎ এই দেবযান পথে অগ্রসর হইয়া আত্মযাজী উপশান্তাত্মা আত্মস্থ পুরুষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে আনুপূর্ব্বক্রমে আর ফিরিয়া আসেন না ॥ ৫৫ ॥

য এতে পিতৃদেবানাময়নে বেদনির্ম্মিতে।
শাস্ত্রেণ চক্ষুষা বেদ জনস্থোঽপি ন মুহ্যতি ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (জনঃ) বেদনির্ম্মিতে (বেদেন নির্ম্মিতে প্রোক্তে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ইত্যাদিনা তে অর্চ্চিরভিসম্ভবন্তি ইত্যাদিনা চ নিশ্চয়েন বিবিচ্য জ্ঞাপিতে) এতে পিতৃদেবানাম্ অয়নে (বর্ত্মনী) শাস্ত্রেণ চক্ষুষা (শাস্ত্রদৃষ্ট্যা) বেদ (জানাতি) জনস্থঃ অপি (দেহস্থঃ অপি সঃ) ন মুহ্যতি (বিমুগ্ধঃ ন ভবতি) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি পিতৃযান এবং দেবযান নামক দুইটি পথ শাস্ত্ররূপ চক্ষুর্দ্বারা অবগত হন, তিনি দেহস্থ হইয়াও মুগ্ধ হন না ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—বেদেন নির্ম্মিতে তেজসা ধূমমভিসং-ভবন্তীত্যাদিনা তেঽর্চ্চিরভিসম্ভবন্তীত্যাদিনা চ। জনস্থোঽপি দেহস্থোঽপি ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বেদ-নির্ম্মিতে'—বেদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, অর্থাৎ 'তেজের সহিত ধূমাভিমানিনী দেব-তায় মিলিত হয়' ইত্যাদি; এবং 'তাহারা অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি তত্তদভিমানিনী দেবতার সহিত মিলিত হয়' ইত্যাদি—পিতৃযান ও দেবযান দুইটি পথ বেদে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ইহা যিনি শাস্ত্রচক্ষু-দ্বারা অবগত হন, তিনি 'জনস্থঃ'—অর্থাৎ দেহস্থ হইয়াও (মায়াতে) মুগ্ধ হন না ॥ ৫৬ ॥

আদাবন্তে জনানাং সদ্বহিরন্তঃ পরাবরম্।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং বচোবাচ্য তমোজ্যোতিস্ত্বয়ং স্বয়ম্ ॥৫৭

অন্বয়ঃ—জনানাং (দেহাদীনাম্) আদৌ (কার-ণত্বেন আদৌ) অন্তে (অবধিত্বেন অন্তে) বহিঃ (বহির্ভোগ্যম্) অন্তঃ (অন্তর্ভোগ্যং) পরাবরং (পরম্ উৎকৃষ্টম্ উচ্চম্ অবরম্ অপকৃষ্টং নীচং) জ্ঞানং (বুদ্ধিং) জ্ঞেয়ং (বোধ্যং) বচঃ (নাম) বাচ্যং (রূপং) তমঃ (অপ্রকাশঃ) জ্যোতিঃ (প্রকাশঃ যৎ) তু (তত্তু) সৎ অয়ং স্বয়ং (সর্ব্বম্ অয়ং জ্ঞানী স্বয়-মেব নতু অস্মাৎ ব্যতিরিক্তং বস্তু কিঞ্চিদস্তি যেন মুহ্যেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—দেহাদির আদিতে এবং অন্তে যে সদ্-বস্তু বর্ত্তমান আছেন, যাহাতে ভোগ্য ও ভোক্তা এবং উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট জ্ঞান, জ্ঞেয়, বাচ্য এবং অন্ধকার ও জ্যোতিঃ সেই জ্ঞানীজীবই ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র সর্ব্বং ব্রহ্মেতি ভাবেনৈব মোহাভাবেনৈব হেতুরিত্যাহ.—আদাবিতি। জনানাং দেহাদীনাং আদৌ কারণত্বেন অন্তেচাবধিত্বেন যৎ সৎ স্বয়ং ব্রহ্ম তদেব বহির্ভোগ্যং মায়িকং বস্তু অন্তর্ভোক্তৃ জীববৃন্দং পরাবরং উৎকৃষ্টনিকৃষ্টাত্মকং। জ্ঞানমিন্দ্রিয়ং জ্ঞেয়ং, শব্দাদি বচো ঘটপটাদি বাচ্যং, জাত্যাদি তমোজীবস্যাবিদ্যা জ্যোতির্বিদ্যা তস্মাৎ ব্যতিরিক্তং বস্তু কিমপি নাস্তি যেন মুহ্যেদিতি ভাবঃ ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে 'সমস্ত কিছুই ব্রহ্ম' —এই ভাবই মোহাভাবের হেতু, ইহা বলিতেছেন—'আদৌ' ইত্যাদি। 'জনানাং'—দেহাদির আরম্ভের পূর্ব্বে কারণরূপে, পরে সর্ব্বশেষ অবধি বা সীমারূপে যে সদ্ বস্তু অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্ম বর্ত্তমান থাকেন, তিনিই বাহিরের ভোগ্য মায়িক বস্তু ও অন্তরের ভোক্তা জীববৃন্দ, এবং 'পরাবরং'—উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টাত্মক, অর্থাৎ উচ্চ ও নীচ সমস্ত কিছু। জ্ঞান—ইন্দ্রিয়, জ্ঞেয়—শব্দাদি, 'বচঃ'—ঘট-পটাদি, বাচ্য—জাত্যাদি, 'তমঃ'—জীবের অবিদ্যা, 'জ্যোতিঃ'—বিদ্যা,—এ-সকলও তিনি। অতএব সেই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই নাই, যাহাতে মুগ্ধ হইবে—এই ভাব ॥৫৭

মধ্ব—গ্লাপকত্বাত্তমঃ ॥ ৫৭ ॥

অবাধিতোঽপি হ্যাভাসো যথা বস্তুতয়া স্মৃতঃ।
দুর্ঘটত্বাদৈন্দ্রিয়কং তদ্বদর্থবিকল্পিতম্ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—আবাধিতঃ অপি (তর্কবিরোধেন মিথ্যাত্বতয়া চ সর্ব্বতঃ নিরাকৃতঃ অপি) আভাসঃ (প্রতিবিম্বাদিঃ) হি যথা বস্তুতয়া (যথার্থত্বেন) স্মৃতঃ (প্রতীতঃ) তদ্‌বৎ ঐন্দ্রিয়কম্ (ইন্দ্রিয়ৈরুপস্থাপিতং বস্তুজাতমপি) অর্থবিকল্পিতম্ (অর্থত্বেন যথার্থতয়া বিকল্পিতং নতু পরমার্থতঃ অস্তি) দুর্ঘটত্বাৎ (অসম্ভাব্যত্বাদিত্যর্থঃ) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—প্রতিবিম্বসমূহ মিথ্যা বলিয়া সর্ব্বত্র স্থিরীকৃত হইলেও যেমন যথার্থ বস্তুরূপে প্রতীত হয়, তেমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপস্থাপিত দেহ যথার্থরূপে কল্পিত হইলেও দুর্ঘটত্বহেতু বাস্তবিক নহে ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভোক্তৃভোগ্যাদি-বস্তূনাং সর্ব্বজনৈরেব পৃথক্‌তয়া প্রতীয়মানত্বাৎ কথমেকো যতিরেব সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেদমিতি প্রত্যেতু তত্রাহ,—আবাধিত ইতি। অত্র অদ্বয়ং জ্ঞানমেব ব্রহ্মেতি ব্রহ্মোপাসনায়াং পদ্ধতিঃ। সা চ বিবিধশক্তি-বৈচিত্রীময়স্য বিশ্বস্য সত্যত্বপ্রতীতৌ ন সিদ্ধ্যেদতঃ তদর্থং জ্ঞানিনমধিকারিণং বিশ্বস্য মিথ্যাত্বং প্রত্যায়য়িতুং বিবর্ত্তবাদোঽয়মষ্টভিঃ প্রস্তূয়তে, যথা ভক্তিমতে "তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ" ইত্যুক্তং, তথৈব জ্ঞানিমতেঽয়মুপায়ো জ্ঞানিমনো ব্রহ্মমাত্রগ্রাহণার্থঃ। বিশ্বস্য সত্যত্বে মনসা নিশ্চিতে তেন নিরালম্বেন মনসা বিশ্বস্যাগ্রহণং নিষেধকোটিভিরপি দুর্ঘটমিত্যতোঽত্র বিবর্ত্তবাদেঽপি শাস্ত্রস্য তাৎপর্য্যমিত্যবসেয়ম্। বিশ্ববদেব ভগবদ্ধাম-নাম-রূপাদেঃ অসত্যত্বমননে তু জ্ঞানিনোঽপ্যধঃপাত ইতি প্রাক্ প্রতিপাদিতং প্রতিপাদয়িষ্যতে চ যথাস্থানমুপরিষ্টাদপি। শ্রীভরতেনাপি রহূগণ-প্রবোধনার্থং 'অয়ং জনো নাম চলন্ পৃথিব্যামিত্যাদিনা' বিশ্বস্য মিথ্যাত্বমুক্ত্বা তর্হি কিং সত্যমিত্যপেক্ষায়াং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং "যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি" ইত্যুপসংহৃতম্। অথ প্রকৃতমনুসরামঃ—আভাসো দ্বিচন্দ্রাদিমিথ্যাভূতোঽপি যথা বালৈর্বস্তুতয়া স্মৃতঃ তদ্বদৈন্দ্রিয়কং সর্ব্বমর্থত্বেন কল্পিতমেব নতু বস্তুতঃ দুর্ঘটত্বাৎ ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ভোক্তৃ-ভোগ্যাদি বস্তুসমূহ সকলের নিকটেই পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান হয়, কিপ্রকারে একমাত্র যতিই 'ইহা ব্রহ্ম' —এইরূপ বোধ করিবেন? তাহাতে বলিতেছেন—'আবাধিতঃ অপি', যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধ হইলেও ইত্যাদি। এখানে 'অদ্বয় জ্ঞানই ব্রহ্ম'—ইহা ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি, কিন্তু তাহা বিবিধ শক্তিবিশিষ্ট বৈচিত্রীময় বিশ্বের সত্যত্ব-প্রতীতিতে সিদ্ধ হয় না, অতএব তাহার নিমিত্ত জ্ঞানী অধিকারীর নিকট বিশ্বের মিথ্যাত্ব বোধ করাইবার জন্য এই 'বিবর্ত্তবাদ' —আটটি শ্লোকের দ্বারা অবতারণা করিতেছেন। যেরূপ ভক্তজনের মতে—"তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ" (৭।১।৩২), অর্থাৎ যে কোন উপায়েই হউক, শ্রীকৃষ্ণে মন অভিনিবিষ্ট করিবে—ইহা উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ জ্ঞানিমতে এই উপায় জ্ঞানিগণের মন ব্রহ্মমাত্র গ্রহণের নিমিত্ত। বিশ্বের সত্যত্ববিষয়ে মনের দ্বারা নিশ্চিত থাকিলে, তাদৃশ নিরালম্ব

মনের দ্বারা বিশ্বের অগ্রহন কোটি নিষেধের দ্বারাও দুর্ঘট, অতএব এই বিবর্ত্তবাদেও শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে হইবে। কিন্তু এই বিশ্বের (মিথ্যাত্বের) ন্যায়, শ্রীভগবানের ধাম, শ্রীনাম ও রূপাদির অসত্যত্ব মননে জ্ঞানিগণের অধঃপতন—ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, পরেও যথাস্থানে প্রতিপাদিত হইবে। শ্রীভরতও রহূগণ নৃপতিকে জ্ঞানোৎপাদনের নিমিত্ত "অয়ং জনো নাম চলন্ পৃথিব্যাম্" (৫।১২।৫), অর্থাৎ পার্থিব বিকারসমূহের মধ্যে যাহা কোন কারণে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে, তাহাই এই ভারবাহকাদি নামে প্রসিদ্ধ হয়, আর যাহা চলে না তাহাই পাষাণাদি নামে খ্যাত, ইত্যাদির দ্বারা বিশ্বের মিথ্যাত্ব বলিয়া, তাহা হইলে কি সত্য? ইহার অপেক্ষায়, 'যিনি ভগবৎসংজ্ঞ, যাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া তত্ত্ববিদ্গণ নিরূপণ করিয়াছেন'—ইহা বলিয়া উপসংহার করিলেন। অনন্তর শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইতেছে —'আভাসঃ', প্রতিবিম্বাদি, অর্থাৎ 'দ্বি-চন্দ্র' প্রভৃতি মিথ্যাভূত হইলেও যেমন বালকেরা বস্তুরূপেই মনে করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সমূহাত্মক দেহ ও তৎসম্বন্ধি বিষয়সমূহকে পদার্থ বলিয়া কল্পনা করা হয় বটে, কিন্তু পরমার্থ-বিচারে উহারা পদার্থ নয়, কেন না উহা দুর্ঘটই, অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ ॥ ৫৮ ॥

মধ্ব—দুর্ঘটত্বাদর্থত্বেন পরমেশ্বরেণৈব কল্পিতম্ ॥ ৫৮ ॥

———

ক্ষিত্যাদীনামিহার্থানাং ছায়া ন কতমাপি হি।
ন সংঘাতো বিকারোঽপি ন পৃথঙ্নান্বিতো মৃষা ॥৫৯

অন্বয়ঃ—ইহ ক্ষিত্যাদীনাম্ অর্থানাং (পঞ্চভূতানাং পদার্থানাং) ছায়া (ঐক্যবুদ্ধ্যালম্বনরূপং দেহাদিসংঘাতারম্ভপরিণামানাং মধ্যে) কতমা অপি হি (অন্যতমপি) ন (ভবতি) ন সংঘাতঃ (ন তাবৎ তেষাং সংঘাতঃ বৃক্ষাণামিব বনম্ একদেশাকর্ষণে সর্ব্বাকর্ষণানুপপত্তে নহ্যেকস্মিন্ বৃক্ষে আকৃষ্টে সর্ব্বং বনমাকৃষ্যতে) ন বিকারঃ অপি (আরব্ধঃ অবয়বী, অপিশব্দাৎ ন পরিণামঃ অপি? কুতঃ সঃ কিং স্বাবয়বেভ্যঃ পরিণতেভ্যঃ পৃথক্ তদন্বিতো বা) ন পৃথক্ ন অন্বিতঃ মৃষা (ন তাবৎ অত্যন্তং পৃথক্ তথা প্রতীতেঃ, ন চান্বিতঃ, স কিং প্রত্যবয়বং সর্ব্বঃ অপি অন্বেতি অংশেন বা। আদ্যে অঙ্গুলিমাত্রে অপি দেহবুদ্ধিঃ স্যাৎ। দ্বিতীয়ে তস্যাপি অংশাঙ্গীকারে সতি অনবস্থা স্যাৎ অতঃ মৃষা এব ইত্যর্থঃ) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—এই লোকে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের ছায়া দেহাদি সংঘাত আরম্ভ ও পরিণামের মধ্যে কোনটীই নহে। সুতরাং বিকার আরব্ধ অবয়বী কিম্বা পরিণাম নহে, কারণ, তাহা অবয়ব হইতে বেশী পৃথক্ নয় এবং কাহারও সহিত অন্বিতও থাকে না, অতএব ইহা মিথ্যা মাত্র ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ—এতদেবাহ,—ক্ষিত্যাদীনাং পঞ্চভূতানাং ছায়া ঐক্যবুদ্ধ্যা আলম্বনং দেহাদিকং সংঘাতারম্ভপরিণামানাং মধ্যে কতমাপি ন ভবতি ন তাবৎ পঞ্চভূতানাং সংঘাতঃ বৃক্ষাণামিব বনম্। একদেশাকর্ষণেন সর্ব্বাকর্ষণানুপপত্তেঃ। নহ্যেকস্মিন্ বৃক্ষে আকৃষ্টে সর্ব্বং বনমাকৃষ্যতে, ন চ পঞ্চভূতানাং বিকারঃ, পঞ্চভূতৈরারব্ধোঽবয়বীত্যর্থঃ। কুত ইতি চেত্তত্রাহ, ন পৃথক্ নান্বিত ইতি। অবয়বেভ্যোঽবয়বী ন তাবদত্যন্তং পৃথক্ তথা অপ্রতীতেঃ, নচ তেষ্বন্বিতঃ স কিং প্রত্যবয়বমবয়বী সর্ব্বত্র এবান্বেতি অংশেন বা আদ্যে পাণৌ পাণ্যঙ্গুল্যাদৌ বা দেহবুদ্ধৌ বা তন্নাশে দেহো নষ্ট ইতি প্রতীতিরাপদ্যেত। দ্বিতীয়ে অংশস্যাপ্যংশাঙ্গীকারেঽনবস্থা স্যাৎ। অপি-কারাৎ পঞ্চভূতানাং পরিণামোঽপি যতো ন পঞ্চভূতেভ্যঃ স পৃথক্। নাপি তেষ্বন্বিত ইত্যতো মৃষৈব মিথ্যেবেতি বিবর্ত্তবাদ এবোপাদেয় ইত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উক্তার্থ পরিস্ফুট করিতেছেন—'ক্ষিত্যাদীনাম্' ইত্যাদি, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের ছায়া (ঐক্যবুদ্ধিতে আলম্বন) দেহাদি সংঘাত, আরম্ভ ও পরিণাম—ইহাদের মধ্যে একটাও হইতে পারে না, অর্থাৎ সংঘাত, বিকার বা অন্বিত কিছুই নহে। (অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চমহাভূত একত্র হইয়া এই দেহ তৈরী করিয়াছে, অথবা ইহাদের কোনও পরিণত অবস্থায় দেহ হইয়াছে, এরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের একটিও নয়)। যদ্রূপ বৃক্ষসকলের একত্র হওয়া বা সংঘাতে বন, তদ্রূপ পঞ্চভূতের সংঘাতে দেহ নহে, কারণ একদেশের আকর্ষণে সকলের আকর্ষণ দেখা

যাইতেছে, কিন্তু একটা বৃক্ষের আকর্ষণে সকল বন আকৃষ্ট হয় না (অর্থাৎ দেহে এক অংশের আকর্ষণে সর্ব্বদেহের আকর্ষণ হয়, কিন্তু একটা বৃক্ষকে আকর্ষণ করিলে, বনে অন্য বৃক্ষের আকর্ষণ হয় না)। এইরূপ পঞ্চভূতের বিকার এই দেহ অর্থাৎ পঞ্চভূতের দ্বারা আরব্ধ অবয়বী, ইহাও বলা যায় না, কারণ অবয়ব দেহের অংশবিশেষ এবং অবয়বী দেহধারী অত্যন্ত পৃথক্‌ও নহে। কাহারও সহিত কেহ অন্বিতও থাকে না। যদি বলেন—অবয়বী কি সর্ব্বত্র প্রতি অবয়বে অন্বিত থাকে, কিম্বা কোন অংশের সহিত? আদ্যে অর্থাৎ প্রতি অবয়বে অন্বিত থাকিলে, পাণিতে বা পাণির অঙ্গুলিতে দেহ-বুদ্ধিতে, কোন অঙ্গুলি নষ্ট হইলে দেহ নষ্ট হইল, এরূপ প্রতীতি হইত। দ্বিতীয়ে অর্থাৎ কোন অংশে অন্বিত থাকে, এরূপ বলিলে, অংশেরও অংশ স্বীকার করিতে হয়, ইহাতে অনবস্থা হইয়া পড়ে। যেহেতু পঞ্চভূতের পরিণামও পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ নহে। সুতরাং মিথ্যাই বলিতে হয়, ইহাতে বিবর্ত্তবাদই গৃহীত হইল, এই অর্থ ॥ ৫৯ ॥

মধ্ব—ছায়ারীতিঃ প্রকারশ্চ ভাবশ্চেত্যভিধীয়তে ইতি শব্দনির্ণয়ে।

ক্ষিত্যাদীনাং পাদার্থানাং কতমোঽপি প্রকারো ন ঘটতে পরমেশ্বরকল্পিতত্বাৎ কার্য্যমিত্যেব বক্তুং যুক্তম্। নহি সজ্ঞাতমাত্রা পৃথ্বী ন চ বিকারমাত্রং নহি কালুষ্যাদিবিকারমাত্রেণ পৃথিবী ভবতি। ন চান্ত্যঃ পৃথক্ স্থিতিঃ, ন চ বস্তুদ্বয়বৎ। সহাবস্থানমাত্রম্ ॥৫৯

ধাতবোঽবয়বিত্বাচ্চ তন্মাত্রাবয়বৈর্বিনা।
ন স্যুর্হ্যসত্যবয়বিন্যসন্নবয়বোঽন্ততঃ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—অবয়বিত্বাৎ চ ধাতবঃ (ধারয়ন্তীতি ধাতবঃ মহাভূতানি) তন্মাত্রাবয়বৈঃ (সূক্ষ্মাবয়বৈঃ) বিনা ন স্যুঃ (ন ভবেয়ুঃ), হি অবয়বিনি অসতি অন্ততঃ অবয়বঃ অসন্ (এব স্যাৎ। অবয়বিপ্রতীত্যন্যথানুপপত্তিং বিনা তৎসদ্ভাবে প্রমাণাভাবাৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—পঞ্চভূতের অবয়বিত্ব-হেতু তন্মাত্ররূপ অবয়ব ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। সুতরাং অবয়বী অসৎ হইলে অবয়বও মিথ্যা ॥ ৬০ ॥

বিশ্বনাথ—এবং দেহাদের্মিথ্যাত্বমুক্ত্বা তদ্ধেতূনাং ক্ষিত্যাদীনামপি মিথ্যাত্বমাহ,—ধাতব ইতি। ধারয়ন্তীতি ধাতবো মহাভূতানি তন্মাত্রৈঃ সূক্ষ্মৈরবয়বৈর্বিনা ন স্যুঃ। অবয়বিত্বাত্তেষামপি তর্হ্যবয়বঃ সত্য ইতি চেত্তত্রাহ,—উক্ত-প্রকারেণাবয়বিন্যসতি অবয়বোঽপ্যন্ততোঽসন্নেব স্যাৎ অবয়বিপ্রতীত্যন্যথানুপপত্তিং বিনা তৎ সদ্ভাবে প্রমাণাভাবাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং পঞ্চমে "এবং নিরুক্তং ক্ষিতি-শব্দবৃত্তমিত্যাদি" ॥ ৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে দেহাদির মিথ্যাত্ব বলিয়া, তাহার হেতু ক্ষিতি প্রভৃতিরও মিথ্যাত্ব বলিতেছেন—'ধাতবঃ' ইতি, যাহা ধারণ করিয়া থাকে, তাহা ধাতু অর্থাৎ মহাভূত। 'তন্মাত্রাবয়বৈঃ বিনা' —সূক্ষ্মতন্মাত্র ভিন্ন পঞ্চভূত মিথ্যা, কারণ মহাভূত-সকল অবয়বী, সুতরাং সূক্ষ্ম অবয়ব ব্যতিরেকে সে সকল হইতে পারে না। যদি বলেন—অবয়বিত্বহেতু তাহাদের অবয়বগুলিও সত্য, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অবয়বী উক্তপ্রকারে অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা হইলে, অবয়বও শেষ পর্য্যন্ত অসৎ (মিথ্যা) হইয়া পড়ে। যেহেতু অবয়বি-প্রতীতির অন্যথা অনুপপত্তি (অর্থাৎ উপপাদ্য জ্ঞান দ্বারা উপপাদকের কল্পনা বা অর্থাপত্তি) বিনা তাহার সদ্ভাবের প্রমাণ নাই, এই অর্থ। যেমন পঞ্চম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"এবং নিরুক্তং ক্ষিতিশব্দবৃত্তং" (৫।১২।৯), অর্থাৎ ক্ষিতি-শব্দ-বাচ্য যাবতীয় পার্থিব বস্তু নামমাত্র সত্য হইলেও মিথ্যা বলিয়াই নিরূপিত হয়, ইত্যাদি ॥ ৬০ ॥

মধ্ব—এবমবয়বাবয়বিনোরপি ॥ ৬০ ॥

স্যাৎ সাদৃশ্যভ্রমস্তাবদ্বিকল্পে সতি বস্তুনঃ।
জাগ্রৎস্বাপৌ যথা স্বপ্নে তথা বিধিনিষেধতা ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—বস্তুনঃ (পরমাত্মনঃ) বিকল্পে (ভেদে) অসতি (অথবা অবিদ্যয়া ভেদে সতি) তাবৎ (যাবদবিদ্যানিবৃত্তিঃ তাবদেব) সাদৃশ্যভ্রমঃ (পূর্ব্ব-পূর্ব্বারোপ-সাদৃশ্যাৎ সঃ এব ইতি ভ্রমঃ) স্যাৎ। যথা স্বপ্নে (স্বপ্নমধ্যে) জাগ্রৎস্বাপৌ জাগ্রৎস্বাপব্যবস্থা ভবতি)

তথা (তদ্বৎ সর্ব্বমিথ্যাত্বে অপি) বিধিনিষেধতা (বিধিনিষেধব্যবস্থা অপি স্যাদিত্যর্থঃ) ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—পরমাত্মার ভেদ হইলে আরোপ সাদৃশ্যে ভ্রম হইয়া থাকে। নিদ্রাতে জাগরণ ও স্বপ্নের ন্যায় শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধের ব্যবস্থা ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তদপি ক্ষিত্যাদীনাং সত্যত্বেন প্রতীতিঃ কুতো নয়তীত্যত আহ,—স্যাদিতি বিকল্পে ক্ষিত্যাদাবসতি মিথ্যাভূতেঽপি বস্তুনঃ সত্যভূতস্য ভগবন্নিত্যধাম-ক্ষিত্যাদীনাং সাদৃশ্যেন ভ্রমঃ। সত্যস্য জলস্য মরীচিকায়ামিবেত্যর্থঃ। যথৈব সত্যএব তেজসি সত্যস্যৈব জলস্য ভ্রান্তিমূলকে আরোপে সতি মরীচিকা জলং ভবেৎ তথৈব সত্যএব ব্রহ্মণি সত্যস্যৈব ভগবদ্ধামস্থ-ক্ষিত্যাদেরজ্ঞানমূলকে আরোপে সতি যদিদং ভবেদিত্যর্থঃ। ন চ ভগবদ্ধাম্ন্যপি বিবর্ত্তঃ প্রবর্ত্তত ইতি তদপ্যসত্যমিতি বাচ্যং "ভূগোলচক্রে সপ্ত পুর্য্যো ভবন্তি তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরী" ইতি গোপালতাপনীশ্রুত্যা গোপালপুর্য্যা ব্রহ্মস্বরূপভূতত্বপ্রতিপাদনাৎ। তাসামিতি নির্দ্ধারণে ষষ্ঠ্যা সাক্ষাদিতি ব্রহ্মেতি পদয়োশ্চ বৈয়র্থ্যাদন্যবস্তূনামিব ব্রহ্মণি গোপালপুর্য্যারোপিতত্বমিতি ব্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ। কিঞ্চ অর্ব্বাচীনা অদ্বৈতবাদিনস্তু মায়াশক্ত্যতিরিক্তামন্তরঙ্গাহলাদিন্যাদিশক্তিং তদ্বিলাসান্ ভগবন্নিত্যধামক্ষিত্যাদীংশ্চামন্যমানা অন্ধপরম্পরয়ৈব বিবর্ত্তে মিথ্যাভূতস্যৈব সাদৃশ্যভ্রমমাচক্ষাণা বিগীয়ন্ত এব। নন্বেবং জগতো মিথ্যাত্বে সর্ব্বজ্ঞেনাপি বেদেন বিধিনিষেধৌ কথমুচ্যেতে, নহি মরীচিকা-জলস্য গুণদোষৌ বিজ্ঞেনোপদিশ্যেতে ? ইত্যত আহ,—জাগ্রৎ স্বপ্নাবিতি স্বপ্নমধ্যে যথা জাগ্রৎ-স্বপ্নব্যবস্থা তথৈব মিথ্যাভূতে জগতি তাবপি মিথ্যাভূতাবেবেত্যর্থঃ। অবিদ্বদধিকারিত্বাদিতি "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" ইত্যাদেঃ ॥ ৬১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, অবয়বীর অসত্য স্বীকার করিলেও ক্ষিতি প্রভৃতির সত্যত্বরূপে প্রতীতি কি প্রকারে সম্ভব হয় ? তাহাতে বলিতেছেন—'স্যাৎ' ইত্যাদি। 'বিকল্পে অসতি'—ক্ষিতি প্রভৃতি মিথ্যাভূত হইলেও, 'বস্তুনঃ'—সত্যরূপ ভগবদ্ধামস্থ ক্ষিতি প্রভৃতির সাদৃশ্যবশতঃ ভ্রম হইয়া থাকে। যেমন সত্য জলের মরীচিকাতে ভ্রম হয়, এই অর্থ। যদ্রূপ সত্য তেজে সত্য জলেরই ভ্রান্তিমূলক আরোপ হইলে মরীচিকা জল হয়, তদ্রূপ সত্য ব্রহ্মেই সত্যস্বরূপ ভগবদ্ধামস্থ ক্ষিতিপ্রভৃতির অজ্ঞানমূলক আরোপ হইলে এইরূপ ভ্রম হয়—এই অর্থ। ভগবদ্ধামেও বিবর্ত্ত প্রবর্ত্তিত হউক, তাহাও অসত্য—এরূপ বলিতে পারেন না, যেহেতু "ভূগোলচক্রে সাতটি পুরী আছে, তাহাদের মধ্যে গোপালপুরী সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে গোপালপুরীর ব্রহ্মস্বরূপভূতত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এখানে 'তাসাম্'—তাহাদের মধ্যে এই নির্দ্ধারণে ষষ্ঠীর দ্বারা, 'সাক্ষাৎ' এবং 'ব্রহ্ম'—এই পদদ্বয়ের বৈয়র্থ্য হয় বলিয়া, অন্য বস্তুর ন্যায় ব্রহ্মে গোপালপুরীর আরোপণ করা হইয়াছে—এরূপ ব্যাখ্যা করা চলে না। আরও, অর্ব্বাচীন অদ্বৈতবাদিগণ কিন্তু (বহিরঙ্গা) মায়াশক্তি ভিন্ন অন্তরঙ্গা হলাদিনী প্রভৃতি শক্তি এবং তাহার বিলাস ভগবানের নিত্যধামস্থ ক্ষিত্যাদি অগ্রাহ্য করিয়া অন্ধপরম্পরাক্রমে বিবর্ত্তে মিথ্যাভূত সাদৃশ্য ভ্রম বলিয়া (সাধুজনের নিকট) নিন্দিতই হইয়াছেন। যদি বলেন—জগতের এইপ্রকারে মিথ্যাত্ব হইলে, সর্ব্বজ্ঞ বেদ কর্ত্তৃক বিধি ও নিষেধ কিজন্য উক্ত হইয়াছে ? কারণ মিথ্যাভূত মরীচিকা জলের গুণ ও দোষ বিজ্ঞজন কখনও উপদেশ করেন না ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'জাগ্রৎস্বাপৌ', স্বপ্নের মধ্যেও যেরূপ জাগ্রত ও নিদ্রা অবস্থার স্বপ্ন দেখা যায়, সেইরূপ মিথ্যাভূত জগতে শাস্ত্রের বিধিনিষেধও অজ্ঞান অবিদ্যার অবস্থায়ই, অর্থাৎ ঐ বিধি-নিষেধও মিথ্যাভূতই—এই অর্থ। যেমন উক্ত হইয়াছে—"অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ" (৬।১।১১), অর্থাৎ অবিদ্যাগ্রস্ত জীবই কর্ম্মরূপ প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী ইত্যাদি। শ্রীগীতাতেও উক্ত হইয়াছে—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" (২।৪৫), অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি প্রতিপাদক বেদ ত্রিগুণাত্মিকা, অতএব হে অর্জ্জুন ! তুমি জ্ঞান-কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া বেদোক্ত নির্গুণ ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান কর, ইত্যাদি ॥ ৬১ ॥

মধ্ব—ন চ সাদৃশ্যমাত্রম্, বস্তুভেদে হি তদ্যুজ্যতে। তস্মাৎ স্বপ্নএব জাগ্রৎ স্বপ্নৌ যথা বিশেষতো দৃশ্যতে। তথা পৃথিব্যাবাদিবিশেষো দুর্ঘটোঽপীশ্বরকল্পনয়ৈবাসৌ দৃশ্যতে।

কার্য্যকারণবস্তুনা বিশেষো ন নিরূপিতঃ।
তথাপীশেচ্ছয়ৈবাসৌ দৃশ্যতে নিয়তোঽপি চ ॥৬১॥

ভাবাদ্বৈতং ক্রিয়াদ্বৈতং দ্রব্যাদ্বৈতং তথাত্মনঃ।
বর্ত্তয়ন্ স্বানুভূত্যেহ ত্রীন্ স্বপ্নান্ ধুনুতে মুনি ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—মুনিঃ (মননশীলঃ) ভাবাদ্বৈতং ক্রিয়াদ্বৈতং তথা দ্রব্যাদ্বৈতম্ আত্মানঃ (স্বস্য) স্বানুভূত্যা (আত্মতত্ত্বানুভাবেন) বর্ত্তয়ন্ (আলোচয়ন্) ত্রীন্ স্বপ্নান্ (জাগ্রদাদীন্) ধুনুতে (নিবর্ত্তয়তি অথবা বস্তুভেদবুদ্ধিঃ একঃ স্বপ্নঃ, ততস্তত্তদধিকারভেদেন কর্ম্মভেদবুদ্ধিঃ দ্বিতীয়ঃ স্বপ্নঃ, ততঃ মৎকর্ম্মসাধিতমেতৎ ফলং মমৈব ভোগ্যমিতি তৃতীয়ঃ স্বপ্নঃ, তান্ নিবর্ত্তয়তীত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—মুনি আপন ভাবের কার্য্যের এবং দ্রব্যের অদ্বৈত আলোচনা করিয়া আত্মতত্ত্বানুভবানন্তর জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় পরিহার করেন ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—ইদানীমুক্তমেবাদ্বৈতং ভাবনা-ত্রয়োপদেশেন দৃঢ়ীকরোতি,—ভাবাদ্বৈতমিতি চতুর্ভিঃ। বর্ত্তয়ন্ আলোচয়ন্ স্বানুভূত্যা আত্মতত্ত্বানুভবেন বস্তু-ভেদবুদ্ধিরেকঃ স্বপ্নঃ। ততস্তত্তদধিকার-ভেদেন কর্ম্মভেদবুদ্ধির্দ্বিতীয়ঃ। মৎকর্ম্মসাধিতমেতৎফলং মমৈব ভোগ্যমিতি তৃতীয়ঃ তান্ ধুনুতে নিবর্ত্তয়তি ॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতই ভাবনাত্রয় উপদেশের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন—'ভাবাদ্বৈতম্' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে, অর্থাৎ মননশীল মুনি ভাবনার, ক্রিয়ার এবং দ্রব্যের অদ্বৈত আলোচনা করিয়া, 'স্বানুভূত্যা'—আত্মতত্ত্বের অনুভবের দ্বারা, 'ত্রীন্ স্বপ্নান্'—(জাগ্রদাদি) তিনটি স্বপ্ন পরিহার করেন। তিনটি স্বপ্ন কি? তাহা বলিতেছেন—বস্তুভেদের বুদ্ধি এক স্বপ্ন, সেই সেই অধিকারভেদে কর্ম্মভেদের বুদ্ধি দ্বিতীয় এবং আমার কর্ম্মের দ্বারা সাধিত এই ফল আমারই ভোগ্য—এই তৃতীয় স্বপ্ন। 'তান্ ধনুতে'—সেই অবস্থাত্রয়ের নিবারণ করিয়া থাকেন ॥ ৬২ ॥

কার্য্যকারণবস্ত্বৈক্যদর্শনং পটতন্তুবৎ।
অবস্তুত্বাদ্বিকল্পস্য ভাবাদ্বৈতং তদুচ্যতে ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ—বিকল্পস্য (কার্য্যকারণভেদস্য বস্তুনঃ) অবস্তুত্বাৎ (হেতোঃ) পটতন্তুবৎ (তন্তুং এব হি পটঃ ইতিবৎ) কার্য্যকারণবস্ত্বৈক্যদর্শনং (যৎ সর্ব্বত্র কার্য্যকারণয়োঃ বস্ত্বৈক্যস্য দর্শনম্ আলোচনং) তৎ ভাবাদ্বৈতম্ উচ্যতে ॥ ৬৩॥

অনুবাদ—ভেদের অবস্তুত্বনিবন্ধন বস্ত্র ও সূত্রের তুল্য কার্য্য ও কারণের একবস্তুরূপে আলোচনাকে ভাবাদ্বৈত বলে ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বনাথ—কার্য্যকারণয়োর্বস্ত্বৈক্যদর্শনমালোচনং তন্তুরেব ন পট ইত্যেবং জগৎ-প্রকৃত্যোঃ কার্য্যকারণয়োঃ ঐক্যম্ ॥ ৬৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কার্য্য-কারণ-বস্ত্বৈক্যদর্শনং' —কার্য্য ও কারণের মধ্যে বস্তুর ঐক্যদর্শন অর্থাৎ আলোচনা, যেমন তন্তুই বস্ত্র, এরূপ আলোচনা, তদ্রূপ জগৎ ও প্রকৃতির মধ্যে কার্য্য ও কারণের যে ঐক্য, তাহাই ভাবনাদ্বৈত। (অর্থাৎ বিকল্প বলিতে ভেদ অবস্তু, এইহেতু বস্ত্র ও সূত্রের ন্যায় কার্য্য ও কারণকে যে একবস্তুরূপে আলোচনা করা, তাহাকে ভাবনাদ্বৈত বলে।) ॥ ৬৩ ॥

যদ্ব্রহ্মণি পরে সাক্ষাৎ সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণম্।
মনোবাক্তনুভিঃ পার্থ ক্রিয়াদ্বৈতং তদুচ্যতে ॥৬৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) পার্থ, (হে যুধিষ্ঠির,) মনোবাক্তনুভিঃ (কায়মনোবাক্যৈঃ) পরে ব্রহ্মণি (ভগবতি বাসুদেবে) যৎ সাক্ষাৎ (ফলাভিসন্ধিমন্তরেনৈব) সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণং (কৃতানাং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং সমর্পণং) তৎ ক্রিয়াদ্বৈতম্ উচ্যতে। (উদ্দেশ্যফলভেদঃ হি ক্রিয়াভেদে হেতুঃ ঈশ্বরার্পণে চ তদভাবাৎ ক্রিয়াণাম্ অদ্বৈতং ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—হে পার্থ, মন, বাক্য ও কায়দ্বারা কৃতকর্ম্মসমূহ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মে সমর্পণকে ক্রিয়াদ্বৈত বলে ॥ ৬৪ ॥

বিশ্বনাথ—মনোবাক্তনুভিঃ কৃতানাং কর্ম্মণাং ব্রহ্মণি অর্পণমিতি উদ্দেশ্যফলভেদো হি ক্রিয়াভেদে হেতুঃ ঈশ্বরার্পণে চ তদভাবাৎ ক্রিয়াণামদ্বৈতম্ ॥৬৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনোবাক্তনুভিঃ'— মন, বাক্য ও কায়ের দ্বারা যাহা কিছু করা হয়, সকল

কর্ম্মকেই পরম ব্রহ্মে (অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবে) সাক্ষাদ্ভাবে সমর্পণের নাম ক্রিয়াদ্বৈত। উদ্দেশ্য ফলের ভেদই ক্রিয়াভেদের কারণ, ঈশ্বরকে অর্পণ করিলে তাহার অভাববশতঃ ক্রিয়াসমূহের অদ্বৈত ॥ ৬৪ ॥

আত্মজায়াসুতাদীনামন্যেষাং সর্ব্বদেহিনাম্।
যৎ স্বার্থকাময়োরৈক্যং দ্রব্যাদ্বৈতং তদুচ্যতে ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মজায়া সুতাদীনাম্ (আত্মনঃ স্বস্য জায়াসুতাদীনাম্) অন্যেষাং চ (স্বসম্বন্ধরহিতানাং) সর্ব্বদেহিনাং (সর্ব্বপ্রাণিনাং) স্বার্থকাময়োঃ (স্বার্থশ্চ কামশ্চ তয়োঃ দেহাদীনাং পঞ্চভূতাত্মকেন ভোক্তৃশ্চ পরমাত্মত্বেন অভেদালোচনেন অর্থকাময়োঃ) যৎ ঐক্যম্ (অভেদদর্শনং) তৎ দ্রব্যাদ্বৈতম্ উচ্যতে ॥৬৫

অনুবাদ—আপন, কলত্র, পুত্রাদি এবং সমস্ত দেহী জীবের স্বার্থ ও কামের ঐক্যদর্শনকে দ্রব্যাদ্বৈত বলে ॥ ৬৫ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনঃ স্বস্য জায়াদীনাঞ্চ অন্যেষাঞ্চ স্বসম্বন্ধরহিতানাং স্বীয়োঽর্থ সাধনং কামশ্চ তৎ প্রাপ্যং যৎ ভোগ্যং তয়োঃ সাধন-সাধ্যয়োরৈক্যাদৈক্য-ভাবনেতি যাবেবার্থকামৌ স্বস্য তাবেব সর্ব্বেষামেব দেহাদীনাং পঞ্চভূতাত্মকত্বেন ঐক্যাৎ সর্ব্বেষামেব জীবাত্মনাং ভোক্তৃত্বেনৈক্যাদ্ভেদাভাবাদিতি ভাবঃ ॥৬৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মজায়াসুতাদীনাং'—নিজের সঙ্গে পুত্র, কলত্র বা নিজসম্বন্ধরহিত অন্য-সকলের 'স্বার্থ-কাময়োঃ'—স্বার্থ বলিতে নিজ অর্থ, অর্থাৎ সাধন এবং কাম হইতেছে তাহার প্রাপ্য যে ভোগ্য বস্তু, তাহাদের মধ্যে অর্থাৎ সাধন ও সাধ্যের মধ্যে যে ঐক্যভাবনা, অর্থাৎ যে অর্থ ও কাম নিজের, তাহা সকলেরই—এরূপ ঐক্যদর্শনের নাম 'দ্রব্যাদ্বৈত'। পঞ্চভূতাত্মক বলিয়া দেহাদির ঐক্য এবং সমস্ত জীবাত্মার ভোক্তৃত্বহেতু ঐক্যবশতঃ ভেদের অভাব, (এইজন্য দ্রব্যাদ্বৈত)—এই ভাবার্থ ॥ ৬৫ ॥

যদ্‌যস্য বানিষিদ্ধং স্যাদ্ যেন যত্র যতো নৃপ।
স তেনেহেত কার্য্যাণি নরো নান্যৈরনাপদি ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, যৎ, (দ্রব্যং) যস্য (পুরুষস্য) যেন (উপায়েন) যত্র (যস্মিন্ দেশে যস্মিন্ কালে চ) যতঃ (সকাশাৎ) বা (অথবা) অনিষিদ্ধং (বিহিতং) স্যাৎ। সঃ নরঃ অনাপদি তেন (এব বিহিতোপায়লব্ধেন দ্রব্যেণ) কার্য্যাণি (বিহিতানি কর্ম্মাণি) ঈহেত (কুর্য্যাৎ ন) অন্যৈঃ (অবিহিতৈঃ মার্গৈঃ উপায়ান্তরোপার্জ্জিতৈঃ দ্রব্যৈঃ আপৎসু ন দোষঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ, যে বস্তু যে উপায়ে, যে স্থানে, যাহা হইতে, যাহার পক্ষে অনিষিদ্ধ, সে তাহা দ্বারা অনাপৎকালে কার্য্যের যত্ন করিবে, অন্যরূপে নহে ॥৬৬

বিশ্বনাথ—উক্তানাশ্রমধর্ম্মান্ সংক্ষিপ্যাহ,—যদ্দ্রব্যং যেনোপায়েন যতঃ সকাশাৎ ॥ ৬৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উক্ত আশ্রমধর্ম্ম সংক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—'যদ্ যস্য', যে দ্রব্য যে উপায়ে যাহার নিকট হইতে (অর্থাৎ সদুপায়ে অর্জ্জিত দ্রব্যের দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে) ॥ ৬৬ ॥

এতৈরন্যৈশ্চ বেদোক্তৈর্ব্বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
গৃহেঽপ্যস্য গতিংযায়াদ্রাজংস্তদ্ভক্তিভাঙ্ নরঃ ॥৬৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, এতৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ) অন্যৈঃ চ বেদোক্তৈঃ স্বকর্ম্মভিঃ বর্ত্তমানঃ নরঃ গৃহে অপি তদ্ভক্তিভাক্ (ভগবদ্ভক্তিভাজনঃ যদি ভবেৎ তদা) অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) গতিং (স্বরূপং) যায়াৎ (লভেত) ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ইহা এবং অন্যান্য বেদ-বিহিত ক্রিয়া সম্পাদনদ্বারা ভগবদ্ভক্ত গৃহে থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণের গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রস্তুতমুপসংহরতি—এতৈরিতি। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য গতিং, গৃহে গৃহস্থোঽপি যদি তদ্ভক্তিভাক্ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রকরণের উপসংহার করিতে-ছেন—'এতৈঃ' ইত্যাদি। 'অস্য'—এই শ্রীকৃষ্ণের গতি লাভ করে। 'গৃহে অপি'—গৃহস্থ হইয়াও যদি তাঁহাতে ভক্তিমান্ হয়, এই অর্থ ॥ ৬৭ ॥

যথা হি যূয়ং নৃপদেব-দুস্ত্যজা-
দাপদ্গণাদুত্তরতাত্মনঃ প্রভোঃ।
যৎপাদপঙ্কেরুহসেবয়া ভবা-
নহারষীন্নির্জ্জিতদিগ্গজঃ ক্রতূন্ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপদেব, যথা হি যূয়ম্ আত্মনঃ প্রভোঃ (পরমাত্মনঃ শ্রীকৃষ্ণদেব) দুস্ত্যজাৎ (ঘোরাৎ) আপদ্গণাৎ (বিপৎসমূহাৎ) উত্তরত (উৎকর্ষেণ অতরত যৎপাদপঙ্কেরুহসেবয়া (যস্য চ পাদপঙ্কেরুহয়োঃ চরণকমলয়োঃ সেবয়া পরিচর্য্যয়া) নির্জ্জিতদিগ্গজঃ (নির্জ্জিতাঃ দিগ্গজাঃ তৎ পর্য্যন্তাঃ জনাঃ যেন তথাভূতঃ দিগ্বিজয়ী সন্) ভবান্ ক্রতূন্ (রাজসূয়াশ্বমেধাদীন্) অহারষীৎ (কৃতবান্। তথা চ ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবাৎ এব সংসারাদুত্তীর্ণঃ ভবিষ্যসি ইত্যর্থঃ) ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—আপনারা স্বীয় প্রভুর সেবাদ্বারা রাজা ও দেবগণের দুস্ত্যজ আপৎসমূহ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াছেন, এবং যাঁহার পাদপদ্ম-সেবাদ্বারা দিগ্হস্তিগণকে নির্জ্জিত করিয়া যজ্ঞ আহরণ করিয়াছেন, সেই আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সংসার হইতে উত্তীর্ণ হউন ॥ ৬৮ ॥

বিশ্বনাথ—এষা চ পঞ্চাধ্যায়ী সর্ব্বসাধারণ্যেনৈবোক্তা ঐকান্তিকভক্তানাং তু সিদ্ধানাং সাধকানাঞ্চ ভগবানেব গতিঃ। তত্র চ সিদ্ধান্ স্বয়মপরোক্ষীভূতএব ভগবান্ স্বপ্রেমতরঙ্গে নর্ত্তয়িতুং সম্পদ্বিপদাবর্ত্তগমিতাংস্তান্ যথাবদেব কারয়তি তথৈব তে কুর্ব্বন্তি তদভিপ্রেতাচরণমেব তেষাং ভজনমিতি তত্র পাণ্ডবানেব প্রমাণীকুর্ব্বন্নাহ,—যথাহীতি. নৃপৈর্দ্দেবৈশ্চ সহায়ৈর্দুস্ত্যজাদাপদাং গণাৎ স্বপ্রভোর্দ্ধ্যানাদিলক্ষণয়া চরণসেবয়ৈবোত্তরত উত্তরথেত্যর্থঃ। যৎ যথা চ ভবাং, ত্বয়ৈব ক্রতূন্ অহার্ষীৎ, তথৈবান্যে উগ্রসেনাদয়োঽপি তং সেবন্তে ইতি শেষঃ। তেন মাদৃশো গৃহমূঢ়ধীরিত্যুক্ত্যা স্বেষাং গৃহস্থকর্ম্মিষ্বন্তর্ভাবো ন ভাব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চাধ্যায়ী সকলের জন্য সাধারণভাবেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐকান্তিক ভক্ত এবং সিদ্ধ সাধকগণের শ্রীভগবানই একমাত্র গতি। তন্মধ্যেও সিদ্ধগণকে নিজে অপরোক্ষরূপে (সাক্ষাদ্ভাবে) থাকিয়া ভগবান্ স্বপ্রেমতরঙ্গে নৃত্য করাইবার নিমিত্ত সম্পদ্ ও বিপদ্রূপ আবর্ত্তে প্রেরণ করতঃ (তাঁহাদিগকে) যাহা করান, তাঁহারাও তদ্রূপই করেন। তাঁহার (শ্রীভগবানের) অভিপ্রেত আচরণই তাঁহাদের ভজন, এই বিষয়ে পাণ্ডবদিগকেই প্রমাণস্বরূপে বলিতেছেন—'যথা হি', নৃপতিবর্গ ও দেববৃন্দের সাহায্যেও দুস্ত্যজ বিপৎরাশি হইতে স্বপ্রভুর (শ্রীকৃষ্ণের) ধ্যানাদিরূপ চরণসেবার দ্বারাই তোমরা উদ্ধার লাভ করিয়াছ। 'যৎ'—যেরূপ তুমি (মহারাজ যুধিষ্ঠির) সেই পাদপদ্মের পরিচর্য্যার দ্বারাই 'ক্রতূন্ অহার্ষীৎ'—(রাজসূয়, অশ্বমেধাদি) যজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, সেইরূপ উগ্রসেনাদি অপরেও (নিজ ভাবানুসারে) তাঁহাকে সেবা করিতেছে। সুতরাং 'মাদৃশঃ গৃহমূঢ়ধীঃ' (৭।১৪।১), অর্থাৎ আমাদের ন্যায় গৃহাসক্ত জন যে প্রকারে মোক্ষপদবী প্রাপ্ত হইতে পারে, এই বলিয়া নিজেদের গৃহস্থ কর্ম্মিগণের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা তোমার উচিত নহে—এই ভাব ॥ ৬৮ ॥

———

অহং পুরাভবং কশ্চিদ্গন্ধর্ব্ব উপবর্হণঃ।
নাম্নাতীতে মহাকল্পে গন্ধর্ব্বাণাং সুসম্মতঃ ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়ঃ—অহং পুরা অতীতে মহাকল্পে নাম্না উপবর্হণঃ (ইতি খ্যাতঃ) গন্ধর্বাণাং সুসম্মতঃ (অত্যন্তপ্রিয়ঃ) কশ্চিৎ গন্ধর্ব্বঃ অভবম্ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে অতীত মহাকল্পে আমি গন্ধর্ব্বগণপূজিত উপবর্হণ নামে গন্ধর্ব্ব ছিলাম ॥ ৬৯ ॥

বিশ্বনাথ—যাদৃচ্ছিক-সাধুসঙ্গলব্ধভক্তীন্ সাধকাংস্তু "ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ" ইত্যাদি শ্রীভাগবতশাস্ত্রস্বরূপেণ সএব ভগবান্ যথাদিশতি, তথৈব তে কুর্ব্বন্তি। "সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ" ইতি ভগবতোক্তং বিধিবাক্যমেব প্রমাণীকুর্ব্বন্তো বর্ণাশ্রমাচারাদিকং নাপেক্ষন্তে। তত্র পূর্ব্বজন্ম স্বমেব প্রমাণীকুর্ব্বন্নাহ,—অহমিতি সার্দ্ধৈঃ পঞ্চভিঃ ॥ ৬৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে যাঁহারা ভক্তিলাভ করিয়াছেন, তাদৃশ সাধকগণকে কিন্তু, "ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ" (১১।১১।৩২), অর্থাৎ স্বীয় গুণ ও দোষসকল বিদিত

হইয়া, আমা-কর্ত্তৃক বেদরূপে উপদিষ্ট স্বধর্ম্ম সমূহও পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনিই সত্তম অর্থাৎ যথার্থ সাধুশ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন—ইত্যাদি শ্রীভাগবত-স্বরূপে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যেরূপ আদেশ করেন, তদ্রূপই তাঁহারা করিয়া থাকেন। আরও, "স্বলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ (১১।১৮।২৮), অর্থাৎ ইহ ও পরলোকের বিষয়সমূহে বিরক্ত, অতএব মোক্ষেও আসক্তিশূন্য জ্ঞাননিষ্ঠ অথবা আমার ভক্ত, যেহেতু আমার বিধি-নিষেধের অধীন হন না, তজ্জন্য ত্রিদণ্ডাদি চিহ্নযুক্ত আশ্রমধর্ম্ম ও তাহাতে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাসুখে বিচরণ করিবেন—ইত্যাদি শ্রীভগবতোক্ত বিধিবাক্যকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করতঃ (তাঁহারা) বর্ণ ও আশ্রমের আচারাদির কোন অপেক্ষা করেন না। এই বিষয়ে দেবর্ষি স্বীয় পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্তই প্রমাণস্বরূপ বলিতেছেন—'অহং' ইত্যাদি সার্দ্ধ পাঁচটি শ্লোকে।।৬৯

মধ্ব—অতীতমহাকল্পে অতীতব্রহ্মকল্পে ব্রহ্মকালঃ পরশ্চেতি মহাকল্পশ্চ কীর্ত্তিতঃ ইতি চ ॥ ৬৯ ॥

———

রূপপেশলমাধুর্য্য-সৌগন্ধ্যপ্রিয়দর্শনঃ।
স্ত্রীণাং প্রিয়তমো নিত্যং মত্তঃ স্বপুরলম্পটঃ ॥ ৭০ ॥

অন্বয়ঃ—রূপপেশলমাধুর্য্য-সৌগন্ধ্যপ্রিয়দর্শনঃ (রূপং চ পেশলং চ সৌকুমার্য্যং চ মাধুর্য্যং মঞ্জুভাষিত্বং সৌগন্ধ্যং সুগন্ধিত্বং চ তৈঃ রূপাদিভিঃ প্রিয়ং দর্শনং যস্য সঃ) স্ত্রীণাং (নারীণাং) প্রিয়তমঃ (অতিশয়েন প্রীতিবিষয়ঃ অতএব) নিত্যং মত্তঃ (মদোন্মত্তঃ সন্) স্বপুরলম্পটঃ (স্বপুরে গন্ধর্ব্বনগরে এব তাসু নারীষু লম্পটঃ অত্যাসক্তঃ আসম্ ইতি ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য, মাধুর্য্য ও সৌগন্ধ্যে আমি সকলের প্রিয়দর্শন ও সতত স্ত্রীপ্রিয়, মত্ত ও স্বগৃহলম্পট ছিলাম ॥ ৭০ ॥

বিশ্বনাথ—পেশলং চাতুর্য্যম্ ॥ ৭০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পেশলং'—চাতুর্য্য, (অথবা—আঙ্গিক সৌষ্ঠব) ॥ ৭০ ॥

———

একদা দেবসত্রে তু গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ।
উপহূতা বিশ্বসৃগ্‌ভির্হরিগাথোপগায়নে ॥ ৭১ ॥

অন্বয়ঃ—একদা দেবসত্রে (দেবানাং সত্রে সত্র-সংজ্ঞকে যাগে) গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং (গন্ধর্ব্বাণাম্ অপ্সরসাং চ) গণাঃ (সমূহাঃ) হরিগাথোপগায়নে (হরেঃ ভগবতঃ গুণকীর্ত্তনে) বিশ্বসৃগ্‌ভিঃ (দক্ষমরীচ্যাদিভিঃ) উপহূতাঃ (নিমন্ত্রিতাঃ) ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—একদা দেবযজ্ঞে হরিলীলাগানার্থ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ বিশ্বস্রষ্টৃগণ কর্ত্তৃক আহূত হইল ॥৭১॥

———

অহঞ্চ গায়ংস্তদ্বিদ্বান্ স্ত্রীভিঃ পরিবৃতো গতঃ।
জ্ঞাত্বা বিশ্বসৃজস্তন্মে হেলনং শেপুরোজসা।
যাহি ত্বং শূদ্রতামাশু নষ্টশ্রীঃ কৃতহেলনঃ ॥ ৭২ ॥

অন্বয়ঃ—অহং চ তৎ (আহ্বানং) বিদ্বান্ (জানন্) স্ত্রীভিঃ পরিবৃতঃ (উন্মত্তঃ সন্) গায়ন্ (হরিগাথাং বিনা অন্যদেব যথেচ্ছং গায়ন্ এব তত্র) গতঃ, বিশ্বসৃজঃ তৎ (আজ্ঞাং বিনৈব স্ত্রৈণগানরূপং) মে (মম) হেলনম্ (অপরাধং) জ্ঞাত্বা ওজসা (ক্রোধেন) শেপুঃ (শাপং দদুঃ) কৃতহেলনঃ (কৃতং হেলনম্ অস্মদবজ্ঞানং যেন সঃ) নষ্টশ্রীঃ (নষ্টা শ্রীঃ শোভা যস্য তথাভূতঃ সন্) ত্বম্ আশু (শীঘ্রমেব) শূদ্রতাং যাহি (ইত্যেবং তে শাপং দদুঃ ইত্যর্থঃ) ॥৭২॥

অনুবাদ—আমিও সেই আহ্বান অবগত হইয়া স্ত্রীবেষ্টিত হইয়া গমন করিলে বিশ্বসৃড়্‌গণ আমার অবজ্ঞা জ্ঞাত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রভাব দ্বারা আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। "অনাদর হেতু তুমি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া সত্বর শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হও ॥ ৭২ ॥

বিশ্বনাথ—তদাহ্বানং বিদ্বান্ উন্মত্তঃ সন্ গায়ন্নেব গতঃ ॥ ৭২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিদ্বান্'—আমিও সেই আহ্বান অবগত হইয়া, প্রমত্তভাবে স্ত্রীগণের সহিত গান করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইলাম ॥ ৭২ ॥

———

তাবদ্দাস্যামহং জজ্ঞে তত্রাপি ব্রহ্মবাদিনাম্।
শুশ্রূষয়ানুষঙ্গেণ প্রাপ্তোঽহং ব্রহ্মপুত্রতাম্ ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়ঃ—তাবৎ অহং (শাপেন) দাস্যাং জজ্ঞে (জাতঃ) তত্র অপি (শূদ্রজন্মনি অপি) ব্রহ্মবাদিনাং

(বিদুষাং) শুশ্রূষয়া (সেবয়া) অনুষঙ্গেন (প্রসঙ্গেন) অহং ব্রহ্মপুত্রতাং প্রাপ্তঃ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—শূদ্রজন্মে ও বেদবাদিগণের দাসী হইতে জাত হইয়া আমি তাঁহাদের সেবা ও অনুকূল সঙ্গ-প্রভাবে এক্ষণে ব্রহ্মপুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৭৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রাপি শূদ্রজন্মন্যপি ; যদ্বা, তাদৃশাভিশাপে সতি। অত্র তাদৃশেতিহাসকথনং ভক্তেঃ প্রাগ্‌ভাবজ্ঞাপনার্থং। অনুষঙ্গেণ পুনঃ পুনঃ সঙ্গেন অনুকূলেন সঙ্গেন বা ॥ ৭৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্রাপি'—সেই শূদ্রজন্মেও, অথবা—তাদৃশ অভিশাপ সত্ত্বেও। এখানে তাদৃশ ইতিহাস কথন ভক্তির প্রাক্‌ভাব জ্ঞাপনের নিমিত্ত (অর্থাৎ ভক্তসঙ্গে ভক্তের সেবার দ্বারাই ভক্তি লভ্য হয়, ইহা জানাইবার জন্য)। 'অনুষঙ্গেণ'—মহতের পুনঃপুনঃ সঙ্গের দ্বারা, অথবা—তাঁহাদের অনুকূল সঙ্গপ্রভাবে আমি ব্রহ্মপুত্রত্ব লাভ করিয়াছি ॥ ৭৩ ॥

ধর্ম্মস্তে গৃহমেধীয়ো বর্ণিতঃ পাপনাশনঃ।
গৃহস্থো যেন পদবীমঞ্জসা ন্যাসিনামিয়াৎ ॥৭৪॥

অন্বয়ঃ—যেন (ধর্ম্মেণ) গৃহস্থঃ (অপি) ন্যাসিনাং (সন্ন্যাসিনাং) পদবীং (গতিম্) অঞ্জসা (অনায়াসেন এব) ইয়াৎ (গচ্ছেৎ) গৃহমেধীয়ঃ (সঃ গৃহস্থসম্বন্ধী) পাপনাশনঃ ধর্ম্মঃ তে (তব সমীপে) বর্ণিত (ময়া কথিতঃ) ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ—যৎকর্ত্তৃক গৃহাশ্রমিগণ অনায়াসে সন্ন্যাসীদিগের গতি প্রাপ্ত হয়, আমি তোমাকে সেই পাপনাশক গৃহস্থ ধর্ম্ম বলিলাম ॥ ৭৪ ॥

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্-
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥ ৭৫ ॥

অন্বয়ঃ—বত, (হে রাজন্,) নৃলোকে (জীবলোকে) যূয়ং ভূরিভাগাঃ (অতিভাগ্যবন্তঃ যতঃ) লোকং (ত্রিলোকমপি) পুনানাঃ (পবিত্রীকুর্ব্বন্তঃ) মুনয়ঃ মনুষ্যলিঙ্গং (যস্মাৎ নরাকৃতিবৎ) গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ আবসতি ইতি (মত্বা) যেষাং গৃহান্ অভিযন্তি (সর্ব্বতঃ আগচ্ছন্তি) ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ—আপনারা ভূলোকে অতি ভাগ্যবান্, যেহেতু আপনাদিগের গৃহে লোকপাবন মুনিবৃন্দ আগমন করেন এবং নররূপী সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৭৫ ॥

বিশ্বনাথ—যূয়ন্তু প্রহলাদাদি সর্ব্বভক্তেভ্যো যথাশ্রেষ্ঠাস্তথা বিপ্রাদি-বর্ণেভ্যো ব্রহ্মচার্য্যাদ্যাশ্রমেভ্যশ্চ পরমশ্রেষ্ঠা ইতি ব্যঞ্জয়ন্ পূর্ব্বোক্তামেব শ্লোকত্রয়ীং পুনরাহ,—যূয়মিতি ॥ ৭৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমরা কিন্তু প্রহলাদপ্রভৃতি সর্ব্বভক্ত হইতে যেরূপ শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ বিপ্রাদি বর্ণ হইতে এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম হইতেও পরম শ্রেষ্ঠ, ইহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত (৭।১৪।৪৮-৫০) শ্লোকত্রয় পুনরায় বলিতেছেন—'যূয়ম্' ইত্যাদি ॥৭৫॥

স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্য-
কৈবল্যনির্ব্বাণসুখানুভূতিঃ।
প্রিয়ঃ সুহৃদ্বঃ খলু মাতুলেয়
আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্‌গুরুশ্চ ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়ঃ—মহদ্বিমৃগ্য কৈবল্য-নির্ব্বাণ-সুখানুভূতিঃ (মহদ্ভিঃ বিমৃগ্যম্ অন্বেষণীয়ং যৎ কৈবল্য নির্ব্বাণ-সুখং পরমানন্দঃ তদনুভূতিঃ অনুভবরূপং) ব্রহ্ম স বা অয়ং খলু (প্রসিদ্ধঃ নরাকৃতিঃ) বঃ (যুষ্মাকং) প্রিয়ঃ (প্রীতিবিষয়ঃ) সুহৃৎ (মিত্রং হিতচিন্তকঃ) মাতুলেয়ঃ (মাতুলপুত্রঃ) আত্মা (দেহবৎ স্বাধীনঃ) অর্হণীয়ঃ (পরমেশ্বরত্বেন আরাধনীয়ঃ) বিধিকৃৎ গুরুঃ চ (যথার্থহিতোপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণঃ এব) ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—অহো, সাধুদিগের অন্বেষণীয় মুক্তি-সুখের প্রত্যক্ষ অনুভবস্বরূপ সেই পরব্রহ্ম আপনাদিগের প্রিয়সুহৃৎ, মাতুলপুত্র আত্মা, পূজ্য, বিধানকর্ত্তা এবং গুরু ॥ ৭৬ ॥

ন যস্য সাক্ষাদ্ভবপদ্মজাদিভী
রূপং ধিয়া বস্তুতয়োপবর্ণিতম্।
মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ
প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৭৭ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) রূপং (তত্ত্বং) ভবপদ্মজাদিভিঃ (ভবঃ মহাদেবঃ পদ্মজঃ ব্রহ্মা তদাদিভিঃ অপি) ধিয়া বস্তুতয়া (যাথার্থ্যেন) সাক্ষাৎ ন উপবর্ণিতং (ন বিষয়ীকৃতং) সঃ এষঃ সাত্বতাং পতিঃ (ভক্তানাং পালকঃ) মৌনেন (মৌনপূর্ব্বকধ্যান-বিচারাদিনা) ভক্ত্যা (শ্রবণাদিরূপয়া) উপশমেন (ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণাদিবিজয়েন) পূজিতঃ (আরাধিতঃ অতঃ অস্মাকং) প্রসীদতাম্ ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—সাক্ষাৎ শিবব্রহ্মাদিকর্তৃক স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা যাঁহার রূপ বাস্তবিকরূপে বর্ণিত হয় নাই, এবং যিনি মৌন, ভক্তি ও উপশমদ্বারা পূজিত হন, সেই এই সাত্বত পতি প্রসন্ন হউন ॥ ৭৭ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি দেবর্ষিণা প্রোক্তং নিশম্য ভরতর্ষভঃ।
পূজয়ামাস সুপ্রীতঃ কৃষ্ণঞ্চ প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৭৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইতি (ইত্যেবং) দেবর্ষিণা প্রোক্তং (কথিতং) নিশম্য (শ্রুত্বা) ভরতর্ষভঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) প্রেমবিহ্বলঃ (শ্রীকৃষ্ণপ্রেম্না অতীব আনন্দিতঃ) সুপ্রীতঃ (সন্) কৃষ্ণংপূজয়ামাস চ (বিশেষতঃ সৎকৃতবান্) ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভরতকুলশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দেবর্ষিকথিত বাক্যাবলী শ্রবণানন্তর প্রীত ও প্রেমবিহ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন ॥ ৭৮ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণং চকারান্নারদঞ্চ। ত্বমেবন্তুতো মম ভ্রাতেতি প্রেম্না বিহ্বলঃ ॥ ৭৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃষ্ণঞ্চ'—শ্রীকৃষ্ণকেও, এখানে 'চ'—কার প্রয়োগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও দেবর্ষি নারদকে মহারাজ যুধিষ্ঠির পূজা করিলেন, ইহা বুঝিতে হইবে। 'প্রেম-বিহ্বলঃ'—তুমি আমার এরূপ ভ্রাতা, ইহাতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া (যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন) ॥ ৭৮ ॥

———

কৃষ্ণপার্থাবুপামন্ত্র্য পূজিতঃ প্রযযৌ মুনিঃ।
শ্রুত্বা কৃষ্ণং পরংব্রহ্ম পার্থঃ পরমবিস্মিত ॥৭৯॥

অন্বয়ঃ—মুনিঃ (নারদঃ) কৃষ্ণপার্থৌ (কৃষ্ণং যুধিষ্ঠিরং চ) উপামন্ত্র্য (সম্ভাষণাদিকং কৃত্বা) পূজিতঃ (স্বয়ঃ চ তাভ্যাং সম্মানিতঃ সন্) প্রযযৌ (গতবান্)। পার্থঃ (যুধিষ্ঠিরশ্চ) কৃষ্ণং পরং ব্রহ্ম শ্রুত্বা পরমবিস্মিতঃ (অতীব আশ্চর্য্যান্বিতঃ অভবৎ) ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ—মুনি কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক তৎকর্তৃক সৎকৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম' যুধিষ্ঠির ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ৭৯ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণপার্থৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ কৃষ্ণযুধিষ্ঠিরৌ বা প্রয়াণসময়ে পুনরপি পূজিতঃ ॥ ৭৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চদশঃ সপ্তমস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ভীতিত্রপে মৌঢ্যবলান্নিগীর্য্য যদ্বেদ্মি তদ্বচ্মি মনো-বিনোদাৎ।
বুধাঃ ক্রুধা গর্হত বর্হচুলঃ পুরঃ স্ফুরন্নস্তু স নোঽনুকূলঃ ॥

পৌষস্য কৃষ্ণৈকাদশ্যাং গান্ধর্ব্বায়াঃ সরস্তটে।
অপূরি সপ্তমস্যাপি টীকেয়ং তৎপ্রসাদতঃ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডায় নমঃ। শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডায় নমঃ। শ্রীগোবর্দ্ধনাচলায় নমঃ। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃষ্ণ-পার্থৌ'—মুনিশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির বা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রীতি সম্ভাষণ করতঃ, প্রস্থানকালে পুনরায় তাঁহাদের দ্বারা পূজিত হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন ॥ ৭৯ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার সপ্তম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

আমি মূঢ়তাবশতঃ ভয় ও লজ্জা পরিহারপূর্ব্বক নিজের চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত যাহা বুঝি, তাহা বলি। হে বুধগণ! আপনারা ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করুন, কিন্তু সেই শিখিপিঞ্ছমৌলি আমার সমক্ষে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া আমার অনুকূল হউন ॥

পৌষ মাসের কৃষ্ণ একাদশী তিথিতে শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে শ্রীরাধারাণীর অনুকম্পায় এই সপ্তম স্কন্ধের টীকা সম্পূর্ণ হইল ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড ও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনকে প্রণামপূর্ব্বক ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করিতেছি ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭।১৫ ॥

ইতি দাক্ষায়ণীনাং তে পৃথগ্বংশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
দেবাসুরমনুষ্যাদ্যা লোকা যত্র চরাচরাঃ ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে যুধিষ্ঠির-নারদসংবাদঃ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—ইতি দাক্ষায়ণীনাং পৃথগ্বংশাঃ তে (তব সমীপে) প্রকীর্ত্তিতাঃ (বর্ণিতাঃ) যত্র দেবাসুর-মনুষ্যাদ্যাঃ চরাচরাঃ (স্থাবরজঙ্গমাঃ) লোকাঃ (জাতাঃ ইতি শেষঃ) ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ—এই দেবাসুর-মনুষ্যাদি চরাচর লোকের উদ্ভবস্থান দক্ষপুত্রীদিগের পৃথক্ পৃথক্ বংশসমূহ আপনার নিকট কীর্ত্তিত হইল ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।